হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

[পঞ্চদশ সংস্করণ]

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মুদ্রণ-যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

[মূল্য ১৷৹ বাঁধাই ১॥৹ টাকা]

সূচীপত্র

১। চিন্তাতরঙ্গিণী ১

২। বীরবাহু কাব্য ৯

৩। বৃত্রসংহার [১ম] ৩৫

৪। বৃত্রসংহার [২য়] ৭৮

৫। আশাকানন ১৩৪

৬। ছায়াময়ী ১৭৭

৭। চিত্তবিকাশ ২০৬

৮। দশমহাবিদ্যা ২২৬

৯। কবিতাবলী [ভারত বিষয়ক] ২৪১

১০। রহস্যবিষয়ক কবিতাবলী ২৮৮

১১। অ-পূর্ব্ব-প্রকাশিত কবিতা ২৯৯

১২। বিবিধ কবিতা ৩১২

১৩। নানা বিষয়ক কবিতা ৩২৫

চিন্তাতরঙ্গিণী

চল বাতাস বয় জলের কল্লোল।
ঙা রবি-ছবি জলে খেলায় হিল্লোল॥
র ধীরে পাতা কাঁপে, পাখী করে গান।
াহিত বরণ ভানু অস্তাচলে য . ॥
চিত্র গগনময় কিরণের ঘটা।
দ্রো, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা॥
রিয়া ভবের শোভা জুড়ায় নয়ন
ল শরীর সেবি মলয়-পবন॥
া সন্ধ্যাকালে যুবা পুরুষ নবীন।
য়ে নদীর কূলে একা এক দিন॥
টের আয়তন সুচারু বরণ।
চনের আভা তার মুখের কিরণ॥
খলে মানুষ বলি মনে নাহি লয়।
পুরবাসী বলি মনে ভ্রমে হয়॥
পেতে পড়িয়া যেন পরাণ ভিতরে।
-কথা আলোচনা করিছে কাতরে॥
দৃষ্টে এক দিকে রহি কতক্ষণ।
হতে লাগিল যুবা প্রকাশি তখন॥
বের অসাধ্য রোগ চিন্তার বিকার।
ীকার নাহি তার বুঝিলাম সার॥
লে এখনো কেন অন্তর আমার।
ধ হতেছে এত দহনে তাহার॥
রদিকে এই সব জগতের শোভা।
ছুই আমার কাছে নহে মনোলোভা॥
খে অলক্তময় ভানুর মণ্ডল।
সব মেঘ যেন জলন্ত অনল॥
ে মেঘের মাঝে দিবাকর-ছটা।
নায় পাতায় যেন সিঁদূরের ঘটা॥
... দূর্বাদল এই নদী-জল,
... লোহিত-রবি-কিরণে সকল॥
[illegible]
[illegible]

মনের আনন্দে অই পাখী করে গান।
জানায় জগত-জনে রবি অস্ত যান॥
ঊর্দ্ধপুচ্ছ গাভী ওই পাইয়া গোধূলি।
যাইতেছে ঘরমুখে উড়াইয়া ধূলি॥
কৃষক, রাখাল, আর গৃহী যত জন।
সেবিয়া শীতল বায়ু পুলকিত মন॥
পৃথিবীর যত জীব প্রফুল্ল সকল।
অভাগা মানব আমি অসুখী কেবল॥
ত্যজি গৃহ-কারাগার এক্ষ নদীতটে।
দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে॥
ভাবিনু শীতল বায়ু পরশিলে গায়।
চিন্তার বিষের জ্বালা নিবারিবে তায়॥
চিন্তা-বিষে মন যার জরে একবার।
নিরুপায় সেই জন বুঝিলাম সার॥
এ ছার"—এমন কালে, প্রিয়সখা তার।
আসি, পাশে দাঁড়াইয়া করে নমস্কার॥
'একাকী এখনো হেথা কিসের কারণ?"
বলিয়া সুধায় তায়, সেই বন্ধুজন॥
"এস এস এস ভাই প্রাণের কমল।
দেখ বুকে হাত দিয়ে হলো কি শীতল॥
ভেবেছি আমি হে সার নরক সংসার।
প্রাণী ধরিবার ঘোর কল বিধাতার॥
সাধু পুরুষের নয় রহিবার স্থান।
ভীষণ নরক-কুণ্ড কূপের সমান॥
দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরাচার, ধর্ম্ম-অলঙ্কার।
দ্বেষ, পরহিংসা, আর নৃশংস আচার॥
দম্ভ, অহঙ্কার, মিথ্যা, চুরি, পরদার।
প্রতারণা, প্রতিহিংসা, কোপ অনিবার।
নরহত্যা, অনিবার্য্য সংগ্রাম দুরন্ত।
কত শত নাম তার নাহি যায় অন্ত॥
পরিপূর্ণ বসুন্ধরা এই সব পাপে।
[illegible]

প্রতীকার কিসে তার বল দেখি ভাই।
এই দেখ নদীজলে ঝাঁপ দিতে যাই॥"
এই কথা বলি তারে আলিঙ্গন করি।
যেতে চায় নরসখা, সখা রাখে ধরি॥
"ছি ছি ভাই পাগলের মত কত বল।
কাপুরুষ কথা কেন মুখে এ সকল॥
এ কথা শুনিলে তব পিতা কি ভাবিবে।
এ কথা শুনিলে 'জগতারা' কি বলিবে॥
সে যে এ জগত-তারা রমণীর মণি।
তোমা বই জানে না হে, সরলা কামিনী॥
মনে কর সেই নিশি এই নদীজলে।
ভাসে তরী, তার'পরি ঘুমায় সকলে॥
প্রমত্ত তটিনী করে শশী আলিঙ্গন।
তারকা-মালায় ঘেরা বিমল গগন॥
ধূ ধূ করে চারিদিক্ হু-হু করে প্রাণ।
আর পারে নাবিকেরা করে সারিগান॥
ভূতল আকাশ আর তরঙ্গিণী-জল।
তরু, বায়ু, তারারাজী, চাঁদের মণ্ডল॥
চক্ষে দেখা যায় আর কানে শুনা যায়।
বোধ হয় প্রেম-সুধা-মাখা সমুদায়॥
তুমি কাছে শুয়ে, জল নাচি নাচি চলে।
অশ্রুজলে ভিজি রামা এইরূপে বলে॥

"আমি নারী অভাগিনী, পতিকোলে বিরহিণী,
না জানি করেছি কত পাপ।
সে ঠেলে চরণে করে, ত্যজিলাম তার তরে,
জননী ভগিনী ভাই বাপ॥
কথা যার মধুময়, মন যার প্রেমালয়,
সে কেন আমারে করে হেলা।
দেখেও কি সে দেখে না, ভেবেও কি সে ভাবে না,
অদ্ভুত পুরুষের খেলা॥
কেমনে বা হইবে আন, পুরুষের শত টান,
শস্ত্র, শাস্ত্র, সংগ্রাম, ভ্রমণ।
রাজনীতি, ব্যবহার, ব্যবসা, কৃষি, বিচার,
দ্যূতক্রীড়া রমণীরঞ্জন॥
পুরুষের এই সব, পুরুষ নারী-বিভব,
সবে নিধি অমূল্য রতন।
সেই ধ্যান সেই ধন, সেই প্রাণ সেই মন,
[illegible]
[illegible]

এত বলি উঠে গিয়া, তরী-পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া,
একে একে খোলে আভরণ॥
সাক্ষী করে চন্দ্র তারা, গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা
দর-দর বিগলিত হয়।
"অভাগী পরাণে মরে, বলো সবে প্রাণেশ্বরে
এ যাতনা আর নাহি সয়॥"
এত বলি তোমা পানে, পূর্ণ দৃষ্টি রামা হানি
শ্বাস ত্যজি ঝাঁপ দিতে যায়।
তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে, তোমায় দোহাই দিয়ে
কত ক'রে নিবারিনু তায়॥

এখনো নয়নে বারি ঝরে বুঝি তার।
এই সে কাঁদিতেছিল নিকটে আমার॥
দুই কর করে ধরি সজল নয়নে।
বলে মোরে ধীরে ধীরে করুণ-বচনে॥
'সুধাইও, ওহে ভাই তোমার সখারে।
কি কারণ অযতন করেন আমারে॥
দাসী প্রতি প্রতিকূল এত কেন হন?
বারেক তুলিয়া মুখ কথা নাহি কন॥
কোন্ অপরাধে আমি আছি অপরাধী।
অহরহ ভাবি তাই, দিবানিশি কাঁদি॥
বল তিনি কোন্ দোষ দেখেন আমার।
কি করিলে পরিতোষ হইবে তাঁহার?'
ভেবে দেখ, তারে তুমি কত দুঃখ দাও
ভাল ক'রে সাজা বুঝি এবে দিতে চাও
সহায়-বিহীনা, ভাই, রমণী অবলা।
সংসার-সাগর-মাঝে স্বামী মাত্র ভেলা॥
একে ত নারীর জাতি পরের অধীনা।
তাহাতে অভাগা দেশে দাসী-মত কেন
পৃথিবী-ভিতরে জানে পরিবার জন।
রন্ধনশালার সীমা ভিতরে ভ্রমণ॥
সে যদি পতির প্রেমে হইল বিমুখ।
এর চেয়ে তার ভবে আছে কি অসুখ
বল দেশাচার-দোষে পরের নন্দিনী।
কি কারণ অকারণ দুঃখের ভাগিনী॥
সত্য বটে, তোমা মোহে বিষয় [illegible]
সত্য তার মনে মাখা অজ্ঞানের [illegible]
তুমি বই সেই ভেদ বল কে বুঝাবে
অজ্ঞান-আঁধার ঘোর আর কে [illegible]
[illegible]

[illegible]
কি [illegible] থাকে সেই আপনার ॥
তুমি যদি অবহেলা অন্ত কোন্ জন।
এই [illegible] শিখাইবে করিয়া যতন ॥
[illegible] কে দেখাবে তার।
কে কাণ্ডারী হবে তার জীবনের নায় ॥"
"ওহে সখে কি বলিবে বুঝি হে সকল।
বুঝাইতে নারি তাই মনেরে কেবল ॥
কেমনে এমন দেহ ধারণ করিব।
কেমনে সংসার-পাশে ডুবিয়া রহিব।
'আমার আমার' করি সকলে পাগল।
হায় রে আপন পর জানে না কমল ॥
মনের মতন লোক মেলে না রে ভাই।
বল বল সাধুজন কোথা গেলে পাই ॥
ধর্মশীল অকুটিল আছে কয় জনা।
কে না মিথ্যা বলে কে না করে প্রতারণা ॥
ইচ্ছা করে একবার পৃথিবী ঘুড়িয়া।
নূতন মানব-জাতি আনি হে গড়িয়া ॥
কেন ভগবান্ হেন পৃথিবী রচিল।
কলুষ-পাথারে পরে কেন ডুবাইল ॥
মাটীর শিকলে কেন আত্মা মন বাঁধা।
আলো আঁধারিয়া কবি কেন দেন ধাঁধা ॥
মনে হয় ভেদ করি দেহের পিঞ্জর।
বিভু-পাশে গিয়ে যোড় করি দুই কর ॥
সুধাই এ নবলোক সৃজন কারণ।
আর আর লোক সব করি দরশন ॥
সঠিক বলেছি তোমা না করি গোপন।
এত দিন কোন্ কালে ফুরাইত রণ ॥
শুধু সেই অভাগিনী তোমা কয় জন।
পরকাল-ভয় ভাবি, পিতার কারণ ॥"
বলিতে বলিতে দোঁহে কথায় ভুলিয়া।
নদী হ'তে কত দূরে আইলা চলিয়া ॥
রমণীর রূপ ধরে কুতল গমন।
পরিয়া শারদ-শশী রজত-ভূষণ ॥
আলো পেয়ে কাক ডাকে দিবস ভাবিয়া।
রজনী-রমণ হাসে রহস্য দেখিয়া ॥
বিমল গগনে হাসে চাঁদের মণ্ডল।
নীল জলে যেন শ্বেত কমলের দল ॥
চারিদিকে প্রকৃতির শোভা অনুপম।
[illegible] ॥

যোড়-করে দুই জনে মুদিল নয়ন।
অমনি গ্রা[illegible] মাঝে বাজিল বাজন।
ত্যক্ত হয়ে নর[illegible] কমলে সুধায়।
"এখন কিসের তরে বাজনা বাজায় ?"
কমল বলিল "আজি সপ্তমী রজনী।"
অধীর হইয়া নর কহিছে তখনি ॥
"দুর্ব্বল মানব-মন সেই সে কারণ।
পূজে ভবদেব করি প্রতিমা গঠন ॥
সাকার-স্বরূপে তাই নিরাকার ভাবে।
মাটী পূজা করি তারে মোক্ষপদ পাবে ॥
একবার এরা যদি প্রকৃতি মন্দির।
প্রবেশি ডাকিতে পারে জগত-বন্ধুরে।
শিব দুর্গা কালী নাম ভুলিবে সকল।
পরব্রহ্ম নাম মাত্র জপিবে কেবল ॥
কি ছার অমরপুর তাঁর পুর-কাছে।
কোথায় দেবের [illegible] তাঁর কাছে আছে ॥
কি প্রতিমা দশভুজা করেছে গঠন।
সে কি তাঁর রূপ যাঁর ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥
[illegible] জন যাঁর কথায় প্রলয়।
দশ[illegible] তাঁরে কি সাজয় ॥
কিবা জবা-বিল্বদলে তুষিবে সে জনে।
এত পূর্ণ ফলে ফুলে করেছে যে জনে।
কিবা ধূপ দীপ গন্ধ, তাঁর যোগ্য দান।
যেই দেন ধূপ-ধুনা-কস্তুরী-নিদান ॥
কি মানবে তাঁর মূর্ত্তি করিবে ধারণ।
সসাগরা ক্ষিতি ব্যোম যাঁহার রচন ॥
সার মন্ত্র জানি এক পরব্রহ্ম নাম।
মুক্তিপদ জানি সেই পরব্রহ্মধাম ॥"
এত বলি ধীরে ধীরে তুলিয়া নয়ান।
কুতূহলে দোঁহে মিলে করে বিভুগান ॥
"আনন্দে মিলাও তান, গাও রে বিভুর গ[illegible]
জয় জগদীশ বল মন।
ত্যজ রে অনিত্য খেলা, ত্যজ রে পাপের [illegible]
ভজ রে তাঁহার শ্রীচরণ ॥
মহিমার ধ্বজা লয়ে, বিমানে বিরাজ[illegible]
চারিদিকে তারাগণ ধায়।
সাজিয়া কৌমুদী সাজে, বসিয়া [illegible]
শশধর তাঁর গুণ [illegible]
দিবস হইলে পরে,
[illegible] আকাশে তাঁহার [illegible]

যাঁহার জলদ জল, ব্যোম, বায়ু, মহীতল,
তাঁর গুণ গাহিছে কেবল ॥
ভজ রে তাঁহার নাম, খোঁজ রে তাঁহার ধাম,
সেই জন ভবের ভাণ্ডারী।
সেই প্রভু ভয়ঙ্কর, যমে যারে করে ডর,
সেই জন ভবের কাণ্ডারী ॥
করেছি অনেক পাপ, সহিব অনেক তাপ,
দয়াময় দয়া করো মরে।
ঠেল না চরণে ক'রে, দেখা যেন পাই পরে,
এই নিবেদন পাপী করে।"
গান করি সমাপন, প্রিয়সখা দুই জন,
কিছু পরে ঘরে দেখা দিল।
সখাকর করে ধরি, কমল বিনয় করি,
এই কথা তখন বলিল ॥
"বৃথা চিন্তা কর দূর, রণমাঝে হও শূর,
কি কারণে এত ভয় পাও।
বিপদে যে ভয় পায়, লোকে দেখে হাসে তায়,
পুরুষের প্রতাপ দেখাও ॥
এখন বিদায় চাই, ঘোর নিশি ঘরে যাই,
দেখো ভাই থাকে যেন মনে।
অরুণ না দেখা যায়, পাখী না কাকলী গায়,
হেনকালে মিলিব দুজনে ॥"

ভোরে উঠি গুটি গুটি চলিল কমল।
নব নব পাতা সব করে দলমল ॥
দুই চারি তারা ধরি প্রহরীর বেশ।
ঝিকি-ধিকি ঝিকি-মিকি, করে নিশি শেষ ॥
পায় পায়, সখা যায়, নরসখাবাসে।
মনোহরা, জগতারা, দেখে পতিপাশে ॥
পাখা হাতে, প্রাণনাথে, করিছে সেবন।
সারা নিশি, কাছে বসি, অলস নয়ন ॥
সে বরণ, সে বদন, সে নয়ন চুল।
সে বদন, সে চরণ, বরণ হিঙ্গুল ॥
দিন দিন, বিমলিন, শুকাইয়া যায়।
জাগরণে, বরাননে, বিরস দেখায় ॥
তবু তার, রূপ-আর, হেরিলে নয়ন।
বঁধু ভুলায়, ভোলা ভার, জনম মতন ॥
পায় পায়, কাছে যায়, কমল সুধীর।
[illegible], দেখে রূপ, দোঁহে হয় স্থির ॥
[illegible], যেন জল, করে পরিষ্কার।
[illegible], অপরূপ, রূপ হয় তার ॥

মুখভাতি, স্থিরজ্যোতি, ক্রমশঃ উজ্জ্বল।
প্রসারিত, সঙ্কুচিত, ললাটের স্থল ॥
ওষ্ঠাধর থর-থর, কাঁপে ঘন-ঘন।
যেন কোন, সুস্বপন, করে দরশন ॥
থেকে থেকে, একে একে, প্রফুল্ল সকল।
নাসা কর্ণ, গণ্ড-বর্ণ হয় সমুজ্জ্বল ॥
অপরূপ, সেই রূপ, হেরি পতিব্রতা।
ভাবে দেব, কোন দেবসনে কন কথা ॥
দণ্ড দুই, কাল বই, নরসখা জাগে।
দেখে সতী, একমতি, ব'সে শিরোভাগে ॥
হৃষ্টমতি, দ্রুতগতি, প্রিয়া-কর ধরে।
চমকিত, পুলকিত, কয় দ্রুতস্বরে ॥

"মরি কি দেখিনু, কোন্‌খানে ছি
এখন কোথায় রই।
কোথা নিরমল, সেই সুধাং
সে মোহন পুরী কই ॥
কোথা মনোলোভা, দশদিক্-শো
অতুলিত আভা কই।
এ আলো সে নয়, এ বাতাস
এ যে পাখী ডাকে অই ॥
সেরূপ সুন্দর, পুরী মনো
নাহি ভূমণ্ডল-মাঝে।
বিশ্ব-বিনোদন, বিমল কি
তাপহীন শোভা সাজে ॥
ভানু মহাবল, চন্দ্রমা শী
দূরে নিরুজ্জ্বল রয়।
ঘোর ঘটা আল, শোভিতেছে ভ
তাহে পুরীশোভা হয়।
গীত সুমধুর, পুরা অই
তাদৃশ নাহিক আর।
কস্তুরী জিনিয়া, পবন পূ
বহে গন্ধ চমৎকার ॥
জরা মৃত্যু নাই, সর্বজন
চির-আনন্দিত লোক।
নাহি অনাচার, বৈরি নাহি
নাহি জানে কেহ শোক ॥
মোহন মূরতি, অই পুরী
আসীন বেদীর পরে।
ঝলমল করে, বেদী আলো
নিন্দি রবিকোটি করে ॥

মোহিত অন্তরে, আনন্দের ভরে,
যোড় করি উচ্চ হাত।
সাধু যত জন, গাহন বাজন,
থাঁর তরে প্রণিপাত॥
প্রেম-রোমাঞ্চিত, দেহ সুকম্পিত,
গাইতিল ভকত জন।
সঙ্গীত শুনিল, ভকতি পবিল,
পামর মানব-মন॥
কি দেখিনু আহা, পুন কি সে তাহা,
কভু দেখিবারে পাব।
এ পাপে না রব, এ তাপ না সব,
ত্বরায় সেখানে যাব॥
নিরমল ঠাঁই, তাহে পাপ নাই,
সে যে সাধুজন-ধাম।
অই শুনা যায়, অই গীত গায়,
ডাকে মহাপ্রভু-নাম॥
যেন কেহ মোরে, 'লয়ে যাব তোরে'
বলিছে কানের কাছে।
তার সনে যাব, সুধানাম পাব,
আর কি তেমন আছে?"
বলিতে বলিতে, কথা না থামিতে,
সংবিৎ হারায় তেঁহ।
কমলকামিনী, ত্বরা বারি আনি
সুশীতল করে দেহ॥

চেতন পাইয়া যুবা কাঁপিতে লাগিল।
আঁখিজলে যুবতীর বদন ভাসিল॥
তখন কমল একা বিপাকে পড়িয়া।
কহিতে লাগিল তারে সান্ত্বনা করিয়া॥
"সুবোধ হইয়া কেন অবোধ হইলে।
কি দেখি এতেক সখি আতঙ্ক ভাবিলে॥
সামান্য হয়েছে জ্বর কত দিন রবে।
তার তরে এত বল ভাবিলে কি হবে॥
আশু যাতে রোগ যায় করহ উপায়।
আমি সদা কাছে রব ভয় কিবা তায়॥"
শুনিয়া সুন্দরী বারিধারা নিবারিল।
একমনে স্বামিসেবা করিতে লাগিল॥
ভালয় ভালয় রোগী নীরোগ হইল।
দুর্ব্বল শরীর তবু সবল নহিল॥
ভগ্নদেহে ভগ্নমনে বাড়িল হুতাশ।
পতিপ্রাণা পতিব্রতা হইল হতাশ॥

নিরজনে এক দিন ডাকিয়া কমলে।
ছল-ছল নেত্রে জল জগতারা বলে॥
"কপালে কি আছে মোর বুঝিতে না পারি।
কেহ আর নাই মোর আমি একা নারী॥
দেখি দিন দিন তিনি শুকাইয়া যান।
উদাসীনভাব সদা অলস নয়ান॥
হয় হ'ল নয় নেই, খেতে নাহি চান।
যখন তখন দেখি বিষণ্ণ বয়ান॥
দুই চারি কথা কন সদাই নীরব।
বল কিছু স্থির হয়ে শুনিবেন সব॥
বুঝেছি অভাগী আমি বিধাতা বিমুখ।
কত সুখ আশে আগে নাচিত হে বুক॥
কত দিন কতমত ভেবেছি হে ভাই।
এবে বুঝি হ'ল ভোর আর আশা নাই॥
এমন কি মহাপাপ করেছি হে আমি।
কে দিল আমারে শাপ তাই হেন স্বামী॥
উপকথা ছেলেবেলা শুনেছিনু ভাই।
ক্রমাগত দিবানিশি মনে পড়ে তাই॥
অপরূপ পাখী পেয়ে নারী এক জন।
সোনার খাঁচায় পুরে করিত যতন॥
তারি সেবা আট পর সতত করিত।
পড়াত খাওয়াত, হাতে তুলিত পাড়িত॥
এক দিন ফাঁকি দিয়া পাখী উড়ি যায়।
কেহ কোথা তারে আর খুঁজিয়া না পায়॥
অঙ্গ রোগ নহে, এ যে চিন্তারোগ কাল।
কি হবে বল হে সখে বিষম জঞ্জাল॥
একবার তাঁরে তুমি বল ভাল ক'রে।
অই দেখ আসিছেন, ঘাড় হেঁট ক'রে॥"
"কেমন আছ হে আজি? নিরুত্তর কেন?
অতিশয় ম্লান ভাব দেখি কেন হেন?"
"আমার সংসারে আর থাকি কিবা ফল।
কি হবে থাকিয়ে হেথা প্রাণের কমল॥
দেশাচার রাক্ষসীরে বধিতে নারিনু।
স্বদেশের দুঃখভার ঘুচাতে নারিনু॥
জনমদাতার ধার শোধিতে নারিনু।
দিন দিন মহাপাপে ডুবিতে লাগিনু॥
মনের বাসনা কই পূরাতে পারিনু।
মানব-মণ্ডলী কই পবিত্র করিনু॥
প্রীতিবারি সমাজেতে সেঁচিলাম কই।
স্বার্থ, দ্বেষ, পরহিংসা নাশিলাম কই॥

আপনার মন নিরমল হয়ে।
ধর্ম-পথে মন স্থির হয় বল ॥
এ বয়সে কত পাপ করিলাম।
কত ছলিলাম কত মিথ্যা বলিলাম ॥
যত দিন দিন ক্ষীণ হয় বুদ্ধি-বল।
পৃথিবীর তাও দিন বাড়াই কেবল ॥
শিশু-গণ্ডগোল হয়ে কত কাল রব?
সন্তাপ-শিখা আর কত কাল সব ॥
আহা কি সুখেতে কাল শিশুরা কাটায়।
ঐ দেখ নাচি নাচি কয় জনা ধায় ॥
মায়েতে খেলা কর এই বেলা।
এখনি হইবে সন্ধ্যা ভাসাইবে ভেলা ॥
কত থাক আর জানিবে তখন।
[illegible]দের ধাম এই পৃথিবী কেমন ॥
ঐ বেলা কত খেলা আমিও খেলেছি।
ঐ খেলা কত আশা আমিও করেছি ॥
এখন বুঝেছি সার অসার সংসার।
দণ্ড দুই আলো পরে ঘোর অন্ধকার ॥
এ ভবের নাট্যশালা ছায়াবাজী প্রায়।
দিন দুই ধুমধাম পরেতে ফুরায় ॥
মনুষ্যের শিশুকাল কত দিন রয়।
যৌবন-সৌরভ দিন চারি বই নয়।
বিবরী লোকের মান, আজি আর কালি।
প্রবল পবনে যেন উড়ে মরু-বালি ॥
[illegible]য়ের বীরত্বগুণ প্রণয় প্রথম।
বিস্তারিত দশদিকে চাঁপাগন্ধ সম ॥
[illegible] যেন মধ্যাহ্নের প্রখর মিহির।
[illegible]কালে লুকায় আড়ে মেঘ সুগভীর।
[illegible]ঘোর আঁধারময় এ ভব-ভিতরে।
[illegible] যাহা দেখ তাহা মুহূর্তের তরে ॥
[illegible]নশা, তাহে মেঘ, কালিম বরণ।
[illegible] মাঝে যেন সৌদামিনী দরশন ॥
[illegible] নিশাতে যেন আহার পতন।
জলবিম্ব ক্ষণে যেন জলেতে মগন ॥
[illegible]তের মেঘ যেন ঘন ঘন ডাকে।
[illegible] আড়ম্বর উড়ে যায় ফাঁকে ফাঁকে ॥
[illegible] চরণেতে যেন বালির নিশান।
[illegible] আর পরে না থাকে নিশান ॥"
[illegible] কি আজি, হেন ভাব, কেন হে তোমার।
[illegible]

কি [illegible] কর।
শান্ত করি [illegible] ধর ॥
সাগরের মাঝে যেন অক্ষয় অচল।
বৃথায় প্রহারে ঝড় তরঙ্গের দল ॥
সেইরূপ সাধুজন সংসার-ভিতরে।
বদ্ধমূল স্থির-ভাব আপনার ভরে ॥
কিছুকাল কষ্ট পায় ধার্মিক সুজন।
অনন্ত কালের তরে সুখের ভাজন ॥
কে তোমারে বলিল হে অকর্মণ্য তুমি।
তোমা মত লোক আছে তাই আছে ভূমি ॥
সাধু মহাজন-গুণে আছে ধরাতল।
নহিলে সে কোন্ কালে যেত রসাতল ॥"
"কি করিব আর আমি সদা বল তাই।
দেখ দেখি মনে ভেবে কিছু কর নাই ॥
এত জনে নীতি শিক্ষা কে করিল দান।
পাপ হ'তে এত জনে কে করিল ত্রাণ ॥"
"সত্য বটে, যা বলিলে বুঝিনু কমল।
আজি আর থাক্ কালি বলিব সকল ॥
নিদ্রা ইচ্ছা আজি কিছু হতেছে সকালে।
যত পার বলো, সখে, কাল প্রাতঃকালে ॥"
কমল চলিয়া যায়, নর-সখা কয়।
"আর দেরী করা মোর পরামর্শ নয় ॥
প্রাণের কমল শুনি সকলে কি কবে।
কি করি থাকিতে আর নাহি পারি ভবে ॥
যাই দেখি একবার বাহিরে বাতাসে।
দেখে আসি কমল ফিরিয়া নাকি আসে ॥"
এত বলি অবিলম্বে বাহিরে আসিল।
নিরখি গগন-শোভা কহিতে লাগিল ॥
"থাক, থাক শশধর, বিরাজ আকাশে।
তুমি না থাকিলে কেবা তিমিরে বিনাশে ॥
মাসে মাসে তুমি ত হে কত দেশে যাও।
ভাল মন্দ কত লোক দেখিবারে পাও ॥
অপটু আমার মত দেখেছ কি কারে।
আর আর লোক সব বলে কিবা তারে ॥
আছে ও তারকাবৃন্দ আকাশের রাজি।
লক্ষ লক্ষ যোজনেতে প্রকাশিছ আজি ॥
কোথাও অভাগা হেন দেখেছ কি আর।
দেখে থাক বল তবে কিবা নাম তার ॥
ধরাতল, তোর বুকে আর কত জন।
[illegible]

কোথা যাও শশধর রহ এক পল।
বারেক মনের সাধে হেরিব কুন্তল॥"
বলিতে বলিতে শশী পশ্চিমে ডুবিল।
শ্বাস ত্যজি নরসখা গেহেতে পশিল॥
ঘোর নিদ্রা-অভিভূত দেখিল সকলে।
আপন মন্দিরে তবে ধীরে ধীরে চলে॥
দেখে চেয়ে খাটে শুয়ে সোনার পুতুলী।
ম্লানভাবে যেন তবু হাসিছে বিজলী॥
জাগরণে অচৈতন্য নিদ্রা যায় সতী।
একদৃষ্টে দাঁড়াইয়া রহে তার পতি॥
মুদিতনয়না-মুখ হেরে বার বার।
কভু বায়, কভু আসে, কভু পাশে তার॥
কভু পুতুলের মত স্থিরতর রয়।
অবশেষে ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে কয়॥
"বিদায় জনমশোধ দাও প্রণয়িনি।
রাখিতে না পারি আর এ পাপ পরাণী॥
এই বেলা সকালে সকালে ভঙ্গ দিব।
পলাব ভবের গৃহে আর না রহিব॥
অভেদ পাষাণে মোর মন বাঁধা প্রিয়ে।
আগে চ'লে যাই আমি তোমারে ফেলিয়ে॥
আমা বই জান না রে তুমি রে অবলা।
ভেবেছ উন্মাদ পতি হায় রে সরলা॥
ক্ষমা কর প্রেমময়ি! আমি অভাজন।
কপালে থাকে ত হবে পরেতে মিলন॥"
এত বলি ঘন ঘন করি দরশন।
নিঃশব্দ-চরণে যুবা করিল গমন॥
চকিত-নয়নে সদা চারিদিকে চায়।
সদা ভয়, জাগি পাছে কেহ টের পায়॥
পায় পায় উপনীত নিরূপিত ঘরে।
ধবড়্ ধবড়্ পড়ে বুক ঘরের দুয়ারে॥
সাহসে করিয়া ভর প্রবেশিল তায়।
সাংঘাতিক রজ্জু ঝোলে দেখিবারে পায়॥
আপাদ-মস্তক দেখি অমনি শিহরে।
পরকাল-ভয় আক্রমণ তবে করে॥
"পলাব, করিব, কি জানি কি হবে পরে।
নতুবা, এ ভবে আর রহিব কি ক'রে॥
অথবা ভাসিয়া ভাসিয়া মিলিবে কূল।
যদি মাঝে ডুবে যাই তবে ত প্রতুল॥
[illegible] সবে।
[illegible] কিবা হবে॥

এখনো উঠেনি ঝড়, তুফান তুফান।
না জানি তখন তবে হবে কত টান॥
সে পথে যে কাঁটা নাই জানিব কেমনে।
তাই বলি এ নরকে পচিব কেমনে॥
হায় কিবা ছার কীট আমি হীন [illegible]।
কোটি কোটি জীব আছে বিশ্বের [illegible]॥
অথবা অন্তরযামী জানেন সকল।
তবে ত ভুগিতে হবে সমুচিত ফল॥
কিন্তু তিনি দয়াময় পাতকী-তারণ।
অবশ্য অবোধে হবে দণ্ড-নিবারণ॥
দয়া না করিলে তিনি কেবা রক্ষা পাবে।
আমূল মানবজাতি নরকেতে যাবে॥
অবশ্য সদয় তিনি কাতর দেখিলে।
অবশ্য নিস্তার পাব তাপ নিবেদিলে॥"
এত বলি ধীরে ধীরে ফাঁস জড়াইল।
গলে তুলি কতবার ভয়ে ছাড়ি দিল॥
কতবার জগতারা মনেতে পড়িল।
কতবার বৃদ্ধ পিতা স্মরণ হইল॥
অবশেষে প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করি।
চক্ষু মুদি দৃঢ় করি রজ্জু হস্তে ধরি॥
"ক্ষমা কর কৃপাসিন্ধু পাতকীর সখা।"
বলিতে বলিতে প্রাণ ত্যজে নরসখা।

ভ্রান্ত হয়ে অহে নর কুমার্গে পশিলে।
কেমন করাল পরকাল না বুঝিলে॥
যাতনা এড়াব ব'লে পয়াণ করিলে।
হায় কি হইবে সেই আশা না পুরিলে॥
তায় ভগবান্ ভোলা প্রতি ক্ষমাবান্।
না বুঝিলে জ্ঞানতত্ত্ব নিগূঢ় সন্ধান॥
কোটি কোটি পাপী তথা, কৃতাঞ্জলি করে।
"ক্ষমা কর ক্ষমা কর" ডাকিছে কাতরে॥
নিকটে যাইবামাত্র নহিবে নিস্তার।
আগে হবে প্রায়শ্চিত্ত পরেতে উদ্ধার॥
এর চেয়ে সে যাতনা বেশী যদি হয়।
তবে ত বিফল তব আশা সমুদয়॥

পরদিন মহা গোল করে পরিজন।
জগতারা উর্দ্ধ-তারা ভূতলে পতন॥
কমল আসিয়া দেখি ভাসি আঁখিজলে।
অধীর হইয়া ধরি কাঁদি কাঁদি বলে॥

দ কাঁদিয়া কয়, ধূলায় পড়িয়া রয়,
হেমময় প্রতিমার মত।
ন বহিছে শ্বাস, বদনে না সরে ভাষ,
কপালে প্রহার-চিহ্ন কত॥
পল স্থির নয়, কভু আঁখি মুদি রয়,
কভু দুই হাত বাড়াইয়া।
ম্নেহ বদনে চায়, যেন কার দেখা পায়,
মনে করে রাখিব ধরিয়া॥
স হে প্রাণের সখা, একবার দেও দেখা,
এবে তুমি ছাড়িলে কেমনে।
ড়িলে কেমন ক'রে সহচরী কমলেরে,
কি ভাবিয়া ভঙ্গ দিলে রণে॥
ন ফেরে পড়িলাম, কাশী তোমা ছাড়িলাম,
কেন ভুলিলাম তব ছলে।
আশা মনে ছিল, একেবারে ফুরাইল,
একা রাখি আগে গেলে চ'লে॥
মনে শাসিতে ভাল, কাছে রাখি চিরকাল,
মনকথা বলিতে খুলিয়া।
রে কবিতা-ধার, হরিলাম কতবার,
একাসনে দুজনে বসিয়া॥
ভুগায় একাসনে, দোঁহে মিলি সঙ্গোপনে,
পূজিলাম জগতের পতি।
এবে কেন একা রাখি, পলাইলে দিয়া ফাঁকি,
কে তোমারে দিল হেন মতি॥
এ পাপ করিলে কেন, কুমতি হইল হেন,
বৃদ্ধ পিতা কেন হে কাঁদালে।
পতিপ্রাণা সতী নারী, পরাণে মারিলে তারি,
বন্ধুজনে শোকেতে ভাসালে।"
না ফুরাতে কথা, সুবর্ণের লতা,
ধীরে আঁখিপাতা মুদিল।
রাজার ভবন, বিজন কানন,
পিতা পুত্র বধূ মরিল॥
যত পরিজন, অতি ক্ষুণ্ণ মন,
স্বামি-শূন্য গৃহ ত্যজিল।
বন্ধুজনগণে, নিরানন্দ মনে,
হা হা রবে দিক্ পূরিল॥
ছাড়িয়া নিশ্বাস, ত্যজি রিপুবাস,
প্রতিবেশিগণে চেতিল।
দিন দুই ধরি, আহা আহা করি,
পুন দেহযাগে পশিল॥
হাসি-কান্না ভরা, এই বসুন্ধরা,
বিশ্ববিরচক রচিল।
সত্য নাম তাঁর, অনিত্য সংসার,
রচয়িতা সার ভাবিল॥

সমাপ্ত।

বীরবাহু কাব্য

আর কি সে দিন হবে, জগৎ জুড়িবে যবে, ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।
কবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ, ভারতবাসীর মন নানা রসে তুষিত॥
যবে দেহ-অবতংস, রঘু-কুরু-পাণ্ডুবংশ, যবনে করিয়া ধ্বংস ধরাতল শাসিত।
ভারতের পুনর্ব্বার, সে শোভা হবে কি আর, অযোধ্যা-হস্তিনাপাটে হিন্দু যবে বসিত॥

যামিনী পোহায়ে যায়, ভূষা পরি উষা ধায়,
আগে ভাগে ছুটে গিয়ে পথ-সজ্জা করিছে।
অরুণে করিয়ে সঙ্গে, অলক্ত লেপিয়া অঙ্গে,
দুই ধারে রাঙা রাঙা ঘনগুলি থুইছে॥
সুধাকরে কোলে করি, শ্বেত সাটী দিয়া ধীরি,
মধুমাখা মুখ তার ভাল ক'রে ঢাকিছে।
চন্দ্রের খেলনাগুলি, তারাপুঞ্জ গুণি গুণি,
অঞ্চলের শেষভাগে একে একে বাঁধিছে॥
তুষিতে দিবার রাজা, ভাল ভাল মুক্তা মাজা,
শ্যাম ধরাতল-বুকে সারি সারি গাঁথিছে।
রঞ্জিতে তাঁহারি মন, প্রমোদিত পুষ্পবন,
তরুপরে থরে থরে ফুলমালা বাঁধিছে॥
বিহগ গায়ক তার, দিবাকর-গুণ গায়,
তার সনে তালে তালে সমীরণ নাচিছে।
'জয় দিবাকর' বলি, ঊর্দ্ধমুখে পুটাঞ্জলি,
পূর্ব্বাননে দ্বিজগণ স্তবধ্বনি করিছে॥
হেন গ্রীষ্ম-প্রাতঃকালে, কান্যকুব্জ মহীপালে,
কনোজের যুবরাজ আসি পদে নমিল।
"যদি অনুমতি পাই, গ্রীষ্ম-উপবনে যাই",
এই কথা বীরবাহু সসম্ভ্রমে কহিল॥
শুনি আলিঙ্গন দিয়ে, স্নেহে শিরোঘ্রাণ নিয়ে,
রণবীর মহারাজ আশীর্ব্বাদ করিল।
পিতার আদেশ পেয়ে, ত্বরায় আসিয়া ধেয়ে,
হেমলতা-সন্নিধানে উপনীত হইল॥
"এস প্রিয়ে দুই জনে, গিয়ে গ্রীষ্ম-উপবনে,
বিহগ-দম্পতি সম বনে বনে ভ্রমিব।
মালতীর মালা পরি, পদ্মপাতে ছত্র করি,
দোঁহে মিলি সকল-পরিমল লুটিব॥
স্রোতঃকূলে দোঁহে মিলি, করিব সলিল-কেলি,
বাহুতে বাহুতে বাঁধি স্রোতোধারা ধরিব।
রাজহংস পিছে পিছে, যাব বারি সিঁচে সিঁচে,
পদ্মবন-মাঝে গিয়া সরোবরে ভাসিব॥
মৃণাল আনিয়া তুলে, বসিয়া তরুর মূলে,
হরিণী শাবকে কোলে ক'রে দোঁহে খাওয়াব।
সারসে আনিয়া ধরে, রক্তজবা-মালা ক'রে,
দুই জন যতনে গলদেশে পরাব॥
এক দিকে কেতকিনী, এক দিকে কমলিনী,
দুই ধারে রাখি করি ভ্রমরারে ক্ষেপাব।
তোমার অঞ্চল দিয়ে, কোকিলারে লুকাইয়ে,
ব্যাকুল করিয়া পিকে ডাকে ডাকে ডাকাব॥
গত গ্রীষ্মে কত খেলা, করিয়া কেটেছে বেলা,
সে সব স্মরণ প্রিয়ে হয় কি হে মনেতে।
চল গিয়ে পুনরায়, বিহরিব দুজনায়,
বিষম গ্রীষ্মের তাপ জুড়াইব বনেতে॥"
শুনিয়া স্বামীর কথা, হরষিতা হেমলতা,
প্রীতিভরে পতিকর করতলে চাপিয়া।
বলে "এ কি নররায়, সে কি কভু ভুলা যায়,
এ জগতে এই প্রাণ এ দেহেতে থাকিয়া॥
সে সব হইলে মনে, ভুলি স্বর্গ-সিংহাসনে,
তিলেক থাকিতে হেথা চিত্তে আর লয় না।
উপবন-বিলাসিনী, সেই সব সৌদামিনী
সহ বিহরিতে বনে আর দেরী সয় না॥

পাদরিয়া সমুদায়, যদি সেই বনে ধায়,
ভাবি সেই ভাবে আছি তরুতলে বসিয়া।
হেনকালে বনবালা, নবফুলে গাঁথি মালা,
হাসি হাসি গলদেশে দেয় যেন আসিয়া॥
সেই ভাবে কয় জনে, বসিয়া কুসুমাসনে,
কামিনীতরুর ডালে দোলদোলা দোলায়ে।
কেশে ফুল সাজাইয়ে, করে করতালি দিয়ে,
ধীরে ধীরে দোলে সবে রুণুঝুনু বাজায়ে॥
কভু ফুলধনু করে, প্রতি জনে জনে ধরে,
চাপিয়া হরিণীপরে বনমাঝে বিহরে।
কভু মোরা রাখি মাঝে, সাজ করি নানা সাজে,
নাচি নাচি কয়জনে চারিদিকে বিচরে॥
চল নাথ সেই স্থানে বিলম্ব সহে না প্রাণে,
গিয়া বনকন্যাগণে আলিঙ্গনে তুষিব।
তুষিতে তোমার মন, নানাবিধ আয়োজন,
নানা ভাবে নানা রসে নানা খেলা খেলিব॥"
শুনি প্রেয়সীর ভাব, বীরবাহু মনোল্লাস,
স্নেহভরে প্রমদারে আলিঙ্গন করিল।
পরে ডাকি অনুচর, আদেশিলা বীরবর,
দাস দাসী আদি সবে আয়োজনে মাতিল॥
নগরে উঠিল গোল, নিনাদে বাদ্যের রোল,
দুর্গে দুর্গে দমদমা নির্ঘোষে নভোভেদ করিল।
স্বর্ণদণ্ড শিরোপরে, রক্তনীল বর্ণ ধরে,
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে পতাকায় ছাইল॥
চলিল নৃপতি-সুত, গজবাজী যূথে যূথ,
বাদ্যোদ্যম কোলাহলে ত্রিভুবন পুরিয়া।
গর্জ্জনে মেদিনী টলে, টঙ্কারিল হেন বলে,
ভীষণ কোদণ্ড ছিলা রণ রণ করিয়া॥
পুরোভাগে যুবরাজ, শিরে পরি বীরসাজ,
এইরূপ প্রথা সেই কালে তথা আছিল।
শাণিত লৌহের তাজ, শাণিত লৌহের সাজ,
বাহু উরু শিরোবক্ষঃ পৃষ্ঠদেশ ঢাকিল॥
সুদীর্ঘ সবলকায়, সিংহগ্রীবা সাজে তায়,
আজানুলম্বিত বাহু রিপুবর্গ-দলন॥
মুখজ্যোতি রবি রেখা, ললাটে অভয় লেখা,
গভীর বুদ্ধির চিহ্ন-ধরা দুই নয়ন॥
বামে প্রাণ হেমলতা, যেন তড়িতের লতা,
ইন্দ্র-ভয়ে আসি পাশে অনুগতা হইল।
চারিদিকে কোলাহল, ল'য়ে নিজ দলবল,
কম্বোজ-অশ্বার পৃষ্ঠে উপবনে চলিল॥

গমনে পবন, রথবাজিগণ,
পলকে যোজন পথ এড়ায়।
ধরণী বিমানে, চলে কোন্‌খানে,
কে জানে কখন্‌ কোথায় যায়॥
ক্ষেত মাঠ মরু, গিরি বারি তরু
স্রোতোধারা-মত বহিয়া যায়।
প্রহর-ভিতরে, নানা শোভা ধরে
গ্রীষ্ম-উপবন প্রকাশ পায়॥
বিশাল তমাল, প্রসারিয়া ডাল
জানাইছে নাম বিপিন-মাঝে।
তারা সঙ্গে সঙ্গে, উঠি নানা রঙ্গে
তাল নারিকেল গুবাক সাজে॥
কোন ভাগে তায়, সুন্দর আকার
শিহরে কদম্ব দাড়িম্ব পাশে।
অশোক দেখিয়া, রহস্য করিয়া
কোথা বা বেহায়া শিমুল হাসে।
মুকুলে পূরিত, শাখা অবনত
কোথা সহে চূত গরবে ভরা।
কোথা তরুরাজ, বটের বিরাজ
দেহেতে প্রাচীন পল্লবপরা॥
কোথা মুখ তুলে, তেজে বুক খুলে
সূর্য্যমুখী চায় ভানুর করে।
কোথা সুশোভন, কামিনীর বন
খুলে দেয় মন সৌরভ-ভরে॥
কোথা বা শেফালি, রসে দেহ ঢালি
আবেশে ধরণী-উরসে পড়ে।
কোথা বা গোলাপ, করিতে আলাপ
প্রফুল্ল মল্লিকা-শাখীতে চড়ে॥
কোথা কেতকিনী, যেন পাগলিনী
আলু-থালু বেশে পড়িয়া রয়।
অবকাশ পেয়ে, ধীরে ধীরে ধেয়ে
সেইখানে আসি সমীর বয়॥
ক্রমে সন্নিধান, উতরিল যান
হরিষে দুজনে প্রবেশে বনে।
যত তরুদল, মহাকুতূহলে
কুসুম বরিষে হরিষ মনে॥
যত পাখীগণ, করিয়া স্বন
নৃপসুতা কত বাসেন ভাল।
কুলায় ত্যজিয়া, বাহিরে আসিয়া
কাকলী করিয়া ঢাকিল ডাল॥

...রূপ সারসা, দোঁহারে পরশি,
পশ্চাতে চলিল মরালসনে ।
...ণ পরিহরি, অঙ্গভঙ্গী করি,
হরিণী ধাইল হরিষ মনে ॥
...ইরূপে যত, যত অনুগত,
সবে ক্রমাগত জুটিল আসি ।
...এন সময়ে, ফুলমালা লয়ে,
বনবালা-দল আসিল হাসি ॥
...া সম্বোধনে, প্রীত জনে জনে,
আলিঙ্গন দানে তুষি সবায় ।
...প বাবতা, শুধি হেমলতা,
নিকট ভিতরে সকলে যায় ॥

ভেটিয়া পঞ্চ-শোভা বসুন্ধরা মাঝে ।
কুসুমোৎসবে সুখে বামাগণ সাজে ॥
রাজবালা বনমালা সখী কয় জন ।
সবে কৈল সমরূপ বসন-ভূষণ ॥
তেয়াগি দেহের বাস রতনের দাম ।
অমনা কুসুমে বেশ কৈল অভিরাম ॥
নবীন বল্কল পরি আজ্ঞ সংবরিল ।
বাঁধিল বিচিত্র বেশ কুসুম পরিয়া ॥
মুক্তামালা বিনিময়ে বনমালা-দলে ।
সখিগণে কণ্ঠহার পরিলেন গলে ॥
কর্ণবালা করবালা করি তিরোহিত ।
শ্রুতিমূলে ঝুমকা-ফুল হৈল বিরাজিত ॥
কপালের সীঁথি শোভা আভা লুকাইল ।
কৃষ্ণচূড়া কেশমূলে আসি দেখা দিল ॥
নিতম্বে মেখলা ঘুচে লোহিত গোলাপ ।
নাভিপদ্ম সনে আসি করিল আলাপ ॥
চরণে নূপুরধ্বনি আর না বাজিল ।
রক্তজবা অরুণের আভা প্রকাশিল ॥
এইরূপে বল্কবাস পুষ্প-আভরণ ।
করে বীণা বাঁশী আদি করিয়া ধারণ ॥
চলিল যথায় চূত কাতর-হৃদয় ।
মাধবী তুলিতে কোলে অধোমুখে রয় ॥
নিকটে আসিয়া বীণা বাঁশী বাজাইয়া ।
মাধবী-লতায় চুয়া চন্দন ঢালিয়া ॥
মুকুলিত চূতশাখা লোয়াইয়া করে ।
চূত-মাধবীতে বিয়া দিল সমাদরে ॥
এইরূপে কত খেলা খেলিতে লাগিল ।
পশু পক্ষী আদি সবে হরিষে ভাসিল ॥

হীনবল প্রভাকর প্রদোষ হইল ।
বিপিন ভ্রমিয়া নৃপতনয়া ফিরিল ॥
তৃণাসনে কল্পবনে বসিয়া তখন ।
ভোজন করিয়া ক্ষুধা করি নিবারণ ॥
পুনরায় বনলীলা আরম্ভ করিল ।
রাজপুত্র ইহার সংহতি চলিল ॥
কূলতটে নারীগণ আসিয়া তখন ।
বলে "চল বারিপথে করি গে ভ্রমণ ॥
বলি পদ্মফুলে গাঁথা ভেলার উপরে ।
রাজবালা বনবালা উঠে পরে পরে ॥
ধারে ধারে সারি সারি বসিল তখন ।
অবশেষে বীরবাহু করিল আরোহণ ॥
কাণ্ডারীর বেশে হাতে কেরয় ধরিয়া ।
নীলজলে পদ্ম-ভেলা চলিল বাহিয়া ॥
ধীর সমীরণে বারি-হিল্লোল বহিছে ।
ভেলা-পাশে আসি ধীরে কল্লোল করিছে ॥
বারিবায়ু হিল্লোলেতে পুলকিত কায় ।
বাঁশী সুরে রামায়ণ নারীগণ গায় ॥
তাতে সে সুন্দর শোভা অমর বাঞ্ছিত ।
চারিদিকে ছয় ঘাট স্ফটিক রচিত ॥
শ্বেত-পাষাণেতে তার বাঁধা ঘাটিধার ।
ধবল অচলে যেন জলদ-সঞ্চার ।
পশ্চিমে অশোকে শোভে বন নানাধাম ।
বিশাল তমাল শাল দেখিতে সুঠাম ॥
পূর্বকূলে সুরসাল ফলতরুচয় ।
দাড়িম্ব শ্রীফল আম্র খাদ্য সমুদয় ॥
দক্ষিণে কুসুমবনে ফুলের সৌরভ ।
জানাইছে জীবলোকে কানন-বৈভব ॥
উত্তরেতে অট্টালিকা বিচিত্র গঠন ।
দ্বার প্রসারিয়া বায়ু করে আরোহণ ॥
সরোবর মধ্যভাগে অতি মনোহর ।
ক্ষুদ্রাকার দ্বীপ এক শোভে বারিপর ।
নবদূর্বা-পরিপূর্ণ শ্যামলবরণ ।
নির্মল গগনে যেন মেঘের সৃজন ॥
তাহাতে নির্ঝরবারি নিয়ত নির্গত ।
যেন বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়ে অবিরত ॥
নৃপসুত বিনোদিনী সহ ভাসে জলে ।
হেরি ভানু অস্তাচলে নিজধামে চলে ॥
বিশাল শালের আড়ে লুকাইল রবি ।
ক্রমে পূর্বে দেখা দিল শশধর-ছবি ॥

হেরিয়া কুমুদী জলে ঈষৎ হাসিল।
তমালের ডালে ডালে কোকিল ডাকিল॥
বারিপরে সন্ধ্যাকালে সুমন্দ-সমীরে।
রসিল শরীর মন সেঞ্চারি সমীরে॥
বিনোদ শয়নে তনু জুড়াবার তরে।
বীরবাহু পদ্মভেলা ফিরালেন ঘরে॥
হেনকালে যোগিনীর বেশে এক জন।
ঘাটের উপরে আসি দিল দরশন॥
[illegible]চর্ম পরিধান, মুখে শিবগুণগান,
করতলে ত্রিশূলের ফলা।
[illegible] জটিলকেশ, মহাযোগিনীর বেশ,
রুদ্রাক্ষের মালাময় গলা॥
[illegible]-যৌবনের ভরে, দেহ টল টল করে,
অম্লান ভাস্কর তুলনা।
একখানে একমনে, রত তীর্থ-দরশনে,
পরিহরি বিষয়-বাসনা॥
চকিত নয়নতারা, যেন মৃগী মৃগহারা,
চেতন হারায়ে পথে চলে।
আগমন করি ধীরে, আসিয়া হ্রদের তীরে,
চরণ ক্ষালন কৈল জলে॥
পাষাণ-সোপানোপরি, বসি শ্রম দূর করি,
অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।
বিস্ময়-প্লাবিত মনে, [illegible]লাসিনীগণ সনে,
যোগিনীরে কুমার পূজিল॥
[illegible]য়ে বিনয়বাণী, যুড়িয়া যুগল পাণি,
বীরবাহু অভয় মাগিল।
"কেন কৈলা উপহাস, কি দোষে দূষিত দাস,"
এই কথা বলি সুধাইল॥
[illegible] রামা ঘোর রবে, কহে তবে শুন সবে,
"এ ভবে নাহিক সুখলেশ।
সকলি [illegible]মের খেলা, মিছামিছি যায় বেলা,
দেখিতে থাকে না কিছু শেষ॥
যে কিছু দেখিবে আজি, সকলি সে ভোজবাজি,
থা'ল আর পাবে না সে সব।
[illegible]জি ধরাপতি যেই, কা'ল দীনহীন সেই,
এই ভাবে যায় দিন ভবে॥
[illegible] যে ভূপতিসুতা, কতরূপ-গুণযুতা,
বিপাকে পড়িয়া ভোগে কত।
[illegible] বেশে আজি, এই দেখ আছি সাজি,
[illegible] ঘাটে ভ্রমি অবিরত॥

প্রখর ভাস্কর করে, স্বেদজল নাহি ঝরে,
শীতে দেহ কণ্টকিত নয়।
নগর অটবী মরু, কিবা কাঁটা লতা তরু,
এবে মোর সকলি ত সয়॥
শয়নের ক্লেশ নাই, তরুতলে নিদ্রা যাই,
একাকিনী বিঘোর যামিনী।
ক্ষীর নবনীত সর, ভুলিয়াছি দেশ ঘর,
ভুলিয়াছি জনক জননী॥"
বলিতে বলিতে ক্রোধে, কণ্ঠদেশে শ্বাস রোধে,
বহ্নিকণা নয়নে জ্বলিল।
দুলিতে লাগিল জটা, করেতে ত্রিশূল-ছটা,
ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিল॥
তখন ভৈরবস্বরে, ভৈরবী নিনাদ করে,
"শোন রে পাপিষ্ঠ দুরাচার।
বাল্যে বিবাহিতা পতি, [illegible] এই গতি
মম বাক্য না হইবে আন॥
টুটিবে সম্পদ বল, [illegible] রসাতল
[illegible]
[illegible] যদি কর হেলা [illegible] পূজা দেয়
ইহার [illegible] নাহি হবে॥"
বলি রোষে কম্পমান, [illegible] শ্যামা মূর্তিমান
ঘোর রবে হুঙ্কার ছাড়িল।
শুনি সেই গরজন, জ্ঞানহীন [illegible]
দেখি রামা নীরব হইল॥
অনেক নীরবে থাকি, কোপানল ঢাকি রাখি
যোগিনীর বাক্-স্রোত পুনঃ বেগে বহিল।
আপনার পরিচয়, পূর্বাপর সমুদ[illegible]
[illegible] সব রামা বিবরণ করিল॥
"দ্বারকা নগরী কাছে, সর্পনামে পুরী আ[illegible]
তার অধীশ্বর রাজা সর্পেশ্বর আছিল।
নির্মল ক্ষত্রিয়বংশ, তাহাতেই অবতং[illegible]
কুক্ষণে তাহার ঘরে মম জন্ম হইল॥
কুক্ষণে সর্পেশ-পতি, মম মনোমত প[illegible]
আনিবারে স্বয়ংবরা উপক্রম করিল।
কুক্ষণে আমার মন, করি তাঁরে বিলোক[illegible]
অম্বরের ভূপতির প্রেমডোরে পড়িল॥
স্বয়ংবরা [illegible] দোঁহে, যাইতে পতির গে[illegible]
পথিমাঝে দুষ্ট যবনের হাতে পড়িয়া।
তুমুল সংগ্রাম করি, [illegible] স্বর্গপু[illegible]
[illegible] হয়ে, পড়িলাম [illegible]

আর দেখে [illegible], কহিব শুকারে যায়,
[illegible] পড়ে আছি দেখিনু।
[illegible] মিরণায়, পড়িলাম দস্যুপায়,
[illegible] মতে নানা ছলে দুরাধমে তুষিনু।
সে দিন কৌশল করি, সেই স্থানে কাল হরি,
পরদিন [illegible] ভিখারিণী হইনু।
পরে [illegible] গিয়া, গেরুয়া বসন নিয়া,
এইরূপ যোগিনীর যোগবেশ ধরিনু॥
তদবধি দেশে দেশে, ফিরিতেছি এই বেশে,
বারাণসী বৃন্দাবন হরিদ্বার ভ্রমিনু।
মান-সরোবর তীর, জ্বালামুখী পঞ্চনদ,
কৈলাস পর্ব্বতোপরি অবশেষে উঠিনু॥
হেরিলাম বৃষভেতে, শিব-শিবা আনন্দেতে,
পাষাণ-আকৃতি ধরি বিরাজিত রয়েছে।
সুখের কৈলাস-ধাম, কেবলি রয়েছে নাম,
দেবের বিভব যত সমূলেতে ঘুচেছে॥
জগতে পবিত্র স্থান, গিয়াছে তাহারো নাম,
সে পুরীও ম্লেচ্ছপদ অপবিত্র করেছে।
যেখানে পিনাকধারী, পিনাকে সন্ধান করি,
অমরের রিপুকুল অকাতরে বধেছে॥
সেইখানে যবনেতে, আরোহিয়া হিমপথে,
অত্তর-হৃদয়ে পার্ব্বতীয় অজা বধেছে।
আজি সেই শৃঙ্গময়, কৈলাস নীরব রয়,
দু এক ময়ূর শুধু মাঝে মাঝে ডাকিছে।
কতবার রুদ্র নাম, গালবাদ্যে ডাকিলাম,
প্রাণীমাত্র তবু তথা নয়নে না দেখিনু।
চর্ম্মন উদ্দেশ ধরি, শিবমূর্ত্তি পূজা করি,
দর্শন আশয়ে আমি বারাণসী চলিনু॥
গিয়া আনন্দের ভরে, হেরিব অনাদিশ্বরে,
আমি অন্নপূর্ণা পুরে উপনীত হইনু।
দখি বুঝি হত হারা, চন্দ্রে কলঙ্কের পারা,
প্রাচীন দেউলভিতে মরণা গাঁথা দেখিনু॥
প্রাণভরে বিশ্বেশ্বর, দেখিলাম স্থানান্তর,
অন্ত পুরী নির্ম্মাইয়া গুপ্তভাবে আসিছে॥
নাহি সে সোণার কাশী, পাষণ্ডের বারাণসী,
[illegible] হ'য়ে পাপস্রোতে ভাসিছে।
তরে [illegible], [illegible] কাশীতে [illegible] ল'য়ে,
[illegible] কত আশা করিয়া।
নাহি [illegible], আর-[illegible] চলে,

পাপিষ্ঠ যবন নাশ, করিতে অন্তরে আশ,
পাণ্ডু পুত্র নাম ধরি কতই যে কাঁদিনু।
সব হৈল অকারণ, না আইল কোন জন,
ডুবিয়াছে ভারতভাগ্য তবে সত্য জানিনু।
তখন বুঝিনু সার, ভূভারতে কেহ আর,
ক্ষত্রকুল মহাধর্ম্ম নাহি কিছু লভেছে।
জানিলাম বীরবংশ, কুরুক্ষেত্রে হ'য়ে ধ্বংস,
বীর নাম জন্মশোধ ভূমণ্ডলে ঘুচেছে॥
আজি বুঝিলাম মর্ম্ম, কোন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম,
ভারত-ভিতরে আর দরশন হয় না।
কেন বা যবনদল, ধরে এত বাহুবল,
কেন হিন্দু-মহিলার কুলমান রয় না।
ভারতে কনোজধাম, প্রসিদ্ধ পবিত্র নাম,
তুমি সেই কনোজের বংশধর হইয়া।
এই ভাবে অকারণে, বৃথা কাল বনে বনে,
অপচয় করিতেছ রামাগণে লইয়া॥
আসিতেছে কত দূর, রণবেশে তূণ পূরে,
পাঠান দুরন্ত দল মনে তা ত ভাব না।
কহিলাম সমাচার, দেখো যেন পুনর্ব্বার,
এই কামিনীরে দুঃখী মোর মত করো না॥
শুনি যোগিনীর কথা রোমাঞ্চিত কায়।
বিদায় হইয়া বীর কনোজেতে যায়॥
অনলশিখরে যেন ধাতুর প্রবাহ।
শমনভবনে যেন দাহন কটাহ॥
ভাবনা অনলে হৃদি তাপিত তেমনি।
বনিতা বিপিন [illegible]ভুলিল তখনি॥
জ্বলিল চিন্তার শিখা হৃদয়-ভিতরে।
অদ্ভুত [illegible] ভাব জাগিল অন্তরে॥
যে ভারতে দেবগণ মানবলীলায়।
সুরপুরী পরিহরি করিত আলয়॥
যে ভারতে মহবল দনুজের দল।
শরাঘাত জ্বালা করিত শীতল॥
যে ভারতে সৌরকুল-মহাবীরগণ।
রাক্ষস দানবে রণে করিত দমন॥
দিলীপ, সগর, রঘু, দশরথ বীর।
যে ভারতে রিপুদল করিত অস্থির॥
যে ভারতে—বীরবৃন্দ সমর-কৌশলে
দেখিতে বিমানে দেব [illegible] সকলে॥
সে ভারতে আর্য্য হে [illegible]।

এইরূপ বিষময় চিন্তায় মগন।
বাহ্যজ্ঞান বীরবাহু হারায় তখন॥
বিচিত্র স্বপনে দেখে গগন ভিতরে।
বিপরীত নানা ছবি শূন্তে আলো করে॥
একধারে নারী এক রহে তরুতলে।
তারে হেরি রাক্ষসেরা অধোমুখে চলে॥
অন্ত পাশে এক জন যবন-ভূপতি।
শত হিন্দুনারী ধরি করয়ে দুর্গতি॥
একপাশে আখণ্ডল সহ দ্বিজগণ।
গাণ্ডীব-নিনাদে দূরে করে পলায়ন॥
আর পাশে ডানি হাতে তরবারি ধরি।
কোরাণ ধরিয়া বামে রহে এক পরী॥
তাহারে হেরিয়া যত ক্ষত্রিয়-তনয়।
করপুটে পদতলে হেঁটমুখে রয়॥
একধারে যযাতির পুত্র কয় জন।
ছদ্মবেশে দূর-দেশে রহে সংগোপন॥
স্থানান্তরে ম্লেচ্ছদূত করিয়া গর্জ্জন।
হিন্দুরে সৎকারকার্য্যে করে নিবারণ॥
দেখিয়া দুর্জ্জয় কোপ জ্বলিয়া উঠিল॥
ঘন দেহ চমকিয়া উঠিতে লাগিল॥
অন্তরের কোপ তবে অন্তরে চাপিয়া।
থাকিয়া থাকিয়া বীর উঠিল কাঁপিয়া॥
যেন গগনের দর্প বায়ুর নিঃস্বন।
শুনি ধরা ক্রোধভরে করয়ে কম্পন॥
কিংবা যেন ঘোর মেঘ সাগর-গর্জ্জনে।
জানায় আপন দর্প ডাকিয়া সঘনে॥
সেই ভাবে বীরবাহু হুহুঙ্কার ধ্বনি।
করি দেখা দিলা আসি যথা নরমণি॥
হেনকালে মহাবেগে দূত এক জন।
ভূপতি-সমীপে আসি করে নিবেদন॥
"মহারাজ সর্ব্বনাশ বৈরিপক্ষ এল।
কর রক্ষা নৈলে রাজ্য রসাতলে গেল॥
দুরন্ত পাঠান-সৈন্ত চতুরঙ্গ দলে।
কালান্ত কালের দূত সাজি এল বলে॥
সিন্ধুরাজ্য-শেষভাগে কাবুলের দেশ।
তাহার নৃপতি নাম সুলতান বকেশ॥
তাঁর সেনাপতি নাম আলি মহম্মদ।
দেখাইয়া দিল্লীরাজে নিল রাজপদ॥
লুটিল মথুরাপুরী কুল্লী কলিঞ্জর।
কান্যকুব্জ লুটিবারে আসে অতঃপর॥
এখনো সময় আছে রিপু আছে দূরে।
অবিলম্বে ম্লেচ্ছসেনা দেখা দিবে পুরে॥
শুনি নরপতি মনে বিপদ গণিল।
বুদ্ধিহারা মন্ত্রিগণ মন্ত্রণা ভুলিল॥
ক্রোধেতে কম্পিত দেহ যুবরাজ কয়।
"এ কি কাজ মহারাজ ক্ষত্র হ'য়ে ভয়॥
জনম সফল তার ধন্ত বীর সেই।
বিক্রমে বৈরির মুণ্ড খণ্ড করে যেই॥
কিবা হবে মাংসপিণ্ড এ দেহ ধরিয়া।
বৈরি যদি যশোনিধি লইল হরিয়া॥
অশীতি বয়স প্রাণে জীয়ে কি হইবে।
যুগে যুগে মহীতলে সুকীর্ত্তি ঘুষিবে॥
যবনে করিব জয় রণে মহাশয়।
সাহসে করুন্ ভর নাহিক সংশয়॥
মহাবলী রিপুদল সত্য বটে মানি।
কালের কুটিল গতি তাও ভাল জানি॥
কিন্তু পুরাতন কথা গাঁথা আছে মনে।
একা বীর কত বৈরি বিনাশিল রণে॥
একা ইন্দ্র দৈত্যবংশ করিল দলন।
একা রঘু বসুন্ধরা করিল শাসন॥
একা দশানন করে ত্রিভুবন জয়।
একা রাম-বাণে দশানন-কুলক্ষয়॥
একা কুরু ভূমণ্ডলে একচ্ছত্র কৈল।
একা পার্থ লক্ষ্য-ভেদি পাঞ্চালী লভিল॥
বীর্য্য যার ধরা তার বিধির নির্ণয়।
কালে হয় কালে বৃদ্ধি কালে পায় ক্ষয়॥
দুর্জ্জয় পাঠান বড় দুরন্ত হইল।
অটল সৌভাগ্য বলি অন্তরে ভাবিল॥
হস্তিনা মথুরা কুল্লী আদি কলিঞ্জর।
লুটিয়া কনোজ-লাভে আসে অতঃপর॥
কেন রে করিস্ দম্ভ রবে না এ দিন।
দ্বিপ্রহরে মেঘে সূর্য্য কখন্ মলিন॥
কখন প্রবল নদ শুকাইয়া যায়।
কভু উচ্চ গিরিচূড়া ভূতলে লুটায়॥
শতগিরি অবলম্ব ভূমিকম্পে কভু।
শতমূল বটবৃক্ষ ছিন্নমূল কভু॥
জলবিন্দু পাষাণে কখন করে ভেদ।
মহাপরাক্রান্ত রাজ্য কখন উচ্ছেদ॥
পবিত্র কনোজপুরী ক্ষত্রিয়ের বাস।
তাহারে লুটিবি বলি করিলি রে আশ॥

তবে ত পুরুষ আমি বীরবাহু নাম।
তবে ত প্রসিদ্ধ পুরী কনোজেতে ধাম॥
তবে মম রণবীর-ঔরসে জনম।
তবে ধরি বাহুবল বীর্য্য পরাক্রম॥
মহারাজ শ্রীচরণে এই নিবেদন।
পরিজন সকলেরে করুন পালন॥
রণক্ষেত্রে গিয়া শত্রু করিব নিধন।
সত্য সত্য—এই সত্য করিলাম পণ॥"
হেরি বীরবাহু দর্প প্রফুল্ল সকলে।
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে বীর রণবেশে চলে॥
সেনাপতি পদে বীর হইল বরণ।
শুনি 'জয় যুবরাজ' নাদে সেনাগণ॥
নাহিক ভয়ের লেশ, করিয়া সমরবেশ,
রাজসুত হেমলতা-ঘরে গিয়া ভেটিল।
"প্রেয়সি বিদায় চাই, সমর জিনিতে যাই,"
বলি বীরবর প্রমদার কর ধরিল॥
পতি রণমাঝে যান, আকুলা রমণী-প্রাণ,
কতই বিষম ভাব উথলিল হৃদয়ে।
শুকাইল তরুলতা, শোকভরে অবনতা,
শশধর লীন যেন হয় রাহু উদয়ে॥
ধরিয়া পতির হাত, "কি কব হৃদয়-নাথ,
কঠিন ক্ষত্রিয়কুলে নারীজন্ম ধরেছি।
মায়া মোহ পরিণয়, উদ্‌যাপন সমুদয়,
ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের লাগি জন্মশোধ করেছি॥
যবনে নাশিতে যাবে, জগতে সুযশ পাবে,
এমন সময়ে নাথ কি বলিব তোমারে।
মন বোঝে না ত তবু, প্রাণ কেঁদে উঠে কভু,
কভু তব সনে যেতে বলিতেছে আমারে॥
গত নিশি দুঃস্বপন, করিয়াছি দরশন,
তাই প্রাণনাথ, প্রাণ আকুলিত হয়েছে।
তাই নাথ এতক্ষণ, না করিয়া আলিঙ্গন,
অবশ হইয়া মম বাহুযুগ রয়েছে॥
গত নিশি শেষযাম, অলক্ষণ দেখিলাম,
ভাবিলে শোণিতবিন্দু দেহে আর রয় না!
তোমারে হৃদয়ে ল'য়ে, জলনিধি পার হ'য়ে,
পলাতে বাসনা যেন কেহ দেখা পায় না॥
দেখিনু ময়ূরী হেরে, ময়ূর যেমনি ফেরে,
অমনি নিদয় ব্যাধ খর শর মারিল।
ফুটাইতে ফুল-কলি, দেখা দিল সেই অলি,
অমনি প্রলয়-বায়ু হু হু ক'রে বহিল।
যেই 'বারি বারি' ক'রে, চাতকী কাতরস্বরে,
উঠিল গগনোপরে অমনি সে মারিল।
বিনামেঘে বজ্রাঘাত, হ'য়ে শিরে অকস্মাৎ,
সেই পাখী ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল॥
বিশাল তরুর পাশে, তরুলতা ধেয়ে আসে,
হেনকালে কাঠুরিয়া সেই তরু কাটিল।
কমলিনী বারিপরে, যেই খোলে রবিকরে,
অমনি সে কাল-মেঘ আসি ভানু ঢাকিল॥
আরো কত অলক্ষণ, দেখিলাম অগণন,
না জানি কপালে বিধি কিবা লিপি লিখেছে।
বুঝি লীলা সমাপন, ব্রত হলো উদ্‌যাপন,
মোর প্রতি কোন দেব বুঝি কোপ করেছে॥
যা হবার হবে তাই, আজ্ঞা দেহ সঙ্গে যাই,
তব অনুগামী হ'য়ে রিপুকুলে নাশিব।
অথবা তোমার সনে, মরিয়া সম্মুখ-রণে,
দুই জনে একেবারে সুরলোকে পশিব॥"
শুনি খেদে মহাবীর, ভাবিয়া করিয়া স্থির,
অবশেষে অঙ্গুলীর অঙ্গুরীয় খুলিয়া।
"কি জানি কি হবে রণে, দেখো প্রিয়ে রেখো মনে,
পরাইল প্রমদারে এই কথা বলিয়া॥
সময় বহিয়া যায়, দিনের সংক্ষেপ তায়,
নিরুপায়ে যুবরাজ রণমুখে চলিল।
কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায়, যেই দিকে স্বামী যায়,
হেমলতা একদৃষ্টে সেই দিকে রহিল॥
সেনা ল'য়ে বীরবাহু হ'য়ে অগ্রসর।
নেপালের পথে আসি রহিল সত্বর॥
পরদিন অপরাহ্নে রিপু দেখা দিল।
সম্মুখীন সমুদায় মেদিনী ঢাকিল॥
অর্দ্ধ-চন্দ্র-শোভা নীল পতাকা উড়িল।
যোজন ব্যাপিয়া শত্রু শিবিরে ছাইল॥
ক্রমে দিবা অবসান সূর্য্য লুকাইল।
আঁধার বিছায়ে নিশি আকাশে বসিল॥
অমর-আলয়ে সিদ্ধা সন্ধ্যা দিল ঘরে।
অমনি তারার আলো ধিকি ধিকি করে॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলা ঈষৎ হাসিল।
জ্যোৎস্না আলো পেয়ে দশ দিক্ প্রকাশিল॥
বীরবাহু বৈরী-পক্ষ করিতে বীক্ষণ।
হিমগিরি শৃঙ্গোপরে কৈল আরোহণ॥
প্রকাণ্ড-প্রকৃতি দেখে যবনের সেনা।
শিরেতে ধবল বাস যেন ভাসে ফেনা॥

এ যমপুরীতে, পরাণ ধরিতে,
নারিব থাকিতে, রাখিব ধনে ॥
ওহে শশধর, ভাবিয়া কাতর,
বল হে সত্বর কোথায় যাই।
অরণ্যে ভূতলে, কিম্বা বহ্নি জলে,
দেহ যুক্তি ব'লে, কোথায় পলাই ॥
অহে লিপিকর, দিয়ে বংশধর,
শেষে বিষধর অঙ্কে সঁপিলে।
অতি দুরাচার, ধর্ম্ম নাহি আর,
হাতে দিয়ে তার প্রাণে বধিলে ॥
কোথা দশ মাসে, গিয়ে মনোল্লাসে,
বসি পতিপাশে চাঁদে দেখাব।
কোথা দিবা-নিশি, একাসনে বসি,
লয়ে সুতশশী, দোঁহে খেলাব ॥
কোথা অন্ন দিয়ে, বুকে ক'রে নিয়ে,
পতি-কোলে থুয়ে হৃদি জুড়াব।
করি অতিবাদ, তাহে সাধে বাদ,
হায় সেই সাধ কিসে পুরাব ॥
ওরে প্রজাপতি, তোরে করি নতি,
আর এ দুর্গতি মোরে দিস্ নে।
উন্মাদিনী ক'রে, নে রে জ্ঞান হ'রে
আর এত ক'রে জ্বালাইস্ নে ॥"
এত বলি চিতহারা, খাসা চাঁবখানি পারা,
হ'য়ে হেমলতা ভূমে পড়ে।
হেনকালে সৌদামিনী, স্বরূপা কোন কামিনী,
ক্রোড়ে করে আসি উভরড়ে ॥
যেন কোন রাহীজন, পথিমাঝে দরশন,
করি মণি সযতনে লয়।
ঝেড়ে ফেলি ধূলিগুলি, বাসে বাঁধি রাখে তুলি,
যায় যায় পুনঃ নিরখয় ॥
সেইরূপে সেই নারী, মুছায়ে নয়ন-বারি,
অনিমেষে মুখপানে চায়।
নাহি নড়ে নাহি চড়ে, নেত্রে না পলক পড়ে,
একভাবে ব'সে রহে ঠায় ॥
সেই নারী কোন্ জন, কেন তথা কি কারণ,
কি জন্য সে এত শোকময়।
ভাবে বুঝি সেই ধনী, হবে চুরি-করা মণি,
ইথে কিছু নাহিক সংশয় ॥
না হ'লে দুঃখের দুখী, এত সে মলিনমুখী,
হবে কি কারণ তার তরে।
ঠেকে শিক্ষা করে যেই, সার গ্রহ করে সেই,
তাদৃশ না পারে অন্য পরে ॥
কিবা শোভা দিল তায়, বাক্যে নাহি বলা যায়,
কোকনদে শ্বেতপদ্ম যেন।
অথবা চপলা-ছাঁদ, ঘেরিয়া গগনচাঁদ,
অচলা হইয়া রহে যেন ॥
দুটি ফুল কাছে কাছে, একটি তার শুকায়েছে,
একটি ঊর্দ্ধ একটি অধোভাগে।
ছায়া পড়ি দুটি কালো, তার মাঝে কিছু আলো
পড়িয়াছে একটি অগ্রভাগে ॥
সেইরূপে দুই জন, এক কোলে অন্য জন,
কতক্ষণ সমভাবে যায়।
মেঘচাপা চাঁদ যেন, ধীরে ধীরে ফুটে যেন
হেমলতা সেই ভাবে চায় ॥
দেখে চক্ষে বহে বারি, অচেতনা অনেক নারী
কোলে করি অনিমেষে রয়।
চিনিতে না পারি তারে, চেয়ে দেখে বারে বারে
মন বুঝি সেই নারী কয় ॥
"সখি, নাহি ভয়, আমি ভিন্ন ন
তব ভগ্নীসমা জেনো আমারে।
পিতা রাজ্যেশ্বর, দিল্লী-মহীশ
আমি ভাগ্যফলে ভজি ইঁহারে ॥
রণে করি জয়, মোরে ধরি ল
এই দুরাশয় মোরে ছলিল।
ধর্ম্ম করি নষ্ট, করি জাতিভ্র
শেষে দাসীভাবে ঘরে রাখিল ॥
শুনি আরবার, রাজ্য করি ছা
কোন রাজকন্যা পুনঃ হরিল।
মনে ব্যথা পেয়ে, তাই এসু দে
ভাবি কার ভাগ্য পুনঃ ভাঙ্গিল ॥
পরে দেখি মুখ, বিদরিল
পূর্ব্বকথা যত মনে পড়িল।
তাহে চমৎকার, তব ব্যবহ
দেখি কুতূহল আরো বাড়িল ॥
তুমি যতক্ষণ, সেই দুষ্ট
কাছে করযোড় করি কাঁদিলে।
কত দিব্য দিলে, কত বুঝাই
শেষে 'আজি' ক্ষম বলি যাচিলে ॥
আমি ততক্ষণ, হয়ে অদ
গৃহমাঝে থাকি সব দেখেছি।

বে যোগ পেয়ে, আসিয়াছি ধেয়ে,
অন্তরালে থাকি সব শুনেছি ॥
যে কোলে করি, এই আছি ধরি,
আজি হ'তে সখি, তব হয়েছি।
মি ভাগ্যবতী, কারে বলে সতী,
অদ্যাবধি তাহা ভাল জেনেছি ॥"
বিজন অরণ্যে যেন স্বজন মিলিল।
বালুকাবিকীর্ণ ভূমে সরসী জুটিল ॥
তাদৃশ প্রসন্নমতি তেয়াগি ভূতল।
উঠে বৈসে হেমলতা দেহে পেয়ে বল ॥
জুড়িয়া যুগলপাণি সজল-নয়নে।
হেমলতা কয় কথা কাতর-বচনে ॥
"দয়াময়ি, তব কাছে এই ভিক্ষা চাই।
কি উপায়ে বল তার কাছে রক্ষা পাই ॥"
শুনি দিল্লী-মহীপাল তনয়া কহিল।
অশ্রুনীরে দুনয়ন ভাসিতে লাগিল ॥
বলে "সখি, কুলমান গিয়াছে সকল।
ভজিয়া যবন-রাজে খেয়েছি গরল ॥
আজি সেই তাপ, সখি, শীতল করিব।
দিয়াছি আমার ধর্ম্ম তোমার রাখিব ॥
মম বাক্যে অনাদর বুঝি বা না হবে।
চুরি-করা ধন বলি বুঝি বাক্য রবে ॥
যাই দেখি একবার ম্লেচ্ছরাজ-পাশে।
বুঝিব আমার ভালবাসে কি না বাসে ॥"
এত বলি দিল্লীপতি দুহিতা চলিল।
আসি ম্লেচ্ছ-মহাপতি-কাছে দেখা দিল ॥
তে আসিছে হেরি, আর না সহিল দেরী,
শশব্যস্ত পাতশাহ পথিমধ্যে ভেটিল।
কি ভাগ্য আজি মোর, নিজে ধরা দিল চোর",
বলি বসবতী-হাত রসভাবে ধরিল ॥
া চোর সাধু যেই, মনে মনে জানে সেই,
কেন মিছে নারী ভাবি কর মোরে ছলনা।
শুনি অপরূপ, ওহে চতুরের ভূপ,
পয়েছ নবীনা নারী মোরে না কি চাহ না!
া হোক বল দেখি, উন্মত্ত হয়েছ হে কি,
হেন মতি কি কারণ ভুলিতে কি পার না?
সেবাদাসী রয়, তবু তাহে নাহি হয়,
কেন পরনারী তরে কর এত বাসনা?
পিতা-মাতা-মনে, পীড়া দাও প্রিয়জনে,
কেন এত সতী নারী মনে দাও বেদনা?
কেন দাও এত তাপ, কেন কর এত পাপ,
নারীবধ কত পাপ মনে কি তা জান না?
হেমলতা নামে যারে, রাখিয়াছ কারাগারে,
বিষপানে মরে সেই মনেতে কি ভাব না?
একে অতি সতী নারী, তাতে গর্ব্বভরে ভারী,
তবু সে রমণী তরে কিছু দয়া হয় না?
যা পেয়েছ রাখ তাই, অতি লোভে কাজ নাই;
দিল্লীরাজপাটে ব'সে কুমন্ত্রণা ভেব না।
আমার বচন ধর, তাহারে মোচন কর,
অতিশয় কোন কর্ম্ম কোন কালে ভাল না॥"
সুপ্ত ব্যাঘ্র যেন আমিষের গন্ধ পেলে।
কালসর্প-শিরে যেন পদাঘাত দিলে ॥
পতঙ্গ যেমন শোভা করি দরশন।
ভোলা কথা মনে হ'লে উন্মত্ত যেমন ॥
শুনিয়া পাঠানরাজ চমকি তেমতি।
আকুল-নয়নে চায় কামাতুরমতি ॥
বলে "কোথা আন তারে দেখিবারে চাই।
পেয়েছি নবীনা নারী ছাড়ি দিব নাই ॥
মরুক বাঁচুক আর যা ইচ্ছা করুক।
পেয়েছি সুধার ভাণ্ড নিবারিব ভুক ॥
জানে না সুলতান আমি বিজয়ী জগতে।
তিলার্দ্ধ রাখিতে স্থান এই ভূভারতে ॥
আমি তারে কত ক'রে আপনি সাধিনু।
অবশেষে হাতে ধরা স্বীকার করিনু ॥
মম বাক্যে অবহেলা করে সেই জন।
দেখিব কেমনে তারে রাখে কোন্ জন ॥"
অনেক সাধিয়া শেষে সান্ত্বনা করিল।
তথাপি আসক্তি-কোপ ঘুচাতে নারিল ॥
বিস্তর কাঁদিয়া করি বিস্তর সাধনা।
অবশেষে একমাত্র পূরিল কামনা ॥
যে অবধি হেমলতা প্রসব না হবে।
সে অবধি দাসীভাবে পুষ্পোদ্যানে রবে ॥
এ দিকেতে বীরবর, মহা অরণ্য-ভিতর,
চেতনা পাইয়া চক্ষু চান।
অতি ভীম-দরশন, বিজন গহন বন,
চারিদিকে দেখিবারে পান ॥
শোণিতে লেপিত বাস, নয়নের জ্যোতিঃ হ্রাস,
শরাঘাতে দেহ অবসাদ।
হৃদয়ে বাণের ফলা, ভাঙ্গিয়া পড়েছে গলা।
তবু বীর ভাবে না বিষাদ ॥

নাহিক ত্রাসের লেশ, ধরিয়া শরের শেষ,
টান দিয়া তুলিয়া ফেলিল।
কোথায় বিপক্ষদল, কোথা আপনার বল,
কেন তথা, ভাবিতে লাগিল॥
হেনকালে দেখে চেয়ে, নিজ অশ্ব আসে ধেয়ে,
সংগ্রামের সাজ পরিধান।
শরীরে শোণিত ঘর্ম্ম, হেরিয়া বুঝিল মর্ম্ম,
এই মোরে কৈলা পরিত্রাণ॥
রণভূমি পরিহরি, আমারে পৃষ্ঠেতে করি,
অশ্ববর আসিয়াছে বনে।
এই কথা বীরবর, স্থির করি তার পর,
ভাবিতে লাগিলা মনে মনে॥
কোন্ পক্ষ হৈল জয়, কোন্ পক্ষে পরাজয়,
সমাচার কিছুই না পাই।
বলি অশ্বে করি ভর, চলিলেন বরাবর,
দেখেন সংগ্রামে কেহ নাই॥
তখন কাতর মন, যেন ক্রুত্ত সমীরণ,
চলিলেন ধাইয়া নগরে।
দেখে যত গৃহ-দ্বার, হইয়াছে ছারখার,
অগ্নিকুণ্ড জ্বলে ধূ ধূ স্বরে॥
অসহ শোকের ভাব, সহিতে না পারি আর,
বীরবর কহিলা কুপিয়া।
"ভাল আশা করিলাম, ভাল দেখা পাইলাম,
বড় সাধ মিটিল আসিয়া॥
করিয়া বিপক্ষ-নাশ, আসিব প্রেয়সী-পাশ,
পূরাব পিতার মনস্কাম।
ঘুচিল সে অভিলাষ, লাভে হৈল বনবাস,
লাভে হ'তে ভার্য্যা হারালাম॥
এই কি ঘটিল শেষে, প্রবেশিয়া এই দেশে,
মম পত্নী যবনে হরিল।
করীতে হেলায় শুণ্ড, উপাড়িয়া তরুকাণ্ড,
দশনেতে লতিকা ধরিল॥
অরে নিদারুণ চোর, সে জন কি করে তোর,
সে যে নারী অবলা ললনা।
সে যে অতি নিরমল, কোমল কমলদল,
তারে কেন দিলি রে বেদনা॥
দিল্লী জয় ক'রে তোর, এত কি বাড়িল জোর,
মোর প্রিয়া করিলি হরণ।
তবে ক্ষত্রসুত হই, সত্য সত্য সত্য কই,
এবে তোর নিকট মরণ॥
অস্থি মাংস যত দিন, দেহে রবে তত দি-
তোর মন্দ করিব সাধন।
প্রমদার বিমোচন, যবনকুল-নিধ-
অদ্যাবধি এই মম পণ॥
কিবা জলে কিবা স্থলে, কিবা বলে কি কৌশলে,
এই ব্রত সঙ্কল্প আমার।
আজি কিবা পরদিন, কিংবা অন্য কোন দিন,
পরিচয় পাবি রে তাহার॥
স্বদেশ করিলি জয়, তাহে আর থাকা নয়,
তাহে প্রিয়া বন্ধ তোর ঘরে।
এই দেখ অদ্যাবধি, ভ্রমিব গিয়া জলধি,
দেশত্যাগী হব তোর তরে॥
অল্প দিনে পাবি টের, কোন্ কর্ম্মে কিবা ফের,
জানিবি রে পুরুষ কেমন।
থাক্ নিয়ে ধরাতল, আছে রে বারিধি-জল
তাহে তরী করিব চালন॥
লক্ষ তরী ভাসাইব, ম্লেচ্ছদেশ মজাই
বাণিজ্য করিব ছারখার।
তোর সিংহাসনপাত, ম্লেচ্ছকুল ভস্মসা
প্রেয়সীরে করিব উদ্ধার॥"
খেদ করি বীরবর উঠিলা তরণী।
কলিঙ্গরাজের রাজ্যে চলিলা তখনি॥
শ্বশুরের সৈন্য লয়ে পুনঃ যাব রণে।
কলিঙ্গ উদ্দেশে চলিলেন এই মনে॥
গঙ্গানীরে তরীখানি ভাসিয়া ভাসিয়া।
গঙ্গাসাগরের জলে পড়িল আসিয়া॥
মোচা-খোলাখানি যেন ভাসে সেই তরী।
তাহে চাপি বীরবর নত শির করি॥
চূর্ণফণা ফণী যেন ভগ্নচূড়া শিখা।
অধঃশির হয়ে বীর তেমতি রহিলা॥
কতক্ষণে লুকাইয়া হৃদয়ের ভার।
প্রকাশি কাতরে শেষে কহেন কুমার॥
"এই কি কপালে ছিল জগন্মাতৃ ভূমি।
আমি হৈনু দেশত্যাগী বন্দী রৈলে তুমি॥
রত্নগর্ভা ভূমি তুমি জগতের সার।
কত নদ হ্রদ গিরি তব অলঙ্কার॥
উচ্চ হিমগিরিচূড়া হিমানী-মণ্ডিত।
গর্ব্ব করি স্থির বায়ু করিছে খণ্ডিত॥
অরুণের রথরোধকারী বিন্ধ্যগিরি।
অগস্ত্য ঋষিরে শির নোয়াইছে ধীরি॥

গোমুখী-বাহিনী গঙ্গা যমুনাতে মেলি।
দিবা-রাতি কলনাদে করিতেছে কেলি॥
নব অংশে জন্ম যেই রাম নারায়ণ।
তোমারে জননী-ভাবে করিল পালন॥
তোমার সেবায় পঞ্চপাণ্ডু ছিল রত।
পূজিল তোমার রাজা বিক্রম-আদিত্য॥
অমর বাল্মীকি ঋষি সুমধুর স্বরে।
রাখিয়াছে তব যশ ত্রিভুবন ভ'রে॥
বেদব্যাস মহাঋষি ভারত রচিয়া।
প্রচারিল তব নাম জগৎ জুড়িয়া॥
সরস্বতী-বরপুত্র কবি কালিদাস।
তব যশ রঘুবংশে করিল প্রকাশ॥
ভবভূতি তব নাম অনাদ্য অক্ষরে।
গাঁথিয়া থুইয়া গেছে মানব-অন্তরে॥
এবে সেই দেশমাতা ভারত বক্ষেতে।
ম্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে॥
ঘুচিল মনের সাধ জনম মতন।
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর ভাঙ্গিল স্বপন॥
যবনে করিয়া ছিন্ন তোমার মোচন।
কত দিন মনে মনে করিতাম পণ॥
পুনশ্চ হিন্দুর রাজ্য স্থাপন করিব।
পুনর্ব্বার অলঙ্কারে তোমারে তুষিব॥
পুনঃ নির্ম্মাইব পুরী যত হৈল গত।
গঙ্গা-যমুনার তীরে ছিল যত যত॥
বিজয়-দুন্দুভি পুনঃ হরিষে বাজাব।
ভারত জাগিল বলি ভূতলে জানাব॥
হায় আশা ফুরাইল জনম মতন।
অদৃষ্টে আছিল শেষে জলধি-ভ্রমণ॥
মনোহর নবদূর্ব্বা-কোমল আসনে।
বসি আর না দেখিব শোভিত গগনে॥
তরলতরঙ্গা কলনাদিনীর তীরে।
আর না জুড়াব চক্ষু ভ্রমিব না ফিরে॥
নবীন পল্লব ছায়া-তলেতে বসিয়া।
আর না শুনিব গান হরিষে ভাসিয়া॥
বিদায় জনমভূমি জনম মতন।
বিদায় ভারতবাসী স্বজাতীয়গণ॥
বিদায় জননী তাত পুরবাসী জন।
বিদায় জনম শোধ প্রাণের রতন॥
জীবিত আছ কি প্রিয়ে ভাব কি আমারে।
কোন্ ভাবে কার কাছে রেখেছে তোমারে।
ধিক্ ক্ষত্রকুলে ধিক্ ধিক্ মম নাম।
পতি হয়ে নারী-রক্ষা কার্য্য নারিলাম॥
একে শত্রু তাহে ম্লেচ্ছ তাহে প্রাণপ্রিয়া।
কেমনে ধরিব কায়া জানিয়া শুনিয়া॥
হে বরুণ কেন মোরে পাতালে না লহ।
জীবিত রাখিয়া কেন দহন করহ॥"
কোথায় লুকালে বজ্র অহে সুরপতি।
নরাধম-শিরে হানি বিনাশ দুর্গতি॥
দ্রব হ রে মাংসপিণ্ড, চূর্ণ হ রে হাড়।
অথবা সর্ব্বাঙ্গ দেহ হয়ে যা পাহাড়॥"
বলিতে বলিতে বীর ঢলিয়া পড়িল।
যেন বজ্রাঘাতে দীর্ঘ তরু বিদারিল॥
একাকী জলধি-জলে তরীতে শুইয়া।
তরঙ্গ-বেগেতে তরী চলিল ভাসিয়া॥
সমস্ত রজনী জলে ভাসিয়া ভাসিয়া।
অরুণ-উদয়ে কূলে লাগিল আসিয়া॥
কূলে উঠি বীরবর পান সমাচার।
সেই ত কলিঙ্গদেশ কলিঙ্গ রাজার॥
সমাচার পেয়ে তবে চলিলেন বীর।
যেন রাহুগ্রস্ত ভানু ক্রোধেতে অধীর॥
গিয়া শ্বশুরের পদে করি নমস্কার।
নিবেদিলা পূর্ব্বাপর যত সমাচার॥
শুনি ক্রোধে কম্পমান কলিঙ্গ-ভূপাল।
জ্বলিয়া উঠিল যেন কালান্তের কাল॥
তখনি অমাত্যগণে একত্র করিয়া।
সমরে সাজহ বলি কহেন রুষিয়া॥
সংগ্রামে সাজিল সেনা দেখিতে বিকট।
সাজিল বারণ বাজী সংগ্রাম-শকট॥
হেরিয়া প্রফুল্লমনে ভূপতি-নন্দন।
শ্বশুরের পদযুগে করিয়া বন্দন॥
কহেন, "আমারে পান দেহ মহামতি।
বিনাশিব রিপুদল ঘুচাব অখ্যাতি॥
সসৈন্যে ঘেরিব দিল্লীরাজে দিল্লীপুরে।
মম বলে রিপুদর্প পলাইবে দূরে॥
নিরুদ্বেগে মহারাজ থাকুন আলয়ে।
করুন আশিস্ রিপু যাবে যমালয়ে॥"
এত বলি বীরবাহু বন্দিয়া রাজায়।
শিবিরে আসিয়া পরে বার দিলা রায়॥
রাজপুত্রে নেহারিয়া আনন্দিত মনে।
মহাকোলাহলে হুকারিল সৈন্যগণে॥

ভূপতি দিলেন পান, বীরবাহু রণে ধান,
কলিঙ্গ-রাজার সৈন্য চতুরঙ্গে চলিল।
গিয়া সাগরের তীব, একত্রেতে যত বীর,
সহস্র তরণী-পৃষ্ঠে সকলেতে উঠিল॥
কিবা শোভা দিল তায়, যেন জলে ভাসি যায়,
সুশোভিত একখানি দারুময় নগরী।
মহাব্যাকুলিত মন, সুচঞ্চল দুনয়ন,
উঠিলেন বীরবর শ্রেষ্ঠ-তরী উপরি॥
গঙ্গাসাগরের দিকে, চলিল উত্তরমুখে,
উৎকল প্রভৃতি দেশ বামভাগে রহিল।
এইরূপে দিন কত, নিরুৎপাতে হয় গত,
এক দিন অকস্মাৎ বিঘ্নপাত হইল॥
বায়ুকোণে দিল দেখা, কালিমা জলদ-রেখা,
ঢাকিল রবির কর নভোদেশ ব্যাপিল।
গর্জ্জিল জলদজাল, যেন প্রলয়ের কাল,
সহস্র কেশরি-নাদে জলদ নাদিল॥
মাতিল তরঙ্গকুল, হুল হুল কুলকুল,
ডাক ছাড়ি লম্ফ দিয়া শূন্যমার্গে উঠিল।
প্রলয়-পবন হাঁকে, স্তব্ধ বসুমতী কাঁপে,
তরুলতা গুল্ম ল'য়ে দিগন্তর ছুটিল॥
বজ্রের চিচ্চিড় ধ্বনি, বাতাসের হুহুনি,
সমুদ্র মেঘের নাদে ত্রিভুবন চমকে।
"বিনাশ করিতে সৃষ্টি, উল্কাপাত শিলাবৃষ্টি,
অবিচ্ছেদে মুষলের ধারা বর্ষে ঝমকে॥
দশদিক্ অন্ধকার, শূন্য জল একাকার,
হুই হুই রব মাত্র শুনা যায় শ্রবণে।
চমকে চিকুর-রেখা, তাহে মাঝে যায় দেখা,
জলধিতরঙ্গ-রঙ্গ চমকিত নয়নে।
পর্ব্বত করিয়া তুচ্ছ, 'উথলে হিল্লোল উচ্চ,
হুলস্থুল চাবি কূল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে।
ভুজ সহস্র জন, করি ভীম গরজন,
আকাশমণ্ডল যেন হাতে হাতে লুফিছে॥
অথবা অনন্ত যেন, প্রসারি সহস্র ফণ,
তারা সূর্য্য গ্রহগণে ধরি ধরি গিলিছে।
কিংবা যেন দেব দৈত্য, অমৃত লভিতে মত্ত,
পুনর্ব্বার বরুণের রাজ্য ছার করিছে॥
দব-কীর্ত্তি ভয়ঙ্কর, পৃথিবী সহে না ভর,
কি করিবে তার মাঝে মানুষের সামর্থ্য।
ত তরী দল বল, সব গেল রসাতল,
দৈব বল বাদী হয়ে পাড়ে ঘোর অনর্থ॥

ভাগ্যবলে বীরবর, তরীকাষ্ঠে করি ভর,
ক্ষিপ্ত বরুণের করে পরিত্রাণ পাইল।
কোমরে বন্ধন অসি, পৃষ্ঠে ধনুর্ব্বাণ-রাশি,
অকূল বারিধি-জলে ভাসি ভাসি চলিল॥
অকূল অগাধ জল, তিলেক নাহিক স্থল,
তাহে পুনঃ বহুবিধ জলচর খেলিছে।
দেখি ভাবি নিরুপায়, কি করি কোথায় যায়,
বীরবাহু মনে মনে অই কথা তুলিছে॥
হেন কালে দেখে দূরে, বেলা ধূধূ ধূধূ করে,
হেরিয়া কুষ্ঠিত মনে, সেই মুখে চলিল।
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসি, ক্রমশঃ নিকটে আসি,
চক্ষু মেলে মনোহর দ্বীপ এক হেরিল॥
নন্দন-কানন সম, উপবন মনোরম,
তাহে শোভা করে হেরি তীরে গিয়া উঠিল।
যেন অমরের পতি, হারায়ে অমরাবতী,
ঘৃণা লজ্জা ভয়ে অধোমুখে চলিল॥
লতা-পুষ্প--ফল-শোভা, যাহে মুনি মনোলোভা,
না পাবে সে বনশোভা শোকানল নাশিতে।
শিশু যদি শোক পায়, ভুলালে সে শোক যায়,
জ্ঞানিচিত্তশোকানল নাহি ঘুচে বাঁচিতে॥
যেই জন শিশুকালে, মা বোলে জননী-কোলে,
ছুটাছুটি করে আসি স্তন্য পান করেছে।
সেই জন নিশিভাগে, নারীসনে অনুরাগে,
নিরমল পূর্ণমাসী শশধরে হেরেছে॥
পীড়াতুর শয্যাগত, প্রাণবায়ু ওষ্ঠাগত,
হেরে যেবা প্রিয়জন প্রিয়ভাষা শুনেছে।
গৃহবাসে কিবা সুখ, প্রবাসেতে কি অসুখ,
বনবাসে কি যাতনা সেই জন বুঝেছে॥
সেই যন্ত্রণার ভার, বহে বীর অনিবার
তাহে অতি ব্যাকুলিত হারা পত্নী ভাবিয়ে।
বীর্য্য-বিন্দু আছে যার, সেই জন বুঝে সার
আছে বা না আছে শোক ঐ শোক জিনিয়ে॥
তাহে মহাবীর্য্যবান্, ক্ষত্রকুলে অধিষ্ঠান
তাহে রাজবংশধর বয়োগর্ব্বে গর্ব্বিত।
তাহে রণে পরাজিত, প্রণয়িনী অপহৃত
এমন সন্তাপ কিসে হবে বল স্থগিত॥
হীনবীর্য্য হ'লে পরে, বুঝি বা সে শোকভরে
উন্মাদ পাইত কিংবা আত্মহত্যা সাধিত।
মহা-তেজোধারী বীর, তাই আছিলেক স্থির
শাল তরু রহে যেন হয়ে বজ্র-দণ্ডিত॥

গম্ভীর প্রকৃতি যার, বাহে স্বল্প শোক তার,
কিন্তু হৃদে নিরবধি চিন্তা-ফণী দংশিছে।
মেঘের স্বজন যেন, নহে চক্ষে দরশন,
কিন্তু বাষ্প নিরবধি শৃঙ্গ ভেদি উঠিছে॥
বীরবাহু-শোকভার, বাহিরেতে নাহি আর,
অন্তঃশিলাভাবে শেষে উথলিতে লাগিল।
নয়নের জ্যোতিহারা, ধরিয়ে উদাসী ধারা,
জলশূন্য কাননেতে ধীরে ধীরে চলিল॥
যে পথ দেখিতে পায়, সেই পথে চ'লে যায়,
সুপথ কুপথ কিছু নাহি করে গণনা।
শীতল তরুর তলে, শীতল তড়াগ-জলে,
কভু বসে কভু ভাবে সমভাবে রয় না॥
নাহি সংখ্যা কতবার, ভ্রমিল নৃপকুমার,
দ্বীপখণ্ড-চতুর্ভাগ সমুদায় ঘেরিয়া।
সে কি তাঁর বাসস্থান, যার দর্পে কম্পমান্,
ছিল মহা মহা বীব ভূ-ভারত ব্যাপিয়া॥
এই ভাবে পর্য্যটন, ইতস্ততঃ কতক্ষণ,
করি বীর তরুতলে অধোমুখে বসিল।
হেনকালে দিবাকর, লুকায়ে প্রখর কর,
দূরেতে সাগরগর্ভে ধীরে ধীরে পশিল॥
ক'দিনের কষ্টভোগে আচ্ছন্ন শরীর।
ভাবিতে ভাবিতে ঢ'লে পড়িলেন বীর॥
হেনকালে অকস্মাৎ সঙ্গীতের ধ্বনি।
শুনা গেল বামাস্বরে মধুর গাঁথনি॥
একবারে চারিদিক্ পূরিয়া উঠিল।
নিদ্রা ভাঙ্গি রাজপুত্র-শ্রবণ মোহিল॥
আড়ষ্ট হইয়া রয় কায়মন-চিতে।
মোহিনী-সঙ্গীত-স্বর লাগিল শুনিতে॥
দেব উপদেবী কিংবা অপ্সরা কিন্নরী।
কে গাহিল এ মধুর সংগীত-লহরী॥
কিছুই বুঝিতে নারি ব্যাকুল অন্তর।
কি শুনিল রাজপুত্র ভাবিয়া কাতর॥
অনতিবিলম্বে হেরে নারী ছয় জনা।
ধবল বসন-পরা কনকবরণা॥
করে বীণা সুমধুর-হৃদে মতিমালা।
তার পাশে দুই বেণী করিছে উজলা॥
গণ্ড গ্রীবা নেত্রশোভা শ্রুতি দন্তপাঁতি।
ওষ্ঠাধর পয়োধর নাসানন-ভাতি॥
মনোলোভা শোভা কিবা বাহু কটিদেশ।
মৃদুগতি সুবদনী তরুণ-বয়েস॥
আরক্ত অরুণ পদ শ্যাম ধরাতলে।
যেন ভাসে কোকনদ নীলহ্রদ-জলে॥
চপল-নয়নে চেয়ে দেখেন রাজন্।
মানবী-বেশেতে এরা এল কোন্ জন॥
ও দিকে মানবরূপ হেরিয়া সে বনে।
রমণী কজনে দেখে চকিত-নয়নে॥
এ চাহে উহার মুখ না সরে ভারতী।
দাঁড়াইয়া রহে যেন পাষাণ-মূরতি॥
নৃপতি-তনয় তবে বিনয়-বচনে।
কহিলেন মৃদুভাবে প্রিয় আলাপনে॥
"কেবা বট দেখা দিলে এমন সময়।
কিবা জাতি কিবা নাম কোথা বা আলয়॥
মানব-সন্তান আমি বিধাতা বিমুখ।
বিপাকে পড়িয়া তাই পাই বহু দুখ॥
মায়াবিনী-বেশে কেবা দিলে দরশন।
ঘুচাও মনের ধাঁধা কহিয়া বচন॥"
বলিতে বলিতে কথা শশী দেখা দিল।
বীণা বাজাইয়া রামা সবে লুকাইল॥
অপূর্ব্ব রমণী-কার্য্য দেখিয়া শুনিয়া।
যামিনী পোহান ভূপ ভাবিয়া ভাবিয়া॥
ঘুচিল নিশির ঘোর অরুণ উঠিল।
তীরে আসি পূর্ব্বমুখে চাহিয়া রহিল॥
দেখিতে উষার খেলা, নৃপসুত ভোরবেলা,
ভ্রমিতে লাগিল বনে বনে।
পশু পক্ষী আদি মিলি, সকলেতে করে কেলি
দেখি হরষিত হন মনে॥
পরিমলভরে ভাবী, সে ভাব সহিতে নারি,
পুষ্পপদ পত্র পরে হেলি।
অধরে ঈষৎ হাস, খুলিতে বুকের বাস,
সমীরণ সহ করে কেলি॥
পাখীতে ধরিছে তান, শুনি উথলিছে প্রাণ,
পবন মাতিয়া ফিরে ঘুরে।
হেনকালে রাজসুত, মহা কুতুহলযুত,
নারীগণে দেখিলেন দূরে॥
ধীরেতে নিকটে গিয়ে, তরুপাশে দাঁড়াইয়ে,
কৌতুকে দেখেন মহামতি।
শেফালি বকুলকুল, আদি নানাজাতি ফুল,
শোভে উভে কদম্ব-সংহতি॥
তৃণ-শৈবালের দল, ঢাকিয়াছে ধরাতল,
লতিকা-বেষ্টিত চারিপাশ।

কণ্ঠার ফুলের মালা, বাহুতে ফুলের বালা,
হৃদিপরে ফুলময় বাস।
সকলি ফুলের সৃষ্টি, সদা হয় ফুল-বৃষ্টি,
চারিদিকে ফুলে ঢাকা রয়।
কদম্বতরুর মূলে, সাজায়ে কমল-ফুলে,
ফুলবেদিপরে বসি রয়॥
অঞ্জলি অঞ্জলি করি, ফুলে রাখে শিরোপরি,
কভু হৃদে করয়ে স্থাপন।
নয়নেতে অশ্রু ঝরে, স্নেহেতে আদর করে,
কত ভাবে করিছে যতন॥
ছয় জনে মুখে মুখে, বসি রহে মনোদুখে,
সদা হয় পুষ্প-বরিষণ।
মিলায়ে বীণার তান, খেদ-সুরে করে গান,
শুনিয়া দ্বিভেদ হয় মন॥
নারী-কীর্ত্তি মনোহর, নিরখিয়া বীরবর,
নিকটে গেলেন যুবরাজ।
করপুটে দেবী-পাশে, দাঁড়ায়ে বিনীত ভাবে,
মৃদুস্বরে চান পরিচয়॥
নিরখিয়া চমকিয়া, গানেতে বিশ্রাম দিয়া,
নারীগণ উঠে যেতে চায়।
অনেক মিনতি করি, বুঝায়ে অনেক করি,
নারীগণে বসাইলা রায়॥
অনুরোধ-ডোরে বাঁধা, বিমনা লাগিল ধাঁধা,
রমণীমণ্ডলী পড়ে গোলে।
কিছু পরে কোন জন, "শুন তবে দিয়া মন,'
ব'লে আরম্ভিল মধুবোলে॥
"বরুণতনয়া পাতালে ধাম।
ভগিনী ক'জনা শুনহ নাম॥
মুকুতা-বিলাসী রতন-কান্তি।
তরঙ্গ-বাহিনী নয়ন-ভ্রান্তি॥
প্রবালমালিনী ক'জনা এই।
নলিনীনয়না ভণিছে সেই॥
সাগরে সাগরে ভ্রমণ করি।
মাণিক মুকুতা দেখিলে ধরি॥
এই উপবনে আসিয়া বসি।
শ্রম নাশি পুনঃ সাগরে পশি॥
আগে ছিনু সবে শত সোদরা।
গিয়াছে সকলি আছি আমরা॥
শাপেতে পড়িয়া গিয়াছে তারা।
আঁখিতারা মোরা হয়েছি হারা॥
হ'লো বহুদিন প্রভাতকালে।
সকলে পশিনু জলধি-জলে॥
সারাদিন জলে ধরিনু মণি।
ভানু অস্ত যান আসে রজনী॥
দেখিয়া তপন-মুরতি শোভা।
আমরা ক'জনে হইনু লোভা॥
ধরিব বলিয়া যাইনু পাছে।
যত দূরে যাই না পাই কাছে॥
ক্রমশঃ নামিছে দেখিতে পাই।
না পারি ধরিতে কতই যাই॥
প'ড়ে অই ফেরে পোহায় রাতি।
পাতালপুরেতে না জ্বলে বাতি॥
আমাদের কাছে আছিল মণি।
আঁধারে সকলে যাপে রজনী॥
পরদিন প্রাতে সরোষ মন।
পিতৃশাপে যবে হ'ল নিধন॥
ক্রোধেতে কহেন, 'আমারে হেলা।
আর না সলিলে করিবি খেলা॥
যে রবির তরে ভুলিলি বাপে।
নিয়ত দহিবি তাহার তাপে॥
পুষ্পদেশে রবি ধরণীপরে।
নিয়ত পুড়িবি প্রখর করে॥'
কত যে সাধিনু ধরিয়া পায়।
করুণা-উদয় না হ'লো তায়॥
কুমারী আছিনু আমরা ক'জন।
তাই সে জীবনে আছি এখন॥
তাই উষাকালে আসি এখানে।
ফুল কেলি সবে করি যতনে॥
দ্বিতীয় প্রহর সময়ে তাই।
তরুমূলে আসি জলে ভিজাই॥
তাই সে প্রদোষে তুলিয়া বনে।
হৃদে থুয়ে ফুল কাঁদি ক'জনে॥
প্রহর বাড়িছে আসি এখন।"
বলি লুকাইল নারী কজন॥
নৃপতি-নন্দন, ব্যাকুলিত ম[illegible]
চলিল সমুদ্রতটে।
অতি কুলক্ষণ, ভীম দরশ[illegible]
অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে॥
নারী ছয় জন, করিয়া বেষ্ট[illegible]

জিহ্বা লক্ লক্, শিরে ধ্বক্ ধ্বক্,
জ্বলিছে রতন-মণি ॥
কুণ্ডল করিয়া, পুচ্ছ প্রসারিয়া,
দুই দিকে দুই নাগে।
সতেজে দাঁড়ায়ে, ফণা প্রসারিয়ে,
দুলিছে ফুলিছে রাগে ॥
চপলা যেমন, খেলিছে তেমন,
সুতীক্ষ্ন রসনা পাতা।
বহে ঘন ঘন, নাসিকা-পবন,
ডাকিছে যেমন জাঁতা ॥
বিষময় বায়ু, শোষিতেছে আয়ু,
পতিতা ফণার তলে।
নারী কয় জনা, মুদিত-নয়না,
ভাসিছে জলধি-জলে ॥
লেক অতীত, যদ্যপি হইত,
একবারে যেতো প্রাণ।
পতি-নন্দন, ল'য়ে শরাসন,
গুণেতে আঁটিল বাণ ॥
য়া ডানি আঁখি, নিরখি নিরখি,
সতেজে নিক্ষেপে তীর।
চলার্দ্ধ-ভিতরে, ফণা ভেদ করে,
অহিযুগে মারে বীর ॥
াজিয়ে তখন, অসি শরাসন,
ঝাঁপ দিয়া পড়ে নীরে।
হি-দেহ ধরি, আনে করে করি,
টানিয়া তুলিল তীরে ॥
রে অসিখান, ল'য়ে খান খান,
করিয়া কুণ্ডল কাটে।
চেতন তনু, নৃপ-অঙ্গজনু,
খুলে নিল পাটে পাটে ॥
। ধীরি ধীরি, রাখে সারি সারি,
ক'খানি রজত-দেহ।
থ সেই কায়া, প্রাণে ধরে মায়া,
না কাঁদি না রহে কেহ ॥
খি ছল ছল, তুলে আনি জল,
ঢালে শিরে বীরবর।
লে সিঞ্চিত, পুষ্প সুবাসিত,
রাখিল চেতনাকর ॥
র হলাহল, ঘেরে কণ্ঠস্থল,
রহিল সে দিনভোর।

ঘুচিল জ্বলন, জাগিল চেতন,
হইল যখন ভোর ॥
চেতনা পাইয়া, উঠিয়া বসিয়া,
নারী কয় জনে কয়।
"তুমি মহাশয়, অতি দয়াময়,
মনুষ্য বুঝি বা নয় ॥
না হ'লে কেমনে, সঁপিলে জীবনে,
স্বদেহ অকুতোভয়ে।
করুণা করিলে, প্রাণদান দিলে,
বিনা স্বার্থপর হ'য়ে ॥
অহে নরবর, বল অতঃপর,
কেমনে তুষিব মন।
কিবা উপকার, করিব তোমার,
দিব কিবা ধন জন ॥"

শুনি বীরবর কন,
দিবে কিবা ধন জন,
জগতের সুখ-নীরে সন্তরণ কোরেছি।
পেয়েছি সম্পদ-রস,
শিরেতে ধরেছি যশ,
স্নেহে-রসে স্নান করি সুখে কাল হরেছি ॥
মিটেছে সম্ভোগ-সাধ,
অপযশ অপবাদ,
দৈব-বিড়ম্বনা-পাশে এবে বাঁধা পোড়েছি।
থেকে বীর্য্য বাহুবল,
ভাগ্যদোষে অসম্বল,
হ'য়ে শৈলশৃঙ্গচাপা সিংহমত রয়েছি ॥"
প্রতি-উপকার মন,
যদি কৈল রামাগণ,
দ্বিধাচ্ছেদ করি তবে চিন্তাভার নাশহ।
কোন্ দিকে কোন্ পুর,
কান্যকুব্জ কত দূর,
ক'দিনের পথ হবে সবিশেষ বলহ ॥
যদি জান'বল আর,
হেমলতা নাম তার,
সেই নারী কোন্ ভাবে কার কাছে রয়েছে।
কি করে সে রাত্রিদিবা,
প্রাণে বাঁচি আছে কিবা,
শোক-চিতানলে পুড়ে তনুত্যাগ করেছে ॥
সে নারী আমার প্রিয়া,

তারে হ'রে ল'য়ে গিয়া,
নষ্ট ভাবে দুষ্ট রিপু সংগোপনে রেখেছে।
যদি তারে কোন জন,
ক'রে থাক দরশন,
বল তবে প্রেয়সীর কিবা দশা হয়েছে ॥
অশ্রুপাতে দুই আঁখি,
গেছে কিংবা আছে বাকি,
কিংবা প্রিয়া অভাগারে একেবারে ভুলেছে।
অস্থিমাংস ঠাঁই ঠাঁই,
এখনো কি হয় নাই,
এখনো কি ম্লেচ্ছবশে ধরাধামে রয়েছে ॥
দুরন্ত দস্যুর কাজ, করিয়া পাঠানরাজ,
এখনো কি যম-হস্তে পরিত্রাণ পেয়েছে ?
মা গো ও মা জন্মভূমি !
আরো কত কাল তুমি,
এ বয়সে পরাধীন হ'য়ে কাল যাপিবে।
পাষাণ যবনদল, বল আর কত কাল,
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে ॥
কতই ঘুমাবে মা গো,
জাগো মা জাগো জাগো,
কেঁদে সারা হয় দেখ কন্যা-পুত্র সকলে।
ধূলায় ধূসর কায় ভূমে গড়াগড়ি যায়,
একবার কোলে কর, ডাকি মা মা ব'লে ॥
কাহার জননী হ'য়ে,
কারে আছ কোলে ল'য়ে,
স্বীয় সুতে ঠেলে ফেলে কার সুতে পালিছ।
কারে দুগ্ধ কর দান, ও নহে তব সন্তান,
দুগ্ধ দিয়ে গৃহ-মাঝে কালসর্প পুষিছ ॥
মোরে দিলে বনবাস,
প্রিয়া আছে কার পাশ,
হায় কত পীড়া পাও, হে সুধাংশু-বদনে !
কোথা বসো কোথা যাও,
কিবা পর কিবা খাও,
হায় পুনঃ কতদিনে,জুড়াইব নয়নে ॥"
বিস্মিত রমণীদল দেখিয়া শুনিয়া।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে কহে সুস্থির হইয়া ॥
'কামিনী লাগিয়া তব কামনা পূরাব।
হেমলতা অন্বেষণে পৃথিবী বেড়াব ॥
বিরল তটিনী-তট হ্রদ সরোবর।
অরণ্য নিকুঞ্জ মাঠ, মরু মহীধর ॥
প্রাতঃ, সন্ধ্যা, নিশা, উষা, মধ্যাহ্ন সময়।
ভ্রমিব খুঁজিয়া তাঁরে আনিহ নিশ্চয় ॥
নিরুদ্বেগে বীরবর থাক এই বনে।
ত্বরায় আসিব ফিরে ভাবিহ না মনে ॥
চলিলাম বীর তব নারী অন্বেষণে।
মঙ্গল-বারতা আনি জুড়াব শ্রবণে ॥
হেরিব কেমন তিনি যাঁর স্বামী তুমি।
বুঝি বা তেমন আর ধরেনাকো ভূমি ॥
কেন ভাব যুবরাজ যুবতী লাগিয়া।
কামনা পূরাব তব কামিনী আনিয়া ॥"
বলিয়া চলিয়া গেল কুমারীর দল।
নৃপতি-নন্দন গেলা যথা বনস্থল ॥
একা বীরবর রহিলেন সেই বনে।
পূর্ব্বকথা সমুদায় উথলিল মনে ॥
মানসে মগন, নৃপতি-নন্দন,
হেরিয়া জনমস্থল।
নদ হ্রদ গিরি, ধীরি ধীরি ধীরি,
দেখা দিল দলে দল ॥
যে শিখরে বনে, মৃগয়া কারণে,
অনুচর সনে গেলা।
যে তটিনী কূলে, যে তরুর তলে
বসিয়া কাটিয়া বেলা ॥
যে তড়াগ-জলে, বয়স্যের দলে
ল'য়ে করেছিলা কেলি।
যত স্নেহাস্পদ, প্রিয়া প্রেমাস্পদ,
উঠিয়া একত্র মিলি ॥
রণবীর তত, রাণী চন্দ্রমা ও,
বধূকোলে দেখা দিলা।
ভগ্নী পরিজন, প্রিয় সখীগণ,
স্মৃতিপথে আরোহিলা ॥
প্রেম-অশ্রুধারা, তিতি নেত্রতারা,
গণ্ডদেশ বহি পড়ে।
তাপিত হৃদয়, নৃপতি-তনয়,
কাঁদে যত মনে পড়ে ॥
পিতা নরপাল, কেন এ জঞ্জাল
আমি এ কাঙ্গাল বেশ।
ভ্রমিয়া বেড়াই, যথা তথা ঠাঁই
পড়িয়া থাকি বিদেশ ॥
এ কি চমৎকার, কোথা গৃহদ্বার
কোথা আমি বনবাসী।

সে নিকুঞ্জবনে, প্রমোদ-কাননে,
বৃথা মুঞ্জে পুষ্পরাশি ॥
বৃথা গুঞ্জে অলি, পিক কলকলি,
বৃথা মন্দানিল বয়।
বৃথা শিখিদ্বয়, প্রদোষ সময়,
বকুলতলায় রয় ॥
বৃথা বারিপরে, কুমুদ বিহরে,
ইঙ্গিতে নেহারে শশী।
বৃথা ধরাতল, হন সুশীতল,
নীহারের রসে রসি ॥
বৃথা কেতকিনী, হ'য়ে পাগলিনী,
মাতায় বিপিনবাসী।
তরু আলিঙ্গিতা, বৃক্ষ তরুলতা,
ঢলিয়া পড়য়ে হাসি ॥
কোথা সে আমার, এই সব যার,
পুনঃ কি সে জনে পাব।
এ অমা ঘুচিবে, সে শশী উঠিবে,
পুনঃ কি সে সুধা খাব ॥
বলিয়া কাঁপিয়া তাপিত-হৃদয় শিখর উপরে উঠিল।
জগৎ যুড়িয়া এমন সময়ে, নিবিড় আঁধার ঢাকিল ॥
ক্রমশ সরিয়া সাগর-ভিতরে, মলিন তপন ডুবিল।
দেখিতে দেখিতে গগন মাঝেতে, রজনী ভূষণ
ভাসিল ॥
পুলকিত দেহে বীরচূড়ামণি, বিষম চিন্তায় পড়িল।
ভাবিতে ভাবিতে সকল ভুলিয়া অপূর্ব্ব-স্বপন
দেখিল ॥
যেন ভূমণ্ডল অনল-শিখায়, চলাচল সহ দহিছে।
ঊনপঞ্চাশৎ পবন যেমন, তাহার সহিত বহিছে ॥
দশ-দিক্‌পাল নিজগণ সঙ্গে, উৰ্দ্ধমুখে সবে ছুটিছে।
খেচর ভূচর জলচর আদি, হতাশ অন্তরে হাঁকিছে ॥
রেণুময় ধরা বারি বায়ু রেণু, রেণু রেণু হ'য়েউড়িছে।
চরাচর পূরে হাহাকার ধ্বনি, শুধু পুনঃপুনঃ উঠিছে ॥
সেই সর্ব্বভুক শিখা প্রান্তদেশে এলায়িত-কেশে
দাঁড়ায়ে।
নবীনা কামিনী যেন পাগলিনী, রহে ভুজযুগ
জড়ায়ে ॥
অশ্রুপূর্ণ আঁখি সেই পাগলিনী, শিশু এক করে
ধরিয়া।
ধর বংশধরে, পুত্র কোলে কর, বলি যেন দিল
ফেলিয়া ॥
বলি বহ্নিগর্ভে প্রবেশিল রামা, বীরেন্দ্র বিপদ
গণিল।
ত্যজি দীর্ঘশ্বাস হায় রে অদৃষ্ট বলিয়া, ঢলিয়া
পড়িল ॥

প্রসারিত কর পদ অধোভাগে শির।
শিখর হইতে নীচে পড়ি গেলা বীর ॥
অভ্রভেদী গিরিচূড়া দৃষ্টি-অগোচর।
নিম্নদেশে ভীমনাদে গর্জ্জিছে সাগর ॥
কেশাগ্র পশিলে সেই অগাধ জীবনে।
বসুন্ধরা বীরশূন্য হতো সেই ক্ষণে ॥
কিন্তু ভাগ্যবলে সেই দণ্ডে সেই স্থানে।
অকস্মাৎ দেখা দিল নারী ছয় জনে ॥
দেখিল সুন্দর-রূপ নব এক জন।
পবনবেগেতে শূন্যে হতেছে পতন ॥
হেরিয়া সদয়-মনে কয় জনে মেলি।
ক্রোড় পাতি বসিয়া রহিল উরু ফেলি ॥
নিমেষ-ভিতরে সেই নারী-উরুদেশে।
অচেতন দেহখানি প্রবেশিলা এসে ॥
নিঃসাড় শরীর সেই মুদিত নয়ন।
বদন নেহারি চমকিত রামাগণ ॥
নয়নে নয়নে বাঁধা রহে পরস্পর।
গণ্ড বহি অশ্রুবারি বহে নিরন্তর ॥
পশ্চাতে চিনিতে পারি করে হায় হায়।
বলে মরি এ কি হেরি মরি এ কি দায় ॥
কমল লাঞ্ছন করে কমল তুলিয়া।
নীরস কমল আস্যে ধীরেতে সেঁচিয়া ॥
কমল-আসন হ'তে তুলি ছ'টি পাতা।
তাহাতে সংলগ্ন কৈল ছ'টি বাহুলতা ॥
যেন মহার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু পাশে।
ছয় লক্ষ্মী মৃদুমন্দ ব্যজন বিন্যাসে ॥
দণ্ড দুই গত পরে জাগিল চেতন।
উন্মীলিত নেত্রে বীর করে নিরীক্ষণ ॥
স্বপন দর্শন প্রায় দেখে সারি সারি।
বিমল গগনে ভাসে সুধাংশু-লহরী ॥
কখন ভাবেন ছয় অচলা চপলা।
একত্রেতে বসি যেন করিতেছে খেলা ॥
কভু ভাবে যেন বিধি বিরলে বসিয়া।
নিজ মনোরমা রামা সৃজন করিয়া ॥
না হইয়া তৃপ্তমন দেয় বিসর্জ্জন।
পুনর্ব্বার নরনারী করেন সৃজন ॥

বিচিত্র ভাবিয়া শেষে উঠিয়া বসিল।
দেখিয়া মোহিনীগণ প্রফুল্ল হইল ॥
জ্ঞানের অঙ্কুর হেরি মিলাইয়া তান।
বীণাযন্ত্র করে ধরি আরম্ভিল গান ॥
এমনি মধুর স্রোত তাহাতে বহিল।
শুনি বীণাপাণি দেবী অন্তরে মোহিল ॥
মনোল্লাসে বাগীশ্বরী ত্যজিয়া স্বরূপ।
আবির্ভূতা হইলেন ধরি বাক্যরূপ ॥
কবি-কণ্ঠে তাই দেবী করেন নিবাস।
বাগীশ্বরী নাম তাই ভুবনে প্রকাশ ॥
অমর-মোহন সেই শুনি বীণাবাণী।
বীরবাহু পুনর্ব্বার লভিল পরাণী ॥

সহাস-বদনে, কমল-আসনে,
নৃপতি-নন্দনে বসায়ে।
মৃদু মন্দ হাসি, অধরে প্রকাশি,
পিকবর-ভাষ শুনায়ে ॥
মধু মধু স্বরে, গলে গলে ধ'রে,
বলে নৃপবরে "ভেব না।
পেয়েছি তোমার, আশার আধার,
ঘুচাব এবার যাতনা ॥
শুন হে স্বরূপ, হেরিলাম ভূপ,
অপরূপ রূপ কামিনী।
ভাগীরথী-তীরে, যামিনী গভীরে,
দাঁড়ায়ে মন্দিরে মোহিনী ॥
রূপে রাজরাণী, বেশে কাঙালিনী,
গোময়ে দামিনী যেমনি।
আকুল-লোচনা, বিশীর্ণা বিমনা,
বিযোগ-বাসনা-কারিণী ॥
অতি মনোহর, শিশু শশধর,
হৃদয়-উপরে রাখিয়া।
চপল-নয়না, পলাতে বাসনা,
দেখেছি ললনা চাহিয়া ॥
হেরে হয় মনে, যেন বা মদনে,
হৃদয়ে যতনে ধরিয়া।
যমে দিতে ফাঁকি, নিরখি নিরখি,
ধাইছে চমকে ছুটিয়া ॥
বলে 'ওহে নাথ, দাও হে সাক্ষাৎ,
লহ তব সাথ আমারে।
এ যাতনা-ভার, সহেনাকো আর,
দিনু সমাচার তোমারে ॥

ওহে সুধারাশি, করুণা প্রকাশি,
মম তাপ নাশি যাও হে।
আছেন যেখানে, আমার কারণে,
তুমি সেইখানে ধাও হে ॥
তাঁর অনুগতা, দাসী হেমলতা,
হয়েছে অনাথা বলিও।
বাঁধি কারাগারে, নির্ব্বান্ধব পুরে,
রিপু রাখে তাঁরে কহিও ॥
তব বংশধরে, হৃদয়েতে ধ'রে,
তব নাম ক'রে কাঁদিছে।
অহে নিশাপতি, মম এ দুর্গতি,
সদা দিবারাতি জ্বলিছে ॥
তাঁহারে ভাবিয়ে, আশা-পথ চেয়ে,
মনেরে বুঝায়ে রেখেছি।
বাসনা পুরাব, তনয় দেখাব,
পরাণ জুড়াব ভেবেছি ॥
শুন হে পবন, তুমি হে ভ্রমণ
কর হে ভুবন ব্যাপিয়া।
যথা মম পতি, তথা কর গতি
মম এ দুর্গতি ভাবিয়া ॥
শূন্যোপরে আর, বসি অন্য যার
মিনতি সবার চরণে।
করুণা করিয়া, সমাচার দিয়া
সঙ্গে আন গিয়া সে জনে ॥
এই কথা মুখে, সদা মনদুঃখে
ধীরে অধোমুখে কাঁদিছে।
নীলোৎপলদল, নয়ন-কমল,
উথলিয়া জল বহিছে ॥
এই দেখ রায় হেরিনু যাহায়
কাজ কি কথায় শুনিয়ে।
অপরূপ রূপ, দেখে সেই রূপ
আনিলাম ভূপ আঁকিয়ে ॥"
এই কথা ব'লে, কুমারী সকলে
কোলে দিল ফেলে তুলিয়ে ॥
নিরখি কুমার, চুম্বি বারংবার
হৃদয় উপর ধরিল।
যেন ফাঁকি দিয়ে, যমে পরাজিয়ে
কারে লুকাইয়ে রাখিল ॥
দণ্ড দুই পরে, চিত্র হৃদে ধ'রে
কুমারীগণেরে বলিল।

"চল সেই স্থানে, জুড়াইব প্রাণে,
দেখিব কেমনে বাঁচিল॥"
অপরূপ রূপ ছটা, প্রচারি প্রচুর ঘটা,
নবরসে নৃপতি-নন্দনে সুখে ভুলাইয়ে।
পূরাইতে মনোরথে, চলিলা জলধিপথে,
অঞ্চলে বাদাম তুলি বায়ুভরে দুলায়ে॥
তড়িতের আভা সম, শোভা ধরি অনুপম,
উত্তরিল তড়িতের বেগে গঙ্গা-পুলিনে।
সৃষ্টি সৃজিতের শোভা, নানাবিধ মনোলোভা,
দেখে নব নব ভাব প্রমুদিত নয়নে॥
নূতন পুরুষ নারী, নূতন ভূষণ তারি,
নূতন বসন ঘর গিরি গুহা কানন।
তাহে নব দারুদাম, তাহে পুষ্প অভিরাম,
তাহে ফল সুরসাল অপরূপ ঘটন॥
নব নদী নব নদ, নব দীঘি নব হ্রদ,
নব পাখী ডালে বসি নব তান উগারে।
গনে নূতন তারা, নূতন নূতন ধারা,
দেখে দশদিকময় নাহি পায় বিচারে॥
বভাবে দ্রবীভূত, হ'য়ে হিন্দু-রাজসুত,
ম্লেচ্ছঅধিকারে আসি দিল্লীপুরী লভিল।
দার উত্তর তীরে, পরশি গঙ্গার নীরে,
দিল্লীশ্বর-অট্টালিকা শোভা করে দেখিল॥
বর্ণ-খচিত কেতু, যেন সুবর্ণের কেতু,
তদুপরি সারি সারি শশিকলা-প্রতিমা।
র অধোভাগে যত, মণি মুক্তা মরকত,
দুলিয়া ছাদের ধারে, প্রকাশিছে গরিমা॥
ই প্রাসাদের ধারে, দাঁড়াইয়া একধারে,
সম্মুখের সুবর্ণের আবরণ খুলিয়া।
কালবিগতপ্রাণা, দাঁড়াইয়া এক জনা,
বিমর্ষ বিমনা ভাবে বাহুপরে হেলিয়া॥
ধোদিকে দরশন, অনিমেষ দুনয়ন,
নিরবধি অশ্রুবারি দর দর দরিছে।
হুগত শশধরে, যেন বিলোকন করে,
বিমুদিত ইন্দীবর জলাশয়ে ডুবিছে॥
ন কক্ষে সুপ্রকাশ, কুমার সদৃশাভাস,
সুকুমার মনোহর শিশু কোলে খেলিছে।
য়া জননী-গলে, আধ বোলে মা মা ব'লে
মার মুখে মুখ দিয়ে করতালি তালিছে॥
রিয়া তনয় দারা, প্রেমেতে বহিল ধারা,
পুলকিত দেহে লোম কণ্টকিত হইল।

উজলে বিশাল আঁখি, উতলা পরাণ-পাখী,
আলিঙ্গন অভিলাষে বাহুযুগ খুলি॥
আনন্দে প্রফুল্লকায়, দাঁড়াইলা যুবরায়,
সাগর-তনয়াগণে একে একে নামিল।
এখন বিদায় চাই, স্মরি যেন দেখা পাই,
এই নিবেদন ঐ শ্রীচরণে রহিল॥
'তথাস্তু' বলিয়া তবে, বর দিলা নারী সবে,
পরে রাজতনয়েরে পদ্মাসনে বসায়ে।
প্রবাল মুকুতা চুণি, গুণে গাঁথি গুণি গুণি,
সবে হাতে হাতে ধরি দিল সবে পরায়ে॥
দেবকন্যা ধর লও, পূর্ণ মনস্কাম হও,
অরি দমি দারা-সুতে উদ্ধারিয়া আনহ।
স্বরাজ্যে গমন করি, বসুন্ধরা যশে ভরি,
ক্ষত্রিয়কুলের নাম অকলঙ্ক করহ॥
পুনঃ প্রণমিল রায়, সাগর-দুহিতা-পায়,
নৃপতিনন্দন-গুণ বীণা তানে ধরিয়া।
সেই সুমধুর স্বর, সমীরণে করি ভর,
হেমলতা-শ্রুতিমূলে প্রবেশিল আসিয়া॥
শুনি চমকিয়া ধনী, দেখে চেয়ে নৃপমণি,
ঊর্দ্ধমুখে নদীতটে সেই দিকে নেহারে।
হেরি রোমাঞ্চিত কায়, তরুণী শিহরি তায়,
পাষাণ প্রতিমা সমা রহে বাহ্য আকারে॥
কুমার উপায় ভাবে, কিসে দারা সুত পাবে,
ক্ষণেক ভাবিয়া শেষে রাজপথে চলিল।
হেথা রামা সচেতন, না হেরিয়া প্রাণধন,
বিস্ময়ে বিরসভাবে নিবাসনে বসিল॥
জীবনসঙ্কট স্থলে, একা বীরবাহু চলে,
অনুবল নাহি অনুজন।
হৃদয়ে নাহিক ত্রাস, বীরমদে মনোল্লাস,
দিল সিংহদ্বারে দরশন॥
দেবতার বেশ ধরা, দেবমালা শিরে পরা,
দেখে ভ্রমে দাঁড়াইল দ্বারী।
"পাতশাব দরশন, করিবারে আগমন,
এই ভেট ভেজ রে আমারি॥"
নকীব ফুকারি ধায়, সুলতান-সমীপে যায়
করপুটে সমাচার কহে।
"মলুক আলমগীর, পবীরূপা এক বীর,
সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া রহে॥
রাজ-পরিচ্ছদ তাঁর, মণিমালা চমৎকার,
কিরীট-সদৃশ শোভে শিরে।

কটিতটে দুলায়িত, অসি খড্‌গ সুশাণিত,
পৃষ্ঠদেশ সজ্জিত তূণীরে॥
ভাবে বুঝি অনুমান, রাজকুলে অধিষ্ঠান,
পড়িয়াছে কোন বা বিপাকে।
আপনার দরশন, করিবারে আগমন,
নিবেদিতে কহিল আমাকে॥"
শুনি পাতশাহ কন, "কর তাঁরে আনয়ন,
বুঝিব সে ফেরে বা কি ফেরে।"
সুলতান-আদেশ পায়, নকীব ফিরিয়া যায়,
বীরবরে আনে সঙ্গে ক'রে॥
মহাতেজা মহাবীর, নেহারিয়া আলমগীর,
বসিবারে ইঙ্গিত করিল।
বুঝি অনুচরগণ, আনি স্বর্ণ-সিংহাসন,
বীরবাহু-পশ্চাতে রাখিল॥
না পরশি সে আসন, ক্রোধ করি সংবরণ,
ব্যঙ্গভাবে দর্প করি কন।
"শুন ম্লেচ্ছ-অধিরাজ, আসনে নাহিক কাজ,
এই মত করিয়াছি পণ॥
রণে জয় যতক্ষণ, না করিব উপার্জ্জন,
ততক্ষণ আসন না লব।
এই দৃঢ় ব্রত ধরি, দিগন্ত ভ্রমণ করি,
জিনিয়াছি রাজপুত্র সব॥
তুমি ম্লেচ্ছ-মহীপাল, ক্ষত্রবংশ-মহাকাল,
পৃথিবী পূরিয়া তব যশ।
যেই বীরবাহু-ডরে, কাঁদিত অসুর নরে,
তারে রণে করিয়াছ বশ॥
ধরিয়াছ তার নারী, তার নাকি রূপ ভারী,
পরস্পর এই কথা জানি।
আলমগীর তব পাশে, আসিয়াছি রণ-আশে,
আপনারে ধন্য করি মানি॥
সেই নিরুপমা নারী, রণে জিনে লব তারি,
হারি যদি নিজ নারী দিব।
কক্ষ-যুদ্ধে মম পণ, সমতুল্য সহ রণ,
অন্যজনে কভু না ভেটিব॥
যদি থাকে মান ভয়, যদ্যপি সাহস হয়,
আশু রণে ভেটহ আমারে।
নতুবা আনিয়া তায়, মম পদে দেহ রায়,
অপযশ ঘুষিবে সংসারে॥
সে ত চুরি করা ধন, জান ত চোরা রাজন্,
চোরা ধন বাটপাড়ে লয়।
প্রকাশিব বাহুবল, পাঠাইব রসাতল
অধর্ম্মের ধন নাহি রয়॥
শুন হে যবনপতি, যদি চাহ দিব্যগতি
বীর-আলিঙ্গনে তোষ মোরে।
সত্য সত্য সত্য কই, যদি ক্ষত্রসুত হই
এই খড্‌গে নিপাতিব তোরে॥
যদি কাপুরুষ হও, আমার শরণ লও
রাজকন্যা কর পরিহার।
ত্যজ রাজসিংহাসন, ত্যজ অসি শরাসন
লোকালয়ে থাকিও না আর॥"
বলি কৈলা নিষ্কাশন, সূর্য্যদীপ্ত দরশন
শাণিত কৃপাণ করতলে।
যেন দেব পুরন্দর, ঐরাবতে করি ভর
অশনি নিক্ষেপে ধরাতলে॥
ক্ষান্ত হৈল ভীম নাদ, শত্রুগণে পরমাদ
ভাবে কে আইল ছদ্মবেশে।
সময়ে দৈবের বশ, বিনা রণে অপযশ
বিস্তর চিন্তিয়া কহে শেষে॥
অন্তরে কম্পিত ডরে, বাহ্যে আস্ফালন করে
বলে "রে বর্ব্বর শোন্ বাণী।
মুহূর্ত্তে কাটিয়া মুণ্ড, করিতে পারি রে খণ্ড
কেবল লোকের লাজ মানি॥
কেবা পিতা কোথা বাস, জাতি বৃত্তি অপ্রকাশ
রাখি, রণ মাগিলি আসিয়া।
তোরে রে করিলে নাশ, না হইবে ধর্ম্ম হ্রাস
বরং পুণ্য পাপী বিনাশিয়া॥
কিন্তু রণে দিলে ক্ষান্ত, কুযশ হবে একান্ত
বিপক্ষ হাসিবে সর্ব্বক্ষণ।
স্বজাতি-গৌরব যাবে, হিন্দুকুল শোভা পাবে
আস্পর্দ্ধা করিবে দুষ্টজন॥
অতএব তোর সনে, ভেটিব রে কক্ষরণে
যেবা হ'স ছদ্মবেশধারী।
সমুচিত ফল পাবি, শমন-ভবনে যাবি
তথা পাবি মনোমত নারী॥"
বলি ভঙ্গ দিল বার, উজীর আদেশে তার
রাজপুত্রে দিল বাসস্থান।
বহুদেশ দেশান্তর, ঘুষিল এ সমাচার
জানিল সমূহ রাজস্থান॥
নানারূপ-গুণযুত, হিন্দু-ম্লেচ্ছ-রাজসুত
দিল্লীধামে আসি দেখা দিল।

।।কে পূর্ণ রাজধানী, দিবানিশি বাদ্যধ্বনি,
কোলাহলে নগর পূরিল ॥
ক্রোশে যুড়ি রণভূমি হইল নির্ম্মাণ।
চারিদিকে উচ্চ মঞ্চ বসিবার স্থান ॥
স্তবকে স্তবকে রহে মঞ্চের বিধান।
পৃথক্ পৃথক্ ভাগে হিন্দু মুসলমান ॥
লৌহ-ধাতুময় মঞ্চ সুবর্ণে মণ্ডিত।
রতন-ঝালর তাহে করে চমকিত ॥
বক্ত-চন্দ্রাতপ-ছটা মস্তক-উপরে।
তাহে মণি-মরকত ঝলমল করে ॥
অমূল্য বসন দেহে শ্রবণে কুণ্ডল।
হিন্দু-ম্লেচ্ছ-রাজগণ মণ্ডলে মণ্ডল ॥
মস্তকে মুকুটশ্রেণী তারকার মালা।
কটিদেশে কটিবন্ধে কৃপাণ উজলা ॥
ত্রিকোটি দেবতা যেন লঙ্কেশ সভায়।
স্ববাহনে সজ্জীভূত হ'য়ে শোভা পায় ॥
রণভূমি-শিরোভাগে বিচিত্র কাণ্ডার।
তাহার ভিতরে রহে রমণী-ভাণ্ডার ॥
দেবেন্দ্র-ভবনে যেন দেব বিলাসিনী।
সেইরূপ শোভা পায় যত বিনোদিনী ॥
কাণ্ডারের বহির্ভাগে রণভূমি-স্থলে।
স্বতন্ত্র সোনার মঞ্চ ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে ॥
মানমুখী নারী এক তাহার উপরে।
করেতে কপোল রাখি ভাবিছে কাতরে ॥
যেন সুধাহীন শশী খসে ভূমিতলে।
যেন সীতা রাবণের রথে কাঁদি চলে ॥
এই ভাবে বহুবিধ জন-সমাবেশ।
দুই দিকে দুন্দুভিধ্বনি হয় শেষ ॥
সাজ রে সাজ রে স্বরে বাজে ভেরী তূরী।
অমনি প্রহরীদল দাঁড়াইল ভূরি ॥
উত্তর দক্ষিণে শেষে প্রচণ্ড কিরণ।
দুই সূর্য্য সম দোঁহে দিল দরশন ॥
শিরোদেশে শিরস্ত্রাণ করে করবাল।
বামে বর্ম্ম পৃষ্ঠে তূণ ভল্ল সুবিশাল ॥
সিংহের গর্জ্জনে দোঁহে ছাড়ে সিংহনাদ।
কেশরী কুঞ্জরে যেন ঘোর বিসংবাদ ॥
শুনি চমকিয়া লোকে সবিস্ময়ে চায়।
ভয়ে হেমলতা-তনু শুকাইয়া যায় ॥
না পড়ে চক্ষের পাতা ঘন বহে শ্বাস।
কি হবে কপালে ভাবি মনে গণে ত্রাস ॥

হেনকালে হুহুঙ্কারে করি আস্ফালন।
সমরে মাতিল দোঁহে ভীম-দরশন ॥
রণতরঙ্গে, বিহরে রঙ্গে,
ঘন ঘোর রব করে রে।
করিছে ঝম্প, ধরণী কম্প,
করাল কৃপাণ ধরে রে ॥
যেন কৃতান্ত, করিতে অন্ত,
শূলপাণি শূল ধরে রে।
যেন চামুণ্ডা, ঘুরাইয়া খাণ্ডা,
রক্তবীজাসুরে মারে রে ॥
কাঁপায়ে বর্ম্ম, ঠকিছে চর্ম্ম,
অসি স্বন্ স্বন্ ফেলে রে।
করিয়া লক্ষ্য, অরাতি-বক্ষ,
দোঁহে দোঁহারে ঘেরে রে ॥
ভীম দাপটে, অস্ত্র সাপটে,
অসি স্বন্ স্বন্ করে রে।
খড়্গ ঝলকে, বহ্নি ধমকে,
ভূমি টলমল টলে রে ॥
কোপে কম্পিত, অসি উত্থিত,
করি বীরবাহু ঝাঁপে রে।
যবন-মুণ্ড, করিয়া খণ্ড,
ভূমিতলে আনি পাড়ে রে ॥
পরমানন্দে, ভূপালবৃন্দে,
সাধু সাধু সাধু বলে রে।
কাঁপায়ে সিন্ধু, হরিষে হিন্দু,
জয়বাদ্য করি চলে রে ॥
কাটিয়া যবনমুণ্ড ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।
যবনভূপালবৃন্দে সম্বোধন ক'রে ॥
কহিলেন বীরবাহু মহাবীর দাপে।
কেশরি-গর্জ্জনে যেন মহারণ্য কাঁপে ॥
"আরে রে নিষ্ঠুর জাতি পাষণ্ড বর্ব্বর।
পূরাব যবন-রক্তে শমন-খর্পর ॥
সাক্ষাতে হেরিলি কার কত বাহুবল।
এবে রে যবনরাজ্য গেল রসাতল ॥
করতল দিল্লীপুরী করেছি রে আজি।
আরো দেখাইব শীঘ্র অসিভল্ল-বাজী ॥
আমি রে ক্ষত্রিয়-পুত্র নহি রে যবন।
পালিব ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রাখি নিজ পণ ॥
প্রিয়ার উদ্ধার ম্লেচ্ছরাজ্য ভস্মসাৎ।
অথবা সংগ্রামে দেহ করিব নিপাত ॥

এই যে করেছি সত্য কভু না ছাড়িব।
সদলে সম্মুখ-রণে পুনশ্চ সাজিব ॥
যত দিন ম্লেচ্ছহীন না হইবে দেশ।
তত দিন না ছাড়িব সংগ্রামের বেশ ॥
না ভেটিব হেমলতা না হেরিব সুতে।
ম্লেচ্ছনাম যত দিন জাগিবে ভারতে ॥"
বলি রুধিরাক্ত অসি ফিরায়ে শিরেতে।
হিন্দু-নরপালগণ কহেন ক্রোধেতে ॥
ধিক্ ক্ষত্রকুলে ধিক্ হিন্দুরাজগণ!
একেবারে বীর্য্যবলে দিলে বিসর্জ্জন?
জগৎবিখ্যাত কুলে জন্মিয়া ভারতে।
সমর্পিলে রাজ্যদেশ বিপক্ষ-করেতে?
নারিলে বিধর্ম্মিগণে রণে পরাজিতে।
বৃথায় মানব-জন্ম লাগিলে হরিতে ॥
থাকে যদি বীর্য্যবল সাজ হে সমরে।
হের দুষ্ট ম্লেচ্ছদল আস্ফালন করে ॥
পূর্ব্বকালে মহীতলে ক্ষত্রিয়-মণ্ডল।
প্রচণ্ড প্রতাপে রিপু কৈল করতল ॥
সেই চন্দ্রসূর্য্যবংশ-অবতংস হ'য়ে।
শান্তভাবে যাপ কাল বৈরি দণ্ড ল'য়ে ॥
কেন তবে কুরুক্ষেত্রে কর তীর্থ জ্ঞান।
কেন তবে নিজধর্ম্মে কর অভিমান ॥
কেন পর অসি চর্ম্ম বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ?
তূণ, ধনু, বীরধটি কেন পরিধান?
যদি এ জগতে যশ চাহ চিরকাল।
যদি চাহ এড়াইতে বিপক্ষ-জঞ্জাল ॥
যদি অকণ্টকে চাহ ভুঞ্জিবারে রাজ।
এস হে সমরে সাজি রিপুঞ্জয়-সাজ ॥
এস রাখি রাজ্যদেশ শাসি ধরাতল।
দেখ চেয়ে রণবেশ বিপক্ষের দল ॥"
হেথা ম্লেচ্ছ-মহীপাল, কুপিল যবনদল,
মারিবারে বিপক্ষেরে ক্রোধভরে চলিল।
দেখি হিন্দুরাজগণ, হ'য়ে ক্রোধান্বিত মন,
মহাক্রোধে রিপুদল সমরেতে ভেটিল ॥
জ্বলিল সমরানল, কাঁপিল ধরণীতল,
একেবারে শত শূর সমরেতে মাতিল।
সিংহনাদ ধনুর্ঘোষে, বাসুকি টলিল ত্রাসে,
অসি ভল্ল বাণ খড়্গে নভোদেশ ঢাকিল ॥
ভয়ঙ্কর দরশন, ধায় অস্ত্র অগণন,
ভীষণ শ্মশান-সজ্জা রণভূমি সাজিল।

কাটা মুণ্ড কাটা কর, কাটা পদ কাটা ধড়,
গভীর শোণিত-স্রোতে শত শত ভাসিল ॥
কেহ করে হাহাকার, কেহ করে মার মার,
ভীম শব্দ কোলাহল স্বর্গ মর্ত্ত্য পূরিল।
হুয়া রবে ডাকে শিবা, বায়সের ঊর্দ্ধ গ্রীবা,
ভয়ঙ্কর রণভূমি ঘোররূপে বেরিল ॥
রুধিরে বহিল ফেনা, মাতিল শমন সেনা,
ঊর্দ্ধভাগে বিকট গৃধিনীদল উড়িল।
বাজিল তুমুল রণ, দুই পক্ষ বীরগণ,
মরি বাঁচি পণ করি যুঝিবারে লাগিল ॥
হারিল যবন-দল, হিন্দুপক্ষে কোলাহল,
বিজয়-হুঙ্কার নাদে চরাচর পূরিল।
রণে রিপু পরাজয়, করি হিন্দুরাজ জয়,
বীরবাহু সঙ্গে আসি আলিঙ্গন করিল ॥
সর্ব্বজনে সন্তোষিয়ে, নিজ পরিচয় দিয়ে,
অতঃপর বীরবর আদি অন্ত কহিল।
তখন ভূপতিগণ, মহা আনন্দিত মন
দিল্লীরাজ-সিংহাসনে অভিষেক করিল ॥
যথাবিধি উপচারে, সন্তোষিয়া সবাকারে
সমূহ ভূপালে ভেট নানাবিধ ভেটিল।
বিদায় লইয়া রায়, মহিষী-নিকটে যায়
বিরস-বিধুরা বামা নিরাসনে হেরিল ॥
কাঁদিয়ে সে বিনোদিনী, ধরণী লুটায়ে ধনি
প্রাণেশ্বর-পদতলে কর যুড়ি নমিল।
সাদর সম্ভাষ করি, হৃদয়ে হৃদয় ধরি
পুলকিত-দেহে বীর প্রমদারে তুলিল ॥
কাঁদিয়া তখন, হেমলতা কন
প্রেমে গদগদ বাণী।
আজি সুপ্রভাত, ওহে প্রাণনাথ
পুনঃ দেহে এল প্রাণী ॥
অসুখ-শর্ব্বরী, তিরোহিত করি
সুখ-প্রভাকর চায়।
হৃদয়-ভিতরে, পরাণে কি করে
বুঝিতে নারি হে রায় ॥
এ ষোড়শ মাস, ছিল অপ্রকাশ
আজি হেরি দিনমণি।
অই দেখ চেয়ে, সরোবর ছেয়ে
বিকসিত কমলিনী ॥
আজি অকস্মাৎ, অই শুনি নাথ
কোকিল ঝঙ্কার করে।

মাজি ধরাতলে, নিরখি সকলে,
অপরূপ শোভা ধরে॥
ত কল্য প্রাতে, যাহার সাক্ষাতে,
পেয়েছি অপার শোক।
আজি সেই জন, করি দরশন,
পেতেছি পরমালোক॥
যেই চন্দ্রানন, করি বিলোকন,
দিবস-রজনী গেলো।
আজি সেই ধন, করি দরশন,
আবো সুখবোধ হ'লো॥
করি প্রণিপাত, এই কব নাথ,
জীবন সফল কব।
দুখের তনয়, সুখের সময়,
হৃদয়-মাঝারে ধর॥
আমি অভাগিনী, আজন্ম-দুখিনী,
জানি নাকো তোমা বই।
তোমারি আশায়, এমন দশায়,
অবান্ধব পুরে রই॥
কৌমারী দশায়, সখী ক'জনায়,
শিখিলাম শিশুপাঠ।
প্রথম যৌবনে, সহচরী সনে,
শিখিলাম গীত-নাট॥
যৌবন-মাঝারে, প্রণয়ে তোমারে,
সেবেছি ধরম পালি।
বে পরবাসে, মনের হতাশে,
সাজায়েছি ফুলডালি॥
তোমারি কারণে, যবন-ভবনে,
সহিত যবনবালা।
লে জল, উষাসন্ধ্যাকাল,
দিয়াছি গেঁথেছি মালা॥
তান-আগারে, ফুল যোগাবারে,
আছিল আমার ভার।
মারি কারণ, নৃপতি-নন্দন,
সহিয়াছি দাসী-ভার॥
। কতবার, সুচিকণ হার,
গাঁথিয়া সুন্দর করি।
লর তলে, বসি ধরাতলে,
কেঁদেছি হৃদয়ে ধরি॥
ল সফল, আজি মহাবল,
মিটেছে মনের সাধ।

এখন বাসনা, পুরাব কামনা,
ঘুচাব কুলের বাদ॥
রাজার দুহিতা, রাজার বনিতা,
জনম ক্ষত্রিয়-কুলে।
অশুচি যবন, করি দরশন,
ধরিয়া আনিল চুলে॥
আমার গরিমা, তোমার মহিমা,
টুটিল আমারি তরে।
সে কলঙ্করাশি, সমূলে বিনাশি,
যশ রাখি ক্ষিতি ভ'রে॥
তোমার মহিষী, তোমার প্রেয়সী,
যেই নারী হ'তে চায়।
অণুমাত্র দাগ, অহে মহাভাগ,
নাহি যেন থাকে তায়॥
অনলে প্রবেশ, করিব প্রাণেশ,
ঘুচাও বেদনা তব।
মনের গৌরব, কুলের সৌরভ,
প্রাণ দিয়ে কিনি লব॥
নারী হেমলতা, সতী পতিব্রতা,
ঘুষিবে ভুবনত্রয়।
ভূপতি-মণ্ডলে, নিয়ত সকলে,
বলিবে তোমার জয়॥

এত বলি নন্দনের চন্দ্রানন চেয়ে।
অশ্রুধারা পড়ে হেমলতা-গণ্ড বেয়ে॥
প্রমদার সাহঙ্কার ভারতী শুনিয়া।
প্রমাদ গণিল বীর বিষাদ ভাবিয়া॥
কখন বাখানে মনে প্রেয়সী-হৃদয়।
কখন অন্তরে হয় করুণা উদয়॥
কভু খেদে পূর্ব্বকথা করিয়া স্মরণ।
প্রমদারে আলিঙ্গিয়ে করেন রোদন॥
নানামত বাক্যে বীর সান্ত্বনা করিল।
তথাপি প্রেয়সীপণ অন্যথা নহিল॥
মোহাবেশে নরপতি নীরব হইলা।
পতিরে প্রণমি রামা কাতরে চলিলা॥
প্রবেশি মহিলাপুরে সখী সম্বোধনে।
তুষি দিল্লী-রাজকন্যা প্রেম-আলিঙ্গনে॥

"এত দিন দুই জনে ছিলাম স্বজনী।
অদ্যাবধি একাকিনী পোহাবে রজনী॥

আজি আর প্রিয়সখী অভাগিনী তরে।
যাপিতে হবে না নিশি কাতর অন্তরে॥
বিদায় জনমশোধ দেহ আলিঙ্গন।
আজি সখী পাপদেহ করিব পতন॥
অকলঙ্ক কুলে কালী রাখিব না আর।
ঘুচাইব বল্লভের কুযশের ভার॥
চিতার দহনে দেহ অশুচি শুধিব।
ভূমণ্ডলে ক্ষত্রকুল-খ্যাতি প্রকাশিব॥
প্রিয়সখি একমাত্র করি নিবেদন।
মার সম স্নেহে শিশু করিছ পালন॥"
বলিতে বলিতে আঁখি করে ছল ছল।
অনর্গল রাজকন্যা চক্ষে বহে জল॥
স্বজনী-প্রতিজ্ঞা শুনি, অন্তরে বিষাদ গণি,
দিল্লীশ্বর-কন্যা আজি সখী-করে ধরিল।
"এমন বিষম পণ, স্বজনী রে কি কারণ,
কে তোমারে হেন কথা বল দেখি বলিল॥
প্রাণপতি আজি তোর, সংহার করিয়া চোর,
মিটাইতে মনসাধ তোর পাশে আসিল।
বুঝিবারে তার মন, তাই কি করিলি পণ,
এত কষ্টে তাঁর ভাগ্যে এই ফল ফলিল॥
ছি ছি সখি এ কি কথা, দিও না রে এত ব্যথা,
নিদয় হইয়া সই সবাকারে ভুলো না।
অই দেখ মা মা ব'লে, শিশু তোর আসে চ'লে,
উহারে জনমশোধ পরিহার করো না॥
সখি, রাজস্থানময়, সবে তোমা সতী কয়,
পরিচয় দিতে আর হবে নাকো তোমারে।
যে ভাবে রিপুর ঘরে, আছিলে পরাণ ধ'রে,
সেই কথা চিরদিন ঘুষিবে এ সংসারে॥
স্বজনি, বিনয় করি, এই দেখ হাতে ধরি
এ বিষম পণে আর মনে স্থান দিও না।
ক্ষত্রকুল-চূড়ামণি, তাঁকে শোক দিয়া ধনি
ভারতের লোকে আর বিপাকেতে ফেলো না॥
তুমি কৈলে তনুত্যাগ, রাজপুত্র মহাভাগ
সংসারে বিরাগ করি রাজ্যপদ ত্যজিবে।
পুনঃ হিন্দু-রাজগণে, ম্লেচ্ছ পরাজিবে রণে
পুনর্ব্বার এই রাজ্য করতল করিবে॥
তাই বলি ত্যজ পণ, রাজ-কার্য্যে দেহ মন
পতিসহ দিল্লীরাজ-সিংহাসনে বসিয়া।
প্রজার পালন কর, রিপু-অহঙ্কার হর
রাখ ধরাতলে নাম ম্লেচ্ছদল নাশিয়া॥"
এইরূপে নানামত, সান্ত্বনা করিয়া কত
ঘুচাইল হেমলতা-প্রাণনাশ-বাসনা।
দিল্লীরাজ-কন্যা-সনে, হরিষ-বিষাদ-মনে
পতিপাশে ধীরি ধীরি চলিলেন ললনা॥
বীরবাহু হর্ষমন, প্রমদারে আলি[illegible]
করি রাজপুত্রগণে নিমন্ত্রিয়া আনিলা।
সকলের অনুমতি, পাইয়া সানন্দ [illegible]
হেমলতা সনে দিল্লী-সিংহাসনে বসিলা॥
লোকেতে আনন্দময়, নগরে উৎসব [illegible]
বীরবাহু রাজপদে অভিষিক্ত হইল।
হেমলতা বামপাশে, রতিরূপ পরকা[illegible]
জয় জয় কোলাহলে চারিদিক পূরিল॥

সম্পূর্ণ।

বৃত্র-সংহার

প্রথম খণ্ড

প্রথম সর্গ

বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ,—
নিস্তব্ধ বিমর্ষভাব, চিন্তিত, আকুল,
নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল,
নিবিড় মেঘাড়ম্বরে যথা অমানিশি।
যোজন সহস্র কোটি পরিধি বিস্তার—
বিস্তৃত সে রসাতল, বিধূনিত সদা—
চারিদিকে ভয়ঙ্কর শব্দ নিরন্তর
সিন্ধুর আঘাতে স্বতঃ নিয়ত উত্থিত।
বসিয়া আদিত্যগণ তমঃ আচ্ছাদিত
মলিন নির্ব্বাণ যথা সূর্য্য ত্বিষাম্পতি,
রাহু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে ;
কিংবা সে রজনীনাথ হেমন্ত-নিশিতে
কুজ্ঝটিমণ্ডিত যথা হীন দীপ্তি ধরে,
পাণ্ডুবর্ণ, সমাকীর্ণ পাংশুবৎ তনু :—
তেমতি অমরকান্তি ক্লান্ত অবয়বে।
ব্যাকুল বিমর্ষভাব ব্যথিত অন্তর
অদিতি নন্দনগণ রসাতলপুরে,
স্বর্গের ভাবনা চিত্তে ভাবে সর্ব্বক্ষণ—
কিরূপে করিবে ধ্বংস দুর্জ্জয় অসুরে।
চারিদিকে সমুত্থিত অস্ফুট আরাব,
ক্রমে দেববৃন্দ-মুখে বহে গাঢ় শ্বাস,—
ঝটিকার পূর্ব্বে যেন বায়ুর উচ্ছ্বাস
বহে ঘুড়ি চারিদিক্ আলোড়ি সাগর।
সে অস্ফুট ধ্বনি ক্রমে পূরে রসাতল
ঢাকিয়া সিন্ধুর নাদ গভীর নিনাদে ;
কহিলা গম্ভীর স্বরে—শূন্যপথে যেন
একত্র জীমূতবৃন্দ মন্ত্রিল শতেক—
মহাতেজে সুরবৃন্দে সম্ভাষি কহিলা :—
"জাগ্রত কি দানবারি সুরবৃন্দ আজ ?
জাগ্রত কি অম্বপন দৈত্যহারী দেব ?
দেবের সমরক্লান্তি ঘুচিল কি এবে ?
উঠিতে সমর্থ কি হে সকলে এখন ?
হা ধিক্ ! হা ধিক্ দেব ! অদিতি-প্রসূত !
সুরভোগ্য স্বর্গে এবে দনুজের বাস।
নির্ব্বাসিত সুরগণ রসাতল-ভূমে,
দেব-নাসিকায় বহে সঘন নিশ্বাস,
আন্দোলি পাতালপুরী, তীব্র ঝড়বেগে।"
দেব-সেনাপতি স্কন্দ উঠিয়া তখন
অবসন্ন, তেজঃশূন্য, অশক্ত, অলস।
"দুর্ব্বিনীত, দেবদ্বেষী দনুজ-প্রবেশে
পবিত্র অমরধাম কলঙ্কিত আজ
অজর অমর শূর স্বর্গ-অধিকারী
দেববৃন্দ স্বরভ্রষ্ট পড়িয়া পাতালে,
ভ্রান্ত কি হইলা সবে ? কি ঘোর প্রমাদ।
চিরসিদ্ধ দেবনাম খ্যাত চরাচরে,
'অসুর-মর্দ্দন' আখ্যা—কি হেতু হে তবে
অবসন্ন আজি সবে দৈত্যের প্রতাপে ?
চিরযোদ্ধা,—চিরকাল যুঝি দৈত্য সহ
জগতে হইলা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্র পূজিত
আজি কি না দৈত্যভয়ে ত্রাসিত সকলে
আছ এ পাতালপুরে অমরা বিস্মরি !
কি প্রতাপ দনুজের কি বিক্রম হেন,
শঙ্কিত সকলে যাহে স্ববীর্য্য পাসরি ?
কোথা সে শূরত্ব আজি বিজয়ী দেবের
শতবার রণে যায় দনুজে দলিয়া।
ধিক্! দেব ! ঘৃণাশূন্য অক্ষুব্ধ হৃদয়ে

এত দিন-আছ এই অন্ধতম পুরে,
দেবত্ব, ঐশ্বর্য্য, সুধা, স্বর্গ তেয়াগিয়া,
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজলি।
ধিক্ হে অমর নামে, দৈত্যভয়ে যদি
অমরা পশিতে ভয় এতই পরাণে,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্য-পদাঙ্কিত পৃষ্ঠ চির-নির্ব্বাসন।
বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
এইরূপে চিরদিন থাকিবে কি হেথা ?
চির-অন্ধতম পুরী এ পাতাল দেশে,
দনুজের পদচিহ্ন ললাটে আঁকিয়া ?"
কহিলা পার্ব্বতী-পুত্র দেব-সেনাপতি।
দেবগণ বিচলিত করিয়া শ্রবণ,
কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রমে সক্রোধ-মুরতি,
নাসারন্ধ্রে বহে শ্বাস বিকট উচ্ছ্বাসে।
যথা দগ্ধগিরি-স্রাব উদ্গিরণ আগে,
অগ্নির ভূধরে ধূম সতত নির্গমে,
ঘন জলকম্প, ঘন কম্পিত মেদিনী ;
পার্ব্বতী-নন্দন-বাক্যে সেইরূপ দেবে।
তুলিয়া সুপৃষ্ঠে-তূণ, পাশ শক্তি ধরি,
উঠিয়া অমরবৃন্দ চাহি শূন্যপানে,
পুনঃ পুনঃ খরদৃষ্টি নিক্ষেপি তিমিরে,
ছাড়িতে লাগিল ঘন হুহুঙ্কার।
সর্ব্বাগ্রে অনলমূর্ত্তি—দেব বৈশ্বানর,
প্রদীপ্ত কৃপাণ করে উন্মত্ত স্বভাব
কহিতে লাগিল দ্রুত কর্কশ-বচনে,
স্ফুলিঙ্গ ছুটিল যেন ঘোর দাবাগ্নিতে।
কহিলা, "হে সেনাপতি! এ মণ্ডলী-মাঝে
কোন্ ভীরু অছে হেন ইচ্ছা নহে যার
অমর-নিবাস স্বর্গ উদ্ধারিতে পুনঃ ?
পুনঃ প্রবেশিতে তায় স্ববেশ ধরিয়া ?
দানবে যুঝিতে, আর কি ভয় এখন ?
ভীরুতার হেতু আর আছে কি হে কিছু,
অমরের তিরস্কার লুম্ভব যতেক
ঘটেছে দেবের ভাগ্যে দৈব-বিড়ম্বন।
স্বর্গ-অধোদেশে মর্ত্ত্য, অধোদেশে তার,
অতল গভীর সিন্ধু—তাহার অধোতে,
অন্ধতম পুরী এই বিষম পাতাল,
তাহে এবে দৈত্য-ভয়ে লুক্কায়িত সবে।
দুঃখে বাস—ধূমময় গাঢ়তর তমঃ
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঘন ঘন প্রকম্পন,
সিন্ধু-নাদ শিরোপরি সদা নিনাদিত
শরীর-কম্পন হিমস্তূপ চারিদিকে।
এ কষ্ট অনন্তকাল যুগ-যুগান্তরে
ভুঞ্জিতে হইবে দেবে থাকিলে এখানে,
যত দিন প্রলয়ে না সংহার-অনলে
অমর-আত্মার ধ্বংস হয় পুনর্ব্বার।
অথবা কপটী হয়ে ছদ্মবেশ ধরি
দেবের ঘৃণিত ছল ধূর্ত্ততা প্রকাশি,
ত্রিলোক-ভিতরে নিত্য হইবে ভ্রমিতে
মিথ্যুক-বঞ্চকবেশে নিত্য পরবাসী।
নিরন্তর মনে হয় কাপট্য প্রকাশ
হয় পাছে কার (ও) কাছে চিত্ত জাগরিত
বিষম দুঃসহ চিন্তা ঘৃণা লজ্জাকর
সতত কতই আরো হৃদয়ে যন্ত্রণা!
সে কাপট্য ধরি প্রাণে জীবন-যাপন
শরীর-বহন আর, দুর্গতির শেষ,
বরঞ্চ নিরয়-গর্ভে নিয়ত নিবাস
শ্রেয়স্কর শতগুণ জিনি সে শঠতা।
অথবা প্রকাশ্যভাবে হইবে ভ্রমিতে
চতুর্দ্দশ লোক নিন্দা সহি অবিরত,
শত্রু-তিরস্কার অঙ্গে অলঙ্কার করি,
কপালে দাসত্ব-চিহ্ন করিয়া লাঞ্ছিত!
যখন ভ্রূকুটি করি চাহিবে দানব,
কিংবা সে অঙ্গুলী তুলি ব্যঙ্গ উপহাসে
দেখাইবে এই দেব স্বর্গের নায়ক,
শত নরকের বহ্নি অন্তরে দহিবে!
অথবা বর্জ্জিত হয়ে দেবত্ব আপন
থাকিতে হইবে স্বর্গে—যার আছে যথা,
অসুর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট-কলেবর,
অসুর-পদাঙ্ক-রজঃ ভূষণ মস্তকে।
তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে
প্রকাশি অমর বীর্য্য, সমরের স্রোতে
ভাসিব অনন্তকাল দনুজ-সংগ্রামে,
দেবরক্ত যত দিন না হইবে শেষ।
অমর করিয়া সৃষ্টি করিলা যে দেবে
পিতামহ পদ্মাসন—সুমনস্ খ্যাতি,
ব্রহ্মাণ্ডভিতরে যারা সর্ব্বগরীয়ান্,
অদৃষ্টের বশে হায় তাদের এ গতি!
দেবজন্ম লাভ করি অদৃষ্টের বশ,

তবে সে দেবত্ব কোথা হে অ-মর্ত্ত্যগণ?
দেব-অস্ত্রাঘাতে নহে দানব-বিনাশ,
সে দেববিক্রমে তবে কিবা ফলোদয়?
নিয়তি স্বতঃ কি কভু অনুকূল কারে?
দেব কি দানব কিংবা মানব সন্তান?
সাহসে যে পারে তার কাটিতে শৃঙ্খল,
নিয়ত কিঙ্কর তার শুন দেবগণ।
ধর শক্তি, শক্তিধর, হও অগ্রসর,
জাঠা, শক্তি, ভিন্দিপাল, শেল, নাগপাশ,
সুরবৃন্দ সুরতেজে কর বরিষণ,
অদৃষ্ট খণ্ডন করি সংহার অসুরে।"
কহিলা সে হুতাশন সর্ব্ব-অঙ্গে শিখা
প্রজ্বলিত হৈল তেজে পাতাল দহিয়া,
অগ্নির বচনে মত্ত আদিত্য-সকলে
ছুটিল হুঙ্কার শব্দে পূরি রসাতল।
একেবারে শত দিকে শত প্রস্রবণে,
কোটি বিজলীর জ্যোতিঃ খেলিতে লাগিল।
পাতালের অন্ধকার ঘুচায়ে নিমিষে
দেখাইল চারিদিকে জ্যোতির্ম্ময় দেহ।
তখন প্রচেতা মর্ত্ত্যে বরুণ বিখ্যাত
উঠিল গম্ভীরভাব, ধীর মূর্ত্তি ধরি,
পাশ-অস্ত্র শূন্যপরে হেলাইয়া যেন,
উন্মত্ত জলধিজল প্রশান্ত করিল।
দেখিয়া প্রশান্ত-মূর্ত্তি দেব প্রচেতার
নিস্তব্ধ অমরগণ, নিস্তব্ধ যেমন
স্নিগ্ধ বসুন্ধরা, যবে ঝটিকা নিবারে
ত্রিরাত্রি ত্রিদিবা ঘোর হুহুঙ্কার ছাড়ি।
কহিলা প্রচেতা ধীর গম্ভীর বচন ;—
"তিষ্ঠ দেবগণ ক্ষণকাল শান্তভাবে
হেন প্রগল্‌ভতা কভু নহে ত উচিত,
এ ঔদ্ধত্য অল্পমতি প্রাণীরে সম্ভবে।
যুদ্ধে দৈত্য বিনাশিয়া স্বর্গ উদ্ধারিতে
অনিচ্ছা কাহার দৈত্যঘাতী দেবকুলে?
কে আছে নারকী হেন দেব-নামধারী
বিরুক্তি করিবে হেন পবিত্র প্রস্তাবে?
তথাপি প্রতিজ্ঞা-বাক্য-উচ্চারণ আগে
উচিত ভাবিয়ে দেখা ফলাফল তার ;
সামান্যের (ও) উপদেশ শুভপ্রদ কভু,
জ্ঞানীর মন্ত্রণা কভু না হয় নিষ্ফল।
কি ফল প্রতিজ্ঞা করি বিফল যগুপি?
সর্ব্বজন-হাস্যাস্পদ হয়ে কিবা ফল?
অসিদ্ধ-প্রতিজ্ঞ লোক অনর্থ প্রলাপি
নমস্য জগতে, কার্য্যে সুসিদ্ধ যে জন।
অনেক মহাত্মা বাক্য কহিলা অনেক,
কার্য্যসিদ্ধি নহে শুধু বাক্য-আড়ম্বরে,
কোদণ্ড-নির্ঘোষ কর্ণে প্রবেশের আগে,
শরলক্ষ্য ধরাশায়ী হয় শরাঘাতে।
দেব তেজ, দেব-অস্ত্র দেবের বিক্রম,
বার বার এত যার কর অহঙ্কার,
এত দিন কোথা ছিল অসুরের সনে
যুঝিলে যখন রণে করি প্রাণপণ?
কোথা ছিল সে সকল যবে দৈত্য শূল
নিক্ষেপিল সুরবৃন্দে এ পুরী পাতালে?
সমর্থ কি হয়েছিলা করিতে নিস্তেজ
দুর্জ্জয় বৃত্রের হস্ত দেব-অস্ত্রাঘাতে?
অস্ত্র সেই, বীর্য্য সেই, সেই দেবগণ,
অক্ষুণ্ণ অসুর (ও) সেই সুপ্রসন্ন বিধি
এখনো রক্ষিছে তারে অনিবার্য্য তেজে,
কি বিশ্বাসে পুনঃ চাহ পশিতে সংগ্রামে?
ভাগ্য নাই! ভাগধেয় মূঢ়ের প্রলাপ!
সাহস যাহার সদা সেই ভাগ্যধর।
তবে কেন ইন্দ্রবাণ-তেজঃ দুনিবার
অক্ষত-শরীরে দৈত্য ধরিলা বক্ষেতে?
কেন ইন্দ্র সুরপতি সর্ব্বরণজয়ী
দনুজমর্দ্দন নিত্য, শূলের প্রহারে
অচেতন রণস্থলে হইলা আপনি,
চেতন-বিরতি যার নহে ক্ষণকাল?
কেন বা সে ইন্দ্র আজি নিয়তির ধ্যানে,
সঙ্কল্প করিয়া দৃঢ় প্রগাঢ় মানসে,
কুমেরু শিখরে একা কাটাইছে কাল,—
কেন সুরপতি বৃথা এ ধ্যানে নিরত?
দেবগণ, মম বাক্য অকর্ত্তব্য রণ
যত দিন ইন্দ্র আসি' না হয় সহায়,
অগ্রে কোন দেবঠাঁয় করুন উদ্দেশ,
পশ্চাৎ যুদ্ধ-কল্পনা হবে সমাপিত।"
বরুণের বাক্যে সূর্য্যদেব ত্বিষাম্পতি
উঠিলা প্রখরতেজা—কহিলা সবেগে—
"বক্তব্য আমার অগ্রে শুন সর্ব্বজন,
ভাবিও সে বৈধাবৈধ বাগ্মীর শেষে।
ত্রিজগতে জীবশ্রেষ্ঠ নির্জ্জর অমর,

অদিতি-নন্দনগণ চির-আয়ুষ্মান্
অনশ্বর দেববীর্য্য, শরীর অক্ষর,
সর্ব্বকালে, সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ এ বাদ।
অসুর অচিরস্থায়ী অদৃষ্ট অস্থির,
চঞ্চল দানবচিত্ত রিপু-পরবশ ;
মন্ত্রী মিত্র কেহ নহে চির আজ্ঞাবহ ;
জয়োৎসাহ প্রভুভক্তি অনিত্য সকলি,
সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে জান তথ্য এই,
দুরন্ত দানব তবে কত কাল সবে
দুর্ব্বার সমরক্ষেত্রে সুরবীর্য্যানল.
কত কাল রবে দৈত্য সে রণে তিষ্ঠিয়া ?
মম ইচ্ছা সুরবৃন্দ দুরন্ত আহবে,
দহে হে দানবকুল ভীম উগ্রতেজে,
যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর
জলুক গগন ব্যাপি অনন্ত সমর,
জলুক দেবের তেজ অমরা ঘেরিয়া,
অহোরাত্র অবিশ্রান্ত প্রখর শিখায় ;
দহুক দানবকুল দেবের বিক্রমে
পুত্রপরম্পরা ঘোর চিরশোকানলে।
চিরযুদ্ধে দৈত্যদল হইবে ব্যথিত,
না জানিবে কোন কালে বিশ্রামের সুখ.
নারিবে তিষ্ঠিতে স্বর্গে দেব-সন্নিধানে,
হইবে অমর-হস্তে পরাস্ত নিশ্চিত।
অদৃষ্ট এতই যদি সদয় দানবে,
কোন যুগে নাহি হয় যুদ্ধে পরাজিত,
ভুঞ্জুক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আস্বাদনে
চিরযুদ্ধে সুরতেজে দানব দুর্ম্মতি।
ধিক্ লজ্জা ! অমরের এ বীর্য্য থাকিতে.
নিষ্কণ্টকে স্বর্গভোগ করে বৃত্রাসুর !
সুখে নিদ্রা যায় নিত্য দেব উপেক্ষিয়া—
স্বর্গ-বিরহিত দেব.চিন্তায় ব্যাকুল !
নাহিক বাসর হেথা সত্য বটে তাহা,
কিন্তু যদি পুরন্দর আরো বহুযুগ
প্রত্যাগত নাহি হন, তবে কি এখানে
এই ভাবে রবে সবে চির-অন্ধকারে ?
চল হে আদিত্যগণ প্রবেশি শূন্যেতে,
দৈত্যের কণ্টক হয়ে অমরা বেষ্টিয়া
দগ্ধ করি দৈত্যকুল, যুগ যুগকাল,
যুদ্ধের অনন্তবহ্নি জ্বালায়ে অমরে।
স্বর্গের সমীপবর্ত্তী পর্ব্বত-সমূহে
শিখরে শিখরে জাগি শস্ত্রধারিবেশে
সুশাণিত দেব-অস্ত্র নিত্য বরিষণে
দনুজের চিত্তশান্তি ঘুচাই আহবে।”
কহিলা এতেক সূর্য্য, ঝটিকার বেগে
চারিদিক্ হ'তে দেব ছুটিতে লাগিল,
উত্থিত বালুকা যথা, যখন মরুতে
মত্ত প্রভঞ্জন রঙ্গে নৃত্য করি ফেরে।
কিংবা যথা যবে ঘোর প্রলয়ে ভীষণ,
সংহার-অনলে বিশ্ব হয়ে ভস্মাকার
উড়ে অন্তরীক্ষপথে দিগন্ত আচ্ছাদি,
তেমতি অমরবৃন্দ ঘেরিলা ভাস্করে।
সকলে সম্মত শীঘ্র উঠি ব্যোমপথে,
বেষ্টিয়া অমরাবতী অরাত্রি অদিবা,
চিরসমরের স্রোতে ঢালিয়া শরীর,
দেবনিন্দাকারী দুষ্ট অসুরে ব্যথিতে।

দ্বিতীয় সর্গ

হেথা ইন্দ্রালয়ে নন্দন-ভিতর
পতিসহ প্রীতিসুখে নিরন্তর,
দানব-রমণী করিছে ক্রীড়া।

রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে সুষমাতে ভুলি.
বদন-মণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া ॥

মদন-সজ্জিত কুসুম-আসন,
চারিদিকে শোভা করিছে ধারণ,
বিচিত্র সৌন্দর্য্য সুরভিময়।

হাসিছে কানন ফুলশয্যা ধরি
স্থানে স্থানে যেন মৃত্তিকা-উপরি
কতই কুসুম-পালঙ্ক রয় ॥

কত ফুল-ক্ষেত্র চারিদিকে শোভে,
মুনি ভ্রান্ত হয় কান্তি হেরি লোভে,
রেখেছে কন্দর্প করিতে খেলা।

বসন্ত আপনি সুমোহন বেশ,
ফুটাইছে পুষ্প কত সে আবেশ,
হয়েছে অপূর্ব্ব-শোভার মেলা ॥

দানবী-রমণী ঐন্দ্রিলা সেখানে,
শোভাতে মোহিত বিহ্বলিত প্রাণে,
ফুলে ফুলে ফুলে করিছে কেলি।

করিছে শয়ন কভু পারিজাতে,
মৃদুল মৃদুল সুশীল বাতে,
মুদিয়া নয়ন কুসুমে হেলি॥

বসিছে কখন অনুরাগভরে,
ইন্দিরা-কমল-পর্য্যঙ্ক-উপরে,
দৈত্যপতি হাসে পারশে বসি।

হাসে মনসুখে ঐন্দ্রিলা সুন্দরী,
রতিদত্ত মালা করতলে ধরি,
বসনবন্ধন পড়িছে খসি॥

মূর্ত্তিমান্ ছয় রাগ করে গান,
রাগিণী ছত্রিশ মিলাইছে তান,
সঙ্গীত-তরঙ্গে পীযূষ ঢালি।

স্বরে উদ্দীপন করে নবরস,
পরশ, আঘ্রাণ, সকলি অবশ,
শ্রবণ-ইন্দ্রিয়-ব্যাপৃত খালি॥

ভ্রমে রতিপতি সাজাইয়া বাণ,
কুসুম-ধনুতে সু-ঈষৎ টান,
মুচকি মুচকি মুচকি হাসি।

নাচে মনোরমা স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
কন্দর্প-মোহন বেশ-ভূষা পরি,
বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ভাসি॥

এইরূপে ক্রীড়া করে দৈত্য সনে,
দৈত্যজায়া সুখে নন্দন-কাননে,
বৃত্রাসুর সুখে বিহ্বল-প্রায়।

ধরি অনুরাগে পতি-করতল,
কহে দৈত্যরামা নয়ন চঞ্চল,
হাব ভাব হাসি প্রকাশ তায়—

"শুন দৈত্যেশ্বর, শুন শুন বলি,
বৃথা এ বিলাস বৃথা এ সকলি,
এখন (ও) আমরা বিজেতা নয়।

বিজিত যে জন, বিজয়িচরণ,
নাহি যদি সেবা করিল কখন,
সে হেন বিজয়ে কি ফলোদয়?

তুমি স্বর্গপতি আজি, দৈত্যেশ্বর,
আমি তব প্রিয়া খ্যাত চরাচর,
ধিক্ লজ্জা তবু সাধ না পূরে।

কটাক্ষে তোমার আশু প্রাপ্য যাহা,
তব প্রিয় নারী নাহি পায় তাহা,
তবে সে কি লাভ থাকি এ পুরে?

স্বয়ংবরা হয়ে করেছি বরণ,
হেরিয়া তোমাতে মহেন্দ্রলক্ষণ,
ইচ্ছাময়ী হব হৃদয়ে আশ।

যে ইচ্ছা যখন ধরিবে হৃদয়,
তখনি সফল হবে সমুদয়,
জানিব না কারে বলে নিরাশ॥

ত্যজি নিজকুল গন্ধর্ব্ব ছাড়িয়া,
বরিলাম তোমা যে আশা করিয়া,
এবে সে বিফল হইল তাহা।

নিষ্ফলা বাসনা হৃদয়ে যাহার,
কিবা স্বর্গপুরী কিবা মর্ত্ত্য আর,
যেখানে সেখানে নিয়ত হা হা॥

কিবা সে ভূপতি কিবা সে ভিখারী,
কাঙ্গালী সে জন যেখানে বিহারী,
প্রাণের শূন্যতা ঘুচে না কভু।

পতিত্বে বরণ করিয়া তোমায়,
তবু সে বাসনা পূরিল না হায়,
আমার (ও) এ দশা ঘটিল তবু॥

ভাল ভেবে যদি বাসিতে হে ভাল,
সে বাসনা পূর্ণ হ'ত কত কাল,
সহিতে হ'ত না লালসা-জ্বালা।

ভালবাসা এবে কিসে বা জাগাই,
দিয়াছি যা ছিল সে যৌবন নাই,
ভালবেসে বেসে হয়েছি আলা॥

ইন্দ্রাণী যদি সে করিত বাসনা,
না পূরিতে পল পূরিত কামনা,
মরি সে ইন্দ্রের লয়ে বালাই।

প্রণয়ী যে বলে প্রণয়ী ত সেই,
না চাহিতে আগে হাতে তুলি দেই,
সে প্রণয়ে এবে পড়েছে ছাই ॥"

বলিয়া নেহারে পতির বদন,
আধ ছল-ছল ঢলে দু নয়ন,
অভিমানে হাসি জড়ায়ে রয়।

শুনি দৈত্যেশ্বর বলে ধীরে ধীরে,
"কি বলিলে প্রিয়ে বল শুনি ফিরে,
প্রেয়সী নারীর এ দশা নয়?

কি দোষে ভর্ৎসনা করিছ আমায়,
না দিয়াছি কহ কিবা সে তোমায়,
অদেয় কিবা এ জগতী-মাঝ?

দিয়াছি জগৎ চরণের তলে,
কৌস্তুভ যেমত মাণিকমণ্ডলে,
তুমিও তেমতি নারীতে আজ ॥

কে আছে রমণী তুলনা ধরিতে,
বিভব ঐশ্বর্য্য গৌরব খ্যাতিতে,
তোমার উপমা কাহাতে হয়?

আর কি লালসা বল তা এখন
আছে কিবা বাকী দিতে কোন্ ধন,
কি বাসনা পুনঃ হৃদে উদয়?"

কহিল ঐন্দ্রিলা "দিয়াছ যে সব,
জানি হে সে সব বিভব-গৌরব,
তবু সর্ব্বজন-পূজিতা নই।

মণিকুলে যথা কৌস্তুভ মহৎ,
নারীকুলে আমি তেমতি মহৎ,
বল দৈত্যপতি হয়েছি কই?

এখনও ইন্দ্রাণী জগতের মাঝে,
গৌরবে তেমনি সুখেতে বিরাজে,
এখনও আয়ত্ত হ'লো না সেহ।

স্বর্গের ঈশ্বরী আমি সে থাকিতে,
কিবা এ স্বরগ কিবা সে মহীতে,
শচীর মহত্ত্ব ভুলে না কেহ ॥

রতিমুখে আমি শুনিনু সে দিন,
সুমেরু এখন হয়েছে শ্রীহীন,
শচীর সৌন্দর্য্য দেহে না ধরি।

ইন্দ্রাণী যখন আছিল এখানে,
অমর-সুন্দরী সকলে সেখানে,
থাকিত হেমাদ্রি উজ্জ্বল করি ॥

শুনেছি না কি সে পরমা রূপসী,
বড় গরবিণী নারী গরীয়সী,
চলনে গৌরব ঝরিয়া পড়ে।

গ্রীবাতে কটিতে স্ফারিত উরসে,
কিবা সে বিষাদ কিবা সে হরষে,
মহত্ত্ব যেন সে বাঁধে নিগড়ে ॥

শচীরে দেখিব মনে বড় সাধ,
ঘুচাইব চক্ষু-কর্ণের বিবাদ,
আমার চিত্তের বাসনা এই।

থাকিবে নিকটে শিখাবে বিলাস,
ধরিব অঙ্গেতে নবীন প্রকাশ,
ভুলাতে তোমারে শিখাবে সেই ॥

আসিবে যতেক অমর-সুন্দরী,
শচী সঙ্গে অঙ্গে দিব্য বেশ [illegible]
অমর-কৌতুক শিখাবে [illegible]

এই বাঞ্ছা চিত্তে শুন দৈত্যপতি,
শচী দাসী হবে দেখিবে সে রতি,
হয় কি না পুনঃ সুমেরু আলো ॥"

শুনে বৃত্রাসুর ঈষৎ হাসিয়া,
কহিল ঐন্দ্রিলা-নয়নে চাহিয়া,
"এই ইচ্ছা প্রিয়ে হৃদে তোমার?"

বলিয়া এতেক দানব-ঈশ্বর,
কন্দর্পে ডাকিয়া জিজ্ঞাসে সত্বর,
"কোথা শচী এবে করে বিহার?"

কহিল কন্দর্প মুখে চির-হাসি,
"অমরা বিহনে এবে মর্ত্ত্যবাসী,
  নৈমিষ-অরণ্যে শচী বেড়ায়।

সঙ্গে প্রিয়তমা সখী অনুগত,
ভ্রমে অরণ্যেতে দুঃখেতে সতত,
  না পেয়ে দেখিতে সুমেরু-কায়॥

কষ্টে করে বাস শচী নরলোকে,
ইন্দ্র, ইন্দ্রালয়, ইন্দ্রত্বের শোকে,
  অন্তরে দারুণ দুঃখহুতাশ।"

শুনি দৈত্যপতি কহিলা, "সুন্দরি,
পাবে শচীসহ শচীসহচরী,
  অচিরে তোমার পূরিবে আশ॥"

ঐন্দ্রিলা শুনিয়া সহর্ষ হইলা,
অধরে মধুর হাসি প্রকাশিলা,
  পতি-কর সুখে ধরে অমনি।

হাসিতে হাসিতে কন্দর্প আবার,
ধনুকে ঈষৎ করিল টঙ্কার,
  শিহরে দানব দৈত্যরমণী॥

পুনঃ ছয় রাগ রাগিণী ছত্রিশ,
গীত-বৃষ্টি করে ভুলে আশীবিষ,
  নব নব রস বিভাস করি।

পুনঃ সে ইন্দ্রিয় অবশ সঙ্গীতে,
অসুর-অসুরী শুনিতে শুনিতে,
  চমকে চমকে উঠে শিহরি॥

কভু বীর-রসে ধরিছে সুতার,
দানব উঠিছে করি মার মার,
  আবার সমরে পশিছে যেন।

অমর নাশিতে ধরিছে ত্রিশূল,
আবার যেন সে অমরের কুল,
  বিনাশে সংগ্রামে ভাবিছে হেন॥

কখন করুণা সরিতে ভাসিয়া,
চলেছে ঐন্দ্রিলা নয়ন মুছিয়া,
  কখন অপত্য-স্নেহেতে ভোর,

যেন সে কোলেতে হেরিছে কুমার,
স্তনযুগে স্বতঃ বহে ক্ষীরধার,
  এমনি ত্রিদিব-সঙ্গীত ঘোর॥

কভু হাস্যরস করে উদ্দীপন,
কোথায় বসন কোথায় ভূষণ,
  ঐন্দ্রিলা উল্লাসে অধীর হয়।

ক্ষণে পড়ে ঢলি পতির উৎসঙ্গে,
ক্ষণে পড়ে ঢলি ফুলদল-অঙ্গে,
  উৎফুল্ল বদন লোচনদ্বয়॥

অমনি অপ্সরা হইয়া বিহ্বল,
চলে ধীরে ধীরে তনু ঢল-ঢল,
  নেত্র করতল অলকা কাঁপে।

ঈষৎ হাসিতে অধর অধীর,
অঙ্গুলী-অগ্রেতে অঞ্চল অস্থির,
  টানিয়া অধরে ঈষৎ চাপে॥

চারিদিকে ছুটে মধুর সুবাস,
চারিদিকে উঠে হরষ উচ্ছ্বাস,
  চারিদিকে চারু কুসুম হাসে।

খেলে রে দানবী দানবে মোহিয়া,
বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ডুবিয়া,
  প্রমোদ প্লাবনে নন্দন ভাসে॥

তৃতীয় সর্গ

উঠিছে দানবরাজ নিদ্রা পরিহরি
ইন্দ্রালয়ে, শশব্যস্তে নানাদ্রব্য ধরি,
দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ছুটিয়া বেড়ায়,
গৃহ পথ রথ অশ্ব সত্বর সাজায়;
সাজায় সুন্দর করি পুষ্পমাল্য দিয়া
গবাক্ষ গৃহের দ্বার শোভা বিন্যাসিয়া;
উড়ায় প্রাসাদ-চূড়ে দানব-পতাকা—
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন শিবনাম আঁকা।
ঘন করে শঙ্খধ্বনি, ঘন ভেরীনাদ;
চারিদিকে শুরু শব্দ ঘন ঘোর হ্রাদ।

শিখরে শিখরে বাজে দুন্দুভি গম্ভীর ;
ঘন ঘন ধনুর্ঘোষে গগন অস্থির।
ইন্দ্রালয় বিলোড়িত দানবের দাপে ;
জয়শব্দে চরাচর মেরুশীর্ষ কাঁপে।
বাসবের বাসগৃহ গগন যুড়িয়া,
হিমাদ্রিভূধর তুল্য আছে বিস্তারিয়া।
স্ফটিকের আভা তায় ফুটিয়া পড়িছে,
হিমানীর রাশি যেন আকাশে ভাসিছে।
দ্বারদেশে ঐরাবত হস্তী সুসজ্জিত,
সুসজ্জিত পুষ্পরথ দ্বারে উপস্থিত।
ইন্দ্রপুরীশোভাকর সভার ভবন,
করেব সাজায় আনি বিবিধ ভূষণ ;
সারি সারি মণিস্তম্ভ সাজাইছে তার,
সাজাইছে পুষ্পদাম চন্দ্রাতপ গায়।
হায় রে সে ইন্দ্রাসন বসিত যাহাতে
বাসব অমরপতি, রাখিছে তাহাতে
মন্দার-পুষ্পের গুচ্ছ করিয়া যতন,
দানব আসিয়া ঘ্রাণ করিবে গ্রহণ।
ইন্দ্রের মুকুট দণ্ড আনি দ্রুতগতি
রাখিছে আসন-পার্শ্বে ভয়ে যক্ষপতি,
সভাতলে বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া
তটস্থ কিন্নরগণ দেখিছে চাহিয়া।
আতঙ্কে প্রবেশ-দ্বারে,—বিদ্যাধরী যত ;—
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা ঘৃতাচী বিনত—
বসন-ভূষণ পরি সকলে প্রস্তুত,
কেবল নর্ত্তন বাকী বাদন-সংযুত।
সমবেত সভাতলে করি যোড়কর,
অপ্সরা, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর।
সমবেত দৈত্যবর্গ সুদীর্ঘ শরীর—
হেনকালে শঙ্খধ্বনি হইল গম্ভীর ;
অমনি সুযন্ত্রে বাদ্য বাজিল মধুর ;
অমনি অপ্সরা-পায়ে বাজিল নূপুর ;
পূরিল সুধার ঘ্রাণে সভার ভবন ;
বহিল অমরপ্রিয় সুরভি পবন।
প্রবেশিল সভাতলে অসুর দুর্জ্জয় ;
চারিদিকে স্তুতিপাঠ জয় শব্দ হয়।
ত্রিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়,
বিলম্বিত ভুজদ্বয় দোদুল্য গ্রীবায়
পারিজাত-পুষ্পহার বিচিত্র শোভায়।
নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস ;
পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ,
নিশান্তে গগনপথে ভানুর ছটায় !—
বৃত্রাসুর প্রকাশিল তেমতি সভায়।
ভ্রূকুটি করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন'পরে
বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্য-দেহভরে।
মন্ত্রীরে সম্ভাষি দৈত্য কহিলা তখন ;—
"সুমিত্র হে ! ভীষণেরে করহ প্রেরণ
অচিরে অবনীতলে, নৈমিষ কাননে ;
ভ্রমে শচী সে অরণ্যে সুররামা সনে,
আসুক স্বরগপুরে অমরা সকলে,
যে বিধানে পারে কহ আনিতে কৌশলে।
কৌশলে না সিদ্ধ হয় প্রকাশিবে বল ;
ঐন্দ্রিলার অভিলাষ করিব সফল।
বড় লজ্জা দিলা কাল ঐন্দ্রিলা আমারে—
শচী ভ্রমে স্বতন্তরা না সেবি তাহারে।
সুমিত্র, সত্বর কার্য্য কর সম্পাদন,
ভীষণে নৈমিষারণ্যে, করহ প্রেরণ।"

দৈত্যেন্দ্র বচনে মন্ত্রী কহিলা সুমিত্র,—
"মহিষী-বাঞ্ছিত যাহা কিবা সে বিচিত্র !
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য দনুজের নাথ,
নৈমিষ-অরণ্যে দৈত্য যাবে অচিরাৎ।
নিবেদন আছে কিছু দাসের কেবল,
আদেশ পাইলে পদে জানাই সকল॥"
দৈত্যেশ কহিলা- "মন্ত্রি, কহ কি কহিবে,
অবিদিত বৃত্রাসুরে কিছু না থাকিবে।"

কহিলা সুমিত্র, তবে "শুন দৈত্যনাথ,
অমর পশিছে স্বর্গে করিতে উৎপাত,
কহিলা প্রহরী যারা ছিলা গত নিশি,
দেখেছে দেবের জ্যোতি প্রকাশিছে দিশি।
অতি শীঘ্র বোধ হয় দেবতা সকল,
রণ-আশে প্রবেশ করিবে স্বর্গস্থল।
এ সময় ভীষণেরে প্রেরণ উচিত
হয় কি না দৈত্যপতি ভাবিতে বিহিত,
সামান্য বিপক্ষ নহে জান দৈত্যপতি,
কঠোর সে অমরের যুদ্ধের পদ্ধতি।
দিবারাত্রি ক্ষণকাল নহিবে বিশ্রাম,
দুর্দ্দম বিক্রমে সবে করিবে সংগ্রাম,
যত যোদ্ধা দানবের হবে প্রয়োজন,
এ সময়ে উচিত কি ভীষণে প্রেরণ ?"

শুনিয়া হাসিলা বৃত্রাসুর দৈত্যেশ্বর ;
কহিলা, "প্রলাপ না কি কহ মন্ত্রিবর ?
আসিবে সমরে ফিরে অমর আবার ,
এ অযথা কথা মন্ত্রি রচিত কাহার ?
দানবের ভয়ে স্বর্গ পৃথিবী ছাড়িয়া,
লুক্কায়িত আছে সবে পাতালে পশিয়া !
সাধ্য কি দেবের পুনঃ হয় স্বর্গমুখ,
যাক্ কত কাল আরো ঘুচুক সে দুখ।
দৈত্যের প্রহার অঙ্গে যে করে ধারণ,
ফিরিবে না যুদ্ধে আর কখন সে জন।
বৃত্রাসুর থাকিতে, সে সৈন্য দেবতার
স্বর্গের দিকেও কভু চাহিবে না আর।
বোধ হয় প্রতীহারী, রক্ষক যাহারা,
অন্য কিছু শূন্যপথে দেখেছে তাহারা—
হয় কোন উল্কা কিংবা নক্ষত্র-পতন,
নিদ্রাঘোরে শূন্যপরে করেছে দর্শন।"
কহিলা সুমিত্র, "দৈত্যপতি, অনুরূপ
বলিলা প্রহরিগণ, কহিয়া স্বরূপ।
গগনমার্গেতে দেব-অঙ্গের আভাস
দেখিয়াছে স্থানে স্থানে জ্যোতির প্রকাশ।
রক্ষক-প্রধানে ডাকি জিজ্ঞাসা করিলে,
বিদিত হইবে সর্ব্ব স্বকর্ণে শুনিলে।"
দৈত্যেশ-আদেশে আসে রক্ষক-প্রধান
দাঁড়াইল সভাস্থলে পর্ব্বত-প্রমাণ।
কহিলা, দানবপতি, "কহ, হে ঋক্ষভ,
কি দেখিলা গত নিশি কিবা অনুভব ?"
কহিলা ঋক্ষভ দৈত্য "শুন দৈত্যনাথ,
ত্রিযামা রজনী যবে হেরি অকস্মাৎ,
দিকে দিকে চারিধারে ঈষৎ প্রকাশ,
জ্যোতির্ম্ময় দেহ যেন উজলে আকাশ !
নক্ষত্র উল্কার জ্যোতিঃ নহে সে আকার ,
জানি ভাল দেব-অঙ্গ-জ্যোতিঃ যে প্রকার।
ভ্রম না হইল কভু ক্ষণকাল তায়,
চিনিলাম দেব-অঙ্গ-জ্যোতিঃ সে আভায়।
ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশদিশে,
যতক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না মিশে।
দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার,
উঠিছে আকাশ-প্রান্তে ঘেরি চারিধার ,
বহু দূরে এখন (ও) সে জ্যোতির উদয়—
দেবতা তাহারা কিন্তু করিনু নিশ্চয় !"

বৃত্রাসুর জিজ্ঞাসিলা ঘুচাতে সন্দেহ,
"ইন্দ্রের কোদণ্ডনাদ শুনিলা কি কেহ ?
ইন্দ্র যদি সঙ্গে থাকে অবশ্য সে ধ্বনি
শুনিতে পাইত স্বর্গে সকলে তখনি !"
কহিলা ঋক্ষভ, "অন্য দানব যতেক,
ইন্দ্রের কোদণ্ডধ্বনি না শুনিলা এক।"
তখন দানব-ইন্দ্র বৃত্রাসুর কয়—
"দেবতা আসিছে সত্য, কিবা তাহে ভয় ?
একবার অস্ত্রাঘাতে পাঠাই পাতাল,
এইবার একেবারে ঘুচাব জঞ্জাল।
ইন্দ্র সঙ্গে নাই, যুদ্ধে পশিছে দেবতা,
বাতুল হয়েছে তারা কি ঘোর মূর্খতা।
সঙ্কল্প করিনু অদ্য শুন দৈত্যকুল,
সঙ্কল্প করিনু হের স্পর্শিয়া ত্রিশূল—
সূর্য্যেরে রাখিব ক'রে রথের সারথি,
চন্দ্র সন্ধ্যামুখে নিত্য যোগাবে আরতি ,
পবন ফিরিবে সদা সম্মার্জ্জনী ধরি,
অমরার পথে পথে রজঃ স্নিগ্ধ করি।
বরুণ রজক-বেশে অসুরে সেবিবে,
দেবসেনাপতি স্কন্দ পতাকা ধরিবে,
নির্ভয়ে সকলে নিজ নিজ স্থানে যাও,
সুমিত্র, নৈমিষারণ্যে ভীষণে পাঠাও।"
কহিয়া এতেক বৃত্রাসুর দৈত্যপতি,
সভা ভাঙ্গি সুমেরুর দিকে কৈলা গতি।
এখানে ত্রিদিব জুড়ে ছুটিল সংবাদ,
স্বর্গপুরী পূর্ণ করি হয় সিংহনাদ।
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি শিখরে শিখরে,
কোদণ্ড-টঙ্কারে যেন গগন শিহরে।
প্রাচীরে প্রাচীরে উড়ে দৈত্যের পতাকা,
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন শিব নাম আঁকা।
মহা কোলাহলে পূর্ণ হৈল সর্ব্বস্থল,
সাজিল দানবসাজে দানব সকল।
বৃত্রাসুর-পুত্র বীর রুদ্রপীড় নাম,
সুধন্য দানব-কুলে, দেখিতে সুঠাম।
ভূষিত ললাটদেশ, বিশাল উরস,
বাল্যকাল হ'তে যার অসীম সাহস,
সজ্জিত মাণিকগুচ্ছ কিরীট-শীরষে,
দেবতা আসিছে যুদ্ধে শুনিয়া হরষে,
সুমিত্রের করে ধরি, কত সে উল্লাস,
উৎসাহ-হিল্লোলে ভাসি করিল প্রকাশ,

মহাযোদ্ধা বৃত্রপুত্র, পূর্ব্বের সমরে,
লভিলা বিপুল যশঃ যুঝিয়া অমরে।
আবার আসিছে যুদ্ধে দেবতা সকল,
শুনিয়া উৎসাহে মত্ত হৈলা মহাবল।
চলিলা মন্ত্রীর সহ আপন আলয়ে,
আন্দোলিয়া নানা কথা যুদ্ধের বিষয়ে।
স্বর্গদ্বারে দ্বারে চলে দৈত্য মহারথী,
হর্য্যক্ষ বিপুলবক্ষ পূর্ব্বে কৈলা গতি।
ঐরাবণী বল যার ঐরাবণ প্রায়,
পশ্চিমে চলিলা বেগে নদী যেন ধায়।
শঙ্খধ্বজ দৈত্য—যার শঙ্খের নিনাদে
অমর কম্পিত হয়—উত্তর আচ্ছাদে।
দক্ষিণেতে সিংহজটা—সিংহের প্রতাপ—
চলিলা দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য ভয়ঙ্কর দাপ।
স্বর্গের প্রাচীরে ক্রমে দৈত্য কোটি জন—
ভীষণ—নৈমিষারণ্যে করিলা গমন।

চতুর্থ সর্গ

সায়াহ্নে সখীর সনে, বসিয়া নৈমিষ-বনে,
শচী কহে সখীরে চাহিয়া।
বল আর কত দিন, এ বেশে হেন শ্রীহীন,
থাকিব লো এ ভাবে পড়িয়া॥
না হেরে অমরাবতী, চপলা, দুঃখেতে অতি,
আছি এই মানব-ভুবনে।
না ঘুচে মনের ব্যথা, জাগে নিত্য সেই কথা,
পুনঃ কবে পশিব গগনে॥
স্বপনে যদ্যপি ছাই, সে কথা ভুলিতে চাই,
দেবের স্বপন নাহি আসে।
জাগ্রতে নিরখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা,
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে॥
নয়নের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় আঁচে,
স্বরগের মনোহর কায়া।
সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবির্ভাব,
কিন্তু জানি সে সকলি ছায়া॥
ভ্রান্তি যদি হ'ত কভু, কিছুক্ষণ সুখে তবু,
থাকিতাম যাতনা ভুলিয়া।
পোড়া মনে ভ্রান্তি নাই, দেবের কপালে ছাই
বিধি সৃজে অভ্রান্ত করিয়া॥
অমৃত করিলে পান, তবে বা জুড়াত প্রাণ
সে উপায় নাহিক এখন।
কিরূপে চপলা বল, নিবসি এ ভূমণ্ডল
চিরদুঃখে করিয়া যাপন॥
মানবের এ আগারে, থাকি যেন কারাগারে
পূরিয়া নিশ্বাস নাহি পড়ে।
অতি গাঢ়তর বায়ু, আই ঢাই করে আ[য়ু]
বুক যেন নিবদ্ধ নিগড়ে॥
নয়ন ফিরাতে ঠাঁই, কোথাও নাহিক পা[ই]
শূন্য যেন নেত্রপথে ঠেকে।
সুখে নাহি দৃষ্টি হয়, চারিদিক্ বহ্নি[ময়]
আগুনে রেখেছে যেন ঢেকে॥
হায়! এ মাটীর ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতি নি[তি]
শিলা যেন কঠোর কর্কশ।
শুনিতে না পাই ভাল, শব্দ যেন সর্ব্বকা[ল]
কর্ণমূলে ঝটিকা-পরশ॥
এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রা[খি]
সখী রে সকলি হেথা স্থূল।
নিত্য এ খর্ব্বতাজ্ঞান, আকুল করে পরা[ণ]
কেমনে বা বাঁচে নরকুল॥
অমর মরণ নাই, কত কাল ভাবি তা[ই]
এত কষ্টে এখানে থাকিব!
যখনি ভাবি লো সই, তখনি তাপিত হ[ই]
চিরদিন কেমনে সহিব॥
অনন্ত যৌবন লয়ে, ইন্দ্রের বনিতা হ[য়ে]
ভোগ করি স্বর্গবাস-সুখ।
কিরূপে থাকিব হেথা, হইয়া অনন্ত-চে[তা]
নরলোকে সহিয়া এ দুখ॥
নরজন্ম ভাল সখী, মৃত্যু হয় বিষ ভ[খি]
মরিলে দুঃখের অবসান।
অহর্দিন অনুক্ষণ, নিদ্রাহীন অস্ব[স্থ মন]
জ্বলে না লো তাদের পরাণ।
বরং সে ছিল ভাল, নাহি যদি কোন কা[ল]
দেখিতাম স্বরগ নয়নে।
আগে সুখ পরে পীড়া, আগে যশঃ পরে ব্রী[ড়া]
জীবিতের অসহ্য সহনে॥
জানি সখী জন্ম ছাড়ি, ভূণদলে না উপা[ড়ি]

জানি সর্ব্বসহা ভিন্ন, উত্তাপে না হয় খিন্ন,
অগ্নিদাহ অঙ্গে নাহি সহে॥
তথাপি অন্তরে দহে, এ ঘৃণা না প্রাণে সহে,
পূর্ব্বকথা সদা পড়ে মনে।
যে গৌরব ছিল আগে, বাসবের অনুরাগে,
কার হেন ছিল ত্রিভুবনে?
কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে।
ওই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতিস্ কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে॥
কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে,
পার্শ্বে তাঁর নীরদ-আসনে।
হইত কি ঘন ঘন, মৃদু-মন্দ গরজন,
মেঘে যবে দুলাত পবনে॥
ইন্দ্রের সে মুখকান্তি, ঘুচায়ে নয়ন-ভ্রান্তি,
কত দিন সখী রে না হেরি।
কত দিন বৈসে নাই, ঘুচায়ে চক্ষু বালাই,
সুরবৃন্দ বাসবেরে ঘেরি॥
সুমেরু-শিখরে যবে, সুখে খেলিতাম সবে,
অমর-সঙ্গিনীগণ সহ।
উপরে অনন্ত শূন্য, অনন্ত নক্ষত্র-পূর্ণ,
সদা স্নিগ্ধ সদা গন্ধবহ॥
ছুটিত নির্ম্মল বায়ু, প্রফুল্ল করিয়া আয়ু,
কত পুষ্প সুমেরু শোভিত॥
নির্ম্মল কিরণশোভা, সখী রে কি মনোলোভা,
মেরু-অঙ্গে নিত্য বরষিত॥
সখী সেই মন্দাকিনী, চিরানন্দ-প্রদায়িনী,
দেবের পরম সুখকর।
ভিজায়ে নন্দন-তল, উছলে মধুর জল,
ভাবিতে লো হৃদয় কাতর॥
কার ভোগ্যা এবে তাহা, কার ভোগ্য এবে আহা,
আমার সে নন্দন বিপিন!
কে ভ্রমিছে এবে তায়, কেবা সে আঘ্রাণ পায়,
পারিজাতে কে করে মলিন॥
জগতের নিরুপম, সখী পারিজাত মম,
দৈত্যজায়া পরিছে গলায়।
যে পুষ্প শচীর হৃদি, স্নিগ্ধ করিবারে বিধি,
নিরমিলা অতুল শোভায়॥
সখী রে দানবজায়া, ধরি কলুষিত কায়া,
বসিছে সে আসন উপরে।
যেখানে অমরীগণ, ক্রীড়াসুখে নিমগন,
বিরাজিত প্রফুল্ল অন্তরে॥
হায় লজ্জা! চপলা রে, আমার শয়নাগারে,
অমর পরশে নাহি যাহা।
ইন্দ্র বিনা যে শয়ন, না ছুঁইলা কোন জন,
বৃত্রাসুর পরশিল তাহা॥
ধিক্ লজ্জা ধিক্ ধিক্, কি আর কব অধিক,
এ পীড়ন সহি লো এ প্রাণে।
এত দিনে দৈত্যবালা, এ মুখ করিয়া কালা,
শচীরে বিন্ধিল বিষবাণে॥
সাজে লো আমার সাজে, আমার সপত্নী বাজে,
ঐন্দ্রিলার কটিতটে হায়।
আমার মুকুট-রত্ন, অমরী করিত যত্ন,
কুবের আনিয়া দেয় তায়॥
শচী বলি কেবা আর, গৌরব করিবে তার,
কে আর আসিবে শচী-স্থানে।
আর না আসিবে লক্ষ্মী, বাহুতে বাঁধিতে রক্ষী,
লইতে ইন্দিরা পুষ্প ঘ্রাণ॥
ইন্দিরার প্রিয় পদ্ম, সুধাজাত সুধাসদ্ম,
কত সুখে লইত কমলা।
এবে সে ছোঁবে না আর, হাতে তুলে দিলে তার,
শচীর পরশ এবে মলা॥
উমা নাহি ফিরে চাবে, ব্রহ্মাণী সরিয়া যাবে,
কাছে যদি কখন দাঁড়াই।
সুররমা অন্য যত, লজ্জা দিয়ে অবিরত,
চূর্ণ করি শচীর বড়াই॥
কোথায় পলাব বল, কোথা আছে হেন স্থল,
এ মুখ না দেখাব কাহারে।
বরঞ্চ মানব-দেহে, পশিব মানবগেহে,
জন্মিব, মরিব, বারে বারে॥
ভুলে রব যত কাল, জীয়ে রব তত কাল,
ভাবিলেই আবার মরণ।
তবে না ঘুচিবে তাপ, ভাবনার অপলাপ,
তবে যাবে চিত্তের পীড়ন॥"
হেনকালে পুষ্পধনু, নিত্য মনোহর তনু,
চিরহাসি অধরে প্রকাশ।
আসি শচী সন্নিধান, বাড়ায়ে শচীর মান,
ইন্দ্রাণীরে করিলা সম্ভাষ॥
চপলা হেরি সত্বর, কহিলা "হে পুষ্পশর,
হেথা গতি কোথা হ'তে বল।

আছ ত আছ ত ভাল, গোরা ছিলে হ'লে কাল,
তোমার ও রতির কুশল ॥
শুনি না কি মাল্যকার, হয়ে এবে আছ মার,
ঐন্দ্রিলার উদ্যান সাজাও।
নিজ করে গাঁথ মালা, সাজাতে দানব-বালা,
মালা গাঁথি অসুরে পরাও ॥
এত গুণপনা তব, জানিলে হে মনোভব,
নিত্য গাঁথাতাম পুষ্পহার।
থাকিতে যে অন্যমনে, ত্যজি পুষ্প-শরাসনে,
ত্রিভুবন পাইত নিস্তার ॥
বড় আগে হেলি হেলি, পুষ্পধনু পৃষ্ঠে ফেলি,
বেড়াইতে সুমোহন বেশ।
ত্যক্ত করি বারে বারে, সর্ব্বলোক সবাকারে,
শুন কাম এই তার শেষ ॥
ছি ছি মার নাহি লাজ, ধরি মালাকর-সাজ,
এখন (ও) আছ স্বর্গপুরে।
রতির কি লজ্জা নাই, মুখেতে মাখিয়ে ছাই,
ঐন্দ্রিলারে সাজায় নূপুরে!"
শচী কহে, "চপলা রে, গঞ্জনা দিও না মারে,
সুখে আছে সুখে থাক কাম।
এ পীড়া হৃদয়ে ধরি, স্বর্গপুরী পরিহরি,
পুরাইত কিবা মনস্কাম?
ভাবনা যাতনা নাই, সদা সুখী সর্ব্বঠাঁই,
চিরজীবী হউক সে জন।
রতির কপাল ভাল, সুখে আছে চিরকাল,
সহে না সে এ পোড়া যাতন ॥
প্রদ্যুম্ন কৌশল কিবা, আমারে শিখায়ে দিবা,
সদা সুখ চিত্তে কিসে হয়।
কিরূপে ভুলিব সব, তুমি যথা মনোভব,
নিত্যসুখী নিত্য হাস্যময় ॥"
কন্দর্প অপাঙ্গ-ঠারে, শাসাইয়া চপলারে,
সসম্ভ্রমে শচী প্রতি কয়।
"সুখ দুঃখ ইন্দ্রপ্রিয়া, সকলি বাসনা নিয়া,
যুকতির আয়ত্ত সে নয় ॥
ছাড়িয়া নন্দন-বনে, কোথাও বা ত্রিভুবনে,
জুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ।
কালের বাঞ্ছিত যাহা, নন্দন-ভিতরে তাহা,
না পাইব গিয়া অন্য স্থান ॥
সেবিয়া অসুর নর, কি দানবী কি অমর,
তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে।
যার যেথা ভালবাসা, তার সেথা চির-আশা,
সুখ দুঃখ মনের খনিতে ॥
সে কথা বৃথা এখন, আসিয়াছি যে কারণ,
শুন আগে বাসব রমণি!
আসন্ন বিপদ্ জানি, আপনি কর্ত্তব্য মানি,
জানাইতে এসেছি অবনী ॥
নির্দ্দয় অদৃষ্ট অতি, এখন (ও) তোমার প্রতি,
শুনে চিত্তে ঘুচিল হরিষ।
কর্ত্তব্য যা হয় কর, না থাক অবনীপর,
নিকটে আসিছে আশীবিষ ॥"
"শচীর অদৃষ্ট মন্দ, আছে কি শচীর ধন্দ,
সে কথা শুনাতে আইলে মার!
স্বর্গ ত্যজি ধরাবাস, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বনাশ,
ইহা হ'তে অভাগ্য কি আর?"
শুনিয়া কন্দর্প কয়, "এই যদি কষ্ট হয়,
না জানি সে কি বলিবে তায়।
ঐন্দ্রিলা সেবিতে হবে, রতি সহচরী হবে,
অর্ঘ্য দিবে বৃত্রাসুর-পায় ॥
ক্ষমা কর সুরেশ্বরি, এ কথা বদনে ধরি,
চেতাইতে বলিতে সে হয়।
স্বকর্ণে শুনেছি যত, ঐন্দ্রিলার মনোব[illegible],
তাই মনে পাই এত ভয় ॥
বসিয়া নন্দন-বনে, ঐন্দ্রিলা দৈত্যের সনে,
আমার সে সাক্ষাতে কহিলা,
'শচীরে স্বরগে আন, থাকুক আমার মান,
শচী সেবা মোরে না করিলা—
বৃথা এ ইন্দ্রত্ব তব, বৃথা এ ঐশ্বর্য্য সব,
বৃথা নাম ঐন্দ্রিলা আমার।
শুনি শচী গর্ব্বিণী, চিরসুখী বিলাসিনী,
সে গৌরব ঘুচাব তাহার ॥
থাকিবে স্বরগে আসি, হইয়া আমার দা[illegible]
হাব-ভাব শিখাবে আমায়।
শিখাবে চলন-ভঙ্গী, কর-পদ দিবে বা[illegible]
তবে মম চিত্ত-ক্ষোভ যায়?'
লজ্জা পায়, বৃত্রাসুর, আসিতে অবনীপ[illegible]
আজ্ঞা দিলা ভীষণ দৈত্যেরে।
মহাবল দৈত্য সেই, তোমার রক্ষক নে[illegible]
ইন্দ্রপ্রিয়া, পড়িলা সে ফেরে ॥"
কন্দর্প-বাক্যেতে শচী, কুন্তলে ফণিনী র[illegible]
একদৃষ্টে দৃষ্টি করে তায়।

গুরুভাব নিরুত্তর, গণ্ড রাখে হস্তোপর,
ছায়া যেন পড়ে সর্ব্বগায় ॥
নিস্পন্দ শরীর মন, সচেতনে অচেতন,
নিশ্বাস না সরে নাসিকায়।
অজানিত অচিন্তিত, চিন্তা যেন উপস্থিত,
হৃদয়েতে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
কুন্তল-রচিত ফণী, নিরখি মেঘবাহিনী,
কহে শচী-চপলা চাহিয়া—
"এ নরক মম ভাগে, সখী নাহি জানি আগে,
দেখি নাহি কখন ভাবিয়া ॥
দুর্গতির শেষ যাহা, শচীর হয়েছে তাহা,
ভাবিতাম সদা মনে মনে।
আরো যে শত ধিক্কার, কপালে আছে আমার,
সে কথা না উদিল চেতনে ॥
কেমনে চপলা বল, পরশিবে করতল,
দানবী চরণ-নূপুর ?
কেমনে গো স্তনহার, স্তন শোভিবারে তার,
ভুজে দিব কেমনে কেয়ূর ?
কেমনে সুকাঞ্চী ধরি, দিব কটিতটে পরি,
কেমনে বা কবরী বান্ধিব ?
দানার কুন্তলে বেণী, কিরূপে মুকতা-শ্রেণী,
ভালে তার সাজাইয়া দিব ?
দাসী রে যে জানি নাই, কিরূপে সে ভাবি তাই,
সাজাইব দানব-মহিলা ?
কার কাছে যাব এবে, কেবা সে শিখায়ে দিবে,
দাসীপনা তুষিতে ঐন্দ্রিলা ?
যার অঙ্গে যত্ন ক'রে, যক্ষকন্যা সমাদরে,
পরাইত বসন-ভূষণ।
সে আজি লো দাসী হয়ে, বস্ত্র আভরণ লয়ে,
ঐন্দ্রিলার করিবে সেবন ॥
হায় লজ্জা! হায় ধিক্, শ্রবণেরে শত ধিক!
এ কথা কুহরে স্থান দিল।
দাসীপনা বাকী কিবা, সিংহী ছিনু হৈনু শিবা,
যখন এ শুনিতে হইল ॥
কেন হে কন্দর্প তুমি, আইলে মরতভূমি,
কেন কহ শুনালে আমায় ?
হৃদি-পরে গুরু শিলা, কেন বল চাপাইলা ?
অনঙ্গ হে কি দূষি তোমায় ?
ছিল কপালে যদি, ঘটিত হে সে অবধি,
দাসত্বে যাইত যবে শচী।
আগে ক'য়ে কেন মার, অন্তরে দাসত্ব-ভার,
শচীরে হে কহিলে অশচী ?
চপলা সত্যই কি লা, সেবিতে হবে ঐন্দ্রিলা ?
শচীর কি কেহই রে নাই ?
অপাঙ্গ পড়িলে যার, ভয় হ'ত দেবতার,
দেব যক্ষ তুষিত সবাই ॥
তাহার এ দুর্ব্বিপাকে, কেহ নাই তারে রাখে,
দানবেরে করিয়া দমন ?
ইন্দ্র যেন তবে নিষ্ঠ কোথা দেব অবশিষ্ট ?
সূর্য্য চন্দ্র বরুণ পবন ?
কোথা রুদ্র হুতাশন, কোথা গণদেবগণ,
বৃথা নাম লই সে সবার।
ইন্দ্রত্ব গিয়াছে যবে, আর কি শুনিবে সবে,
শচীরে ভাবিবে কেবা আর ?
তবুও ত নিরাশ্রয়, ইন্দ্রাণী এখন (ও) নয়,
ইন্দ্রাণী ত পুত্রের জননী।
সখী রে বাসব সম, আছে ত জয়ন্ত মম,
ইন্দ্রাণী ত বীরপ্রসবিনী ॥
কোথা পুত্র হে জয়ন্ত, জননীর দুঃখ অন্ত,
কর শীঘ্র আসিয়া হেথায়।
তোমার প্রসূতি হায়, দৈত্যের দাসত্বে যায়,
রক্ষ আসি পুত্র তব মায়।"
এত কহি ইন্দ্রপ্রিয়া, ধ্যানে দৃঢ় মন দিয়া,
জয়ন্তেরে করিলা স্মরণ—
জননী ভাবেন যদি, সে ভাবনা গিরি নদী,
ভেদি সুতে করে আকর্ষণ।
জয়ন্ত পাতালদেশে, শুনিয়া ক্ষণ-নিমিষে,
মায়ের সে মানসের ধ্বনি।
ব্যথিত কাতর মনে, কটি বান্ধি শরাসনে,
অবনীতে চলিলা তখনি ॥
কন্দর্প শচীর স্থান, বিদায় পাইয়া যান,
পুনঃ সেই নন্দন-কানন।
শচীর সান্ত্বনা-আশে, চপলা দাঁড়ায়ে পাশে,
কহে স্নিগ্ধ বিনীত বচন ॥

পঞ্চম সর্গ

চপলা শচীরে কহে, "শুন, ইন্দ্রপ্রিয়া,
অদ্যাপি জয়ন্ত না আইসে কি লাগিয়া ?
বুঝি বা বিভ্রাটে কোন পড়িলা আপনি,
তাই সে বিলম্ব এত আসিতে অবনী।
কন্দর্পের কথায় অন্তরে ভাবি ভয়,
মর্ত্ত্য ছাড়ি চল, দেবি, বৈকুণ্ঠ-আলয় ;
কিংবা সে কৈলাসে চল উমার নিকটে ,—
বিশ্বাস কর্ত্তব্য কভু না হয় কপটে।
কমলা অথবা গৌরী অথবা ব্রাহ্মণী ,
নিশ্চয় আশ্রয়দান দিবেন ইন্দ্রাণি।"
ইন্দ্রাণী চপলা-বাক্যে কহে, "কিবা কহ,
অন্যের আশ্রয়ে বাস শচীর দুঃসহ।
পরবাসে পরবশ, সদা চিতে মলা,
আশ্রয়দাতার মতি-গতি বুঝে চলা ,
চিন্তিত সতত ভয়ে কুণ্ঠিত সদাই ,
পরের আশ্রয়ে বাস প্রাণের বালাই !
স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস,
স্বাধীন বিরাম,চিন্তা স্বাধীন উল্লাস ,
সসর্প গৃহেতে বাস পরবশ আর,
দুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার !
ব্রহ্মলোকে বৈকুণ্ঠে কৈলাসে নাহি ভেদ,
যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ !
শুন, প্রিয়তম সখী, সে আশা বিফলা,
মর্ত্ত্য ছাড়ি পরাশ্রয়ে যাব না চপলা।"
চপলা শুনিয়া দুঃখে কহিলা তখনি,
"ছদ্মবেশে থাক তবে বাসব-ঘরণি।"
কহে ইন্দ্রপ্রিয়া, "সখী শুন লো চপলা,
শচী কভু নাহি জানে কুহকীর ছলা।
ঘৃণিত, আমার সখী, গোপন-নিবাস ,
ছদ্মবেশ কদাচ না করিব প্রকাশ।
চিরদিন যেইরূপে জানে সর্ব্বজন,
সহচরি, সেইরূপ শচীর এখন।
আসিছে দংশিতে ফণী করুক্ দংশন—
নিজরূপ, সখী, নাহি ত্যজিব কখন।"
বলিতে বলিতে আস্তে হইল প্রকাশ,
অপূর্ব্ব গরিমাচ্ছটা কিরণ আভাস ;
নয়ন-ললাট-গণ্ড হৈল জ্যোতির্ম্ময়—
সৃষ্টির সৃজনে যেন নব-সূর্য্যোদয়।

ঘোর ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড উন্মত্ত যেই জন
হেরে স্তব্ধ হয় সেই, সে নেত্র বদন।
নিরখি চপলা-চিত্তে অসীম আহ্লাদ ,
চিন্তিতে লাগিল মনে নানাবিধ সাধ।
ভাবিতে লাগিল শেষে বিপুল হরিষে—
"নন্দন সদৃশ বন সৃজিব নৈমিষে।
মহেন্দ্রাণী-যোগ্য যবে হইবে এ বন ;
এ মূর্ত্তি তবে সে শোভা করিবে ধারণ ,
কপটি দানব মুগ্ধ হইবে মায়ায় ;
না পারিবে পরশিতে শচীর কায়ায়।
প্রকাশিব ক্ষিতির ঐশ্বর্য্য যত আজি ;
শচী রবে আজি এই মরতে বিরাজি।"
চপলা এতেক ভাবি বিচিত্র কানন,
শচীর অজ্ঞাতসারে কৈলা প্রকটন।—
মানস-মোহকর নবদ্রুমরাজি
প্রকাশিল সুন্দর কিসলয়ে সাজি।
ধাবিল সমীরণ মলয়-সুগন্ধি,
চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি।
কাঁপিল থর থর তরুশিরে সাধে,
শিহরিল পল্লব মরমর সাদে।
হাসিল ফুলকুল মঞ্জুল মঞ্জুল,
মোদিত মৃদুবাসে উপবন ফুল।
কোকিল হরষিল কুহুরবে কুঞ্জ ,
শোভিল সরোবরে সরোজিনীপুঞ্জ ,
নাচিল চিরসুখে ময়ূর কুরঙ্গ ,
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভৃঙ্গ।
সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা—
সুরস অরধ , অরধ শশিশোভা ;
শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে ;
বিরচিলা হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।
হেনকালে ইন্দ্রসুত আসিয়া সেথায়,
দাঁড়াইলা প্রণমিয়া জননীর পায়।
জননী পুত্রের মুখ বহু দিন পরে
দেখে যদি হৃদয়ের সর্ব্বচিন্তা হরে ;
অন্য আশা, অভিলাষ ক্ষোভ যত আর,
অন্তরে বিলীন হয় বাষ্পের আকার ;—
প্রভাতে যেমন সূর্য্য তরুণ কিরণ
ধরণী পরশি করে কুজ্ঝটি হরণ।
পুত্র পেয়ে শচী যেন পাইলা আবার
স্বর্গের বৈভব যত ঐশ্বর্য্য তাহার।

বারংবার শিরস্ত্রাণ; চিবুক আঘ্রাণ
লইয়া; ধরিলা কোলে পুলকিত প্রাণ।
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হইলে প্রকাশ;
সুধাকরে ধরে যেন প্রফুল্ল আকাশ;
মরুদেহে সরিতের প্রবাহ বহিলে;
ধরে যেন মরু সেই প্রবাহ-সলিলে;
তরু যথা নবোদ্গত কিসলয়রাজি,
বসন্ত-প্রারম্ভে ধরে নীল পীতে সাজি;
নিদ্রা যথা ভুজদ্বয় প্রসারণ করি;
ক্লান্ত পরাণীরে রাখে বক্ষঃস্থলে ধরি,
শুকতারা ধরে যেন নিশান্তে যামিনী,
সেইরূপ ধরে পুত্রে ইন্দ্রের কামিনী।
অঞ্চলে মুখের ধূলি ঝাড়ি সুখে চায়,
মৃদু পবশনে কর সর্ব্বাঙ্গে বুলায়।
কাতর অন্তরে কহে চপলা চাহিয়া—
"দেখ সখি, সে শরীর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া;
পল্বলের শুষ্ক পদ্ম পঙ্কেতে যেমন,
সখি রে, বৎসের আস্য যেমতি এখন।
খোলো, বৎস, খোলো তব কবচ অঙ্গের,
এ ভূষণ নহে যোগ্য এ শুষ্ক দেহের।
সহিতে নারিবে ভার বাজিবে শরীরে,
স্নিগ্ধ হও কিছুকাল মহীর সমীরে.
স্বর্গের অনিল তুল্য নহে এ সমীব,
তথাপি জুড়াবে বৎস, হইবে সুস্থির।
পাতালবাসের ক্লেশ হবে অবসান
সেবিলে এ সমীরণ—খোল অঙ্গত্রাণ।"
বলিতে বলিতে বর্ম্ম খুলিয়া আপনি,
উরসে অস্ত্রের চিহ্ন দেখিলা তখনি,
আশ্চর্য্য ভাবিয়া শচী জিজ্ঞাসে, "তনয়,
এ কি দেখি বক্ষঃ কেন ক্ষতচিহ্নময়?
কখন ত দেখি নাই উরসে তোমার
হেন চিহ্ন—এ কি সব অস্ত্রের প্রহার?"
জয়ন্ত কহিল, "মাতা, আমার উরসে
ছিল না কলঙ্ক কভু অস্ত্রের পরশে;
কেবল সে শিবদত্ত অসুর-ত্রিশূল
এবার ধরেছি বক্ষে—না হও ব্যাকুল—
অন্য অস্ত্রে দেব, অঙ্গ ভেদ নাহি হয়,
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন অচিহ্ন এ নয়।
শুনিয়া পুত্রের বাণী কহিলা ইন্দ্রাণী,
"বৎস রে, কতই কষ্ট ভুগিলা না জানি;
জান নাই কভু আগে অস্ত্রের যাতনা—
না জানি সহিলা কত বিষম বেদনা!
হায় শিব! হে শঙ্কর! হে দেব শূলিন্!
বাম কি শচীর প্রতি তুমি চিরদিন?
হায় উমা! শচীরে কি কিছু স্নেহ নাই?
কি দোষ করেছি কবে, কহ তব ঠাঁই?
তোমার নন্দনে, গৌরি, কতই যতনে
রেখেছি অমরালয়ে, বিদিত ভুবনে;
পার্ব্বতীনন্দন, স্কন্দ, দেব-সেনাপতি—
শচীর নন্দনে উমা কৈলা এ দুর্গতি!
যে অসুর করিলা এ ত্রিশূল প্রহার!
সেই বৃত্র মহেশ্বরি, আশ্রিত তোমার।"
কহি দুঃখে কহে শচী, "আমায় উদ্ধারি
কাজ নাই, বৎস, আর হয়ে অস্ত্রধারী।
জানিলে অগ্রে কি আমি মানসে স্মরণ
করিতাম তোরে হেথা করিতে গমন!
শতবার ঐন্দ্রিলার চরণ সেবিব,
অকাতরে স্বর্গের আসন তারে দিব,
তোমার কোমল অঙ্গে ত্রিশূল-প্রহার,
জয়ন্ত, নারিব চক্ষে দেখিতে আবার।"
শুনিয়া মাতার বাক্য ইন্দ্রসুত কয়—
"জননি, ছাড়িব তোমা যাতনার ভয়?
চিন্তা দূর কর স্থির হও গো জননি;
আশীর্ব্বাদ কর পুত্রে বাসবঘরণি,
পারিব ধরিতে বক্ষে আরো লক্ষবার
তব আশীর্ব্বাদে শিব-ত্রিশূল-প্রহার।
কহ মাতঃ কি কারণে স্মরিলে আমায়,
কি বিপদ্ উপস্থিত, বিপক্ষ কোথায়?"
চপলা শুনিয়া, শচীনন্দন-বচন,
বিস্তারি কহিলা তারে সর্ব্ব-বিবরণ।
কন্দর্প নৈমিষে আসি ভীষণ-বারতা
প্রকাশিলা যেইরূপ প্রকাশিলা তথা।
শুনিয়া জয়ন্ত যেন দীপ্ত হুতাশন,
জ্বলিতে লাগিলা ক্রোধে, বিস্তৃত নয়ন।
দেখি শচী কহে, "বৎস, হও রে শীতল,
ভ্রম কিছুক্ষণ এই নৈমিষ-মণ্ডল,
হের, বৎস, সুধাকর উঠিছে গগনে,
স্নিগ্ধ হও কিছুক্ষণ শশীর কিরণে।
মহীতে মাধুরীময় সুধার সকাশ,
একমাত্র আছে এই চন্দ্রমা-প্রকাশ,

উহারি কিরণে তব তনু সুকুমার,
জুড়াবে কিঞ্চিৎ, কর অরণ্যে বিহার।"
শুনিয়া জননী-বাক্য জয়ন্ত তখন
অঙ্গেতে কবচ পুনঃ করিলা বন্ধন;
চিন্তিয়া চলিলা ধীরে কানন-ভিতরে,
শীতল সমীর সেবি হেরি শশধরে।
চপলা কানন রচি, আনন্দে বিহ্বলা,
বেড়ায় চৌদিকে সুখে হইয়া চঞ্চলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেরে পুরুষ দুজন
কানন-নিকটে ভাবে সংশয়ে যেমন।
জিজ্ঞাসিছে এক জন চাহি অন্য প্রতি,
"কোথায় আনিলা দূত, আইলা কোন্ পথি?
নৈমিষ-অরণ্য কোথা দেখি যে উদ্যান,
স্বর্গের নন্দনতুল্য পূর্ণ পুষ্পঘ্রাণ;
চারু মনোহর লতা পল্লব মধুর,
পক্ষিকলকাকলিত নিকুঞ্জ মঞ্জুর;
মোহকর মনোহর সুস্নিগ্ধ বাতাস,
কিরণে জিনিয়া চন্দ্র পূরণ প্রকাশ;
কোথায় নৈমিষবন? অমরাবতীতে
এখন (ও) ভ্রমিছ ভ্রমে, না আসি মহীতে।"
দূত কহে "জানিতাম এখানে নৈমিষ,
না জানি কি হৈল তবে হারায়েছি দিশ।
হইল সে বহুদিন মর্ত্ত্যে নাহি আসি—
হবে বা নৈমিষ এই—এবে কুঞ্জরাশি।"
হেনকালে চপলারে দেখিতে পাইয়া,
জিজ্ঞাসা করিলা তার নিকটে আসিয়া।
চপলা কহিলা, "কেন, কিসের কারণ,
নৈমিষ অরণ্য দোঁহে কর অন্বেষণ?
এই সে নৈমিষ, আমি নিবসি এখানে,
প্রকাশিয়া বল শুনি কি বাসনা প্রাণে?
দিব ইচ্ছা যাহা তব, এ বন আমার—
দেখ অরণ্যেরে কৈনু নন্দন-আকার।
বল আগে কার দূত, পুরুষ কি নারী?
পার কি চিনিতে বুঝি আমি যেন পারি।
হাতে দেখি পারিজাত না হবে মানব—
হায় রে সে স্বর্গ যথা অমর-বৈভব।"
ভাবিলা ভীষণ, তবে এই হবে শচী,
মায়ার নন্দনবন মর্ত্ত্যে আছে রচি।
প্রফুল্ল-পরাণে কহে, "ধর এই ফুল—
পাছে নাহি মান, চিহ্ন আনিয়াছি স্থূল;
দেব-দূত আমি, দেবি, ইন্দ্রের প্রেরিত,
তুমি সুরেশ্বরী শচী ভুবনে বিদিত।
যুদ্ধে জয় অমরের স্বর্গ অধিকার,
তিরস্কৃত দৈত্যকুল তাড়িত আবার,
স্বর্গ এবে শান্ত পুনঃ তাই সুরপতি,
পাঠাইলা ল'তে তোমা আপন বসতি।"
ঈষৎ হাসিয়া তাহে চপলা কহিলা;—
"আমায় সন্দেশবহ চিনিতে নারিলা।
পেয়েছ দূতের পদ শিখ নাহি ভাল—
ইন্দ্রের দূতত্বপদ বড়ই জঞ্জাল!
শিখাব উত্তমরূপে পাই সে সময়.
তুমি দূত, আমি দূতী, জানিহ নিশ্চয়।
পুরাতনে প্রয়োজন নহিলে কি এত?
নূতনে নূতন জ্বালা বুঝে না সঙ্কেত!"
'শিব!' বলি দূতবেশী কহে দৈত্যচর,
"চিনেছি চিনেছি—ভ্রান্তি নাহি অতঃপর।
শচীসহচরী তুমি বিষ্ণুর মহিলা"—
"আবার ভুলিলা দূত" চপলা কহিলা—
"থাক মেনে, আর কেনে দেহ পরিচয়—
মূর্খের অশেষ দোষ কহিনু নিশ্চয়,
ওহে দূত বুঝা গেছে তব গুণপনা—
নারী চেনা মণি চেনা দুর্ঘট ঘটনা।
নহি হরিপ্রিয়া আমি বৈষ্ণবী কমলা,
শুন দূত শচী-দূতী আমি সে চপলা।
আশা করি আসিয়াছি ইন্দ্রের আদেশে.
না হবে নৈরাশ ভাগ্যে ঘটে যাহা শেষে।"
বলিয়া চপলা চলে; পশ্চাতে তাহার
চলিলা পুরুষ পারিজাত হস্তে যার।
দেখিয়া কানন-শোভা মোহিত ভীষণ,
শত শত উপবন অমরমোহন
নিরখিলা চারিদিকে—নিরখিলা তায়
কুরঙ্গ বিহঙ্গ কত আনন্দে বেড়ায়;
পলাশ-বল্লরী, পুষ্প তরুণ লতায়
সুশোভিত নন্দনের সদৃশ শোভায়।
লতায় লতায় ফুল, শাখায় শাখায়
শিখিনী নাচায় পুচ্ছে চন্দ্রক-মালায়;
ঝাঁকে ঝাঁকে সরোবরে ব্রততী-উপরে
মধুলিহ পড়ে ঢলে সুখে মধুভরে;
তরুণ অরুণ কিবা মৃদু শশধর
জিনিয়া মৃদুল রশ্মি কানন-ভিতর!

শ্রবণ-সুস্নিগ্ধকর মধুর নিঃস্বন
কাননে ঝরিছে নিত্য করিয়া প্লাবন।
মধ্যস্থলে ইন্দ্রপ্রিয়া বশে স্থিরবেশ ;
জলদবরণ পৃষ্ঠে সুনিবিড় কেশ।
মুখে আভা ভানু যেন উথলিয়া পড়ে।
গাম্ভীর্য্য-প্রতিমা বিধি দেহ যেন গড়ে !
দেখিয়া স্তিমিত-নেত্র হইল ভীষণ,
বাক্‌শূন্য শ্রুতিশূন্য করে দরশন।
বিশ্বসৃষ্টি করি যবে ব্রহ্মা অকস্মাৎ
করিলা মানব-চিত্তে চৈতন্য প্রভাত,
আদিসৃষ্ট সেই প্রাণী নবসূর্য্যোদয়
যে ভাবে দেখিলা দৈত্য সেই ভাব হয়,
সংজ্ঞা নাই চিন্তা নাই নাহি আত্মজ্ঞান,
চক্ষুতেই গত যেন চৈতন্য পরাণ !
প্রহরেক কাল হেন স্তম্ভিত থাকিয়া—
চপলারে জিজ্ঞাসিল ভাবিয়া চিন্তিয়া—
"পুরন্দর-ভার্য্যা শচী এই কি ইন্দ্রাণী ?"
চপলা কহিলা. "এই ত্রিদিবের রাণী।"
ভাবিতে লাগিল মনে ভীষণ তখন
'সত্যই স্বর্গের রাণী ইন্দ্রাণী এ জন।
কোথায় ঐন্দ্রিলা—বুঝি দাসীর সে দাসী,
তুলনায় নহে এর চিতে হেন বাসি।
ধন্য সুরপতি ইন্দ্র। এ অরুণ যার
চিরোদিত গৃহমাঝে ঘুচায় আঁধারে॥"
নানা চিন্তা এইরূপ করে মনে মনে.
না বুঝে স্বরগে শচী লইবে কেমনে,.
অচল নিরখি যার বদনপ্রভায়
পবশে কেমনে তায় ভাবিয়া না পায়,
বিষম বিপদ ভাবে উভয় সঙ্কট
ভাবিলা সে কার্য্যসিদ্ধি অসাধ্য দুর্ঘট,
অনেক চিন্তিয়া স্থির নারিলা করিতে,
কিরূপে লইবে শচী অমরাবতীতে।
হেনকালে ইতস্ততঃ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
জয়ন্ত ভীষণে দূরে পাইলা দেখিতে।
'অরে রে কপটী দৈত্য' বলিয়া তখন
ধাইলা তুলিয়া খড়্গ যেন হুতাশন ;
কহিলা ভীষণে চাহি কূটদৃষ্টি ধরি
ক্ষণকাল খড়্গ শূন্যে সংবরণ করি—
"চল্ এ কানন-বহির্ভাগে শীঘ্র চল্,
জননীর বাসভূমি নহে যুদ্ধস্থল ;
নহে বৈধ স্ত্রীজাতির সম্মুখে সমর,
চল্ এ উদ্যান ছাড়ি, পাষণ্ড বর্ব্বর।"
জয়ন্তে দেখিবামাত্র চিন্তা গেল দূর ;
ধরিল বিকট মূর্ত্তি ভীষণ অসুর।
গর্জ্জিলা সিংহের নাদে শেল ধরি করে ;
ঘুরায় শূন্যেতে ঘন মেঘের ঘর্ঘরে।
না ছাড়িতে গেল শীঘ্র বাসব-নন্দন
"জননি, অন্তর হও" বলিয়া তখন।
বেগে হেলাইয়া খড়্গ ভীষণ গর্জ্জিয়া
পড়িল বিদ্যুৎ যেন নিকটে আসিয়া ;
শূন্যে খেলাইয়া অসি বিজলী আকার,
চকিতে স্কন্ধের মূলে করিল প্রহার।
বিচ্ছিন্ন হইয়া মুণ্ড পড়িল অন্তরে,
ঘোর শব্দে পড়ে গাত্র ভূতল-উপরে।
শালবৃক্ষ পড়ে যেন হইয়া ছেদিত,
অথবা আগ্নেয়শৃঙ্গ অগ্নি-বিদারিত।
শব্দ শুনি ভীষণের সঙ্গী যেই জন
প্রবেশিলা দ্রুতগতি ভেদিয়া কানন।
দেখিয়া তাহারে কহে জয়ন্ত কর্কশ—
"তুই তুচ্ছ, তোরে নাহি করিব পরশ।
যা রে দাস যা রে ফিরে দৈত্যের নিকট,
সমাচার দিস্—তার ভীষণ বিকট
জয়ন্তের খড়্গাঘাতে লুটে ধরাতল,
অন্য আর যারে ইচ্ছা পাঠাইতে বল্।
ভেট দিস্ দৈত্যরাজে—ধর্ মুণ্ড ধর্।"
বলিয়া নিক্ষেপি মুণ্ড ফেলিল অন্তর।
ত্রাসিত, অস্থির দূত বিস্মিত ভাবিয়া,
বৃত্রাসুরে বার্ত্তা দিতে চলিল ফিরিয়া।
জয়ন্ত আনন্দচিত্তে, জননী-নিকটে—
উপস্থিত হৈলা আসি এড়ায়ে সঙ্কটে।

ষষ্ঠ সর্গ

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী,
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা,
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভানুতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।
দূরস্থিত, সন্নিহিত যত শৈলরাজি
অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ প্রভায় উজ্জ্বল

অনন্তের সমুদয় নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দ্দিকে।
প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণ-দর্শন—
পাষাণ সদৃশ বপু দীর্ঘ, উরস্বান্—
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম
ভীমদর্পে ভীম-তেজে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া,
জাগ্রত, সুসজ্জ, সদা যুদ্ধের সজ্জায়,
ভ্রমে দৈত্য বর্ত্মে বর্ত্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া,
আচ্ছাদি সুমেরু-অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
ঘোর শব্দ সিংহনাদ, অম্বর বিদারি!
অস্ত্রবৃষ্টি, শৈলবৃষ্টি, প্রতি-অহরহঃ,
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে;
রাত্রি-দিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ,
বিদ্যুৎ-মিশ্রিত শিলা দিকে দিকে ব্যাপি।
ত্রিদশ-আলয়ে হেন অমর-দানবে
জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ;
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে।
সুদৃঢ়সঙ্কল্প উভ দেবতা-দনুজে।
অর্ণবের উর্ম্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশ, অনুক্ষণ, বিরতি-বিশ্রাম,
স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিয়া গতি সিন্ধু-অভিমুখে:—
সেইরূপ অবিশ্রাম দানব অমরে
হয় যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্গ-বহির্দ্দেশে,
জয়-পরাজয় নিত্য নিত্য অনিশ্চয়—
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে।
সভাসীন বৃত্রাসুর সুমিত্রে সম্ভাষি
কহিছে গর্জ্জন করি বচন কর্কশ—
"যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখন (ও) দেবতা!
এখনও স্বরগ বেষ্টি দৈবত সকলে।
সিংহের নিলয়ে আসি শৃগালের দল
প্রকাশে বিক্রম হেন নির্ভয়-হৃদয়ে?
মত্তমাতঙ্গের শুণ্ডে করিয়া আঘাত
শ্বাপদ বেড়ায় হেন করি আস্ফালন?
ধিক্ আজি দৈত্য নামে! হে সৈনিকগণ!
সমরে অমর ত্রস্ত করিলা দানবে!
কোথা সে সাহস বীর্য্য শৌর্য্য পরাক্রম,
দনুজ যাহার তেজে চির-রণজয়ী?
সসাগরা বসুন্ধরা যুদ্ধে করি জয়,
প্রকাশিল কতবার অতুল বিক্রম,
নাহি স্থান বসুধার কোথাও এমন,
কম্পিত না হয় আজি দানবের নামে—
পশিলা অমরাবতী জিনিয়া অবনী,
বিস্মিত করিয়া বসুন্ধরাবাসিগণে,
জিনিল স্বরগ যুদ্ধে অদ্ভুত প্রতাপে
মহাদম্ভী সুরকুলে সমরে লাঞ্ছিয়া;
খেদাইলা দেববৃন্দে পাতালপুরীতে—
শশকবৃন্দের মত—দৈত্য-অস্ত্রাঘাতে
অচৈতন্য দেবগণ ব্যাপি যুগকাল
দুর্নিবার দৈত্যতেজ না পারি সহিতে!
সেই পরাজিত তিরস্কৃত সুরসেনা
আবার আসিয়া দম্ভে পশিল সংগ্রামে;
না পারি জিনিতে তায় সুজিষ্ণু হইয়া
রে ভীরু দানবগণ। নামে কলঙ্কিলা।
আপনি যাইব অদ্য পশিব সমরে;
ঘুচাইব অমরের সমরের সাধ।"
বলিয়া গর্জ্জিলা বীর বৃত্র দৈত্যপতি,
ধরিলা শিবের শূল সিংহের বিক্রম।
দেখিয়া ত্রাসিত যত দানব সৈনিক,
বৃত্রাসুর-আস্য হেরি নিস্তব্ধ সকলে।
"আন্ রে সে শিবশূল—আন্ রে অমর-
বিজয়ী ত্রিশূল যাহা দানিলা শঙ্কর।"
নিরখে মাতঙ্গযূথ যথা গজপতি
বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড উপাড়ি, শুণ্ডেতে
তুলিয়া গগনমার্গে বিস্তারে যখন,
সু-উচ্চ শঙ্খের নাদে বৃংহিত করিয়া।
তখন বৃত্রের পুত্র বীর রুদ্রপীড়—
শোভিতমাণিকগুচ্ছ কিরীট যাহার,
অভেদ্য শরীর যার ইন্দ্রাস্ত্র ব্যতীত,
কহিলা পিতারে চাহি হয়ে কৃতাঞ্জলি,—
কহিলা—"হে তাত জিষ্ণু দৈত্যকুলেশ্বর
অভিলাষ নন্দনের নিবেদি চরণে,
কর অবধান পিতঃ, পূরাও বাসনা,
দেহ আজ্ঞা আমি অদ্য যাই এ সংগ্রামে
যশস্বিন্! যশঃ যদি সকলি আপনি
মণ্ডিবেন নিজ শিরে, কি উপায় তবে,
আত্মজ আমরা তব হব যশোভাগী?
কোন্ কালে আমরা তবে লভিব সুখ্যা
কীর্ত্তি যাহা—বীরলব্ধ বীরের আরাধ্য,
বীরের বাঞ্ছিত যশঃ ত্রিভুবনে যাহা,

সকলি আপনি পিতা কৈলা উপার্জ্জন,
কি বাখিলে রণকীর্ত্তি মণ্ডিতে তনয়ে?
ভাবিতে ত হয় তাত. ভবিষ্যতে চাহি,
সন্ততি পিতার নাম রাখিবে কিরূপে?
জ্বালিলা যে যশোদীপ, প্রদীপ্ত কেমনে
রাখিবে তব অঙ্গজগণ অতঃপরে?
জন্ম বৃথা! কর্ম্ম বৃথা! বৃথা বংশখ্যাতি!
কীর্ত্তিমান জনকের পুত্র হওয়া বৃথা!
স্বনামে যদি না ধন্ত হয় সর্ব্বলোকে—
জীবনে জীবন-অন্তে চিরস্মরণীয়!
বিভব, ঐশ্বর্য্য, পদ সকলি সে বৃথা।
পিতৃভাগ্য হয় যদি ভোগ্য তনয়ের,
পূজ্য সেই কোন কালে নহে কোন লোকে,
জলবিম্ববৎ ক্ষণে ভাসিয়া মিশায়।
বিজয়ী পিতার পুত্র নহিলে বিজয়ী:
গৌরব সম্পদ তেজঃ নাহি থাকে কিছু,
ভ্রমিতে পশ্চাতে হয় ফেরুবৃন্দবৎ,
দানব অমর যক্ষ মানব ঘৃণিত।
সুরবৃন্দ পুনর্ব্বার ফিরিবে এ স্থানে,
তব বংশজাতগণে ভাবি তুচ্ছ কীট,
না মানিবে কেহ আর বিশ্ব-চরাচরে,
তেজস্বী দৈত্যের নামে হইয়া শঙ্কিত।
যশোলিপ্সা কদাচিৎ ভীরুর (ও) অন্তরে
উদ্দীপ্ত হইয়া তারে করে বীর্য্যবান্!—
বীরের স্বর্গই যশঃ যশই জীবন;
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে।
কর অভিষেক, পিতঃ, এ দাসেরে আজ
সেনাপতি-পদে তব, সমরে নিঃশেষি
ত্রিংশৎত্রিকোটি দেব, আসিয়া নিকটে
ধরিব মস্তকে দেখ অই পদরেণু।
জানিবে অসুর সুর—নহে সে কেবল
দানবকুলের চূড়া দানবের পতি,
অজেয় সংগ্রামে নিত্য—অনিবার্য্য রণে
অন্য বীর আছে এক—আত্মজ তাঁহার।"
চাহিয়া সহর্ষচিত্তে পুত্রের বদনে,
কহিলা দনুজেশ্বর বৃত্রাসুর হাসি;—
"রুদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বান্ধিয়া কিরীটে;
বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা পুত্র যশোধর!
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরও ধন্য হও
দৈত্যকুল উজলিয়া দানব-তিলক!
তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রোজ্জ্বল এত হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে পুত্র, অন্য সে লালসা,
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্য বিন্যাসিয়া!
অনন্ত তরঙ্গময় সাগরগর্জ্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে যথা সুখকর,
গভীর শর্ব্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে সে সুখ—
কিংবা সে গঙ্গোত্রী-পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্ব্বতশৃঙ্গে স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত!
তখন অন্তরে যথা দেহ পুলকিত
দুর্জ্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত,
সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা
সেই সুখ চিত্তে মম হয় রে উত্থিত।
সেই সুখ সে উৎসাহ হায় কত কাল
না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি,
চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে লভি পুনর্ব্বার,
নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা,
দেখ এ ত্রিশূল-অঙ্গে পড়িয়াছে যথা
সমর-বিরতি-চিহ্ন কলঙ্ক গভীর।
যাও যুদ্ধে তোমা অদ্য করি অভিষেক
সেনাপতি পদে, পুত্র, অমর ধ্বংসিতে
যাও, যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার
এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।"
রুদ্রপীড় প্রফুল্লিত, পিতৃ-পদধূলি
সাদরে লইলা শিরে শুনিয়া ভারতী,
এ হেন সময়ে দূত নৈমিষ হইতে
প্রত্যাগত, সভাস্থলে হইল উপনীত।
দূরে দেখি দৈত্যপতি উৎসুক-হৃদয়,
কহিলা "সন্দেশবহ, কি বারতা কহ?
কিরূপে এ পুরীমধ্যে প্রবেশিলে তুমি?
কোথা ইন্দ্রজায়া শচী কোথা বা ভীষণ?"
আশ্বস্ত হইয়া দূত কিঞ্চিৎ তখন
কহিতে লাগিলা পুরী-প্রবেশ-উপায়,

বায়ুতে চঞ্চল যথা বিশুষ্ক পলাশ,
রসনা তেমতি দ্রুত বিকম্পিত তার।
কহিলা "প্রথম যবে আইনু এ স্থানে,
স্বর্গ হ'তে বহুদূর হিমাচলপথে
উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ
হইল আমার দেব-অনীকিনী সহ।
নানা ছল নানা বেশ বিবিধ কৌশল
আশ্রয় করিয়া পরে হইনু অগ্রসর,
চিনিতে নারিলা কেহ, অতঃপর শেষে
পুরী-প্রান্তভাগে আসি হৈনু উপনীত।
প্রাচীর-নিকটে আসি অনেক চিন্তিয়া
উদয় হইল চিত্তে, জাগরিত যথা
সূর্য্য আদি দেব যত নিত্য অস্ত্রধারী,
ভ্রমে নিত্য অবিরত দ্বার নিরখিয়া।
আসন্ন বিপদ্ চিত্তে হইল উদয়,
জটিল কৌশল এক গূঢ় প্রতারণা—
ঐন্দ্রিলার পিতৃভূমি হিমালয়-পারে,
হয় যুদ্ধ সেইখানে গন্ধর্ব্ব-দানবে,
সেই সমাচার লয়ে ত্বরিত গমনে
ঐন্দ্রিলা-নিকটে যাই, পিত্রাদেশে তার,
দৈত্যকুলেশ্বর বৃত্র মহাবলবান্
সমরে সহায় হন এ তাঁর প্রার্থনা।—
এ প্রস্তাবে দেবগণ শুভ ভাবি মনে
আদেশ করিল মোরে পুরী প্রবেশিতে,
আদেশ পাইবামাত্র পুরীতে প্রবেশ
করিয়া প্রভুর পদে আসি উপনীত।"
শুনিয়া দূতের বাক্য কহে বৃত্রাসুর,—
"এ বারতা দূত তোর অলীক কল্পনা
সঙ্গে শচী ইন্দ্রপ্রিয়া ভীষণ সংহতি—
শচী কি সে সূর্য্য আদি দেবে অবিদিত?"
দানবরাজের বাক্যে দূতের রসনা
হইল জড়তাপূর্ণ কম্পবিরহিত—
যথা নব-কিশলয় বরষার নীরে
আর্দ্রতনু, বিলম্বিত তরুর শাখায়।
সুমিত্র দানব-মন্ত্রী কহিলা তখন,—
"দৈত্যেশ্বর, দূত বুঝি হৈলা অগ্রগামী,
পশ্চাতে ভীষণ ভাবি আ(ই)সে শচী সহ
মঙ্গলবারতা নিত্য তড়িৎ-গমনা।"
নতমুখ নিম্নদৃষ্টি দূত ক্ষুণ্ণমতি,
কহিলা—"না মন্ত্রি, ব্যর্থ আশ্বাস তোমার;
নৈমিষ-অরণ্যে শচী জয়ন্তের সনে
করিছে নির্ভয়ে বাস—ভীষণ নিহত।"
"ভীষণ নিহত!"—গর্জ্জিলা দানবপতি।
"হা রে রে বালক—জয়ন্ত ইন্দ্রের পুত্র,
আমার সংহতি সাধ বিবাদে একাকী!—
দম্ভ তোর এত?" বলি ছাড়িলা নিশ্বাস;
"রুদ্রপীড় পুত্র, শুন কহি সে তোমারে,"
কহিলা তনয়ে চাহি গাঢ় নিরীক্ষণে—
"যশোলিপ্সা চিতে তব অতি বলবতী,
কর তৃপ্ত জয়ন্তের করিয়া আহুতি,
শচীরে আনিতে চাহ অমরাবতীতে,
অন্যথা না হয় যেন যাহ ধরাধামে;
শত যোদ্ধা সুসৈনিক বীর অগ্রগণ্য
লহ সঙ্গে অচিরাৎ পালহ আদেশ।"
কৃতাঞ্জলি হয়ে মন্ত্রী সুমিত্র তখন
কহিলা—"দৈত্যেন্দ্র, এবে দেব-পরিবৃত
বিস্তীর্ণ এ স্বর্গপুরী, কি প্রকারে কহ
কুমার ভেদি এ ব্যূহ হবেন নির্গত?
যুদ্ধে পরাজয় যদি দেব-অনীকিনী,
নির্গত হইতে হয় আনিতে শচীরে,
না বুঝি তবে বা সিদ্ধ সত্বর কিরূপে
করিবে কুমার কহ, তব অভিপ্রেত।
অসংখ্য এ দেব-সেনা দুর্জ্জয় সংগ্রামে,
অমর তাহাতে সবে সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ,
শঙ্কিত নহেক কেহ অস্ত্র-অস্ত্রাঘাতে,
মূর্চ্ছিত না হবে শিব-ত্রিশূল বিহনে।
তবে কি আপনি যুদ্ধে করিবেন গতি,
কুমার সংহতি অন্য, দানব-ঈশ্বর?
বিমুক্ত করিয়া পথ পাঠান যদ্যপি,
কি প্রকারে পুনঃ হেথা হবে বা নিবেশ?"
দৈত্যেশ কহিলা;—"মন্ত্রি, সেনাপতি-
বরণ করেছি পুত্রে, না যাব আপনি,
রুদ্রপীড়ে দিব এই ত্রিশূল আমার,
যাইবে আসিবে শূলহস্তে অবারিত।"
নিষেধ করিলা মন্ত্রী তেয়াগিতে শূল,—
"পুরী-রক্ষা না হইবে অভাবে তাহার,
উপস্থিত হয় যদি সঙ্কট তাদৃশ
সমূহ দৈত্যের বল হবে নিঃসহায়।"
ভ্রূকুটি করিয়া তবে ললাট-প্রদেশে
স্থাপিয়া অঙ্গুলিদ্বয়, গর্ব্ব প্রকাশিয়া

কহিলা দানবপতি ;—"সুমিত্র হে, এই—
এই ভাগ্য যত দিন থাকিবে বৃত্রের,
জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে—কিংবা অকুশল ;
অনুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তার—
ধর রে ত্রিশূল, পুত্র, বীর রুদ্রপীড !"
রুদ্রপীড় কহে "মন্ত্রি, কেন ত্রস্ত এত ?
জান না কি অভেদ্য এ আমার শরীর ?
বাসবের অস্ত্র ভিন্ন বিদীর্ণ কখন
না হইবে এই দেহ অন্য প্রহরণে।
ইন্দ্র নাহি উপস্থিত, চিন্তা কর দূর,
যাইব অমর ব্যূহ ভেদিয়া সত্বর,
আসিব আবার ব্যূহ ভেদিয়া তেমতি
শচীরে লইয়া সঙ্গে এ স্বরগপুরে।
হে তাত, ত্রিশূল রাখ, নাহি রুদ্রতেজ
দেহেতে আমার, উহা নারিব তুলিতে ,
বীর কভু নাহি রাখে নিষ্ফল আয়ুধ
বিরত হইতে পশি সংগ্রামের স্থলে।"
এরূপে করিয়া ক্ষান্ত মন্ত্রী, বৃত্রাসুরে,
শত সুসৈনিক দৈত্য সংহতি লইয়া
অসুর-কুমার শীঘ্র প্রাচীর-সন্নিধি
উপনীত হৈলা সুখে সুসজ্জিত-বেশে।
অনুসঙ্গী বীরগণ সহিত মন্ত্রণা
করিতে, কহিলা কেহ যুদ্ধ অবিধেয়,
কহিলা বা অন্য কেহ সমর উচিত—
রুদ্রপীড় নিপতিত উভয় সঙ্কটে।
নিজ ইচ্ছা বলবতী, যশোলিপ্সা গাঢ়,
ঘটনা দুর্ঘট আর সুযোগ ঈদৃশ ,
যুদ্ধই তাঁহার ইচ্ছা একান্ত প্রবল,
ছল কি কৌশল তাঁর নহে অভিপ্রেত।
নিরুপায় কোনমতে সমরে সম্মত
না পারি করিতে অন্য সঙ্গিগণে সবে,
অগত্যা সম্মতি দিলা অবশেষে তবে
অন্য কোন সদুপায় করিতে সুস্থির।
স্থির হৈল অবশেষে কাহার বচনে,
ভীষণের সহচর দূত যে কৌশলে
পশিলা নগরীমধ্যে, অবলম্বি তাহা,
নির্গত হইয়া গতি কর্ত্তব্য নৈমিষে।
কল্পনা করিয়া স্থির, দ্বারদেশে কোন
আসি উপনীত ক্রুত—আসিয়া সেখানে
তুলিলা প্রাচীর-শিরে সুশুভ্র পতাকা,
দানবের যুদ্ধ-চিহ্ন শূল-বিরহিত।
উড়িল কেতন শুভ্র শূন্যে বিস্তারিত;
প্রকাণ্ড অর্ণবপোত ছিঁড়িয়া বন্ধন,
বাদাম উড়িল যেন আকাশমার্গেতে,
সমরকেতন অন্য হৈল-সঙ্কুচিত।
বাজিল সম্ভাষ-শঙ্খ, দূত কোন জন
বার্ত্তা লয়ে প্রবেশিলা অমর-শিবিরে ;
কহিলা সেনানীবর্গে উচ্চসম্ভাষণে,—
"বৃত্রাসুর দৈত্যপতি যে হেতু প্রেরিলা
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হিমালয়পারে,
গন্ধর্ব্ব-সমরে তাঁর বিপন্ন জনক
দৈত্যেশ বৃত্রের ইচ্ছা প্রেরিতে সহায়
শত যোদ্ধা সেই স্থানে শীঘ্র অবিরোধে ,
দেবকুল তাহে যদি থাকহ সম্মত,
সংগ্রামে বিশ্রাম তবে দেহ কিছুকাল,
বহির্গত হৈতে তবে দেহ শত যোধে,
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্যে কবিতে প্রস্থান।"
বার্ত্তা শুনি দেবপক্ষ সেনাধ্যক্ষগণ—
বরুণ, পবন, অগ্নি, ভাস্কর, কুমার —
মিলিত হইয়া সবে করিলা মন্ত্রণা,
কি কর্ত্তব্য দানবের এবিধ প্রস্তাবে।
নিষেধ করিলা পাশী - প্রচেতা সুধীর,—
"উচিত না হয় পথ দিতে দৈত্যযোধে,
কপট, বঞ্চক, ক্রুর, দিতিসুত অতি,
নহেক উচিত বাক্য প্রত্যয় তাদের !
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হৈতে দূত কেহ
যদিও আসিয়া থাকে অজ্ঞাতে আমার,
বিশ্বাস কি তথাপি সে দূতের বচনে ?
সেখানে থাকিলে পাশী না ছাড়িত তায়।"
সূর্য্য-অভিপ্রায়—"দৈত্য যোদ্ধা শত জন
ঐন্দ্রিলার পিত্রালয়ে যাক অবিরোধে,
দেব-যোদ্ধা কিন্তু কেহ পশ্চাতে তাদের
গমন করুক যেন না পারে ফিরিতে।"
অগ্নি কহে—"দুই তুল্য আমার নিকটে,
নিষেধ নাহিক তার নাহি অনিষেধ,
সত্বর দৈত্যের সনে যেইখানে যাক্,
সম্মুখে পশ্চাতে শত্রু কি তাহে প্রভেদ ?
সতত অস্থিরচিত্ত পবন চঞ্চল,
কভু অভিমতে এর, কভু অন্যমতে,

অভিমতে দিলা তার— সদা অনিশ্চিত—
যে কহে যখন মিলে তাহার(ই) সহিত।
মহাসেন, সেনাপতি, সকলের শেষে
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র—"বিপক্ষে দুর্ব্বল
করাই কর্ত্তব্য কার্য্য যুদ্ধের বিধানে;
দৈত্যের প্রস্তাব দেবপক্ষে শ্রেয়স্কর।
স্বর্গ ছাড়ি মহাযোদ্ধা বীর শত জন
ধরাতে করিলে গতি দেবেরই মঙ্গল,
হীনবল হবে পুরী রক্ষক বিহনে,
শ্রেয়ঃকল্প ছাড়িবারে অভিপ্রেত তাঁর।"
সেনাপতি-বাক্যে অন্য দেবতা সকলে,
সম্মত হইলা—ধীর প্রচেতা ব্যতীত;
বার্ত্তা লয়ে বার্ত্তাবহ প্রবেশি নগরে
রুদ্রপীড়-সন্নিধানে নিবেদিলা দ্রুত;
মহাহর্ষ হৈল সবে; দৈত্য যোধ শত
নিষ্ক্রান্ত হইলা শীঘ্র ছাড়িয়া অমরা,
আহ্লাদে করিলা গতি পৃথিবী উদ্দেশে,
নৈমিষ-অরণ্যে যথা শচী-নিবসতি।

সপ্তম সর্গ

হেথা সুরপতি ইন্দ্র কুমেরু-শিখরে
চাহিলা বিস্ময়ে যেন নিরখি নূতন
গগন ভূতল মূর্ত্তি বিশ্ব অবয়ব।
কহিলা বাসব—"হায়, গত এত কাল!
যুগান্তর হৈল যেন হইছে বিশ্বাস!
ভাবি যেন পরিচিত পূর্ব্বের জগৎ
ধরিছে নূতন ভাব ছাড়ি পুরাতন।
যেখানে তরুর চিহ্ন আগে নাহি ছিল,
কুমেরু-শরীরে, এবে নিরখি সেখানে
প্রকাণ্ড প্রসারি শূন্যে উন্নত-শিখর
নিবিড় বিটপপূর্ণ মহীরুহ কত!
পূর্ব্বে হেরিয়াছি যথা ক্ষৌণী সমতল,
পর্ব্বত এখন সেথা শৃঙ্গবিমণ্ডিত,
লতা-গুল্মসমাকীর্ণ শ্যামল সুন্দর,
বিরাজে গগনমার্গে অঙ্গ প্রসারিয়া!
গভীর সাগর পূর্ব্বে ছিল যেইখানে,
বিস্তীর্ণ এখন সেথা মহা মরুস্থল,
তরু-বারি-বিরহিত তাপদগ্ধ সদা,
নিরন্তর সমাকীর্ণ বালুকা-রাশিতে!
নক্ষত্র নূতন কত গ্রহ নবোদিত,
নিরখি অনন্তমাঝে হয়েছে প্রকাশ,
সূর্য্যের মণ্ডল যেন স্বস্থান-বিচ্যুত,
অপসৃত বহুদূর অন্তরীক্ষপথে,
এতকাল হৈল গতি পূজার নিয়তি,
নিয়তি এখন(ও) তুষ্ট না হইলা মোরে
আদিষ্ট না হই, কিংবা না পাই সাক্ষাৎ,
না বুঝি কেন বা দৈব এত প্রতিকূল।
আবার পূজিব তাঁরে কল্পান্ত পূরিয়া,
দেখি প্রতিকূল তিনি হন কত কাল!
অন্য চিন্তা, আশা, ইচ্ছা সব পরিহরি,
বৃত্রের বিনাশ কিসে জানিব নিশ্চিত।"
এত কহি আয়োজন করে পুরন্দর,
বসিতে পূজায়, পুনঃ নিয়তি তখন
আবির্ভূতা হৈলা আসি সম্মুখে তাঁহার
পাষাণমুরতি, দৃষ্টি অতি নিরদয়।
মাধুর্য্য কি সহৃদ্যতা কিংবা দয়ালেশ,
বদন, শরীর, নেত্র, কি ললাটে,
ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র, নিত্য নিরীক্ষণ
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পটে।
অনন্যমানস, দৃষ্টি আলেখ্যের প্রতি,
কহিলা নীরস বাক্য চাহিয়া বাসবে,—
"কেন ইন্দ্র! নিয়তি-পূজায় ব্যাপৃত?
নিয়তি নহেক তুষ্ট কিবা রুষ্ট কভু,
অজ্ঞাত নহ ত তুমি সৃষ্টি হৈল যবে,
তদবধি এ আলেখ্য অর্পিলা আমায়
বিরিঞ্চি কমলাসন, নাহি সাধ্য মম
ব্যর্থ করি অণুমাত্র ইহার লিখন।
অন্যথা সূচ্যগ্রে যদি হয় লিপি এর,
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণ তিলেক না রবে,
খণ্ড খণ্ড হবে ধরা, শূন্য জলনিধি,
বিশাল শৈলেন্দ্র চূর্ণ হবে অচিরাৎ।
বিকলাঙ্গ হবে বিশ্ব—মনুষ্য, দেবতা,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা কাল, পরমাণু—
বিশৃঙ্খল হবে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল,
ভাগ্যের এ লিপি যদি তিলার্দ্ধ খণ্ডিত।
বাসব, আমার পূজা কি হেতু বৃথায়?
বিবেক হয়েছ হারা পড়িয়া বিপদে,
নির্ব্বল দেবের চিত্ত অসাধ্য সাধিতে।

তাই ভ্রান্ত হ'য়ে চাও অসাধ্য সাধিতে।
নাহি চাহি, ভাগ্য তব ভবিতব্য-লিপি
খণ্ডন করিতে বিন্দু-বিসর্গ প্রমাণ।"
কহিলা বাসব দুঃখে,—"না চাহি কদাচ
অসাধ্য তোমার যাহা আমায় তা দিতে ;
কহ শুদ্ধ কি উপায়ে হইবে নিহত
দৈত্য-কুলপতি বৃত্র ; কত দিনে পুনঃ
সুরবৃন্দ সহ ইন্দ্র স্বর্গে প্রবেশিবে,
কত দিনে পূর্ণ হবে দেবের দুর্গতি ?"
নিয়তি কহিলা ;—"ইন্দ্র, কি উপায়ে হত
হইবে দানবরাজ, কহিতে সে পারি,
কহিতে উচিত কিন্তু নহে সে আমার,
তুমি না হইলে অন্যে জানিত না কিছু।
তুমি সুরপতি ইন্দ্র—তোমায় কিঞ্চিৎ
ভবিতব্য গূঢ় লিপি করি প্রকটন ;
ব্রহ্মার দিবার অন্তে বৃত্রের বিনাশ,—
জানিবে বিশেষ তথ্য যাও শিব-পাশে।"
এত কহি অন্তর্হিত হইলা নিয়তি।
বাসব সহর্ষ-চিত্ত চিন্তি ক্ষণকাল,
ভাগ্যের ভারতী চিত্তে আন্দোলিয়া সুখে,
অচিরাৎ স্বপ্নদেবে করিলা স্মরণ।
কহিলা,—"হে দেবদূত- সুসন্দেশবহ,
তোমার বারতা নিত্য মঙ্গলদায়িনী,
শীঘ্র যাও দেবগণ এখন যেখানে,
কহ গে তাদের দূত,এ সুবারতা,
কুমেরু-পর্ব্বতেই পূজা সাঙ্গ করি
ধ্যান ভাঙ্গি এত দিনে হইলা জাগ্রত,
নিয়তি প্রসন্ন তাঁরে হইলা সাক্ষাৎ,
করিলা বিদিত বৃত্র-বিনাশ যেরূপে।
কৈলাসে ধূর্জ্জটি-পাশে করিলে গমন,
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি,
ভবিতব্য-লিপি যথা, বৃত্রের বিনাশ,
ব্রহ্মার দিবার শেষে, ভাগ্যের ভারতী।
নিয়তি-আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে
জানিতে বিশেষ তথ্য পিনাকী-নিকটে
গতি মম, পুনর্ব্বার লভি শিবাদেশ,
অচিরাৎ সুরবৃন্দ সংহতি মিলিব।"
বলিয়া চলিলা ইন্দ্র শিবের আলয়।
স্বপন, বাসব-বাক্যে স্বর্গ-অভিমুখে
দেবগণ সমুদ্দেশ্যে করিলা গমন,
বাসবের সমাচার করিতে ঘোষণা।
সেখানে আদিত্যগণ বসি নানা স্থানে
বিতণ্ডা করিছে নানা উৎসুক অন্তর,
কি উদ্দেশ্যে বৃত্রাসুর নন্দনে আপন,
সৈনিক সংহতি শত মর্ত্ত্যে পাঠাইলা।
শত্রুপক্ষে, প্রত্যাশায়ে যাইতে আদেশ,
কেহ বা উচিত কহে, কেহ অনুচিত,
অলীক কথনে দৈত্য ছলিলা অমরে,
কেহ বা সংশয়যুক্ত কেহ দ্বিধাহীন।
প্রচেতা চিন্তায় মগ্ন ভাবি কিছুকাল,
অনুভব কৈলা শেষে দৈত্য-অভিপ্রেত,
শচীর প্রবাস মর্ত্ত্যে ইন্দ্র কুমেরুতে,
তথ্য পেয়ে গেলা কোন অনর্থ সাধিতে।
এরূপ সংশয় ভাবি প্রচেতা তখন,
প্রকাশিয়া দেবগণে দ্বিধা আপনার,
কেহ কৈলা গ্রাহ্য তায় কেহ না শুনিল,
মতামত নানামত প্রচেতা-বচনে।
দেব-সেনাপতি স্কন্দ পার্ব্বতী-নন্দন,
কহিলা তখন—"বৃথা তর্ক কেন এত ?
যাক্ মর্ত্ত্যে দূত কোন, আসুক জানিয়া
সমব যথার্থ কি না গন্ধর্ব্ব-দানবে।
সমাচার পেয়ে পরে কর্ত্তব্য বিধান
যা হয় হইবে শেষ, দূত কেহ যাক্।"
কহিলা প্রচেতা—"কিন্তু অবসর পেয়ে
ঘটায় উৎপাত যদি কি উপায় তবে ?"
উগ্রমূর্ত্তি অগ্নি ক্রোধে উদ্যত তখনি
যাইতে বসুধা-মাঝে শত্রু সংহারিতে
মন্ত্রণায় কালক্ষয় সর্ব্বকর্ম্মে ক্ষতি,
একাকী যাইবে মর্ত্ত্যে সদর্পে কহিলা।
তখন কহিলা সূর্য্য—"বিপদ যদ্যপি
ঘটে কোন দেবে মর্ত্ত্যে, তখনি স্মরণ
করিবে সে অন্য দেবে মানসে ডাকিয়া,
দূত মাত্র এক জন প্রেরণ উচিত।"
হেন আন্দোলন হয় দেবগণ-মাঝে
হেনকালে ইন্দ্র দূত শুভবার্ত্তাবহ
স্বপন আইলা সেথা, শীঘ্রতর অতি
একত্র হইলা তথা আদিতেয়গণ।
সহর্ষ-বদনে দূত অমরবৃন্দেরে
সম্ভাষি, কহিলা আজ্ঞা বাসবের যথা,
কহিলা—"আমারে ইন্দ্র শীঘ্র পাঠাইলা

"এই জাতি ফুল তাঁর প্রিয় অতি"
বলি কোন পুষ্প তুলে,
"এই পালঙ্কেতে বসিবার সাধ"
বলি তাহে বৈসে ভুলে।
"এই অস্ত্রগুলি খুলি কতবার
খুলি সেই শবাসন,
কহিলা 'সাজাব রণবেশে তোমা
শিখাব করিতে রণ।'
এ কবচ অঙ্গে দিলা কত দিন
শিরে এই শিরস্ত্রাণ।
কটিবন্ধে কসি দিলা এই অসি
হাতে দিলা এই বাণ।
অতি প্রিয় তাঁর অস্ত্র এই সব
আমার সাধের অতি,
তাঁর সাধে অঙ্গে ধরি এক দিন
হেরে প্রিয় ফুল্লমতি।
আহা এই ধনু চারু পুষ্পময়!
মনমথ দিলা তাঁয়,
যুদ্ধ-ছল করি কত পুষ্পশর
ফেলিলা আমার গায়।
এবে শুকায়েছে হয়েছে নির্গন্ধ
প্রিয়কর কত দিন,
না পরশে ইহা— সমর-তরঙ্গে
রত তিনি অনুদিন।
সকলি কোমল প্রিয়ের আমার
সমরে শুধু নিদয়,
হেন সুকোমল হৃদয় তাঁহার
কেমনে কঠোর হয়?
আমিও রমণী রমণীও শচী
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায়?
কি হবে শচীর পতি নাই কাছে
মহাবীর পতি মম,
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম!
ভাবিতে সে কথা থাকিয়া এখানে
আমার (ই) হৃদয় কাঁপে!
না জানি একাকী গহন কাননে
শচী ভাবে কত তাপে।

ঐন্দ্রিলা-দুহিতা সেবিতে কিঙ্করী
স্বর্গে কি ছিল না কেহ?
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর দানব-মহিষী
দাসী চাহি ভ্রমে সেহ!
আমারে না কেন কহিলা মহিষী
আমি সেবিতাম তাঁয়,
পূরে না কি তাঁর সাধের ভাণ্ডার
শচী না সেবিলে পায়?
কেন আ (ই) লা দৈত্য এ অমরালয়ে
আছিল আপন দেশ;
পরে দিয়া পীড়া লভিয়া এ যশঃ
কি আশা মিটিবে শেষ?
যায় দিয়া তারে ফিরি যদি দেশে
যান পুনঃ দৈত্যপতি,
এ পোড়া আশঙ্কা এ যন্ত্রণা যত
তবে সে থাকে না, রতি।"
রতি কহে "আহা! তুমি ইন্দুবালা
দানব-কুলের মণি।
না দেখি শচীরে তার শোকে এত
বিধুরা হইলা ধনি!
দেখিলে তাহারে না জানি সে কিবা
করিত তোমার চিতে,
বুঝি শোকভরে ক্ষণমাত্র কাল
এই স্থানে না থাকিতে।
সে অঙ্গ-গঠন মুখের সে জ্যোতি
সে চারু গ্রীবার ভাণ,
মহিমজড়িত, সে গুরু চলনি
সে উরু উরস-স্থান।
সে দেখেছে, কভু চিরদিন তার
হৃদয়ে থাকয়ে পশি,
দেখিলা সে রতি এ পোড়া নয়নে
পূর্ণিমার সেই শশী।
অমরার রাণী ইন্দ্রাণী সে শচী
তাহারে কিঙ্করী-বেশে,
রাখিবে এখানে, রতির অভাগ্যে
দেখিতে হইল শেষে!"
সুকুমার-মতি কহে ইন্দুবালা
"হায়, রতি, কি কহিলা!
এ হেন রমারে করিতে কিঙ্করী
দৈত্যেন্দ্রাণী আকাঙ্ক্ষিলা!

"হায় ইন্দুবালা তুমি সুকোমলা
পারিজাতপুষ্প যেন,
পতি যে তোমার তাঁহার হৃদয়
নির্দ্দয় এতই কেন ?"
"ব'ল না ও কথা মন্মথ-প্রেয়সী
তুমি সে জান না তায় ;
দেখ না কি কভু শৈল-অঙ্গে কত
স্বাদু নীর-ধারা ধায় ;
শচীর লাগিয়া না নিন্দহ তাঁরে
বীর তিনি রণপ্রিয় !
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি
ফিরিয়ে আসিলে প্রিয়।
যাব শচী-পাশে করিব শুশ্রূষা
যাতে সাধ দিব আনি,
মহিষী-কিঙ্করী হইতে দিব না
কহিনু নিশ্চিত বাণী।
মন্মথরমণি ! নাহি কর খেদ
যাহ ফিরে নিজবাস.
পতির এ দোষ যাহে ভুলে শচী
পাইব সদা প্রয়াস।
ভেবেছিনু আর গাঁথিব না ফুল
থাকিবে অমনি ঢালা ,
এবে গুটাইয়া আরো সুযতনে
গাঁথিয়া রাখিব মালা।
যবে শচী ল'য়ে ফিরিবেন পতি
পরাব তাঁহার গলে ,
পরাব শচীরে মনের আহ্লাদে
মুছায়ে চক্ষুর জলে।
পতির মালিন্য নারী না ঢাকিলে
কে ঢাকিবে তবে আর,"
বলিয়া, লইয়া কুসুমের রাশি
বসিলা গাঁথিতে হার।
"কি মালা গাঁথিবে ইন্দুবালা তুমি
কি মালা গাঁথিতে জান ?
নিজ হাতে রতি পুষ্প গাঁথি দিত
তবু না জুড়াত প্রাণ।
দেবকন্যা ধীরে সেবিত নিয়ত
সুমেরু উজ্জ্বল করি.
সে আজ এখানে ঐন্দ্রিলা সেবিয়া
রবে দাসীবেশ ধরি !
এ দুঃখ তাহার করিবে মোচন
দিয়া তারে পুষ্পহার ?
ফুলের রজ্জুতে করিলে বন্ধন
বেদনা নাহি কি তার ?
আর কেন চাও ফুটাতে অঙ্কুর
চরণে দলিয়া আগে ,
দানব-নন্দিনি জান না সে তুমি
দুঃখীরে পুজিলে লাগে।
মৃগেন্দ্রী আসিছে আপন আলয়ে
শৃঙ্খল বাঁধিয়া পায় !
রতির কপালে এও সে ঘটিল
দেখিতে হইল হায় !"
বলি বাষ্পাকুল- নয়নে তখনি
মন্মথ-রমণী চলে,
রতি-চক্ষু-জল নিরখি ভাসিল
ইন্দুবালা চক্ষুজলে।
পড়ি বিন্দু বিন্দু কুসুমের স্রজে
ইন্দুবালা গাঁথে ফুল,
ভাবিয়ে পতিরে ভাবি যুদ্ধভয়
চিন্তাতে হ'য়ে আকুল।
কুরঙ্গী যেমন শুনিয়া গহনে
মৃগয়ীর দূর-রব,
চকিত চঞ্চল প্রতি পলে পলে
মৃত্যু করে অনুভব ,
সেইরূপ ভয়ে চমকি চমকি
গাঁথিতে গাঁথিতে চায়.
ফুলমালা হাতে ইন্দুবালা রামা
রুদ্রপীড় ভাবনায়।

নবম সর্গ

দেব দৈত্য শত যোধ,
চলে শৃঙ্গে বিনা রোধ,
উদয়-অচল আদি হিমাচল-পথে ,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে পদক্ষেপ,
ক্রমে পথ সংক্ষেপ,
শৈলপথ ছাড়ি শেষে উতরে মরতে।

সংগ্রামে জিনেছি স্বর্গ
সমূহ অমরবর্গ,
এখন সে অতি তুচ্ছ দানবের দাস ,
ইন্দ্রের বনিতা যেই,
দাসের বনিতা সেই,
উচিত নহে সে ছাড়ে প্রভুপত্নী পাশ।

কি যুদ্ধ আমায় দিবি,
যুদ্ধ কি তা কি জানিবি,
জানে সে জনক তোর বাসব কিঞ্চিৎ ,
জানে সে অমরগণ,
অসুরের কিবা রণ,
আছিল পাতালে প'ড়ে হারায়ে সংবিৎ।
লজ্জা নাহি চিতে আসে,
নিন্দা কর হেন ভাষে,
যে জন ত্রৈলোক্যজয়ী বৃত্রের কুমার ,
হারায়েছি শত বার,
হারাইব আরবার,
তুই সে নির্লজ্জ বড় ছুঁইবি আবার।

সেই দীপ্ত হুতাশন ?
ভয়ে যার অদর্শন,
হয়েছিলি এতকাল হতাশে কোথায়!
ধর্ অস্ত্র, কর্ রণ,
বল্ যুদ্ধে সম্ভাষণ,
সাহস ধরিয়া প্রাণে করিবি কাহায় ?
"বৃথা বাক্যে কাল যায়
সকলে একত্র আয়"
কহিলা জয়ন্ত, "যুদ্ধ দেখ্‌বে দানব ,
ধর্ অস্ত্র শত যোধ,
এখনি পাইবে বোধ,
বাসব-নন্দন তুল্য বিজয়ী বাসব।"

বলি কৈলা সিংহনাদ,
দৈত্যের শঙ্খের হ্রাদ,
অরণ্য আলোড়ি, শূন্য করিল বিদার ,
শতযোদ্ধা একেবার,
কোদণ্ডে দিল টঙ্কার,
মেঘের নিনাদে ঘোর ছাড়িল হুঙ্কার।
অন্য শব্দ সব স্তব্ধ,
দেব-দৈত্যে যুদ্ধারব্ধ,
কেবল হুঙ্কারধ্বনি বাণের গর্জ্জন ;

আন্দোলিত হয় সৃষ্টি,
সুরাসুরে শরবৃষ্টি,
শৈলেতে শৈলেতে যেন সদা সংঘর্ষণ।

দ্রুঘণ, মুষল, শল্য,
প্রক্ষেড়ন, চক্র, ভল্ল,
দৈত্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিষে করকা ;
জয়ন্তের শররাশি
চমকে তমসা নাশি,
অন্তরীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা।
কেশরি-শার্দ্দূলদল,
শুনিয়া সে কোলাহল,
ভ্রমে ভয়ে ছাড়ি বন, পর্ব্বত-গহ্বর ,
বিহঙ্গ জড়ায়ে পাখা,
ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাখা
খসিয়া খসিয়া পড়ে ধরণী-উপর।

ধূলিতে ধূলিতে ছন্ন,
অভেদ নিশি মধ্যাহ্ন,
উদ্গীরিল বিশ্বম্ভরা গর্ভস্থ অনল ,
অসুর-জয়ন্ত-ক্ষিপ্ত,
শেল, শূল, শর দীপ্ত,
ঘাত-প্রতিঘাতে ছিন্ন কৈল নভঃস্থল।
ধরাতল টলমল,
নদীকূল কল-কল,
ডাকিয়া ভাঙ্গিয়া রোধ, করিল প্লাবন ;
ঘুরিতে লাগিল শূন্য,
শৈলকুল হৈল ক্ষুণ্ণ,
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে দিগ্‌দিগন্তে পতন।

হেন যুদ্ধ দেবাসুরে,
হয় অর্দ্ধ-দিন পূরে,
তখন জয়ন্ত-করতলে দীপ্ত-অসি ,
ছুটে যেন নভস্বৎ,
কিংবা ক্ষিপ্ত গ্রহবৎ,
পড়িল বেগেতে দৈত্য-মণ্ডলী ঝলসি।
যথা সে অতলবাসী,
তিমি তুলি জলরাশি,
সাগর আলোড়ি করে পুচ্ছের প্রহার ;
যবে যাদঃপতি জলে,
ক্রমে ভীম ক্রীড়াচ্ছলে,
উত্তুঙ্গ-পর্ব্বত-প্রায় দেহের প্রসার।

চপলার কানে কানে
মৃদু পবনের স্বনে
কহে "সখি, দেখ কিবা হয়েছে শোভন,
মৃদু রশ্মি ক্লান্ত দেহে
যেন পড়িয়াছে স্নেহে
মন্দার-কুসুমে যেন চন্দ্রমা-কিরণ।

এই সুষমার খেলা
চাঁদেতে চাঁদের মেলা
আহা, আজি না দেখিল, সখি, পুরন্দর;
দেখা সে হইবে যবে
কহিব তাঁহারে তবে
দেখিলে সে কত তাঁব জুড়াত অন্তর।

শুনে এ বর্ণ-সংবাদ
করিতেন কি আহ্লাদ
দিতেন কতই সুখে পুত্রে আলিঙ্গন;
আশীর্ব্বাদ করি কত
স্নিগ্ধ হয়ে অবিরত
করিতেন স্নেহে অই বদন চুম্বন।

যদি থাকিতাম আজ
অমর-বৃন্দের মাঝ
অমরাবতীতে, সখি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
আজি কত মহোৎসবে
তুষিতাম দেব সবে
কতই আনন্দে আজি ভাসিত পরাণী।

জয়ন্তে করিয়া সঙ্গে
ভাসিয়া সুখ-তরঙ্গে
ভ্রমিতাম কতই আনন্দে ত্রিভুবন;
বিষ্ণু-প্রিয়া কমলারে
ঈশান-প্রিয়া উমারে
দেখাতাম ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর নন্দন।

একা যে করিলা রণ
সহ দৈত্য শত জন
সমরে করিলা ক্লান্ত রুদ্রপীড়াসুরে;
সে আনন্দে বিসর্জ্জন—
ধরাতে নৈমিষবন—
অরণ্যবাসিনী শচী আজি মর্ত্ত্যপুরে!

আবার অন্তরে ভয়,
না জানি যে কিবা হয়,
কালযুদ্ধে, রাত্রি পুনঃ হইলে প্রভাত;
রুদ্রপীড় মহাবীর,
জয়ন্ত ক্লান্ত-শরীর,
অসুরের অস্ত্রবৃষ্টি যেন উল্কাপাত।"

হইয়া বিমর্ষ দুখে,
চাহি চপলাব মুখে,
ফেলিয়া সুদীর্ঘ শ্বাস কহে ইন্দ্রজায়া;
"তনয়ে স্মরি এখানে,
শৃঙ্খল বেঁধেছি প্রাণে,
সখি রে, দুরন্ত সন্তানের মায়া।

পুত্র-মুখ যতক্ষণ
না করিনু নিরীক্ষণ,
দানব-আশঙ্কা চিত্তে ছিল না তিলেক;
আগে না ভাবিয়া, সখি,
ও চারু-মুখ নিরখি,
বিবশা হয়েছে এবে হারায়ে বিবেক!

অন্তরে আশঙ্কা হেন
বিপদ্ নিকট যেন
সহসা আতঙ্কে কেন চিত্ত হৈল তার?
সখি, অন্য কোন্ দেবে
স্মরণ করিব এবে
সহায় হইতে যুদ্ধে জয়ন্তে আমার?"

নিশি-শেষে নিদ্রা-ভঙ্গে
অর্দ্ধ-চেতনের সঙ্গে
অদূরে মুরলী-ধ্বনি বাজিলে যেমন,
স্বপ্ন সহ মিশাইয়া
পরাণেতে জড়াইয়া
জাগ্রত করিয়া চিত্ত পরশে শ্রবণ।

জয়ন্ত-শ্রুতি-কুহরে
তেমনি প্রবেশ করে
শচীর সে সুমধুর কোমল বচন;
উন্মীলিত-নেত্রে বসি
হেরি অস্তপ্রায় শশী
কহিলা জননী-পদ করিয়া বন্দন।

"প্রভাত হইল নিশি
প্রকাশিত পূর্ব্বদিশি
দেখ মাতঃ, চারু কান্তি অরুণের রাগে।
পুত্রে আশীর্ব্বাদ কর
না উঠিতে প্রভাকর
প্রবেশি সংগ্রামস্থলে দানবের আগে।"

দ্বিগুণ বিক্রমে এবে,
দানব আক্রমে দেবে,
ছাড়িয়া বিকট দর্পে গর্জ্জন ভীষণ,
দেবদৈত্যে যুদ্ধারব্ধ,
আবার ভুবন স্তব্ধ
শূন্যমার্গে অবিরত অস্ত্র-সংঘর্ষণ।

আবার কাঁপিল ধরা,
মূর্ত্তি ধরি ভয়ঙ্করা,
তুমুল যুদ্ধ-সঙ্কুল, ক্ষুব্ধ জলস্থল ,
দগ্ধ হ'ল তরুকুল,
বিচ্ছিন্ন পর্ব্বতমূল,
ভীষণ কর্কশ বেশ ধরে রণস্থল ॥

জয়ন্ত দানব-মাঝে.
যুঝিছে তেমনি সাজে,
যুঝিলা যেমন পূর্ব্বে বিনতা-তনয় ,
গরুত্মান্ মহাবীর
ফণীন্দ্রে করি অস্থির
প্রবেশে পাতালপুরে ভুজঙ্গমময়।

চারিদিকে আশীবিষ
ফণা ধরি অহর্নিশ.
গাঢ় অন্ধকারে করে বিকট গর্জ্জন,
গরুড় দুর্জ্জয় দর্পে,
ঝাপটে ঝাপটে সর্পে,
প্রসারি বিশাল পক্ষ করায় ঘূর্ণন ॥

এরূপে পর্ব্বাস্ত্র গত,
জয়ন্ত-শরে নিহত
আবার দানব পঞ্চ পড়িল ভূতলে—
পড়ে যথা ধরাধর
শৃঙ্গ ভাঙ্গি ভূমিপর,
ভূকম্পনে চলে জল উছলে উছলে ॥

তখন আক্রুদ্ধ-বেশ,
আকুঞ্চিত ভুরু-কেশ,
রুদ্রপীড় মুহূর্ত্তেক জয়ন্তে নিরখি,
ভীষণ হুঙ্কার-রবে,
শূন্যেতে তুলিয়া তবে,
প্রকাণ্ড দ্রুঘণ এক মুষ্টিতে থমকি ,
ঘুরায়ে ঘুরায়ে বেগে,
ঘোর শব্দ যেন মেঘে,
দুর্জ্জয় প্রচণ্ড তেজে করিল প্রহার।

না করিতে সংবরণ,
জয়ন্ত-অঙ্গে পতন,
হইল প্রকাণ্ড মূর্ত্তি শৈলের আকার॥

না সহি দুর্ব্বহ ভার,
অচল বিজলী-হার
বিচ্ছিন্ন হইলে যেন, পড়িল তেমন।
কিংবা যেন রাশীকৃত,
চন্দ্ররশ্মি শোভা-হৃদ
খসিয়া পৃথিবী-অঙ্গে হইল পতন !
শিরীষকুসুমস্তর,
যেন বা অবনীপর,
পড়িয়া রহিল মহী করিয়া শোভন,
দেখিতে দেখিতে দ্যুতি
নিমিষে মিশে তেমতি
ভস্মেতে অঙ্গার-দীপ্তি মিশায় যেমন !

মৃত্যুহীন দেবকায়া,
মূর্চ্ছাই মৃত্যুর ছায়া,
জয়ন্তে আচ্ছন্ন করি চেতনা হরিল ,
নিদ্রিত মানব যথা,
নিশ্চল হইল তথা,
রেণু-ধূসরিত তনু পড়িয়া রহিল।
উল্লাসে দানবদল,
জয়শব্দ-কোলাহল,
নিনাদে অবনী শূন্য কৈল বিদারণ ,
শিহরে যেমন প্রাণী
শববাহী হরিধ্বনি
গভীর নিশীথকালে করিয়া শ্রবণ ,

তেমতি সে ভয়ঙ্কর,
দানবের জয়-স্বর,
শুনিয়া শিহরে শচী অন্তরে পীড়িয়া,
চঞ্চল দামিনী যথা,
ইন্দ্রপ্রিয়া বেগে তথা,
হেরে আসি পুত্রতনু ধরাতে পড়িয়া।
"হা বৎস জয়ন্ত" বলি,
স্খলিত চরণে চলি,
ধাইয়া আসিয়া পার্শ্বে ধরিল তনয়,
কোলেতে করিয়া তনু,
ছিলাশূন্য যেন ধনু,
বদনে স্থাপিয়া দৃষ্টি স্পন্দহীন হয়।

একে একে বিশ্বনাথ বিশ্ববিশ্ব যত
দেখায়ে গৌরীরে তত্ত্ব কহেন বুঝায়ে,—
কি হেতু হইল সৃষ্টি কিরূপ প্রকারে,
পঞ্চভূত, আত্মা, মনঃ প্রকৃতি প্রথমা,
পরমাণু, পরমায়ু, উৎপত্তি, বিনাশ,
কাল, পরকাল, ভাগ্য, বিধি-সংস্থাপনা
পুরুষ-প্রকৃতিভেদ হৈল কিবা হেতু
হইল বা কতকাল কিরূপ সে ভেদ,
ছিল কিংবা নাহি ছিল সে ভেদ আদিতে
হইবে কি না হইবে পুনঃ সে অভেদ।
কত রাজ্য, কোন্ বিশ্ব বিরাজে কি ভাবে
সৃষ্টির প্রারম্ভে মূর্ত্তি স্থিতি কি প্রকারে,
কেন বা জগৎ-গর্ভে সকলি অস্থায়ী,
সদা পরিবর্ত্তনীল জড় কি চেতন।
কিরূপে অতুল সৃষ্টি জীবের অঙ্কুর
হইল আদি মুহূর্ত্তে, বিনাশন যবে
কোথায় কি ভাবে রবে পরমাণুকুল,
জীবাত্মা অনিত্য কিবা নিত্য চিরদিন।
এই বিশ্ব সুপ্রত্যক্ষ—এ সৌর জগৎ—
বর্ত্তমান কত কাল থাকিবে এ আর;
নরদেহধারী প্রাণী মনুজ আখ্যাত
ধরিবে কি মূর্ত্তি পুনঃ কল্পান্তর পরে।
পাপ পুণ্য কিসে হয়, দুষ্কৃতি, সুকৃতি,
অদৃষ্ট-অধীনগণে ঘটে কি প্রকারে;
সুখ হৈতে মানবের দুঃখ-পরিমাণ
গুরুতর কেন এত জগতীমণ্ডলে!
অন্য জীব-আত্মা আর নরের আত্মায়,
কি ভেদ, কি ভেদ দেব-মানবসন্তানে,
দুঃখ-সুখ ভোগাভোগ মুক্তি বা নির্ব্বাণ,
দেবতা মানব দৈত্য ভিতরে কি ভেদ।
এইরূপ দেব নর চিন্তার অতীত
নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণীত করি ব্যোমকেশ
কহিছেন ভবানীরে ব্রহ্মাণ্ড দেখায়ে,
শুনিছেন কাত্যায়নী চিত্ত প্রফুল্লিত।
এরূপে ব্যাপৃত হৈমবতী মহেশ্বর
মহাঘোর শূন্য-গর্ভ কৈলাস-ভিতরে;
হেনকালে সুরপতি আসিয়া সেথায়
সম্ভ্রমে বন্দিলা উমা উমাপতি হরে।
বাসবে দেখিয়া দুর্গা মধুর-বচনে
কুশল জিজ্ঞাসি তারে কৈল সম্ভাষণ,
জিজ্ঞাসিলা—"কি কারণে গত এত কাল,
না আইলা পুরন্দর কৈলাসপুরীতে?
কি হেতু মলিন দেহ বদন বিরস?
সর্ব্বাঙ্গ বিমর্ষ শুষ্ক সমাধিতে যেন,
কিংবা যেন রণস্থলে ছিলে কত কাল—
কি বিপদ্ উপস্থিত আবার ত্রিদিবে।"
কহিলা মেঘবাহন—"হে আদ্যা প্রকৃতি,
ভুলিলা কি সর্ব্বকথা—দেবের দুর্দ্দশা?
কি করিলা বৃত্রাসুর মহেশ্বর-বরে,
কিরূপে অমরাবতী জিনিলা প্রতাপে?
দেবগণ স্বর্গচ্যুত জ্যোতিঃশূন্য দেহ,
শিবদত্ত মহাশূল-আঘাতে তাড়িত,
ত্রাণ পায় কোনমতে পাতালে পশিয়া,
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দৈত্যের আবাস।
শচী বৈজয়ন্তহারা ভ্রমিছে ধরায়,
অরণ্যে নিবাস নিত্য অহর্নিশ কাল;
অন্য দেবীগণ যত স্বর্গচ্যুত সবে,
না জানি কি ভাবে কোথা আছে লুকাইয়া,
ত্রিদিব-বিজয়াবধি নিয়তি-পূজায়
নিমগ্ন ছিলাম আমি কুমেরু-জঠরে
পরাজিত, পরাশ্রিত শত্রু-তিরস্কৃত—
বিপদ্ ইহায় হ'তে কি আর ভবানি?
ভুলিলা কি মহেশ্বরি, মহেশের মত,
সুরবৃন্দে একেবারে? ভুলিলা বাসবে?
ভুলিলা কি ইন্দ্রাণীরে? পর্ব্বতনন্দিনি,
পার্ব্বতি, ভুলিলা কি গো পুত্র ষড়াননে?
জানি নাই ভাবি নাই বিপদ নূতন
হৈল কি না উপস্থিত অন্য কিছু আর—
নিয়তি-আদেশে নিত্য অন্তরীক্ষপথে
চলেছি ক্রমশঃ এই কৈলাস উদ্দেশে।"
ভবানী কহিলা—"সত্য ওহে ভগবান্,
ভ্রান্ত হয়ে এত দিন তত্ত্ব-আলাপনে
ছিলাম ঈশান সঙ্গে রত এইরূপে।—
জান ত আনন্দ কত সে তত্ত্ব-শ্রবণে।
কি কব মৃত্যুঞ্জয়ে সদা আশুতোষ,
যে যাহা বাসনা করে না ভাবি পশ্চাৎ
দেন তারে অচিরাৎ বর আকাঙ্ক্ষিত,
আপনি নিমগ্ন সদা এই চিন্তাসুখে।
এতক্ষণ ইন্দ্র তুমি উপস্থিত হেথা,
কথোপকথন এত তোমায় আমার,

হের সে নিবিষ্টচিত্ত তথাপি ধেয়াতি
উমাপতি সমতার—সংজ্ঞা-বিরহিত।
অমরে যন্ত্রণা এত দিল বৃত্রাসুর;
আহা, ইন্দ্র, এত কষ্ট ভুঞ্জিলা হে তুমি!
শচীর ধরায় বাস অরণ্য-ভিতরে।
কার্ত্তিকেয় মহামূর্চ্ছা-যাতনা-পীড়িত!
ইন্দ্র, আমি এইক্ষণে কহিব শঙ্করে,
তাঁর আশীর্ব্বাদ-পুষ্ট দৈত্য দুরাচার
উচ্ছিন্ন করিল স্বর্গ দেবে তিরস্কারি,
করেন এখনি দৈত্য-নিধন-উপায়।"
এত কহি কাত্যায়নী চাহি মহাদেবে
কহিলা—"শঙ্কর, হের আইলা বাসব
কৈলাসভবনে, দেব, তোমার আশ্রয়ে,
তব বরপুষ্ট বৃত্র দৈত্যের পীড়নে।
হে শূলিন্, সদা তুমি এরূপে বিভ্রাট,
ঘটাও অমরবৃন্দে দৈত্য আশ্বাসিয়া,
দেখ স্বর্গরাজ্য এবে হয় ছারখার—
দানব-দৌরাত্ম্যে, দেব না পারে তিষ্ঠিতে।
মায়া নাই, দয়া নাই, স্নেহ-বিরহিত,
দেব-দেবীগণে সবে নিক্ষেপি বিপদে,
ভুলিয়া আপন পুত্র পার্ব্বতী-তনয়ে,
আছ নিত্য ধ্যান সুখে সদা নিমীলিত।
রাখিতে না পার যদি সৃষ্টির নিয়ম,
আশু তুষ্ট হয়ে তবে কেন দুষ্ট জনে
বর দিয়া পাড় এত বিষম উৎপাত?
উমাপতি; কর বৃত্র-নিধন-উপায়।"
ত্রিপুর-অন্তক শম্ভু শিবানীরে চাহি
কহিলা—"হে হৈমবতি, বৃত্রের সংহার
এখন (ও) কি না হইল? পাপিষ্ঠ দনুজ
এখন (ও) কি সুরবৃন্দে করে নিপীড়ন?
রহ গৌরি, ক্ষণকাল" বলি চিন্তা করি,
কহিলেন শূলপাণি—"শুন হে বাসব,
[illegible]অবসান তব হইবে সত্বর,
[illegible] নিধন ব্রহ্মদিবা-অবসানে!"
ইন্দ্র কহে—"দেবদেব, জানি সে সংবাদ,
[illegible] বুঝিয়া বহুকষ্টে বহুকাল,
[illegible] তাহার এবে এসেছি কৈলাসে,
[illegible]বিনাশের প্রথা জানিতে বিশেষ,
[illegible] যাতনা, দেব, পারিনে সহিতে,
বাসবের বলবীর্য্য নহে অবিদিত,
ত্র্যম্বক, তোমার আর উমার নিকটে।
আপন শক্তিয়া ব্যক্ত করিতে আপনি,
না পারি—নাহি সম্ভবে আপন্মুখে কভু—
ত্রিপুরারি, তবু চিত্ত-বেদনায় বেগ
দমন করিতে নারি চেষ্টা করি কত।
ছিলাম স্বর্গের পতি সুরেন্দ্র বিখ্যাত,
অসুরের রণে কভু নহে পরাজয়,
আজি সেই ইন্দ্রত্ব মম বৃত্রাসুরে দিয়া,
ভ্রমি সেই নানা স্থানে ভিক্ষুক সদৃশ।
এ কোদণ্ড-তেজে দৈত্য না বধিয়ে, ত্রাসে,
বৃত্র কি সে অস্ত্রাঘাত সহিত আজি?
কি কব, করিলা যুদ্ধে অভেদ্য তাহারে
আপন ত্রিশূল দৈত্যে দিয়া শূলপাণি।"
কহিতে কহিতে ইন্দ্র কৈলা আকর্ষণ
ভীমতেজে আপনার ভীষণ কার্ম্মুক,
ইন্দ্রের পরশে গাঢ় চমকে চমকে,
জ্বলিতে লাগিল তাহে জ্যোতিঃ অপরূপ।
সামান্য মানবকুলে বীর যেবা হয়,
অরাতির দত্ত তার চিত্তের গরল,
পতঙ্গকীটের তুল্য নহে সে পরাণী,
শত্রু-নির্য্যাতনে মৃত্যু সেও চাহে কভু।
মহাবীর্য্যবান্ ইন্দ্র দেবের প্রধান—
দনুজ-বিজিত হয়ে, হৃতি-প্রজ্বলিত
বহ্নিতুল্য চিত্ততাপে দগ্ধ নিরন্তর,
হৃদয়ের দীপ্ত জ্বালা বাক্যেতে প্রকাশে।
শুনি উমা, উমাপতি আকৃষ্ট হইয়া,
ইন্দ্রের কাতর-উক্তি চিত্তে তীব্র বেগ,
হেনকালে অকস্মাৎ ব্যোমকেশ-জটা
ঈষৎ কাঁপিল শীর্ষে শঙ্করে চেতায়ে।
খসিয়া পড়িল ধনু আখণ্ডল-করে,
উমার অশ্রুর বিন্দু গণ্ডেতে ঝরিল,
সহসা উদ্বেগ চিত্তে হইল সবার,
বিপদে পড়িছে যেন অনুগত কেহ।
জিজ্ঞাসিলা মহেশ্বর চাহিয়া উমারে—
"কেন হৈমবতি, কেন হয় অকস্মাৎ?
বিপদে স্মরণ, শিবে, করিছে কেহ বা!
সহসা [illegible] জটা কাঁপিছে কি হেতু
[illegible]
[illegible]

বিপদে পড়িয়া ঘোর দৈত্যের পীড়নে,
নৈমিষ হইতে দৈত্য করিছে হরণ।"
ভবানীর বাক্যারম্ভে দেবেন্দ্র বাসব
জানিতে পারিয়া সর্ব্ব, ছাড়ি হুহুঙ্কার,
তুলিয়া কার্ম্মুক শূন্যে—দিব্য জ্যোতির্ম্ময়
স্বর্গ-অভিমুখে শীঘ্র হইলা ধাবিত।
"তিষ্ঠ, ইন্দ্র, ক্ষণকাল" বলিয়া মহেশ
হস্ত প্রসারিয়া তারে কৈলা নিবারণ।
শিব-করে আকর্ষিত হয়ে আখণ্ডল,
গর্জ্জিতে লাগিলা যেন ক্রোধিত অর্ণব—
যবে বাত্যা-উত্তেজিত মেদিনী গ্রাসিয়া,
ধায় ক্রোধে যাদঃপতি, অবরোধে যদি
সে বেগ নিবারি অঙ্গে উচ্চ শৈলকুল,
বেষ্টি চতুর্দ্দিক দৃঢ় পাষাণ ভিত্তিতে।
গর্জ্জি হেন ক্ষণকাল শান্তভাবে কিছু,
কহিলা—"ধূর্জ্জটি, তৃপ্ত নহ কি অদ্যাপি?
যা ছিল ইন্দ্রের শেষ তাহাও দনুজে
সমর্পিলা এত দিনে মৃত্যুঞ্জয়ী দেব?
পুত্র মূর্চ্ছাগত, পত্নী দৈত্য-অপহৃত,
বক্ষা হেতু যাই তারে করহ নিষেধ?
বাসনা কি, শিব, তব ইন্দ্রের লাঞ্ছনা
। থাকিতে বাকি কিছু বৃত্রাসুর-কাছে,
কন তবে সৃষ্টিমাঝে রেখেছ অমর?
কন এ ব্রহ্মাণ্ড যত বিধি বিরচিত
াহি চূর্ণ কর তবে? —কেন হে বিধাতঃ,
বিলে দেবের সৃষ্টি যন্ত্রণা ভুগিতে?
াবের শিবত্ব শুধু এই কি কারণে?
ামরে অপ্রীতি সদা সম্প্রীতি অসুরে?
ই কি সে সর্ব্বজন-পূজিত শঙ্কর?
জনের অশ্রু যার মিত্র-আচরিত?
াহি চাহি কোন ভিক্ষা, না চাহি জানিতে
বধ কি উপায়ে, ছাড়হ আমায়,
দণ পশুপতি, এবে কোদণ্ড-সহায়ে
কা ইন্দ্র কি সাধিতে পারে স্বর্গপুরে।"
ইন্দ্রের ভর্ৎসনা শুনি ত্রিপুর-অন্তক
াইলা আনিতে শূল বীরভদ্রে চাহি,
হিলা বাসবে, "শান্ত হও, সুরপতি,
াচীর স্মরণে চিত্ত হয়েছে ব্যাকুল।
ন্ত দর্প দনুজের অমরা হরিয়া,
মরাবতীর শোভা—শচী পুলোমজা—

পরশে শরীর তার?—হায় বৃত্রাসুর,
শিবের প্রদত্ত বর ঘৃণিত করিলি?"
বলিতে বলিতে ক্রোধ হইল মহেশে,
ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ব যত শূন্যে মিশাইল,
পরশিল জটাজূট অনন্ত আকাশে,
গরজিল শিরে গঙ্গা বিভীষণ নাদে।
গর্জ্জিলা তেমতি যথা হিমাদ্রি বিদারি
ভাগীরথী ধায় মর্ত্ত্যে গোমুখী-গহ্বরে,
জ্বলিল ললাট-বহ্নি প্রদীপ্ত-শিখায়,
বহ্নিময় হৈল সেই শূন্যব্যাপী দেশ,
ধরিলা সংহার-মূর্ত্তি, রুদ্র ব্যোমকেশ,
গর্জ্জিয়া সংহার-শূল করিয়া ধারণ,
তুলিলা বিষাণ তুণ্ডে দীপ্ত শ্বেত-তনু,
অনল-সমুদ্রে যেন ভাসিল মৈনাক।
ভয়ে পুরন্দর শীঘ্র সম্মুখ ছাড়িয়া
ঈশানী-পশ্চাতে আসি কৈলা অধিষ্ঠান,
বীরভদ্র সন্ত্রাসিত দাঁড়াইলা দূরে,
পার্ব্বতী ঈশানে উচ্চ কহিলা সম্ভাষি—
"সংবর-সংবর দেব সংহার-ত্রিশূল,
না কর বিষাণে ঘোর প্রলয়ের ধ্বনি,
অকালে হইবে সর্ব্বসৃষ্টি বিনাশন,
সংবরণ কর শীঘ্র সংহার-মূরতি।
কি দোষ করিলা কহ বিশ্ববাসিগণ?
কি দোষ করিলা অন্য প্রাণী যে সকল?
কোন্ দোষে দোষী, দেব, দেবতা মানব,
একা বৃত্রে বিনাশিতে বিশ্ব ধ্বংস কর?
কহ ইন্দ্রে বৃত্রনাশ-বিধি, ত্রিপুরারি,
নিক্ষেপে সংহারশূল সৃষ্টিনাশ হবে,
ভবিতব্য-লিপি দেব, না কর খণ্ডন,
সংবর সংহার-মূর্ত্তি ঈশ উমাপতি।"
পার্ব্বতী-বাক্যেতে রুদ্র ত্যজি উগ্র বেশ,
ধরিলা আবার পূর্ব্ব প্রশান্ত মূরতি—
রজত গিরি-সন্নিভ, ধবল অচল
ভূষিয়া পরশে যথা হিমানীর কণা।
সহাস্য-বদনে ইন্দ্রে সম্ভাষি কহিলা—
"আখণ্ডল, বৃত্রবধ অনুচিত মম,
পার্ব্বতী কহিলা সত্য এ শূল-নিক্ষেপে,
সমূহ ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হবে অকস্মাৎ।
পুরন্দর, ভাগ্যে তার মৃত্যু তব হাতে,
যাও শীঘ্র দধীচি মুনির সন্নিধানে,

কহিলা জিনিতে যত পাইলা আয়াস,
আনিলা যেরূপে শচী করিলা প্রকাশ।
শুনিয়া ঐন্দ্রিলা মহা আনন্দে মগন,
মুখঘ্রাণ লয়ে শীর্ষ করিলা চুম্বন,—
কেমন দেখিতে শচী, কিরূপ বরণ,
কিরূপ আকৃতি, কিবা অঙ্গের গঠন;
কিরূপ বসন-ভূষা, চলন কিরূপ,
কত বয়ঃ, কার মত কিবা তার রূপ,
হাব-ভাব, হাসি-ভঙ্গী, নাসা, ওষ্ঠাধর,
বক্ষ, বাহু, কটি, উরু, অঙ্গুলী, নখর,
দেখিতে কিরূপ— জিজ্ঞাসয়ে শতবার,
জিজ্ঞাসয়ে কেশপাশ ভুরু কি প্রকার,
তিল তিল করি শচীরূপের বর্ণন,
শতবার শতচ্ছলে করিলা শ্রবণ।

রুদ্রপীড় কহে "শচী অতি রূপবতী,
বর্ণিতে সে রূপ নাহি আইসে ভারতী;
রূপ হ'তে গাম্ভীর্য্য গভীর অতিশয়,
ক্ষণিক আমার (ই) চিত্তে সম্ভ্রম উদয়;
বসিল নৈমিষে যবে পুত্র কোলে করি,
দেখিয়া সে মূর্ত্তি চিত্ত উঠিল শিহরি,
দেবী বটে, বটে শচী শক্রর বনিতা,
তথাপি সে মূর্ত্তি চিত্তে আছে প্রভাবিতা।"

শুনিয়া উথলে ঐন্দ্রিলার চিত্তবেগ,
বদন ঢাকিল যেন ঘোরতর মেঘ।
বহুদিন হ'তে শচীরূপের গরিমা,
বহুদিন হ'তে তার গর্ব্বের মহিমা,
শুনিত ঐন্দ্রিলা পূর্ব্বে কখন কদাচ,
আঁচে শুনা, আঁচে জানা কটুতার আঁচ,
পরাণে আছিল অগ্রে শুনিত ভুলিত;
শচীও না ছিল কাছে ধরাতে থাকিত,
এবে নিত্য নিত্য তার শুনি রূপগুণ,
হৃদয়ে জ্বলিল তার জ্বলন্ত আগুন।
হিংসার ভাজন যদি থাকে বহুদূরে,
হিংসকের চিত্ত তবু কালকূটে পূরে,
নিকটে আসিলে বিষ উথলে তখন,
অসহ্য হৃদয়ে জ্বলে চিতার দহন।
আছিল বিশ্বাস অগ্রে গরবে কেবল,
শচীর সুখ্যাতি ব্যাপ্ত ত্রিলোকমণ্ডল;
সৌরভ যে এত তার মাধুর্য্য নির্ম্মল,
না জানিত, এবে শুনি হইল পাগল।

তাহে পুত্র-মুখে তার রূপের বাখানি—
জ্বলন্ত গরলে যেন পূরিল পরাণী।
লুকাইতে ঈর্ষাবেগ না পারিয়া আর,
তনয়েরে কহে দর্পে নখে ছিঁড়ি হার—
"যে আইসে সেই কহে এমন তেমন,
রতি কহে নাহি শচীরূপের তুলন।
সত্যই কি শচী তবে এতই রূপসী?
আমার অঙ্গের বর্ণ তার অঙ্গে মসী?
আমার এ কেশ, তার কুন্তল-তুলায়,
চারুতায় মৃদুতায় শুনি লজ্জা পায়?
এ শরীরে নাহি তার দেহের গরিমা?
এ গ্রীবাতে নাহি সেই গ্রীবার ভঙ্গিমা?
জানে না চরণ মম চলন-প্রণালী?
সিংহীর চলন তার আমি সে শৃগালী?
শুন হে দানবপতি, শুন তোমা কহি,
আর সে তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না সহি,
এখনি আনহ শচী কিঙ্করীর বেশে,
দাঁড়াক আসিয়া পার্শ্বে রূপব্যাখ্যা শেষে,
রূপ আছে আছে তার রূপ কেবা চায়,
দেখি আগে কেমনে সে চামর ঢুলায়,
দেখি আগে হাত দিয়ে তাম্বূল-আধার,
দেখি সে কেমন জানে অঙ্গের সংস্কার,
কেমনে পরায় বাস, সাজায় ভূষণ,
জানে কি না ভালরূপে কবরী-রচন;
জানে যদি ভালমত হাব-ভাব হাস,
রাখিব নিকটে তায় শিখাবে বিলাস,
নতুবা যেমন সিংহী—সিংহীর আচারে
থাকিবে পিঞ্জরাগারে চতুষ্পথ ধারে,
দেখাইতে আছে রূপ, দেখাইবে সবে,
পাবে সুখ রূপব্যাখ্যা পথিকের রবে,
আন তারে দৈত্যপতি, বিলম্ব না কর,
চল আজি মহোৎসবে সুমেরু-শিখর,
পশ্চাতে চলুক মম শচী গরবিণী,
হইয়া বসন-ভূষা-তাম্বূলবাহিনী;
দেখুক দানব সবে গৌরব কাহার—
পুলোম-দুহিতা কিবা বৃত্র মহিলার।"

শুনিয়া জননী-বাক্য বিনীত-বচনে,
রুদ্রপীড় কহে—"মাতঃ, খেদ কি কারণে
দাসী হ'তে আসিয়াছে, হইবে সে দাসী
মহত্ত্ব হারাও কেন লঘুত্ব প্রকাশি?"

পুত্রের বচনে চাহি ব্যাঘ্রীর সদৃশ,
কটাক্ষ করিয়া কূট, নেত্র অনিমিষ ;
ঐন্দ্রিলা কহিলা—"পুত্র, তুমি শিশু অতি,
কি জানিবে আমার এ চিত্তের যে গতি ?
এমন কি পারে কভু শিখর পরশে ?
গরুড়ের নীড়ে সাধ করে কি বায়সে ?
নারীমাঝে আমা হ'তে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ—
হৃদে জ্বলে হলাহল —সে যদি না মম
কাছে থাকি সেবা করে কিঙ্করীর সম ;
শুন কহি ঐন্দ্রিলার সুদৃঢ় বচন—
অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ।"
কৈলাসে ঐন্দ্রিলাবাক্য শুনিলা ঈশানী ;
শচীরে ভাবিয়া হৈল আকুল পরাণী।
কহিলা মহেশে, মহেশের ক্রোধানল
জ্বলিল প্রদীপ্ত করি গগনমণ্ডল,
বাজিল প্রলয়-শৃঙ্গ শ্রুতি-বিদারণ,
বহিল ঘন হুঙ্কারে ভীষণ পবন ;
সংহার-ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্তপুরে।
চমকিত ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ,
অতল ছাড়িয়া কূর্ম্ম উঠে অদিবৎ,
বাসুকি গুটায় ফণা মেদিনী কম্পিত,
উত্তাল কল্লোলময় সিন্ধু বিধূনিত,
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জ্জন,
সদ্যোজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয় ;
বিদীর্ণ বিমানমার্গ গিরিশৃঙ্গ পড়ে,
চেতনে জড়ের গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে ;
টলমল টলমল ত্রিদশ-আলয়,
মূর্চ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা উদয়,
দোদুল্য সঘনে শঙ্গ সুমেরু-শিখর,
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর।
ঐন্দ্রিলার হস্ত হ'তে খসিল কঙ্কণ,
রুদ্রপীড়-অঙ্গে হৈল লোম-হরষণ,
নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল,
"রুদ্রের ক্রোধাগ্নি-চিহ্ন" জানিয়া উঠিল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

কহিলা জিনিতে যত পাইলা আয়াস,
আনিলা যেরূপে শচী করিলা প্রকাশ।
শুনিয়া ঐন্দ্রিলা মহা আনন্দে মগন,
মুখঘ্রাণ লয়ে শীর্ষ করিলা চুম্বন ,—
কেমন দেখিতে শচী, কিরূপ বরণ,
কিরূপ আকৃতি, কিবা অঙ্গের গঠন ;
কিরূপ বসন-ভূষা, চলন কিরূপ,
কত বয়ঃ, কার মত কিবা তার রূপ ,
হাব-ভাব, হাসি-ভঙ্গী, নাসা, ওষ্ঠাধর,
বক্ষ, বাহু, কটি, উরু, অঙ্গুলী, নখর,
দেখিতে কিরূপ— জিজ্ঞাসয়ে শতবার,
জিজ্ঞাসয়ে কেশপাশ ভুরু কি প্রকার ;
তিল তিল করি শচীরূপের বর্ণন,
শতবার শতচ্ছলে করিলা শ্রবণ।
রুদ্রপীড় কহে "শচী অতি রূপবতী,
বর্ণিতে সে রূপ নাহি আইসে ভারতী ;
রূপ হ'তে গাম্ভীর্য্য গভীর অতিশয়,
ক্ষণিক আমার (ই) চিত্তে সম্ভ্রম উদয় ;
বসিল নৈমিষে যবে পুত্র কোলে করি,
দেখিয়া সে মূর্ত্তি চিত্ত উঠিল শিহরি ;
দেবী বটে, বটে শচী শক্রর বনিতা,
তথাপি সে মূর্ত্তি চিত্তে আছে প্রভান্বিতা।"
শুনিয়া উথলে ঐন্দ্রিলার চিত্তবেগ ;
বদন ঢাকিল যেন ঘোরতর মেঘ।
বহুদিন হ'তে শচীরূপের গরিমা,
বহুদিন হ'তে তার গর্ব্বের মহিমা,
শুনিত ঐন্দ্রিলা পূর্ব্বে কখন কদাচ,
আঁচে শুনা, আঁচে জানা কটুতার আঁচ ,
পরাণে আছিল অগ্রে শুনিত ভুলিত ;
শচীও না ছিল কাছে ধরাতে থাকিত ;
এবে নিত্য নিত্য তার শুনি রূপগুণ,
হৃদয়ে জ্বলিল তার জ্বলন্ত আগুন।
হিংসার ভাজন যদি থাকে বহুদূরে,
হিংসকের চিত্ত তবু কালকূটে পূরে ;
নিকটে আসিলে বিষ উথলে তখন,
অসহ্য হৃদয়ে জ্বলে চিতার দহন।
আছিল বিশ্বাস অগ্রে গরবে কেবল,
শচীর সুখ্যাতি ব্যাপ্ত ত্রিলোকমণ্ডল ;
সৌরভ যে এত তার মাধুর্য্য নির্ম্মল,
না জানিত, এবে শুনি হইল পাগল।

তাহে পুত্র-মুখে তার রূপের বাখানি—
জ্বলন্ত গরলে যেন পূরিল পরাণী।
লুকাইতে ঈর্ষাবেগ না পারিয়া আর,
তনয়েরে কহে দর্পে নখে ছিঁড়ি হার—
"যে আইসে সেই কহে এমন তেমন,
রতি কহে নাহি শচীরূপের তুলন।
সত্যই কি শচী তবে এতই রূপসী ?
আমার অঙ্গের বর্ণ তার অঙ্গে মসী ?
আমার এ কেশ, তার কুন্তল-তুলায়,
চারুতায় মৃদুতায় শুনি লজ্জা পায় ?
এ শরীরে নাহি তার দেহের গরিমা ?
এ গ্রীবাতে নাহি সেই গ্রীবার ভঙ্গিমা ?
জানে না চরণ মম চলন-প্রণালী ?
সিংহীর চলন তার আমি সে শৃগালী ?
শুন হে দানবপতি, শুন তোমা কহি,
আর সে তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না সহি,
এখনি আনহ শচী কিঙ্করীর বেশে,
দাঁড়াক আসিয়া পার্শ্বে রূপব্যাখ্যা শেষে ,
রূপ আছে আছে তার রূপ কেবা চায়,
দেখি আগে কেমনে সে চামর ঢুলায় ,
দেখি আগে হাত দিয়ে তাম্বূল-আধার,
দেখি সে কেমন জানে অঙ্গের সংস্কার ,
কেমনে পরায় বাস, সাজায় ভূষণ,
জানে কি না ভালরূপে কবরী-রচন ;
জানে যদি ভালমত হাব-ভাব হাস,
রাখিব নিকটে তায় শিখাবে বিলাস,
নতুবা যেমন সিংহী—সিংহীর আচারে
থাকিবে পিঞ্জরাগারে চতুষ্পথ ধারে ,
দেখাইতে আছে রূপ, দেখাইবে সবে,
পাবে সুখ রূপব্যাখ্যা পথিকের রবে ,
আন তারে দৈত্যপতি, বিলম্ব না কর,
চল আজি মহোৎসবে সুমেরু-শিখর ,
পশ্চাতে চলুক মম শচী গরবিণী,
হইয়া বসন-ভূষা-তাম্বূলবাহিনী ;
দেখুক দানব সবে গৌরব কাহার—
পুলোম-দুহিতা কিবা বৃত্র মহিলার।"
শুনিয়া জননী-বাক্য বিনীত-বচনে,
রুদ্রপীড় কহে—"মাতঃ, খেদ কি কার
দাসী হ'তে আসিয়াছে, হইবে সে দা
মহত্ত্ব হারাও কেন লঘুত্ব প্রকাশি ?"

পুত্রের বচনে চাহি ব্যাঘ্রীর সদৃশ,
কটাক্ষ করিয়া কূট, নেত্র অনিমিষ ;
ঐন্দ্রিলা কহিলা—"পুত্র, তুমি শিশু অতি,
কি জানিবে আমার এ চিত্তের যে গতি ?
এমন কি পারে কভু শিখর পরশে ?
গরুড়ের নীড়ে সাধ করে কি বায়সে ?
নারীমাঝে আমা হ'তে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ—
হৃদে জ্বলে হলাহল —সে যদি না মম
কাছে থাকি সেবা করে কিঙ্করীর সম ;
শুন কহি ঐন্দ্রিলার সুদৃঢ় বচন—
অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ।"
কৈলাসে ঐন্দ্রিলাবাক্য শুনিলা ঈশানী ;
শচীরে ভাবিয়া হৈল আকুল পরাণী।
কহিলা মহেশে, মহেশের ক্রোধানল
জ্বলিল প্রদীপ্ত করি গগনমণ্ডল,
বাজিল প্রলয়-শৃঙ্গ শ্রুতি-বিদারণ,
বহিল ঘন হুঙ্কারে ভীষণ পবন ;
সংহার-ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্তপুরে।
চমকিত ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ,
অতল ছাড়িয়া কূর্ম্ম উঠে অদ্রিবৎ,
বাসুকি গুটায় ফণা মেদিনী কম্পিত,
উত্তাল কল্লোলময় সিন্ধু বিধূনিত,
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জ্জিল,
সদ্যোজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয় ;
বিদীর্ণ বিমানমার্গ গিরিশৃঙ্গ পড়ে,
চেতনে জড়ের গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে,
টলমল টলমল ত্রিদশ-আলয়,
মূর্চ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা-উদয়,
দোদুল্য সঘনে শৃঙ্গ সুমেরু-শিখর,
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর।
ঐন্দ্রিলার হস্ত হ'তে খসিল কঙ্কণ,
রুদ্রপীড়-অঙ্গে হৈল লোম-হর্ষণ,
নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল,
"রুদ্রের ক্রোধাগ্নি-চিহ্ন" জানিলা উঠিল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

বৃত্র-সংহার

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বাদশ সর্গ

কহ, মাতঃ শ্বেতভুজে, স্বয়ম্ভুনন্দিনি,
কি হইল অতঃপর বৈজয়ন্তধামে?
শিবের ক্রোধাগ্নি-শিখা ব্যাপি ব্যোমদেশ,
ত্রাসিত করিলা যবে ত্রৈলোক্যমণ্ডল।
কি করিলা বৃত্রাসুর, কি ভাবিলা চিতে,
শুনিয়া সে ভয়ঙ্কর প্রলয়-বিষাণ?
দাম্ভিকা গন্ধর্ব্ব-বালা দৈত্যেন্দ্র-মহিষী
সে দৈব উৎপাতে কহ, চিত্তে কি ভাবিলা?
ইন্দ্রপুরী প্রবেশিয়া পুলোমনন্দিনী
যাপিলা কিরূপে কাল রিপুদলমাঝে?
কি করিলা দেবগণ দানবে দণ্ডিতে?
কিরূপে যুঝিলা স্বর্গ, শচী উদ্ধারিতে?
কেমনে দেবেন্দ্র ইন্দ্র, অভীষ্ট সাধিতে,
লভিল দধীচি-অস্থি? বিশ্বকর্ম্মা তায়
কিরূপে গঠিলা বজ্র ভীম প্রহরণ?
বধিলা কিরূপে ইন্দ্র বৃত্র মহাসুরে?
কহ, মাতঃ, অমরার কোন্ স্থানে এবে
শিবশক্তিধর বৃত্র?—কি চিন্তা-পীড়িত?
শূন্য কেন বৈজয়ন্ত-সভাগৃহ আজি?
হে দেবি, করিয়া দয়া কহ সে ভারতী।
উত্তুঙ্গ সুমেরু-শৃঙ্গ উঠেছে যেখানে
অনন্ত গগনমার্গে—স্বর্গ-শোভা করি,
মস্তকে বিশাল শৃঙ্গ ধরি যেন সুখে,
হর্ষে হাসিতেছে নিজ সামর্থ্য নিরখি,
শূল হস্তে দৈত্যপতি একাকী সেখানে
দাঁড়ায়ে ভূধর-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া,
একদৃষ্টি শূন্যদেশে কটাক্ষ হানিছে—
যেখানে শিবের ক্রোধ-বহ্নি দেখা দিল।
অপূর্ব্ব দেখিতে চিত্র। সুমেরু-অচলে
বৃত্রের বিশাল বপুঃ, গিরি যেন কোন (ও)
অন্য কোন গিরি-অঙ্গে পড়েছে হেলিয়া,
পরীক্ষা করিছে শক্তি দেহে কার কত।
ভীমদৃষ্টি ভয়ানক কুঞ্চিত ভ্রূভাগ,
তিমিরে আচ্ছন্ন মুখ তিন চক্ষু জ্বলে,
মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন গগন গম্ভীর
বিদ্যুতের ছটা ধরি! ভাবে বৃত্রাসুর—
"শিবের ক্রোধাগ্নি কি এ? শিবের বিষাণ
গর্জ্জিল কি ঐখানে ত্রৈলোক্য কাঁপায়ে?
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্রে—জানাতে তাহারে
তাহার দিবস-অন্ত? কৃতান্ত-শর্ব্বরী
আসিছে তমসা জালে ঢাকিতে দানবে?
দর্পে যার প্রকম্পিত পল্লবের প্রায়,
ভূলোক, দ্যুলোক, শূন্য! ভুজবলে যার
স্বর্গে মর্ত্ত্যে দৈত্যনাম নিত্যপূজনীয়!
মুণ্ড কাটি করি তপ কত কল্পকাল,
গঙ্গাধরে তুষ্ট করি অভীষ্ট লভিনু!
সিদ্ধ হৈনু শিব-বরে খ্যাতি ত্রিভুবনে—
সে সৌভাগ্য-শিখা এবে হবে কি নির্ব্বাণ
পণ্ড শিব-আরাধনা! সামর্থ্য নিষ্ফল!
অবিশ্রান্ত রণ-ক্লেশ অশেষ যাতন,
দুর্ব্বার সংহার-শূল শঙ্কর-অর্পিত,
সব ব্যর্থ?—দৈব-বহ্নি ঘোষিল কি ইহা?
অথবা উন্মত্ত আমি অলীক আতঙ্কে
ভ্রান্ত হয়ে ভাবি মনে—তবে কি কারণ
সহসা ত্রিনেত্রে মম পলক পড়িল?
শিব-ক্রোধানল ভিন্ন বৃত্র ভীত কিসে?
হবে বা দয়ার্দ্রচিত্ত দেব আশুতোষ
ক্রুদ্ধ হৈলা ইন্দ্রজায়া শচীর হরণে?

জানাইলা রোষ তাঁর—ভক্তপ্রিয় দেব
জ্বালাইয়া ক্রোধানল গগনমণ্ডলে ?
এত ভাবি দৈত্যপতি নিশ্বাসি গভীর
কটাক্ষ হানিলা তীব্র শূন্যেতে আবার,
নমিলা উদ্দেশে রুদ্রে শিবদত্ত শূলে,
সম্ভ্রমে পূজিয়া যত্নে ফিরিলা আলয়ে।
ইন্দ্রপুরী-দ্বারে দৈত্য, ঐন্দ্রিলা সুন্দরী,
দ্রুত কৈলা আলিঙ্গন দানবে দেখিয়া,
সাদর সন্তাষ মুখে নেত্রে প্রেমশিখা,
যতনে ধরিলা হস্ত অপাঙ্গ হেলায়ে।
দৈত্যনাথ চিন্তা-মগ্ন না কৈল উত্তর।
চতুরা ঐন্দ্রিলা ভাব বুঝিলা ভঙ্গীতে,
ধরিলা গম্ভীর মূর্ত্তি, ধরি পাদক্ষেপে,
হস্তে ধরি ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশিলা।
বসাইলা রত্নাসনে—হায়, যে আসনে
ইন্দ্র ইন্দ্রজায়া পূর্ব্বে লভিত বিশ্রাম,
ত্রিদিবে যখন দেব মাতিত উৎসবে,
দৈত্য রণে জয়ী হয়ে যত্নে আজি তায়
বসাইলা বৃত্রাসুরে, গন্ধর্ব্ব নন্দিনী
বসিলা নিকটে, বার্ত্তা সুধাইল কত,
করিল কতই যত্ন দানবে তুষিতে।
কস্তবপালক যথা মত্ত করিরাজে
তোষে নানা স্তোক-বাক্যে, যবে করিরাজ
পাদক্ষেপে পরাঙ্মুখ উর্দ্ধে শুণ্ড তুলি।
তখন দনুজেশ্বর বৃত্র বলবান্
চাহিয়া ঐন্দ্রিলা-মুখ কটাক্ষ হানিলা ;
কহিলা গম্ভীর-স্বরে, নগেন্দ্র-গহ্বরে
গর্জ্জিল পবন যেন ভীষণ নিস্বনে—
"ঐন্দ্রিলে,—ঐন্দ্রিলে, জান না কি হেমকুম্ভ
ভাঙ্গিলে দ্বিখণ্ড করি চরণ-আঘাতে ?
বিশাল সাম্রাজ্য এই ;—ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া,
বৃত্রের দোর্দ্দণ্ড দাপ, হেথা কই সুখ,
এই স্বর্গে, ইন্দ্রধামে, অমরবাঞ্ছিত
ঐশ্বর্য্য অপরিসীম খ্যাতি চরাচরে ;
বৃত্রের সম্বল—চন্দ্রশেখরের দয়া ;
চিরদীপ্ত চিরন্তন প্রাক্তনবিভাস,
সকলি হইল ব্যর্থ তোমা হ'তে বামা—
দানবি, দৈত্যের কুল উন্মূল তো হ'তে।
ক্রোধান্বিত বিশ্বনাথ, শচী-অপমানে,
জানাইলা রুদ্র-রোষ বিষাণে নিনাদি,
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্রে-দণ্ডিতে, ঐন্দ্রিলে,
গন্ধর্ব্ব-কন্যার দর্প দনুজে আঘাতি।
চেয়ে দেখ অন্তরীক্ষে সে বহ্নির রেখা
এখন (ও) ভাতিছে মৃদু সুমেরু-উপরে
দীপ্ত অন্ধকার যথা" বলিয়া নীরব
দনুজ-ঈশ্বর, শিবভক্ত মহাসুর।
ঐন্দ্রিলা তখন—"দেব ! দৈত্যকুলনাথ,
ঐন্দ্রিলা-বল্লভ, দম্ভী, শম্ভুশূলধারী,
হেন অসম্ভব দ্বিধা অন্তরে তোমার ?
অম্বুনিধি আন্দোলিত শুশুকফুৎকারে ?
নগেন্দ্র ভূধর-কম্প পতঙ্গ-নিশ্বাসে ?
খগেন্দ্রে ভুজঙ্গ ভয় ? কি প্রমাদ হায় !
কি দেখিলা—কোথা রুদ্রক্রোধ হুতাশন ?
কোথা বা বিষাণ-শব্দ, উন্মাদ কল্পনা।
কে কহিল তোমারে, হে দনুজেশ্বর,
হাস্যকর উপন্যাস—রোগীর প্রলাপ।
জান না কি শূর—স্বরে নিসর্গের খেলা,
অনন্ত মাঝারে হয় নিত্য কতরূপ ?
কিবা জ্বালা চক্ষু ধাঁধি জ্বলে শূন্যদেশে,
যখন প্রকাণ্ড কোন গ্রহের মণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হয়ে ছোটে ব্রহ্মাণ্ড ঝলসি ?
অতি ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রবণ বিদারি
ভ্রমণ করয়ে শূন্যে, নক্ষত্রে যখন
নক্ষত্র আঘাতি ধায় গম্ভীর অম্বরে,
দৈব-আকর্ষণ-বলে ? হে দনুজনাথ,
দেখেছ শুনেছ পূর্ব্বে কত দৈব হেন।
অথবা মায়াবী দেব দনুজে ছলিতে,
সকলে একত্র এবে যুদ্ধ-আড়ম্বরে,
ইন্দ্রজাল ইন্দ্রপুরে দেখায়ে অদ্ভুত,
দুর্ব্বল করিতে ছলে দৈত্যভুজবল।
শিবভক্ত শিবপ্রিয় তুমি দৈত্যরাজ,
তোমাকে বিমুখ শম্ভু ? চিত্তে দেহ স্থান
হেন কাল্পনিক চিন্তা। কলঙ্ক-তোমার,
কলঙ্ক, হে শিবভক্ত, ধূর্জ্জটির নামে।
আমি যদি, দৈত্যপতি, তোমার আসনে
হতেম, দেখিতে তবে আমার কি পণ।
ভয় চিন্তা দ্বিধা দয়া আমার হৃদয়ে,
স্থান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে।
প্রতিজ্ঞা করিলে—দানবের পণ, প্রভু,
মনে যেন থাকে দেব-সেনাপতিবৃন্দে

জিনিয়া সমরে বান্ধি আনি অমরায়,
ইন্দ্রের মন্দিরে বসি বন্দনা শুনিবে।
সে প্রতিজ্ঞা নহে সিদ্ধ হাসে দেবগণ,
আপনি হইলা বন্দী আপন সংশয়ে;
বৃথা নিন্দ ঐন্দ্রিলারে, দনুজ-ঈশ্বর,
অলীক স্বপনে মুগ্ধ তুমি সে আপনি।"
"বামা তুমি" বলি দৈত্য তুলিলা নয়ন।
হেরিলা ঐন্দ্রিলা মুখ গর্ব্বিত গম্ভীর,
দন্তে ওষ্ঠ প্রস্ফুটিত, চারু-বিম্বাধর
বিস্ফারিত ঘন ঘন, প্রদীপ্ত নয়ন।
সে চিত্র নিরখি বৃত্র আবার নীরব।
লাবণ্য-মণ্ডিত গণ্ড—দন্তের ছটায়
চিত্ত-প্রতিবিম্ব যেন প্রভাষিত এবে
সর্ব্ব-অঙ্গে, অবয়বে, ললাটে, গ্রীবায়।
যেন বা কি দৈববাণী অন্যের অশ্রুত,
গোপনে শুনেছে বামা তাই সে প্রত্যয়
দৃঢ়তর এত মনে,—তাই উপহাস
করিছে দনুজবাক্যে দনুজ-মহিষী।
দেখিয়া দৈত্যের মনে দর্প উপজিল,
ঐন্দ্রিলার গর্ব্বে যেন চিত্তে ক্ষণকাল
জন্মিল প্রত্যয় হেন—তাহারি সে ভ্রম।
ঐন্দ্রিলা কহিলা তবে কটাক্ষ হানিয়া—
"বামা আমি"—বলি দম্ভে সম্ভাষি গভীর,
দাঁড়াইল মহাদর্পে শির উচ্চ করি,
ভুজঙ্গী যাতকে লক্ষ্যি দংশিবার আগে
সঘনে গর্জ্জিয়া যথা প্রসারয়ে ফণা।
কিংবা যেন রাজহংসী পদ্মবন লুঠি,
মৃণাল আহারে তুষ্ট স্বচ্ছ সরোবরে,
চঞ্চুতে পঙ্কজ-শোভা পক্ষ সাপটিয়া
মধ্যহ্রদে স্থির হয়ে গ্রীবা উচ্চ করে।
"বামা আমি, দনুজেন্দ্র! রমণী কি হেয়?
তুচ্ছ কীট পতঙ্গ সদৃশ কি হে বামা?
পুরুষের বন্ধু বামা—মন্ত্রী পুরুষের,
বীরের একই মাত্র সহায় রমণী।
শুন, ওহে দৈত্যনাথ, বামা সত্য আমি,
ঐন্দ্রিলা ত্রিলোকখ্যাত গন্ধর্ব্ব-দুহিতা,
সামান্যা অবলা নহে দানবী ঐন্দ্রিলা,
ঐন্দ্রিলা তোমার ভার্য্যা, শুন হে দানব!
সত্যই যদ্যপি শচী-হরণে ত্র্যম্বক
ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রোধানল জ্বালিলা গগনে,
সত্যই যদ্যপি হয় সে উচ্চ নিনাদ
প্রলয়-বিষাণ-শব্দ— শুদ্ধ কেন তায়?
খণ্ডন অসাধ্য এবে সংঘটন যাহা।
ক্রুদ্ধ যদি উমাপতি সে ক্রোধ নির্ব্বাণ
হবে না, জানিহ পুনঃ—ভাবনা কি তবে?
ভাবনা কার্য্যের আগে, সাধন এখন।
স্খলিত হিমানীস্তূপ কম্পিত ভূধরে
ঘর্ঘর নিনাদি চূর্ণ করি শৃঙ্গমালা,
ধায় যবে ধরাতলে অরণ্য উজাড়ি,
কে নিবারে গতি তার—কার সাধ্য হেন?
তেমতি জানিও ইহা, নতুবা দৈত্যেশ,
দানবেন্দ্র নামে ঘোর কলঙ্ক লেপিতে
বাসনা যদ্যপি থাকে, স্বর্গজয়ী নাম
ঘুচাইতে চাও যদি শচী ফিরে দাও!
ফিরে দাও শচী তার পতির নিকটে,
নিজে ভেটবাহী হয়ে, নিঃশঙ্ক দানব!
নহে কহ, আমি তার দাসী হয়ে যাই,
করযোড়ে ইন্দ্রাণীরে সঁপি ইন্দ্রকরে।"
দেখিলা দানবরাজ গরিমার ছটা
ঐন্দ্রিলার মুখপদ্মে—যথা সে পঙ্কজে
সূর্য্যের কিরণমালা, অরুণ যখন
অরুণ স্যন্দনে চাপি নীলাম্বর পথে
আনন্দে চালায় রথ; মৃদুকলস্বরে—
জাগায় মানবে সুখে বিহঙ্গমী ব্রজ।
নিরখি পূর্ণেন্দুমুখ, দৈত্যরাজ মুখে
ভাতিল অতুল জ্যোতিঃ—শশাঙ্ক-কিরণ
চূর্ণ মেঘস্তরে যথা ঢাকিল আবার
(ঢাকে যথা মেঘচূর্ণ পূর্ণশশধরে)
দনুজের মুখকান্তি চিন্তার ছায়াতে।
কহিলা মহাদানব চিন্তি ক্ষণকাল,—
"বামা তুমি, ইন্দুমুখি, গন্ধর্ব্বনন্দিনি,
এ নহে নিসর্গখেলা—তা হ'লে কি কভু
আতঙ্কে আমার নেত্রে পলক পড়িত?
নিসর্গ-ক্রীড়ার রঙ্গ দেখেছি সে কত।
কহিলা এ মহেশের ক্রোধই যদি হয়,
কি চিন্তা এখন তাহে? জান না ঐন্দ্রিলে,
মৃত্যুঞ্জয় আশুতোষ—ক্রোধ নাহি রয়।
শচীরে ছাড়িব আমি তুষিতে মহেশে।"
এত কহি রতিরে কহিলা দৈত্যপতি,
"শীঘ্র যাও মদনমোহিনি, শচী-পাশে,

কহ তারে আসিতে হেথায়, কারাক্লেশ
ঘুচাব তাহার অচিরাৎ।" দ্রুতগতি
দৈত্যপতি হইলা বাহির, মহাবেগে
উঠিলা প্রাচীরে, চাহি দেখিলা চৌদিকে—
দৈত্যদৃষ্টি যত দূর—দূরপ্রান্তে তার,
অধিত্যকা, উপত্যকা আচ্ছাদন করি
জ্বলিছে দেবের তনু গভীর নিশীথে।
স্থানে স্থানে রাশি রাশি—কোথাও বিরল,
কোথা অবিরল শ্রেণী—দু একটা কোথা
দিগন্ত ব্যাপিয়া শোভা! দেখিতে তেমতি
হে কাশি, তোমার তটে—জাহ্নবী-সলিলে
ভাসে যথা দীপমালা তরঙ্গে নাচিয়া
কার্ত্তিকের অমানিশা-অন্ধকার হরি,
মত্ত যবে কাশীবাসী দেয়ালী উৎসবে,
অথবা দেখিতে আহা নক্ষত্র যেমন—
নক্ষত্র নিশীথ-পুষ্প—নীলাম্বর-মাঝে
শোভে যবে অন্ধকারে গগন আবরি।
দীপ্ত সে আলোকে নানা বর্ম্ম, প্রহরণ,
খড়্গ, অসি, শূল, ভল্ল, নারাচ, পরশু,
কোদণ্ড বিশাল-মূর্ত্তি, গদা ভয়ঙ্কর,
জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত তনু তূণীর ফলক,
তোমর, মার্গণ, টাঙ্গী, ভীম খরশাণ,
কোনখানে স্তূপাকার জ্বলিছে তিমিরে
বিবিধ অস্ত্রের রাশি, কোথাও উঠিছে
রথের ঘর্ঘর শব্দ, নেমি দীপ্তিময়,
কোথা শ্রেণীবদ্ধ রথ কোথাও মণ্ডলে।
তুরঙ্গের হ্রেষারব করীর বৃংহিত,
মহিষের ঘোরনাদ উঠিছে কোথাও,
গাঢ়তর রজনীর নিঃশব্দতা হরি,—
কোথাও মাধুর্য্যপূর্ণ অমরের বাণী।
কোন বা শিবিরপর শিখিপুচ্ছ শোভে,
কোন শিবিরের চূড়ে মৃগাঙ্ক অঙ্কিত,
হেমকুম্ভ কার ধ্বজে কার ধ্বজে তারা,
কোন বা শিবির-ধ্বজে জ্বলন্ত পাবক।
কত স্থানে স্তূপাকার মেঘের বরণ
বিশাল শরীর, মুণ্ড, ভুজদণ্ড, ঊরু,
রুধিরাক্ত দৈত্যবপুঃ দেখিতে ভীষণ,
ভয়ঙ্কর করিয়াছে দেব-রণস্থল।
দেখিতে দেখিতে নিশি প্রভাত হইল,
স্বর্গের দিবার জ্যোতি উদিল পূর্ব্বেতে,
দন্ত কড়মড়ি দৈত্য নিশ্বাসে হুঙ্কারি,
ফিরিল আকুল-চিত্ত মন্ত্র-সভাতলে!
উচ্ছলিত হৃদিতল অশুভ চিন্তায়
ক্রোধে তাপে প্রজ্বলিত রণক্ষেত্র হেরি,
ভুলিতে চিত্তের ব্যথা সমর-প্রাঙ্গণে
প্রতিজ্ঞা করিলা দৈত্য; সুমিত্রে ডাকিয়া
আজ্ঞা দিলা সেনাবৃন্দে সমরে সাজিতে।
অমরা-উত্তর-দ্বারে যথা মহারথ
অমর-সেনানীগণ কার্ত্তিকেয় আদি—
সাজিতে লাগিল সৈন্য ভীম-কোলাহলে!

ত্রয়োদশ সর্গ

নগেন্দ্র-অঞ্চলে—যেথা নগেন্দ্র-সম্ভবা
তটিনী অলকনন্দা কলকলস্বরে
বহিছে, অটবী-অঙ্গ ধাবে প্রক্ষালিয়া,
দিনমণি অস্তগত, উরিলা সুরেশ,
ছাড়িয়া অম্বরপথ। বিশাল বিস্তৃত
রম্য সে অরণ্য-দেশ! সন্ধ্যার তিমির,
গাঢ়তর স্নেহে যেন দিয়া আলিঙ্গন,
আদরে ধরেছে সুখে অটবী সখীরে।
অরণ্য-ভিতরে কত মহীরুহরাজি—
পলাশ, শিরীষ, বট অশ্বত্থ, শাল্মলী,
জটে জটে, স্কন্ধে স্কন্ধে, জড়ায়ে জড়ায়ে
নিঃশব্দে ভাবিছে যেন ভীম বাত্যাতেজ!
বিরাজিছে অরণ্যানী দেখিতে তেমতি,
হাসি, কান্না, ক্রোধ যেন একত্র মিশ্রিত।
কোথা শান্তি স্থির-ভাব, কোথা ভয়ঙ্কর?
কোথা বা তমসা-পূর্ণ বিবর্ণ মলিন।
ধীরপদে শর্ব্বরীর ঘোর অন্ধকারে
চলিলা বাসব বক্র অরণ্য-বর্ত্মেতে,
শুনিতে শুনিতে কত ফেরু-ঝিল্লীরব,
বিকট-তক্ষকনাদ ভল্লুক-চীৎকার,
পেচকের ঘোর ধ্বনি, কেশরি-গর্জ্জন,
ভয়াতুর বিহঙ্গের পক্ষের নিস্বন,
শাখাচ্যুত পল্লবের শব্দ মৃদুতর,
পবনের স্বন্ স্বন্ সুঘোর নিশ্বাস!
নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন পল্লব-রাজিতে
দেখিলা খদ্যোত-দ্যুতি শোভিছে কোথাও

সাজাইয়া তরুরাজি অপরূপ রূপে,
কোটি মণিখণ্ড যেন অটবী-মস্তকে।
কোথাও আবরে শাখা জটা ভয়ঙ্কর
নিশাচর যেন ঘোর ঘন অন্ধকারে
প্রসারণ করে কর! দেখিতে দেখিতে
চলিলা অমরনাথ কৌতুকে মগন।
নিরখিলা এক স্থানে আসি কিছু দূরে,
রমণী-মণ্ডলী-শোভা বন অন্ধকারে,
রজনী-সীমন্তে যথা তারকার হার,
শোভে শূন্য শোভা করি মৃদুল রশ্মিতে।
আলিঙ্গন পরস্পরে মধুর সম্ভাষ
জিনি কলকণ্ঠধ্বনি—সুখের মিলনে
প্রবাসী ভাসয়ে যথা স্বদেশী লভিয়া!
নির্ব্বাসিত কিংবা যথা ফিরি নিজালয়ে।
দেখিতে লাগিলা ইন্দ্র পৌলোমী-বল্লভ
সে সুদৃশ্য মনোহর অদৃশ্য-ভাবেতে,
মহাকুতূহল-মগ্ন, দেখিলা বিস্ময়ে,
কেহ বা শিখিনী-মূর্ত্তি ছাড়িয়া বিস্ময়ে,
ধরিছে সুন্দরতর সুর-বিমোহন
অপূর্ব্ব অঙ্গনারূপ লাবণ্যমণ্ডিত।
কেহ সুখে কুহু-কণ্ঠ রূপ পরিহরি
নিন্দিছে শশাঙ্ক-জ্যোতি রূপের ছটায়,
কুরঙ্গিণী-তনু ত্যজি কোন মনোরমা
কুরঙ্গলাঞ্ছন নেত্রে তরঙ্গ তুলিছে,
তাপসের চিত্তহর! কোন সীমন্তিনী
ছাড়িয়া শার্দ্দূল-বেশ প্রকাশিছে
অনুপম চারু কান্তি রতিকান্তি জিনি,
কহিছে কোন ললনা,—সুচামর-কেশ
লুটিছে চরণ-পার্শ্বে, ভ্রমিছে যেমন
মধুকর-কুল রক্ত-কমল-উপরে।
কহিছে, "হা, কত কাল অদৃষ্ট রে আর
সুরাঙ্গনা এ দুর্গতি ভুঞ্জিবে ধরায়!
ধিক্ দেবগণে দৈত্য-রণে পরাজিত!
ধিক্ ইন্দ্র—জিষ্ণুনামে কলঙ্ক তাঁহার।"

হেন কালে অগ্রসরি সুরেন্দ্র বাসব
রমণী-মণ্ডলী-পার্শ্বে দিলা দরশন,
পৃষ্ঠেতে কার্ম্মুক দীপ্ত রত্ন-বিভাময়.
জ্বলিছে উজ্জ্বল করি অরণ্য বিশাল।
হরষিত হংসীকুল নিরখিলে যথা
মরালে মণ্ডল-মাঝে, হরষিত তথা
দেবাঙ্গনাগণ ইন্দ্রে ঘেরিলা চৌদিকে,
সুধাইলা স্বর্গের-উদ্ধার কৈলা কবে?
কহিলা, "হে শচীনাথ, দারুণ যন্ত্রণা
এত দিনে অবসান, আর না হইবে
সহিতে প্রবাস-ক্লেশ হৃদয়ের দাহ,
পশুপক্ষি-রূপে ছদ্মবেশে ধরাবাসে
ত্রিদিবে অসুরদল প্রবেশ অবধি
পলাইনু মোরা সবে—দাবাগ্নি যেমন
প্রবেশিলে বনে ধায় কুরঙ্গিণীদল—
তদবধি অনন্ত যাতনা, হে সুরেশ,
কেহ বিহঙ্গিনী-রূপে বৃক্ষের আশ্রয়ে,
কেহ বা কুরঙ্গী, কেহ ক্রৌঞ্চীবেশ ধরি,
মাতঙ্গী শার্দ্দূলী কেহ, কেহ বা মহিষী
হা অদৃষ্ট—কেহ রূপে বরাহ জম্বুকী!
সে দুর্দ্দৈব অবসান এত দিনে দেব,
অমরা-উদ্দেশে আ(ই)লা স্বর্গ উদ্ধারিয়া
হে সুরেন্দ্র শচীপতি, আইস এইখানে
অভিষেক করি তোমা অমর-উৎসবে।"

বলিয়া ধাইলা কেহ পুষ্প অন্বেষণে,
গাঁথি মালা সাজাইতে মহেন্দ্র-শীর্ষক,
ঝুলাইতে পুষ্পহার সুরেশ-গলায়—
অমর-সঙ্গীতে বন পুলকিত করি,
ক্ষুব্ধ-চিত্ত পুরন্দর—যথা বলহীন
কেশরী পিঞ্জর-মাঝে—ছাড়িয়া নিশ্বাস
গভীর প্রবল বেগে! হায় রে ভূতলে
দেবেন্দ্র ভিক্ষুক আজি দৈত্য-ভুজদাপে,
আশ্বাসে করিলা শান্ত সুরকন্যাদলে,
সুমন্দ গভীর স্বরে কহিলা প্রকাশি
কি হেতু ধরায় গতি, কহিলা যে হেতু
গতি তাঁর দধীচি-আশ্রমে শিবাদেশে;
যে বারতা দিলে তাঁরে কুমেরু-শিখরে
ইন্দ্রবাক্যে হরষ বিষাদে ভাগ্যদেব।

কহিলা অঙ্গনাদল "হে পৌলোমীনাথ,
কিছু অগ্রে দধীচির পবিত্র আশ্রম।
দয়ার সাগর ঋষি ঋষিকুলচূড়া
অদ্বিতীয় সুরলোকে। জেনেছি আমরা
যে অবধি ভূমণ্ডলে বাস, হে সুরেশ,—
জীব-উপকারে ঋষি জগতে অতুল।
ব্রত—পর-উপকারে স্বার্থ পরিহরি,
কল্পনা, কামনা, চিন্তা পরের মঙ্গল,

কিবা কীটে কি পতঙ্গে সদা দয়াশীল
মুনীন্দ্র কৃপার সিন্ধু—জীব-চূড়ামণি
আপনি দিবেন দেহ দেবের কল্যাণে,
না চিন্ত, অমরপতি।" দেখাইলা পথ।
চলিলা সুরেশ ধীরগতি। ততক্ষণে
দেখিলা গগনপ্রান্তে তরুণ কিরণ,
চারুমূর্ত্তি প্রভাকর শূন্যে সাম্যভাব।
খেলিছে কুরঙ্গরাজি, অজিন-রঞ্জিত
শোভিছে কুটীর-দ্বার; শ্রুতি-সুখকর
স্তুতিধ্বনি চারিদিকে উচ্চে উচ্চারিত,
কোথাও ভাস্কর-স্তোত্র ললিত-লহরী,
গায়ত্রী বন্দনা কোথা সন্ধ্যার আরাধনা,
বিশদ সুরেতে বেদ সঙ্গীত কোথাও,
কোনখানে মহিমনঃ মহাস্তব-পাঠ।
শিষ্যবৃন্দ আনন্দে ঘেরিয়া তপোবনে,
শুনিছে মহর্ষিবাক্য—অনন্যমানস,
হায় রে যেমতি বাগীশ্বরী-বীণাধ্বনি
শুনিতে উৎসুক-চিত্ত অমরমণ্ডলী—
সৃষ্টির উৎসবদিনে—পদ্মাসনা যবে
দেব চির-মোহকর শুনান ভারতী।
কহিছেন মহা ঋষি কিরূপে কলহ,
সর্ব্ব-জীব-দুঃখ মূল আইল ধরায়!
এক দিন—হায়! কেন উদিল সে দিন—
জলধি-সম্ভবা বিষ্ণু-জায়া স্বর্গধামে
চাহিলা বিরঞ্চি-পাশে সৃষ্টিতে অতুল,
অপরূপ বস্তু কোন সৃজি দিতে তাঁরে।
বিধাতা সৃজিলা ফল অতুল ভুবনে—
কান্তি, চন্দ্র-শোভা জিনি—ভ্রান্তি নিরখিলে,
সৌরভ জিনিয়া চারু সুরভি পীযূষ,
অমর-দনুজে ঘোর দ্বন্দ্ব যার লাগি,
ফিরে যবে দেবাসুর অম্বুনিধি মথি
শ্রান্তদেহে অমরায়—দগ্ধ হলাহলে।
অনন্ত যৌবন ফলে পরশিলে বামা
পুরুষের করস্পর্শে অক্ষয় প্রতাপ।
ব্রহ্মাণী মোহিলা হেরি চাহিলা সে ফল,
ক্রোধান্ধ কেশবজায়া, দেবীবৃন্দমাঝে,
উপজিল ঘোর দ্বন্দ্ব, না চিন্তি বিধাতা
নিক্ষেপিলা বিষময় ফল ধরাতলে,
সেবধি ঈর্ষা, দ্বেষ, হত্যা এ জগতে।
নররক্তে নিমজ্জিত এ ধরণীতল!
রণস্রোত প্রবাহিত সে অবধি ভবে—
মানব-নিধনে যাহা নিত্য মহামারী!
কত দিনে বুঝিবে রে মনুজ সন্তান
কি কুটিল ব্যাধি লোভ! কি কূট গরল
নরকুল দেহে দ্বন্দ্ব! কবে সে বুঝিবে
আত্মার পশুত্বলাভ সমর-প্রাঙ্গণে।
কুটিল, কূট-কটাক্ষী, হত্যা ভয়ঙ্করী
সাধিতে যে পারে তবে, নাবে কি রে তাহা
অমর-নন্দিনী দয়া সরলা সুন্দরী?
কবে নরকুল—অবনী সীমন্ত-রত্ন—
মিলি সখ্যভাবে সুখে নিত্য ছড়াইবে
ভ্রাতৃত্বের সুখ-ধারা, যথা সে সুখদা
বিমল-তরঙ্গা গঙ্গা পুণ্যভূমি-মাঝে
ছড়ান সলিলধারা মানবে বক্ষিতে।
হা দেব কমলাপতি, দেব বিশ্বম্ভর!
হর বিশ্বভার শীঘ্র এ ভ্রান্তি ঘুচায়ে—
ভ্রান্ত নরকুলে দেব, কর চিরসুখী।
হৃষীকেশ, হও, প্রভো মানবে সদয়!
পৌলোমী-ভবসা ইন্দ্র, মুগ্ধ ঋষিভাষে,
অলক্ষ্যে অদৃশ্যভাবে ছিলা এতক্ষণ,
পূর্ণজ্যোতিঃ দেবকান্তি এবে প্রকাশিলা,
নীরদ লাঞ্ছন কেশ প্লাবিত কিরণে,
বক্ষেতে বিশাল বর্ম্ম—ভাস্কর যেমন
প্রভাতে অরুণোদয়ে কুহেলি-আবৃত।
শোভিছে অতুল তূণ, সুন্দর কার্ম্মুক—
কাদম্বিনী-কোলে যাহা চির-শোভাময়!
জ্বলিছে সহস্র অক্ষি, যথা তারাদল
নিশীথে শর্ব্বরী-কোলে। উঠি তপোধন
সশিষ্যে সম্ভ্রমে সুখে অতিথি সম্ভাষি,
যোগাইলা মৃগচর্ম্ম—পবিত্র আসন।
জিজ্ঞাসিলা সুশীতল গম্ভীর বচনে—
"আশ্রমে কি হেতু গতি? কিবা অভিলাষ?"
ভগ্নচিত্ত আখণ্ডল নেহারি নির্ম্মল
কৃপালু ঋষির মুখ,—ভগ্নচিত্ত যথা
দয়ালু দর্শকবৃন্দ নবমীর দিনে,
যূপকাষ্ঠে বান্ধে যবে নির্দ্দয় কামার,
মহিষমর্দ্দিনী-দশভুজা-মূর্ত্তি আগে,
অসহায় ছাগ-মেষ পূজায় অর্পিতে!—
কে পারে আনিতে মুখে সে নিষ্ঠুর বাণী—
কে পারে চাহিতে অঙ্গে প্রাণভিক্ষাদান,

না পেয়ে হৃদয়ে ব্যথা ? কে হেন দারুণ
প্রাণিমাঝে ? নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ পুরন্দর।
হেরি ঋষি ক্ষণকাল, ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ ; গদ-গদ স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,—
"পুরন্দর শচীকান্ত, কি সৌভাগ্য মম,
জীবন সার্থক আজি—পবিত্র আশ্রম।
এ জীর্ণ পঞ্জর-অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হয়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি!
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নের (ও) অতীত।"
এতেক কহিয়া ধীরে মহাতপোধন—
শুদ্ধচিত্তে পট্টবস্ত্র উত্তরীয় ধরি,
গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি সঘনে,
আইলা অঙ্গন-মাঝে, কৈলা অধিষ্ঠান
সুনিবিড় সুশীতল, পল্লব-শোভিত,
শতবাহু বটমূলে। আনি যোগাইলা
সাশ্রুনেত্রে শিষ্যবৃন্দ আকুল-হৃদয়,
যোগাসন, গাঙ্গেয় সলিল-সুবাসিত।
জ্বলিল চৌদিকে ধূপ, অগুরু, গুগ্‌গুল,
সর্জ্জরস, সুগন্ধিত কুসুমের স্তর
চর্চ্চিত চন্দনরসে রাখিলা চৌদিকে,
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা।
তেজঃপুঞ্জ তনুকান্তি, জ্যোতিঃ সুবিমল
নির্ম্মল নয়নদ্বয়ে, গণ্ড, ওষ্ঠাধরে!
সুললাটে আভা নিরুপম, বিলম্বিত
চারুশ্মশ্রু, পুণ্ডরীক-মালা বক্ষঃস্থলে!
বসিলা ধীমান্—আহা, ললিত দৃষ্টিতে
দয়ার্দ্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে!
চাহি শিষ্যকুল-মুখ, মধুর সম্ভাষে
কহিলেন অশ্রুধারা মুছায়ে সবার,
সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে,—"কি কারণ,
হে বৎসমণ্ডলী, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত ? এ ভবমণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কয় জন ?
হিতব্রত সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা ?
হায় রে অবোধ প্রাণী, এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিব ?
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে ?
অনুক্ষণ জীবনের স্রোতোধারা ক্ষয়,
হায়, সে কতই রূপে! কেন তবে হেন,
ঘটে যদি কার ভাগ্যে সে দুর্লভ যোগ,
কাতর নরের চিত্ত সে ব্রত-সাধনে ?
হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলী,
জগৎ-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্মপালনে,
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।"
ঋষিবৃন্দে আলিঙ্গনে দিলা এত বলি,
আশীষিলা শিষ্যগণে ; কহিলা বাসবে—
"হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার
কর শুচি, দেহ মম বারেক পরশি।"
অগ্রসরি শচীপতি সহস্র-লোচন,
তপোধন-শির স্পর্শি সুকর-কমলে,
কহিলা আকুল-স্বরে—শুনি ঋষিকুল
হরষ-বিষাদে মুগ্ধ—কহিলা বাসব—
"সাধু শিরোরত্ন ঋষি, তুমিই সাত্ত্বিক,
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন!
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতীতলে
চির-মোক্ষফলপ্রদ—নিত্য হিতকর!
জীবময় নররূপী—অকূল জলধি,
ভাসিছে মিশিছে তায় জলবিম্বপ্রায়
জীবদেহ অনুদিন! এ ভবমণ্ডলে
অক্ষয় তরঙ্গময় জীবন-প্রবাহ!
ক্ষুদ্র প্রাণি-দেহ-ক্ষয়ে এ সিন্ধু-সলিল
হ্রাস-বৃদ্ধি নাহি জানে নিয়ত গভীর
স্রোতোময়! অহিত জগতে নহে তায়,
অহিত নিষ্ফলে প্রাণী দেহের নিধনে!
প্রাণি-মাত্রে কি মহৎ, কিবা ক্ষুদ্রতম—
সাধিতে পারয়ে নিত্য মানবের হিত,
সাধিতে পারয়ে নিত্য অহিত নরের,
আপন আপন কার্য্যে জীবন-ধাবণে।
বালিবৃন্দ যথা নিত্য রেণু-পরিমাণে
বাড়ে দিবা-বিভাবরী, সাগরগর্ভেতে,
ক্রমে স্তূপ—দ্বীপাকার—ক্রমশঃ বিস্তৃত
বৃহৎ বিপুল দেশ তরু-গিরিময়,
তেমতি এ নরকুল উন্নত সদাই,
সাধু-কার্য্যে মানবের প্রতি অহরহঃ।
কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ-পরিহার,
জীবকুল কল্যাণ সাধন অনুদিন!
পরহিত-ব্রত ঋষি ধর্ম্ম যে পরম,
তুমিই বুঝিয়াছিলে উদ্‌যাপিলে আজ।

মুছ অশ্রু ঋষিবৃন্দ, ঋষিকুলচূড়া
দধীচি পরম পুণ্য লভিলা জগতে।
কি বর অর্পিব আমি নিষ্কাম তাপস,
না চাহিলা কোন বর, এ সুকীর্ত্তি তব
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে!
তব বংশে জনমি মহর্ষি দ্বৈপায়ন
করিবে জগতে খ্যাত এ আশ্রম তব—
পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্যভূমিমাঝে!"
বলিয়া রোমাঞ্চতনু হইলা বাসব,
নিরখি মুনীন্দ্র-মুখে শোভা নিরমল;
আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদ গান
উচ্চৈর্হরিসঙ্কীর্ত্তন মধুর গম্ভীর—
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানে মগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।
মুনিশোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল-রশ্মি, স্নিগ্ধ নভস্থল,
সমুহ অরণ্য ভেদি সৌরভ-উচ্ছ্বাস,
বন-লতা তরুকুল শোক-অবনত।
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাসশূন্য নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি
মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ, শূন্যদেশ যুড়ি
পুষ্পসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি।
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

চতুর্দ্দশ সর্গ

অমরার প্রান্তভাগে মন্দাকিনী-তীরে
মন্দির পাষাণময় নিভৃত আলয়,
অনুতপ্ত অমরের চির চিন্তাধাম,—
বন্দী এবে ইন্দ্রজায়া সে তপোমন্দিরে,
চতুর্দ্দিকে সেই সব নিকুঞ্জ কানন,
স্বর্গজাত তরুরাজি সৌরভ-পূরিত,
সেই পারিজাত-পুষ্প—শোভা ঘ্রাণে যার
উন্মাদিত দেবচিত্ত। শোভিছে আলোক
দূরে বৈজয়ন্তপুরী—ইন্দ্র-অট্টালিকা—
চারু কারুকার্য্য যার সৃষ্টিতে অতুল
করিলা অমরশিল্পী শিল্পিকুলরাজ
বিশ্বকৃৎ, সুখিত অমর-বাসগৃহ।
দূরে সে নন্দনবন শোভিছে তেমতি
প্রমোদ-বিশ্রাম-সুখ চিরদিন যায়,
লভিলা বাসব-জায়া; শোভিছে তেমতি
চির-পরিচিত যত অমর বিভব।
শচী পেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে
অমরা হাসিছে আজি। নব কুসুমিত
নন্দনে কুসুমদল সুগন্ধ ছড়ায়ে
ভাসিছে অপূর্ব্ব সুখে; উন্মাদিত প্রাণ
পারিজাত-পরিমল করি বিতরণ
খুলিছে হৃদয়দ্বার! নির্ম্মল মলয়-
গন্ধে মুগ্ধ করি স্বর্গ আনন্দে ছুটিছে
হরিতে শচীর শ্রান্তি! হরষে অধীর
ছুটিছে তরঙ্গময়ী মন্দাকিনী ধারা
প্রক্ষালি পবিত্র জলে শৈল-নিকেতন—
শচী-নিকেতন আজি। মনঃশিলাতল
আরো মনোরম মূর্ত্তি শচী-সমাগমে!
কে আছে ত্রিলোকমাঝে প্রাণী হেন জন
সুদূর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া
(কি পঙ্কিল, কিবা মরু, কিবা গিরিময়
সে জনম-ভূমি তার) নিরখি পূর্ব্বের
পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু, সরোবর,
নদী, খাত, তরঙ্গ, পর্ব্বত, প্রাণিকুল,
নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মত্ত হয়ে
"এই জন্মভূমি মম!" কে আছে রে, হায়,
ফিরিয়া স্বদেশে পুনঃ না কাঁদে পরাণে
হেরে শত্রু-পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ!
বিজেতা-চরণতলে নিত্য বিদলিত,
বলিতে আপন যাহা—প্রিয় এ জগতে!
বিজন অরণ্যভূমি বনের(ও) কুসুম
তুলিতে পরাণে ভয়! শত্রুর অর্চ্চনা
দেব-অর্চ্চনার আগে ত্রিসন্ধ্যা যেখানে,
কে না ভোগে নরকের যন্ত্রণা সে দেশে?
চিন্তময়ী ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর হৃদয়ে
সে পীড়া-দহন আজি। উচ্ছ্বাসে
বহিছে হৃদয়তলে চিন্তার হিল্লোল!
নয়ন ফিরাতে চিত্তে বিন্ধে তীক্ষ্ণ শলা!
চপলা তরলমতি সে শোভা দেখিয়া,
ধরিতে নারিলা ধৈর্য্য, সুরেশ-জায়ারে

সম্বোধন করি ধীরে কহিতে লাগিলা,
দেখাইয়া অমরার শোভা চারিদিকে ;—
"হের, সুরেশ্বরি, হের চারিধারে কত
অমরের কীর্ত্তিস্তম্ভ! আহা, কি সুন্দর,
অভ্রভেদি-প্রতিমূর্ত্তি বিরাজে ওখানে,
ভগ্ন ডানি ভুজ এবে—তবু কি সুন্দর,
নমুচিসূদন নাম যা হ'তে ইন্দ্রের,
হের, ইন্দ্ররমা, সেই নমুচি-নিধন
হতেছে বাসব হস্তে!—পাষাণে রচিত
কি সুচারু মূর্ত্তি, আহা, দেব বাসবের!
অই পাপ দৈত্য পড়ে সুরেন্দ্রের শরে।
অই বলাসুর বীর রুধির উদ্গারি
ত্যজিছে বিশাল বপু! বিশ্বকর্ম্মা-করে
রচিত বিচিত্র আরো দেবকীর্ত্তি কত।
অই হের মনোহর সে শোভা-মণ্ডপ,
রত্নাগার নাম যার. পদ্মযোনি যায়
করিতেন অধিষ্ঠান ইন্দ্রপুরে আসি,
তেমতি উজ্জ্বল শোভা এখন(ও) তাহাতে।
অই সেই কমলার কমল-আসন
মণিময় পদ্মে গাঁথা! দৈত্য দুরাচার
হরেছে কতই দেখ মণিখণ্ড তার।
বিষ্ণু সিংহাসন-শোভা দেখ তার পাশে।
কি বিচিত্র, আহা মরি, দেবী নিরুপমা
ত্রিভুবন-মোহকর—ত্রিদিবে অতুল,
বসিতেন আসি যায় জগতজননী
কাত্যায়নী ত্রিনয়না—শূলপাণি সহ!
অই বিরাজিছে সেই বাণীর মন্দির,
শ্বেতভুজা আনন্দে বিহ্বলা যার মাঝে
সপ্তবার বীণা ধরি গাইতেন সুখে
অমর সৃজন-বার্ত্তা!—পড়ে কি স্মরণে,
হে দেবেন্দ্র-মনোরমা, কি আনন্দ-স্রোত
ভাসিত অমর-মাঝে! মহর্ষি নারদ
উন্মত্ত সে গীত শুনি নাচিত হরষে।
পঞ্চতালে তাল সুখে দিতেন মহেশ।
হে সুরেশ-প্রণয়িনি, কি চিন্তা মধুর
হেরে পুনঃ এই সব! কত যে স্মরণ
হয় পুরাগত কথা! অনন্ত হিল্লোল
উথলিত চিত্তমাঝে যেন অকস্মাৎ।
আহা, প্রবাসের পরে, কিবা মনোহর
স্মৃতি, রশ্মি চিন্তা-পথে খেলে মৃদুতর

অস্ত সূর্য্যরেখা যথা কাদম্বিনী কোলে
খেলায় সন্ধ্যার মুখে উজলি গগন!"
বিষাদ-হরষ-মাখা মধুর বচনে
কহিলা সুরেশকান্তা—"হে চারুহাসিনি,
কোথা বল অমরার সে শোভা এখন!
কেন আর চিত্ত-দাহ করিস্ চপলে,
কোথা সে অতুল স্বর্গ ইন্দ্র-রমণীর!
শুনায়ে ও সব কথা? শিখিব যখন
সেবিতে ঐন্দ্রিলাপদ, শুনিব আহ্লাদে।
স্বর্গ নহে, চপলা, এ ইন্দ্রাণীর কারা।"
"কি কহিলা, ইন্দ্রজায়া, কারা এ তোমার
কহিলা চপলা দুঃখে অন্তরে আকুল—
"চারিধারে এই সব অমর-বিভব
হাসিছে না আজ(ও) কি সে তেমতি গৌর
বলিছে না অই শোভা-মণ্ডিত সুমেরু,
শিখর উঠেছে যার অনন্ত বিদারি,
তোমার(ই) চরণ তার সেবিতে বাসনা?
কহিছে না এ দেব-দেউল উচ্চশিরে
'বৈজয়ন্ত শচীধাম?' এই মন্দাকিনী
কার পদ প্রক্ষালিতে মহা গর্ব্বে হেন
চলেছে তরঙ্গ তুলি? ভ্রমিছে হরষে,
আবর্ত্ত পুষ্কর আদি ওই যে অম্বরে,
কারে পৃষ্ঠাসন দিতে? অই যে বিজলী
কার রথচক্রনেমি ভাতিতে ছুটিছে?
শচী ঐন্দ্রিলার দাসী বলে কি উহারা?
কিংবা বলে সুরেশ্বরী মহিষী তাদের?"
উৎসুক-উৎফুল্ল মুখ হেরি চপলার,
স্বল্পক্ষণে হাসির রেখা সুরেন্দ্র-রমণী
আলিঙ্গন দিলা তায়, কহিলা—"চপলা,
কহ শুনি সুখকর সে শুভ সংবাদ,
রতি শুনাইলা যাহা সে দিন আমায়—
জয়ন্ত-চেতন-প্রাপ্তি-বারতা মধুর,
না মিটে পিপাসা মম সে কথা শুনিয়া।
সখী রে, ধরার মাঝে নৈমিষ বিপিনে
থাকিতাম মনসুখে পুত্র কোলে করি,
পেতাম যদ্যপি নিত্য তায়! কি আহ্লাদ,
আহা সখি, ভুঞ্জিনু সে দিন মর্ত্ত্যধামে
পুত্র-কোলে বসিনু যখন সে নৈমিষে!
কোথা স্বর্গ তার কাছে, হায় লো চপলে!
ক্ষিপ্ত হয়ে ভাবিলাম না হ'তে অধিক

সুখ এ অমরালয়ে! পুত্র পেলে কোলে
জননীর স্বর্গসুখ—সর্ব্বত্র সমান।
কত দিনে চপলা রে সে সুখ আবার
ভুঞ্জিতে পাইব চিতে? কত দিনে বল
জয়ন্তে করিয়া কোলে ভুলি এ দুর্দ্দশা—
দৈত্য-করে আমার এ কেশ-আকর্ষণ?"
হেনকালে কামপ্রিয়া আসিয়া নিকটে
বন্দিলা শচীর পদ। আশীষি ইন্দ্রাণী
কহিলা—"মন্মথপ্রিয়ে, সদা সুখী আমি
হেরি তোরে—ভুলিব না মমতা তোমার?
কি সুখী করিলা হায় শুনায়ে সে দিন
জয়ন্ত-চেতনা-বার্ত্তা মধুর সংবাদ!
কহিতেছিলাম এই চপলারে পুনঃ
শুনাতে সে সুসংবাদ!—হও চিরসুখী!
কি বারতা কহ আজি? কহ, ইন্দুবালা
চারুমতি দৈত্যবধূ—কি কহিলা শুনি
সে উত্তর? ভাবিলা নিদয়া বুঝি মোরে—
নিদয়া যেমন দৈত্যমহিষী ঐন্দ্রিলা?
কত সাধ, কামবধূ, শুনি তোর মুখে
ইন্দুবালা-বিবরণ দেখিতে তাহারে।
কিন্তু ভাবি পাছে তার বাসনা পুরালে,
পাপীয়সী ঐন্দ্রিলা পীড়য়ে সে বালায়।"
উত্তরিলা মন্মথরমণী—হাস্যচ্ছটা
বিম্বাধরে সদা মনোহর!—"হে বাসব-
মনোরমে, বাসনা পূরিল এত দিনে।
মনোবাঞ্ছা পুরাইল বিধি! দিলা মোরে,
সুরেশ্বরি, শুনাতে তোমায় এ সংবাদ।
মৃত্যুঞ্জয় এত দিনে সদয় তোমায়,
এত দিনে হৈমবতী হেরম্ব-জননী
চাহিলা তোমার মুখ? শিব-ক্রোধানলে
(জ্বলিল যে ক্রোধানল সে দিন অম্বরে)
ত্রাসিত ত্রিদিবজয়ী দনুজ-ঈশ্বর।
ভাবিলা ছাড়িবে তোমা মহেশে তুষিতে।
হে সুরেশ-রমা, দৈত্যনাথ কহিলা আমায়,
শীঘ্র যাও, মদনমোহিনি, শচীপাশে,
কহ তারে আসিতে হেথায় অচিরাৎ
কারাবাস শেষ তব, সতি।" নীরবিলা
কামকান্তা মধুরহাসিনী প্রিয়ংবদা।
ঝটিকার আগে যথা গভীর আকাশ,
পুলোম-ঋষির কন্যা পুরন্দর জায়া

তেমতি গম্ভীর ভাব। ভাবিতে লাগিলা,
অনঙ্গ মহিলা-বাক্যে চিন্তিত অন্তর।
কতক্ষণ পরে—"না রতি," কহিলা ধীরে
"মায়াবী অসুর ছলে ছলিল তোমায়।
না বুঝিলে, কামবধু, কালভুজঙ্গিনী
ঐন্দ্রিলার কূটখেলা। ছাড়িবে আমায়?
হে অনঙ্গ সহচরি, এ কথা কিরূপে
হৃদয়ে আশ্রয় দিলে? যার তরে চর
ধরামাঝে পাঠাইয়া কেশে ধরাইয়া
আমায় আনিল হেথা, তার বাক্য হেলি,
দৈত্যপতি ছাড়িবে শচীরে? কহ শুনি,
কি ছলনে ভুলিলে এ ছলে? সত্য যদি
ভাবিলে তা, বল বা কিরূপে—সুসংবাদ
ভাবিলে ইহায়? রতি, শুভ সমাচার
শুনাতে আমায় যদি শুনাইতে আজ,
তাপিত শচীর নাথ বাসব আপনি
প্রবেশিলা অমরায়—স্বহস্তে মোচন
করিতে ভার্য্যার দুঃখ, কিংবা পুত্র মম
জয়ন্ত জননী-ক্লেশ করিয়া নিঃশেষ
আসিছে বসিতে কোলে, হে অনঙ্গরমে,
শচী কি সে দানবের আজ্ঞাবহ দাসী,
আদেশে ছুটিবে তার বলিবে যেখানে?
মোচন করিতে আমা নাহি কি সে কেহ,
অকূল অমরকুল থাকিতে এখানে?
না রতি, কহ গে দৈত্যে চাহি না উদ্ধার,
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা
পতিহস্তে যত দিন মুক্তি নহে মম।"
এত কহি স্থির-নেত্রে শূন্যদেশে চাহি
উচ্ছ্বাসিলা চিত্তবেগ—"হে শিবে শৈলজে,
জীবদুঃখবিনাশিনি, শচী নিজালয়ে
সেবিবে ঐন্দ্রিলা-পদ, দেখিবে তা তুমি?"
নীরবিলা বাসব বাসনা সুরেশ্বরী।
স্থলপদ্ম তুল্য, মরি, উৎফুল্ল বদনে
শোভা দিল অপরূপ! প্রভাতিল যেন
তাড়িত কিরণ স্থির' তুষার-রাশিতে
অভাময়—আভাময় করি দশ দিক্!
শিহরিলা অনঙ্গ-মোহিনী হেরি শোভা,
ভাবি মনে অসুরের ক্রোধন-মূরতি,
কাঁদিয়া চলিলা ধীরে ঐন্দ্রিলা-আগারে।

পঞ্চদশ সর্গ

গেলা যবে দৈত্যপতি উত্তরতোরণে
দণ্ডিতে অমরদর্প—দণ্ডিতে সমরে
মহাবল বায়ুকুলপতি প্রভঞ্জনে,
দণ্ডিতে দুর্জ্জয় পাশী জলকুলেশ্বরে,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেবে, শাসিতে সংগ্রামে,
ভীম শিখিধ্বজ শিব-সুতে—গেলা বরি
রুদ্রপীড়ে সেনাপতি-পদে, দম্ভ ছাড়ি
দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলা দৈত্য-সুত।
পূর্ব্বদ্বারে ঘোর-রণ দেবতা-অসুরে—
ভীমবঙ্গে যুঝিছে অনল, যুঝে সঙ্গে
ইন্দ্রসুত জয়ন্ত কুমার ধনুর্দ্ধর।
বাজিছে অমরবাদ্য সমর-উল্লাসে,
দৈত্যরণবাদ্য বাজে অম্বুনিধি-নাদে,
ভয়ঙ্কর কোলাহল বিদারে অম্বর।
অগ্রসরি চমূমুখে কোদণ্ড টঙ্কারি
দাঁড়াইল রুদ্রপীড়—বাজে ঘোর রণ,
ছুটিল অমরঠাট ত্রিদিব আকুলি,
ছুটিল দানব গর্জ্জি জলদ-গর্জ্জনে,
ঘন ঘন টলে স্বর্গ-বীরপদভরে।
কভু ক্ষণকাল দেবসৈন্য অগ্রসর
বিমথি দনুজে—কভু নিন্দি দৈত্যসেনা
অমরবৃন্দেরে, ধায় ঘোর কোলাহলে।
ঝটিকা-তাড়নে যথা তরঙ্গ উত্তাল
হেলে রঙ্গে বেলা সঙ্গে সাগরের কূলে—
কভু জলরাশি দম্ভে ছুটে উঠে তীরে,
আবার পালটি ধায় সিন্ধুর গর্ভেতে—
তেমতি সমররঙ্গ অমর-দানবে।
লঙ্ঘিয়া প্রাচীর ক্রমে উঠিতে লাগিলা
অমর-বাহিনী, অগ্নি অগ্নিময় তনু,
জয়ন্ত ভীষণ দেব-সেনাদল আগে
ছুটিছে উৎসাহে, সিংহনাদে সুরকুল
করি উৎসাহিত। পড়ে দেব-অস্ত্রাঘাতে
দৈত্য-অনীকিনী, পড়ে শিলাখণ্ড যথা
আছাড়ি আছাড়ি ছাড়ি উচ্চ গিরিশৃঙ্গ,
কিংবা যথা দ্রুমরাজি ঝড়ে মড়মড়ি।
ঘোর উচ্চস্বরে বহ্নি—"হে অমরচমূ,
আর ক্ষণকাল বীর্য্য দেখাও অমনি,
দেবহস্তগত তবে হয় এ নগরী।
অই স্থান, হে বীরেন্দ্র বাসব-তনয়,
লঙ্ঘিলে দানবশূন্য নিমেষে এ দ্বার!
দেখিবে অচিরে সে চির-আনন্দধাম,
দেখ নাই দেবচক্ষে বহুকল্প যাহা,
অমরার চির-রত্ন নন্দন উদ্যান।"
বলি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ-মণ্ডিত-কলেবর
লম্ফে লম্ফে সর্ব্ব-অগ্রে উঠিলা প্রাচীরে,
ছুটিলা জয়ন্ত দ্রুত সসৈন্য পশ্চাতে।
নারে রুদ্রপীড়সেনা সে বেগ ধরিতে;
বৃত্রসুত যুঝিলা অদ্ভুত পরাক্রমে,
নারিলা ফিরাতে নিজদলে; ভঙ্গ দিলা
সেনা সঙ্গে সর্ব্ব-অঙ্গে শোণিতের ধারা!
এথায় উত্তর দ্বারে অমর সুরথী
যুঝিছে দানব সঙ্গে, সমরে মাতিয়া
দেখাইছে সুরবৃন্দ অমর-বিক্রম,
নিবারি দৈত্যেন্দ্র-ভুজবল ভয়ঙ্কর।
সুরক্ষিপ্ত শররাশি ঝলসি গগন
ছুটিছে আকুল দিক্—বিদারি যেমন
বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধায় অনঙ্গ-শরীরে—
উগারি অনলরাশি বিভীষণ শিখা।
পড়ে ভীম জটাসুর (সঙ্গে ফিরে যার
দ্বিকোটি দানব নিত্য) দৈত্য মহাকায়,
দম্ভ কড়মড়ি ভীম গদার প্রহারে
ঘুরায়ে ঘর্ঘরে যাহা বায়ুকুলপতি,
হানিছে চৌদিকে নাশি দনুজের দল,
একা লণ্ডভণ্ড করি দ্বিকোটি দানবে,
কালাগ্নি জ্বলিছে অঙ্গে ধাইছে মার্ত্তণ্ড
উজলি সমরসিন্ধু—উজলি যেমন
বাড়বাগ্নি ধায় জ্বালি সিন্ধু শতক্রোশ—
ঘুরায়ে প্রচণ্ড চক্র অসুরে নাশিছে।
পলাইছে দন্তবক্র দানব দুর্ম্মতি,
(অমর জর্জ্জর-তনু দন্তাঘাতে যার,
ভয়ে যার লবণ-সমুদ্র প্রকম্পিত)
পলাইছে স্বদল সহিত ভীমবেগে;
লক্ষ লক্ষ দৈত্যসেনা ছুটিছে পশ্চাতে—
যথা ঘোর রঙ্গে ধায় ঘুরিতে ঘুরিতে
ঘূর্ণবায়ু সঙ্গে বৃক্ষ, লতা, পত্রকুল।
শত খণ্ডে খণ্ড করি মুণ্ড দানবের
ফেলিলা মার্ত্তণ্ড দেব; নিমিষে নাশিল
সহস্র দনুজ বীর, শূন্যে ঘুরাইয়া

দীপ্ত চক্র ভয়ঙ্কর। পড়িল সমরে,
দুরন্ত বরুণ-হস্তে দানব দুর্জ্জয়
সিংহতুণ্ড—সিংহের সদৃশ মুণ্ড গ্রীবা।
কাঁপিত নাবিকবৃন্দ সদা যার ভয়ে
পশিতে পিঙ্গলার্ণবে—পশিতে যেমনি
কৃতান্ত-ভবনে পাপী। কেশরি গর্জ্জনে
বরুণে নেহারি দৈত্য প্রসারি দ্বিভুজ
(উন্নত বিশাল তরুকাণ্ড যথা)
ছুটিলা বিকট বেগে গগন আঁধারি।
দিলা বড় বরুণের অনুচর সেনা
দেখিয়া অদ্ভুত কাণ্ড। গর্জ্জিল বরুণ—
গর্জ্জিলা যেরূপ পূর্ব্বে যবে অহিরাজ
উগারিলা কালকূট নীলকণ্ঠ-পেয়।
কহিলা—"যা পলায়ে, রে ভীরু ফেরুপাল!
লুকা গিয়া নরকান্ধকারে সুরাধম!
অমরকুল-কলঙ্ক! ভঙ্গ দিলি রণে
পৃষ্ঠদেশে থাকিতে বরুণ? হা পামর!
দেখ দেব-কুলাঙ্গার, দেখ দূরে থাকি,
সে সাহস থাকে যদি—পাশীর কি তেজঃ।"
বলি হুঙ্কারিলা যথা হুঙ্কারি প্রলয়ে
আন্দোলি অতলতল তরঙ্গ ছুটান;
ধরিলা সাপটি মহাপাশ—দিলা ছাড়ি।
মেঘমন্দ্র মন্দ্রিল অম্বরে রড়ে, দৈত্য
ভীম নাদে, নখে দন্তে মনঃশিলা ঘাতি—
ছাইল সমরাঙ্গন দৈত্য-শব-দেহ।
যুঝিছে অমরসৈন্য প্রাচীর-শিখরে,
নিম্নদেশে হীনবল দনুজবাহিনী,
নিরখি মহাদানব গর্জ্জিলা ভীষণ—
বাসুকি-গর্জ্জন ভীম যথা মহাদন্তে
হানিলা প্রাচীরমূলে ঘোর পদাঘাত,
টলিল অটল ভিত্তি বিশাই-নির্ম্মিত,
পড়িল ভাঙ্গিয়া শত খণ্ড খণ্ড হয়ে,
ভূকম্পনে ভাঙ্গে যথা ভূধর-শরীর।
তুলিয়া তখন মহা খড়্গ—ভিন্দিপাল—
বিশাল জলন্ত প্রান্ত সে খড়্গ ভীষণ।
আক্রুদ্ধ বৃষভ তুল্য বিক্রমে দৈত্যেশ
খণ্ড খণ্ড করি শূন্য ভীম-ভিন্দিপালে,
মথিতে লাগিলা বেগে দেব-চমূরাশি।
উড়িল অমরতনু আচ্ছাদি অম্বর,
যথা সে কার্পাসরাশি উড়ায় ধুনারী
টঙ্কারি ধুনন-যন্ত্র ক্ষিপ্র দণ্ডাঘাতে।
প্রবাহিল শ্বেত স্বচ্ছ অমর-শোণিত;
দেব-অঙ্গে বহিল তরঙ্গাকারে ধারা
মনোহর—সৌরভে পূরিয়া অপরূপ।
অক্ষত দেবের তনু অস্ত্রের আঘাতে,
(অশরীর মারুত যেমন) ছিন্ন নহে
ক্ষণকাল সে ভীম প্রহারে—কিন্তু দেহ
দহে অস্ত্রদাহে, দহে যথা নরদেহ
কূট হলাহলে ঘোরতর। সুরবৃন্দ
জ্বলনে অস্থির, অস্ত্র-প্রহারে আকুল,
ছাড়ি স্বর্গতল শীঘ্র উঠিলা বিমানে,
উঠিল নিমিষে শূন্যে কোটি ব্যোমযান
আভাময়—দেব-অঙ্গ-শোভা অঙ্গে ধরি।
অযুত নক্ষত্র যেন উদিল সহসা
নীলাম্বরে! অপূর্ব্ব কিরণ অভ্রময়
ছুটিতে লাগিল শূন্যে শতাঙ্গ-লহরী
নিনাদি মধুর নাদে, ছুটিল চকিতে
শিখিধ্বজ মহারথ ইরম্মদগতি,
উত্তাপে ঝলসি নভশ্চর প্রাণিকুল,
অপূর্ব্ব নিনাদে পাশী বরুণ স্যন্দন
ছুটিতে লাগিল চক্রে চূর্ণি মেঘদল,
মনোরথগতি বায়ু-রথ দ্রুতবেগে
আকুল করিল ব্যোমকেশ। বৃষ্টিধারে
দেবপুরী অমরা-উপরে বরষিল
শরজাল—দৈত্যচমূ মুণ্ড, গ্রীবা, বক্ষঃ,
বাহু ভেদি চমকে উজলি অভ্রতনু—
তড়িত নির্ঝর যথা। দনুজবাহিনী
অনুপায়! দূর শূন্যে, অমর-সুরথী,
না পারে স্পর্শিতে অস্ত্রে কিংবা ভুজপাশে।
লাগিল পড়িতে, পলকে পলকে দৈত্য-
সেনা অগণন!—নিরখিল বৃত্রাসুর—
ত্রিনেত্র ঘুরিল, যথন বহ্নিচক্রপ্রায়
উজলি বিশাল ভাল; দন্তে হুহুঙ্কারি
বাড়ায়ে বিপুল বপুঃ করিলা দীঘল—
দীঘলভূধর মেরু যথা, কিংবা যথা
ফণীন্দ্র বাসুকি সিন্ধু-মন্থন-প্রলয়ে।
দাঁড়াইলা রণস্থলে দনুজেন্দ্র শূর,
প্রসারি সঘনে বাহু ঘন লম্ফ ছাড়ি,
প্রচণ্ড চীৎকার ধ্বনি হুঙ্কারি নাসায়,
দূর-শূন্যে দেবযান ধরিতে লাগিলা,

আছাড়ি আছাড়ি চূর্ণ কৈল ক্ষণকালে
রথ অশ্ব অস্ত্রকুল সুদূরে নিক্ষেপি।
দেবসেনাপতিবৃন্দ ত্রাসিত তখন
আরো দূরতর ঘোর অন্তরীক্ষ-পথে
চালাইলা দিব্য যান, দিব্য অস্ত্রকুল
চাপে বসাইলা দ্রুত, শিঞ্জিনী টঙ্কারি
ঘোর নাদে। মহাতেজে ছুটিল সঘনে
অস্ত্রকুল—বিশ্বহর প্রলয়-পবন
ছুটে যথা ভাঙ্গি গিরিশৃঙ্গরাজি—ভাঙ্গি
দ্রুম-কাণ্ড-শাখা বেগে; মুহূর্ত্তে উড়িল
দশ দিকে লক্ষ লক্ষ দৈত্য মহাকায়,
লণ্ডভণ্ড দৈত্যব্যূহ! ভয়ঙ্কর বেগে
ছুটিল বারীশ-অস্ত্র মহা প্রহরণ,
ত্রিভুবন স্তম্ভিত, কম্পিত চরাচর,
প্রলয়-প্লাবন রঙ্গে টলিল ভূধর
আসিল দনুজদল উত্তাল হিল্লোলে,
শূন্য জুড়ি পড়িতে লাগিল উর্দ্ধপদ
অযুত দনুজ-তনু দূর-নিম্নে বেগে—
পর্ব্বত, ভূতল, সিন্ধু অতল আচ্ছাদি।
ঘন হাহাকার শব্দ দৈত্যমণ্ডলীতে!
বিকট মৃত্যু-আরাব দণ্ডের ঘর্ষণ!
দহিছে দিতিজগণে প্রচণ্ড ভাস্কর
বরষি প্রখর কর—কালানল যেন—
রণক্ষেত্রে। অন্য দিকে যুঝিছে কৌশলী
সমর-পণ্ডিত ধীর শূর উমাসুত।
দেখি বৃত্রে অন্য শরে অভেদ্য শরীর,
হানিছে সুতীক্ষ্ণতর শর চমৎকার,
শূন্য ব্যাপি একেবারে বাহিরিছে যেন
কোটি ভুজঙ্গমমালা মালার আকারে,
ঘেরিছে অসুর-অঙ্গ বিন্ধি খরতর,
বিন্ধে যথা বিষদন্ত বিষাক্ত তক্ষক
যমদূত। শরদাহে আকুল অসুর,
লক্ষ্য করি শিবসুতে ধরিলা সাপটি
সংহারীর শেষ শূল—দিলা শূন্যে ছাড়ি।
চলিলা সে অস্ত্রবর অম্বর উজলি,
জ্বলিল দুর্জ্জয় শিখা ঝলকে ঝলকে,
ব্রহ্মাণ্ড পূরিল শূল-গর্জ্জন ভৈরব!
ঘোর-রঙ্গে ভ্রমে অস্ত্র—গ্রহপিণ্ড যথা
হইলে স্বস্থানচ্যুত ভ্রমে শূন্যদেশে—
কভু বক্র চক্রগতি, কভু স্থিরভাব,
কখন নক্ষত্র-তুল্য গতি অদ্ভুত!
স্তম্ভিত দনুজ দেব, অস্থির আকাশ,
নেহারি শম্ভুশূল। কুমার-আদেশে
অদৃশ্য হইলা সূর্য্য আদি ক্ষণকালে—
লুকাইয়া তনু-আভা গভীর তিমিরে!
ডুবিল মরি রে যেন আঁধারি গগন
কোটি তারকার বৃন্দ! হরিল দেবতা
দেবতেজে গগনের তেজোরাশি যত—
না রহিল শর-লক্ষ্য অন্তরীক্ষে আর
একমাত্র প্রজ্বলিত শূলের কিরণ
জ্বলিতে লাগিল শূন্যদেশে ক্ষণে ক্ষণে।
প্রান্তে প্রান্তে গগনেব ভ্রমিলা ত্রিশূল
ঘুরি অন্তরীক্ষময়, লক্ষ্য না হেরিয়া
ফিরিলা দৈত্যেন্দ্র-করে অভিমানে নত।
দেখিলা দনুজপতি সে অস্ত্র-আলোকে
রণস্থলে ভীম শবস্থল; এবে একা
সে প্রাঙ্গণ-মাঝে! যথা নগরাজচূড়া
গজ-কূর্ম্ম-রণে যবে উড়ে বৈনতেয়!
দেখিলা অদূরে হায়, ধূলি-বিলুণ্ঠিত
দনুজবিজয়-কেতু! নেহারি দুঃখেতে
দৈত্যনাথ স্বহস্তে ধরিলা সে পতাকা,
বীরগতি আলয় ফিরিলা চিন্তাকুল।

ষোড়শ সর্গ

নিকুঞ্জ সুন্দর, নন্দন-ভিতর
চারু শোভাময় মুনি-মোহকর,
নবীন পল্লবে ঝর ঝর ঝর
নিনাদ মধুর, থর থর থর
মঞ্জরী দোলে।

সুগন্ধ-মোদিত নিকুঞ্জ-কাননে
সুমন্দ মারুত আনন্দিত মনে
ঢালিয়া ঢালিয়া মধু-নিস্বনে
ছুটিছে চৌদিকে—পড়িছে সঘনে
কুসুম-কোলে

হাসে ফুলকুল তরুণ সুন্দর;
সুললিত শোভা, রসে ভর ভর
শ্বেত রক্ত নীল পীত কলেবর
থরে থরে থরে—হাসি মনোহর
মুকুলমুখে

ঝরে সুধাকণা তনু স্নিগ্ধ করি
ঝরে হিম যথা শিশিগন্ধাপরি ;
ছোটে কুঞ্জময় মধুর লহরী
সঙ্গীত-বাদন শ্রুতিমূল ভরি
অতুল সুখে ॥

ডালে ডালে ডাকে, ডাকে পাখিকুল ;
স্বরগ-বিহঙ্গ আনন্দে আকুল ;
কেলি করে সুখে খুঁটিয়া মুকুল
উড়ি ডালে ডালে, কুরঙ্গ ব্যাকুল
বেড়ায় লুটে।

ভ্রমে পঞ্চবাণ পিঠে পুষ্পধনু
হাতে পুষ্পশর সুমোহন তনু
অরুণ অধরে প্রভাতয়ে জনু
সুহাসি বিজলী, নেত্র-কোণে ভানু
তরঙ্গে লুটে ॥

ঐন্দ্রিলা কহিছে "শুন হে মদন,
রচিলা নিকুঞ্জ বাসনা যেমন
আশার(ও) অধিক এ সুরভি বন
দিবে অতুল—সফল সাধন
তোমার স্মর,

দৈত্যপতি হেরি এ কুঞ্জ সুন্দর
বাখানিবে তোমা, শুন গুণধর,
রণশ্রান্ত যবে মহাদৈত্যবর,
ফিরিবে এখানে, রতি-মনোহর,
সুখে বিহর ॥"

বলি কুঞ্জে পশি, ঐন্দ্রিলা সুন্দরী
হাসে চারু হাসি সুদর্পণ ধরি
হাসে চারু হাসি পীন-পয়োধরী
হেরি বিম্বাধর,—অপাঙ্গ-লহরী
নয়নে খেলা।

নারী আমি, ওহে দৈত্যকুলেশ্বর"
কহে দৈত্যরামা অর্দ্ধ মৃদুস্বর
শচী ছাড়ি নাথ আমায় কাতর
করিবে ভেবেছ—ইচ্ছায় আমার,
এতই হেলা ॥

আমি, দৈত্যনাথ, রমণী তোমার
বাসনা পূরাতে আছে অধিকার
তোমার(ও) যেমন তেমতি আমার,
হে দনুজপতি, দেখিব এবার
বাসনা কেমন।"

হেনকালে শুনি ভূষণের ধ্বনি
ফিরিলা ঐন্দ্রিলা—যেন ভুজঙ্গিনী
ডমরু-রবে ফিরয়ে তথনি
ফণা দুলাইয়া—ভাবিলা ইন্দ্রাণী
করে গমন ॥

দেখিলা একাকী অনঙ্গমোহিনী
রতি আসে ধীরে বাজিছে কিঙ্কিণী
চিন্তা-অবনত চারু-চন্দ্রাননী
যথা সূর্য্যমুখী, যবে সে যামিনী
হয় আগত।

জিজ্ঞাসে ঐন্দ্রিলা, "মদন-মহিলা,
ইন্দ্রপ্রিয়া শচী কোথায় রাখিলা ?
বাসব-বনিতা, কহ কি কহিলা
শুনে সে বারতা,—শিরোপা কি দিলা
মনের মত ॥"

"দৈত্যেশ মহিষি, আমি তব দাসী
কেন ব্যঙ্গ কর, মুখে নাহি হাসি
ইন্দ্রের কামিনী যে অভিমানিনী
জান ত সকলি—গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি
শচী না আসে।

না চাহে মোচন, চির-কারাবাসে
রবে ইন্দ্রজায়া—এ স্বর্গ-নিবাসে
শচী নাহি চাহে আপন মঙ্গল
দনুজ-প্রসাদে—সহিবে সকল
না ভাবে ত্রাসে ॥"

প্রফুল্ল আনন গন্ধর্ব্ব-কুমারী
নয়ন-কোণেতে রতিরে নেহারি
খেলায়ে অপাঙ্গে তড়িত-তরঙ্গ
দংশিলা অধর—করি গ্রীবা-ভঙ্গ
ক্ষণেক থাকি।

কহিলা, "কি রতি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী
না আসিবে হেথা? সাবাস্ মানিনি !
বৃথা কি হবে সে অসুরের রাণী
'শচীর উদ্ধার' ?—যাব লো আপনি
এ সব রাখি ॥

সাজা দেখি, রতি, ভাল কোরে মোরে
কেশ-বেশন্যাস আসে ভাল তোরে
সাজা লো তেমতি যেন হাসি-ডোরে
বাঁধি দৈত্যরাজে—রতি, মন ভোরে
সাজা আমায়।

জিনিয়া সমর ফিরিলে অসুর
রণশ্রান্তি তাঁর করিব লো দূর
এ নিকুঞ্জ-বনে !—মরি কি মধুর
মদন কৌশল ! মরি কি প্রচুর
সুগন্ধ বায় !”

সাজাইল রতি গন্ধর্ব্ব-কুমারী
(ধন্য রাত, তোর গুণে বলিহারি !)
নীলোৎপল যথা ধু’লে ধারাবারি
ঐন্দ্রিলার মুখ ; অলকার সারি
ভ্রমর তায় ।

সাজিল ঐন্দ্রিলা ; মধুর মাধুরী
বসন-ভূষণে পড়ে যেন ঝুরি
পড়ে যেন ঝুরি চারু-পয়োধরী
লাবণ্য-তরঙ্গ থরে থরে থরে
নাচিল প্রায় ॥

বসন্ত-সময়ে কিবা সাজে রতি
ভুলাতে কন্দর্পে—রূপ-কুলপতি ?
শিবের সমাধি ভাঙ্গিতে পার্ব্বতী
সাজিলা বা কিবা ? মোহিনী যুবতী
সুধা-তুমুলে ?

নিন্দিলা সে সব ঐন্দ্রিলা রূপসী
সাজিলা সুন্দর, বাসে কটি কসি ,
কুন্তলে রতন ঝলিছে ঝলসি
তারকার মালা—মন্মথপ্রেয়সী
আপনি ভুলে ॥

অসুর-মোহিনী নেহারে মুকুরে
সে বেশ-লাবণ্য, গরবেতে পূরে ;
শচীরে পাইবে ভুলায়ে অসুরে
ভাবিল নিশ্চিত ; কোকিলা-কুহরে
কহে “লো রতি !

সাজা এইখানে যত অলঙ্কার,
যত বেশভূষা আছে লো আমার ;
রতন-মুকুট,মণিময় হার,
জয়লব্ধধন—ধনেশ-ভাণ্ডার
ঢাল যুবতি ॥

আন যান পুষ্পরথ, অশ্ব, গজ,
নেতের পতাকা, হেমময় ধ্বজ ;
আন বীণা, বেণু, মন্দিরা, মুরজ,
আমার যা কিছু ;—মানস-পঙ্কজ,
ফুটাব আজ ।

বল চেড়ীদলে সশস্ত্র সাজিয়া
দাঁড়াক সকলে এখানে আসিয়া—
ত্রিজটা, ত্রিগুণা, কপালী, কালিকা,
যে যেথা আছে লো গন্ধর্ব্ববালিকা,
দানবী-সাজ

যাও, হে অনঙ্গ, ফিরিলে অসুর
জানাইও বার্ত্তা, নিকুঞ্জে মধুর
ভ্রমি কিছুকাল।”—বাজিল ঘুঙ্ঘুর
নাচিয়া কুটিতে, চরণে নূপুর
মধুর তায়

“ঐন্দ্রিলার গতি কে ফিরাতে পারে ?”
কহিল দানবী মৃদুল ঝঙ্কারে—
“হে দনুজনাথ, ঐন্দ্রিলা হে নারে
বাসনা ছাড়িতে—বাসবপ্রিয়ারে
ধরাব পায় ।

হেনকালে কাম কহিলা সংবাদ,
ফিরিছে দৈত্যেন্দ্র সাধি নিজ সাধ
জিনিয়া সমরে—যথা সে নিষাদ
উজাড়ি অরণ্য পূরাইয়া সাধ
কুটীরে যায়

সুগম্ভীর গতি, অতি ধীর ভাব,
ভাবে দৈত্য মনে “এ জয়ে কি লাভ ?
সমূহ বাহিনী সংগ্রামে অভাব
করিল অমর—এরূপে দানব
ক’দিন রবে

আমি যেন রণে লভিনু বিজয়,
আমারি যেন এ শরীর অক্ষয়
প্রতি রণে যদি দৈত্যকুলক্ষয়
হয় হেন রূপে, কারে লয়ে জয়
ভুঞ্জিব তবে ?

চলিলা ঐন্দ্রিলা আগু বাড়াইয়া
বসন্ত-সখারে সংহতি লইয়া
চলনভঙ্গীতে তরঙ্গ তুলিয়া
ভুলায়ে কন্দর্প মধুর অমিয়া
হাসিতে ঢালি

দিলা আলিঙ্গন প্রফুল্ল লোচন
নেহারি অসুর দানবী-বদন
ভুলিলা সকল ভাবনা বেদন
যা ছিল অন্তরে নিমিষে ক্ষালন
মনের কালী ।

কহিলা, "ঐন্দ্রিলে, এ কি মনোহর
শোভা হেরি আজি মরি কি সুন্দর
রুধিরে ফুটিছে সু-ওষ্ঠ অধর
অরুণের রাগে! তনু-স্নিগ্ধকর
এ ভুজলতা।"

"রণশ্রান্তি নাথ, ঘুচাতে তোমার
আমার আদেশে বিরচিলা মার
মধুর নিকুঞ্জ, শোভা হেরি তার
সাজিনু আপনি! রণচিন্তা-ভার
ঘুচাব হে তা।"

রুণু রুণু ধ্বনি কিঙ্কিণী নূপুরে,
আগু হইলা ধনী ধীরে ধীরে ধীরে
অদৌঘল তনু-ভরে দৈত্যবরে
বাঁধি ভুজপাশে—চারু অঙ্গে ঝরে
শশাঙ্ককর!

প্রবেশি নিকুঞ্জে শিহরে দানব
চারিদিকে মৃদু মধুর সুরব
যেন উথলিছে মধুর অর্ণব
ঢালিয়া চৌদিকে।—মুকুল পল্লব
অনঙ্গ শয়॥

অচেতন দৈত্য ভুঞ্জিয়া মাধুরী
জাগাইলা হাসি ঐন্দ্রিলা সুন্দরী
রণশ্রান্ত শূরে সুরে শান্ত করি
চলিলা ভ্রমণে ভুজপাশে ধরি
অসুরবর।

কিছু দূরে গিয়া কহে দৈত্যরাজ
'এ কি হেরি, প্রিয়ে, তব ভূষা-সাজ
কেন এ সকল কেন হেথা আজ
পড়িয়া এ ভাবে? চেড়ীর সমাজ?
এ কি সমর?"

"কোথা তবে আর রাখিব এ সব
কহ শুনি, ওহে হৃদয়-বল্লভ।
কার গৃহ হায় ভবন ও সব,
দেখিছ ওখানে? অমর-বিভব!
শচী-ভবন!

অমরার রাণী! ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী!
কহিলা রতিরে, কহিলা বাখানি
এ ভুবন তার! কহিলা কি জানি
তস্কর আমরা? চাহে না সে ধনী
কারা-মোচন।

'দৈত্য-বাক্য ছার' কহিলা আবার
'কারামুক্তি, হায়, কে করে রে কার?'
শুন হে দানব, পুলোম-কন্যার
এ সুখ-ঐশ্বর্য্য। তার(ই) অধিকার
হেথা সকলি!

কি জানি কখন্ আসিবে সে ধনী
মনোদুঃখে তাই আইনু আপনি
লতার নিকুঞ্জে। ছাড়িব যখনি
শচী আজ্ঞা দিবে।" নীরব রমণী
এতেক বলি॥

শুনিতে শুনিতে ক্রোধেতে অধীর
বাড়িতে লাগিল অসুর-শরীর
পর্ব্বত-আকার, নিশ্বাস-সমীর
বহিল সবেগে কহিল গম্ভীর
"রতি কোথায়?"

রতি কাঁপি কাঁপি আসি দৈত্যপাশে
কহে "ইন্দ্রপ্রিয়া রবে কারাবাসে,
নাহি চাহে শচী আপন মঙ্গল
দৈত্যেশ-প্রসাদে সহিবে সকল
থাকি এথায়॥"

রক্তবর্ণ আঁখি ঘুরিল সঘনে,
ফুলিল অধর ভীষণ বদনে,
কড় কড় ধ্বনি রদনে রদনে
উঠিল বিকট—কহিল গর্জ্জনে
ভীম অসুর—

"আমার আদেশ হেলিলি, ইন্দ্রাণি?
বিফল করিলি দৈত্যরাজ-বাণী?"
বলি ছিঁড়ি কেশ দুই হস্তে টানি
ছুটিল হুঙ্কারি—হেরি দৈত্যরাণী
বামা চতুর—

নিল ফুলধনু আপনার হাতে,
বাঁকাইল চাপ (ফুলবাণ তাতে)
আকর্ণ পূরিয়া, বসি হাঁটুগাড়ি
(সাবাস সুন্দরি!) বাণ দিল ছাড়ি
ঈষৎ হাসি।

অব্যর্থ সন্ধান! মদনের বাণ
আকুল করিল দনুজ-পরাণ
ফিরিয়া দেখিল স্থির সৌদামিনী
হাসিছে ঐন্দ্রিলা—দানব-কামিনী
লাবণ্য-রাশি॥

দাঁড়াইলা শূর। আসন্না নিকটে
ঐন্দ্রিলা কহিলা মধুর কপটে
"এ নহে উচিত, হে দনুজনাথ,
তুমি যাবে সেথা করিতে সাক্ষাৎ
শচীর সনে।

তবে গর্ব্ব তার হবে যে সফল
সেই স্বর্গরাণী! হবে কি বিফল
দাসীর আদেশে দৈত্যরাজ-বল?
ঐন্দ্রিলা-বাসনা জান ত সকল,
আছে ত মনে॥"

কহে দৈত্যপতি "তোমায়, সুন্দরি,
দিলাম সঁপিয়া ইন্দ্রসহচরী.
যে বাসনা তব তার দর্প হরি,
পূরাও, মহিষি,—ফণা চূর্ণ করি
আন ফণিনী।"

হরষে উন্মত্ত হাসিলা ঐন্দ্রিলা;
সুখে দৈত্যবরে অলিঙ্গন দিলা;
চেড়ীদল সঙ্গে হরষে চলিলা
গজেন্দ্র-গমনে, কটাক্ষে হানিলা
ঘোরদামিনী॥

সপ্তদশ সর্গ

দেবারি দনুজনাথ দৈত্য-সভামাঝে
বেষ্টিত অমাত্যবর্গ; সমর-কুশল
মহাবল সেনাপতি বৃন্দ চারিধারে।
নিকটে বসিয়া ধীরে সুমিত্র ধীমান্
কহিছে গম্ভীর-স্বরে "দৈত্যকুলেশ্বর,
দিন দিন মরে দৈত্য দেবের উৎপাতে,
মরি লাজে কত হায়, না হয় গণনা—
বীরবংশ ধ্বংস-প্রায় দেবতার তেজে।
ক্রমে দর্প, সাহস বাড়িছে দেবতার
বারি বরিষায় যথা তরঙ্গিণী-ধারা
ধায় রঙ্গে ভাঙ্গি বাঁধ দুকূল উছলি,
গৃহ, শস্য, পশু, প্রাণী নাশি অগণন!
হেন্ন দুর্নিবার তেজে জয়ন্ত, অনল,
সময়ে অসুরে জিনি অসম সাহসে
প্রবেশিলা পূর্ব্বদ্বারে, লঙ্ঘিলা প্রাচীর
অসংখ্য অমর-সৈন্য; হে দৈত্যেশ্বর,
অর্দ্ধেক অমরাবতী ভুজবলে দেব
অধিকার কৈলা। এবে উত্তর-তোরণে,
আবার সাজিছে রণে দেবসেনাপতি
মহারথী কুমার, সূর্য্য, বরুণ, বায়ু,
ভাবিলা হে দনুজেন্দ্র, পলাইলা তারা
লুকাতে ত্রিশূল-ভয়ে পাতালে আবার,
সে আশা নিস্ফল, প্রভু, ইন্দ্রজালে ছলি
করিছে কপট রণ অমর মায়াবী।
হৈলা দেব অসুর-কণ্টক! কি উপায়ে,
বুঝিতে না পারি, হায় এ সুবর্ণপুরী
হবে দেবরথি-শূন্য—দুঃসহ সমর
সহিবে ক'দিন আর এরূপে দানব?"

দানবকুল-ঈশ্বর বৃত্রাসুর তবে—
"সত্য যা কহিলা, মন্ত্রি, কিন্তু কহ সুধি,
কি ফল বাঁচিয়া স্বর্গ ছাড়ি?—যার লাগি,
কত তপ কৈনু কত যুগে নিরাহারে,
জিনিতে সমরে যায় কত মহারথী
দৈত্যবীরকুল-শ্রেষ্ঠ ত্যজিলা পরাণ,
যার লাগি অসংখ্য অসংখ্য দৈত্যসেনা
পড়ে রণে, বীরদর্পে শমনে না ডরি।
জনম বীরের কুলে— মরণ(ই) সফল
শত্রু ঘাতি রণস্থলে! হে সচিবোত্তম,
কে কোথা রাজত্ব ভুঞ্জে বিনা যুদ্ধ-পণে—
মৃত্যুভয়ে সমরে বিরত কবে শূর?
কবে সে বীরের চিত্তে কৃতান্তের ভয়
হানিতে সমরে শত্রু? ত্যজিতে পরাণ
যুঝি রঙ্গে রিপুসঙ্গে সমর-প্রাঙ্গণে?
শুন, মন্ত্রি, যত দিন এ দনুজকুলে
একমাত্র অস্ত্রধারী থাকিবে জীবিত,
পারিব ধরিতে অস্ত্র এ প্রচণ্ড ভুজে,
বহিবে রুধির-স্রোত এ দেহে আমার।
নহি ক্ষান্ত তত দিন এ দুরন্ত রণে।"

হেনকালে রুদ্রপীড় বীর চূড়ামণি,
মণ্ডিত সমরসাজে আসি দাঁড়াইলা
নতশির, পিতার সম্মুখে কর যুড়ি।
শীর্ষক উজ্জ্বল শিরে অঙ্গে সু-কবচ,
রত্নময় অসিমুষ্টি ঝলসে কটিতে—
সারসনে, পৃষ্ঠদেশে নিষঙ্গ ঝলসে।
কহিলা "হে তাত, তোমা দেখাতে মুখ
পাই লাজ, হে বীরেন্দ্র, তব পুত্র আমি

চির অরিন্দম রণে—সমরে হারিনু,
নারিনু রক্ষিতে পুরী তিন দিন কাল।
নারিনু অনল-হস্তে। জয়ন্ত বালক
অধিকার কৈল যার বক্ষিত আমার।
রণে ভঙ্গ দিল, পিতঃ, দনুজ-বাহিনী—
আমি যার সেনাপতি। জীবিত থাকিয়া
তাহা চক্ষে নিরখিনু। এ নিন্দা ঘুচাব,
ত্রিলোকবিজয়ী দৈত্যপতি, রণস্থলে
সমর-বহ্নিতে—যথা দাবাগ্নিতে বন—
দহিব অমর-সৈন্য; সমর-কুশল,
জিনিব অনল দেবে—জয়ন্তে জিনিব;
নতুবা হে তাত, এই শেষ দরশন
ও চরণ-অরবিন্দ। আজ্ঞা দেহ সুতে।"
বলি পিতৃপদধূলা ধরিলা মস্তকে।
শুনিয়া পুত্রের বাণী বৃত্রের নয়নে
দেখা দিল বাষ্পবিন্দু, দ্বিভুজ প্রসারি
পুত্রে দিয়া আলিঙ্গন কহিলা দৈত্যেশ—
"এ প্রতিজ্ঞা, বীরশ্রেষ্ঠ, উচিত(ই) তোমার,
দনুজকুলতিলক পুত্র রুদ্রপীড়,
চির অরিন্দম তুমি—কিন্তু শুনি পুনঃ
সুরেন্দ্র আসিছে রণে, পশিবে সত্বর
অমরায়—সুরনাথ দুর্জ্জয় সমরে,
না পারে যুঝিতে তারে ত্রিভুবনে কেহ
মৃত্যুঞ্জয়ী বৃত্র বিনা, রক্ষঃ-সুরাসুরে।
তার সনে সমরে পশিবি একা তুই?
রে সুধন্বি, একমাত্র পুত্র তুই মম।"
বলি পুনঃ গাঢ়তর দিলা আলিঙ্গন
রুদ্রপীড়ে বক্ষে ধরি দনুজশেখর।
কহিলা আবার ছাড়ি ঘন দীর্ঘশ্বাস—
"কিন্তু বীর তুই—বীরপুত্র—মহারথী,
কেমনে নিবারি তোরে? কেমনে বা বলি,
যাও বৎস, দৈত্যকুল রবি অস্তে যাও?"
"হে পিতঃ," কহিলা বৃত্রনন্দন তখন—
"কি ফল জীবনে, হেন কলঙ্ক থাকিতে,
কি ফল তোমার (ই) তাত, হেন বংশধরে
নিন্দা যার আজীবন ত্রিলোকে ঘুষিবে,
হাসিবে অসুর সুব যক্ষ যার নামে?
জীবনে জীবন-অন্তে জগতে ঘৃণিত।
ত্রিলোক-বিজয়ী পিতঃ, কহিবে সকলে,
কুলাঙ্গার কাপুরুষ তনয় তাহার
পলাইল প্রাণভয়ে না ফিরিলা রণে,
পুনর্ব্বার এ কলঙ্ক না হ'লে মোচন
জীবন নিষ্ফল মম, হে দনুজনাথ,
মরিব বীরের মৃত্যু সমরে পশিয়া।"
উৎসাহ-প্রফুল্লনেত্রে আনন্দে অসুর,
নিরখিলা পুত্রমুখ ছটাবিমণ্ডিত,
ভানু-বিমণ্ডিত যথা কনক-অচল
সহস্র-কিরণমালী উদিলে শিখরে!
কহিলা সংবরি বেগ—"না নিবারি তোমা,
যাও রণে, অরিন্দম পুত্র রণজয়ী;
পাল বীরধর্ম্ম, ভাগ্যে যা থাকে আমার।"
বলি কৈলা আশীর্ব্বাদ অশ্রুবিন্দু মুছি।
বন্দি পদ জনকের আনন্দে চলিলা
রুদ্রপীড়। জননী-নিকটে গেলা দ্রুত।
দেখিলা ঐন্দ্রিলা চেড়ীদলে সুসজ্জিতা
চলে মন্দাকিনী-তীরে শচীরে বান্ধিতে।
আনন্দে জননী-পদ বন্দিয়া বীরেশ
কহিলা—"জননি, সুতে দেহ পদধূলি,
দিলা আশীর্ব্বাদ পিতা, প্রতিজ্ঞা আমার
নির্দ্দেব করিব স্বর্গপুরী! কিন্তু মাতঃ,
কে কহিতে পারে ক্রূর সমরের গতি,
না হেরি যদ্যপি আর ও পদযুগল,
ও পদযুগলে, মাতঃ, এ মিনতি মম,
রেখো মা চরণে ইন্দুবালা সরলারে
পতিগতপ্রাণা সতী স্নেহেতে পালিতা,
রক্ষা করো, জননি গো, স্নেহদানে তারে।"
হায় রে, ঝরিল অশ্রু বীরেন্দ্র-নয়নে
স্মরি সে হৃদয়-ইন্দু—ইন্দুবালা-মুখ,
এ বিদায়ে কার, হায়, না আর্দ্রয়ে হিয়া?
ঐন্দ্রিলার(ও) শিলাময় হৃদয় তিতিল,
বাষ্প-বিন্দু নেত্রকোণে, কহিলা দানবী
তনয়ের মুখঘ্রাণ লয়ে ঘন ঘন,—
"এ অশুভ কথা, বৎস, কেন রে শুনালি?
কাজ কি সমরে তোর? একা দৈত্যনাথ
নাশিবে অমরকুল শঙ্কর-ত্রিশূলে।
দৈত্যকুল-পঙ্কজ, সমরে নাহি যাও।"
"না মাতঃ, অন্তর জ্বলে অনন্ত শিখায়।
সুর-হস্তে হারি রণে, নির্ব্বাণ আহুতি
সমর্পিব এবে তায়, অমরে দণ্ডিয়া,
তনয়ের শেষ ভিক্ষা মনে রেখো, মাতঃ!

পেয়েছি চরণধূলি জনকের ঠাঁই,
দেহ পদধূলি তব।" এতেক কহিয়া
ভক্তিভাবে প্রণমিলা জননী-চরণে।
পুত্র কোলে করি স্নেহে দানব-মহিষী
বান্ধিলা শীর্ষক চূড়ে বিল্ব সচন্দন,
কহিলা আশ্বাসি "বৎস, এ অর্ঘ্য সতত
অলক্ষ্যে রক্ষিবে তোরে—এ মম আশিস্;
যাও রণে রণজয়ী অরিন্দম বীর!"
হেথা চারু ইন্দুবালা কল্পতরুমূলে,
(শুভ্র কুসুমের মালা লুটিছে উরসে)
বসি শ্বেত শিলাতলে, সখীদলে মেলি,
শুনিছে রণসংবাদ ভাসি অশ্রুনীরে।
আহা, সুমলিন মুখ, হৃদয় কাতর!
যেন রে নিদয় কেহ বিহঙ্গ ধরিয়া
হেমন্তের দেশ হ'তে আনিলা গ্রীষ্মেতে,
ভাবিছে দানববালা তেমতি আকুল।
কে পারে কহিতে, প্রাণ সুকোমল যার,
সমরের ঘোর শিখা—জ্বলিছে চৌদিকে,
অহরহ দিবানিশি রণ কোলাহল?
করুণ ক্রন্দনাঘাত নিত্য শ্রুতিমূলে,
কহিতে লাগিলা শেষে ব্যাকুল হইয়া—
"কত দিনে, হায়, সখি, এ সমরস্রোত
শুকায়ে নিঃশেষ হবে? কত দিনে পুনঃ
ধরিবে পূর্ব্বের ভাব এ অমরাবতী?
পুত্র-শোকাতুরা আহা, মাতার রোদন,
সখি রে, বিদরে হিয়া!—বিদরে লো প্রাণ!
স্বামিহীনা রমণীর করুণ ক্রন্দন।
ভগিনীর খেদস্বর ভ্রাতার বিয়োগে।
হায় সখি, বল্, তোরা বল্, কি উপায়ে
দনুজের এ দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারি?
এ দেহ করিলে দান হয় যদি বল্,
নিবাই সমরানল তনু সমর্পিয়া।
সখি রে বুঝিতে নারি কিরূপে এ সব
অসুর অমরকুলে মহাবীর যত
নিদয় নহে লো তারা আপনা পাসরি,
জীবন-ঘাতক অস্ত্র হানে পরস্পরে?
না ভাবে মমতালেশ নাহি ভাবে দয়া,
সদাই উন্মত্ত-প্রায় নিষ্ঠুর সমরে,
হানি অস্ত্র বধে প্রাণী, ভাবে না অন্তরে
কত যে যাতনা জীবে জীবন-নিধনে।

সমর-সুরাতে হায়, অমর দানব,
হয় কি এতই সখি উন্মত্ত অজ্ঞান?
কিংবা কি সে পরাণীর (ই) প্রকৃতি স্বভাব—
কুটিল কপটাচারী প্রাণিমাত্র সবে?
কেমনে বা ভাবি তাহা? হৃদয়বল্লভ
আমার যিনি, লো সই, কপটতা তাঁরে
না পরশে কোন কালে, তবু কি কারণ
সমরে নাশিতে প্রাণী না হন বিমুখ?
দিব না দিব না নাথে সমর-প্রাঙ্গণে
প্রবেশিতে পুনরায়, রাখিব বাঁধিয়া
হৃদয়-উপরে এই ভুজলতা-পাশে,
নিদারুণ হ'তে তাঁরে দিব না লো আর।"
হেনকালে রুদ্রপীড় বৃত্রের তনয়
সজ্জিত সমর-সাজে, সুধীর গমন,
অধোমুখে ধীরে ধীরে উদ্যানে প্রবেশি,
অগ্রসর ক্রমে সেই কল্পতরুমূলে।
দূর হ'তে দেখি পতি, উঠিয়া শিহরি,
ছুটিলা উতলা ইন্দুবালা বামা,
পড়িলা বক্ষেতে তাঁর বাহু জড়াইয়া
তরুলতা তরুদেহ ঘেরে যথা সুখে।
কহিলা—কোকিলাধ্বনি কণ্ঠে কুহরিল,
(হায় যবে ভগ্ন স্বরে ডাকে পিকবধূ)
কহিলা,—"হে নাথ, কেন দেখি হেন সাজ
রণসাজে কেন পুনঃ সাজালে সুতনু?
এখন(ও) সমরক্লেশ দূর নহে তব,
এখন(ও) নিশিতে, নাথ, নিদ্রা নাহি যাও
কত স্বপ্ন সারানিশি শুনাও, প্রাণেশ,
আবার এ বেশ কেন দহিতে আমায়?
ছলিতে আমায় বুঝি সাধ ছিল মনে—
ইন্দুবালা ভাবে ভয় সমরের বেশে,
তাই ভয় দেখাইতে আইলে, প্রাণেশ!
খোল, প্রভু, রণসাজ, না পারি সহিতে,
নিষ্ঠুর দারুণ তুমি, ললনা-হৃদয়
মথিতে আইলে প্রিয়া ছলনা করিয়া,
ত্যজ রণসাজ শীঘ্র, দেখাই(ও) না আর
বিভীষিকা তরুণীর হৃদয় তাপিতে!"
"প্রেয়সি, নিষ্ঠুর আমি, সত্যই কহিলা,
পালিতে বীরের ধর্ম্ম দিলাম বেদনা
তোমার হৃদয়ে, প্রিয়ে, লভিতে বিদায়
এসেছি, বিদায় দেহ যাই রণস্থলে।

"যাবে নাথ? "বলি ধীরে চারু চন্দ্রাননী
তুলিলা বদন ইন্দু পতিমুখতলে,
প্রদোষ-কমল যথা মুদিতে মুদিতে
নেহারে শিশিরে ভিজি অস্তগত ভানু।
যাবে নাথ, যাবে কি হে ছিঁড়িয়া এ লতা,
বেঁধেছি তোমায় যাহে কত সাধ করি?
ছিঁড়ে কি হে তরুবর, ঘেরে যদি তায়
তরুলতা ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়া?
ছিঁড়িলে তবুও নাথ লতিকা ছাড়ে না,
গতি তার কোথা আর বিনা সে পাদপ?
কোথা নাথ, বল বল তরঙ্গের গতি
বিনা সে সাগরগর্ভ? হে সখে, নির্ঝর
খেলিতে না বাসে ভাল শৈল-অঙ্গ বিনা,
শত ফেরে ঘেরি তারে করয়ে ভ্রমণ
ঝর ঝর নাদে সদা—তেমতি হে আমি
থাকিব তোমার এই হৃদয়ে জড়ায়ে।"
শুনি স্নেহভরে বীর ধরিলা তরুণী
চারু চন্দ্রানন চুম্বি ফেলি অশ্রুধারা।—
শুকাইল ইন্দুবালা, নিদাঘে যেমতি
শুকায় কুসুমলতা ভানুর পরশে।
কহিলা সরলা বালা, নয়নের জলে
ভিজিল বীরের বর্ম্ম, হৈম শরাসন।
"যাবে যদি, নাথ, আগে এই লতাকুল
পালিনু যে সব দোঁহে যত্নে এত দিন,
এই পুষ্প-তরুরাজি কিসলয়ে ঢাকা,
দেখ দেখ কত পুষ্প তুলি ডালে ডালে
অধোমুখে ভাবে যেন দুঃখিনীর কথা,
স্বহস্তে অর্জ্জিনু যায় কতই আদরে!
নাশ আগে সেই সব বিহঙ্গমরাজি
রঞ্জিত বিবিধ বর্ণে—নয়ন-রঞ্জন!
প্রতিদিন পালিলা যে সবে দুগ্ধদানে,
ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে যায় হইতে কাতর
নাশ এই সখীগণে, আজীবন যারা
সুখের সঙ্গিনী মম, আজীবনকাল
সম্প্রীতিতে পালিলা সদা,—সেবিলা প্রাণেশ,
প্রাণ, মন, দেহ, স্নেহ-রসে মিশাইয়া।
নাশ পরে এ দাসীরে—জীবন নাশিতে
নাহি ত তোমার মায়া, বীর তুমি নাথ!
পাতিয়া দিলাম বক্ষঃ, হান এ হৃদয়ে
এ রক্ত-পিপাসু অসি,—রণে যাও বীর!"

বলি মূর্চ্ছাগত ইন্দুবালা ইন্দুমুখী,
সখীরা যতনে পুনঃ করায় চেতন,
রুদ্রপীড় স্নেহে চুম্বি অধর ললাট,
শিবিরে চলিলা দ্রুত চঞ্চল-গতিতে।
নীরবে চাহিয়া পথ থাকি কতক্ষণ
কহিলা দানব-কন্যা চারু ইন্দুবালা—
"হায়, সখি, সংগ্রামে মাদকতা হেন,
শিখিব সংগ্রাম আমি ফিরিলে প্রাণেশ!"
হায় ইন্দুবালা, তুমি কি জানিবে বল,
জীবের হৃদয়ার্ণবে কি অদ্ভুত খেলা?
মূর্ত্তিমতী সরলতা তুমি জীবকুলে,
দানব কুলের চারু কোমল নলিনী।
আকুল সরলা বালা ব্যথিত চঞ্চল,
থাকিতে নারিলা স্থির স্নিগ্ধ শিলাতলে,
স্নিগ্ধ কুসুমের দাম অন্তরে নিক্ষেপি
তরুচ্ছায়া ত্যজি গৃহে করিলা প্রবেশ।
পতিগত-প্রাণা সতী ভাবিলা তখন
করিবে শিবের পূজা—পতির মঙ্গল
কামনা করিয়ে চিত্তে, লভি সিদ্ধ বর
নিবারিবে চিত্তবেগ শান্তির সলিলে।
আজ্ঞা দিলা সখীগণে, পূজা-অয়োজন
করিতে বিধানমত, পবিত্র আগারে,
পরিলা সুপট্টবাস, স্নানে শুচি-তনু,
প্রবেশিলা পূজাগারে সাধ্বী শুদ্ধমতি,
সুবিল্ব, চন্দন, পুষ্পমাল্য, সুবসন
অর্পি শিবমূর্ত্তিপরে স্থির ভক্তি সহ
ধ্যানে শিবমূর্ত্তি ভাবি জপি শিবনাম,
বর মাগিবার আশে উঠিলা সুন্দরী।
উঠিলা সবিল্বজল ঢালিতে মস্তকে,
ধরিলা মঙ্গল-ঘট ভক্তির উল্লাসে,
হায় রে, বিমুখ যারে বিধাতা যখন,
কোন সে কামনা সিদ্ধ নাহি হয় তার,
সহসা কাঁপিল হস্ত দানববালার,
কাঞ্চন মঙ্গল-ঘট পড়িল খসিয়া
মহাদেবমূর্ত্তিপরে খণ্ড খণ্ড হয়ে,
বিল্বপত্র, জল, পুষ্প ছুটিল চৌদিকে।
অধীর হইলা দেখি ইন্দুবালা সতী,
দর দর দুনয়নে ঝরিল সলিল,
শিহরিল শীর্ণ তনু; 'হে শম্ভু' বলিয়া
ভূতলে পড়িলা বামা স্বামি-মুখ স্মরি।

সখীগণে মেলি সবে করি কোলাকুলি
পূজা-গৃহ বাহিরে লইলা ইন্দুবালা;
রতি আসি নানামতে বুঝাইলা তায়,
সান্ত্বনা করিয়া কিছু করিলা সুস্থির।
চেতনা পাইয়া ঘন ফেলি দীর্ঘশ্বাস
কহে দৈত্যরাজবধূ দারুণ আক্ষেপে—
"হে শঙ্কর উমাপতি, দাসীর কপালে
এই কি আছিল শেষে? রতি লো, আমার
পতি-আরাধনা-ভার এত কি মহেশে?
কি দোষে দোষী লো দাসী প্রমথেশ-কাছে?
পাব না কি রতি আর হৃদয়েশে মম?
জানি না সে পাদপদ্ম বিনা ত্রিভুবনে।"
কহিলা মদনপত্নী "হে দানববধূ,
ভাবিতে কি আছে কভু এ অশুভ কথা?
বদনে এনো না, সতি, ইথে অকুশল—
প্রিয়জন-অকুশল অশুভ চিন্তায়,
নাহি কি ভাবিতে অন্য? হৃদয় বেদনা
জুড়াতে নাহি কি উপায়, সরলে?
সমদুঃখী পরাণীর যাতনা সকলি
ভুলিলে কি, চারুমতি ভুলিলে শচীরে?
অমরায় ফিরে যবে আইলা তব প্রিয়
নৈমিষ অরণ্য হ'তে শচীরে বান্ধিয়া,
হে ইন্দু-বদনা, তুমি কাঁদিলা কতই
শচী-দুঃখে কত দুঃখ করিলা তখন।
সে পুলোমকন্যা এবে নিভৃত মন্দিরে
নিরানন্দ দিবানিশি। ভুলি দুঃখ তার,
বৃথা ভয়ে হেন ভাবে ভাবিছ আপনি?
আপন হৃদয়-ব্যথা এতই কি, সতি?"
রতি-বাক্যে ইন্দুবালা সলজ্জবদনা
স্মরি মনে পতি, স্মরি শচীকথা,
অধোমুখে ভাবিতে লাগিলা অশ্রুমুখ।
হিম-বিন্দুসিক্ত যেন শশাঙ্ক মলিন।

অষ্টাদশ সর্গ

কুল কুল ধ্বনি, চলে মন্দাকিনী,
দেবকুল-প্রিয়, পবিত্র তটিনী;
লতায়ে লুটিছে সুর-মনোহর
মন্দার দুকূলে—দুকূল সুন্দর
সুরভি বিমল ফুল-শোভায়।

যে ফুলের দলে সুরবালাগণে
হেলাইত তনু বিহ্বলিত মনে,
না হেলিত ফুল সুর-তনু ধরি
খেলিত যখন অমর অমরী
শীতপুষ্পরেণু মাখিয়া গায়
যখন অমরা ছিল অমরের,
সুরধামে দম্ভ না ছিল দৈত্যের;
সুরবালা-কণ্ঠে সঙ্গীত ঝরিত,
যে গীত শুনিয়া কিন্নরী মোহিত,
কন্দর্প অনঙ্গ যে গীত শুনে
যখন পৌলোমী আখণ্ডল-বামে
বসিত আনন্দে চিরানন্দধামে,
দেবঋষিগণ আনি পুণ্ডরীক
অমৃত-হ্রদের—বাক্য অমায়িক
দিত শচী-করে গরিমা-গুণে
সেই মন্দাকিনী-তীরে ম্রিয়মাণা,
মন্দির-অলিন্দে, শচী সুলোচনা।
কাছে সুহাসিনী চপলা সুন্দরী,
রতি চারুবেশ, বসি শোভা করি—
ঘেরেছে মাধুর্য্যে অমরা-রাণী
প্রভাতের শশী চারু ইন্দুবালা
শচী-পদতলে, বসি কুতূহলা
হেরিছে শচীর বিমল বদন,
শুনিছে কৌতুকে—বালিকা যেমন—
ইন্দ্রাণীর মৃদু মধুর বাণী
কহিছে পৌলোমী কোথা ব্রহ্মলোক,
দেখিতে কিরূপ, কিরূপ আলোক
প্রকাশে সেখানে; কিরূপ উজ্জ্বল
কনক-নির্ম্মিত ব্রহ্মার কমল,
সতত চঞ্চল কারণ-জলে
কিবা অদভুত সে রেণু-সমুদ্র;
বীচিমালা তায় কি বিপুল, ক্ষুদ্র;
কত অপরূপ সৃজনের লীলা
প্রকাশ তাহাতে; কিরূপ চঞ্চলা
পরমাণুময়ী মহী সে জলে
কোথা বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ-ভুবন;
ভকত-বৎসল কিবা জনার্দ্দন;
কিবা সে লক্ষ্মীর অক্ষয় ভাণ্ডার,
কতই অনন্ত দান কমলার;
কিবা শ্রীপতির পালন-প্র

দেখিতে কিরূপ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ;
কি শোভা কৌস্তভে—কেশব-ভূষণ ,
কমলা-লাবণ্যে কি চারু-মাধুরী,
ক্ষীরোদ মধুর যে মাধুর্য্যে পূরি ;
কিবা সুধাময় রমার কথা ॥
কৈলাস-ভুবন কিরূপ ভৈরব ,
ভৈরব কিরূপ জটাধারী ভব ,
কিরূপে ত্রিশূলী করেন প্রলয়—
ত্রিলোক-ব্রহ্মাণ্ড যবে রেণুময়—
প্রলয়-বিষাণ কিবা সে ঘোর ।
কিবা দয়াময়ী শঙ্কর-গৃহিণী,
ভবে শুভঙ্করী দুর্গতিহারিণী,
কি দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, নর,
জীবদুঃখে উমা কতই কাতর,
ভক্তজন-স্নেহে সদাই ভোর ॥
আগে সে কিরূপে বাসবে তুষিতে
বিধি, হরি, হর, অমরপুরীতে
আসিতেন সুখে—আসিতেন উমা
রাগ-মাতা বাণী, পদ্মাসনা রমা
ইন্দ্রত্ব-উৎসব যে দিন স্বর্গে ।
জুড়াইতে ইন্দুবালা-মনোব্যথা,
শুনাইলা শচী সে অপূর্ব্ব কথা,
হরষে ত্রিদিব মাতিত যখন,
ধরি পঞ্চতাল নিজে পঞ্চানন
গাহিতেন যোগী গম্ভীর-স্বরে ॥
গণপতি জ্ঞানী সে গীত শুনিয়া,
ছাড়ি যোগধ্যান ভাবেতে ডুবিয়া
মিশাতেন স্বর সে স্বর সহিত ,
কমলা উতলা, বিধি রোমাঞ্চিত,
আনন্দে অধীরা ভবেশ-জায়া ।
শুনি গূঢ় তত্ত্ব হরি-গান ভুলি,
ছাড়ি তুম্ব যন্ত্র ঊর্দ্ধে বাহু তুলি,
করতালে ঘন ঘাতি করতল,
নাচিত নারদ—হরষে বিহ্বল
আনন্দ-সলিলে ভিজায়ে কায়া ॥
শুনাইলা শচী দনুজবালায়—
ত্রিদিবে আসিয়া থাকিত কোথায়
ধন্য জীবনে সফল সাধন
সাধু, পুণ্যশীল প্রাণী যত জন—
আত্মসুখ-ভোগ কিবা সেথায় ।

কহিলা ইন্দ্রাণী "শুন রে সরলে,
এই স্বর্গধামে আছে কত স্থলে,
সুপবিত্র ঋষি আত্মা মোহকর
কত নিরুপম মাধুরী সুন্দর,
দিতিসুতগণ না জানে যায় ॥"
শুনি ইন্দুমুখী ইন্দুবালা বলে
"হে অমর-রাণি, আমি সে সকলে
শুনাইলে যাহা মধুমাখা স্বরে,
পাব কি দেখিতে ?—শুনিয়া অন্তরে
কত কুতূহল উথলে হায় !"
কাতর হৃদয়ে কহে ইন্দ্রপ্রিয়া,
চারু ইন্দুবালা-চিবুক ধরিয়া,
মৃদুল নিশ্বাসে নাসিকা কম্পিত,
মৃদুল মধুর অধর স্ফুরিত,
বাষ্পবিন্দু ধীরে নয়নে ধায় ;—
"রহিল এ খেদ শচীর অন্তরে,
অনুগত জনে মনে আশা ক'রে,
না পাইল ফল তাহার নিকটে !
বল, ইন্দুবালা, বল অকপটে
কি দিয়া এখন তুষি তোমায় ॥"
কহিলা সরলা সুশীলা দানবী,
(যেন নিরমল সরলতা-ছবি)
"ইন্দ্রপ্রিয়ে, মম চিত্তে অভিলাষ—
চিরদিন তব কাছে করি বাস,
বচনে তোমার সুখেতে ভাসি ।
চল, দেবি, চল আমার আলয়ে,
আমি নিত্য তোমা গন্ধ পুষ্প লয়ে
করিব শুশ্রূষা ; হৃদয়ের সুখে
হেরিব সতত, শুনিব ও মুখে
বীণা-বিনোদন বচন-রাশি ॥
কেন, ইন্দ্রপ্রিয়ে, এ কারা-মন্দিরে
দুঃখে কর বাস, আমি মহিষীরে
করি অনুনয়, রাখিব তোমারে
আপন আলয়ে,—অশেষ প্রকারে
করিব যতন তোমার লাগি ।
স্বামী গেলে রণে কাতর হৃদয়,
তোমা কাছে পেলে তবু স্নিগ্ধ হয়
এ দগ্ধ অন্তর—চল, সুরেশ্বরি,
আমার আলয়ে ; হে সুর-সুন্দরি,
নিকটে তোমার ইহাই মাগি ॥"

শুনি ইন্দ্রজায়া বাক্যেতে মৃদুল,
"হায় রে সরলে তুই দৈত্যকুল
করিলি উজ্জ্বল" কহিলা বিস্ময়ে,
নেহারি সঘনে, ব্যথিত হৃদয়ে
তরুণীর আর্দ্র নয়নদ্বয়।
হেনকালে রতি চকিত চঞ্চল,
(হরিণী যেমন কিরাতের দল
হেরিলে নিকটে) বলে, "ইন্দ্রপ্রিয়া,
হের—দেখ—অই—চেডীদল নিয়া
ঐন্দ্রিলা আসিছে বাঘিনী প্রায় ,
ইন্দুবালা, হায়, লুকা কোন স্থানে,
এখনি দানবী বধিবে পরাণে ;
না জানি ললাটে আমার (ই) কি ঘটে
মহেন্দ্র-রমণি, এ ঘোর সঙ্কটে
কি করি, সত্বর কহ উপায় ?"
ইন্দুবালা ভয়ে, কাতর-বচনে,
চাহি শচীমুখ কহে, "কি কারণে
লুকাইব আমি ? কেন, সুরেশ্বরি,
বধিবে আমায় দৈত্যেশ-সুন্দরী ?
কোন্ দোষে আমি দোষী গো তাঁয় ?"
উত্তর করিলা সুরেশ-রমণী,
(তানপূরাতারে যেন তারধ্বনি)
"মীনকেতু-জায়া, কি হেতু এ ভয়,
ইন্দ্রপ্রিয়া শচী অমরী কি নয় ?
নারিবে রক্ষিতে আশ্রিতে তার ?
যাও, লো চপলে, যেখানে অনল,
রণজয়ী সুর—কহিও সকল,
কৈও তাঁরে মম আশিস্ বচন,
সত্বর হেথা করি আগমন
করুন দনুজ-বালা উদ্ধার॥
থাক্, অইখানে থাক ইন্দুবালা,
কি ভয় তোমার ? কপটীর ছলা
শিখ না কখন, মেখ না হৃদয়ে
পাপ-পঙ্ক হেন কোন (ও) প্রাণী ভয়ে,
কপট-আচারে অনন্ত জ্বালা ;
যাও কামবধূ, প্রাণে যদি ভয়,
লুকাইয়া থাক , শচী রতি নয়
দানবী-ঝঙ্কারে নহে সে অস্থির,
আছে সে সাহস এখন (ও) শচীর,
পারিবে রক্ষিতে এ বালবালা।"

লুকাইল রতি। হেরে ইন্দ্রজায়া,
হেরে ইন্দুবালা, (যেন প্রাণি-ছায়া)
আসিছে সাজিয়া চেডীরা করাল,
কিরণে জ্বলিছে প্রহরণ জাল,
তাহু মাখি যেন তরঙ্গ-থর
চলেছে কালিকা ঘন-নিতম্বিনী
মৃদু-গজগতি—যেন কাদম্বিনী
বিজলী পরিয়া করিছে নর্ত্তন—
জ্বলিছে কবচ ভীম-দরশন,
হাতে প্রভান্বিত শাণিত শর
চলেছে ত্রিজটা বিশাল-লোচনা,
সিন্দুরের ফোঁটা ভালে বিভীষণা,
ভীম ভল্ল হাতে—মদ-মত্ত করী
ধায় যেন রঙ্গে শুণ্ড উচ্চে ধরি—
দুলিছে ত্রিবেণী চলিছে বামা
প্রচণ্ডা কপালী চলে খড়্গ তুলি,
পৃষ্ঠদেশে কেশ পড়িয়াছে খুলি ,
চামুণ্ডা-করেতে অসি খরশাণ,
ধামলী-পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গেতে বাণ,—
চলে মহা দম্ভে শতেক বামা
চেডীদল সঙ্গে চলেছে রে রঙ্গে
ঐন্দ্রিলা সুন্দরী, লাবণ্য তরঙ্গে
সুবর্ণ উর্ম্মি, ঝরে যেন অঙ্গে
বিদ্যুত-লহরী—নয়ন অপাঙ্গে
খেলে কালকূট গরল-শিখা
নিকটে আসিয়া চিত্ত চমকিত,
নেহারে ঐন্দ্রিলা হইয়া স্তম্ভিত,
অমরার রাণী ইন্দ্রাণী-বদন ,
চারু দীপ্তিময় অতুল কিরণ
সুচিত্রে যেমন স্বপনে দি
কোথা রে ঐন্দ্রিলে তোর বেশভূষা ?
অভূষিত তনু জিনি চারু উষা
ভাতিছে আপনি, প্রকাশিয়া বিভা
তনু-শোভাকর, মনের প্রতিভা
উছলি হৃদয় জ্বলিছে মু
হায় রে মলিন শশাঙ্ক যেমন
হেরি দিনমণি, দানবী তখন
মলিন তেমনি শচীর উদয়ে,
ঈর্ষা-বিষদাহ জ্বলিল হৃদয়ে
শচীরে নেহারি অধীর হ

ক্ষণে ধৈর্য্য পেয়ে, চাহি ইন্দুবালা,
ঢালি নেত্রকোণে অনলের জ্বালা
কহিলা—"দানবকুল-কলঙ্কিনি,
বধূ্‌বেশে তুই কালভুজঙ্গিনী,
বসিলি রিপুর চরণ-তলে ?
আমার কিঙ্করী,—তার পদতলে
স্থান নিলি তুই ? অসুর-মণ্ডলে
অশ্রাব্য করিলি ঐন্দ্রিলার নাম,
পুরাইলি হায়, শচী-মনস্কাম ?
কি কব হৃদয়ে গরল জ্বলে ॥
এখনি মুছায়ে এ কলঙ্ক-মসী,
ভিজাতাম তোর শোণিতে এ অসি,
কি বলিব হায় পুত্র-অনুরোধ
না দিলা লইতে সেই প্রতিশোধ
চেড়ী-হস্তে তোর বধিব প্রাণ।"
পরে ব্যঙ্গ-স্বরে বলিলা—"ইন্দ্রাণি,
জানিতাম তুমি অমরার রাণী,
বালিকা ছলিতে শিখিলা সে কবে ?
ইন্দ্রজাল শিক্ষা স্বর্গে আছে তবে ?
হায়, এ ত্রিদিব অপূর্ব্ব স্থান।"
বলি, ক্রোধে ভীমা তুলিলা চরণ
শচী বক্ষঃস্থল করে নিরীক্ষণ,
বন্ধন ছিঁড়িয়া ছুটিল কুন্তল;
যেন ফণা তুলি দোলে ফণিদল
সুন্দরী-রমণী ক্রোধ কি কটু !
চেড়ীদলে আজ্ঞা করিলা নিদয়া,
বান্ধি আনি দিতে রুদ্রপীড়-জায়া,
বান্ধিতে শৃঙ্খলে ইন্দ্রের অঙ্গনা,—
ছুটিল কিঙ্করী করালবদনা
ভীমাজ্ঞা পালিতে সতত পটু ॥
হেনকালে রণবেশে বৈশ্বানর,
চপলার সনে আসিয়া সত্বর
বন্দিলা শচীরে, জয়ন্ত কুমার,
করতলে অসি ধরি খরধার,
নমিলা আসিয়া জননী-পদে।
পুত্রে কোলে করি শচী সুলোচনা,
বহ্নিরে তুষিলা, পীযূষ-তুলনা
বচনে মধুর; চাহি ইন্দুবালা
অনলে কহিলা—"সত্বর এ বালা
লয়ে কোন স্থানে রাখ বিপদে।
বধিতে উহারে দানব-মহিলা
দেখ দাঁড়াইয়া,"—বলি সুধাইলা
চাহি পুত্রমুখ, কুশল সংবাদ,
কোলে পেয়ে পুনঃ অসীম আহ্লাদ
যতনে নয়নে হৃদয়ে ধরে।
ইন্দ্রজায়া-বাক্যে হয়ে অগ্রসর
ইন্দুবালা-পার্শ্বে উগ্র বৈশ্বানর
চলিলা তখনি, সতৃষ্ণ-নয়নে
হেরে দৈত্যবধূ শচীর বদনে,
কপোল বাহিয়া সলিল ঝরে ॥
দেখি ইন্দুবালা-বদন-মুকুল-
হায় রে যেমন নিদাঘের ফুল
নব তরুশিরে কিরণ তাপিত—
পুরন্দর-জায়া শচী ব্যাকুলিত,
হৃদয়ের বেগ ধরিতে নারে ॥
ভাবিতে লাগিলা বুঝি আকিঞ্চন,
"কিরূপে একাকী করিবে গমন
চারু ইন্দুবালা ? এ চাঞ্চল্যতায়
স্নেহনীরদানে কে পালিবে, হায় !
কে জুড়াবে তপ্ত হৃদয় তার ?"
অয়ি নিরুপমা সুরেশ-রমণী,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-মানসের মণি,
তব চিত্তে বিনা হেন মধুরতা
কার চিত্তে শোভে, এ স্নেহ-মমতা
বিপক্ষবধূরে কে করে আর ?
জয়ন্ত শচীরে করি অনুনয়
বুঝাইলা কত—ত্যজি সে আলয়
জুড়াতে সন্তপ্ত হৃদয়ের তাপ;
কহিলা "হা মাতঃ, এ দাসের পাপ
ঘুচাও আদেশ করিয়া দাসে,
নারিনু রক্ষিতে নৈমিষে তোমায়,
সে মনোবেদনা, জননি গো যায়
এ কারাবন্ধন ঘুচালে তোমার;
আজ্ঞা কর মাতঃ, দনুজ-বামার
দর্প চূর্ণ করি বাঁধিয়া পাশে।"
দনুজ-রাজেন্দ্র-বনিতা ঐন্দ্রিলা,
যথা বিস্ফারিত ধনুকের ছিলা
ছিলা এতক্ষণ; সহসা তখন
দাপটি ধরিয়া তুলিলা ভীষণ
চামুণ্ডার দীপ্ত খর কৃপাণে।

মনঃশিলাতলে শচী-তনু-ভাতি
প্রভান্বিত যেথা চরণে আঘাতি
সঘনে তাহায়, দাঁড়াইল বামা —
নিশুম্ভ-সমরে যেন দম্ভে শ্যামা
দাঁড়ায় নিনাদি বিকট স্বনে ॥
হেরি ক্রোধে বহ্নি জলিতে লাগিলা,
জয়ন্ত টঙ্কারে কোদণ্ডের ছিলা,
লজ্জিত আবার ভাবে দুই জনে
বামা-অঙ্গে শর হানিবে কেমনে,
কিরূপে দমন করে ভীমায়।
আসি হেনকালে দাঁড়ায় সম্মুখে
বীরভদ্র বীর বোমশব্দ মুখে,
হাতে মহাশূল, শিরে বহ্নি জলে,
শিব-আজ্ঞা শুনায়ে জয়ন্ত-অনলে,
সত্বরে দোঁহারে করে বিদায় ॥
সঙ্গে করি পরে ইন্দ্র রমণীরে
শিবদূত চলে ; চলে ধীরে ধীরে
শচী সুলোচনা, জননীর স্নেহে
জড়াইয়া বাহু ইন্দুবালা-দেহে,
কনক-ভূধর সুমেরু যেথা।
হাসিল ত্রিদিব শচীপদতলে
ত্রিদিব-কুসুম দলে দলে দলে
লুটিতে লাগিল ফুটিয়া ফুটিয়া
যেন মনে সাধ সে পদ ধরিয়া
চিরদিন তারে রাখিবে সেথা ॥
বীরভদ্র বীর কহে ঘোর বাণী
চাহি ঐন্দ্রিলারে "শুন রে দৈত্যানি,
রবে ইন্দ্রপ্রিয়া সুমেরুশিখরে
যত দিন বৃত্র সমরে না মরে—
অসুরনিধন নিকট অতি।"
মহোরগ যথা মহামন্ত্রে বশ
শুনি শিবদূত-নির্ঘোষ কর্কশ
তেমতি ঐন্দ্রিলা—রহিলা স্তম্ভিত,
কে যেন চরণযুগলে জড়িত,
করিয়া শৃঙ্খলে নিবারে গতি ॥

ঊনবিংশ সর্গ

গভীর ধরণীগর্ভ, গূঢ় তমোময়
নির্জ্জন দুর্গম স্থান বিশাল বিস্তৃত,
বিশ্বকর্ম্মা-শিল্পশাল ; ভীম শব্দ তায়
উঠিছে নিয়ত কত বিদারি শ্রবণ,
প্রকাণ্ড মুদ্গর-ধ্বনি কোটি কোটি যেন,
পড়িছে আঘাতি শূর্ম্মী ; নিনাদি বিকট—
সহস্র বাসুকি-গর্জ্জ ভয়ঙ্কর যথা
দগ্ধ ধাতু-স্রোত বেগে ছুটিছে সলিলে।
ধূম-বাষ্প-পরিপূর্ণ গভীর সে দেশ
সপ্তদ্বীপ-শিল্পশালা একত্রিত যেন
হইলা গহ্বরে আসি ; গাঢ়তর ধূম
ভস্মরাশি ; বাষ্পরাশি-দগ্ধ বায়ুস্তর
উঠিছে নিশ্বাস রোধি তীব্র ঘ্রাণসহ,
প্রবেশিলা পুরন্দর সে কেন্দ্র গহ্বরে
লইলা দধীচি-অস্থি। উচ্চ-স্তম্ভপরে
দেখিলা জলিছে উর্দ্ধে জিনি সূর্য্য-আভা,
তড়িৎ-পিণ্ডের শিখা, দীপের আকারে
উজলি ভূমধ্যদেশ। দেখিলা আলোকে—
ভীমবলী আখণ্ডল ধাতুস্তবমালা
পাংশুল, পাটল, শুভ্র, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত,
বক্রগতি সর্পাকৃতি চৌদিকে ভেদিছে
মহী-দেহ, নানাবর্ণে রঞ্জিত তেমতি
যথা ঘনস্তর নানা আভাময়
পশ্চিম গগনপ্রান্তে ভানুরশ্মি ধরি।

কোনখানে ধূমবর্ণ লৌহ-ধাতুরাশি
পশিছে পৃথিবী-গর্ভে—শত শত যেন
মহাকায় অজগর পুচ্ছে পুচ্ছ বাঁধি
ছুটিছে মহা জঠরে, কোনখানে শোভে
শুভ্র খড়ীকের স্তর তাড়িত-আলোকে
আভাময় ; রক্তবর্ণ তাম্রের স্তবক
কোনখানে—রুধিরাক্ত তরঙ্গ-আকৃতি
রজত-সুবর্ণরাজি অন্য ধাতুসহ
নিরখিলা আখণ্ডল সে মহী জঠরে,
শোভাকর—শোভাকর যথা অন্ধকারে
বিজলী উজ্জল আভা কাদম্বিনী-কোলে!
জলিছে ভূমি অঙ্গারস্তর কত দিকে,
কোথাও বা শিখাময়, কোথা গুমি গুমি,

ছড়ায়ে বিকট জ্যোতিঃ যথা ধূমধ্বজ
গৃহদাহে, কভু দীপ্ত কভু গুপ্ত ভাব!
পীতবর্ণ হরিতাল-স্তূপ কোন স্থানে
ধরে শিখা নীলবর্ণ—দীপ্তি-খরতর;
কোথাও পারদ-রাশি হ্রদের আকারে।
কোথা স্রোতে তরঙ্গিত ছুটিছে ধরায়।
অগ্রসরি কিছু দূরে দেখিলা বাসব
অগ্নি-প্রজ্বালন-যন্ত্র যেন বা আগ্নেয়
শৈলশ্রেণী সারি সারি বদন প্রসারি
উগারে অনলরাশি ধাতুরাশি সহ!
মিশেছে সে সব যন্ত্রে বায়ু-প্রবাহক
বিশাল লৌহের নল শতদিক্ হ'তে—
জরায়ু সহিত যথা গর্ভিণী-জঠরে
গর্ভস্থ শিশুর নাড়ী মিলিত কৌশলে।
নলরাজি-অন্তমুখে প্রকাণ্ড ভীষণ
উঠিছে পড়িছে জাঁতা, ধাতু বিনির্গত,
ভয়ঙ্কর শব্দ করি—ছুটিছে পবন
কভু ধীরগতি, কভু ঘোরতর বেগে।
যন্ত্রমণ্ডলীর মাঝে বিপুল শরীর,
প্রসারিত বক্ষোদেশ, বাহু লৌহবৎ
দেবশিল্পী ঘুরাইছে চক্র লৌহময়,
ঘর্ম্মাক্ত ললাট-ঘর্ম্ম মুছি বাম-করে।
ঘুরিতেছে একবার শিল্পশাল যুড়ি,
সংযোজিত পরস্পরে অদ্ভুত কৌশলে,
লক্ষ লক্ষ লৌহযন্ত্র সে চক্রের সহ,
শর্ম্মী ঘাতি পড়ে কোটি ভীষণ মুদ্গর,
ছুটিছে শর্ম্মীর পৃষ্ঠে শত শত স্রোতে
বাহির হইছে নিত্য কত স্তম্ভরাজি
স্ফটিক লাঞ্ছনা আভা—শোভে চারিদিকে,
কখন বা বিশ্বকৃৎ লৌহচক্র ছাড়ি
শর্ব্বলা ধরিয়া হস্তে প্রচণ্ড আঘাতে
ভেদিছে ভূধর-অঙ্গ, তখনি সে ঘাতে
শত ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ছাড়িতে ছাড়িতে
বিদীর্ণ গিরির অঙ্গে তরঙ্গ ছুটিছে
শিল্পশালে, বারিকুণ্ড পূর্ণ করি নীরে।
কখন বা সুরশিল্পী খুলিছেন ধীরে
ধরা-অঙ্গে আগ্নেয় পর্ব্বত আচ্ছাদন,
শিল্পশাল-বহ্নি-ধূম বাষ্প নিবারিত,—
গর্জ্জিয়া গভীর মন্দ্রে তখনি ভূধর
উগারিছে অগ্নিরাশি পাংশু ধাতু-ক্লেদ
কাঁপিতে কাঁপিতে ঘন, শূন্য ভয়ঙ্কর
পরিপূর্ণ ধূমাশ্রিত বহ্নির শিখায়,
শিলাপূর্ণ ধাতুস্রাব ভস্ম-বরিষণে
ভস্মীভূত কত দেশ অবনীপৃষ্ঠেতে,
শত শত নগরী নিমগ্ন রেণুস্তরে
গঠে শিল্পী কত সেতু কত অট্টালিকা,
প্রাচীর, দেউল, দুর্গপ্রকরণ কত,
সুতৈজস অস্ত্র, বর্ম্ম দেখিতে অদ্ভুত।
নিরখি চলিলা ইন্দ্র, সত্বর আসিয়া
দাঁড়াইলা শিল্পি-পাশে। বিশ্বকর্ম্মা হেরি
দেবেন্দ্র বাসবে হেথা ক্ষান্ত দিলা শ্রমে।
মুছি ঘর্ম্ম আসি কাছে হইয়া প্রণত
কহে সুরশিল্পিরাজ, "কি ভাগ্য আমার,
আমার এ ধূম্রশালে দেবেন্দ্র আপনি?
সফল আয়াস মম এত দিনে দেব!"
এতেক কহিয়া শচীনাথে আগে আগে
দেখায়ে চলিলা পথ, খুলিয়া অপূর্ব্ব
অস্ত্রের অদৃশ্য দ্বার রত্ন-গিরিদেহে,
প্রবেশিলা ইন্দ্রসহ সুরম্য আলয়ে।
রজতনির্ম্মিত গৃহ কারুকার্য্য চারু,
গলিত কাঞ্চন, লৌহ, তাম্র আদি ধাতু,
মুহূর্ত্ত-ভিতরে তায় শলাকা বৃহৎ,
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর তার ধাতু-পত্র নানা
গঠিত আপনা হ'তে গঠিত নিমেষে
কত মূর্ত্তি—সুবলনি গঠন সুন্দর।
শ্বেত কৃষ্ণ শিলাখণ্ডে কত স্থানে সেথা
বিচিত্র সুন্দর মূর্ত্তি চারু অবয়ব,
প্রাচীর-পটল-অঙ্গে দিব্য বাতায়নে,
খচিত কাঞ্চন, মণি, হীরক, প্রবাল,
চারি ধারে স্তম্ভরাজি; চারু শোভাময়,
চারু মূর্ত্তি চারিদিকে সুন্দর ঝলসি
কমনীয় বামাতনু পুরুষ সুঠাম,
নিরুপম-হেম-মণি-রজতনির্ম্মিত
চলিতেছে, বসিতেছে, নর্ত্তন-বাদনে
রত সদা; সচেতন যেন বা সকলি।
কত রঙ্গে কত দিকে বাজিছে বাজনা
ললিত মধুর স্বরে। কত অদ্ভুত
রহস্য বিস্ময়কর সে হর্ম্ম্য-ভিতরে;
কে বর্ণিতে পারে, হায়, দেব-শিল্পখেলা!
মণ্ডিত হীরকখণ্ড সুবর্ণ-আসনে

বসাইলা আখণ্ডলে—পার্শ্বে দাঁড়াইলা
শিল্পগুরু, সুধাইলা কি হেতু দেবেন্দ্র
সে গহ্বরে? কি মহৎ কার্য্য হেন তাঁর
সুরেন্দ্র আপনি যাহা আসেন সাধিতে,
উদ্দেশে স্মরিলে আজ্ঞা সুসিদ্ধ যাঁহার?
"হে বিশাই, দেবশিল্পি, শিল্পি-কুলেশ্বর
সুনিপুণ।" কহিলা সুরেশ স্বর্গপতি,—
"কোথা স্বর্গ? কোথা বসি স্মরিব তোমায়?
বৃত্রাসুর পাপমতি এখনও ধ্বংসিছে
সুরপুরী। উদ্ধারিতে তায় শিবাদেশে
এ ধরণী-গর্ভে গতি মম; না মরিবে
দনুজ-ঈশ্বর অন্য শরে, বজ্রবাণ
হে কৌশলি, করহ নির্ম্মাণ ত্বরা করি,
এই অস্থি মহর্ষি দধীচি দিলা যাহা
দেবের মঙ্গলে তনু ত্যজি আপনার।
লহ বিশ্বকৃৎ, অস্ত্র গঠ অচিরাৎ,
কহিলা পিনাকী ইথে যে অস্ত্র গঠিবে,
সংহারাত্রিশূলতুল্য তেজ সে আয়ুধে,
প্রলয়-বিষাণ-শব্দে হুঙ্কারিবে সদা;
ত্রিদিবে না রবে আর দানব-উৎপাত,
বজ্র নামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত।"
শুনি দুঃখে দেবশিল্পী কহিলা—"সুরেশ,
ত্রিদিব উদ্ধার নহে আজও! হের দেখ
সাজাইতে সে সুবর্ণময়ী অমরায়
করিয়া কতই যত্ন কতই গঠিনু
সুভূষণ। এখনও দনুজ দগ্ধ করে
সে নগরী? এত শ্রম বিফল আমার?
পালিব আদেশ তব, সুরকুলপতি,
ক্ষমা কর ক্ষণকাল।" বলিয়া প্রাচীরে
বসাইলা অতি ক্ষুদ্র রজত-কুঞ্চিকা,
অমনি সুহেম-ঘট পূর্ণ হিমজলে,
স্বর্ণ-থালে সুরস অমরখাদ্য আহা!
কে পারে বর্ণিতে কোথা আম্র সুধাফল
ক্ষিতিতলে! রাখিলা বাসব-সন্নিধানে;
কহিলা বিশাই—"তব অভ্যর্থনা, দেব,
কি আতিথ্য সম্ভবে আমায়? দীন আমি,
ভোগবতী-বারি এই—স্বাদু সুশীতল।"
সম্প্রীত আতিথ্যে স্বরীশ্বর শচীনাথ
কহিলেন,—"হে শিল্পেশ্বর বিশ্বকৃৎ,
সঙ্কল্প করেছি আমি না ছুঁইব কিছু
পেয় ভোজ্য ত্রিজগতে, ত্রিদিব উদ্ধার
না হইলে,—নহিলে এখনি সুখে আমি
পূরাতাম অভিলাষ তব; পূর্ণপ্রীতি
আতিথ্যে তোমার।" শুনি আখণ্ডল-ব্রত
অস্থি লয়ে কর্ম্মশালে ফিরিলা সত্বর
শিল্পিরাজ, পুরন্দর ফিরিলা পশ্চাতে।
দিলা ঘুরাইয়া চক্র,—স্বান্ স্বান্ ডাকি
পড়িতে লাগিল জাঁতা, প্রবেশিল বায়ু
অগ্নি-প্রজ্বালন-যন্ত্রে খরতর তেজে
যন্ত্রগর্ভ শিখাময়, মুহূর্ত্ত-ভিতরে
অষ্ট জ্বালাযন্ত্রে অষ্ট কটাহ বৃহৎ
বসাইলা সুরশিল্পী ভীম ভুজবলে;
দিলা অষ্টধাতু তায় লৌহাদি কাঞ্চন;
দাঁড়াইলা শূর্ম্মী-পাশে সাপটি মুদ্গর।
ছুটিল ধাতুর স্রোত কটাহ হইতে
অষ্টধারে একেবারে—দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
ঘন ঘন মুদ্গরের প্রচণ্ড আঘাত
পড়িতে লাগিল তায় বধিরি শ্রবণ।
এইরূপে ধাতুস্রাব একত্র মিশায়ে,
করি ভীম পিণ্ডাকৃতি শিল্পিকুলরাজ
নিষ্কাশিল মহাধাতু অদ্ভুত প্রকৃতি
গলিত না হয় তাহা অত্যুষ্ণ অনলে
সে ধাতু, দধীচি-অস্থি এক পাত্রে রাখি
উত্তাপিলা বিশ্বকর্ম্মা দুরন্ত উত্তাপে
ধরি তড়িত্তাপ-যন্ত্র, দুই কেন্দ্র ছাড়ি
ছুটিল বিদ্যুৎস্রোত বিপুল তরঙ্গে
মহাতেজে তেজোময় করি সে গহ্বর।
কাঁপিতে লাগিল ধরা ঘন ভূকম্পনে,
মাটীতে ছুটিল ঢেউ, উন্নত ভূধর
ডুবিয়া হইল হ্রদ ধরণী-অঙ্গেতে,—
সে ঘোর উত্তাপে ধাতু গলিল নিমিষে।
অষ্টধাতু-পিণ্ডসহ সে পিণ্ড মিশায়ে
মহাশিল্পী আরম্ভিলা বজ্রের গঠন,
প্রকাশি কৌশলে যত নিপুণতা তাঁর।
সুবিশাল দণ্ডাকৃতি গঠিলা প্রথমে,
পরে মধ্যগত স্থূলকোণে বাঁকাইয়া
পিটিয়া গঠিলা ফলা অপূর্ব্ব-মূরতি,
দুই মুখ দ্বিবিধ আকৃতি বিভীষণ
পশাইলা অস্ত্র-অঙ্গে ভীম যন্ত্রযোগে
প্রদীপ্ত প্রচণ্ড তেজঃ, বিদ্যুৎ-অনল

জ্বলিতে লাগিল পৃষ্ঠে কলা ভুজঙ্গরে।
গঠিলা হরিচন্দন-ত্বকে করত্রাণ
নহে দগ্ধ যে পাদপ তড়িৎ-উত্তাপে;
অগ্নিকোষ গঠিলা তাহাতে মনোহর।
বিবিধ বিচিত্র চিত্র দিব্য শোভাকর
যত্নযোগে দেবশিল্পী সহর্ষ অন্তরে,
আঁকিলা অস্ত্রের দেহে, মূর্ত্তি নানাবিধ
(চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, গ্রহ, সাগর, সুমেরু)
অনল-রেখায় দীপ্তি—জ্বলিতে লাগিল!
আঁকিলা অমরোৎসব এক ফলাদেহে,
পারিজাত-মালা পরি অমর-অঙ্গনা
রত নৃত্য গীত-বাদ্যে, দেবতামণ্ডলী
দেখিছে সহর্ষচিত্ত দাঁড়ায়ে অন্তরে।
আঁকিলা অন্য ফলকে, কৃতান্ত-নগরী;
ভীষণ নরককুণ্ড, পার্শ্বে যমদূত
দণ্ড হাতে দাঁড়াইয়া ভীম আঘাতিছে
নারকী প্রাণীর মুণ্ডে, আঁকিলা কোথাও
কুম্ভীপাক ঘোর হ্রদ, কোথাও ভীষণ
উচ্ছ্বাস, নরককুণ্ডে প্রাণি-কলরব,
বহিছে রুধির-হ্রদে তরঙ্গ কোথাও
কোথাও শীতোষ্ণ কুণ্ডে কাঁপিছে পাতকী।
সপ্ত দিবা-নিশাভাগ ব্যাপিত এরূপে
শিল্পশালে দেবশিল্পী—অষ্টম দিবসে
পূর্ণ-অবয়ব বজ্র-সৃষ্টি সমাধিলা।
অস্ত্র গড়ি বিশ্বকর্ম্মা সহাস্য-বদনে
কহিলা সুরেশে চাহি, "নিক্ষেপের প্রথা
নিবেদি চরণে, দেব, কর অবধান।
মধ্যভাগে এইরূপে দৃষ্টি আকর্ষিয়া
করত্রাণে ঢাকি কর ঘুরায়ে ঘুরায়ে
ছাড়িতে হইবে দ্রুত, তখনি দম্ভোলি
(রিপু-দম্ভবিনাশন দ্বিতীয় এ নাম)
শত্রু নাশি ক্ষণকালে ফিরিবে নিকটে।"
হেনকালে অকস্মাৎ তিন দিক্ হ'তে
দীপ্ত করি শিল্পশালা তিন মহাতেজঃ
লোহিত শ্যামল শ্বেতবরণ সুন্দর,
জ্বলিতে জ্বলিতে অস্ত্র-অঙ্গে প্রবেশিলা।
প্রণমিলা পুরন্দর তিন তেজঃ হেরি
স্মরি বিধি, বিষ্ণু, হরে, তখনি গম্ভীর
গরজিলা ভীমনাদে দম্ভোলি ভীষণ।
দেবশিল্পী দগ্ধপ্রায় সে প্রখর তেজে
না পারি ধরিতে অস্ত্র এবে গুরুভার
ছাড়ি দিলা অকস্মাৎ, ঘন ঘন ঘন
কাঁপিল ধরণী-কেন্দ্র প্রচণ্ড আঘাতে।
মহানন্দে শচীনাথ নিরখি দম্ভোলি
তুলিলা দক্ষিণ হস্তে করিলা উদ্যম
পরখিতে অস্ত্রবরে, বিশ্বকর্ম্মা ভয়ে
করযোড়ে পুরন্দরে নিবারি কহিলা;—
"না নিক্ষেপ অস্ত্র দেব এ মর-আলয়ে,
এখনি উৎসন্ন হবে এ বিশাল পুরী,
বহু পরিশ্রমে, প্রভু, করেছি সঞ্চয়
এ সকল, হবে ভস্ম ব'জ্রর নিক্ষেপে।
নিরস্ত বিশাই-বাক্যে, দেবকুলপতি
সুরীশ্বর, আশীর্ব্বাদ করিলা তাহারে
আনন্দ অন্তরে শীঘ্র ছাড়ি কেন্দ্র-গুহা
বজ্র লয়ে শূন্যপথে আরোহিলা পুনঃ।

বিংশ সর্গ

বাজিল দুন্দুভি রণ-নাদে,
অসুর অমর উন্মত্ত সে নাদে,
ছাড়ে সিংহনাদ ছাড়ে হুহুঙ্কার,
চলে দৈত্যসেনা-দল অনিবার,
তরঙ্গ যেমন তরঙ্গ-কাছে।
ঘনস্তর যথা গগনমণ্ডলে
বায়ুমুখে গর্জ্জি মহাবেগে চলে,
চলে দৈত্যসেনা যোজন বিস্তার,
দুই পক্ষে দুই বাহিনী প্রসার,
মধ্যে অক্ষৌহিণী প্রধান বল।
সুসজ্জ সমরসাজে বীরবর
চলে রুদ্রপীড় মহা ধনুর্দ্ধর,
চলে ভীম ধনু সঘনে টঙ্কারি;
দুই পক্ষ-নেতা, দুই অমরারি—
কালভদ্র-বীর সুন্দনাসুর।
চলেছে বাহিনী অগ্রবর্ত্তী সেনা
অস্ত্রমুখে ঘন অনলের ফেনা,
হতেছে নির্গত ঝলকে ঝলকে
বহ্নি তাল তাল পলকে পলকে
ছুটিছে নিক্ষিপ্ত নক্ষত্র প্রায়।

হেরি দেবদল ভাঙ্গি দুই দলে
জয়ন্ত অনল আদেশেতে চলে।
ঘন ধনুর্ঘোষ ঘোর সিংহনাদ,
দেবতনু দীপ্ত কিরণের বাঁধ
তিমির-তরঙ্গে যেন ভেটিছে।
অগ্নি অগ্নিময় চাপ ধরি করে,
দৈত্যসেনাপরে শরবৃষ্টি করে ;
বহ্নি-বৃষ্টি দেখিতে ভীষণ,
জয়ন্ত-কার্ম্মুকে বাণ বরিষণ
যেন বা করকা মেঘে ঝরিছে।
ক্রমে অগ্রসর দুই মহাবল,
মহাশব্দে যেন ধায় জলদল,
বরুণ যখন আপনি সারথি,
মহাসিন্ধু-বারি শতচক্রে মথি,
শতচক্র রথ চালান বেগে।
মিলিল দুদল,—দুই মহানদ
মিলে যেন রঙ্গে ফুটিয়া উন্মদ,
ফেন রাশি রাশি তরঙ্গে তরঙ্গে
ছুটে কোলাহলি দুই নদ-অঙ্গে
দু'নদ বিস্তার সমূহ জুড়ি।
শিঞ্জির-নির্ঘোষ ঘন ঘন ঘন,
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত শব্দ বিভীষণ,
সেনার গর্জ্জন, তূরী শঙ্খ-নাদ,
রথচক্রধ্বনি, অশ্ব-হ্রেষা-নাদ,
বিপুল তুমুল সমর-স্রোতে।
ধূলি-ধূমজালে গগন আচ্ছন্ন
রথচক্র অশ্ব-ক্ষুরেতে উৎসন্ন
অমরা নগরী, ঘোর অন্ধকার
দৃষ্টি নাহি চলে দীপ্ত-অস্ত্রধার
চমকে চমকে নয়ন ধাঁধে।
ছোটে রুদ্রপীড়-রথ ভয়ঙ্কর,
ভীমরুদ্রমূর্ত্তি ভীম ধ্বজে যার—
ছোটে জয়ন্তের অরুণ স্যন্দন,
ছোটে বহ্নিরথ ঘোরদরশন
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে যোজন পথ।
কালভদ্র কৃষ্ণ-তুরঙ্গ-উপরে
মহাগর্ব্ব ক'রে ফিরিছে সমরে,
স্যন্দন অসুর ভীষণ করাল ;
ঘোর গদা হাতে জিনি তরু শাল,
ফিরিছে উন্মত্ত মাতঙ্গবৎ।

পড়ে সৈন্য সংখ্যা অগণন,
শস্যগুচ্ছরাশি আঘ্রাণে যেমন
কৃষকের অস্ত্র-আঘাতে লুটিয়া
পড়ে শস্যক্ষেত্রে ভূতল ছাইয়া
খেলাইয়া ঢেউ ধরণী-অঙ্গে।
শালবনে কিংবা যথা পত্রকুল,
উড়িয়া পবনে উত্তাপে আকুল,
নিদাঘ-আরম্ভে পড়ে রাশি রাশি
নীরস, পিঙ্গল বরণ প্রকাশি
যোজন-বিস্তার অবনী ঢাকি!
পড়ে দেবসেনা থরে থরে থরে—
পুষ্পরাশি যেন রণস্থল'পরে
কিংবা বহ্নিগর্ভ বাজি শূন্যে উঠি
শূন্যপথে যেন ভাঙ্গি পড়ে লুটি
ছড়ায়ে সহস্র কিরণকণা,
ভীষণ সমর-হুতাশন জ্বলে
অমরা-ভিতরে স্থলে স্থলে স্থলে
যোঝে দলে দলে দেবতা অসুর,
রণতেজে ঘন কাঁপে সুরপুর,
ঘোর আড়ম্বর, বীর-আরাব।
সুমেরু-শিখরে চপলা চাহিয়া
দেখাইছে শচী অঙ্গুলি তুলিয়া
"হের লো চপলে কিবা ভয়ঙ্কর
রণ অইখানে—কি ঘোর ঘর্ঘর—
একাদশ রুদ্র যুঝে ওখানে।
ভৈরব-বিক্রমে যুঝিছে দানব,
মহাগর্ব্ব ধরি—মুখে ভীমরব—
হানিছে চৌদিকে, পড়িছে অমর,
কোন্ বীর, রতি, অই খড়্গধর,
ক্রোধিত বৃষভ ছুটিছে যেন?
সর্ব্ব অঙ্গে ঝরে রুধির-প্রবাহ,
সর্ব্ব অঙ্গে জ্বলে প্রহরণ-দাহ,
তবু যুঝে একা একাদশ সনে
মত্তহস্তী যেন ভাঙ্গে নলবনে—
অমর-বাহিনী দে'খে পলায়।"
চারু ইন্দুবালা সরলা সুন্দরী
সুধিলা—"ইন্দ্রাণি বল গো কি করি,
এ ঘোর আঁধার-শব-ধূমময়
শূন্যপথে দৃষ্টি কিরূপেতে হয়,
কিরূপে দেখিতে পাও বা দূরে?

আমি ত কিছুই নারি নিরখিতে,
শুধু মাঝে মাঝে চকিতে চকিতে
হেরি অস্ত্রজ্বালা, শুনি কোলাহল
বহুদূরে যেন চলে সিন্ধুজল
উথলি হিল্লোলে অনন্ত পথে।"
শচী বুঝাইলা দানববালায়
দেবচক্ষু বিনা দেখিতে না পায়
ধূমাচ্ছন্ন দেশে, কিবা তমসায়,
ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পায় দেবতায়,
দানব-মানব-নয়ন স্থূল।
কহিছে শচীরে মদনের প্রিয়া
কালভদ্র-দৈত্য-বীর্য্য বাখানিয়া,
হেনকালে রৌদ্র অজ-রুদ্র শর
দ্বিখণ্ড করিয়া খড়্গা খরতর
বিন্ধে কক্ষদেশে আঘাতি তায়,
অস্থির ব্যথায় পড়িল অসুর,—
একাদশ রথচক্র, অশ্বক্ষুর
স্তব্ধ করি স্বর্গ তখনি ছুটিল,
খেদায়ে দনুজ-বাহিনী চলিল,
কালভদ্রে বধি শাণিত শরে,
হেরি রুদ্রপীড় ভগ্ন নিজ দল
চালাইলা রথ—অমরা চঞ্চল,
মহাঘোর শব্দে কোদণ্ডে টঙ্কার,
বাণে বাণে সাজাইল হার
ভুজঙ্গের শ্রেণী যেন আকাশে।
স্যন্দনে কহিয়া পশ্চাতে থাকিতে,
চলিল বিশিখ ছাড়িতে ছাড়িতে,
রুদ্রগণে গিয়া অগ্রে আগুলিলা
মুহুর্মুহুঃ গুণে বাণ বসাইলা-
যেন লক্ষ শর একত্র ছাড়ে!
কাটিয়া নিমেষে রথের ধ্বজিনী,
রথচক্র, নেমি, অশ্বের বন্ধনী,
একাদশ রুদ্র নিমেষে নীরব,
করিতে স্যন্দন নিবারিলা পথ,
পড়ে রুদ্রগণ ঘোর বিপদে,
যে বাণবৃষ্টি বাণবৃষ্টি পিঠে,
সু অন্ধকার নাহি চলে দিঠে,
হে শতধারে অমর-শোণিত,
পূর্ণ সুগন্ধি সৌরভ-পূরিত,
অস্ত্রের দাহনে দহে শরীর।

জয়ন্ত কহিলা "হের বৈশ্বানর,
বৃত্রসুত-শরে দেহ জরজর,
রুদ্র একাদশ—পশ্চাতে স্যন্দন—
না পারে দানবে করিতে দমন,
অস্থির শরীর অসুর-তেজে।"
শুনি অগ্নি বেগে চালাইলা রথ,
চক্রের ঘর্ষণে অগ্নিময় পথ,
সর্ব্ব-অঙ্গে দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ ছুটিল,
নলবনে যেন দাবাগ্নি পশিল,
তেমতি ক্রোধিত অনল-বেশ,
চারিদিকে দৈত্যসেনা পড়ে ঝরি
চোখো চোখো শরে, সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তরী—
আঘাতে যেমন পড়ে নলবন,
দনুজ-চমূতে অনল তেমন
করিছে নিধন দনুজ-রাশি,
দেখিতে দেখিতে ভীম হুতাশন
দৈত্য-চমূ দমি নিবারি স্যন্দন,
দাঁড়াইলা গিয়া রুদ্রগণ-আগে,
কালাগ্নির তেজে, ভয়ঙ্কর রাগে
বহ্নি-রুদ্রপীড়ে তুমুল রণ।
কহিলা হুঙ্কারি দনুজকুমার—
"বৈশ্বানর, শিক্ষা দেখিব এবার,
বুঝিবে এবার বৃত্রের তনয়
সমরে না জানে জীবনের ভয়,
এ ভুজদণ্ডের সামর্থ্য কত।"
বলি শরে শরে কৈলা অন্ধকার,
ছাড়িতে লাগিলা বিকট হুঙ্কার,
কোদণ্ড-টঙ্কার নিমিষে নিমিষে,
বাণের গর্জ্জন স্তব্ধ করি দিশে
বধির করিল শ্রবণমূল।
অনল তৎপর সে আশুগজাল
এড়াইলা, রথ রাখি ক্ষণকাল,
শর লক্ষ্য-স্থান অন্তরে আসিয়া,
আবার ঘর্ঘর নির্ঘোষে ঘুরিয়া
বিজলী-গতিতে অতি নিকটে,
ফিরিলা নিমিষে ক্রোধে হুতাশন,
না করিতে লক্ষ্য দনুজ-নন্দন,
দীপ্ত অসি ধরি, লম্ফে ছাড়ি রথ,
রুদ্রপীড়-রথে অশ্বে জ্বালাবৎ
হানি দীপ্ত অসি করিল নাশ;

শতখণ্ড করি ফেলিল শতাঙ্গ—
নেমি, নাভি, ধুব, ধ্বজ, রথ-অঙ্গ,
ভীম অসি-ঘাতে—বিনাশিয়া সূত,
উঠি ভগ্ন রথে লম্ফ দিয়া দ্রুত
রুদ্রপীড-ধনু দ্বিখণ্ড করি ;
হানিবারে যায় বক্ষঃস্থলে তার,
মহা জ্যোতির্ম্ময় তীব্র তরবার,
হেনকালে দৈত্যসুত সুচতুর
ছাড়ি নিজরথ রথেতে শত্রুর
উঠিল বেগেতে প্রলম্ফ ছাড়ি।
পদাঘাতে সূতে ফেলিয়া অন্তরে,
নিজে রশ্মি ধরি ঘোর বেগভরে
চালাইলা রথ কিছু দূরে গিয়া
রাখিলা স্যন্দন চরণে চাপিয়া
ধরিলা অশ্বের রশ্মি-ডোর ;
নিলা অনলের ধনুর্ব্বাণ তূণ
কার্ম্মুকে বসায়ে দিব্য নব গুণ
গর্জ্জিতে লাগিলা ভুজঙ্গেব প্রায়
লক্ষ লক্ষ শর অনলের গায়
ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষণে নিমিষে ফেলি।
"সাধু রুদ্রপীড—ধন্য মহাবল"
ছাড়িল হুঙ্কার দানবের দল ;
শরেতে অস্থির শূর বৈশ্বানব,
ভগ্নরথ'পরে ক্রোধে থর থব
না পারি রোধিতে অরাতি-বাণ।
ছুটাইল রথ অনলে রক্ষিতে
জয়ন্ত সুরথী পল না পড়িতে
ছুটাইল রথ কুবের দুর্ব্বার,
ছুটাইল রথ অশ্বিনীকুমার,
অনল-সহায়ে বিজলী-বেগে।
হেন কালে বৃত্রাসুব সুনিপুণ
মহাধনুর্দ্ধব কর্ণে টানি গুণ,
হানে ভয়ঙ্কর সুশাণিত বাণ,
হুতাশন-কণ্ঠ করিয়া সন্ধান
বিন্ধিল সে শর করিয়া লক্ষ্য।
জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার,
ঘেরি বহ্নিরে কাছে আসি তাঁর,
বিশিখ জ্বলনে অস্থির অনল
কহিলা—"বীরেশ ঐন্দ্রি মহাবল,
দেও তব রথ আনাই দৈত্যে—

বহ্নির কি তেজ!" প্রবোধিলা সবে
"এস মহাভাগ ক্ষণ শান্তি ল'তে ,
এ যাতনা তব হ'লে কিছু দূর
রণে এস পুনঃ , বৃত্রাসুর ক্রূর
যুঝিলা অমরা রোধিবে রণে।"
বলি ইন্দ্রাত্মজ রথে বৈশ্বানরে
তুলিলা সকলে , রাখিয়া অন্তরে
সমরে ফিরিলা—জয়ন্ত সুধীর
কুবেরের রথে দুই মহাবীর
অশ্বিনীকুমার অশ্বেতে চলে।
দনুজনন্দন বহ্নিরে বিমুখি—
মহাদর্পে ছাড়ে—অন্তরেতে সুখী—
তীব্র শরজাল দেবসেনা'পরে ,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিন্ধিছে সে শরে
অমরবাহিনী দহি যাতনে।
জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার,
রুদ্রপীড়-রথ ঘেরিল আবার ;
আবার বাজিল সমর তুমুল
ভীম অস্ত্রাঘাতে ক্ষুব্ধ সৈন্যকুল,
শরে হুলস্থুল সমরস্থল।
বেগে লম্ফ দিয়া কুবের তখন
গদা ঘুরাইয়া করিল গমন,
উড়াইয়া শবে শুষ্ক পত্রাকারে
ঘূর্ণবায়ুগতি গদায় প্রহারে,
পদভরে ঘন কাঁপে ত্রিদিব।
সমরকুশল অসুরকুমার
ছাড়ি ধনুর্ব্বাণ, ছাড়ি হুহুঙ্কার,
দাঁড়াইলা রথে ভীম শেল ধরি,
কুবেরের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করি
বেগে ছাড়ি দিলা বিপুল তেজে ,
বিন্ধিল ভীষণ শেল বক্ষঃস্থলে,
দারুণ প্রহারে শ্বাস নাহি চলে,
পড়িল ধনেশ হয়ে হতচিত,
জয়ন্ত-স্যন্দন ছুটিল ত্বরিত,
ধনেশেরে ঐন্দ্রি তুলিলা রথে।
শিঞ্জিনী টানিয়া আকর্ষিলা বাণ,
দনুজনন্দনে করিয়া সন্ধান ,—
শচী নিরখিয়া আতঙ্কে উতলা,
কহে ভীতস্বরে "হের লো চপলা,
যাও শীঘ্রগতি নিবার সুতে ,

না প্রবেশে রণে রুদ্রপীড়-সনে,
মহাধনুর্দ্ধর দনুজ-নন্দনে
নারিবে সংগ্রামে করিতে বারণ,
যার হাতে হারে দেব হুতাশন,
তার সনে একা যুঝিতে ধায়।
নিবার নিবার নিবার চপলে,
যাও দ্রুতগতি যাও রণস্থলে,
বাজিল হৃদয়ে শেলসম ব্যথা,
পড়ে যদি পুত্র পড়েছিল যথা
নৈমিষ-অরণ্যে দানবাঘাতে।"
চপলা চলিলা সুচপল-গতি
দেবদূত-বেশে যথা দেবরথী।
কহে ইন্দুবালা "হায়, ইন্দ্রপ্রিয়া,
তব বাক্যে, সতি, কাঁদে মম হিয়া,
কেন প্রাণনাথ হেন নিরদয়?
কহ চপলারে আনিতে এখানে,
ঘুচাতে এ ভয় তোমার পরাণে,
পুত্র আনি কাছে পুরন্দরজায়া,
বুঝিবারে পারি তব চিত্তমায়া,
আমার (ই) হৃদয়-বেদনা-বেগে।
হায় নাথ, যেন ব্যথিলে আমায়,
ব্যথা দেও কেন অন্যে পুনরায়।"
বলি অশ্রুজলে বক্ষঃ ভিজাইলা,
দেবদূত-বেশে এখানে চপলা
বাসব-কুমারে সম্ভাষি কয়—
"রণে ক্ষান্ত হও, সুরেশ-নন্দন,
সহিতে নারিবে ভীম প্রহরণ
রুদ্রপীড়-হাতে, জননী-আদেশ,
একাকী সমরে করো না প্রবেশ,
বিঁধো না তাঁহার হৃদয়ে শেল।
একাকী যে বীর নিবারে সমরে,
একাদশ রুদ্র বক্ষ বৈশ্বানরে,
তারে কি সংগ্রামে পারিবে জিনিতে?
লও অন্য স্থানে এ রথ ত্বরিতে;
কুবের অনলে সুস্থ কর?"
বলিয়া তখনি হৈলা অদর্শন,
শুনি দূতমুখে জননী-বচন,
জয়ন্ত দুঃখেতে ফিরাইলা রথ
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ—ধরি অন্য পথ
কুবেরে লইয়া অনল-পাশে।

জয়ন্তে বিমুখ দেখি বৃত্রসুত,
ঘোর সিংহনাদে—শিক্ষা অদভুত,
অযুত অযুত শর নিক্ষেপিলা,
দেবচমূ ঘাতি রথে তুলি নিলা
আপন সারথি, নিষঙ্গ, ধনু।
মথিতে লাগিলা সুরসেনাদল—
বাড়বাগ্নি যেন দহি রসাতল
জলজন্তুকুল আকুল করিয়া
ভ্রমে সিন্ধুগর্ভে ছুটিয়া ছুটিয়া
দুরন্ত প্রচণ্ড ভীষণ দাপে—
অদূরে দেখিলা অশ্বিনীকুমার
যুঝিছে অবাধে বিক্রমে দুর্ব্বার,
দিব্য অশ্বোপরে দেব দুই জন
হানিছে কৃপাণ সুতীক্ষ্ণ ভীষণ
লণ্ডভণ্ড করি দনুজদল।
তখনি দৈত্যেশ-সুত মহাবলী
আদেশে সারথি সুরাসুরে দলি
চালাইলা রথ ঘর্ঘর নিনাদে
বেগে সেই দিকে,—রুদ্রপীড় সাধে
ধবিলা কার্ম্মুক টঙ্কারি গুণ।
চক্ষের পলকে লক্ষ্য করি স্থির,
দুই তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপিলা বীর,
নিক্ষেপিলা পুনঃ আর দুই শর,
নিমেষ না ফেলি কাঁপে থর থর
পড়ে দেব-অশ্ব আরোহী সহ।
ভীষণ হুঙ্কার ছাড়ে দৈত্যদল,
ভঙ্গ দিল-রণে অমরের বল;
পশ্চাতে চলিল দানবের সেনা
(বন্যা যেন চলে বুকে করি ফেনা)
দনুজনন্দন, সুন্দন বীর।
ধায় রণমত্ত কেশরী যেমন
ছাড়ি সিংহনাদ ভীষণ গর্জ্জন,
দেখিতে দেখিতে অমরবাহিনী
প্রাচীর-বাহিরে তাড়িত তখনি,
লতা-পত্র যথা ঝটিকা-মুখে।
দেবব্যূহ ভেদ করি মত্তগতি
চলে দৈত্য-সেনা চলে দৈত্য-রথী;
রণক্ষেত্র দূরে ছাড়িয়া চলিল,
যথা চলে বেগে তটিনী-সলিল
তরঙ্গ-আঘাতে ভাঙ্গিলে কূল।

শচী সুমেরুর শিখর-উপরে
হেরে সেনাভঙ্গ কাতর অন্তরে;
রুদ্রপীড় বীর্য্য হেরে চমকিত
চাহে দৈত্যবধূ-বদনে স্তম্ভিত,
বুঝিতে তাহার হৃদয়ভাব।
তেমতি বিমর্ষভাবেতে সরলা
দেখিলা ভাবিছে—তেমতি উতলা,
কহিলা ইন্দ্রাণী "এ কি দেখি ভাব,
চারু ইন্দুবালা, পতির প্রভাব
দেখিয়া তবুও প্রসন্ন নহ।
আমার তনয় হইলে এখনি,
ভাবিতাম ওরে জগতের মণি,
কি বীর্য্য সাহস কি শিক্ষা-কৌশল।
একা হারাইল ত্রিদশের দল,
শত্রু বটে, ধন্য বীর বাখানি!"
ইন্দুবালা অশ্রু ফেলি দরদর
কহে "সুরেশ্বরি, কাঁদিছে অন্তর,
নাহি চাহি আমি প্রভাব প্রতাপ,
পরাণে না সহে এ ঘোর উত্তাপ,
ইন্দ্রপ্রিয়া, হায়, অভয় দেহ—
না দিব ঘটিতে কোন অমঙ্গল
প্রিয়ের আমার—হে শচি, সম্বল
একমাত্র অই এই দুঃখিনীর!
আমার (ই) অদৃষ্ট-দোষে হেন বীর,
না জানি কপালে কি আছে শেষে।"
কহে ইন্দ্রজায়া "ললাট-লিখন
অরে ইন্দুবালা, কে করে খণ্ডন?
চিন্তা নাহি কর কি আশঙ্কা তব?
ইন্দ্র নাহি হেথা, সাধ্বি, তব ধব
বাসব-অভাবে অমর হেন!"
হেথা রুদ্রপীড় গর্জ্জিছে ভীষণ,
সমর-প্রাঙ্গণে দেবরথিগণ
দূর হ'তে তায় কৈলা দরশন;—
কার্ত্তিকেয় সূর্য্য বরুণ পবন,
দেখিলা অগ্নির শতাঙ্গ ধ্বজ।
বুঝিলা তখনই পূর্ব্বদ্বারে রণ
হইলা কিরূপ; জয়ন্ত তখন
অশ্বিনীকুমারে কুবেরে অনলে
সংহতি লইয়া আইলা সে স্থলে
বিবরিলা রণবারতা যত।

সুররথিগণ শুনি চিন্তাকুল—
বৃত্র, বৃত্রসুত করিলা আকুল
অমর-সেনানী, কিরূপে উদ্ধার
সে দোঁহার হাতে হইবে আবার,
পিতাপুত্রে দোঁহে অজেয় রণে।
কহিলা ভাস্কর—"শুন দেবগণ,
বিনা ইন্দ্র যদি সমরে নিধন
না হবে ইহারা—কি হেতু হে তবে
এ দারুণ ক্লেশ এ ঘোর আহবে?
ইন্দ্র লাগি সবে বিরত হও।
নতুবা যদ্যপি রাখ মম কথা,
করহ সমর ধরি অন্য প্রথা,
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ, বাহন, স্যন্দন,
নিজ নিজ তেজ করহ ধারণ
প্রলয়ের মূর্ত্তি যেরূপ যার।
দ্বাদশ প্রচণ্ডরূপে জ্বলি আমি,
জ্বলুন কালাগ্নি-বেশে বহ্নিস্বামী,
প্রলয়-প্লাবন ছুটান বারীশ,
পবন উড়ান ঝড়ে দশ দিশ,
দেখি কি না দৈত্য-নিধন হয়।"
সূর্য্য-বাক্যে বায়ু ছুটিতে উদ্যত,
সিন্ধুপতি তারে করিলা বিরত,
কহিলা "কি কহ, ওহে প্রভাকর,
দনুজে নাশিতে তেজ বিশ্বহর
প্রকাশি ব্রহ্মাণ্ড করিবে লয়?
নাশিবে নিখিল পরাণীর প্রাণ
নাশিতে দুজনে? করিবে শ্মশান
বিশ্ব-চরাচর? কহ কি উচিত
দেবের এ কাজ?" "না জানি কি হিত,
জানি কেহ দক্ষ" কহিলা রবি।
হেনকালে শূন্যে ভৈরব-নির্ঘোষ
কোদণ্ডটঙ্কারে যুড়ি শত ক্রোশ
ঘন সিংহনাদে পূরে শূন্য দূর
ঘন সিংহনাদে পূরে সুরপুর
অমর দানব শূন্যেতে চায়,
দেখে ইন্দ্রধনু গগন যুড়িয়া
শোভে মেঘশিরে দুলিয়া দুলিয়া
নামে ধীরে ধীরে দেব আখণ্ডল,
মস্তক বেড়িয়ে কিরণমণ্ডল,
চির-পরিচিত সুনীল তনু।

পরশিলা ইন্দ্র অমরা আবার
কত কল্প পরে করিতে সংহার
বৃত্র মহাসুর, দিলা আলিঙ্গন
পুরবথিগণে পুলকিত মন,
দেব শচীপতি অমরনাথ।
হর্ষে সিংহনাদ দেবসৈন্যদলে
অমরনগরী স্তব্ধ কোলাহলে,
সহর্ষ বদন চাহিয়া চপলা
কহে শচী "সখী গেল চিত্তমলা,
জুড়াল হৃদয় নয়ন মন।"
বলি অকস্মাৎ চাহি ইন্দুবালা
মলিন-বদনে শচী শিহরিলা
সে অশ্রু নয়ন ফিরাতে তখন
চপলার সনে বিবিধ কথন
কহিতে লাগিলা সুরেশ-রমা।

একবিংশ সর্গ

কৈলাসে নগেন্দ্রবালা জানিলা যখন
পুরন্দরজায়া-শচী-বক্ষঃ লক্ষ্য করি
ঐন্দ্রিলা তুলিলা পদ,—দলিলা চরণে
পৌলোমীর প্রতিবিম্ব চারু আভাময়
কিরণে অঙ্কিত স্বর্গ-মনঃশিলাতলে,
বাষ্পবিন্দু নেত্রকোণে, জয়ারে সম্বোধি
কহিতে লাগিলা মহামায়া মৃদুস্বরে;—
'জয়া রে, কি হেতু বল জগতীমণ্ডলে
পর-চিত্তে পীড়া দিতে প্রাণিবৃন্দ হেন
তিলার্দ্ধ না ভাবে দুঃখ, না চিন্তে মানসে
কি দারুণ ব্যথা প্রাণে তার, পরদম্ভে
পীড়িত যে জন। হায়, সখি মনস্তাপ
কতই এখন ভুঞ্জে শচী—মনস্বিনী
চেতনরূপিণী চিন্তাময়ী? শুন জয়া,
হেন চিত্তজ্বালা নিত্য ভুঞ্জে যে পরাণী,
সেই বুঝে নররক্তে কেন নিরন্তর
আর্দ্রতনু মহীতল; কি মহা পীড়ন
ত্রিজগতে, দম্ভ, দ্বেষ, দর্প ভুজবলে?
এত দিনে ইন্দ্রজায়া বুঝিল রে জয়া,
বিজিতের হৃদিদাহ কিবা বিষময়
কি বিষম কালকূট-জ্বালা অধীনতা!

হে সঙ্গিনি, তুমিও বুঝিলে এখন সে
ভয়ঙ্করী নাম ধরি কেন কালে কালে
করাল কালিকা-রূপে আবির্ভূতা উমা।"
কহিতে কহিতে চিত্ত ঈষৎ চঞ্চল,
কহিলেন, ক্রোধস্বরে মহাকাল-জায়া
জীবদম্ভ-সংহারিণী—"এ দম্ভ তাহার
থাকিত কি এতক্ষণ? দানবী ঐন্দ্রিলা
এই দম্ভে জানিত সে ভীম-ভামিনীর
বীর্য্য কিবা! চণ্ডবিলাসিনী চণ্ডীরোষ।
রে ভৈরবী, কি কব সে ইন্দ্রে অগৌরব
আমি যদি বৃত্রে বধি দণ্ডি সে বামারে।"
এত কহি ভবানী ভাবিয়া ক্ষণকাল
ত্যজিয়া কৈলাসপুরী শূন্যে প্রবেশিল;
বিশ্ব-কেন্দ্র-মধ্যভাগে যথা ব্রহ্মলোক
উত্তরিলা ব্রহ্মময়ী ইবম্মদগতি,
দেখিলা সে মহাশূন্যে, অনন্ত ব্যাপিয়া,
কিরণমণ্ডলাকার বিপুল পরিধি
ব্রহ্মার পুরীর প্রান্তরেখা—শোভাময়
অদ্ভুত আলোকে! নীল অম্বরের কোলে
নিরন্তর খেলে যেন ভানুর হিল্লোলে,
বিবিধ সুবর্ণ নীলবর্ণে মিশাইয়া
দেখিলা ভৈরব-কান্তা। সে বিশ্ব-প্রদেশে
কর্ব্বুর, দানব কিংবা সিদ্ধ দেবযোনি
ব্যোমচর প্রাণী যেবা আইসে সেখানে,
ভ্রমে ভুলি শূন্যপথ, প্রণমি তখনি
যায় দূরে উচ্চৈতে উচ্চারি ধাতা-নাম,
ভক্তি-পুলকিত কলেবর। চারিদিকে
ঘেরি, সে মহামণ্ডল কিরণপূরিত—
পার্শ্বে নিম্ন ঊর্দ্ধদেশে অপূর্ব্ব মূরতি!
নবীন ব্রহ্মাণ্ডরাজি সতত নির্গত।
দেখিলেন জগদম্বা প্রফুল্ল অন্তরে
সে ব্রহ্মাণ্ডকুল-গতি অকূল শূন্যেতে
কত দিকে কতরূপে কত শোভাময়।
ভেদি সে ভানুমণ্ডল, প্রবেশিলা সতী,
বিশ্বমোহকর ব্রহ্মলোক-মধ্যভাগে।
দেখিলা সেখানে, সীমাশূন্য মহাসিন্ধু
সদৃশ বিস্তার স্রোতঃ-পারাবার ঘোর
সদা তরঙ্গিত—ঘূর্ণ্যমাণ ঊর্ম্মিরাশি
নিঃশব্দে সতত ভীম আবর্ত্তে ঘুরিছে
বিধাতার আসন ঘেরিয়া! নির্ব্বিকার,

নির্ব্বাণ নির্জ্যোতিঃ, আভাহীন তাপশূন্য ;
সে স্রোতে উর্ম্মির সিন্ধু ! উর্দ্ধদেশে তার
বাষ্পরাশি সূক্ষ্মতম মণ্ডলে মণ্ডলে—
যথা শুভ্র মেঘরাশি গগনে সঞ্চার ,
ঘুরিছে অদ্ভুত বেগে—অচিন্ত্য মানসে,
অচিন্ত্য কবি-কল্পনে—সে বাষ্পমণ্ডলী
আবর্ত্ত-ভিতরে কোটি আবর্ত্ত যেন বা !
জনমি তাহার মৃদু আলোকমণ্ডল
ব্যাপিছে অনন্ত তনু—কেন্দ্র আভাময় ,
আভাময় সূক্ষ্মতর তরল কিরণ
সে কেন্দ্রের চারিধারে , দূরতর যত,
তত গাঢ় দৃঢ়তর পরমাণুব্রজ
বায়ু, বহ্নি, ধাতু, মৃৎপিণ্ডরূপে।
ছুটিছে অনন্তপথে সে পিণ্ডকলাপ
সূর্য্য, চন্দ্র, ধূমকেতু, নক্ষত্র-আকারে
নানা বর্ণ, নানাকার—অপূর্ব্ব নিনাদে
পূরিয়া অম্বরদেশ , কোথাও ফুটিছে
মনোহর দনুজ-ভুবন মোহময়।
বিরাজে সে উর্ম্মিময় অকূল অর্ণবে
বিধির সৃজনাসন—অচিন্ত্য নিগমে !
চারিধারে সে আসন ঘেরি নিরন্তর
ছুটিছে তরঙ্গমালা লুটিতে লুটিতে
উঠিছে আসনদণ্ডে আনন্দ খেলায়
হেন ক্রীড়ারঙ্গে রত সে তরঙ্গরাজি
খেলিছে আসন-পার্শ্বে ; বিধি-পদাম্বুজ
যখনি পরশে তায়, তখনি সহসা
সে অপূর্ব্ব স্রোতোমালা জীবন-মণ্ডিত
ঘূর্ণ নিরমল রূপ জীবাত্মা সুন্দর—
পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতীরেখা অঙ্গে পরকাশ।
পুলকিত পদ্মযোনি হেরেন হরষে
সে জীব-আত্মা-মণ্ডলী, হেরেন হরষে
সৃষ্টির ললাম-শ্রেষ্ঠ জীবের চেতন,
দেব-নর-প্রাণি-দেহে স্নেহ সুধাধার।
বিরিঞ্চি কারণসিন্ধু-গর্ভে হেন রূপে
গঠিছেন কত প্রাণী সকৌতুক মনে।
নবীন জীবনাস্বাদে মুগ্ধ জীবকুল
ভুঞ্জিতে অভূতপূর্ব্ব কতই উল্লাস—
সে মুহূর্ত্ত সুখ ! আহা, কে পারে বর্ণিতে,
কে পারে চিন্তিতে, হায় ! আভাস তাহার
(দীপভাতি যথা সূর্য্য-কিরণ আভাস)
ভাব মনে, হে ভাবুক, শিশুর উল্লাস
রবে পয়ঃসিক্ত তুণ্ডে, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে,
ধরি জননীর কণ্ঠ হাসে চিত্ত-সুখে,
প্রকাশি পীযুষপূর্ণ স্নেহ-ফুল্লাননে !
এ হেন আনন্দরসে হইয়া বিহ্বল
প্রথমে যখন, হেরে সে প্রাণিমণ্ডলী
স্রোতোগত অর্ণবের উর্ম্মিকুল ক্রীড়া
হেরে শূন্যে বায়ু, বাষ্প, বিদ্যুৎ-আলোক
সৃজন-লীলা অদ্ভুত, তখনি সভয়ে
শুষ্ক শীর্ণ পুষ্পপ্রায় মুদিত নয়ন
ধায় বিধাতার অঙ্কে ভয়ে লুকাইতে,
ধায় ভয়ে শিশু যথা জননীর কোলে !
পশি বিধাতার ক্রোড়ে তখনি আবার
হেরে সে করুণাপূর্ণ নির্ম্মল আনন্দ,
তখনি নির্ভয় পুনঃ—পাসরি সকলি,
তখনি আপন হ'তে চিত্তের উচ্ছ্বাস।
সঙ্গীত উচ্ছ্বাসে বহে অপূর্ব্ব ধ্বনিতে
অপূর্ব্ব-ধ্বনিতে উচ্চে পরব্রহ্মনাম
ডাকিতে ডাকিতে উঠে যে যার ভুবনে,
জগৎ-সীমান্ত-বত্ন জীবরূপ ধরি।
আনন্দে আনন্দময়ী কারণ-সিন্ধুতে
হেরিলা কতই হেন সৃজনের লীলা,
পুঞ্জ পুঞ্জ জড়, জীব, ব্রহ্মাণ্ড, আকাশ,
সূর্য্য, তারা, শশধর, স্বর্গ, রসাতল
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সৃষ্টি অপূর্ব্ব দেখিতে ,
দেখিতে দেখিতে সুখে শঙ্কর-মোহিনী
চলিলেন ধীরগতি—দাঁড়াইলা আসি
বিপুল কারণ-সিন্ধুতটে মহামায়া !
সহসা উদিল ছটা—অতুল শোভায়
উজলি মহা-অর্ণব। হেরি সে কিরণ
সবিস্ময়ে পদ্মযোনি উন্মীলি নয়ন
চাহিলা, যে দিকে চারু শোভার উদয়।
সম্ভ্রমে আইলা কাছে শঙ্করী, হেরিয়া
সম্ভাষি সুমিষ্ট স্বরে সুরজ্যেষ্ঠ বিধি
জিজ্ঞাসিলা—"কি বারতা, হে ত্র্যম্বকজায়া,
কি কারণে গতি এথা ? কোথা বিশ্বনাথ
কি হেতু বিধিরে আজি হেন অনুকূল ?"
"হে বিরিঞ্চি, তুমি ভিন্ন" কহিলা অম্বিকা-
"দেবকুলকন্যা-মান কে রাখিবে আর ?
ভয়ে নারি কহিতে মহেশে এ সংবাদ ,

শুনি পাছে করেন প্রলয় বামদেব!
দুষ্টা বৃত্রাসুর-জায়া দানবী দাম্ভিকা
তুলিলা হানিতে পদ শচী-বক্ষঃস্থলে,
হে কমলযোনি, ব্যথিলা শচীর হৃদি,
কে আর হে তবে পরচিত্তে পীড়া দিতে
হইবে শঙ্কিত, ইন্দ্রজায়া পৌলোমীর
এ দশা যদ্যপি? দর্প চূর্ণ কর দেব,
দনুজবামার অচিরাৎ—কর বিধি,
হে বিধাতঃ, বৃত্র-বধ যাহে, বধি তারে
দানবীর দৌরাত্ম্য ঘুচাও স্বর্গধামে,
ঘুচাও, হে পদ্মাসন, উমা-মনস্তাপ!"
বিরিঞ্চি উমার বাক্যে চিন্তি কতক্ষণ,
নগেন্দ্রনন্দিনী সঙ্গে বৈকুণ্ঠ-ভুবনে
গেলা যথা রমাপতি, মাধব-সংহতি
ফিরিলা সত্বর পুনঃ ভুবন কৈলাসে!
বসিয়া ভবানীপতি ভাবে নিমগন।
কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি চারিধারে,
হেরিছেন কুতুহলী যোগীন্দ্র মহেশ
ধ্বংসের অপূর্ব্ব গতি!—বিশ্বচরাচরে,
কতরূপে কত জীব, কত জড়তনু
মুহূর্ত্তে হইছে লীন। নিগূঢ় রহস্য—
নিসর্গ বন্ধন-সূত্র—ছেদন-প্রণালী।
বোধাতীত, চিন্তাতীত, অতীত কল্পনা—
জড় জীব-ধ্বংসগতি—কাল-সংগঠন।
কিবা সূক্ষ্মতর ক্ষুদ্র সূত্রেতে জড়িত
জীবের জীবন, ভোগ, সম্পদ, প্রতাপ;
কি সূক্ষ্ম মিলন, বিশ্ব-চরাচর-মাঝে
অচেতন সচেতন—ভূলোকে দ্যুলোকে,
প্রাণিকুলে, জড়জীবে, আত্মায়, শরীরে
কিবা মনোহর ক্ষুদ্র শৃঙ্খল-মালায়
জড়িত ব্রহ্মাণ্ড-বপু: কেশাগ্র সদৃশ
সূত্রের রেখায় বদ্ধ আত্মা, মন, দেহ।
শিথিল হইলে ক্ষণে নিখিল বিকল।
দেখিছেন মহাযোগী প্রগাঢ় কৌতুকে
সে লয়, প্রলয়-রঙ্গ ভুবনে ভুবনে।
দেখিছেন যোগিবর কালের প্রভাবে
জীবব্রজ কত মর্ত্ত্যে সৃষ্টি-শোভাকর,
জীবমূর্ত্তি পরিহরি, হতেছে বিলীন
গভীর কালের গর্ভে। কত জ্ঞানদীপ
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে ক্ষণে ক্ষণে
নিবিছে—ডুবিছে ঘোর অজ্ঞান-তিমিরে,
সুষমা কতই রূপ, কতই জগতে
হতেছে কলঙ্কময়—ভাতিছে কোথাও
অসীম লাবণ্যরাশি চক্ষের নিমিষে।
চতুর্দ্দশ লোকমাঝে আত্মা সুবিমল।
নির্ব্বাণ নক্ষত্রপ্রায় জ্যোতি হারাইয়া
পড়িতেছে কত দিকে কত শত, হায়,
পাপপঙ্ক-পরিপূর্ণ অন্ধতম কূপে—
পুড়িতে সন্তাপ-তাপে। দেখিছেন দেব
সে সবার অধোগতি ব্যথিত অন্তরে,—
যথা নরচিত্ত হেরি সূর্য্যের মণ্ডল—
রাহুর গভীর গ্রাসে যবে প্রভাকর!
কোন বা অবনী এই প্রাণিপুঞ্জময়
উদ্ভিদ্-লতায় সুশোভিতা, ক্ষণপরে
হইছে পাষাণপিণ্ড মণ্ডিত হিমানী—
প্রাণিশূন্য তুষারের মরু ভয়ঙ্কর।
কোথাও আবার কোন বিপুল জগৎ
বিদীর্ণ হইয়া চূর্ণ—রেণুর আকারে
মিশিতেছে শূন্যদেশে। কত জনপদ
উন্নতি-সোপান ছাড়ি ডুবিছে কালেতে
অচিহ্ন হইয়া ভবে চিরদিন তরে?
দেখেন কোথাও কোন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে
ভীষণ প্রলয়-রঙ্গ জীব, জড় যত,
উদ্ভিদ্, ভূধর, বারি, ভূমণ্ডল, বায়ু,
কালানলে দগ্ধীভূত শূন্যেতে লুকায়
অণুরূপে ব্যোমগর্ভে—শূন্যময় করি
সে ধরামণ্ডল-ধাম, কোথাও আবার
দেখিছেন ভূতনাথ যুগ বিপর্য্যয়—
দুর্জ্জয় প্লাবনে মগ্ন বিশাল ধরণী
পশু, পক্ষী, নরকুল অদৃশ্য সকলি,
ভ্রমিছে বিমানমার্গে ডাকিছে পবন
ভীষণ প্রবল শব্দে মিশি সে প্লাবনে।
সে ঘোর প্লাবনে বিশ্ব, ভুবন চকিত,
এইরূপ লয়প্রথা ভুবনে ভুবনে
কি দেব-মানব-বাস, কিবা সিদ্ধধামে;
দেখিছেন যোগীন্দ্র নিমগ্ন গাঢ় ভাবে,
মৃদুতর কথন ঈষৎ হাস্য মুখে।
হেনকালে মুরহর স্বয়ম্ভু ভবানী;
দাঁড়াইলা ব্যোমকেশ শঙ্করে সম্ভাষি,
সদানন্দ মহানন্দ কৈলা আলিঙ্গন

কেশবে হিরণ্যগর্ভে—উমারে চাহিয়া
তুষিলেন আশুতোষ মধুর হাসিতে,
মাধব তখন সদা প্রিয়ংবদ দেব—
গম্ভীর-বচনে শুনাইলা বিশ্বনাথে
সকল বারতা—শুনাইলা শচীদুঃখ,
শুনাইলা শিবে অম্বিকার মনস্তাপ।
শুনিতে শুনিতে জটা ধূর্জ্জটি-মস্তকে
কাঁপিতে লাগিল ধীরে—ললাট-ফলকে
শশধর খরতর আভা প্রকাশিল।
মহাকাল-ক্রোধমূর্ত্তি উদয় দেখিয়া
সান্ত্বনিলা হৃষীকেশ সত্বর শঙ্করে.
বিষ্ণুর বচনে মৃত্যুঞ্জয়ী মহেশ্বর
কহিলেন "হে মাধব, উমার বাসনা
পূর্ণ কর এই দণ্ডে—হে কমলযোনি,
কর যাহে বৃত্রাসুর নাহি জীয়ে আর,
জানি আমি আমার(ই) বরেতে স্পর্দ্ধা তার
কিন্তু কহ শুনি, কেশব কৈটভহারি,
স্বয়ম্ভু বিধাতা, কেবা সে নহ তোমরা
ভক্তির অধীন সদা—যথা ভক্তাধীন
ভ্রান্তিমান আশুতোষ? ভ্রান্তি যদি ভাব,
এই দণ্ডে সেই ভ্রান্তি ঘুচাতে বাসনা
দনুজের অদৃষ্ট খণ্ডিয়া; হের ইন্দ্র
সসজ্জ সমরক্ষেত্রে; বজ্র প্রহরণ
নির্ম্মাইলা বিশ্বকর্ম্মা; দিলা তোমা দোঁহে
নিজ নিজ তেজঃ অস্ত্রে অব্যর্থ করিয়া,
একমাত্র অন্তরায়—অন্ত নহে আজ(ও)
বিধাতার দিনমান—সে ব্যথা ঘুচাও
অকালে অসুরে নাশি হে বিধি কেশব!—
আপনার কর্ম্মদোষে মজে যে আপনি,
কে রক্ষিতে পারে তারে?" বলি শূলপাণি
ভকত বৎসল দেব বৃত্রে ভাবি মনে
ত্যজিয়া গভীর শ্বাস, বসিলা নীরবে।
হেরে মহেশের মূর্ত্তি দেব চক্রপাণি
মন্ত্রণা করিলা ক্ষণকাল ব্রহ্মসহ
উত্তরিলা মহেশ্বরে—"হে অন্তকহারি;
কর্ম্মফলে প্রাণিবৃন্দে উন্নতি, পতন;
স্বতঃ পরিবর্ত্তশীল প্রাক্তন-প্রভাবে!
তথাপি উমেশ, উমা-অনুরোধে আমি,
দেব প্রজাপতি, বৃত্র-ভাগ্যলিপি-নাশে
হইনু সম্মত!" বলি লুকাইলা তনু।

অতনু হইলা মহাদেব,—গুণ তিন
একত্র মিলিয়া অকস্মাৎ, প্রকাশিলা
পর-ব্রহ্মরূপ নিরুপম!—অতুলিত
শোভাপূর্ণ কৈলাস-ভুবন ক্ষণমাঝে।
ক্ষণমাঝে ঘোরশূন্যে হৈল ঘোরধ্বনি—
"বৃত্রের অদৃষ্টলিপি অকালে খণ্ডিত।"
হেথা ভাগ্যদেব গাঢ়-চিন্তা-নিমজ্জিত,
বসিয়া বৈকুণ্ঠ-প্রান্তে বিনত সম্মুখে
বিশাল প্রাক্তন লিপি—দৃশ্য মনোহর।
ছায়া ইন্দ্রজালে যথা ধূর্ত্ত যাদুকর
দেখায় অদ্ভুত রঙ্গ—অদ্ভুত তেমতি
অনন্ত আলেখ্য অঙ্গে ক্রীড়া নিরন্তর।
কোনখানে ভূমণ্ডল-বিজয়ী বীরেশ
ছুটে চতুরঙ্গ দলে পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া
আবার মুহূর্ত্তকালে সে বীর-কেশরী
মরুভূমে পদব্রজে ভ্রমে চিন্তাকুলে।
এই রাজ-অভিষেকে,—আনন্দ-হিল্লোল
খেলিছে ধরণী, অঙ্গে প্রবাহে প্রবাহে,
কত গজ, তুরঙ্গম, কত প্রাণিকুল
সুসজ্জ প্রাঙ্গণমাঝে। তখনি আবার
আলেখ্য শ্মশানচ্ছায়া ভয়ঙ্কর বেশ।
রাজতনু চিতাপরে, অপত্য, বান্ধব,
বাষ্পাকুল-নেত্রে ঘেরি শবে! ক্ষণকালে
চিতা-পার্শ্বে কোথা আচম্বিতে অট্টালিকা
সুসজ্জিত—রঞ্জিত বসনাবৃত চারু—
বিবাহমণ্ডপে সুখে দম্পতি আসীন!
মুহূর্ত্তে আবার, মৃতপতি কোলে করি
কাঁদিছে যুবতী ছিন্নভিন্ন কেশবেশ;
বসন-ভূষণ বিলুণ্ঠিত! ক্ষণে ক্ষণে
কতই যুবক আহা, ভূষিত সুষমা,
প্রতি অঙ্গে সুখে যেন স্বাস্থ্য মূর্ত্তিমান্—
হারাইছে সে লাবণ্য—যৌবনে স্থবির!
যৌবনে উচ্ছিন্ন কত বামারূপরাশি।
কোন চিত্র ঊর্ণনাভজালে পূর্ণ এই;
উজ্জ্বল নিমিষমধ্যে। কোন দীপ্ত ছবি.
প্রভান্বিত নিরন্তর—সহসা মলিন!
কোন সে আলেখ্য-দৃশ্য—দারিদ্র্য-প্রতিমা
বর্ত্তমান এই যেন—দেখিতে দেখিতে
মনোহর চারুবেশ মণি-মরকত-
ময় রত্ন-সুশোভিত; কত পর্ণশালা

ধরিছে সুহর্ম্ম্যরূপ চক্ষের পলকে!
কত সে আবার দিব্য স্বর্ণ-অট্টালিকা
ধরিছে কুটীর-বেশ কালের কালিমা,
তৃণ গুল্ম-লতা আচ্ছাদিত কলেবর।
মিশাইছে কত চিত্র ফুটিতে ফুটিতে
যথা তরু শৈলকুল; প্রভাতে কুহেলি
আবরিলে মহীদেহ মিহিরে লুকায়ে।
কত দৃশ্য মিলাইছে চিরদিন তরে।
এইরূপে জগতের যে কোন প্রদেশে
কালধর্ম্মে কর্ম্মকর্ম্মে সুযোগে-কুযোগে,
ঘটিছে যখন যাহা সুগতি অগতি,
কিবা জীব কিবা জড় কি উদ্ভিদ্‌কুলে।
তখন সে চিত্রপট নিত্য ক্রীড়াময়,
অঙ্কিত হইছে তাহা,—নিমগ্ন মানসে
দেখিলেন ভাগ্যদেব নিশ্চল-নয়নে,
ইন্দ্রের বিশাল চিত্র সে আলেখ্যপরে
কত শোভা-বিভূষিত, কত আভাময়
জ্বলিছে উজ্জ্বল মূর্ত্তি—প্রদীপ্ত ছটায়
ত্রিভুবন প্রজ্বলিত।—হেরিলেন ভাগ্য
কুতূহলে! হেনকালে অম্বর বিদারি
ধ্বনিল ভৈরব মূর্ত্তি—আকাশবাণীতে
প্রকাশিয়া ব্রহ্মরূপী ত্রিমূর্ত্তি আদেশ।
সভয়ে প্রাক্তন শীঘ্র ফিরায়ে নয়ন
নিরখিল চিত্রপটে—দেখিলা সহসা
বৃত্রের বিশাল চিত্র কালিমা মণ্ডিত,
মিশাইছে ধীরে ধীরে—শোভা-বিরহিত!

দ্বাবিংশ সর্গ

বসিয়া অসুর-পার্শ্বে অসুর-ভামিনী;—
নীল নীরদরাশি, লুকায়ে বিজলী হাসি,
বুকে ইন্দ্রধনু-রেখা, ঢাকিয়া মিহির,
পরশি ভূধর-অঙ্গে রহে যেন স্থির।
যেন ঢল ঢল জলে নীলোৎপলদল
ভাবিত নেত্রদ্বয়, দৈত্যমুখে চাহি রয়,
নিস্পন্দ শরীর ধীর, গম্ভীর বদন,—
না পড়িলে ধারাজল জলদ যেমন।

দেখিয়া দনুজনাথ সে মুখের ভাব
বিস্ময় ভাবিয়ে মনে, কর ধরি সযতনে,
করতলে চাপি ধীরে মধুর উল্লাসে,
কহিলা উৎসাহপূর্ণ মৃদুল সম্ভাষে;—
"এ কি হেরি, দৈত্যরাণি, যামিনী উদয়
এ সুখ-মধ্যাহ্নকালে? রুদ্রপীড় শরজালে
নির্দ্দেব করিলা পুরী অনলে জিনিয়া,
পরিলা অতুল যশঃ কিরীট মণ্ডিয়া।
পলাইলা সুরসেনা শিবা যেন ডরে;
জয়ন্ত শশকপ্রায় রথ লয়ে বেগে ধায়,
পালটি না ফিরে চায়, দৈত্যের তাড়নে,
অমরার প্রান্তে দেব তাবে ক্ষুণ্ণ মনে;
ভাসে অসুরের দল আনন্দ-উৎসাহে;
পুত্রের সুযশোগান, ত্রিভুবনে দৈত্যমান,
আজি প্রভাম্বিত কত!—সার্থক জীবন
আজি সে সফল প্রিয়ে, সকল সাধন।
হেন পুত্রে গর্ভে ধরি, এ সুখের দিনে
চিত্তে নাই সুখোচ্ছ্বাস, মুখে নাই প্রীতিভাষ,
পুত্রের কল্যাণে নাই মঙ্গল-কামনা;
এ ভাবে মনের খেদে কেন হে বিমনা?
হের দেখ করতলে ধনের ভাণ্ডার!
ঘোষিতে পুত্রের জয়, কর যাহা চিত্তে লয়,
ভাসাও ত্রিদশালয় উৎসব-হিল্লোলে,
এ দিন কখন যেন কেহ নাহি ভুলে।
কি অভাবে মনোদুঃখ, দনুজমহিষি?
কি নাহি করিতে দান কিবা স্থান কিবা মান,
কহ কিবা চাহে প্রাণ, কি আশা পূরাতে—
কোন্ রাজসিংহাসনে কাহারে বসাতে?
আজন্ম দরিদ্র যেবা দনুজের কুলে
সেও আজি আশাবান্ আশায় জুড়ায় প্রাণ,
স্বপনে কল্পনা করি অসাধ্য কামনা!
ইচ্ছাময়ী ঐন্দ্রিলা হে মলিন-বদনা?
জননীর মনস্তাপে পুত্রে অকল্যাণ—
কে কোথা বিস্মৃতিজলে, ভাসায়ে হৃদয়-তলে,
বিষাদে আশ্রয় দিলে, কি হেন ভাবনা?
ঐন্দ্রিলে, চিত্তের বেগে ভুলিলে আপনা?"
উত্তরিলা দৈত্যরাজ-মহিষী তখন;—
খলের চাতুরী মায়া, বহুরূপী দেহচ্ছায়া,
ধরে কত রূপ তাহা কে বুঝিতে পারে?
রমণীর চাতুরীতে রমাপতি হারে!—

উত্তরিলা—"হে দনুজকুল-অধীশ্বর,
অভাগ্য যখন যার, তখনি অদৃষ্টে তার,
কত যে লাঞ্ছনা-ভোগ কে বর্ণিতে পারে ?
নাহিলে নির্দ্দয় হেন কেন হে আমারে ?
ঐন্দ্রিলা পাষাণ-প্রাণ !— তনয়ে ভুলিয়া,
আপনার তুচ্ছজ্বালা, ভেবে মুখ করি কালা,
আইলা পতির কাছে ? হে হৃদয়নাথ ,
হৃদয় ব্যথিত আর পেলে না আঘাত ?
কবে যে কঠিন হেন দেখেছ আমায় ?
কারে বধিয়াছি প্রাণে, কাহার জীবন-দানে,
নিদয়া হইয়া তোমা কৈনু নিবারণ ?
কি দেখিলে কবে বল নিষ্ঠুর তেমন ?
হায়, ঐন্দ্রিলার হেলা তনয়ের প্রতি,
ধিক্ ঐন্দ্রিলার নামে, এই ছিল পরিণামে,
শুনিতে হইল তারে এ পরুষ-বাণী !
পতির বদনে, হায় ! ধিক্ রে পরাণী !
কারে জানাইব আর মনের বেদনা ?
জন্মকাল যার সনে, নিদ্রাগারে একাসনে,
তিনিই আমারে যদি ভাবিল এমন
কি জানাব কে জানিবে মনের যাতন !
থাক, হে দনুজ-নাথ তনয়-বৎসল,
কর ভোগ একা সুখে, যে খেদ আমার বুকে,
থাকুক তেমতি, দুঃখে পুড়ুক পরাণী !
থাক সুখে, দয়াময়—চলিল পাষাণী।"
বলি ভাক্তক্রোধে বামা উঠি দাঁড়াইল ;
কত অনুরোধ করি, কত যত্নে করে ধরি,
বসাইলা মহিষীরে নিকটে আবার,
ঘুচাইলা কত যত্নে চিত্তের বিকার।
কহিলা তখন রামা মধুর কপটে ,—
"হে বীর সমরপ্রিয়, রণক্ষেত্রে অদ্বিতীয়,
জান তুমি শুধু রণ-রঙ্গ-ক্রীড়া যত ;
তুমি কি জানিবে কহ বামা-স্নেহ কত ?
কি জানিবে জননীর প্রাণে কিবা হয় ?
সন্তানের মমতায়, কত ব্যথা চিন্তা তায়,
কত দিকে ধায় চিত্ত ? হে দৈত্যভূষণ,
পুরুষ বুঝে কি কভু রমণীর মন ?
বিজয়-উল্লাসে এবে তুমি সে উন্মাদ,
ভাবিছ আমার মন, পুত্রে দিয়া দরশন,
দেখাবে কিরূপে তারে এ বদন ছার—
পাপীয়সী-কোলে যবে বসিবে কুমার।

সুধাবে যখন 'মাতা, ইন্দুবালা কোথা ?
দিয়াছিনু তব করে, পালিতে সোহাগভরে,
কোথা সে স্নেহের লতা রাখিলে আমার'
কি ব'লে হৃদয়ে শেল বিঁধিব তাহার ?
হারায়েছি, দৈত্যনাথ, পুত্রের মাণিক,
হারায়েছি, হৃদয়েশ, অঞ্চলের নিধি শে
দনুজেন্দ্র, হারায়েছি, সুশীল তোমার ,
ইন্দুবালা বিনা এবে পুরী অন্ধকার !"
বলি বাষ্পাকুলনেত্র হইলা নীরব।
অচল নগেন্দ্র প্রায়, দৈত্যপতি স্তব্ধকা
চাহি ঐন্দ্রিলার মুখ থাকি কতক্ষণ,
ছাড়িলা অনল-শ্বাসে গভীর নিশ্বন ,
"কি কহিলা ঐন্দ্রিলা" বলিলা গাঢ় স্বরে,
"ইন্দুবালা নাই মম, সে সুধাংশু নিরু
ডুবেছে কি অস্তাচলে ?—পাব না কি ত
দেখিতে সে নিরমল পীযুষ-আধার ?
আর কি সে স্নেহময়ী সরলার কথা
হৃদয় শীতল করি, চিন্তার উত্তাপ হ
জুড়াবে না এ শ্রবণ—জুড়াত যেমন
নিন্দিত বীণার ধ্বনি ঝরিত যখন ?
না ঐন্দ্রিলে, নিধনের নহে সে প্রতিমা -
হরিতে সে সুষমায়, কৃতান্ত কাঁদিবে ত
চিরায়ু সে ইন্দুবালা অক্ষয় রতন ,—
বিজয়ী বীরের যশঃ চিরায়ু যেমন।"
"হেন অমঙ্গল কথা, হে দনুজপতি !
কি হেতু আন হে মুখে," ঐন্দ্রিলা কৃত্রিম দু
কহিলা বিমর্ষভাবে চাহি দৈত্যপানে,
"এ বেদনা কেন দাও দুঃখিনীর প্রাণে ?
চির আয়ুষ্মতী হ'ক বধূ সে আমার !
চিরায়তী থাক্ তার, পরশে না যেন ত
কেশের শতাংশ ভাগ শমন দুর্ম্মতি,
হে নাথ শমন হ'তে নিদারুণ অতি।
ইন্দ্রের কামিনী শচী— সাপিনী—কুটিলা
কপটে ছলিলা হায়, শিশুমতি বালিকা
সাধিতে নারিল যাহা দেবতার বলে ,
সুসিদ্ধ করিল তাহা কুহকীর ছলে !
হা ধিক্ ঐন্দ্রিলা-প্রাণে—ধিক্ দৈত্যরাজ,
তোমার কুলের বধূ, ভুলি দৈত্যস্নেহ
ভুলি কুল-মান গর্ব্ব হেলিয়া সকল,
আশ্রয় করিল কি না শচী-পদতল ?

তব আজ্ঞা শিরে ধরি, দনুজকেশরী,
শচী আনিবারে যাই, হতভাগ্য পোড়া ছাই,
নিরখিব ইন্দুবালা সেবে শচীপদ !—
ব্রহ্মাণ্ডে রহিলা, নাথ, এ কলঙ্ক-হ্রদ !
অসহ্য হৃদয়বেগ না পারি ধরিতে
শচী'র গঞ্জনা দিয়া, বধূরে আনিতে গিয়া,
ঘটিল যা ছিল শেষ কপালে আমার,—
যেমন দুরাশা হায়, পুরস্কার তার !
বলি নাই, ভাবি নাই, চাহি না বলিতে
সে দুঃখের কথা কভু, সহিতে হইল, প্রভু,
স্বর্গজয়ি-জায়া হ'য়ে শচী পদাঘাত।
সে দুঃখ 'পাষাণ'-প্রাণে সহেছি হে নাথ।
সহিতে না পারি কিন্তু এ অখ্যাতি তব,
স্বামীর কুখ্যাতি যায়, নারীর কলঙ্ক তায়,
ভাবি তায় সে কলঙ্ক ঘুচাবে কেমনে—
ইন্দুবালা পড়ে মনে জাগ্রতে স্বপনে।
চল দেখাইব চল স্বচক্ষে দেখিবে,
বুঝিবে সে কি কারণ, দহে 'পাষাণীর' মন,
কেন এ সুখের দিনে হ'য়েছি হতাশ !
নারীর বচনে নাথ, কি কাজ বিশ্বাস ?"
ঈষৎ কম্পিত নাসা, কুঞ্চিত ললাট,
বদনে নিশ্বাস ঘন, আরক্তিম ত্রিনয়ন,
চলিল দনুজপতি দানবী-সংহতি,
চলিল দৈত্যেশ-বামা গর্ব্বিত মূরতি।
ধন্য রে ঐন্দ্রিলা তোর পণে বলিহারি !
যেন নদীর বেগে, চাপি চিন্তা, চিত্তবেগে,
সাধন করিতে নিজ সাধের মনন;
জান না হৃদয়ে কভু নিরাশা কেমন।
চলিলা অসুরপতি মহিষী-সংহতি,
উঠিলা প্রাচীরপরে, নিরখিলা স্তরে স্তরে,
অকূল সাগর তুল্য সুরাসুরদল,
নিরখিলা স্বর্ণময় সুমেরু অচল।
শোভিছে অমরা প্রান্তে—সহস্র শিখর
উঠেছ অনন্ত ভেদি, যেন কল্পনার বেদী,
সুরবিমোহিনী মূর্ত্তি সাজান রয়েছে !
নির্ম্মল কিরণমালা সর্ব্বাঙ্গে মেজেছে !
মান সে শিখরে তার—আহা, কিবা শোভা তার,
রবি কিরণেতে মিলি, খেলিতেছে ঝিলি মিলি,
দেখায় তর্জ্জনী তুলি দনুজমহিষী—
বসিয়া সুরেশ-কান্তা উজলিছে দিশি ;
পদতলে ইন্দুবালা মলিন বদনা—
শীর্ণালস কলেবর, অস্ফুট কুসুম-থর,
মধ্যাহ্নের সূর্য্যতাপে বিরস যেমন,
নিশ্চল, অলস, অর্দ্ধমুদিত নয়ন,
কাছে রতি স্তব্ধমতি চপলা অচলা,
হেরিছে সমরাঙ্গনে, মুগ্ধচিত্ত কম্রজনে—
চারু চিত্রপটে যেন তুলীর লিখন !
নিরখি দনুজরাজ বিস্ময়ে মগন।
বিস্ময়ে মগন দৈত্য কতক্ষণ থাকি
করিল নাসিকা-ধ্বনি, গরজিল যেন ফণী,
লম্ফ ছাড়ি লম্ফিতে সুমেরু দেহ বাড়ে,
হেনকালে সুরাসুরে সিংহনাদ ছাড়ে,—
পূরিয়া সমরক্ষেত্রে সেনা-কোলাহল
সহসা শূন্যেতে উঠে, রথ অশ্ব বেগে ছুটে,
করিব্রজ শুণ্ড তুলি গর্জ্জিল ভীষণ,
বাজিল পটহ, ভেরী, দামা, অগণন !
নিমিষে পালটি নেত্র দেখিলা প্রাঙ্গণে,
রুদ্রপীড় রথে-রথী, যেন বিদ্যুতের গতি,
ছুটিছে বাহিনী-অগ্রে, উঠেছে পতাকা,
ভয়ঙ্কর বাহুদণ্ড কেতু-অঙ্গে আঁকা।
নিরখি ভুলিয়া দৈত্য সকল ভাবনা,
স্থির-নেত্রে স্তব্ধবৎ, একদৃষ্টে চাহি রথ,
দেখিতে লাগিল বৃত্র অনন্যমানস
রথের তরঙ্গগতি, অশ্বের তরস।
সমর-আহ্লাদে চিত্ত সদাই বিহ্বল,
তাহে পুত্র যুদ্ধসাজে, প্রবেশিছে শত্রুমাঝে,
নিরখি অপূর্ব্বভাবে হৃদয় মথিল,
অদ্ভুত আনন্দস্রোত চিত্তে প্রবাহিল !
দেখিলা অসুর-সুর মধ্যস্থলে আসি,
স্থির হৈল রথগতি, অতুল আনন্দমতি,
পুত্রের সমরসজ্জা হেরে বৃত্রাসুর—
রতন-সম্ভবা বিভা উছলিছে ধুর,
শুভ্র সারসের পুচ্ছ মণিগুচ্ছে নত
দুলিছে শীর্ষকে বাঁকা, অঙ্গত্রাণে অঙ্গ ঢাকা,
হীরকমণ্ডিত অসিমুষ্টি কটিতটে,
সারসনে অসিকোষ দুলিছে দাপটে।
বক্র ধনুঃ বামকরে, রথ-অঙ্কে শোভে,
হেমময় নানা তূণ, নানাবর্ণ ধনুর্গুণ,
শাণিত কৃপাণশ্রেণী, গদা, প্রক্ষ্বেড়ন,
ধনুর্দ্দণ্ড বিবিধ আয়ুধ অগণন।

ধনুঃপৃষ্ঠে করতল উঠি মহেষ্বাস,
দাঁড়াইলা রথোপরে, গম্ভীর বিশদ স্বরে,
কহিলা সম্ভাষি সূতে, প্রফুল্ল নয়ন—
"হে সারথি আজি মম সফল জীবন,
দুর্জ্জয় ত্রিদশনাথে সমরে সম্ভাষি
পরিব অতুল যশঃ. উজ্জ্বল করি শিরস্,
রাখিব অক্ষয় খ্যাতি অসুরমণ্ডলে,
দেখাব কার্ম্মুক শিক্ষা সুররথিদলে!
জানি মৃত্যু সুনিশ্চিত বাসবের হাতে,
আজি এ সমরাঙ্গনে, ত্যজিব অক্ষুণ্ণ-মনে,
এ দেহ, হে সূতবর—সৌভাগ্য আমার,
ভালে না লিখিলা ভাগ্য অন্য মৃত্যু ছার!
ত্রিলোক অজেয় ইন্দ্র ত্রিদিবের পতি,
শরক্ষেপ প্রথা যার, বীর-চক্ষে চমৎকার,
তার সনে আজি রণে যুঝিব হরষে,
এ মরণে কার মনে সুখ না পরশে?
সারথি, মৃত্যুর চিন্তা ঘুচেছে এখন,
আজি সুরাসুরগণ, দেখিবে অদ্ভুত রণ,
দেখিবে বীরের মৃত্যু অদ্ভুত কেমন,
এক কথা, সারথি হে, রাখিও স্মরণ,—
অন্তিম-শয়নে যবে দেখিবে আমায়,
দেখো যেন শত্রু কেহ, রণক্ষেত্রে, এই দেহ,
ঘৃণিত চরণে নাহি করে পরশন,
রাক্ষস পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ।
এই অগ্নিচক্র রথ লভিনু যা রণে,
হারাইয়ে হুতাশনে, দিও হে পিতৃচরণে,
দিও পরে এই মম অঙ্গ-আচ্ছাদন,
বলো—রুদ্রপীড়-সাধ হয়েছে সাধন!
এই অর্ঘ্য, সূত শ্রেষ্ঠ দিলেন জননী,
রক্ষিতে সমরক্ষেত্রে, তাঁর প্রাণাধিক পুত্রে,
দিও জননীরে পুনঃ বলিও তাঁহায়
মৃত্যুকালে এই অর্ঘ্য ধরিনু মাথায়।
দিও, সূত, এ সারসপুচ্ছ মণিময়,
উজ্জ্বল শীর্ষকপরে, আজি যাহা শোভা করে,
দিও ইন্দুবালা-করে করিতে স্মরণ,
উন্মাদিনী প্রেমে যার মুগ্ধ আজীবন,
বলো তারে, সারথি হে, বলিতে বলিতে
কপোলে বহিল ধারা, ঝরে হিমবিন্দু-ঝারা,
ভাবি সে হৃদয়ময়ী স্নেহের পুতলী,
ঘনশ্বাসে কণ্ঠরোধ—নীরবিলা বলী;

বসিয়া সমরাসনে ভীম শঙ্খ নাদি,—
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি, ঘন ঘন ঘন ধ্বনি
বাজিল সমরতূরী যুড়িয়া প্রাঙ্গণ;
দানবের সিংহনাদে কাঁপিল গগন।
হেরি ষড়ানন শীঘ্র সেনা-অগ্রভাগে
আইলা-নক্ষত্রগতি, স্বদল বিপক্ষ মথি,
দাঁড়াইল শিখিধ্বজ থর থর থরি;
উড়িল বিশাল কেতু শূন্য শোভা করি।
কহিলা উমানন্দন জলদ গর্জ্জনে,—
মুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ সব, রণতূর্য্য ঘনরব,
রথের ঘর্ঘরশব্দ, হস্তীর গর্জ্জন,
হয়ব্রজ স্তব্ধভাব উন্নত শ্রবণ,—
কহিলা জলদস্বনে—"রে দাম্ভিক শিশু,
বহ্নিরে নিবারি রণে, উন্মত্ত হইলি মনে,
অমর-সেনানী-অগ্রে আ(ই)লি একা রথী,
ভুলিলি শমন-ভয়, আরে ছন্নমতি?
যে শিবিরে আদিতেয় মহারথিগণ,
এক একজন যার, নিমিষে ব্রহ্মাণ্ড ছার
বিক্রমে করিতে পারে অবহেলি তায়,
সমরে পশিলি একা অবোধের প্রায়?
না চিনিলি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড গ্রহনাথে?
পবন ভীষণ বেগে, সিন্ধু যারে নিত্য সেবে
আক্রুদ্ধ বরুণ পাশী? যম দণ্ডধরে?
ফণীন্দ্র বাসুকি ফণাধব-কুলেশ্বরে?
ভীম অঙ্গারক কুজ, সৌরি শনৈশ্চর,
বৈনতেয় খগেশ্বর, নৈঋত নৈঋতেশ্বর
জয়ন্ত বাসবপুত্র অসীম সাহস,
আমি দেব-সেনাপতি ভবেশ-ঔরস।
এ বীরবৃন্দের মাঝে বল কার সনে,
যুঝিবি সাহস করি? যুঝিবি রে ধনুঃ ধরি
দেবের বিক্রম কত দাম্ভিক বালক—
সমুদ্র শুষিতে চাও হইয়া শুষক?"
"হে পার্ব্বতীসুত" দর্পে উত্তরি তখন,
কহিলা বৃত্রতনয়, "পাবে শীঘ্র পরি
শিশু কি প্রাচীন এই অসুর-আত্মজ,
রণে অগ্রসর শীঘ্র হও শিখিধ্বজ,
কি ফল বিচারি কার সনে করি রণ,
করেছি অলজ্য্য পণ, পরাজিব সর্ব্ব
নির্দ্দেব করিব স্বর্গ আজি এ সমরে,
নতুবা ত্যজিব প্রাণ ব্যাকুলি অমরে,

যত জন যেবা ইচ্ছা হও অগ্রসর,
...হব বিমুখ আজ, সাধিতে বীরের কাজ,
আজি সমরের পণ উদ্‌যাপন মম,
ঘুচাব সমরে পশি দেব-চিত্তভ্রম।
ভেটিব সমরাঙ্গনে সুরনাথে আজি,
...রচক্রে চমৎকার, শিঞ্জিনীর ক্রীড়া তাঁর,
দেখিব সে জ্যার ভঙ্গী নাহি চাহি আন,
আশু পূর্ণ কর আশা ধর ধনুর্ব্বাণ।"
বলি সব্যসাচী বৃত্রসুত ধনুর্দ্ধর,—
...হস্তে খরশর, ফেলিল শতাঙ্গপর,
লক্ষ্য করি বরুণ পবন প্রভাকরে,
সেনাপতি শিখিধ্বজে বিন্ধি খরশরে।
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি স্বর্গ কোলাহলি,
...জিল সমর শঙ্খ, ভীরুর প্রাণে আতঙ্ক,
ঝড়গতি চারি রথ ছুটিল সম্মুখে,
ছুটে যথা প্রহেলিকা গাঢ় অভ্রমুখে।
চারি কোদণ্ডের ছিলা বধির শ্রবণ
...শব্দে একেবারে, নিনাদিল চারিধারে,
ছুটিল কলম্বকুল তারারাশি হেন,
ছুটে ঘনঘটা-কোলে তড়িল্লতা যেন।
ছুটিছে নৈঋর্ত হ'তে ভাস্করের রথ,
...ঙ্কর সাত হয়, নাসাতে পবন বয়,
ক্ষুরে না পরশে ক্ষণে মনঃশিলাতল—
ক্রোধিত তপনতেজ স্যন্দন উজ্জ্বল;
অগ্নিকোণে বরুণের শঙ্খ হয় রথ,
...টল মেঘের মন্দ্রে, ফেনরাশি নাসারন্ধ্রে,
চারি কৃষ্ণ হয় ফেনময় কলেবর,
শতচক্র বায়ুগতি ঘুরিছে ঘর্ঘর।
ঈশানে পার্ব্বতীসুত-স্যন্দন ভীষণ,
...শাল কেতন চূড়ে, উড়িছে আকাশ যুড়ে,
খেলে যেন ইন্দ্রধনুঃ আভা ছড়াইয়া,
অশ্বের তরলগতি তরঙ্গ জিনিয়া।
বায়ুকোণে পবনের শতাঙ্গের খেলা,—
...কিরণের রেখা, যায় কি না যায় দেখা,
ছুটিছে মানসগতি জিনিয়া তরসে,—
কুরঙ্গ অঙ্কিত কেতু গগন পরশে।
দেখিয়া দনুজসুত সমর কুশলী
...দিলা সারথিরে, মণ্ডলে মণ্ডলে ফিরে,
বেগে চালাইতে অশ্ব, না হয় যেমন
শরলক্ষ্য ক্ষণকাল ঘোটক স্যন্দন।

বিজলীর বেগে যেন ঘুরিতে লাগিল,
চক্রাকারে মহারথ, অনল স্ফুলিঙ্গবৎ,
ক্ষিপ্রহস্তে রুদ্রপীড় ভীম ধনু ধরি
কিবা শিক্ষা অদ্ভুত চারি রথোপরি,
হানিতে লাগিল শর শিলাধারাবৎ,
চক্রাকারে শূন্যপথ, একে ঘোর অন্ধকার,
মণ্ডল-আকারে বারি-লহরী যেমন,
ছুটিল তড়িৎগতি বিচিত্র মার্গণ,
পড়িল ভাস্কর-রথ-চূড়া আচম্বিতে,
কাঁপিল সূর্য্যস্যন্দন, শরাঘাতে ঘন ঘন,
বরুণের তুরঙ্গম বাণেতে অস্থির,
ধারাকারে কৃষ্ণ-অঙ্গে ছুটিল রুধির।
অচল বায়ুর রথ-তরঙ্গ উধাও,
শতখণ্ড ধনুর্গুণ, বাণ-মুখে উড়ে তূণ,
ধনুঃশূন্য প্রভঞ্জন নিমিষে বিকল,
ছুটিতে লাগিল বেগে ভ্রমি রণস্থল।
অস্থির পার্ব্বতীসুত বৃত্রসুত-তেজে,
এই নিবারিছে শর, তখনি মুহূর্ত্তপর,
সর্ব্ব অঙ্গ কলেবর শরজালে ঢাকা,
সঘনে কাঁপিছে রথ—ভগ্নচূড়া পাখা।
চমকিত দেবগণ, ইন্দ্র চমকিত,
উন্মত্ত অসুর দল, হেরি দৈত্যসুত-বল,
সুরাসুর দুই দলে ধ্বনি ঘন ঘন,
"সাধু রুদ্রপীড় সাধু বৃত্রের নন্দন"
অধীর সে ধ্বনি শুনি তনু পুলকিত,
উল্লাসে দনুজনাথ, উচ্চৈঃস্বরে অকস্মাৎ,
"সাধু রুদ্রপীড়" বলি নিস্বন ছাড়িল,
দূর শূন্যদেশে যেন জলদ গর্জ্জিল।
দেখিল অসুর-সুর প্রাচীর-শিখরে,
গাঢ় ঘনরাশি প্রায়, বৃত্রাসুর মহাকায়;
দাঁড়ায়ে বিশাল হস্ত শূন্যে প্রসারিয়া,
আশীর্ব্বাদ করে যেন পুত্রে সঙ্কেতিয়া।
চঞ্চল নিবিড় কেশ উড়িছে পবনে,
বিশাল ললাটস্থল, শ্রবণে বীর-কুণ্ডল,
তটিনী-বেষ্টিত কটি প্রস্ত উরস,
তিন নেত্রে অরুণের রক্তিমা পরশ।
বৃত্রে হেরি দেব-যোধ পদাতিকদল
ভীত কুরঙ্গের প্রায়, বেগে শত দিকে ধায়,
রণক্ষেত্রে নিক্ষেপিয়া চর্ম্ম প্রহরণ;
পালটি ফিরিয়া নাহি করে দরশন।

নিরখি উদ্দেশে বৃত্র ধনুঃ হেলাইয়া
রুদ্রপীড় প্রণমিলা, ক্ষণ ক্ষান্ত ধনুঃ ছিলা,
আবার কোদণ্ডঘাতি টানিয়া শিঞ্জিনী,
চমকিলা জ্যা-নির্ঘোষে অমর বাহিনী।
অধৈর্য্য অমররথী সরোষে তখন,
আজ্ঞা দিলা তিন জন, চালাইতে অনুক্ষণ,
রুদ্রপীড়-রথমুখে নিজ নিজ যান,
সতর্কে কোদণ্ড ধরি করিল সন্ধান।
চলিল দৈত্যারি-রথ অব্যর্থ গতিতে,
না মানি শরের গতি, না মানি বিপথ পথি,
অবিচ্ছেদে ঋজু-গতি চলিল সম্মুখে—
দুর্ব্বার বিশিখ-স্রোতোবেগ ধরি বুকে!
তিন মুখে তিন দেব সুরথী নিপুণ,
বরুণ বারিধীশ্বর, গ্রহপতি প্রভাকর,
তারক-সূদন শূর পার্ব্বতী-নন্দন—
অন্যদিকে গদাহস্তে ভীম প্রভঞ্জন।
রুদ্রপীড় রথগতি মন্দিভূত ক্রমে,
ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর, চক্রে ভ্রমে রথবর,
শেষে স্থির মধ্যস্থলে নিবারি গমন,
হেরি সুররথিবৃন্দ ছাড়িল গর্জ্জন।
"মাভৈ মাভৈ" শব্দে ভীষণ নিনাদি,
কহিল দনুজেশ্বর, "হের পুত্র ধনুর্দ্ধর,
ক্ষণকাল নিবার এ সুর রথিগণে,
এখনি বাহিনী সঙ্গে প্রবেশিব রণে!
গোকর্ণ, শালিবাহন, গাধি, ঘটোৎকচ,
সোমধৃতি, তৃণগতি, হে দৈত্য-রথিক-পতি,
বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠেতে শীঘ্র হও অগ্রসর"—
রণক্ষেত্রে চাহি উচ্চে ডাকি দৈত্যেশ্বর,
নামিলা প্রাচীর হ'তে—এখানে ত্বরিত
মিলি সুর-রথিগণ, আরম্ভিলা মহারণ,
ঘেরি রুদ্রপীড়-রথ বিষম হুঙ্কারি
দৈত্যসুত শররাশি শরেতে নিবারি।
কাটিলা ভাস্কর অগ্নি স্যন্দনের চূড়া,
কাটিলা রথের চক্র, তারকারি শরে বক্র,
বরুণ শাণিত অস্ত্র হানিতে লাগিলা;
সদাগতি গদা ধরি ক্রোধেতে ছুটিলা—
লম্ফে লম্ফে প্রদক্ষিণ করি চারিদিকে,
ঘন ঘন ঘোর ঘাতে, রথচক্র পাতে পাতে,
চূর্ণ কৈলা ক্ষণকালে অশ্বের বন্ধনী,
ছিঁড়িলা নিমিষে চূর্ণ যুগন্ধর, আণ!

অচল দেখিয়া রথ দনুজকেশরী
লম্ফ দিয়া রণস্থলে, নামি মনঃশিলাতলে
সিংহ যেন দাঁড়াইল কিরাত-বেষ্টিত,
দীপ্ত তরবারি বেগে মস্তকে ঘূর্ণিত;
শত খণ্ডে খণ্ড কৈল পবনের গদা;
নিমিষে কার্ম্মুক পুনঃ, ল'য়ে করে দিলা গু
শিঞ্জিনী অপূর্ব্ব রঙ্গে খেলিতে লাগিল,
ক্ষণে ক্ষণে শরজাল গগনে ছুটিল।
আঘাতিল প্রভাকরে বরুণে আঘাতি,
আচ্ছাদি কুমার-অঙ্গ, শতদিকে হ'য়ে ভ
পড়িতে লাগিল ঢাকি শতাঙ্গ গগন,
বিমুখি সংগ্রামে শরদগ্ধ প্রভঞ্জন।
তখন পার্ব্বতীপুত্র দেব-সেনাপতি,
দিব্য অস্ত্র ধরি করে, দ্বিখণ্ড করিয়া শ
রুদ্রপীড়-শরাসন ভীষণ আঘাতে—
নিমিষে বীরেন্দ্র, ধনুঃ নিলা অন্য হাতে,
না টানিতে শিঞ্জিনী প্রচণ্ড দিবাকর
খণ্ড করি খুরে খুরে, কোদণ্ড ফেলিলা দূ
বসাইলা চাপে অস্ত্র ঘোর আভাময়,
নিরখি তিলার্দ্ধ কালে বৃত্রের তনয়
ধূমদণ্ড—ধূমকেতু-আকৃতি ভীষণ—
ধরিলা সাপটি করে, বাহিরিল থরে থ
কিরণের রেখাকারে গগন বিস্তারি
তাম্রময় শলাকা সহস্র সারি সারি।
ঝাপটে ঝাপটে ঝাড়ি যে দিকে হেলায়ে
ধরিছে আকাশমুখে, সে দিকে শলাকা
শিলাকারে ধাতুর বর্ত্তুল বাহিরিছে,
ঘোর শব্দে শূন্যমার্গ ছিঁড়িয়া ছুটিছে।
ক্ষণকাল কভু যাহে পরশে বর্ত্তুল,
ছিন্ন ভিন্ন চূর্ণকায়, অদৃশ্য কবি উ
চিহ্ন নাহি রহে তার দেখিতে কোথায়,
ভীষণ বর্ত্তুল হেন কোটি কোটি ধায়।
লণ্ড-ভণ্ড দেব-রথী বিমান-মণ্ডলী।
প্রচণ্ড নিনাদ ঘন, শিলামুখে ব
ধাতুর বর্ত্তুল পিণ্ড ঝলকে ঝলকে,—
ভাঙ্গে রথ ধনু অস্ত্রে পলকে পলকে;
ভাঙ্গে প্রভাকর-রথ ক্ষার-দগ্ধ যেন,
বরুণের দিব্য যান, ক্ষণমধ্যে খান
কোটিখণ্ডে কার্ত্তিকের বিমান ভাঙ্গিল,
দেবরথি-কুল ভয়ে রণে ভঙ্গ দিল।

তখনি দেবেন্দ্র ইন্দ্র সাপটি কার্ম্মুক,
অগ্রসর হৈল রথে, টঙ্কারি ভীষণ স্বনে,
দিব্য চাপে বসাইলা অস্ত্র খরশাণ,
টানিলা ধনুর ছিলা করিয়া সন্ধান—
ছুটিল বিদ্যুৎগতি নিঃশব্দে অম্বরে,
সুশাণিত মহাশর পড়ে ধূমদণ্ড'পর,
কাঁপিতে কাঁপিতে খণ্ড তখনি নিমেষে,
হইল সে ধূমদণ্ড কাশতৃণবেশে।
উড়িল শলাকাকুল দণ্ডমুষ্টি ছাড়ি,
আচ্ছাদি গগন-তনু, যেন পরমাণু-অণু,
অদৃশ্য হইল শূন্যে কোটি পথে ছুটি ;—
রুদ্রপীড়-হাত হ'তে পড়ে দণ্ডমুঠি।
নিকটে আসিয়া ইন্দ্র প্রসন্ন-বদনে,
সাধুবাদ দিয়া, বৃত্রসুতে বাখানিয়া,
কহিলা "সুরথি, ধন্য শরশিক্ষা তব,
দেখাইলা বীরবীর্য্য আজি অসম্ভব ,
এখন প্রস্থান কর রণস্থল ছাড়ি ;
শ্রম না কর আর, মনোগত পুরস্কার,
পেয়েছ, হে বৃত্রসুত, লভ গে বিশ্রাম,
নহে দ্বন্দ্ব তব সনে না চাহি সংগ্রাম।"
কহিল দনুজনাথ-তনয় বাসবে—
"ইন্দ্র মেঘবাহন, শুনিয়াছ মম পণ,
স্বর্গেতে থাকিতে দেব না ফিরিব রণে,
জীবিতে লঙ্ঘিয়া পণ ফিরিব কেমনে ?
যথা আকিঞ্চন তব, দেবেন্দ্র বাসব,
বাছি জীবন পণ, করিয়া তা উদ্‌যাপন,
আজি পূরাইব মম জীবনের আশা,
মরিতে যদ্যপি হয় মিটাব পিপাসা—
মিটাব পিপাসা যুদ্ধ করি তব সনে,
আজি এ সমরক্ষেত্রে, দেখিব প্রফুল্ল-নেত্রে
অস্ত্র-বিন্যাস তোমার কোদণ্ডে সুরেশ্বর,
ধর ধনুঃ, যোধবাক্য রাখ ধনুর্দ্ধর।"
বুঝাইলা নানামত ইন্দ্র মহামতি,
রণে হইতে ক্ষান্ত, দৈত্যসুতে রণশ্রান্ত,
দ্বন্দ্বযুদ্ধে অসম বিপক্ষে সংঘাতিতে,
সতত বিরাগ-ভাব দেবেন্দ্রের চিতে।
নারিলা বুঝিতে যদি কহিলা তখন,
রথে আরোহণ, শরবেগ সংবরণ,
কর তবে পার যদি বেগ নিবারিতে।"
আজ্ঞা দিলা সারথিরে অগ্র রথ দিতে।

মাতলি অপূর্ব্ব যান যোগাইল ত্বরা—
বৃত্রসুত দ্রুতগতি, ক্ষণে আরোহিলা তথি,
বাছি বাছি প্রহরণ তুলিলা তাহায় ;
ছুটিল অমররথ অপূর্ব্ব প্রথায়।
বাজিল অদ্ভুত রণ দুই ধনুর্দ্ধরে ;
কে বর্ণিতে পারে তাহা, ভুবনে অতুল যাহা,
সুরেন্দ্র অমরপতি খ্যাত ত্রিভুবন—
মহাযোদ্ধা ধনুর্দ্ধর দনুজ-নন্দন।
কিবা কোদণ্ডের গতি—শিঞ্জিনীর ক্রীড়া,
ফিরিছে বিমানদ্বয়, রণক্ষেত্রে সমুদয়,
ক্ষণে দূরে—ক্ষণে কাছে—ঘেরি পরস্পরে,
সহসা সংঘাত যেন আবার অন্তরে !
ফিরিছে বিপুলবেগে, না পরশে তবু,
চূড়া অঙ্গ কেহ কার, যেন রঙ্গে নিত্যকার,
নর্ত্তকের সঙ্গে ফিরে প্রমোদ মন্দিরে—
না ঠেকে বাহুতে বাহু—শরীরে শরীরে।
কখন দৈত্য-বিমান পুষ্পকে লঙ্ঘিয়া
শূন্যে উঠি ক্ষণকাল, বিস্তারে বিশিখজাল,
সৌদামিনী খেলে যেন নির্ঝরে ভাঙ্গিয়া।
আবার ইন্দ্রের রথ নিকটে আসিয়া,
পবন বিদারি বেগে মগ্ন শূন্যে ধায়,
দেখিয়া কপোতে দূরে, শূন্যে যেন ঘুরে ঘুরে,
দুই বাজপক্ষী ফেরে পক্ষ সাপটিয়া,
নখে খণ্ড খণ্ড দেহ রুধিরে ভিজিয়া।
কখন বহু অন্তরে অচল সমান,
দুই ব্যোমযান স্থির, ধনু ধরি দুই বীর,
খেলায় শর-তরঙ্গ দেখিতে অদ্ভুত।
নিঃশব্দে অসুর-দেহে অযুত অযুত
ঘুরয়ে মণ্ডলাকারে দুই শরশ্রেণী,
প্রান্ত-সীমা অনুমান, দূরস্থিত দুই যান,
তরঙ্গ আসিছে এক ছোটে অন্য ঝারা
দুই কেন্দ্র-মাঝে যেন বিদ্যুতের ধারা !
যুঝিল এ হেন রূপে সমর-নিপুণ
ধনুর্দ্ধর দুই জন, চমকিত ত্রিভুবন,
যতক্ষণ রুদ্রপীড়-অস্ত্র না ফুরায়—
নেহারে অসুর সুর অসাড়ের প্রায় !
যে মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হইল তার তূণ,
তখনি ইন্দ্রের শরে, বীরেন্দ্র শতাঙ্গ'পরে,
পড়িল সহস্র শরে জর্জ্জরিত-তনু,
খসিল শীর্ষক শিরে করতলে ধনুঃ।

পড়িল ত্রিদিবতলে সারথি সহিত,
শূন্য ছাড়ি ব্যোমযান, অচ্ছিদ্র নাহিক স্থান,
ত্রেতায় কর্ব্বুরপতি শরেতে অস্থির।
পড়িল গতায়ু যথা জটায়ু-শরীর।
উঠিল সমরক্ষেত্রে হাহাকার ধ্বনি।
আকুল দনুজদল, বক্ষঃ ভিজাইয়া জল,
পড়িতে লাগিল স্রোতে, ভাসায়ে নয়ন;
নীরব অমরদল বিষণ্ণ-বদন।
উঠিল সে কোলাহল- ক্রন্দন-কল্লোল
কনক-সুমেরু-শিরে নেত্রযুগে ধীরে ধীরে,
শচীর শোকাশ্রুধারা বহিতে লাগিল,
সহসা বিবর্ণ-তনু—চপলা কাঁপিল।
জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা আতঙ্কে শিহরি,
কে পড়িল রণস্থলে, কোন্ বামা-হৃদিতলে,
আবার হৃদয়নাথ ঘাতিল আমার—
কার ভাগ্যে ভাঙ্গিল রে সুখের সংসার?"
চপলা অস্ফুট-স্বরে রুদ্রপীড় নাম
উচ্চারিল অকস্মাৎ, হৃদে যেন বজ্রাঘাত,
না পশিতে সে বচন শ্রবণের মূলে—
পড়িল দানব-বধূ ইন্দ্রজায়া কোলে।
শুকাইল ইন্দুবালা - নিদাঘের ফুল,
হায় রে সে রূপরাশি, যেন স্বপনের হাসি,
লুকাইল নিদ্রাকুলে—ফুটিবে না আর!
ছিন্ন যেন শচীকোলে লাবণ্যের হার।
"কেন রে চপলা হেন নিদারুণ হ'লি?
কেন সে দারুণ শ্বাস, ঘুচায়ে সুরভি বাস,
পরশিল এ কুসুমে?"—বলি হৃদে তুলি
ধরিলা ইন্দ্রের রামা সে স্নেহ-পুতুলী।
এখানে সমরাঙ্গনে সুরেশ্বর-কাছে,
যুড়িয়া যুগল কর, নয়নে শোকাশ্রু থর,
রুদ্রপীড়-সারথি কহিছে খেদস্বরে—
গন্ধর্বের মুখে যথা গিরি-ধারা ঝরে!
"পূরাও সদয় হয়ে, হে অমরনাথ,
কুমার বাসনা আজি, প্রভাতে সমরে সাজি,
আইলা যখন বীর কহিলা আমায়—
এক কথা, সারথি হে, আদেশি তোমায়,
দেখিবে অন্তিম কাল যখন আমার,
দেখো যেন রণস্থলে, মম দেহ শত্রুদলে,
চরণে পরশি কেহ না করে হেলন—
রাক্ষস পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ।
এই অগ্নিচক্ররথ লভিনু যা রণে
হারাইয়া হুতাশনে, দিও হে পিতৃচর
দিও পদে এই মম অঙ্গ-আচ্ছাদন,
বলো—রুদ্রপীড়-সাধ হয়েছে সাধন।'
সে রথ উৎসব এবে, হে অমরনাথ,
আজ্ঞা দেহ বীরতনু, কবচশীর্ষক ধ
লয়ে তাঁর পিতৃপদে সমর্পণ করি—
পূরাও বীরের সাধ, হে বীরকেশরি!"
বাসব ত্রিদশপতি সারথি-বচনে
কহিলা—"শুন রে সূত, দৈত্যসুত অদ্ভু
দেখাইলা রণে আজি সমর-কৌশল,
স্তব্ধ সুরাসুর তার হেরি ভুজবল।
এ হেন বীরের শব পবিত্র জগতে,
চিন্তা নাহি কর চিতে, আমি সে দিব ব
এ বীরেন্দ্র-মৃতদেহ, নিজ পুষ্পরথ—
ইথে লয়ে পূর্ণ কর বীর-মনোরথ।"
সারথি সজলনেত্রে সুরেন্দ্র-আদেশে
সৈনিক সহায় করি, তুলিয়া পুষ্পকোপ
রুদ্রপীড়-মৃততনু অস্ত্রাদি ভূষণ,
ইন্দ্রাদেশে শব সঙ্গে ফিরে দৈত্যগণ।
বাজিল সমর-বাদ্য গম্ভীর নিনাদে,
রথ-পার্শ্বে সারি সারি, চলিল পতাকাধা
পদাতিক মাতঙ্গ অশ্ব পশ্চাতে চলিল,—
ধীরে ধীরে অমরার দ্বারে প্রবেশিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ

পুত্রে আশ্বাসিয়া বৃত্র ফিরিয়া আলয়ে,
করিলা সমর-সজ্জা রণক্ষেত্রে ত্বরা
প্রবেশিতে পুত্রের সহায়ে। আজ্ঞা দিল
যোধবৃন্দে সমরে সাজিতে অচিরাৎ।
সহস্র কোদণ্ডধর শত যুদ্ধ যারা
যুঝি দেবরথি সনে মথি সুরদল;
লভিলা বিপুল যশঃ অতুল উৎসাহে
সাজিতে লাগিলা দৈত্য আদেশে তখনি
ফিরিলা সভামণ্ডপে বৃত্র মহাসুর।
মহাপাত্র সুমিত্রে চাহিয়া ধীরভাবে
কহিতে লাগিলা বৃত্র;—"কি কৌশল য
যুঝিবে দানবগণ—রক্ষিবে নগরী?
কে রক্ষিবে পূর্ব্বদ্বার কেবা সে দক্ষিণে

থাকিবে স্বদল সঙ্গে? কোন্ সেনাপতি
পশ্চিম-তোরণ রক্ষা করিবে বিপদে?
কেবা সে উত্তর দ্বারে প্রহরী নিয়ত?"
হেনকালে ঘোরতর ক্রন্দন-আরাব
উঠিলা বিমানমার্গে, স্তব্ধ সভাজন
শুনি সে ক্রন্দনস্বর—স্তব্ধ সে নিনাদে
ইন্দ্রারি দনুজেশ্বর চাহি অমাত্যেরে,
জিজ্ঞাসিলা "কোন্ বীর আবার পড়িলা
শরাঘাতে? কহ হে সচিব, সহসা এ
কেন হাহাকার? কেন হেন কোলাহল?
শুভক্ষণে, হে সুমিত্র, লভিলা জনম
দানবের কুলে পুত্র বীর রুদ্রপীড়।
ধন্য রণশিক্ষা তার—ধন্য বাহুবল!
সকল সাধন এত দিনে। ভুজ-বলে
সমূহ অমরসৈন্য নিবারিলা একা;
জিনিলা সমরে বহ্নি দুর্নিবার দেব;
জিনিলা কুবের ভীম বলী; বিমুখিলা
রুদ্রে একাদশ—রণে রৌদ্র তেজ যার,
ইন্দ্রের নন্দনে খেদাইলা ফেরু হেন;
নিঃশঙ্ক করিলা পুরী, প্রাচীর বাহিরে
মথিছে সমরে এবে অমর-বাহিনী
দুরন্ত বিশিখজালে; স্বচক্ষে দেখিনু—
সে দুর্জ্জয় সাহস, সমর-নিপুণতা
চারি মহারথী সঙ্গে যুঝিছে একাকী।
হানি মন্ত্রি, জানি তার বীর্য্য-রণোল্লাস
পারে সে যুঝিতে একা প্রচণ্ড ভাস্করে
ভীমবলী প্রভঞ্জনে, কিংবা শক্তিধরে,
কিংবা মহাপাশধারী বারিকুলনাথে,
কিন্তু সুরপতি ইন্দ্রে, কি জানি উৎসাহে,
একাকী ভেটয়ে পাছে? মন্ত্রি হে, সত্বর
আজ্ঞা দেহ রথিবৃন্দে হইতে বাহির।"
হেনকালে রুদ্রপীড়-সারথি বহ্লিক
রাখিলা পুষ্পক রথ অঙ্গনের মাঝে!
নতমুখে সুপতাকিবৃন্দ দাঁড়াইল;
মৃদুমন্দ রণ-বাদ্য বাজিল গম্ভীরে;
শিহরিল সভাজন অসুর-মণ্ডলী;
কাঁপিল বৃত্রের বক্ষঃস্থল ঘন বেগে।
বহ্লিক সজল আঁখি রথ হ'তে নামি,
কুমারের রণসজ্জা লয়ে ধীরে ধীরে
প্রবেশিল সভাতলে। হেঁটমুখে আসি
রাখিলা দনুজরাজ-চরণের তলে,
সুদিব্য কবচ, আভাময় সুমেখলা
অসি—কোষ—নিসঙ্গ—কার্ম্মুক—চন্দ্রহাস
রাখিলা, হায়, ফেলি অশ্রুধারা, শীর্ষক
শোভিত সারসপুচ্ছ-গুচ্ছে মনোহর।
দৈত্যরাজে নমি, দাঁড়াইলা যোড়হস্তে,
কহিলা কাঁদিয়া—"প্রভু, কি আর কহিব?"
বৃত্রাসুর, পুত্রশোকে অধীর হৃদয়ে,
অশ্রুবিন্দু নেত্রকোণে সহসা ঝরিল,
কহিতে লাগিলা স্বতে—হায়, বায়ুস্বন
বনবাজি-মাঝে যথা—"হবে না বলিতে
বার্ত্তা তোর, রে বহ্লিক, জেনেছি সকলি,
দৈত্যকুলোজ্জ্বলরবি গেছে অস্তাচলে।"
দূরে নিক্ষেপিলা শূল—এখন নিষ্ফল।
নীরবে বসিলা মহাসুর। ক্ষণ পরে
তুলিয়া লইলা বক্ষে পুত্র-তনুচ্ছদ,
চাপিয়া হৃদয়ে ধরি, পুত্রে পাইয়া যেন
আলিঙ্গন দিলা তায় করিয়া চুম্বন।
কবচ, শীর্ষক, নেত্রনীরে ভিজাইয়া।
উচ্ছ্বাসিল সভাস্থলে শোকের নিশ্বাস।
যথা মৃদু মৃদু স্বরে সাগর-হিল্লোল
উচ্ছ্বাসে বেলায় পড়ি, সিন্ধুগর্ভে যবে
ডোবে কোন নীরকন্যা, মৃদুশ্বাসে তথা
উচ্ছ্বাসিল সভাজন রুদ্রপীড়-শোকে।
শোকাকুল বহ্লিক তখন খেদস্বরে
কহিলা,—'হে দৈত্যরাজ, হে বীরমণ্ডলী,
হে মিত্র অমাত্যগণ, না দেখিলা, হায়,
কি বীরত্ব দেখাইলা অন্তিমে কুমার।
সূত আমি তাঁর, কত যুদ্ধে নিরখিনু,
সে বীরের বীরদর্প—কিন্তু কভু হেন
অদভুত অস্ত্রক্ষেপ চক্ষে না হেরিনু
না শুনিনু এ শ্রবণে। বীরচূড়ামণি
মৃত্যুকালে দেখাইলা বীরত্বের শেষ।
সূত আমি, কি বর্ণিব, কি জানি বর্ণিতে,
সে কার্ম্মুক-ক্রীড়াভঙ্গী—সে ভুজচালন
বিজলী-তরঙ্গ-লীলা জিনি চমৎকার!
স্তব্ধ হেরি দেবকুল সুবরথিগণ,
সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, পার্ব্বতীপুত্র ধীর,
অস্থির আকুল বাণে নারিলা তিষ্ঠিতে,—
চারিজনে একেবারে যুঝিলা কুমার!

কি বলিব, দনুজেন্দ্র চক্ষে না হেরিলা !
না শুনিলা সে বিস্ময়-প্লাবিত উল্লাস
সাধুবাদ ঘনধ্বনি কত শতবার
উঠিল সমরক্ষেত্রে কুমারে বাখানি।
বাসব আপনি—হায়, শরে যার বীর
গতজীব—বিস্মিত অদ্ভুত বীর্য্য হেরি,
দিলা নিজ পুষ্পরথ, ত্রিভুবনে খ্যাত,
বহিতে বীরেন্দ্র-সজ্জা, অর্পিতে ও পদে।"
শুনিতে শুনিতে বৃত্র স্ফুরিত নাসিকা,
বিস্ফারিত বক্ষঃস্থলে দাপটে সাপটি
ভীষণ ভৈরব শূল, কহিলা উচ্চেতে,—
"সাজ, রে দানববৃন্দ—সংসারের রণে।"
হেনকালে তথা শিশুহারা কেশরিণী
বন আন্দোলিয়া ভ্রমে যথা গিরিমাঝে,
আইলা ঐন্দ্রিলা বামা—আলুলিত কেশ
বিশৃঙ্খল বেশ-ভূষা সুঘন নিশ্বাস
কম্পিত নাসিকারন্ধ্রে, অঙ্কিত কপোলে
শুষ্ক অশ্রু-জলধারা, কহিলা দানবী
ঘোরস্বরে—উন্মত্তা করিণী যেন ভীমা,—
"হে দৈত্যকুলপতি, দৈত্যকুল নির্ব্বংশ
জানিয়া এখনো স্থির আছে দগ্ধ হিয়া ?
শোকে অবসন্ন তনু হতাশের প্রায় ?
ধিক্ হে তোমারে, ব্যাধ না বধি এখন
নিরখিছ শূন্য নীড়, উচ্ছিন্ন অটবী ?
হের, দৈত্যপতি, হের তপ্ত অশ্রুজল
দহিছে এ গণ্ডতল। আরো উষ্ণতর
শোকদাহে দহে হৃদি। তুমি পিতা হয়ে
এখনো অসাড় দেহ না সরে চরণ ?
কি কব, হে দৈত্যনাথ, না শিখিলা কভু
সংগ্রামের প্রকরণ ঐন্দ্রিলা কামিনী।
নহিলে সে দেখাতাম কার সাধ্য হেন
ঐন্দ্রিলার পুত্রে বধি তিষ্ঠে ত্রিভুবনে ?
জ্বালাতাম ঘোর শিখা চিত্ত দহে যাহে,
সেই তস্করের চিত্তে—জায়া-চিত্তে তার
জ্বালাতাম পুত্রশোক চিতা ভয়ঙ্কর,
জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা।"
সহসা পড়িল দৃষ্টি দনুজবামার
রুদ্রপীড়-রণসাজে ; হেরি পুত্র-সাজ
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু বহিল আবার !
বহিল শোকাশ্রুধারা গণ্ড ভিজাইয়া !

"হা পুত্র ! হা রুদ্রপীড় !" বলি উচ্চৈঃস্বরে
লইলা দনুজবামা যতনে তুলিয়া
পুত্রের সমর-সজ্জা—দেখিলা শীর্ষকে
সেই মাঙ্গলিক অর্ঘ্য রয়েছে তেমতি !
জ্বলিল বিষম শোক সে অর্ঘ্য হেরিয়া,
কাঁদিল মায়ের প্রাণ ! হায় রে ! পাষাণে
পশিল অনলদাহ যেন অকস্মাৎ !
উচ্চৈঃস্বরে কোলে করি পুত্র-রণসাজ,
"হা বীরেন্দ্র-চূড়ামণি" বলিয়া উচ্ছ্বাসি,
কাঁদিলা দারুণ নাদে ঐন্দ্রিলা দানবী।
"কে হরিল ? কারে দিলে, অহে দৈত্যরাজ,
আমার অমূল্য নিধি ? হৃদয়-রতন
আনি দেহ এই দণ্ডে তনয়ে আমার
দৈত্যনাথ, আনি দেহ রুদ্রপীড়ে মম !
এমনি করিয়া বক্ষে ধরিব তাহায়,
এমনি করিয়া ভিজাইব অশ্রুনীরে
সেই চারু চন্দ্রানন ! দৈত্যকুলমণি,
দেখিব হে একবার ! জীবন-পীযূষে
জুড়াব তাপিত দেহ !—এ জগৎমাঝে
'মা' বলিতে ঐন্দ্রিলার কেবা আছে আর
ধরাসনে নহ, বৎস জননীর কোলে,
বলিব যখন তার মস্তক চুম্বিয়া,
নিদ্রা ত্যজি তখনি উঠিবে পুত্র মম—
দৈত্যপতি, এনে দাও সে ধন আমার !"
কহিলা দনুজপতি—"হে দৈত্যমহিষি,
জানি সে কঠোর বিধি করেছে নির্ম্মূল
বৃত্রের হৃদের আশা কুঠার-আঘাতে !
এ শোক-চিতার বহ্নি জ্বলিবে হৃদয়ে,
হা ঐন্দ্রিলে, যত দিন ভস্ম নহে দেহ !
কি হবে বিলাপে এবে ? হা রে অভাগিনি
বিলাপের বহুদিন পাইবে পশ্চাৎ
আক্ষেপের এ নহে সময়, আগে ঘাতি
পুত্রঘাতী ইন্দ্রের হৃদয় এ ত্রিশূলে,
পরে বিলাপিব দোঁহে। হের যুদ্ধসাজে
সসজ্জ সুরথিবৃন্দ—সমর-প্রস্থানে
গমন-উদ্যত আমি, বিলাপি এখন
চিত্তের উৎসাহ-বেগ না হর, মহিষি !"
দানবের তেজঃপূর্ণ বচনে ঐন্দ্রিলা
পাইলা স্বভাব পুনঃ, অশ্রুধারা মুছি
কহিলা—"দনুজনাথ, প্রতিশ্রুত হও—

পুত্রঘাতি-পুত্রে বধি দিবে প্রতিশোধ—
তবে সে হৃদয়-জ্বালা ঘুচিবে কিঞ্চিৎ,
তবে সে বুঝিব বীর শূলধারী তুমি।
তবে সে জগৎমাঝে এ মুখ আবার
দেখাব দনুজ-কুল-মহিলার কাছে।"
কহিলা দনুজেশ্বর উত্তরি বামায়,—
"পুরাইব মনোবাঞ্ছা, মহিষি, তোমার—
এ শূল আঘাতে পারি যদি পুরাইতে।"
"পারি যদি পুরাইতে?—কি কহিলা হায়"
কহিলা-ভুজঙ্গশ্বাসে ঐন্দ্রিলা দানবী,—
"হৃদয়-শোণিত তব গেছে কি শুকায়ে,
প্রতিহিংসা নাহি তায়? নহ কি সে তুমি—
সেই মহাসুর বৃত্র দেব-অন্তকারী?
এখন(ও) তৃতীয় অংশ নহিল অতীত
ব্রহ্মার দিবসমানে, ভৈরব ত্রিশূল
এখন(ও) ধরিছ হস্তে তেমতি প্রতাপি,
'পারি যদি পুরাইতে'—বলিলে দৈত্যেশ?"
বুঝাইলা বৃত্রাসুর সান্ত্বনিয়া তায়
প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনঃ মস্তক পরশি,
নাশিতে ইন্দ্রের সুতে।—স্থিরচিত্তে তবে
ধীরগতি ঐন্দ্রিলা ফিরিলা ইন্দ্রালয়ে।
তখন দনুজপতি সুমিত্রে সম্বোধি
কহিতে লাগিলা পুত্র-অন্ত্যেষ্টি যেরূপে
সমাধা হইবে অন্তে। হেনকালে সেথা
প্রবেশিল বীরভদ্র মহাকাল-দূত।
সম্ভ্রমে দনুজপতি প্রণতি করিয়া
সম্ভাষিলা শিবদূতে। কহিলা প্রথমে—
"বৃত্র, তব পুত্র-তনু সুমেরু-শিখরে
লইতে বাসনা মম। অন্ত্যেষ্টি-সৎকার
সে বীরের করিবেন ইন্দ্রাণী আপনি।
ইন্দুবালা-তনু সঙ্গে অনন্ত-মিলনে
মিলায়ে সে বীর তনু সুমেরু-অঙ্গেতে
রাখিবেন সুরেশ্বরী;—হে দনুজনাথ,
পতিশোকে পরাণ ত্যজেছে পতিপ্রাণা
ইন্দুবালা। দানবেন্দ্র, লুকাইছে, হায়,
সে সুষমা-রাশি আজি সুররমা-কোলে!
নিষেধ না কর, দৈত্যনাথ, পুত্রনাম
প্রতিষ্ঠিত করিতে ত্রিদিবে চিরদিন।"
নীরবিলা শিবদূত এতেক কহিয়া।
কহিলা দনুজনাথ—"শুকায়েছে হায়,
সে চারু কোমললতা ইন্দুবালা মম;
হের মন্ত্রি বিধাতার বিধি অদ্ভুত—
দৈত্যকুল-রবি সনে সে কুল-পঙ্কজ
ডুবিল হে এককালে। ছাড়িলা যখন
রুদ্রপীড় বৃত্রাসুরে, থাকে কি সে আর
দৈত্য-কুল-লক্ষ্মী তার ঘরে? জানিলাম,
এত দিনে অসুরকুলের অবসান!
হা মাতঃ সুশীলে! তব অন্তিমকালেতে
চক্ষে না দেখিনু তোমা! সেবিলে মা কত
তনয়ার স্নেহে বৃত্রে—বৃত্র জীবমানে
মরিলে শত্রুর কোলে? মৃত্যুর সময়ে
না পাইলে স্ববান্ধবে স্বজনে দেখিতে!
হা বিধাতঃ, লীলা তব কে বুঝিতে পারে?"
আক্ষেপি এরূপে বৃত্র নিশ্বাসি গভীর,
কহিলা লইতে তনু মহেশের দূতে,
বীরভদ্রে প্রণমিয়া করিলা বিদায়।
চাহি পরে মহাসুর সৈনিক বৃন্দেরে
সাজিতে আদেশ দিলা—আদেশিলা শব
সাজিতে দনুজকুলে। কি বৃদ্ধ তরুণ
চলিল দনুজবীর যে যার আলয়ে,
ঘোষিল অমরমাঝে সূর্য্যোদয়ে রণ।
হায় রে সে নিশি যেন গাঢ়তর বেশে
দেখা দিলা অমরায়! প্রতি গৃহে পথে
মৃদুল করুণ স্বর। আলয়ে আলয়ে
গৃহীর হৃদয়োচ্ছ্বাস মধুর গভীর,
পিতাপুত্রে, মাতাসুতে, ভগিনী-ভ্রাতায়
কত ধীর আলাপন, মধুর সম্ভাষ,
বিনয়, করুণা, স্নেহ, মমতা-পূরিত।
বনিতার সুললিত কতই বিলাপ!
পতির আশ্বাস প্রেমময় মোহকর!
কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রে সাজাইছে মাতা
চুম্বি কতবার স্নেহে পুত্রের ললাট।
মুছি নেত্রনীর বীর অলীক আশ্বাসি
বুঝাইছে কত তায়। জননীর প্রাণ
ভুলে কি ছলনে, হায়! আরো গাঢ়তর
অন্তরে ছুটিছে বেগ পরাণে আঘাতি!
কত শতবার খুলি তনুত্র কঠিন
তনয়ে ধরিছে বুকে! কোন বা আলয়ে
সোদরের পরিচ্ছদ বাঁধিতে বাঁধিতে
ভগিনী কাঁদিছে শোকাকুল অর্দ্ধভয়,

অস্ফুট নিশ্বাস, নীর-ধারা দর দর
নয়ন-যুগলে ! পতি-আজ্ঞা শিরে ধরি,
কোন বা রমণী বান্ধে পতি-কটিবন্ধ ।
কোন বা রমণী ধরে তুলি শিশু-কর,
কাঁদিতে কাঁদিতে জড়াইছে পতিকণ্ঠ
সে কোমল করে ! হায় ! কেহ বা ধরিছে
পতির অধরদেশে শিশুর অধর !
সুমধুর হাসি মুখে খেলিছে বালক
কিরীটের গুচ্ছ তুলি—আনন্দে দুলায়ে
অশ্রুতে মিশায়ে হাসি হেরিছে রমণী,
সজল-নয়ন রবি এবে অবিচল ।
চাহে কোন সীমন্তিনী স্বামীর বদনে
কবে তুলি খড়্গ-কোষ, কোন বা বালক
পিতার কবচ অঙ্গে, হাসিতে হাসিতে
আসছে জননী-কাছে—কাঁদিছে জননী ।
পুত্রে সাজাইছে পিতা, পিতার পৃষ্ঠেতে
কৌতুহলে পূর্ণ তূণ বান্ধিছে তনয় !
বুঝাইছে বধূকলে বৃদ্ধ পুরবমা ।
মায়ে সান্ত্বনিছে সুতা, জননী কন্যায় ।
শুকাইছে কত ফুল্ল প্রফুল্ল আনন,
গত নিশি প্রস্ফুটিত অরবিন্দ সম,
ছিল প্রস্ফুটিত যাহা ! হায়, কত আঁখি
দুঃখেতে মুদিছে আজি ! গত বিভাবরী
যে বদন দেখিবারে হৃদয় উৎসুক,
আজি নিশি নাহি চাহে নিরখিতে তায় ?
যে হৃদয়-পরশনে শীতল পরাণ
সিঞ্চিত পীযূষ ধারা, তপ্ত তাহা আজি--
পরশনে দগ্ধ হৃদিতল । শ্রুতিমূলে
যে বচন কালি সুমধুর, আজি তাহে
বিন্ধিছে কণ্টক ! কত স্নেহ আশা, আহা,
কত চিন্তা,ভয়, প্রতিদিন দানবের ঘরে
একত্র তরঙ্গ তুলি ফিরিছে সে নিশি,
না হয় বর্ণন হায়, সে হৃদি প্লাবন ।
পুড়িছে সবার বুক, কোলে করি কেহ
হেরিছে শিশুর মুখ—চুম্বনে বিহ্বল ।
কেহ প্রিয়তমা-অশ্রু মুছিছে যতনে
হৃদয়ে চাপিয়া সুখে ! কেহ বা কাঁদিছে !
ভ্রাতায় ভ্রাতায়, আহা, সে কাল-নিশাতে
বিদায় কতই মত ! সখায় সখায়
শেষ প্রণয়ের দেখা কতই স্নেহেতে !
আলিঙ্গন পিতা-পুত্রে--জননী-আশিস্,
সে তামসী অমরায় নিরখিলা কত !

চতুর্স্তিংশ সর্গ

অমরায় বিভাবরী হইল প্রভাত,
খড়্গ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, তূণ তরল কিরণে
প্রদীপ্ত হইল দশ দিকে । সিন্ধু যেন
সে ঘোর সমরভূমি—অকূল গভীর ।
দেব-দৈত্য-চমূদল উর্ম্মিকুল প্রায়
ভাসিছে কিরণ মাখি সে রণ-সাগরে ।
সে কিরণে প্রভাতিল ভীম শোভাময়
অপূর্ব্ব অমর-ব্যূহ বাসব-রচিত ।
বহু দেশ যুড়িয়াছে বাহিনীবিন্যাস—
অস্তাচল, হেমকূট, তাম্রকূটগিরি,
পর্ব্বত-পারদ-গণ্ড প্রবাল-ভূধর,
মনঃশিলা শৈলকুল আদি আচ্ছাদিয়া
মণ্ডল-ভিতরে সৈন্য-মণ্ডল স্থাপিত—
অপূর্ব্ব শ্রবণাকৃতি । মধ্যস্থলে তার
যক্ষপতি আদি সুররথী—শরাহত
দেবগণ ; চৌদিকে স্তবকে সুরসেনা ,
রক্ষিতে সেনানীবৃন্দ রণে সুনিপুণ ।
ব্যূহ নিরখিয়া ইন্দ্র অরুণ-উদয়ে
দেব-সেনাপতিগণে করিলা আহ্বান
আপনার পটগৃহে । বাসব-আদেশে
আইলা জলকুলপতি বরুণ সুধীর
বৃত্রসুতবাণে বিদ্ধ বাম উরুদেশ
পাশে রাখি দেহভার খঞ্জের গতিতে
আইলা ইন্দ্রের পার্শ্বে । সূর্য্য মহাবলী
তীক্ষ্ণ শরে দগ্ধতনু, আইলা সত্বর
ইন্দ্র-পটগৃহে বিদ্ধ বাম-ভুজ ধরি ।
আইলা সে অগ্নিদেব অস্থির দহনে ;
আইলা দেব প্রভঞ্জন চঞ্চল-গতিতে ,
আইলা দণ্ডধর যম করাল-মূরতি ;
জয়ন্ত বাসব পুত্র দেব ষড়ানন ।
যথাস্থানে যে যাহার কৈলা অধিষ্ঠান ।
সুরপতি চাহি সূর্য্যে, অনলে, বরুণে,
কহিলেন,—"হে অমর মহারথিগণ,
চিত্ত মম আকুলিত হেরি তোমা সবে

হেন শরদগ্ধ-তনু—না জানি এরূপে,
দুর্গতি করিলা দেবে বৃত্রের তনয়।"
জিজ্ঞাসিলা—"কোথা এবে যক্ষ ধনপতি ;
না আইলা কেন দুই অশ্বিনীকুমার,
কোথা একাদশ রুদ্র, অন্য বীর আর ?"
উত্তরিলা বারীশ বরুণ পুরন্দরে,
"আমা সবা হ'তে শরদগ্ধ গুরুতর
সে সকলে, হে সুরেন্দ্র, গতিশক্তিহীন
কোন দেব, মূর্চ্ছাগত কেহ রুদ্রসুত-
শরাঘাতে।" শুনি ইন্দ্র আক্ষেপিলা কত।
কহিলা অমরপতি—"হে সেনানীগণ,
হত এবে সে অসুর ভীম ধনুর্দ্ধর।
কিন্তু দুষ্ট বৃত্রাসুর জীবিত এখন(৩),
দৈত্যপতি সমরে দুর্ব্বার। যার রণে
অমরা-বঞ্চিত দেবগণ। সে দুরাত্মা
সংগ্রামে পশিবে অচিরাৎ, কি উপায়ে
নিবারিবে তায় এ সমবে? কহ শুনি।
দধীচির অস্থিবলে, পিনাকি-আদেশে,
পেয়েছি অব্যর্থ অস্ত্র— বজ্র প্রহরণ
কিন্তু সে অসুর ইথে না হবে নিপাত
না হইলে ব্রহ্মদিবা শেষ! কি উপায়ে,
কহ, দৈত্য দুরন্ত সমরে নিবারিবে ?"
বলি কোষ হ'তে তুলি ধরিলা দম্ভোলি
দৃঢকরে পুরন্দর। ধক্ ধক্ জ্বালা
জলিতে লাগিল অস্ত্র করি দীপ্তিময়
সে দেব-পটমণ্ডপ—অনন্ত শিবির ;
উত্তাপে অস্থির দেবকুল, দেখি ইন্দ্র
ভীম বজ্র রাখিলা আবার বজ্রাধারে।
ভীষণ দম্ভোলি-তেজ হেরি বৈশ্বানর,
আহ্লাদে অধীর, অঙ্গে স্ফুলিঙ্গ ছুটিল,
কহিলা অসহ্য কণ্ঠবেদনা উপেক্ষি,
"অমরেন্দ্র! শুন কহি মম অভিলাষ,
তিলার্দ্ধ নিমেষ আর বিলম্ব না কর,
অসুরে সংহার বজ্রে, অদৃষ্ট-লিখন
কে বলে খণ্ডিত নহে, সুযোগে সকলি
শুভফল। না থাকিলে এ বেদনা মম,
এখনি, সুরেশ, বধিতাম বৃত্রাসুরে
এ অস্ত্র-আঘাতে।" শান্ত কৈলা সুরপতি
উগ্র হুতাশনে বুঝাইয়া নানামত।
তখন ভাস্কর—গ্রহকুলপতি দেব
তীব্রতর স্বরে উচ্চে নিনাদি কহিলা,—
"হে সুরেন্দ্র, ভয় যদি দম্ভোলি-নিক্ষেপে,
দেহ তবে মম করে, দেখিবে এখনি
খণ্ড-মুণ্ড হয় কি না দুরন্ত অসুর!
প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজে বজ্রের সহায়ে
লুটিবে অসুর-মুণ্ড—বিস্তীর্ণ শ্মশানে
শৃঙ্গ কন্ত ঝড়ে যথা! না জানি, সুরেশ,
কি হেতু অসাধ্য তব হেন রিপু-নাশে,
আপনি অক্ষত দেহ। জরজর-তনু
দেবকুল অস্ত্রাঘাতে! কি জানিবে কহ,
ছিলে লুকাইয়া দূরে কুমেরু-গহ্বরে।"
সূর্য্যের বচনে ক্রুদ্ধ জলদলপতি
কহিলা—"হা ধিক্, ধিক্ দেব দিবাকর,
দেবেন্দ্রে এ ভাষা! সর্ব্বত্যাগী সুরপতি
দেবতার হিতে, লজ্জা, ঘৃণা পরিহরি
বিশ্বদ্বারে ভ্রমিলেন ভিক্ষুকের বেশে,
তাঁরে এ পরুষ-বাক্য? হে ধ্বান্তবিনাশী,
অন্ধ কি হইলা ক্লেশে? কহ সে কাহার
নহে শরদগ্ধ দেহ। একাকী সমরে
যুঝিলা কি দৈত্যসুতে? কি সাহসে হেন
অহঙ্কার, হে সবিতঃ—ভীরু অপবাদ
দিলা ইন্দ্রে এ সুরমণ্ডলে? লজ্জাহীন
ভীরু যে আপনি, অন্যে ভাবে সে তেমনি।"
এত কহি নীরবিলা সিন্ধুকুলপতি।
সুরেন্দ্র তখন শান্ত করি বারিনাথে,
কহিলা সুধীরভাবে গম্ভীর বচন,—
"হে সূর্য্য, অসুর-নাশে অসাধ আমার—
দেব-দুঃখে নহি দুঃখী—নহি হে ব্যথিত
শরব্যথা বিহনে শরীরে? অকারণ
অরাতি নাশিতে করি হেলা?—হে দিনেশ,
সহস্রাংশু, ঘুচাও সে চিত্তভ্রম তব,
লহ এ সংহার অস্ত্র, বিনাশ অসুরে।"
এত কহি সূর্য্য-অগ্রে রাখিলা দম্ভোলি।
আগ্রহে ভাস্কর হেরি সে ভীম আয়ুধ,
তুলিতে করিলা যত্ন দুই ভুজে ধরি ;
প্রকাশিলা যত শক্তি ভুজদণ্ডে তাঁর ;
তুলিতে নারিলা বজ্র—লজ্জানত মুখে
দাঁড়াইলা দূরে গিয়া দেব-অন্তরালে।
হাসিলা অমরবৃন্দ উচ্চ অট্টহাসে ;
হেরি সূর্য্য-পরাভব ব্যঙ্গস্বরে কত

বিদ্রূপিলা কত জন কুটতিরস্কারে।
তখন বাসব শীঘ্র পীযূষ-তুলনা
বচনে শীতল করি চিত্ত সবাকার;
নিবারিলা সর্ব্বজনে—"হে দেবমণ্ডলী"
কহিলা বিশদস্বরে—"গৃহ-বিসংবাদ
সদা অনর্থের হেতু ত্রিজগতীমাঝে;
বিপদের কালে মনোমিলন(ই) সম্পদ্!
কে না পারে সখ্যভাবে সম্পদ্ ভুঞ্জিতে?
দেবতার কত হীন মানবের জাতি,
তাদের(ও) সম্প্রীতি কত সোদরে সোদরে,
কতই সখ্যতা স্নেহ আত্মীয়-স্বজনে
সৌভাগ্য সে যত দিন। সৌভাগ্য ফুরালে
সুখের সংসার ছার—শার্দ্দূল-কলহ
আত্মীয়-কলহে গৃহে! ভ্রাতৃত্ব উচ্ছেদ।
সে প্রবাদ দেবকুলে করিতে প্রবল
চাহ কি অমরগণ? আত্ম-বিস্মরণ
বিপদে এতই দেবে, ওহে দেবগণ?"
এতেক বলিয়া ইন্দ্র আবার নীরব,
ভাবিতে লাগিলা চিত্তে কিরূপে অসুরে
ভেটিবে সমরে পশি। পার্ব্বতীনন্দন
কার্ত্তিকেয় সেনাপতি সমর-কুশল
কহিলা যুদ্ধের প্রথা ব্যূহমধ্যে থাকি,
রক্ষিতে স্বপক্ষবল; বরুণ বিচারি
রণে ক্ষান্তি ক্ষণকাল দিলা উপদেশ;
অন্য দেবগণ মত দিলা যে যাহার।
ভাবিত—অমর-পতি অমর-শিবিরে,
হেনকালে মহাশূন্যে বিদাদি বেগেতে
আ(ই)লা শিব-পারিষদ ভীম মহাকাল,
সুধিলা বাসব শিবদূতে শিবশিবা-
বারতা, কৈলাস-সুসংবাদ। শিবদ্বারী
নন্দী ইন্দ্রে বন্দিয়া তখন কহিলা "হে—
অমরেন্দ্র, উমেশগেহিনী পাঠাইলা,
শচী-দুঃখ হরিতে সতত চিন্তা তাঁর;
পাঠাইলা, হে বাসব, জানাতে তোমায়
বৃত্রের খণ্ডিল ভাগ্য—অকালে অসুর
পড়িবে দম্ভোলি-ঘাতে। হে শচীবল্লভ,
বিলম্ব না কর আর, বজ্রে বিদারিয়া
বক্ষঃ চূর্ণ কর তার, ভৈরব আপনি
কুপিত ঐন্দ্রিলা-দম্ভে কৈলা এ বিধান।"
এত বলি শিবদূত ফিরিলা কৈলাসে,
ধূমকেতু-বেগে গতি উজলি অম্বর।
মহানন্দে কোলাহল দেববৃন্দমাঝে।
ক্ষণকালে ত্রিভুবনে ঘোষিল সংবাদ—
ইন্দ্রবৃত্রাসুরে রণ বৃত্রের সংহার
বজ্রাঘাতে। বিহ্বলিত কৌতুক-হরষে
চতুর্দ্দশ লোকবাসী সিন্ধু-ব্যোমচর
ছুটিল বিমানমার্গে। আইল যক্ষকুল,
বিদ্যাধর, অপ্সর, কিন্নরবর্গ যত;
আইল কর্ব্বুরগণ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ;
আইল সিদ্ধ, নাগকুল, প্রেত, পিতৃগণ,
দেবর্ষি, মহর্ষি, যতি, শুচি-আত্মা যত;
আইল ব্রহ্মাণ্ডবাসী প্রাণী শূন্যদেশে।
আকাশের দূরপ্রান্তে শূন্যযানে চাপি
রহিলা সকলে ব্যগ্র। সে রণ দেখিতে
খুলিল ব্রহ্মাণ্ডদ্বার অম্বর সাজায়ে;
নানা বর্ণ হেম, মণি, প্রবাল, অয়স,
রচিত বিচিত্র কত গবাক্ষ, তোরণ,
কত দিব্য বাতায়ন খুলে চন্দ্রলোকে,
ছড়ায়ে বিমানপথে চন্দ্রলোক-শোভা।
সূর্য্যলোকে কত কোটি বাতায়ন, আহা,
খুলিল অতলমূর্ত্তি লোমহর্ষকর
অদ্ভুত সৌন্দর্য্য-রশ্মি প্রকাশি গগনে।
প্রতি গ্রহে এইরূপে নক্ষত্রে নক্ষত্রে
খুলিল কতই দ্বার, গবাক্ষ, তোরণ,
বিপুল অনন্তকোলে অনন্ত শোভায়,
প্রতিবাতায়ন-পথে গবাক্ষের দ্বারে
প্রাণিবৃন্দ অগণন; শূন্য যেন আজি
প্রাণিময়—পরিপূর্ণ জীবন-প্রবাহে!
সে শোভা হেরিতে রমা শ্রীপতি সহিত
খুলিলা বৈকুণ্ঠদ্বার। খুলে ব্রহ্মলোক
অতুল তোরণ, আজি ব্রহ্মলোকবাসী।
খুলে দ্বার মহাকাল কৈলাস-ভুবনে!
অতুল সুরভি-গন্ধে পূরিল জগৎ!
বিহ্বলিত চৌদ্দলোকে প্রাণীর মণ্ডল
সে সৌরভ ঘ্রাণ লভি! আকুলিত প্রাণ
দেখিতে লাগিল শূন্যে বৈকুণ্ঠ-ভুবন,
অতুল ব্রহ্মার পুরী, বিশাল কৈলাস,
মোহে অচেতন যেন ভুলি ক্ষণকাল
ইন্দ্র, বৃত্রাসুর, স্বর্গ, সমর প্রাঙ্গণ!
হেথা ইন্দ্র ব্যূহ-মাঝে প্রবেশি তখন

নিরখিলা—একে একে দেবরথিগণে
সমরে আহত যত, কিংবা সে মূৰ্চ্ছিত!
ধনেশ্বর কুবের অশ্বিনীসুত-দ্বয়ে,
সান্ত্বনিলা মিষ্টস্বরে। রুদ্র একাদশে
স্নিগ্ধ-করি, স্নিগ্ধ করি অন্যদেবে যত
আহত সমরক্ষেত্রে, ফিরিলা বাসব
করি বূাহ প্রদক্ষিণ। আসি বহির্দ্দেশে
আজ্ঞা দিলা মাতলিরে আনিতে পুষ্পক,
আজ্ঞা দিলা নিজ নিজ রথ সাজাইতে,
অন্য যত সুর-রথী। শিবির যুড়িয়া
সাগর-কল্লোলধ্বনি উঠিল আকাশে।
সাজাইলা অরুণ সূর্য্যের সুবিমান
একচক্র রথবর অদ্ভুত দেখিতে।
গতি মনোহর অতি, প্রদীপ্ত চূড়াতে
সপ্ত স্বর্ণ-কুম্ভ শোভা। নিয়োজিলা তায়
সপ্ত শ্বেততুরঙ্গম বঙ্কিম বিশাল,
জিনি দুগ্ধফেনরাশি শুভ্র তনুরুহ,
ক্ষণে পারে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে! বৈনতেয়
উঠি শীঘ্র বসিলা স্যন্দনে। সে আদেশে
অনল-সারথি রথ সাজাইলা দ্রুত;
সুলোহিত বিমান প্রচণ্ড শিখাময়,
রক্তবর্ণ দুই অশ্ব, নাসারন্ধ্রে শ্বাসে
পশ্চাসে ছুটিছে ধূম। আনি যোগাইলা
চক্ষু হয় কৃষ্ণবর্ণ শমন-স্যন্দন
কৃতান্ত-সারথি ভীম। শঙ্খবিরচিত
শত-চক্র শতাঙ্গ সুন্দর বরুণের,
বেগে যার রসাতল সদা বেগময়,
উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ সিন্দুর শরীর,
যবে বারিনাথ রঙ্গে, বারিধি-বিহারে,
ভ্রমেণ বারুণী সঙ্গে—সাজাইলা সূত।
কুমার-সারথি দ্রুতগতি সাজাইলা
শতচড় শিখিধ্বজ স্কন্দের বিমান,
কুরঙ্গ-বাহন বায়ু-বিমান সাজিল,
সাজিল শতাঙ্গ অন্য যত অমরের!
হেনকালে মাতলি সারথি কৃতাঞ্জলি
নিবেদিলা পুরন্দরে—"পুষ্পক-বিমান
দিলা দেব, রুদ্রপীড়-শব বহিবারে,
কি বাহনে সুররাজ পশিবেন রণে?"
চিন্তি ক্ষণে দেবেন্দ্র কহিলা আনিবারে
উচ্চৈঃশ্রবা মহা অশ্ব—অশ্বকুলপতি।
মাতলি ঘোটক আনি দিলা ইন্দ্রপাশে!
হেরিয়া বাসবে, উচ্চৈঃশ্রবা ঘন ঘন
ছাড়িল নাসিকাধ্বনি, দুলাইয়া সুখে
ফুলাইয়া গ্রীবাদেশ, কেশর সুন্দর—
ঘন হ্রেষাধ্বনি দ্রাণে, ঘন খুরাঘাতে
খুঁড়িতে লাগিলা মনঃশিলা স্বর্গতলে,
অভ্র জিনি তনুশোভা শুভ্র সুচিক্কণ,
ক্ষীরোদসমুদ্রজাত ঘোটক অদ্ভুত।
সাজাইলা আপনি সে অশ্বে সুররাজ,
সুদিব্য আসন পৃষ্ঠে রশ্মি তেজোময়
গলদেশে শোভিতে লাগিল—সৌদামিনী
বেড়িল যেমন গ্রীবাদেশে। মহা হর্ষে
শচীনাথ ধরিয়া দম্ভোলি, আরোহণে
করিলা উদ্যোগ। হেনকালে শূন্যপথে
সুমেরু হইতে দ্রুত নামিল পুষ্পক,
চপলা সুন্দরী বসি তায়, তড়িল্লতা
হাস্যচ্ছটা মুখে! হেরি ইন্দ্রে দ্রুতগতি
নামিলা চপলা, নিবেদিলা শচীনাথে
শচীর কুশলবার্ত্তা, কহিল, যেরূপে
পাইলা পুষ্পকরথ হেমাদ্রি-শিখরে,
ইন্দুবালা-বারতা সংক্ষেপে বিবরিয়া
দাঁড়াইলা নম্রমুখে। চপলারে হেরি
সুধাইলা সযতনে কতই সংবাদ
সুরনাথ বার বার; কত চিত্তসুখে
শুনিতে লাগিলা যত কহিলা চপলা।
সহর্ষ উৎসুক মনে আশীষি তখন,
কহিলা পৌলোমীনাথ, "হে চারুরঙ্গিণি,
চিরসহচরী ইন্দ্রাণীর, কহিও সে
স্বর্গসুখ-সুখিনীরে, স্বর্গরাজ্য তাঁর
উদ্ধারি আবার শীঘ্র অর্পিব তাঁহারে,
চিরতৃষ্ণা মিটাব চিত্তের! ফির এবে
সুহাসিনি, সুমেরু-শিখরে নিরাপদে।"
এত বলি শচীনাথ চপলার পানে
চাহিলা প্রফুল্লমতি;—হেরিলা—বজ্রিণী
দেখিছে নিশ্চল আঁখি বজ্র-কলেবর,
দৃষ্টিপথে চিত্তহারা যেন। ইন্দ্রে হেরি
সলজ্জ-বদনে বামা মুদিল নয়ন;
বাড়িল সুগণ্ডতল, কাঁপিল অধর!
বিস্ময়ে সুরেন্দ্র এবে দেখিলা এ দিকে
ভীমরূপ ত্যজি বজ্র দিব্য তেজোময়

ধরিছে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি বিধি-হরি-হর-
তেজে নিত্য সচেতন ; হেরিছে সঘনে
স্থির সৌদামিনী-শোভা অস্থির নয়নে।
হাসিল বাসব, আজ্ঞা দিলা মাতলিরে
আনিতে কুসুমদাম, কহিলা—"চপলে,
পূরাব বাসনা তোর—লাবণ্যে মিশাব
আজি সুর-রণভূমে ত্রিলোক-সাক্ষাতে
তেজঃকুলেশ্বর বক্ষে বিবাহ-উৎসব
হবে পরে।" মাতলি আনিয়া পুষ্পমালা
দিলা সুখে ইন্দ্র-করে, আনন্দে বাসব
অর্পিলা চপলা বক্ষে সে কুসুমদামে !
স্বয়ংবরা হইলা চপলা মনসুখে ,
বরিলা লাবণ্যরাণী তেজঃকুলরাজে,
অমর সমরক্ষেত্রে—বৃত্রবধ-দিনে !
বাজিল সমরভেরী তূরী শঙ্খ কত ;
উঠিল আনন্দধ্বনি ঘন ঘনোচ্ছ্বাসে
পূরিয়া সমরক্ষেত্র—অনন্ত যুড়িয়া
অবিশ্রান্ত পুষ্পধারা হইল বরিষণ।
কোলাহলে পূর্ণ দশদিক্। দ্রুতগতি
ইন্দ্রপদে নমিলা চপলা, হাসি দেব
দিলেন বিদায়। ভীম অস্ত্রমূর্ত্তি পুনঃ
ধরিলা দম্ভোলি শক্রদম্ভ-সংহারক !

রচিয়াছে মহাব্যূহ বৃত্র মহাসুর
দিগন্ত অর্দ্ধেক যুড়ি উদয়-অচল,
পিঙ্গল, ত্রিকূটনাগ, গোত্র ধরাধর
লোকালোক ক্ষ্মাভৃৎ অচল মাল্যবৎ
ভূধর রজতকূট হিমাঙ্গ শিখর
ছেয়েছে দানবসৈন্য। রচিয়াছে ব্যূহ
একাদশ মণ্ডলীতে বাহিনী সাজায়ে
বিন্যাসিয়ে রথ অশ্ব গজ পদাতিক।
পক্ষীন্দ্র গরুড় যেন বিস্তারিয়ে পাখা
বসেছে নগেন্দ্র-শিরে—দেখিতে তেমতি
দৈত্য-চমূর গঠন। মধ্যে নিজদল,
বৃত্র ঐরাবতপরে, ঘেরিয়া তাহার
পরাক্রান্ত দৈত্যসেনা ; সৈনিক সুরথী
পর্ব্বতের শ্রেণী যেন নগেন্দ্র বেষ্টিয়া।

হেনকালে দুই দলে বাজিল দুন্দুভি,
নাচিল বীরের হিয়া লহরে লহরে,
সাগর তরঙ্গ-তুল্য বিপুল বিশাল
দুলিয়া ভাঙ্গিয়া পুনঃ মিলিয়া আবার
চলিল দনুজ-দল সেনানী-চালনে।
দৈত্যধ্বজা উড়িছে গগনে মেঘাকারে
ঝক্ ঝক্ কিরণ চমকে অস্ত্রপরে
রথধ্বজ ঝলসে তদূর্দ্ধে মুহুর্মুহুঃ—
ঝকিছে কিরোণোচ্ছ্বাস দিগন্ত ব্যাপিয়া !
সাজিয়াছে রণসাজে দৈত্যকুলপতি
বৃত্রাসুর—বান্ধি কটি কটিবন্ধে দৃঢ়,
দুই খণ্ড গণ্ডারের দৃঢ় চর্ম্মপেটি
দুই উপবীতাকারে বান্ধিয়াছে ঘেরি
বক্ষোদেশে। বাম-করে ধরেছে ফলক
সূর্য্যের মণ্ডলবৎ—প্রচণ্ড, বৃহৎ,
দক্ষিণে ভৈরব-দত্ত শূল বিভীষণ ,
ঐরাবত করি-পৃষ্ঠে বসেছে অসুর
শৈল-পৃষ্ঠে শৈল যেন। করিকুলরাজ
গত রণে জিনি যায় লভিলা দানব
চলিলা বৃংহিত করি—চলিলা পশ্চাতে
দনুজ-বাহিনী যেন তরঙ্গের মালা।

ছুটিল ইন্দ্রের রথ গগন আন্দোলি ,
কভু শূন্যে কভু নিম্নে কভু পার্শ্বদেশে
বিজলীর বেগে গতি ছিন্ন-ভিন্ন করি
দৈত্য অনীকিনী পাক্ষি, কক্ষ, বক্ষোদেশ,
ঘনদল অম্বর বিদীর্ণ চক্রাঘাতে।
ইরম্মদে রথচক্রে জ্বলিতে লাগিল
তড়িদ্দাম—জ্বলিল সহস্র অক্ষি তেজে।
শরজাল ভয়ঙ্কর শূন্যে বরষিল
মুষলের ধারে যেন বরিষার ধারা !
অপূর্ব্ব শিঞ্জিনী-ভঙ্গী ! মুহূর্ত্ত ভিতরে
দিগন্ত ব্যাপিয়া শর সর্ব্বজন'পরে
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদিকে রণস্থল ঢাকি ,
পড়িতে লাগিল প্রহরণে অশ্ব হস্তী
অসংখ্য পদাতি—মহাঝড়ে তরু যেন
কিংবা বজ্রাঘাতে যথা শৈলকুলচূড়া ;
ব্যূহ ভেদি প্রবেশিলা সুরেশ-স্যন্দন,
ভ্রমিতে লাগিল বেগে দাবাগ্নি যেমন
ভ্রমে বেগে ভীম রঙ্গে বন দগ্ধ করি ;
কিংবা যথা উর্ম্মিকুল সিন্ধু উথলিয়ে
ধায় রঙ্গে বেলাকূলে উপল আছাড়ি।

ছিন্ন কৈল দুই পক্ষ সুরেশের শরে
ব্যূহ-কলেবর ছাড়ি—যথা বৃত্রাসুর
বেষ্টিত দানব-বীরদলে। রক্তস্রোত

প্রবাহিত বিপুল তরঙ্গে চারিদিকে।
দেখি দৈত্য মহাভয়ে দম্ভে চালাইলা
মহাহস্তী ঐরাবত ; ছাড়িল মাতঙ্গ
কোটী শঙ্খনাদ শুণ্ডে, গর্জ্জিল তখন
ভীম-শব্দে দৈত্যনাথ, গর্জ্জিল যেমন
অম্বরে জলদদল, কহিলা হুঙ্কারি—
"রে পাষণ্ড, এ প্রচণ্ড ভুজতেজ আগে
না নিবারি, বধিছ দনুজ-পদাতিক ?
তস্করের প্রায় বৃত্রে এড়ায়ে সমরে
পশিছ রে রণভূমে ভীরু হীনমতি।
তুল্যজনে সংগ্রামে না ভেটি, হস্তী হয়
বধিছ নির্লজ্জ-প্রাণ। ধিক্ হে বাসব।
কি হেতু আইলে রণে ভয়(ই) যদি এত
অসুরের ভুজবলে? সে ভুজ-প্রতাপ
দেখ পুনঃ।" কহি, শূন্যে তুলিলা অসুর
মহাকাল শূল ভয়ঙ্কর। না উত্তরি
সুরনাথ কোদণ্ড ধরিলা ভীমতেজে
লক্ষ্য করি ঐরাবতে নিমেষ-ভিতরে
কর্ণমূলে নিক্ষেপিলা সুতীক্ষ্ণ বিশিখ,
অস্থির জ্বালায় মহাবারণ মাতিল,
ঘোর শব্দ শূন্যে ছাড়ি ছুটিল বেগেতে
না মানি অঙ্কুশাঘাত। ভীম লম্ফ ছাড়ি
দাঁড়াইলা মহাশূর মনঃশিলাতলে—
শূল হস্তে! লক্ষ্য করি ইন্দ্র-বক্ষস্থল
ভাবিলা ছাড়িবে অস্ত্র—দূরে হেনকালে
দেখিলা দনুজপতি জয়ন্ত-পতাকা।
নিরখি ইন্দ্রের পুত্রে নিজ পুত্রশোক
জ্বলিল হৃদয়তলে, স্মরিলা তখন
ঐন্দ্রিলার ভীমবাক্য, প্রতিজ্ঞা কঠোর,
হুঙ্কারিলা ঘোর স্বরে অসুর দুর্জ্জয়,
ছুটিলা উন্মত্ত যেন মথি সুররথী,
মথি অশ্ব মাতঙ্গ পদাতিক অগণন।
লুক্কায়িত শার্দ্দুলেরে যথা বনমাঝে
খুঁজে ব্যাধ বনরাজি আন্দোলন করি,
কিংবা পক্ষিরাজ বাজ কপোত হেরিয়া
ধায় যথা শূন্যপথে—ছুটিলা দিতিজ।
হেথা ইন্দ্রে ঘোর রণে দৈত্যবীর যত
ঘেরিল নিমেষকালে! তুমুল সংগ্রাম
বাজিল বাসব সঙ্গে। কম্বোজ, খড়ক,
খরখুর ধবলাক্ষ ঘেরিল পুষ্পকে
স্বদল সহিত এককালে। সুরপতি
যুঝিতে লাগিলা রণমদে। পশুরাজে
বনমাঝে নিষাদ ঘেরিলে, উন্মাদিত
পশুরাজ ভীম লম্ফ ছাড়ি, ভ্রমে যথা
দশদিকে লণ্ডভণ্ড করি ব্যাধকুলে,
তীক্ষ্ণ নখে দন্তাঘাতে খণ্ড খণ্ড করি,
নিক্ষিপ্ত তোমর, ভল্ল, কুঠার, মুদ্গর—
তেমতি সুরেন্দ্র রথগতি! ক্ষণে পূর্ব্বে,
ক্ষণে পরে উত্তরে আবার অকস্মাৎ,
পশ্চিমে দক্ষিণে—যেন খেলে তড়িদ্দাম
সর্ব্বস্থানে দিগন্ত ব্যাপিয়া একেবারে!
যুঝিছে দনুজদল অসীম বিক্রমে,
ভিন্দিপাল, ভীষণ পরশু, প্রক্ষ্বেড়ন,
নিমেষে নিমেষে ক্ষেপি ইন্দ্ররথোপরে,
কাটিছে সে অস্ত্রকুল ইন্দ্র মহাবল
ভুজদণ্ড মুণ্ড সহ শরে, উঠাইছে
খণ্ড উরু বিশিখে বিন্ধিয়া ; জঙ্ঘা, বাহু,
কক্ষ, বক্ষঃ, ললাট বিন্ধিছে লক্ষ বাণে।
নিরস্ত্র দনুজসৈন্য হৈল অচিরাৎ
পড়িল সমরক্ষেত্রে কোটী দৈত্যবীর।
ছাড়ি সিংহনাদ ক্রোধে দৈত্য-সেনা তবে
ধাইল উপাড়ি বৃক্ষ, ছিঁড়ি শৈলচূড়—
ছুটিল সচল যেন অরণ্য ভূধর,
ছুটিল পুষ্পক শূন্যে মেঘমন্দ্রে ঢাকি,
নিনাদিল ধনুর্গুণ ইন্দ্রের কার্ম্মুক,
ছাইল কলম্বকুল ঘনাম্বর-পথ,
সুরপুরী অন্ধকার হইল ক্ষণকালে।
পড়িল কম্বোজ, হলায়ুধ, মহাসুর
খরখুর খড়খড়ি পিঙ্গল শ্বেতকেশ
সেনাধ্যক্ষ আরো শত শত। ভঙ্গ দিল
দৈত্যদল রণস্থল ছাড়ি—ফেলি অস্ত্র,
গিরিশৃঙ্গ মহাদ্রুমরাজি, ফেলি রথ
অশ্ব হস্তী। ছুটিল তেমতি রুদ্ধশ্বাসে—
বায়ু-মুখে উড়ে যথা কাশ। কিংবা যথা
পশুপাল, পশুপাল সহ রুদ্ধশ্বাসে
প্রাণভয়ে পুচ্ছ তুলি করি ঘোর রব!
হেথা মহাশূর বৃত্র জয়ন্ত উদ্দেশে
ছুটে ঝটিকার গতি। হেরি মহারথ
কার্ত্তিকেয় আদি সুর রক্ষিতে কুমারে
চালাইলা দিব্য যান বেগে দ্রুততর ;

ছুটিলা অনল দিবাকর অম্বুপতি
বায়ুকুলপতি প্রভঞ্জন ভীম দেব,
করাল অনন্তমূর্ত্তি যম দণ্ডধর
জ্বালাময় তিন চক্ষু ভীষণ হুঙ্কারি,
দাঁড়াইল দৈত্যরাজ সুররথিগণে
হেরি দূরে। হেরি দৈত্য দণ্ডধর
কালিম জলদবর্ণ ঘোর স্বরে ভাষি
কহিলা অমরবৃন্দে—"হে দেবসেনানি,
শ্রান্ত সবে, বহুরণে যুঝিলা তোমরা,
ক্ষণকাল লভ হে বিশ্রাম আমি যুঝি
দৈত্যরাজে ক্ষণকাল আজি।" চাহি তবে
সম্বোধিলা বৃত্রাসুরে—"হে দানবপতি,
পরেতে-পতিরে আজি ভেট রণভূমে।
প্রেতপতিবাক্যে বৃত্র দুর্জ্জয় হুঙ্কারি
কহিলা, 'হে ধর্ম্মরাজ, এত যদি সাধ
যুঝিতে বৃত্রের সহ—ধর দণ্ড তবে,
হের দেখ রাখিনু ত্রিশূল আজি, ইহা
না ধরিব অন্য দেবরণে ইন্দ্রসুতে
কিংবা ইন্দ্রে না আঘাতি আগে।' পার্শ্বদেশে
বিন্ধিলা ভৈরবশূল মনঃশিলাতলে
দৈত্যপতি; ভীমগদা ধরিলা সাপটি,
ঘুরাইলা ঘনস্বনে; ঘুরাইলা যম
প্রচণ্ড করাল দণ্ড। দুই করী যেন
বনমাঝে রণমদে করে করাঘাত,
তেমতি আঘাতে দোঁহে দোঁহা! দণ্ডগদা-
প্রহারে বিদীর্ণ নভস্থল, ঘোর রব
উঠিল গগনে, ঘূর্ণ-পাকে ডাকে বায়ু
চূর্ণ মনঃশিলা চাপি চরণ ঘর্ষণে।
দণ্ডযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে, কেহ নারে
নিবারিতে কারে, ভ্রমে নিরন্তর ঘুরি;
দুই ঘন মেঘ যেন শূন্যে ভয়ঙ্কর।
প্রেতরাজ কালদণ্ড ঘর্ঘরে ঘুরায়ে
আঘাতিলা ভীমাঘাত বৃত্র-মুষ্টিতলে,
সে আঘাতে ফিরে দণ্ড—ফিরে বৃত্রগদা
গজদন্ত-বিনির্ম্মিত। তখন অসুর
বামস্কন্ধে শমনের ভীষণ বেগেতে
করিলা প্রচণ্ডাঘাত গদা ঘুরাইয়া।
যমরাজ বসিলা আঘাতে ভগ্নকটি,
দ্রুম যথা ছিন্নমূল পড়ে মড়মড়ি।
তুলিলা তখন দৈত্য ভয়ঙ্কর শূল
লক্ষ্য করি জয়ন্তের বিচিত্র পতাকা।
দিলা রড় দেবরথিগণ ঝড়বেগে
হেরি সে ভীষণ অস্ত্র। দূর হ'তে হেরি
চালাইলা পুষ্পক বিমান ইন্দ্রাদেশে
মাতলি—ছুটিল রথ ঘনদলে দলি
ঘর্ঘর নিনাদে ঘোর ত্রিদিব চমকি,
জয়ন্তের রথমুখে পথ আচ্ছাদিয়া
দাঁড়াইলা ক্ষণকালে। বিদ্যুতের গতি
বাসব অমর নাথ ছাড়ি সে স্যন্দন,
আরোহিলা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকুলেশ্বর,
শোভিল সুনীল তনু তনুচ্ছদ ভেদি,
শুভ্র অভ্র ভেদি যথা শোভে নীলাম্বর।
স্ফটিক জিনিয়া স্বচ্ছ সুদিব্য কবচ,
শিরস্ত্রাণ দৃঢ় জিনি কঠিন অয়স,
অপূর্ব্ব কিরণচ্ছটা কিরীট আকারে
বেড়েছে নিবিড় কেশ- আভা ছড়াইয়া
স্বর্ণমেঘমালা যেন ঘেরেছে মস্তক।
জ্বলিছে সহস্র অক্ষি—ভীষণ দম্ভোলি
শূন্যে তুলি সুরনাথ অশ্বে আরোহিলা,
উঠিলা নক্ষত্রগতি উচ্চৈঃশ্রবা হয়
মহাশূন্য ভেদ করি, সুমেরু ছাড়িয়া
উচ্চ এবে দৈত্যবপু নগেন্দ্রসদৃশ,
বক্ষঃ সমসূত্রে তার পক্ষ প্রসারিয়া
স্থির হৈলা অশ্বপাত—ডাকিল দম্ভোলি
শত জিমূতের মন্দ্রে বাসবের করে।
হেরি ঘোর ঘনস্বরে ভীষণ অসুর
কহিলা নিনাদি উচ্চে,—"হা দম্ভী বাসব,
ভাবিলে রক্ষিবে সুতে বৃত্রের প্রহারে!
কর তবে এ শূল-আঘাত সংবরণ
পিতা পুত্র দুই জনে"—বেগে দিলা ছাড়ি
ছুটিল ভৈরব শূল ভীম মূর্ত্তি ধরি
মহাশূন্য বিদারিয়া, কালাগ্নি জ্বলিল
প্রদীপ্ত ত্রিশূল-অঙ্গে! হেন কালে (হায়
বিধির বিধান গতি কে পারে বুঝিতে)
বাহিরিল শ্বেতবাহু কৈলাসের পথে
সহসা বিমানমার্গে শূল-মধ্যস্থলে
আকর্ষি অদৃশ্য হৈল নিমেষ ভিতরে।
অদৃশ্য হইল শূল মহাশূন্য-কোলে!
হেরিয়া দনুজপতি কাতর হৃদয়
কহিলা কৈলাসে চাহি, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি,

'হা শম্ভু, তুমিও বাম।' দগ্ধ হুতাশ্বাসে
ছুটিলা উন্মত্তপ্রায় হুঙ্কারি ভীষণ,
ছিন্নমস্ত বাহু যেন! অগ্নি চক্রাকার
ঘুরিল ত্রিনেত্রে ঘোর—দন্তে কড নাদ!
প্রলয় ঝটিকাগতি আসিয়া নিকটে
প্রসারি বিপুল ভুজ ধরিলা সাপটি
ইন্দ্র-করে ভীম বজ্র—উদ্বিগ্ন করিতে
অসুরবর বজ্রদেহে জ্বালা ধক্ ধক্
জ্বলিতে লাগিল ভয়ঙ্কর। সে দহন
মহাসুর না পারি সহিতে গেলা দূরে
ছাড়ি বজ্র, ঘোর বিকট চীৎকার,
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি
ছিড়িতে লাগিলা ক্রোধে নক্ষত্রমণ্ডলী,
ছুড়িতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাতি,
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্নপ্রায়, কাঁপিল জগৎ,
উজাড় স্বর্গের বন, উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড। গ্রহ, তারাদল,
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে।
উছলিল কত সিন্ধু কত ভূমণ্ডল,
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে চূর্ণ বেণু প্রায়!
সে চীৎকার, সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী
চন্দ্র, সূর্য্য, শূন্য, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া
ছুটিতে লাগিলা ভয়ে রোধিয়া শ্রবণ,
কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোকে। সে প্রলয়ে
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন।—মহাকাল
শিবদূত কৈলাস দুয়ারে, নন্দী দ্বারী
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে, কাঁপিতে লাগিল
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে!
কাঁপিল বৈকুণ্ঠ দ্বার! ঘোর কোলাহল
সে তিন ভুবনমুখে, ঘন উচ্চৈঃস্বর
"হে ইন্দ্র, হে সুরপতি, দম্ভোলি নিক্ষেপি
বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র—বিশ্ব লোপ হয়!"
এতক্ষণ সুরপতি ইন্দ্র সে দুর্য্যোগে
ছিলা অচেতনপ্রায়—বিশ্বকোলাহলে
স্বপনে জাগ্রত যেন বজ্র দিলা ছাড়ি;
না ভাবিলা না জানিলা ছাড়িলা কখন।
ছুটিল গর্জ্জিয়া বজ্র ঘোর শূন্য-পথে,
উনপঞ্চাশৎ বায়ু সঙ্গে দিল যোগ,
ঘোর শব্দে ইরম্মদ অগ্নি অঙ্গে মাখি,
আবর্ত্ত পুষ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে,
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে, সুমেরু উজলি
ক্ষণপ্রভা খেলাইল, দিগ্মণ্ডল যেন
ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া চলিল!
ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র চলিল অম্বরে
যেখানে অসুরপতি বিশাল-শরীর,
বিশাল নগেন্দ্র তুল্য, ভীষণ আঘাতে
পড়িল বৃত্রের বক্ষে—পড়িল অসুর,
বিন্ধ্যধরাধর যেন পড়িল ভূতলে।
বহিল নিরুদ্ধ শ্বাস ত্রিভুবন যুড়ি,
বহিল বৃত্রের শ্বাসে প্রলয়ের ঝড়।
"হা বৎস, হা রুদ্রপীড়" বলিতে বলিতে
মুদিল নয়নদ্বয় দুর্জ্জয় দানব।
দহিল ঐন্দ্রিলাচিত্তে প্রচণ্ড হুতাশে,
চিরদীপ্ত চিতা যথা। ব্রহ্মাণ্ড ঘুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিল বামা—উন্মাদিনী এবে।

সমাপ্ত।

আশা-কানন

[সাঙ্গ রূপক কাব্য]

প্রথম কল্পনা

আশার সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়, তাঁহার সঙ্গে আশা-কাননে প্রবেশ। ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে কর্ম্মক্ষেত্রাভিমুখে প্রাণি-সংপ্রবাহ।

বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ
ক্ষীর সম স্বাদু নীর,
বৃক্ষ নানা জাতি বিবিধ লতায়
সুশোভিত উভ তীর;
বিন্ধ্যগিরি-শিরে জনমি যে নদ
দেশ-দেশান্তরে চলে।
সিকতা-সজ্জিত সুন্দর সৈকত
সুধৌত নির্ম্মল জলে,
পবিত্র করিলা যে নদের কূল
সুকবি কঙ্কণ কবি;
ফুটায়ে কবিতা- কুসুম মধুর
বাণীর প্রসাদ লভি,
যে নদ-নিকটে রসবিহ্বলিত
ভারত অমৃতভাষী;
জনমি সুক্ষণে বাঁশীতে উন্মত্ত
করেছে গউড়বাসী।
সেই দামোদর- তীরে এক দিন
অরুণ-উদয়ে উঠি,
দেখি শূন্যমার্গে ধরণী-শরীরে
কিরণ পরিছে ফুটি;
দশ দিক্ ভাতি পড়িছে কিরণ
আকাশ মেঘের গায়,
হরিদ্রা লোহিত বরণ বিবিধ
গগনে চারু শোভায়;

গগন-ললাটে চূর্ণ-কায় মেঘ
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে,
কিরণ মাখিয়া পবনে উড়িয়া
দিগন্ত বেড়ায় ছুটে।
পড়ে সূর্য্যরশ্মি দামোদর-জলে
আলো করি দুই কূল,
পড়ে তরু-শিরে তৃণ-লতা-দলে
রঞ্জিত প্রভাতী ফুল।
হেরি চারু শোভা ভ্রমি ধীরে তীরে
পরশি মৃদু পবন,
সংসার-যাতনে হৃদয় পীড়িত
চিন্তায় আকুল মন,
ভ্রমি কত বার কত ভাবি মনে
শেষে শ্রান্তি-অভিভূত,
বসি চক্ষু মুদি কোন বৃক্ষতলে
ক্রমে তন্দ্রা আবির্ভূত;
ক্রমে নিদ্রাঘোরে অবসন্ন তনু
পরাণী আচ্ছন্ন হয়,
স্বপন-প্রসাদে সংসার ভাবনা
পাসরিনু সমুদয়;
ভাবি যেন নব নবীন প্রদেশে
ক্রমশঃ কতই যাই;
আসি কত দূর ছাড়ি কত দে
কানন দেখিতে পাই;
অতি মনোহর কানন রুচি
যেন সে গগন-কোলে;
কিরণে সজ্জিত ঈষৎ চঞ্চ
পবনে হেলিয়া দোলে;
বরণ হরিত বিটপে ভূমি
সরল সুন্দর দেহ,

দেখাবে আমারে, দেখেছি অনেক,
নহে এ তরুণ প্রাণ।"
আশা কহে "তবু কভু ত সে পুরী
কর নাই পরিক্রম,
ল সঙ্গে মম দেখ একবার
ঘুচুক চিত্তের ভ্রম।
জানি যে কারণে তাপে চিত্ত তব
যে বাসনা ধর মনে—
পুরাব বাসনা সকল তোমার
প্রবেশ আমার বনে,
দেখাব সেখানে সকল তোমার
কত কিবা অপরূপ,
দেখে নাই যাহা নয়নে কখন
স্বপনে কোন সে ভূপ;
থাকিবে কাননে স্বরগে যেমন
কাঁদিতে হবে না আর;
শোক চিন্তা তাপ ভুলিবে সকল,
ঘুচিবে প্রাণের ভার।"
বচনে আশার পাইয়া আশ্বাস
পশ্চাতে তাহার সনে,
যাই দ্রুতগতি হ'য়ে কুতূহলী
প্রবেশিতে সে কাননে।
আসি কিছু দূর দাঁড়াইলা আশা
হাসিয়া মধুর হাসি
পরশি তর্জ্জনী মম আঁখিদ্বয়ে
কহিলা মৃদুল ভাষি—
"হের বৎস হের সম্মুখে তোমার
আমার কাননস্থল,
কাননের ধারে হের মনোহর
ধারা কিবা নিরমল।
নিরখি সম্মুখে আশার কানন
প্রক্ষালিত ধারা-জলে;
স্বচ্ছ কাচ যেন সলিল তাহাতে
উছলি উছলি চলে,
কখন উথলি উঠিছে আপনি
কখন হইছে হ্রাস,
মণি-পদ্ম কত, মণির উৎপল
ধরা-অঙ্গে সুপ্রকাশ;
খেলে ধারা-নীরে তরী মনোহর
হীরকে খচিত কায়,
প্রাণী জনে জনে একে একে একে
কত যে উঠিছে তায়;
বিনা কর্ণ দণ্ড ভ্রমে সে তরণী
খেয়া দিয়া ধারা-নীরে,
উঠে ক্রমে তাহে প্রাণী যত জন
পরপারে রাখে ধীরে!
উঠে তীর'পরে প্রাণী হেন কত
যুবা বৃদ্ধ নারী নর,
মনোরথ-গতি খেলায় তরণী
ধারা-নীরে নিরন্তর।
গগনে যেমন দামিনী-ছটায়
কাদম্বিনী শোভা পায়,
প্রাণী সে সবার বদন তেমতি
প্রদীপ্ত সুখ-প্রভায়।
চিত-হারা হয়ে হেরি কতক্ষণ
প্রাণী হেন লক্ষ লক্ষ,
দশ দিক্ হৈতে আসে সেই স্থানে
তরণী করিয়া লক্ষ্য।
আশা কহে হাসি চাহি মুখপানে
'কি হেন সংবিদ্‌হারা,
আমার কাননে প্রবেশে যে প্রাণী
তাহারি এমনি ধারা—
হের কিবা সুখ ভাতিছে বদনে
নাচিছে হৃদয় কত;
বাসনা-পীযূষ— পানে মত্ত মন
চলে মাতোয়ারা মত,
নন্দনে যেমন নিমিষে নূতন
নবীন কুসুম ফুটে,
নিমিষে তেমতি ইহাদের চিতে
নবীন আনন্দ উঠে,
দেখেছ কি কভু কখন কোথা
তরণী হেন চমৎকার,
পরশে পরাণে বিনাশে বিরা
ঘুচায় প্রাণের ভার।
উঠ তরী'পরে বুঝিবে তখ
এ কাননে কত সুখ,
নন্দন সদৃশ রচেছি কান
ঘুচাতে প্রাণীর দুখ।"
এত ক'রে আশা ধরিয়া আমা
তুলিলা তরণী'পর,

অমনি সে ধারা সলিল উথলি
চলে দ্রুত থর থর ;
দেখিতে দেখিতে পুরিয়া দুকূল
ছল ছল চলে জল,
দেখিতে দেখিতে সলিল ঢাকিয়া
ফুটিল কত উৎপল।
চলিল তরণী গতি মনোহর
মধুর মুরলীধ্বনি,
বাজিতে লাগিল সহসা চৌদিকে
তরীতে সদা আপনি ;
ভুলিলাম যেন এ বিশ্ব ভুবন
করতলে স্বর্গ পাই ;
চারি দিকে যেন মণিময় পুষ্প
নিরখি যেখানে চাই।
শুনি যেন কেহ কহে শ্রুতিমূলে
"দেখ রে নয়ন মেলি,
কলঙ্কবিহীন মানব-মণ্ডলী
ধরাতে করিছে কেলি,
স্বর্গ-তুল্য এবে হয়েছে পৃথিবী
স্বর্গের মাধুরীময়,
দ্বেষ, হিংসা, পাপ- বর্জ্জিত পরাণী
নির্ম্মল শুচি হৃদয়।"
হেরি যেন মর্ত্ত্যে তেমতি তরুণ
তেমতি নবীন ভাব
ধ'রেছে মানব যে দিন বিধির
হৃদি-পদ্মে আবির্ভাব,
নাহি যেন আর সেই মর্ত্ত্যপুরী
যেখানে দারিদ্র্য-শিখা,
ভস্ম করে নরে, হুতাশ-অঙ্গারে
অনলে যথা মক্ষিকা,
হৃদয়-মন্দিরে যেন অভিনব
কিরণ প্রকাশ পায়,
চুরি করা ধন, ফিরে যেন কালে
কোলে আনে পুনরায় ;
কত যে হৃদয়ে আনন্দ-লহরী
উঠিল তখন মম
ভাবিলে সে সব, এখনও অন্তরে
সহসা উপজে ভ্রম !
কত দূর আসি ভাসি হেন রূপে
তরণী হইল স্থির,
পরপারে আসি আশা সহ সুখে
উতরি ধরার নীর ;
তরী হৈতে তীরে নামিয়া তখন
হেরি মনোহর স্থান ;
"বহিছে সতত শীতল পবন
বিস্তারি মধুর ঘ্রাণ ;
তরু-ডালে ডালে পূর্ণ প্রকাশিত
সুরভি কুসুমদল,
চন্দ্রমার জ্যোতি সদৃশ কিরণে
উজ্জ্বল কানন-স্থল ;
পল্লবে বসিয়া পাখী নানা জাতি
মধুর কূজন কয়ে,
নাচিয়া নাচিয়া গ্রীবাভঙ্গি করি
ময়ূর পেখম ধরে।
কুহু কুহু কুহু কুহরে গলায়
কোকিল প্রমত্ত ভাব,
মুহুঃ মুহুঃ মুহুঃ তনু-স্নিগ্ধকর
সুগন্ধ সুধার স্রাব।
সরোবর-কোলে প্রফুল্ল কমল
কুমুদ, কহ্লার ফুটে,
গুঞ্জরিয়া অলি কুসুমে কুসুমে
আনন্দে বেড়ায় ছুটে।
চলেছে সেখানে প্রাণী শত শত
সদা প্রমুদিত প্রাণ,
সুমধুর সুরে পূরে বনস্থলী
আনন্দে করিয়া গান,
কেহ বা বলিছে আজ নিরখিব
কুমুদ-রঞ্জন শোভা ;
উঠিবে যখন গগনেতে শশী
জগজন-মনোলোভা ;
আজি রে আনন্দে ধরিব হৃদয়ে
মধুর চাঁদের কর,
কোমল করিয়া কুসুম সে করে
রাখিব হৃদয়'পর।
তাহার উপরে রাখিয়া প্রিয়ারে
কত যে পাইব সুখ।
কখন হেরিব, গগনে শশাঙ্ক
কখন তাহার মুখ।"
কহে কোন জন বেণুরবে সুখে
"কোথা পাব হেন স্থান !

জগত-দুর্লভ রাখিয়া এ নিধি
নিরখি জুড়াই প্রাণ !
দিলা যে গোঁসাই এ হেন রতন
যতনে রাখিতে ঠাঁই,
ভূমণ্ডলমাঝে নিরঞ্জন হেন
নয়নে দেখিতে নাই।"
কেহ বা বলিছে "হায় কত দিনে
পাব সে কাঞ্চন-ফল !
নাহি যে সুন্দর দেখিতে তেমন
খুঁজিলে অবনীতল !
সে দুর্লভ ফল কি সে অপরূপ
দেখিতে কিবা সুন্দর,
বুঝি ক্ষিতিতলে অপরূপ তার
নাহি কিছু সুখকর !
পাই দরশন নয়নে কেবল
না লভি আস্বাদ কভু,
হায় মধুময় কিবা সে আনন্দ
কিবা সে আঘ্রাণ তবু ;
না জানি সঞ্চয়ে পাব কত সুখ
ঘুচিবে সকল ভয়,
কভু যদি পাই করিব পৃথিবী
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়।
ভাবনা কি ছার ছার চিন্তা রোগ
সে ফল যদ্যপি মিলে,
বিনিময়ে তার জীবন পরাণী
ক্ষোভ নাহি বিকাইলে।"
চলে কত জন সুখে করে গীত
বলে কবে পাব যশ,
পরিয়া শিরেতে শোভিব উজ্জ্বল
ধরণী করিব বশ।
পৃথিবী-ভিতরে দ্বিতীয় রতন
কি আছে তেমন আর—
হীরা মণি হেন চিকণ মৃত্তিকা
কেবল যশের ভার !"
বাজিছে কোথাও জয় জয় নাদে
গম্ভীর দুন্দুভি-স্বর,
চলে প্রাণিগণ করিয়া সঙ্গীত
কম্পিত মেদিনীপর !
"প্রভাকর আজি কি সুন্দর
আজি মত্ত নদী মাতঙ্গ-বিক্রমে
হেরি কি তরঙ্গ তোলে !
আজি রে প্রতাপ প্রভঞ্জন তোর
হেরিতে আনন্দ কত,
আজি ধরা তব হেরি অবয়ব
কিবা সুখ অবিরত !
তোল হৈমধ্বজা গগনের কোণে
কেতনে বিদ্যুৎজাল—
দেখ ধরাতলে কৃপাণের মুখে
মানব জিনিবে কাল।"
বসিয়া সুসজ্জ তুরঙ্গ-উপরে
ভর করি কত জন,
চলে দ্রুতবেগে শাণিত কৃপা
করে করি আকর্ষণ।
দশ দিক্ হ'তে কত হেন রা
সঙ্গীত শুনিতে পাই,
হরষ উল্লাসে উন্মত্ত পরা
প্রাণী হেরি যত যাই।
যথা সে জাহ্নবী তরঙ্গ নিঃ
ছাড়িয়া শিখরতল,
ভ্রমে দেশে দেশে শীতল বারি
শীতল করি অঞ্চল ;—
ছোটে কল কল ধ্বনি নীরধা
ধরণী পরশে সুখে,
বিবিধ পাদপ নানা শস্য
বিস্তৃত করিয়া বুকে।
খেলে জলচর মীন নানা জা
সন্তরণ করি নীরে,
পশু স্থলচর বিবিধ আকৃ
সদা ভ্রমে সুখে তীরে ;
তীর সন্নিহিত বিটপে বিট
পাখী করে সুখে গান,
লতা-গুল্মরাজি বিকাশে সে
প্রফুল্লিত করি প্রাণ ;
ভ্রমে তটে তীরে প্রাণী লক
সদা প্রমোদিত মন,
আনন্দিত মনে নীরে করে
সদা সুখে নিমগন ;
যথা সে জাহ্নবী তারক শ
রহে নিত্য সুখকর,

হে নিত্য তথা নিরখি তেমতি
আনন্দ সুধা-লহর।
দেখি শত পথে ছাড়ি শত দিক্
প্রাণীগণ চলে তায়;
বা বৃদ্ধ প্রাণী পুরুষ রমণী
ক্ষিতি পূর্ণ জনতায়,
লে থাকে থাকে কাতারে কাতার
পিপীলির শ্রেণীমত;
অসংখ্য অসংখ্য প্রাণীর প্রবাহে
পরিপূর্ণ পথ যত।
নিরখি কৌতুকে চাহিয়া চৌদিকে
সাগরের যেন বালি—
লে প্রাণিগণ ঢাকি ধরাতল
চলে দিয়া করতালি,
অশেষ উৎসাহ আনন্দ আশ্বাসে
সকলে করে গমন,
দেখিয়া বিস্ময়ে পূরিয়া আশ্বাসে
আশারে হেরি তখন,
জিজ্ঞাসি তাহায় "এরূপ আনন্দে
প্রাণী সবে কোথা যায়,
কি বাসনা মনে চলে কোন্ স্থানে
কি ফল সেখানে পায়?"
আশা কহে শুনি হাসিয়া তখন
"চল, বৎস চল আগে,
প্রাণী-রঙ্গভূমি কর্মক্ষেত্র নাম
নিরখিবে অনুরাগে,
প্রাণী যত তুমি হের এই সব
সেইখানে নিত্য যায়,
বাসনা কল্পনা যাদৃশ যাহার
সেইখানে গিয়া পায়।"
আশা-বাণী শুনি চলি দ্রুত বেগে
আশা চলে আগে আগে
আসি কিছুদূরে দেখি মনোহর
পুরী এক পুরোভাগে।

দ্বিতীয় কল্পনা

কর্মক্ষেত্র—ছয় দ্বার—ছয় জন প্রহরী কর্তৃক রক্ষিত—পুরীপরিক্রম—প্রতি দ্বারে প্রহরীর আকৃতি ও প্রকৃতি দর্শন।

[১ম দ্বারে শক্তি, ২য় দ্বারে অধ্যবসায়, ৩য় দ্বারে সাহস, ৪র্থ দ্বারে ধৈর্য্য, ৫ম দ্বারে শ্রম, ৬ষ্ঠ দ্বারে উৎসাহ—পুরীমধ্যে প্রবেশ—পুরীদর্শন—পুরীর মধ্যভাগে যশঃশৈল]

চৌদিকে প্রাচীর অপূর্ব্ব নগরী
পাষাণে রচিত কায়া,
নিরখি সম্মুখে বিশাল বিস্তৃত
প্রকাশিয়া আছে ছায়া;
প্রাচীর-শিখরে প্রাণী শত শত
নিরখি সেখানে কত
বিচিত্র সুন্দর সামগ্রী ধরিয়া
ভ্রমে সুখে অবিরত,
নিম্নদেশে প্রাণী করি ঊর্দ্ধমুখ
কতই আকুল মন,
চাহিয়া উচ্চেতে অধীর হইয়া
সদা করে নিরীক্ষণ—
রাজ-পরিচ্ছদে রাজ-সিংহাসন
সুবর্ণ-রজত কায়,
প্রবাল মাণিক্য মণ্ডিত হীরক
কত দ্রব্য শোভা পায়।
আশা কহে "বৎস, অপূর্ব্ব এ পুরী
আমার কানন ইহা,
প্রবেশে ইহাতে প্রাণী নিত্য নিত্য
মিটাইতে প্রাণের স্পৃহা,
এ পুরী পশিতে আছে ছয় দ্বার
ছয় দ্বারী আছে দ্বারে।
কেহ সে ইহাতে আদেশ বিহনে
প্রবেশিতে নাহি পারে,
আ(ই)সে যত জন প্রবেশ মানসে
সেই পথে করে গতি,
যে পথে যাহারে করিতে প্রবেশ
দ্বারী করে অনুমতি।
দ্বারে দ্বারে হের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
আ(ই)সে প্রাণী কত জন.

একে একে সবে প্রতি দ্বারে দ্বারে
ক্রমশঃ করে ভ্রমণ ।
চল দেখাইব এ পুরী তোমারে
আগে দেখ ষড দ্বার,
কিরূপ আকৃতি প্রকৃতি প্রহরী
গতি মতি কিবা কার।"
এত কৈয়ে আশা লইয়া আমায়
চলিল প্রথম দ্বারে
নিরখি সেখানে যুবা এক জন
দাঁড়ায়ে দ্বারের ধারে ;
দ্বার-সন্নিধানে প্রকাণ্ড-মূরতি
অচলের এক পাশে,
যে যুবা পুরুষ ভুরু দৃঢ় করি
দাঁড়ায়ে দেখে উল্লাসে।
হেলিয়া পড়েছে অচল-শরীর
সে যুবা ধরিয়া তায়
তুলিছে ফেলিছে অবলীলাক্রমে
ভ্রূক্ষেপ নাহি কায়।
কভু সে অচলে ভ্রূকুটি করিয়া
যুবা হেরে মাঝে মাঝে,
নিহত কপোত নিক্ষেপি অন্তরে
নিরখে যেমন বাজে।
দেখিয়া যুবার বিচিত্র ব্যাপার
বিস্ময়ে নিস্পন্দ হই,
বাণী-শূন্য হ'য়ে প্রমাদে ক্ষণেক
স্তম্ভিত ভাবেতে রই।
পরে কুতূহলে চাহি আশামুখ
আশা বুঝি অভিপ্রায়
কহে "শক্তিরূপ প্রাণী রঙ্গভূমে
এই দ্বারে হের তায়,
অসাধ্য ইহার নাহি এ ভবনে
যাহা ইচ্ছা তাহা করে,
জন্ম দৈত্যকুলে মানব মণ্ডলী
পূজে এরে সমাদরে।"
কহিয়া এতেক হ'য়ে অগ্রসর
আসিয়া দ্বিতীয় দ্বার ,
আশা কহে "বৎস, দেখ এ দুয়ারে
প্রাণী এক চমৎকার।"
দ্বিতীয় দ্বারেতে নিরখি বসিয়া
বৃদ্ধ প্রাণী এক জন,
করি হেঁট মাথা বালুস্তূপ পাশে
বালুকা করে গণন।
গুণিয়া গুণিয়া শিখরসদৃশ
করিয়াছে বালুরাশি,
আবার গুণিয়া ল'য়ে তায় ভার
ঢালিছে তাহাতে আসি,
অন্য কোন সাধ অন্য অভিলাষ
নাহি কিছু চিত্তে তার,
অনন্ত-মানসে বালি গুণি গুণি
করিছে শৈল-আকার।
অতি সাম্যভাব প্রকাশ বদনে
অণুমাত্র নাহি ক্লেশ,
অন্তরে শরীরে নহে বিকশিত
চাঞ্চল্য বিরক্তি-লেশ।
আশা কহে "বৎস, ভুবনে প্রসিদ্ধ
ধরাতে সুখ্যাতি যার,
সে অধ্যবসায়, প্রাণি-রঙ্গভূমে
চক্ষে দেখ এইবার॥"
ক্রমে উপনীত তৃতীয় দুয়ারে,
আসিয়া হেরি তখন,
দাঁড়ায়ে সে দ্বারে প্রাণী লক্ষ লক্ষ
করে দ্বারী আরাধন।
মহা কোলাহল হয় সেই দ্বারে
শস্ত্রধারী সর্ব্বজন।
রবির আলোকে চমকে চমকে
অস্ত্রে অস্ত্রে ঘরষণ।
নিরখি নির্ভীক পুরুষ জনেক
দ্বারেতে প্রহরীবেশ,
অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে বীর্য্য পরকাশি
চাহি দেখ অনিমেষ।
সম্মুখে উন্মত্ত কেশরী কুঞ্জর
করে ঘোরতর রণ,
নিমগ্ন ভাবেতে সেই বীর্য্যবান
করে তাহা দরশন।
অটল শরীর আসি মধ্যস্থলে
দুই হাতে দোঁহে ধরে,
এক হাতে সিংহ এক হাতে করী
বেগ নিবারণ করে,
আবার উদ্রেক করিয়া উভয়ে
দেখে ঘোরতর রণ,

কেশরী কুঞ্জর লৈয়ে করে ক্রীড়া
মনসাধে অনুক্ষণ।
আশা কহে "দ্বাবে দেখিছ যাহারে
সাহস তাহাব নাম,
ইনি তুষ্ট যারে ধরা তুষ্ট তারে
মর্ত্ত্যে ব্যক্ত গুণগ্রাম।"
চতুর্থ দুয়াবে আশা আইসে এবে
কহে "বৎস, ধৈর্য্য দেখ,
প্রাণী-রঙ্গভূমে এব তুল্য প্রাণী
হেরিতে না পাবে এক,
দেখ কিবা ছটা বদনে প্রদীপ্ত
কিবা সে প্রশান্ত ভাব,
এ মূর্ত্তি যে ভাবে পবিত্র হৃদয়ে
করে নিত্য সুখ লাভ।"
বিস্ফারিত-নেত্রে নিরখি সে দ্বারে
স্থিরদৃষ্টি এক জন,
শূন্যে দৃষ্টি কবি অন্তরেব বেগ
সদা করে সংববণ,
ঘেরিয়া চৌদিকে ভুজঙ্গ তাহারে
দংশন করিছে কত,
একই ভাবে সদা তবু সে পুরুষ
গ্রীবাদেশ সমুন্নত,
মুখে নাহি স্বর নয়ন-অপাঙ্গে
নাহি ঝরে অশ্রুকণা।
নাহি বহে ঘন শ্বাস নাসাবন্ধ্রে
নহেক চঞ্চলমনা।
কতিপয় মাত্র প্রাণী সেই দ্বারে
প্রবেশ করিছে হেবি,
দূবে দাঁড়াইয়া প্রাণী শত শত
আছয়ে সে দ্বাব ঘেবি,
হেরি অপরূপ প্রাণী দ্বারদেশে
সম্ভ্রমে সুধি আশায়,
সেরূপে সেখানে কেন সে বসিয়া
ফণী দংশে কেন গায়।
শুনিয়া বচন ধীব শান্তমতি
ধৈর্য্য, সে তখন কয়—
"শুন বলি কেন হেন দশা মম
কিরূপে উদ্ভব হয়।
অদৃষ্ট সৃজন করিয়া বিধাতা
ভাবিয়া আকুল প্রাণ—
অতি মধুময় মাধুরীতে তাব
সর্ব্ব-অঙ্গ নিরমাণ,
যা বলেন বিধি তখনি সে সাধে
যারে করে পরশন,
দেব দৈত্য প্রাণী তখনি অমনি
বশীভূত সেই জন;
কিন্তু অঙ্গে তার ভুজঙ্গের মালা
পরাণী দেখিয়া ত্রাসে
নিকটে তাহার আপন ইচ্ছাতে
কেহ না কখন আসে।
কি করেন বিধি ভাবিয়া অধীর
সৃজন বিফল হয়,
অদৃষ্টের কাছে প্রাণী কোন জন
সুস্থির নাহিক রয়।
আমি দৈবদোষে আসি হেন কালে
নিকটে করি গমন,
না জানি যে বিধি কি ভাবিলা মনে
আমারে হেরি তখন,
খুলি ফণিমালা অঙ্গ হইতে তার
পরাইল মম অঙ্গে
করিলা ভ্রমণ করিতে ভুবন
শরীরে বাঁধি ভুজঙ্গে,
বিধাতাব বাক্য না পরি লঙ্ঘিতে
ত্রিলোক ভুবনে ফিবি,
ফণিমালা গলে অঙ্গ বিষে জলে
দিবানিশি ধীরি ধীরি।
ব্রহ্মাণ্ড ভুবনে নাহি পাই স্থান
সুস্থির পরাণে থাকি,
শেষে আশা-পুরে আসি সুস্থ কিছু
এরূপে দুয়ার রাখি
দেখি সুকুমার মানস তোমাব
এ পুবী ভ্রমণে তাপ।
পাও যদি কভু আসিও নিকটে
ঘুচাইব সে সন্তাপ,
শুনি ধৈর্য্যবাণী হৈয়ে চমৎকৃত
চলিনু পঞ্চম দ্বাব,
নিরখি সেখানে প্রহরি অনেক
প্রাণী অতি খর্ব্বাকার,
বামন আকৃতি সেই ক্ষুদ্র প্রাণী
কোদালী করিয়া হাতে,

করিছে খনন ধরণী-শরীর
নিত্য নিত্য অস্ত্রাঘাতে,
খনন করিয়া তুলিছে মৃত্তিকা
রাশিতে রাখিছে একা।
কলেবর স্বেদ ঝরিছে সতত
বদনে চিন্তার রেখা।
শুনি সেই দ্বারে প্রাণী-কোলাহল
নিবিড় জনতা তায়,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রাণী প্রবেশিছে
পতঙ্গ-কীটের প্রায়।
বসন-ভূষণ- বিহীন শরীর
কেশজাল তাম্র-শলা!
নিরখি তাদের আক্লিষ্ট বদন
ক্লেদ ঘর্ম্ম স্বেদ মালা,
অঙ্গে পরিপূর্ণ ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর
আশারে জিজ্ঞাসা করি,
কেন বা সে সব প্রাণী সেই দ্বারে
সেরূপ আকার ধরি।
আশা কহে 'বৎস, অন্য কোন পথ
যে প্রাণী নাহিক পায়,
কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে এই দ্বারে তারা
প্রবেশ করিতে চায়;
শ্রম নামে দুঃখী শুনিয়াছ তুমি
নরে তুচ্ছ যার নাম,
সেই শ্রম এই হের মূর্ত্তি তার
করে দিক মনস্কাম।"
শুনি আশা-বাণী দুঃখিত অন্তরে
নিকটে তাহার যাই,
বিনয়ে নিবৃত্ত করিয়া শ্রমেরে
বারতা ধীরে সুধাই,
সান্ত্বনাবাক্যেতে হয়ে সুশীতল
কহে দ্বারী খেদস্বরে,
বলিতে বলিতে বক্ষঃস্থলে নিত্য
ঘর্ম্মবিন্দু ঘন ঝরে,
কহে "চিরদিন আমি এইরূপে
এই সে কোদালী ধরি,
ধরণী খনন করি অহরহ
না জানি দিবা-শর্ব্বরী;
প্রভাত ফুরায় আইসে অপরাহ্ণ
আবার প্রভাতোদয়,
তবু ক্ষণকাল এ ক্ষিতি-খনা...
আমার বিরাম নয়;
দিবস-যামিনী খুঁড়িয়া খুঁড়ি...
নিত্য যা সঞ্চয় করি,
সে মৃত্তিকারাশি পবনে উড়...
কিংবা অন্তে লয় হরি;
দশ বর্ষে যাহা তুলি আকিঞ্চ...
এক বাত্যাঘাতে নাশে,
না জানি কেন বা অদৃষ্টে আমা...
এতই দুর্দ্দৈব আসে।
আর আর দ্বারে দ্বারী হের ...
কেহ না বিঘ্ন পোহায়,
ধূলি-মুঠি করে না ধরিতে তার
সোনা-মুঠি হ'য়ে যায়,
আমি যদি সোনা রাখি করে ...
তখনি সে হয় ভস্ম,
শ্রমের ভাগ্যেতে নাই নাই ...
কিবা অন্য কি পরশ,
ঐ যে দেখিছ তব সঙ্গে আ...
কত কি করিবে দান,
বলিয়া আমারে আনিল এ...
এবে সে দেখ বিধান!"
শুনি চাহি ফিরে আশার ...
আশা ফিরাইয়া মুখ,
কহে "বৎস, চল যাই যথা
অদৃষ্টে ইহার দুখ।"
ফেলি দীর্ঘশ্বাস চলি আশা...
অগ্রভাগে যশ-দ্বার,
হেরি স্তম্ভপাশে ভীম ম...
প্রাণী সেথা চমৎকার,
দাঁড়ায়ে দুয়ারে অতুল ...
শূন্য-পদে আছে স্থির,
করতলে ধরি আকা...
হুঙ্কার করে গম্ভীর,
নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিছে ...
অপরূপ তেজ তায়,
নিমেষে পরশে শরীর ...
দেবশক্তি যেন পায়;
প্রাণিগণ আসি দ্বারে ...
... হয় নিত্য যেইক্ষণ.

সে নিশ্বাস-বেগ আবর্ত্ত আকারে
প্রবেশে পুরে তখন ;
যথা নদীগর্ভে ঘুরিতে ঘুরিতে
সলিল যখন চলে,
পড়িলে তাহাতে ভগ্নতরী-কাষ্ঠ
মুহূর্ত্তে প্রবেশে তলে ;
এথা সেইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে
প্রাণী প্রবেশিছে তায়,
ক্ষণকাল স্থির কেহ দৃঢ়-পদে
সেখানে নাহি দাঁড়ায়,
প্রাণীর আবর্ত্তে পড়িতে পড়িতে
আশা দৃঢ় করে ধরি,
রাখিলা আমারে স্তম্ভ-বহির্দ্দেশে
যতনে সুস্থির করি।
বিস্ময়ে তখন কৌতুক প্রকাশি
আশার বদন চাই,
আশা কহে, "বৎস, না হও চঞ্চল
আছি সঙ্গে ভয় নাই ;
এ মহাপুরুষ এই যষ্ঠ-দ্বারে
ভুবনে বিখ্যাত যিনি,
উৎসাহ নামেতে অসম সাহস
সেই মহাপ্রাণী ইনি।"
আশার বাক্যেতে উৎসাহ তখন
আনন্দে আগ্রহে অতি,
বসায়ে নিকটে বলিতে লাগিল
সম্মুখে দেখায়ে পথি—
"এই পথে যাও কর্ম্মক্ষেত্র-মাঝে
না কর অন্তরে ভয়,
কে বলে ক্ষণিক মানব-জীবন
জগতে প্রাণী অক্ষয় ;
প্রাণী-রঙ্গভূমে ভ্রম্ তীব্র তেজে
শরীর অক্ষয় ভাব,
মৃত্যু তুচ্ছ করি জীবরঙ্গে মজি
দৈত্যের বিক্রমে ধাব ;
শৈবালের জল স্বপন-প্রলাপ
নহে এ মানব-প্রাণ,
কীট-কৃমি তুল্য আহার শয়ন
আত্মার নহে বিধান ;
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিতে এ মহীমণ্ডলে
জীব আত্মা বিধির সৃষ্টি,

সেই ধন্য প্রাণী নিত্য থাকে যার
সেই পথে দৃঢ় দৃষ্টি ;
স্বকার্য্য-সাধন নহে যত কাল
এ বিশ্ব-ভুবন-মাঝে,
জ্ঞান বুদ্ধি বল ধন মান তেজ
দেহ প্রাণ কোন্ কাজে ;
ধিক্ সে মানবে এখনও না পারে
প্রাণ সঞ্চারিতে জীবে,
এখন(ও) কৃতান্তে না পারে জিনিতে
সংহারি সর্ব্ব অশিবে ;
কি কব এ তেজ সহিতে না পারে
নরজাতি তেজোহীন,
নতুবা তাদের দেবতুল্য তেজ
করিতাম কত দিন।"
এত ক'য়ে ক্ষান্ত হইল উৎসাহ
নিশ্বাসে হুঙ্কার ছাড়ে,
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণীর আবর্ত্তে
নিরখি আশার আড়ে ;
মুহূর্ত্তে শতেক সহস্র পরাণী
ঘুরিতে ঘুরিতে যায়,
দ্বারদেশে পশি তিলার্দ্ধেক কাল
ভূমিতে নাহি দাঁড়ায় ;
বিস্ময়ে তখন আশার সংহতি
নগরে প্রবিষ্ট হই,
প্রবেশি নগরে ক্ষণকাল যেন
স্তম্ভিত হইয়ে রই ;
পরে নিরীক্ষণ করি চারি দিকে
প্রাণী হেরি রঙ্গভূমে,
শত শত প্রাণী শত শত ভাবে
গতি করে মহাধূমে ;
নিরখি কোথাও কেতন সুন্দর
বহুমূল্য বিরচিত,
কোথাও চিত্রিত রঞ্জিত বসনে
ধরাতল সুসজ্জিত ;
কোথা চন্দ্রাতপ অভ্র-শোভাকর
বিস্তৃত গগনভালে,
কোথা যবনিকা চিত্রিত দুকূল
আচ্ছাদিতে হেমজালে ;
মুক্তাজড়িত বসনে আবৃত
তুরঙ্গ কুরঙ্গ যত,

পথে পথে পথে ক্ষিতি ক্ষুব্ধ করি
গতি করে অবিরত ;
চাবক-মণ্ডিত যান শত শত
পথে পথে করে গতি,
জনতার স্রোতে নগর প্লাবিত
রজঃ-পরিপূর্ণ পথি ;
কোথা বা সুন্দর হেমমণিময়
আসন সজ্জিত আছে,
প্রাণী লক্ষ লক্ষ করি করযোড়
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে ;
বসিয়া আসনে প্রাণী কোন জন
হেমদণ্ড করতলে,
আকাশ বিদীর্ণ ঘন জয়ধ্বনি
প্রাণিবৃন্দ-কোলাহলে ,
হেরি স্থানে স্থানে বসি কত জন
শিরস্ত্রাণে জলে মণি,
ইঙ্গিতে কটাক্ষ হেলায় যে দিকে
সেই দিকে স্তুতিধ্বনি ;
কোথা বা সুসজ্জ তুরঙ্গের পৃষ্ঠে
কেহ করে আরোহণ,
বান্ধিয়া কটিতে হিরণ্য-মণ্ডিত
অসি-লগ্ন সারসন ;
কোটি কোটি প্রাণী ইঙ্গিতে কটাক্ষে
চৌদিকে ছুটিছে তার,
করিছে গর্জ্জন অসি নিষ্কাশন
ভীষণ ঘন চীৎকার,
কোন দিকে পুনঃ হেরি কত বামা
অন্তরে ভাবিয়া সুখ,
বাঁধিছে কবরী বিননী বিনায়ে
হাসি-রাশি-মাখা মুখ ;—
কেহ বা কুসুমে পাতিছে আসন
কোমল ধরণীতলে,
বসিছে তাহাতে অন্তরে সুখিনী
সিঞ্চিয়া সুগন্ধিজলে।
কেহ বা চিক্কণ পরিয়ে বসন
করতলে মণিমালা,
দুলাইছে ধীরে বাজুতে ঘুংঘুর
বাহুতে বাজিছে বালা ;
চলে কোন ধনী ধীরে ধীরে ধীরে
চারু-কলা যেন শশী,

যুবা কোন জন আঁকে রূপ তা'র
ধীরে ধরাতলে বসি ;
চলে কোন বামা রাঙ্গা-পদ[illegible]
পড়ে ধরণীর বুকে,
যুবা কোন জন কোমল ব[illegible]
সম্মুখে পাতিছে সুখে।
নিরখি কোথাও নারী কোন জন
বসিয়া ধরণীতলে,
কোলে সুকুমার হেরে শিশুমু[illegible]
বাঞ্চন করি অঞ্চলে ,
প্রসন্ন-বদন দাঁড়ায়ে নিক[illegible]
হৃদয় বল্লভ তার,
হেরে প্রিয়ামুখে "কভু শিশুমু[illegible]
মৃদুহাসি অনিবার ,
হেরি কোনখানে প্রণয়ীর ক্রোড়ে
প্রমদা সোহাগে দোলে,
শশচিহ্ন যথা পূর্ণ ষোলক[illegible]
শোভে শশাঙ্কের কোলে।
কোথাও দাঁড়ায়ে প্রাণী কোন জন
ঘেরে তার চারি পাশ,
চাতক যেমন আছে শত
বদনে প্রকাশ আশ ;
আনন্দে মগন সেই সুখী [illegible]
ধরিয়া কাঞ্চন-ডালা,
পূরি করতল করে বিত[illegible]
বিবিধ রতন-মালা।
তনয় তনয়া নিকটে যা[illegible]
বান্ধব যতেক জন,
বদন তাহার ভাবি শ[illegible]
সুখে করে নিরীক্ষণ ;
কোথাও আবার ধূলি ধূ[illegible]
সহস্র সহস্র প্রাণী,—
করিছে ক্রন্দন ভার-ভগ্ন [illegible]
শিরে করাঘাত হানি।
যুবা, বৃদ্ধ, শিশু স্বেদ আর্দ্র [illegible]
বসন-বিহীন কায়,
অনশনে ক্ষীণ শিরে কক্ষে,
কত কোটি প্রাণী যায়।
হাসে খেলে কত কাঁদে কত [illegible]
ভাবে বসি কত জন,

কেহ অন্ধকারে কেহ বা মাণিক-
কিরণে করে ভ্রমণ।
কত অপরূপ কত কি অদ্ভুত
রহস্য এরূপ কত,
দেখি চক্ষু মেলি প্রাণি-রঙ্গভূমে
চলিতে চলিতে পথ।

তৃতীয় কল্পনা

রত্নোদ্যান—আকাঙ্ক্ষা-ভবন, তন্নিবাসীদিগের
নৃশংস ব্যবহার ও কঠোর রীতি-নীতি।

চলিতে চলিতে হেরি এক স্থানে
অপূর্ব্ব নব অঞ্চল,
তরুশিরে ফল অতি মনোহর
কনকের পত্রদল।
ছুটিছে সে দিকে কত শত প্রাণী
কত শত আসি কাছে,
ফল পত্র হেরি তরুর শিখরে
ঊর্দ্ধমুখ হ'য়ে আছে।
কোথাও তরুতে ঝরিছে রজত
বহিছে সুরভি বাস,
প্রাণিগণ তায় ঘেরিয়া চৌদিকে
করিছে কত উল্লাস।
আশ্চর্য্য-প্রকৃতি তরু সে সকল
ঘুরিছে প্রদেশময়,
কভু মধ্যদেশে কভু প্রান্তদেশে
তিলেক সুস্থির নয়;
ভ্রমিছে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে
প্রাণী হেরি কত জন,
তরু সারি সারি চলে যেই দিকে
সে দিকে করে গমন;
ভ্রমে কত তরু ভ্রমে তরু-পার্শ্বে
প্রাণী হেন কত শত,
সদা ঊর্দ্ধশ্বাস সদা ঊর্দ্ধ বাহু
অবিশ্রান্ত অবিরত;
ভ্রমে ক্ষিপ্তপ্রায় পথে নাহি চায়
তরু না পরশে তবু,
ছুটিতে ছুটিতে ত্যজি নাভিশ্বাস
[illegible] পড়ে কভু।

কত তরু পুঞ্জ দেখি স্থানে স্থানে
স্থির হ'য়ে সেথা আছে;
ঘোর বিসংবাদ মহা গণ্ডগোল
হয় নিত্য তার কাছে;
কত যে দুর্ব্বাক্য অশ্রাব্য কটূক্তি
সতত সেখানে হয়,
শুনিতে অযথা ভাবিতে অযথা
মুখেতে বক্তব্য নয়।
কোন প্রাণী যদি করে আকিঞ্চন
পরশিতে তরু-অঙ্গ,
আঘাত, চীৎকার কতই প্রকার
কে দেখে সে প্রাণী-রঙ্গ।
দেখিলে তখন সে সব বিকট
ক্রূরমতি ভয়ঙ্কর,
মনে নাহি লয় সেই সব জন
বসুন্ধরাবাসী নর।
সবার বাসনা উঠে তরুপরে
উঠিতে না পায় কেহ,
এমনি অদ্ভুত বিপরীত মতি
প্রাণীরা পিশাচ দেহ।
কেহ যদি কভু সহি বহু ক্লেশ
উঠে কোন তরুপরে,
তখন চৌদিকে শত শত জন
তারে আক্রমণ করে;
ফেলে ভূমিতলে পাদপৃষ্ঠ ধরি
খণ্ড খণ্ড করে তূর্ণ,
নখ-দন্তাঘাতে নির্দ্দয় প্রহারে
অস্থি মুণ্ড করে চূর্ণ;
আরোহী যে জনে না পারে ধরিতে
অস্ত্রে কাটে হস্ত পদ,
এমনি বিষম বাসনা দুরন্ত
এমনি ঈর্ষা দুর্ম্মদ;
তবু সে পরাণী উঠে তরুশিরে
আনন্দে কাঞ্চন বাঁধে;
ফুটিয়া বসন থাকিয়া থাকিয়া
মণি-আভা নেত্র ধাঁধে;
ছিন্ন হস্ত পদ কত প্রাণী হেন
হেরি সেথা তরুপরে,
উঠে অকাতরে কত তরু বাহি
কত অঙ্গে রক্ত ঝরে;

সে রুধিরধারা নাহি করে জ্ঞান
প্রাণী সে কাঞ্চন পাড়ে,
নকের পাতা কনকের ফল
যতনে বসনে ঝাড়ে।
এইরূপে সেথা উঠে নিত্য প্রাণী
কভু আসে কোন জন,
অতি দূর হ'তে সে প্রাণিমণ্ডলী
নিমিষে করি লঙ্ঘন;
বিজলীর গতি উঠে তরুপরে
কেহ না ছুঁইতে পায়,
তরুবর-শিরে উঠিছে যখন
তখন সকলে চায়,
তরু হ'তে পুনঃ রতন পাড়িয়া
নামে শেষে ধরাতলে,
তরুতলস্থিত প্রাণিগণ এবে
কেহ নাহি কিছু বলে,
যায় দম্ভ করি দেখায়ে রতন
ভয়ে সবে জড়সড়,
না পারে ছুঁইতে না পারে চলিতে
চরণে যেন নিগড়।
বুঝিয়া তখন মম চিত্তভাব
আশা কহে "বৎস, শুন,
ভেবো না বিস্ময় এই তরুদলে
এমনি আশ্চর্য্য গুণ—
ছলে কিংবা বলে কিবা সে কৌশলে
যে পারে উঠিতে শিরে,
তাহারে এখানে কভু কেহ আর
পরশিতে নারে ফিরে
অন্তরে দাঁড়ায়ে শ্বাপদ যেমন
গর্জ্জিবে তখন সবে,
অথবা নিকটে আসিয়া সত্বরে
পদধূলি তুলি লবে।"
জিজ্ঞাসি আশারে 'এত কষ্ট সয়ে
রতন সঞ্চয় করে,
কি কামনা-সিদ্ধি কিবা মোক্ষপদ
কোথা পায় পুনঃ পরে।"
আশা কয় "এথা আসিতে আসিতে
দেখিলে যতেক জন,
দিব্যাসনে বসি দিব্য মণি শিরে
অপূর্ব্ব শোভা ধারণ;
দেখিলা যতেক মাতঙ্গ ঘোটক
হেম রৌপ্যময় যান,
দেখিলা যতেক দাতা ভোক্তা প্রাণী
ভুঞ্জে সুখে পদ মান;
এই তরু-শস্য পত্রাদি চয়
আগে করি গেলা তারা,
তাই সে এখন ভোগে সে ঐশ্ব
ধরাতে আশ্চর্য্য ধারা।"
বলিতে বলিতে আশা চলে
পশ্চাতে পশ্চাতে যাই,
সে অঞ্চল-মাঝে আসি একত্র
চকিত অন্তরে চাই।
দেখি সেইখানে প্রাণী ক
ভ্রমিছে প্রমত্ত ভাব;
দামিনীর ছটা মুখেতে
নিত্য হয় আবির্ভাব,
করেতে উলঙ্গ করাল
ঝকিছে তড়িতবৎ,
নক্ষত্র পতন বেগেতে
ছুটি ভ্রমে সর্পপথ,
কেহ অশ্বপ'রে করি সি
ঝড়গতি সদা ফিরে,
যেন অভিলাষ গগনে
আকর্ষণ করি চিরে,
কেহ চলে দম্ভে উন্মত্ত
ক্ষিতি কাঁপে টল-টল,
বৃংহিত-নির্ঘোষ ছাড়িয়া
চলে দর্পে মদকল;
কেহ মত্তমতি ধায় প
তরঙ্গ যে ভাবে ধায়,
তুলি দীপ্ত অসি ঘন শ্
বজ্রধ্বনি নাসিকায়;
হেন মত্তভাব প্রাণী
ভ্রমে নিত্য সেই স্থানে,
পদতলে দলি ক্ষুব্ধ
গগনে কটাক্ষ হানে;
নিরখি সেখানে কাচ-বি
কভু চারু অট্টালিকা—
চারু শুভ্রকান্তি প্রভা ম
প্রকাশে যেন চন্দ্রিকা;

হৈম ধ্বজদণ্ডে শত শত ধ্বজ
শ্বেত রক্ত নীল পীত,
অট্টালিকা চূড়ে উড়িছে সতত
গগনে করি শোভিত।
ছুটিতে ছুটিতে প্রাসাদ-নিকটে
সবে উপনীত হয়,
না চিন্তি ক্ষণেক করে আরোহণ
চিত্তে ত্যজি মৃত্যুভয়।
প্রাসাদ-শরীরে প্রাণীর শৃঙ্খল
আরোপিত কাঁধে কাঁধে,
লম্ফে লম্ফে এরা সে প্রাণি-শৃঙ্খল
শিখরে উঠে অবাধে;
উঠে যত দূর ক্রমে গৃহ-চূড়া
উঠে তত শূন্য ভেদি,
অসম সাহসে প্রাণী সে সকল
উঠে অভ্র-অঙ্গ ছেদি,
উঠে যেন ক্রমে দূর অন্তরীক্ষে
আকাশে মিলিত হয়,
ঘোর যেন দেহ সৌদামিনী সহ
জলদ সুস্থির রয়।
কোন বা প্রাসাদ মাঝে মাঝে কভু
অতি গুরুতর ভাবে,
পড়ে ভূমিতলে বিচ্ছিন্ন হইয়া
চূর্ণকাচ চারিধারে;
প্রাণীর সোপান আরোহী সে জন
কাচ-বিনির্ম্মিত গেহ,
নিমিষে অদৃশ্য নাহি থাকে কিছু
নাহি থাকে প্রাণী কেহ।
না পড়ে যাহারা উঠিয়া শিখরে
ঘন সিংহনাদ ছাড়ে;
পড়িছে প্রাসাদ চারিদিকে যেন
নিরবধি আনন্দ বাড়ে।
সে প্রাসাদমালা- উপরে আশ্চর্য্য
প্রাণী এক হেরি ভ্রমে,
বিজলীর লতা ক্রীড়া করে যেন
প্রাসাদ-শিখরে ক্রমে।
আরোহী প্রাণীরা নিকটে আইলে
মুকুট তুলিয়া ধরে;
অধৈর্য্য হইয়া প্রাণী সে সকল
কিরীট শিরেতে পরে;

পরিয়া উজ্জ্বল কিরীট মস্তকে
বেগে নামে ধরাতলে,
ছাড়িয়া হুঙ্কার কাঁপায়ে মেদিনী
মহা দম্ভ-তেজে চলে;
বলে গর্ব্ব করি "পৃথিবী সৃজন
বল সে কাহার তরে,
না যদি সম্ভোগ করিবে এ ধরা
কেন বিধি সৃজে নরে?
শূর-বীর্য্য ধরি যে আসে মহীতে
তাহারি উচিত হয়,
ভুঞ্জিতে ধরাতে ঐশ্বর্য্য প্রতাপ
পশু যারা ভাবে ভয়।
ধর্ম্ম ল'য়ে ভাবে পাবে কর্ম্মফল
পাবে মোক্ষপদ হায়!
মর্ত্ত্যে ইন্দ্রালয় করিতে পারিলে
স্বর্গপুরী কেবা চায়?"
কেহ গর্ব্বভাবে চলে দর্প করি
প্রাণী সে সকল হেরি,
অশ্রুত নয়নে শত শত প্রাণী
চলে চারিদিক্ ঘেরি;
কেহ বলে "কোথা জনক আমার"
কেহ বলে "ভ্রাতা কই";
কেহ বলে ফিরে দেও রাধানাথ,
নাহি সে সম্বল বই।"
এইরূপে কত রমণী বালক
ক্রন্দন করিয়া ধীরে,
গলবস্ত্র হ'য়ে চলে কৃতাঞ্জলি
সঙ্গে সঙ্গে সদা ফিরে।
না শুনে সে বাণী সে ক্রন্দন-স্বর
সে প্রাণী শার্দ্দূল-প্রায়
অসি হেলাইয়া চমকে চমকে
উন্মত্ত ভাবেতে ধায়;
যে পড়ে সম্মুখে কি পুরুষ নারী
কিবা [illegible] শিশু প্রাণী,
খণ্ড খণ্ড করে তখনি সে জনে
শাণিত কৃপাণ হানি।
দেখিলাম কত শিশু এইরূপে
কত যে অনাথা নারী,
করিল বিনাশ সদা মত্ত মন
সেই সব অস্ত্রধারী;

নাহি করে দয়া প্রাণে নাহি মায়া
কত প্রাণী হেন বধে,
কমল-কোরক শুণ্ডেতে ছিঁড়িয়া
হস্তী যেন চলে মদে ;
কেহ উত্তরাস্যে কেহ বা পশ্চিমে
পূর্ব্বদিকে কোন জন,
দেখি সেই সব উন্মত্ত পরাণী
দাপটে করে গমন,
উত্তর-পশ্চিমে প্রাণী দুই এক
কিঞ্চিৎ সঙ্কোচে যায়,
কেশরিগর্জ্জনে পূর্ব্বদিকে চায়
ছুটে কত মহাকায় !
দেখিয়া তখন হৃদয়ে যেমন
রুধির হৈল জল,
যেন বিষপানে জ্বলিল পরাণ
দেহ হইল শূন্যবল।
কহিনু আশায় "এই কি তোমার
আনন্দ-কানন-স্থান ?
আসিলে এখানে জুড়ায় তাপিত-
হৃদয়-শরীর-প্রাণ ?
ঈষৎ লজ্জিত ভাবে কহে আশা
"শুন রে বালকমতি,
আমার সেবক প্রাণী যত এথা
এ নহে তাদের গতি ;
দুরাকাঙ্ক্ষা নামে দুরাত্মা পরাণী
কখন পশে এথায়,
দুর্দ্দম প্রতাপ দাপট তাহার
নিবারিতে নাহি তায়,
ভুলাইয়া প্রাণী ফেলায় কুপথে
অহি সম পূর্ণ ছল,
বারেক যাহারে সে জন পরশে
করে তারে করতল ;
নাহি থাকে আর অধিকার মম
সে প্রাণী পশ্চাতে ধায়,
নাহি জানি পরে হয় কিবা গতি
বৃথা সে দোষে আমায় ;
চল এই দিকে দেখিবে সেখানে
কিবা এ পুরী-মহিমা,
কেন এত জন প্রবেশে পুরীতে
আবিয়া এত গরিমা।"

আমি কহি, "চল অই দিকে ম...
শুনি যেন কোলাহল,
নিরখিব কিবা কেন কোলাহ...
হয় পুরি সে অঞ্চল।"
অনেক নিষেধ করিলা আমা...
সে পথে যাইতে আশা ;
তবু কোন ক্রমে সংবরিতে না...
পরাণীর সে পিপাসা।
অনন্ত উপায় শেষে আশা মো...
লইয়া সে দিকে যায় ;
নিকটে আসিয়া অতি ধীরে ...
প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়ায়,
দেখি সেইখানে তনু অস্থি ...
প্রাণী এক বৃদ্ধ জরা,
শতগ্রন্থিময় বস্ত্র ধূলিপূ...
মলিন বপুতে পরা,
ধূলিপিণ্ডবৎ খাদ্য কিছু হা...
কণা কণা করি তায়,
বাঁটিছে সকলে চারি দিকে প্রা...
ঘোর কোলাহলে ধায়,
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল সদৃশ ছুটি...
যুবা বৃদ্ধ কত প্রাণী,
বিলম্ব না সয় বণ্টন করি...
কাড়ি লয় বেগে টানি ;
ক্ষুধানলে জ্বলে জঠর স...
কি করে অন্নের কণা,
পরস্পরে সবে কাড়াকাড়ি ক...
নিবারে ক্ষুধা আপনা।
কত যে করুণ শুনি ক্রন্দ...
কত খেদ-বাক্য হায়,
শুনে স্থিরচিত্তে বারেক যে ...
জনমে না ভুলে তায়।
দেখিলাম আহা কত শিশু ...
বিশুষ্ক পুষ্পের মত,
কত অন্ধ খঞ্জ রমণী ...
চেয়ে আছে অবিরত ;
অশ্রুজলে ভাসে গণ্ড বক্ষ ...
জনতা ভেদিতে চায়,
নিকটে যে আসে অন্ন-কণা ...
আললে বেরিয়ে তায়।

হায় কত জন অধীর ক্ষুধায়
নিরখি সেখানে ধায়,
দুর্ব্বলা অবলা শিশু-হস্ত হ'তে
অন্ন কাড়ি ল'য়ে খায়।
সে প্রাণি-মণ্ডলী কত যে অধৈর্য্য
কত যে কাতরে আসে,
করিয়া চীৎকার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
সেই বৃদ্ধ প্রাণি-পাশে।
কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ন কণা কণা
বণ্টন করে সে প্রাণী,
নিত্য খিন্ন ভাব সদাই আক্ষেপে
অতি কষ্টে কহে বাণী ;—
"কেন রে সকলে আইসে এখানে
কোথা আর অন্ন পাব,
বিধির বঞ্চনা তোদের লাগিয়া
বল আর কোথা যাব ;
এ পুরী-ভিতরে নাহি হেন স্থান
না করি যেথা ভ্রমণ ;
নাহি হীন বৃত্তি চৌর্য্য কিংবা ছল
না করি যাহা ধারণ ,
তবু নাহি ঘুচে কাঙ্গালের হাল
কি কব কপাল দুষ্ট,
কোথা পাব বল, আহার তোদের
বিধাতা আমারে রুষ্ট ;
কেন এ পুরীতে করিস্ প্রবেশ
ভুঞ্জিতে এ হেন ক্লেশ,
প্রাণি-রঙ্গভূমে ধনীর আশ্রয়
নহে কাঙ্গালের দেশ।"
তাপিত অন্তরে কহিনু আশায়
"আর না দেখিতে চাই,
এ পুরী-মহিমা গরিমা যতেক
এখানে দেখিতে পাই ,
দেও দেখাইয়া বাহিরেতে যায়
পুনঃ যাই সেই স্থান,
আসি যেথা হ'তে, দেখিয়া এ সব
অস্থির হয়েছে প্রাণ।"
মধুর-বচনে আশা কহে "কেন
উতলা হইছ এত,
দেখাইব তোরে বাসনা যেরূপ
যেথা তব অভিপ্রেত ;

কর্ম্মভূমি নাম শুন এ নগরী
কর্ম্ম গুণে ফলে ফল,
বালমতি তুমি বুঝিনু তোমার
অন্তর অতি কোমল ;
কঠিন ধাতুতে নির্ম্মিত যে প্রাণী
সেই বুঝে রঙ্গ এর,
প্রাণি-রঙ্গভূমে ভ্রমিতে আপনি
বিরিঞ্চি ভাবেন ফের ,
চল এই দিকে তব মনোমত
পদার্থ দেখিতে পাবে,
এ পুরী-ভ্রমণ- কৌতুক লহরী
তখন নাহি ফুরাবে।"
এত ক'য়ে আশা চলে আগে আগে
সভয়ে পশ্চাতে যাই ;
আসি কিছু দূর পুরী-মধ্যভাগে
অচল দেখিতে পাই।

চতুর্থ কল্পনা

যশঃশৈল—নিম্নভাগে প্রাণিসমাগম—আরোহণ-প্রথা—ভিন্ন ভিন্ন শিখর-দর্শন—ভিন্ন ভিন্ন যশস্বী প্রাণিমণ্ডলীর কীর্ত্তি-কলাপ-দর্শন—বাল্মীকির সহিত সাক্ষাৎ।

নিকটে আসিয়া নিরখি সুন্দর
অপূর্ব্ব শিখরশ্রেণী ;
শিখরে শিখরে কনক-প্রদীপ
যেন কিরণের বেণী।
শৈল-চারিদিকে তৃষিত নয়ন
প্রাণী লক্ষ লক্ষ জন,
কুসুমে গ্রথিত মাল্য মনোহর
শূন্যে করে উৎক্ষেপণ ,
ঘন ঘন ঘন হয় জয়ধ্বনি
ক্ষণেক নাহি বিশ্রাম,
যেন ঊর্ম্মিরাশি জলরাশি-অঙ্গে
গতি করে অবিরাম।
প্রাণিবৃন্দ আসি একে একে সবে
ক্রমে শৈলাঙ্গে যায়,

চূড়াতে জলিছে মাণিকের দীপ
সঘনে দেখিছে তায়।
সে অচলে হেরি ঘেরি চারিদিক্
প্রাণী আরোহণ করে,
আমূল-শিখর শৈল-অঙ্গে প্রাণী
অপরূপ শোভা ধরে!
চলে ধীরে ধীরে শিরে শিরে শিরে
অঙ্গে অঙ্গ পরশন,
অবিরত স্রোত প্রাণীর প্রবাহ
কৌতুক করি দর্শন;
শিলাতে শিলাতে পদ রাখি ধীরে
উঠিছে পরাণিগণ,
উঠিতে উঠিতে পড়ে কত জন
স্খলিত হয়ে চরণ;
বটফল যথা বৃক্ষ হ'তে সদা
খসিয়া পড়ে ভূতলে,
এথা সেইরূপে প্রাণী নিত্য নিত্য
খসিয়া পড়ে অচলে।
পড়িয়া উঠিতে কেহ নাহি পারে
কেহ বা আরোহে পুনঃ,
সে প্রাণি-প্রবাহ অবিচ্ছেদ-গতি
কখন না হয় উন।
লয়ে নিজ নিজ যে আছে সম্বল
উঠিছে যতনে কত,
শিখরে শিখরে কনক-প্রদীপ
নেহারে সুখে সতত।
উঠে প্রাণিগণ দীপ লক্ষ্য করি
শীত গ্রীষ্ম নাহি জ্ঞান,
মন্ত্র করি সার দেহ ভাবি ছার
পণ করি নিজ প্রাণ!
কাহার মস্তকে মণি-মুক্তারাশি
উপাধি কাহার শিরে,
কাহার সম্বল নিজ বুদ্ধিবল
অচলে উঠিছে ধীরে;
গ্রন্থ রাশি রাশি লয়ে কোন জন
কার করতলে তুলি,
কেহ বা ধরিছে যতনে কক্ষেতে
কাব্য-গ্রন্থ কতগুলি;
কেহ বা রূপের ডালি ল'য়ে ফিরে
চলেছে সুরূপা নারী।

চলেছে গায়ক নাটক বাদক,
বীণা বেণু-আদি-ধারী।
উঠিতে বাসনা করে না অনেকে
আসিয়া ফিরিয়া যায়,
নীচে হ'তে শূন্যে ফেলি ফুল-মালা
সেই অচলের গায়।
বহুজন পুনঃ করিয়া প্রয়াস
উঠিছে অচলদেশে,
পাই বহু ক্লেশ ফিরিয়া আবার
নামিয়া আসিছে শেষে।
জিজ্ঞাসি আশারে "প্রাণী-রঙ্গভূমে
কিবা হেরি এ অচল?"
আশা কহে "বৎস, যশঃশৈল ইহা
অতি মনোরম্য স্থল।
বাড়িল কৌতুক উঠিতে শিখরে
আনন্দে আগ্রহে যায়,
আগে আগে আশা চলিল সম্মুখে
অচলে পথ দেখায়;
উঠিতে উঠিতে শুনি শূন্য'পরে
সুমধুর ধ্বনি ঘন,
মস্তক-উপরে ঘুরিয়া যেমনি
সতত করে ভ্রমণ;
যেন শত বিনা বাজিছে এক
মিলিত করিয়া তান,
শ্রবণে প্রবেশ করিলে তখনি
পুলকিত করে প্রাণ।
শূন্যে দৃষ্টি করি রোমাঞ্চ শরীর
বিস্ময়ে ভাবিয়া চায়,
কিবা কোন যন্ত্র কিবা বাদ্য
কিছু না দেখিতে পাই।
হাসি কহে আশা "বৃথা আকিঞ্চন
দৃষ্টি না হইবে নেত্রে,
এ মধুর ধ্বনি নিত্য এইরূপ
নিনাদিত এই ক্ষেত্রে;
বীণা কি বাঁশরী কিংবা কোন
নিঃসৃত নহেক স্বর,
স্বতঃ বিনির্গত সুললিত
ভ্রমে নিত্য গিরিপর;
সদা মনোহর বায়ুতে বায়ুতে
কেবল ঝঙ্কার করি,

কমলের দল বেষ্টিয়া যেমন
ভ্রমর ভ্রমে গুঞ্জরি।"
শুনিতে শুনিতে আশার বচন
ক্রমশঃ অচলে উঠি,
যত উর্দ্ধে যাই তত সুমধুর
ধ্বনি ভ্রমে সেথা ছুটি।
ছাড়ি অধোদেশ উঠিনু যখন
মধ্যভাগে গিরিকায় ;
শরীর পরশি ধীরে ধীরে ধীরে
বহিল মৃদুল বায় !
সে বায়ুতে মিশি সুমধুর ঘ্রাণ
করিল আমোদময় ;
যেন সে অচল সুরভি মধুর
সৌগন্ধে ডুবিয়া রয় ;
অগুরু চন্দন জিনিয়া সে গন্ধ
পুষ্পগন্ধ যেন মৃদু ;
মরি কি মধুর মনোহর যেন
দেবের বাঞ্ছিত মধু।
ভ্রমিছে সে গন্ধ ঘেরিয়া অচল
প্রতি শিখরের চূড়ে ;
ছুটিছে পবনে সে ঘ্রাণ নিয়ত
কতই যোজন যুড়ে ;
নাহি হয় হ্রাস ক্রমে যত যাই
ক্রমে বৃদ্ধি তত হয়,
নাসারন্ধ্র যেন ঘ্রাণপূর্ণ করি
প্রাণ করে মধুময়।
সেই গন্ধে মজি শুনি সেই ধ্বনি
ভ্রমি সে অচলপ'রে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত কি অদ্ভুত
দেখি চক্ষে সুখভরে ;
নিরখি তাহার কোন বা শিখরে
প্রাণী বসি কোন জন,
অসুর সুসাধ্য অসম্ভব ক্রিয়া
নিমিষে করে সাধন ;
কোন গিরিচূড়ে বসি কোন প্রাণী
মণি দণ্ড হেলাইছে,
ক্ষণপ্রভা তার বশবর্ত্তী হ'য়ে
চরাচর ঘুরিতেছে ;
কোন বা শিখরে বসি কোন জন
তোলে ভোগবতী-জল,
কেহ বা করেতে আকর্ষণ করি
ঘুরায় বিশ্বমণ্ডল,
কেহ বা নক্ষত্র গ্রহ, ধূমকেতু
ধরিয়া দেখায় পথ,
লক্ষ্য করি তাহা শূন্যমার্গে উঠে
ভ্রমে সবে চক্রবৎ,
কেহ বা ভেদিয়া সূর্য্যের মণ্ডল
আচ্ছাদন-খুলে ফেলি,
আনন্দে দেখিছে বাষ্প সরাইয়া
নিবিড় বিদ্যুৎ-কেলি,
কেহ শূন্য হৈতে পাড়ি চন্দ্র-তারা
করতলে রাখে ধরি,
পুনঃ ছাড়ি দেয় সর্ব্ব অঙ্গ তার
সুখে নিরীক্ষণ করি ;
দেখি কোন চূড়া উপরে বসিয়া
সুদিব্য-মূরতি প্রাণী,
তন্ত্রী বাজাইয়া মনের আনন্দে
ঢালিছে মধুর বাণী ;
কোন শৃঙ্গে হেরি প্রাণী কোন জন
মস্তকে কাঞ্চনময়,
জ্বলিছে মুকুট শিখর উপরে
হয় যেন সূর্য্যোদয় ;
হেরি দিব্য মূর্ত্তি দিব্যাসনোপরে
প্রাণী বৈসে কোথা সুখে,
ধক্ ধক্ করি হীরা-খণ্ড সদা
প্রদীপ্ত হইছে বুকে,
হেরি কত ঋষি স্থির শান্ত প্রাণ
বসিয়া অচল-অঙ্গে,
গ্রন্থ করে পাঠ যেন ধ্যান ধরি
ভাসিছে ভাব-তরঙ্গে।
হেরি অপরূপ অচল-প্রকৃতি
প্রাণিগণ যত উঠে,
ছাড়ি মধ্যদেশ স্থির হয় যেথ
সেইখানে পদ্ম ফুটে।
তখনি শিখরে হয় শঙ্খনাদ
দশ দিক্ শব্দে পূরে,
অচল-শরীর কাঁপায়ে নিনাদ
প্রবেশে অমরপুরে।
প্রাণী সেই জন এবে দিব্য মূর্ত্তি
বৈসে চারু পুষ্পময়,

চড়ে অঙ্গ যত ... -অঙ্গে
পূজে তারে নিরন্তর।
স্তবকে স্তবকে সে ভূধর-অঙ্গে
কত হেন পদ্মফুল,
উপরে উপরে দেখিলাম রঙ্গে
কৌতুকে হ'য়ে আকুল।
বিস্ময়ে তখন জিজ্ঞাসি আশারে
আশা মৃদুভাসে কয়,
"ত্যজে জীবলীলা প্রাণী যে এখানে
এই ভাবে হেথা রয়।
প্রাণি-রঙ্গভূমে জানাতে বারতা
হয় শূন্যে সিংহনাদ,
শিখর-উপরে আইসে দেবগণ
করিয়া কত আহ্লাদ।
এই যে দেখিছ প্রাণী যত জন
পদ্মাসনে আছে বসি,
ধরার ভূষণ প্রলয়ে অক্ষয়
মানব-চিত্তের শশী।
দেখ গিয়া কাছে তব পরিচিত
প্রাণী এথা পাবে কত,
বদন হেরিয়া করিয়া আলাপ
পূর্ণ কর মনোরথ।"
একে একে আশা কাণে কহি নাম
চলিল দেখায়ে রঙ্গে,
পুলকিত তনু দেখিতে দেখিতে
চলিনু তাহার সঙ্গে।
ব্যাস, কালিদাস, ভারবী প্রভৃতি
চরণ বন্দনা করি,
শঙ্কর-আচার্য্য খনা লীলাবতী
মূর্ত্তি হেরি চক্ষু ভরি।
উঠিনু সেখানে যেখানে বসিয়া
বাল্মীকি অমরপ্রায়,
আনন্দে বাজায়ে সুমধুর বীণা
শ্রীরামচরিত গায়।
দেখিয়া আমারে অমর ব্রাহ্মণ
দয়ার্দ্র-মানস হ'য়ে,
দিলা পদধূলি স্বদেশী জানিয়া
আশু শিরোঘ্রাণ ল'য়ে।
জিজ্ঞাসিল ত্বরা অযোধ্যা-বারতা
কেবা রাজ্য করে তায়,

ভারতীর পুত্র কেবা আর্য্যকুলে
তাঁহার বীণা বাজায়।
কোন্ বীরভোগ্যা এবে আর্য্যভূমি
কোন ক্ষত্রী বলবান,
দৈত্য-রক্ষঃকুল করিয়া দমন
রক্ষা করে আর্য্যমান।
কোন্ আর্য্যসুত যশঃ-প্রতাপগুণে
স্বদেশ উজ্জ্বল মুখ,
দ্বিতীয় জানকী হৈয়ে কোন্ নারী
স্নিগ্ধ করে পতি-বুক;
কেবা রক্ষা করে বেদবিধি ধর্ম্ম
কোন্ বুধ মহামতি,
ব্রাহ্মণকুলের তিলকস্বরূপ
সাধন করে উন্নতি;
কত এইরূপ জিজ্ঞাসে বারত
শুধাইয়া বারংবার,
কি দিব উত্তর ভাবিয়া না পা
চক্ষে বহে নীরধার।
হেরে অশ্রুধারা করুণ-বাক্যে
ঋষি অতি ব্যগ্র মন,
আগ্রহে আবার অতি সযতে
কৈলা মোরে সম্ভাষণ।
কহিনু তখন "কি বলিব ঋ
কি দিব সংবাদ তার—
তোমার অযোধ্যা তোমার কো
সে আর্য্য নাহিক আর;
ডুবেছে এখন কলঙ্ক-সলি
নিবিড় তামসী তার,
সে ধনু-নির্ঘোষ সে বীণা-ঝঙ্কার
আর না কেহ শুনায়।
নিস্তেজ হয়েছে দ্বিজ, ক্ষত্রকুল
বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব গিয়া,
ভাসে পুণ্যভূমি অকূল পাথারে
পরমুখ নিরখিয়া।
সে বচন শুনি আর্য্য-ঋষিমুখ
ধরিল যে কিবা ভাব,
কি যে ভয়ঙ্কর ধ্বনি চতুর্দ্দিক
আর্য্যমুখে ঘনস্রাব;
ভাবিতে সে কথা এখন(ও) হৃদ

অন্তরে অঙ্কিত রবে চিরদিন
বাণীতে প্রকাশ্য নয়,
যত ছিল সেথা আর্য্য-কুলোদ্ভব
মহাপ্রাণী মহোদয়,
ঘোর বজ্রাঘাতে একবারে যেন
আকুলিত সমুদয়।
সে দুঃখ দেখিয়া দেখিয়া সে ভাবে
আর্য্যসুতে চিন্তাকুল;
তুলিয়া দর্পণ আশা কহে "ইথে
চাহি দেখ আর্য্যকুল।
দেখ রে দর্পণে ভবিষ্যতে পুনঃ
ভারত কিরূপ বেশ,
দেখে একবার প্রাণের বেদনা
ঘুচাব রে মনের ক্লেশ।"
দেখিলাম চাহি যেন পূর্ব্বদিক
জলিছে কিরণময়,
ভারতমণ্ডল সে কিরণে যেন
প্রদীপ্ত হইয়া রয়।
ভারত-জননী যেন পুনর্ব্বার
বসিয়াছে সিংহাসনে,
ফুটিয়াছে যেন তেমতি আবার
পূর্ব্বতেজ হাস্যাননে।
ঘেরিলা তাহারে নব আর্য্য-জাতি
কিরীট কুণ্ডল তুলি,
পরাইছে পুনঃ ভূষণ উজ্জ্বল
ঝাড়িয়া কলঙ্ক-ধূলি।
নবীন পতাকা তুলিয়া গগনে
ছুটেছে আবার দূত,
ভুবন-ভিতরে করি ঘন নাদ
বদনে প্রশস্তা অদ্ভুত।
দিক্‌দশবাসী মানবমণ্ডলী
আনি সপ্ত সিন্ধুজল,
করে অভিষেক বলে উচ্চনাদে
জাগ্রত আর্য্যমণ্ডল।
পশ্চিমে উত্তরে হয় ঘোর-ধ্বনি
আনন্দ-সঙ্গীত গায়,
উঠে সিন্ধুবারি ভারত প্রক্ষালি
আবার গর্জ্জিয়া যায়;
উঠে হিমাদ্রি পুনঃ শূন্য ভেদি
[illegible] বিজয় রবি.

ছুটে পুনরায় জাহ্নবী যমুনা
গভীর সলিলে ভরি।
আনন্দে আবার ভারত-সন্তান
বীণা ধরে করতলে,
আবার আনন্দে বাজায়ে দুন্দুভি
বসুন্ধরা-মাঝে চলে।
দেখে সে দর্পণে অপূর্ব্ব প্রতিমা
হরষ-বাষ্পেতে আঁখি,
পূরিল অমনি ফুটিল বাসনা
হৃদয়ে তুলিয়া রাখি।
দেখিতে দেখিতে সে দর্পণ ছায়া
আরো উর্দ্ধভাগে যাই,
স্তরে স্তরে যেন হেরি সে ভূধর
উঠে শূন্যে যত চাই।
আশা কহে "বৎস, কত দূর যাবে
নাহি পাবে এর পার,
যত দূর যাবে তত দূর ক্রমে
শৃঙ্গ পাবে অগ্র আর।"
আশার বচনে ক্ষান্ত হ'য়ে ফিরি
পুনঃ সে অচল-অঙ্গে,
নামি কিছু দূর নিরখি যেখানে
সুকবি কল্পনে রঙ্গে।
পদতলে তার দেখি মনসুখে
বসিয়া ভারত দ্বিজ,
বাজাইছে বাঁশী মধুর স্বরবে
ছড়াইয়া রস নিজ!
ক্রমে ভূমিতলে অবতরি পুনঃ
তবু যেন প্রাণ মন,
করে আকিঞ্চন গিরিতলে থাকে
সুখে আর কিছুক্ষণ!
যথা নীড় হৈতে করিয়া হরণ
অরণ্যে পক্ষীশাবক,
দ্রুতবেগে গতি করে গৃহমুখে
দুরন্ত কোন বালক।
তখন যেমন সেই পক্ষীশিশু
চায় দুঃখে নীড়পানে,
কাকলি করিয়া মৃদু আর্ত্তস্বরে
আকুলিত হয় প্রাণে।

সেই ভাবে এবে ফিরিয়া ফিরিয়া
অচল-শিখরে চাই,
মুকুট উজলি জলে হেম-দীপ
হেরিতে হেরিতে যাই।

পঞ্চম কল্পনা

স্নেহ, ভক্তি, বাৎসল্য, প্রণয় প্রভৃতির নিবাসে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই অঞ্চল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়—কর্ম্মক্ষেত্র এবং স্নেহাদি অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তিনী নদী—তদুপরিস্থিত পরিণয়সেতু—তাহাতে প্রাণিগণের গতি বিধি।

কর্ম্মক্ষেত্র এবে করি পরিহার
আশার সহিত পরে
উপনীত হই আসি এক স্থানে
নিরখি আনন্দভরে—
নব-দূর্ব্বাময় ভূমি সমতল
বিস্তার বহুল দূর,
প্রান্তভাগ তার পড়েছে ঢলিয়া
নীল নভঃ সুমধুর।
তরুণ তপন তরুর শিখরে
ঘন চিকি চিকি করে,
শাখা বল্লী যেন ভাস্বরশ্মি মাখি
ঢুলিছে সুখের ভরে,
প্রফুল্ল ভাস্কর কিরণ প্রকাশি
প্রফুল্ল করেছে বন,
মৃদুতর তাপ পরশি শরীর
স্নিগ্ধ করে অনুক্ষণ।
হেমন্ত-প্রভাতে যেন সুমধুরে
সূর্য্যের মৃদুল ভাতি,
সুখে ভুঞ্জে লোক আলোকে বসিয়া
কিরণে শরীর পাতি।
এথা সেইরূপ পশু পক্ষী প্রাণী
ভ্রমে সুখে নিরন্তর,
অঙ্গেতে মাখিয়া স্নিগ্ধ নিরমল
উজ্জ্বল ভানুর কর।
চারিদিকে কত নেহারি সেখানে
নিজ নিজ বৎস ল'য়ে গাভী মেষ
নিরন্তর সুখে চরে।
শস্য নানা জাতি ক্ষিতি-শোভাকর
বীজ পুষ্প ধরি কোলে,
কিরণে ডুবিয়া পবন-হিল্লোলে
হেলিয়া হেলিয়া দোলে।
নিরখি চৌদিকে কৌতুকে সেখানে
শস্যস্তম্ভ নতশির,
কাঞ্চন-বরণ মঞ্জরি পরিয়া
ভূষণ যেন মহীর।
মনোহর চিত্র যেন সেই স্থান
চিত্রিত ধরণীবুকে,
কিরণে সুন্দর চলে পথ বহি
প্রাণী সেথা কত সুখে।
চলি কত পথ ক্রমে এইরূপে
আসি শেষ কত দূর,
নিরখি সম্মুখে চমকিত চিত
সুসজ্জ গৃহ প্রচুর,
শোভে সৌধরাজি অভ্র-অঙ্গে যেন
চিত্রিত সুন্দর ছবি,
রঞ্জিত করিয়া তাহে যেন সুখে
কিরণ ঢালিছে রবি।
দেবালয় সব সেই সৌধ-বাজি
সুরচিত মনোহর,
স্তরে স্তরে স্তরে অবিমুক্ত শ্রেণী
শোভিছে তটের পর।
চলিছে তরঙ্গ খরতর বেগে
ভিত্তি প্রক্ষালন করি,
উঠিছে পড়িছে আবর্ত্তে ঘুরিছে
সূর্য্য-প্রভা জটে ধরি,
ছল ছল ছল ছুটিছে তটিনী
কুল কুল কুল নাদ,
থর থর থর কাঁপিছে সলিল
ঝর ঝর ঝরে বাঁধ;
ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘুরিছে আবর্ত্ত
কর্ কর্ কর্ ডাক,
লপট ঝপট ঝাঁপিছে তরঙ্গ
ধমক ধমক থাক;
নব জলধর সলিল-বর্ষে
কিরণ ফুটিছে তায়;

ফুটিতে ফুটিতে ছুটিতে ছুটিতে
সৈকতে হিল্লোল ধায়,
তটে দেবালয় জলে ঢেউ খেলা
রৌদ্র-খেলা তার সঙ্গে,
আনন্দে নিরখি নয়ন বিস্ফারি
দেখি সে কতই রঙ্গে।
দেখি মনোহর নীরব উপর
সেতু বিরচিত আছে,
যুগল যুগল পরাণী সেখানে
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে,
দেবালয় যত কত যে সুন্দর
অসাধ্য বর্ণন তার,
উচ্চে বেদধ্বনি প্রতি দেবালয়
শুনে সুখ দেবতার।
সদা শঙ্খ ঘটা সুমঙ্গল ধ্বনি
হয় মন্ত্র উচ্চারণ,
চন্দন-চর্চ্চিত কুসুমের ঘ্রাণে
প্রফুল্লিত করে মন।
স্তব-স্তোত্র পাঠ জয় জয় নাদ
সর্ব্বত্র উঠে গম্ভীর,
বিধাতার নাম ভক্তকণ্ঠ-শ্রুত
রোমাঞ্চ করে শরীর।
য় নিত্য নিত্য গীত-বাদ্যধ্বনি
কত মত মহোৎসব,
নিয়ত সেখানে ধ্বনিত কেবল
সুখদ আনন্দ-রব।
হাস্য বদন প্রাণী কত জন
প্রতি দেবালয়-দ্বারে,
জি অভিপ্রেত দেব নিজ নিজ
উপনীত সেতু-ধারে;
সতুমুখে প্রাণী দেখি কত জন
ধানদূর্ব্বা ল'য়ে হাতে,
াশীর্ব্বাদ করি করিছে পরশ
পথিকমণ্ডলী-মাথে।
য়া দূর্ব্বা-ধান ধরি করে করে
দুই দুই সুখী প্রাণী,
নেক পুরুষ রমণী অনেক
বদ্ধ করে উভপাণি;
দে গন্থি দৃঢ় অঞ্চলে অঞ্চলে
শুভ বিধি দৃষ্টি শুভ,

খুলিয়া অঙ্গুরী পরায় অঙ্গুলে
শুচিমনে উভে উভ;
অগ্নি সাক্ষী করি মাল্য করে দান
কণ্ঠে কণ্ঠে এ উহার,
করিছে প্রতিজ্ঞা উভয়ে আনন্দে
সেতু হৈবে দোঁহে পার।
এইরূপে বাহু বাহুতে বাঁধিয়া
প্রাণী দোঁহে সেতু'পর,
উঠিছে আনন্দে প্রকম্পিত বুক
প্রস্ফুট সুখে অন্তর।
কত হেন রূপ নিরখি কৌতুক
মনসুখে নিরন্তর,
উঠিছে দম্পতী হাসিতে হাসিতে
বিচিত্র সেতুর পর।
আশা কহে "বৎস, সম্মুখে তোমার
দেখ সে সুন্দর সেতু,
আমার কাননে কৌশলে রচিত
কেবল সুখের হেতু,
পরিণয়-সেতু নামে পরিচিত
এ কানন-মাঝে ইহা,
আসে ইথে লোক মিটাইতে শেষে
কানন-ভ্রমণ-স্পৃহা।
এই সেতু বাহি দম্পতী যে কেহ
পারে হৈতে নদী পার,
এ কানন-মাঝে আছে যত সুখ
নিত্য প্রাপ্তি হয় তার।
দেখিছ যে অই নদী অন্য পারে
দিব্য উপবন যত,
প্রবেশিতে তায় আমার কৌশলে
আছে মাত্র এই পথ।
সদা প্রীতিকর, সতত সুন্দর
অই সব উপবন,
পবিত্র নির্ম্মল অতি রম্যস্থল
প্রাণীর শান্তি-কানন।
বিচিত্র গঠন অপূর্ব্ব কৌশলে
সেতু বিরচিত এই,
সেই হয় পার নিগূঢ় সন্ধান
বুঝেছে ইহার যেই।"
এত ক'য়ে আশা আমারে লইয়া
সেতু কৈল আরোহণ,

সেতু-মুখে সুখে নবীন আনন্দে
কৌতুকে করি গমন।
দুই ধারে দেখি রঞ্জিত বসন
ভূষিত সুন্দর সেতু,
বসন্ত-বায়ুতে স্তম্ভে স্তম্ভে তাহে
উড়ে শ্বেত পীত কেতু।
গ্রথিত সুন্দর বন্ধনে বিবিধ
সজ্জিত কেতনকুলে,
স্তম্ভ মাঝে মাঝে নবীন পল্লব
মঞ্জরী সহিত দুলে।
বহিছে মৃদুল মৃদুল পবন
পড়িছে শীতল ছায়া,
মধুপ্রিয় পাখী বসিয়া পল্লবে
কিরণে ঝাড়িছে কায়া।
উঠে চারুবাস বায়ু আমোদিয়া
চলিতে চলিতে যায়,
চলে প্রাণিগণ মুগ্ধ নবরসে
বায়ু-গন্ধে স্নিগ্ধকায়।
সেতুমুখে হেন যাই কত দূর
পাই পরে মধ্যস্থান,
ঘোর রৌদ্রতাপ সেথা খরতর
উত্তাপে আকুল প্রাণ!
উত্তপ্ত বালুকা প্রচণ্ড কিরণে
করে দগ্ধ পদতল,
শুষ্ক কণ্ঠ তালু আকুল তৃষ্ণায়
প্রাণিগণ চাহে জল।
নীচে ভয়ঙ্কর বহে বেগগতি
স্রোতস্বতী কোলাহলে,
ঘন ঘূর্ণিপাক ভীষণ গর্জ্জন
তীব্রতর বেগে চলে!
মাঝে মাঝে মাঝে ভূকম্পনে যেন
সেতু করে টল টল,
ঘন হুহুঙ্কার বহে মাঝে মাঝে
দুরন্ত ঝটি প্রবল।
অস্থির চরণ প্রাণী কত এবে
মুখে প্রকাশিত ভয়,
চঞ্চল নয়ন, অস্থির শরীর
চলে কষ্টে সেতুময়।
যথা ঝড়ে ঝড়ে উৎপীড়িত বন
যতেক বিহঙ্গচয়,
ছিন্ন-ভিন্ন দেহ রুক্ষ শুষ্ক পাখা
অস্থির শরীর হয়।
আকুল নয়ন চাহে চতুর্দ্দিকে
চঞ্চুপুট ভয়ে জড়,
শূন্য কলরব ঘন তরুশাখা
নখে নখে ধরে দড়।
কত পড়ে তলে ভগ্ন শাখাসহ
ভগ্ন পাখা ভগ্ন পদ,
পড়ে পুনঃ কত হ'য়ে গত জীব
চঞ্চুবিদ্ধ করি ছদ।
শত শত প্রাণী এথা সেই ভাবে
সেতু হৈতে পড়ে জলে,
সেতু-কম্পে কেহ, কেহ পিপাসায়
কেহ ঝটিকার বলে।
পড়ে একবার না পারে উঠিতে
বিষম তরঙ্গে ভাবে,
কত জন হেন পুনঃ কত জন
তলগামী হয় ত্রাসে।
কদাচ কখন ভাসিতে ভাসিতে
কেহ আসি লভে কূল,
কপালে যাদের ঘটে এ ঘটন
দৈব সে তাহার মূল।
কতই পরাণী নিরখি চমকি
ভাসিছে নদীর জলে,
সেতুমুখস্থিত প্রাণিগণ সবে
দেখে তাহে কুতূহলে।
কেহ ভাসে একা কেহ বা যুগল
নদীর আবর্ত্তে ঘুরে,
ভাসে নদীময় প্রাণী স্ত্রী-পুরুষ
দুকূল আক্ষেপে পূরে।
আসি কত জন তটের নিকটে
ক্ষণে বাড়াইছে হাত,
বালি-মুঠি ধরি পুনঃ ঘূর্ণিজলে
ঘুরে পড়ে অকস্মাৎ।
ভাসে এইরূপে প্রাণী কত জন
সেতু হৈতে পড়ি নীরে,
চলে অন্য প্রাণী সেতুর উপরে
দেখিতে দেখিতে ধীরে।
দেখিয়া দুঃখেতে ভাবিতে ভাবিতে
আরো কত দূর যাই,

ছাড়ি মধ্যভাগ ক্রমশ আসিয়া
সেতুপ্রান্ত শেষে পাই।
এখানে নিরখি অতি মনোহর
আবার শীতল ছায়া।
পড়েছে সেতুতে পরশি তখনি
শীতল হইল কায়া।
পড়িছে যে এত প্রাণী নদী জলে
তবু হেরি সেইস্থানে.
লক্ষ লক্ষ জন চলেছে আনন্দে
সদা প্রফুল্লিত প্রাণে।
চলে চিত্ত-সুখে সদা তৃপ্ত মন
অক্ষুণ্ণ শান্ত হৃদয়.
মধুমক্ষি সম সে বনে তাহারা
করয়ে মধু সঞ্চয়।
কেন যে বিধাতা স৺ার ভাগ্যেতে
এ ফল নাহিক দিল।
কেন এত জনে বিমুখ হইয়া
বিপাক-স্রোতে ফেলিল।
কেন বা যে হেন সেতুর নির্ম্মাণ
রচিত এত কৌশলে।
কেন এত প্রাণী উঠিয়া সেতুতে
মগ্ন হয় পুনঃ জলে।
এইরূপে চিন্তা ধরি চিত্তে নানা
আশার সহিত যাই,
সেতু হয়ে পার প্রাণী শান্তিবন
হাসিছে দেখিতে পাই।

ষষ্ঠ কল্পনা

প্রেমোদ্যান—তাহাতে ভ্রমণ—অপূর্ব্ব তরু-পুষ্প দর্শন—সতী-নির্ঝর—প্রণয়ের মূর্ত্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ।

যথা যবে ঋতু সরস বসন্ত
প্রবেশে ধরণী-মাঝে,
শোভে তরুলতা ধরি চারুবেশ
নবীন-পল্লব সাজে;
ঝরে ধীরে ধীরে পত্র পুরাতন
ছাড়িয়া বিটপী-অঙ্গ,
চারু কিশলয় প্রকাশিত ধীরে
পাইয়া মলয় সঙ্গ।
নব চারু মুগ্ধ কিশলয় যত
হরিত-বরণ শাখা,
পরিয়া সুন্দর মঞ্জরী মধুর
বিকাশে তরুর শাখা।
সে বসন্ত কালে যথা অপরূপ
আনন্দ উথলে মনে,
হৃদয়ে অব্যক্ত সুখের প্রবাহ
প্রকাশ্য নহে বচনে;
এখানে প্রবেশি তেমতি আনন্দ
উপজে হৃদয়ময়,
শীত স্নিগ্ধ রস যেন সে এখানে
বায়ুতে মিশ্রিত রয়;
উদ্যান রচিত দেখি চারিদিক্
প্রকাশিত চারু ছবি,
স্তবকে স্তবকে সাজিছে সুন্দর
বিবিধ শোভা প্রসবি;
অতি মনোহর উদ্যানে সে সব
পার্শ্বে পার্শ্বে অবস্থিতি,
অঙ্গে অঙ্গে মিশি মধুচক্রে যেন
অপূর্ব্ব বিন্যাস-রীতি,
প্রবেশের মুখ পৃথক সকল
তথাপি মিলিত সব,
প্রতি উপবনে নব নব ঘ্রাণ
সদা হয় অনুভব।
আশা কহে "বৎস আমার কাননে
স্থির শান্তি এই বেশ,
ভ্রমিলে এখানে কিছু কাল সুখে
ভুলিবে পথের ক্লেশ।
দেখ ভিন্ন ভিন্ন যত উপবন
ভিন্ন ভিন্ন স্নেহ-স্থান।
সৌহার্দ্দ্য, প্রণয় প্রভৃতি সে রস
সদা স্নিগ্ধ করে প্রাণ।
উচ্চ কোলাহল কটু তিক্ত স্বর
না পাবে শুনিতে এথা,
ধীরে ধীরে গতি ধীর মিষ্ট ভাষা
এখানে প্রাণীর প্রথা;
সবে সত্যবাদী সবে সত্য ভাব
পরিসক্ত প্রাণে প্রাণে,

এখানে প্রাণীরা দ্বেষ হিংসা ছল
কেহ কভু নাহি জানে।
এখানে নাহিক ষড়ঋতু ভেদ
সমভাবে সূর্য্যোদয়,
আমার কাননে স্নেহময় প্রাণী
এই স্থানে তারা রয়।"

এত ক'য়ে আশা প্রণয়-কাননে
হাসিয়া করে প্রবেশ,
অতুল আনন্দে মাতিল হৃদয়
হেরিয়া মধুর দেশ।
লতা-গৃহ সেথা হেরি চারি ধারে
অপূর্ব্ব কিরণময়,
অমরাবতীতে যেন দেব-গৃহ
তারকা-ভূষিত রয়।
পুষ্পময় পথ মৃত্তিকা পরশ
নাহি হয় পদতলে,
তরু হৈতে স্বতঃ চারু সুকুমার
পুষ্প হ'তে বৃষ্টি ছলে।
প্রতি গৃহদ্বারে সুখে চক্রবাক
চকোর ভ্রমণ করে।
বায়ুর হিল্লোলে নিরবধি যেন
সুধাধারা সেথা ঝরে।
শোভে তরুরাজি সে প্রদেশময়
ধরে অপরূপ ফল,
অপূর্ব্ব প্রকৃতি অবনী-ভিতরে
নাহিক তাহার তুল,
যতক্ষণ থাকে শাখার উপরে,
শোভামাত্র দৃষ্টি তার,
মধুর সৌরভ বহে সে কুসুমে
গাঁথিলে হৃদয়ে হার,
আপনি গ্রথিত হয় সে কুসুম
বৃন্তে বৃন্তে শত যুড়ে,
কিন্তু পুনঃ আর নাহি যুগ্ম হয়
বারেক যদ্যপি তুড়ে।
প্রতিক্ষণে ধরে নব নব ভাব
নবীন মাধুরী তায়,
নেহারি আনন্দে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
নূতন পত্র ছড়ায়,
প্রতিক্ষণে তাহে নবীন সৌরভে
নবীন পরাগ উঠে,
আসিলে নিকটে আপনা হইতে
তরু ছাড়ি হৃদে লুটে।
কত তরু হেন নিরখি সেখানে
শ্রেণীবদ্ধ দলে দলে
ভ্রমে সুখে কত যুগল পরাণী
নিয়ত তাহার তলে,
করতল পাতি তরুতলে যায়
সেই মনোহর ফুল,
পড়ে কত তায় পরাণী সকলে
আনন্দে হয় আকুল;
পাতিয়া অঞ্চল দাঁড়ায় দু'জনে
গিয়া কোন তরুমূলে
মুহূর্ত্ত ভিতরে পরিপূর্ণ তাহা
হয় মনোমত ফুলে।
প্রতি তরুতলে ভ্রমে দুই প্রাণী
তরু বৃষ্টি করে ফুল,
যেন বা আনন্দ হেরিয়া তাদের
আনন্দিত তরুকুল।
যথা সে পবিত্র কণ্বের আশ্রম
হেরে শকুন্তলা-সুখ;
শাখা নত করে পুষ্প ছড়াইল
ফুল-তরু ফল্ল-মুখ;
সেইরূপ হেরি প্রণয়ী যখন
আসে এথা তরুতলে,
তরু নত-শিরে করে আশীর্ব্বাদ
বরষি কুসুমদলে।
সে ফুলের মালা পরিয়া গলায়
প্রণয়-প্রফুল্ল প্রাণ,
হেরি কত প্রাণী ভ্রমিছে সেখানে
লভিয়া কুসুম-ঘ্রাণ,
চাঁপা ফুল হেন বরণের শোভা
সুন্দর মলিন আঁখি,
চলে কত বামা বল্লভের দেহে
সুখে বাহুলতা রাখি।
কোন সে যুবক চলে মনসুখে
বাঁধি নিজ ভুজপাশে,
কমল-কোরক সদৃশ তরুণী
অর্দ্ধস্ফুট মৃদু হাসে।
চলেছে সোহাগে কোন বা সুন্দরী
ফুল্ল-বিকসিত ছবি,

লোহিত সুন্দর গণ্ডে প্রস্ফুটিত
গুলাবরঞ্জিত রবি ;
আহা কোন রামা স্মিতচারুমুখী
প্রণয়ীর বাহুমূলে,
চন্দ্রকরমাখা সেফালিকা যেন
চলেছে গুণ্ঠন খুলে।
কাহার বদনে ফুটিয়া পড়েছে
মধুর মৃদুল হাস,
সহকার কোলে সরস মঞ্জরী
বসন্তে যেন প্রকাশ।
চলেছে মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটিতে
কোন রামা মনসুখে,
পূর্ণ ষোলকলা যৌবনে প্রকাশ
আড়ে হেরি প্রিয়মুখে।
প্রিয় চারু করে রাখি নিজ কর
প্রফুল্ল উৎপল যেন,
চলেছে চঞ্চল পঙ্কজ-নয়না
আহা কত রামা হেন।
নীলপদ্ম যেন ভ্রমে কত নারী
মধুর মাধুরী ধরি,
সুখিনী মহিলা প্রিয়-অঙ্গে অঙ্গে
সুখে সুমিলন করি।
দেখি স্থানে স্থানে কৌতুকে সেখানে
কত উৎস মনোহর,
সুধার সঙ্কাশ সলিল ছড়ায়ে
পড়িছে সহস্র ঝড়,
পড়িছে নির্ঝর মরি বে তেমতি
চারিধারে ধীরে ধীরে,
পুরাণে লিখন জাহ্নবী যেমন
জটায় শিবের শিরে।
কোথা সে ভূতলে ভূপতি-ভবনে
শ্বেত-শিলা বিরচিত,
ক্রীড়া-উৎস নব মহিষী-মোহন
মাণিক্য-স্বর্ণ-মণ্ডিত!
উঠিছে নির্ঝর সে কাননময়
নিত্য ক্ষিতিতল ফুটে ;
শত-ধারা হয়ে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া
পুষ্প যেন পড়ে ফুটে।
নীল কৃষ্ণ শ্বেত আদি বর্ণ যত
নিন্দিত করি শোভায়,

প্রতি ধারা অঙ্গে কত রঙ্গে তাহে
অপূর্ব্ব বর্ণ ছড়ায়।
ঝরিছে নির্ঝর ধারা হেন কত
প্রণয় অঞ্চল অঙ্গে,
দেখিলে নয়নে ফিরিতে না চায়
নেহারে তুলিয়া বঙ্গে।
ফুটে কত ফুল ঘেরি উৎস সব
অমর-নন্দন-ভাতি,
নন্দনে তেমন বুঝি বা সুন্দর
নাহি পুষ্প হেন জাতি।
অতুল সৌন্দর্য্য সে সব কুসুমে
নাহি কভু বৃদ্ধি হ্রাস,
নিরবধি শোভা ফুটে সমভাবে
নিরবধি ছুটে বাস।
অতি শূন্য-গামী চকোর প্রভৃতি
স্বর্গীয় বিহঙ্গ যত,
মৃদু কলস্বরে ধারা ধারে ধারে
সুখে ভ্রমে অবিরত।
হেরি কত প্রাণী আসি উৎস পাশে
ধারা-জলে করি স্নান,
নিমেষ-ভিতরে নির্ম্মল শরীর
ধরে সুধাসম ঘ্রাণ।
হেরি কত পুনঃ পরাণী বিস্ময়ে
পরশনে সেই বারি,
পাষাণ হইয়া হারায় সংবিৎ
চলিতে চিন্তিতে নারি।
কত যে পুরুষ হেরি হেন ভাব
নিশ্চল নির্ঝর-পাশে,
কত যে রমণী পাষাণ-মূরতি
চক্ষুজলে সদা ভাসে।
চিন্তিয়া না পাই কারণ তাহার
আশারে জিজ্ঞাসা করি,
কেন সে প্রাণীরা সলিল পরশে
থাকে হেন ভাব ধরি?
হাসি কহে আশা "শুন রে বালক
অতি শুচি অই জল,
পবিত্র মানস প্রাণী যেই জন
পরশি হয় শীতল।
অপবিত্র দেহ অপবিত্র প্রাণ
যে ইহা পরশ করে,

তখনি সে জন সলিল-মাহাত্ম্যে
পাষাণ-মূরতি ধরে ;
কাঁদে চিরকাল এই ভাবে সদা
চলৎশকতি-হীন ,
অনুতাপ হেরে অন্য প্রাণী যত
স্নিগ্ধ হয় অনুদিন ।
সতী-ঝর নামে এ সব নির্ঝর
সুপবিত্র বারি অতি,
পরশে যে নারী সলিল ইহার
লভে যশঃ নাম সতী ।
পুরুষ যে জন করে ইথে স্নান
জিতেন্দ্রিয় নাম তার ,
ধরাধামে থাকি লভে স্বর্গ-সুখ
আনন্দ লভে অপার ।
কঠোর সাধনা প্রণয়ে যাহার
পবিত্র নির্ম্মল মন,
পর-চিন্তা চিতে জনমে যে প্রাণী
করে নাই কোন ক্ষণ ।
সেই নারী নর পরশে এ বারি
অঙ্গে না ছুঁইতে পারে,
অন্যে যে পরশে অপবিত্র মনে
অই দশা ঘটে তারে ।"
নিরখি নির্ঝর নিকটে সে সব
ভ্রমে প্রাণী এক জন,
মধুময় হাসি মধুর মাধুরী
অঙ্গেতে করে ধারণ,
অতি সুললিত আকৃতি তাহার
দেহ কান্তি নিরুপম,
মুখে দিব্য ছটা অধরে সতত
মৃদু হাসি সুধাসম ;
গলে প্রস্ফুটিত প্রীতিকর দাম
গ্রথিত অপূর্ব্ব ফুলে ;
স্বতঃ নিনাদিত মধুর বাদিত্র
লম্বিত বাহুর মূলে ;
সুখে করি গান ভ্রমে ঝরে ঝরে
সরল সুমিষ্ট ভাষে,
বিমল বদন নিরমল জ্যোতি
সূর্য্য-আভা পরকাশে ;
নির্ঝর-বিলাসী প্রাণিগণ তারে
কত সমাদর করে,

বসায়ে নিকটে আনন্দে বিহ্বল
শুনে গীত প্রেমভরে ।
হেরি কতক্ষণ জিজ্ঞাসি আশারে
কেবা সে অপূর্ব্ব জন,
তুষি এ সবারে নির্ঝরে নির্ঝরে
এরূপে করে ভ্রমণ ?
আশা কহে হাসি "এই সে পরাণী
দেখিতে হেন সুঠাম,
প্রণয়-কাননে চিরদিন বাস,
সন্তোষ ইহার নাম ।"
সে যুবা-প্রসঙ্গে করি আলাপন
আশার সহ উল্লাসে,
চলিতে চলিতে আসি কিছু দূর
এক লতাগৃহ পাশে ;
হেরি তার মাঝে প্রাণী এক জন
অন্য জন পাশে বসি,
মেঘের আড়ালে উদয় যেমন
পূর্ণকলা চারু শশী ।
বসি তার কাছে সতৃষ্ণ নয়ন
চাহিয়া বদন তার,
কতই শুশ্রূষা কতই যত
করে হেরি অনিবার ।
নির্ব্বাণ-উন্মুখ প্রদীপ যেম
ক্ষণে স্নিগ্ধ ক্ষণে জ্বলে,
প্রাণী সেই জন বিকাশে তেম
কিরণ মুখমণ্ডলে,
নাহি অন্য আশা নাহি অন্য তৃষ
কেবল বদনে চায়,
সূর্য্য অংশু-রেখা পড়ে যদি তাহে
কেশজালে ঢাকে তায় ।
নিস্পন্দ শরীর যেন সে অসাড়
হৃদয় ছাড়িয়া প্রাণ,
আসিয়া যেমন নিবিড় হইয়া
নয়নে পেয়েছে স্থান ।
মলিন বদন প্রাণী অন্য জন
দেখাইছে বিভীষিকা,
কত যে প্রকারে নিমেষে নিমেষে
বর্ণনে অসাধ্য লিখা ;
কখন বা বেগে কণ্ঠে চাপি কর
করিছে নিশ্বাস রোধ ;

কখন বা নখে   ছিঁড়ি ওষ্ঠাধর
    উঠিছে করিয়া ক্রোধ ;
কখন মাটীতে   ভাঙ্গিছে ললাট
    রুধির করিছে পাত,
কভু সর্ব্ব-অঙ্গে   ধূলি ছড়াইয়া
    বক্ষে করে করাঘাত ,
কখন গর্জ্জন   করিছে বিকট
    দন্তে দন্তে ঘরষণ,
কখন পড়িছে   ধরাতলপরে
    সংজ্ঞাহীন বিচেতন।
প্রাণী অন্তজন   নিকটে যে তার
    কতই যতনে হায়,
সেবিছে তাহায়   করিছে শুশ্রূষা
    ঘুচাইতে সে মূর্চ্ছায়।
কভু ধীরে ধীরে   করশাখা খুলে
    মার্জ্জিছে হৃদয় দেশ ;
কভু করতল   কভু পদতালু
    কভু ঘর্ষে ধীরে কেশ।
কখন তুলিছে   হৃদয়-উপরে
    অবসন্ন বাহু লতা,
কভু স্নেহপূর্ণ   বলিছে শ্রবণে
    পীযূষ-পূরিত কথা।
কখন আনিয়া   বারি সুশীতল
    বদনে করে সিঞ্চন,
কখন তুলিয়া   মৃদুল সুগন্ধ
    নাসাগ্রে করে ধারণ ,
আবার যখন   চেতন পাইয়া
    হয় সে উন্মাদপ্রায়,
মধুর মধুর   বীণাবাদ্য করি
    স্নিগ্ধ করে পুনঃ তায়।
হেরে সে প্রাণীরে   কত যে আহ্লাদ
    হৃদয়ে হইল মম,
বাসনা ফুটিল   যেন নিরবধি
    হেরি মুখ নিরুপম।
দেখেছি অনেক   প্রণয়ী পরাণী
    হেরে পরস্পর মুখ,
নয়ন-হিল্লোলে   ভাসি এ উহার
    পিয়ে সুধাসম সুখ ,
বসি নিরজনে   করে আলাপন
    সুমধুর স্বর মুখে,
প্রেমানন্দে ভোর   হইয়া দু'জনে
    হেরে নিরন্তর সুখে।
কপোতী যেমন   কপোতের মুখে
    মুখ দিয়ে সুখে চায়,
মৃদু কলধ্বনি   মধুর কূজন
    কুহরে ঘন গলায়।—
দেখে পরস্পরে   দোঁহে মনসুখে
    লভিয়া প্রণয়-ঘ্রাণ,
আনন্দ-পুলকে   পুলকিত তনু,
    সুখে পুলকিত প্রাণ ,—
দেখেছি অনেক   সেইরূপ ভাব
    প্রণয় প্রকাশ হায়,
প্রণয়ী জনের   প্রেমের অনলে
    বদন বহ্নির প্রায় ,
কিন্তু কভু হেন   বিশুদ্ধ প্রণয়
    নির্ম্মল স্নেহের ক্ষীর,
নাহি দেখি চক্ষে   মানব শরীরে
    প্রগাঢ় হেন গভীর।
কতই উৎসুক   অন্তরে তখন
    হেরি সে প্রাণিবদন,
নব-জলধর   নিরখে যেমন
    চাতক উৎসুক মন।
অথবা যেমন   ধনাঢ্য-আগারে
    দুঃখী হেরে ধনরাশি,
সুখে নিরন্তর   নিরখি তেমতি
    আনন্দ-বাষ্পেতে ভাসি।
পাইয়া সুযোগ   গিয়া কাছে তার
    বিনয়ে জিজ্ঞাসা করি,
কিরূপে এরূপে   থাকে সে সেখানে
    একধ্যান চিত্তে ধরি।
কি সুখে উন্মাদে   লয়ে করে সেবা
    সহে নিত্য এত ক্লেশ,
কেন সে মণ্ডপে   জাগ্রত সতত
    থাকিতে এতেক দেশ।
সংবদ্ধ বীণাতে   পড়িল যেমন
    সহসা কাহার কর,
আপনা হইতে   উঠে সে বাজিয়া
    নিঃসারি মধুর স্বর ,
সেইরূপ ভাব   কহে সেই জন
    জ্যোৎস্না যেন মুখে ফুটে,

কি সুখ সম্ভোগ করে সে সতত
কি আনন্দ প্রাণে উঠে।
কহে "সে কেমনে বুঝাব তোমায়
কিবা সে আনন্দে থাকি,
এ লতা-মণ্ডপে বসিয়া ইহারে
কেন এ যতনে রাখি।
প্রণয়ী যে নয় কেমনে বুঝিবে
প্রণয়ের কিবা প্রথা,
মরু কি জানিবে স্রোতোধারা কিবা
মধুময় তরুলতা।
বসি এইখানে দ্যুলোক ভুবন
বৈকুণ্ঠ দেখিতে পাই,
জলনিধি মেঘ বায়ু ব্যোম ধারা
সকলি ভুলিয়া যাই!
ভাবি যেন মনে আসি সুরবালা
আনিয়া স্বর্গের রথ,
ধরিয়া আমারে লইয়া বিমানে
চলে বহি শূন্যপথ,
প্রবেশি স্বরগে নিরখি সেখানে
নন্দনবনের ফুল,
শুনি বেদধ্বনি হেরি মনসুখে
মন্দাকিনী-নদীকূল,
দেব-বৃন্দ সেথা দেখায় আমারে
আনন্দে অমরালয়,
তারা শশধর অমৃত ভাণ্ডার
সুর-সুখ-সমুদয়।
কেমনে বুঝাব সে সুখ তোমারে
বাণীতে বর্ণিব কিবা—
দিবাকর-জ্যোতিঃ জ্যোতি যে কিরূপ
তাহা সে প্রকাশে দিবা।"
যথা হুতাশন পরশে যেমন
যখন গৃহের ছাদ,
প্রথমে প্রকাশ ধূম অনর্গল
শেষে অনলের হ্রদ।
বলিতে বলিতে সেইরূপ তার
বদন পূরে ছটায়,
নেত্রে বাষ্পধূম নিমেষে শরীর
প্রদীপ্ত বহ্নির প্রায়।
পরে পুনরায় সেই প্রাণি-পাশে
এক চিন্তা এক ধ্যান,
ধরিয়া আবার প্রাণী সেই জন
পুনঃ কৈলা অধিষ্ঠান।
নিদাঘ-তাপিত বিহগ যেমন
পাইলে বরষা-জল,
সুখে ধৌত করে আর্দ্র-পক্ষ-ক্লেদ
স্নানে হয় সুশীতল।
শুনে বাণী তার তেমতি শীতল
পরাণ হইল মম,
হেরি বার বার ফিরে ফিরে চাহি
সেই মুখ সুধা সম,
অতৃপ্ত নয়নে হেরি কতবার
ভাবি কত মনে মনে—
ভাবি নিরমল মাধুরী যেমন
বুঝি নাই ত্রিভুবনে;
বিস্ময় ভাবিয়া চাহি আশামুখ
আশা বুঝি অভিলাষ,
কহিলা তখন আনন্দে হাসিয়া
বদনে মধুর ভাষ।
"এই যে পরাণী এ কাননে মম
হেন সুখী নিরমল,
প্রণয় নামেতে ভুবন বিখ্যাত
নিত্য সেবে ভূমণ্ডল।"
শুনি আশাবাণী রোমাঞ্চ শরীর
আকুল হইয়া চাই,
প্রাণের হুতাশে প্রণয় ভাবিয়া
বিধিরে স্মরিয়া যাই।

সপ্তম কল্পনা

স্নেহ-উপবন—মাতৃস্নেহ—সান্ত্বনা-মন্দির—দ্বারদেশে ভ্রান্তির সহিত সাক্ষাৎ।

আশার আশ্বাসে চলিনু পশ্চাতে
প্রণয়-অঞ্চল-মাঝে,
আসি কিছু দূর দিব্য বাপী এক
সম্মুখে হেরি বিরাজে।
মনোহর বাপী গভীর সুন্দর
থই থই করে জল,
স্থির শান্ত নীর সুগন্ধি রুচির
অতি স্বচ্ছ নিরমল।

দাঁড়াইলে তীরে অপূর্ব্ব সৌরভ
পরাণ করে শীতল,
যেন ভ্রান্তি হয় মনে নাহি মানে
আছি যেন ধরাতল ;
সলিল তেমন কভু ক্ষিতিতলে
চক্ষে না দেখিতে আসে,
সুধা দেখি নাই জানিয়াছি শুধু
ঋষির বাক্য-আভাসে ,
না জানি সে বারি সুধা কি না সেই
আশাবনে পরকাশ,
এমন নির্ম্মল এমন সুরভি
এমনি সুচারু ভাস।
বাপী-চারি-ধার প্রাণী লক্ষ লক্ষ
দাঁড়ায়ে গাঢ় ভকতি,
করে নিরীক্ষণ নির্ম্মল সলিল
সতত প্রসন্ন মতি।
দাঁড়ায়ে তটেতে হাতে হেম-পাত্র
অপরূপ এক নারী,
আসে যত প্রাণী সতত সকলে
বিতরণ করে বারি ;
কিবা মূর্ত্তি তার কি মাধুরী মুখে
কিবা সে অধরে হাস,
বিধাতা যেমন জগতের সুখ
একত্র কৈলা প্রকাশ।
কুসুম-পরাগে করিয়া গঠন
অমৃত লেপন করি,
বিধি যেন সেই নিরুপম দেহ
গঠিলা হৃদয়ে ধরি ;
সদা হাস্যময়ী সদা বারিদান
করেন সুবর্ণ-পাত্রে ;
কোটি কোটি জীব আসে অনুক্ষণ
সুতৃপ্ত পরশ মাত্রে।
পিপাসা-আতুর চাহি আশা-মুখ
কতই আনন্দ মনে,
আশা কহে "বৎস, মাতৃস্নেহ-ভূমি
ইহাই আমার বনে।
হেন পুণ্যভূমি পাবে না দেখিতে
খুঁজিলে অবনীতল,
হৃদ পরিপূর্ণ নেহার সম্মুখে
কিবা সুমধুর জল।
ব্রহ্মাণ্ডের জীব নিত্য করে পান
ক্ষণমাত্র নহে ক্ষয়,
চারি যুগ ইহা আছে সমভাবে
এইরূপে পূর্ণ পয়।
এই দিব্য বাপী এ কানন-সার
মাতার স্নেহের হ্রদ ;
সুধা হৈতে মিষ্ট সলিল ইহার
বিনাশে সর্ব্ব বিপদ।
কেহ কোন কালে এ সুধা-সলিলে
বঞ্চিত নহে অদ্যাপি,
চিরকাল ইহা আছে এইরূপ
অগাধ অক্ষয় বাপী!
অই যে দেখিছ মাধুরীর রাশি
নারীরূপ নিরুপমা ;
দেবমূর্ত্তি ধরি জননীর স্নেহ
প্রকাশে হের সুষমা।
প্রকাশি এথানে বিতরে সলিল
রাখিতে প্রাণীর কুল ;
জগত-ভিতরে এই সুধানীর
এ মূর্ত্তি নিত্য অতুল।"
হেরি কতক্ষণ হেরি প্রাণ ভরি
কতবার ফিরি চাই,
কত যে আনন্দ উথলে হৃদয়ে
অবধি তাহার নাই।
ধ্যান ধরি হেরি হেরি চক্ষু মেলি
ভুলি যেন ভূমণ্ডল ;
হাতে যেন পাই হেরি যত বার
পবিত্র ত্রিদশস্থল।
চাহিয়া আবার হেরি বাপী-তটে
চারু ইন্দ্রধনু উঠে,
বাঁকিয়া পড়েছে ধরণী-শরীরে
শিশুগণ ধায় ছুটে ;
ধরি ধরি করি ধায় শিশুগণ
ইন্দ্রধনু ধায় আগে,
সরিয়া সরিয়া নানা বর্ণ আভা
প্রকাশিয়া পুরোভাগে ,
ধরেছে ভাবিয়া কেহ বা খুলিয়া
নিজ করতলে চায়,
সেই ইন্দ্রধনু আছে সেইখানে
দূরেতে দেখিতে পায়।

হাসি নাহি ধরে মধুর অধরে
লুটাইয়া পড়ে ভূমে,
হাত বাড়াইয়া উঠিয়া আবার
ধরিতে ধাইছে ধূমে।
কোন শিশু ধেয়ে ধরে ধমু-অঙ্গ
অমনি মিলায়ে যায় ;
আবার ফুটিয়া নূতন নূতন
নয়ন-পথে বেড়ায়।
খেলে শিশুগণ মনের হরষে
সে বাপী-তীরেতে সুখে,
তরুণ তপন সুন্দর কিরণ
ভাতিয়া পড়েছে মুখে ;
হাসিছে নয়ন হাসিছে অধর
বদনে ফুটিছে আলো ;
না জানি তেমন অমরাবতীতে
আছে কি কিরণ ভালো।
হেরে সে আনন্দ রোমাঞ্চ শরীর
কত চিন্তা করি মনে,
ভাবি বুঝি হেন নিরমল সুখ
নাহি ভুঞ্জে কোন জনে ;
ভাবি বুঝি ব্যাস বাল্মীকি তাপস
করেছিলা দরশন,
মর্ত্ত্যে স্বর্গপুরী ভুবন অতুল
আশার স্নেহ-কানন ;
তাই সে গোকুলে তপস্বী আশ্রমে
ছড়ায়ে আনন্দরস,
গায়িলা মধুর সুললিত হেন
জননী স্নেহের বশ।
ভাবি মর্ত্ত্যধামে থাকিতে এ পুরী
আবার কি হেতু লোক,
যাইতে কামনা করে স্বর্গপুরী
ছাড়িয়া মরতলোক ?
ভুলিয়া সে ভ্রমে ভাবিতে ভাবিতে
মৃত্যুরূপ পুনঃ স্মরি ;
কাতর অন্তরে উৎসুক হইয়া
আশারে জিজ্ঞাসা করি—
"এই ভাবে নিত্য এ শোভা প্রকাশ
থাকে কি তোমার বনে ?
এ আনন্দ-ধারা নাহি কি শুকায়
মৃত্যুশিখা-পরশনে ?

ধরাতে সে জানি বিধির ছলনে
বৃথা সে শৈশব নিধি,
কৈশোরে রাখিয়া মৃত্যু-ফণী শিরে
মানবে বঞ্চিলা বিধি।
এ কাননে পুনঃ আছে কি সে কীট
দারুণ করাল কাল ?
আশারও কাননে এ স্বর্গ-পুত্তলী
পথে কি আছে জঞ্জাল ?"
শুনি কহে আশা "কখন এখানে
পড়ে সে কালের ছায়া,
কিন্তু সে ক্ষণিক নিবারি তাহাকে
নিমিষে প্রকাশি মায়া।
অশেষ কৌশলে করেছি নির্ম্মাণ
দিব্য অট্টালিকা ফুলে,
শোকতপ্ত প্রাণী প্রবেশে যে তায়
তখনি সকল ভুলে।
প্রবেশি তাহাতে পায় নিরখিতে
যে যাহা হয়েছে হারা—
প্রণয়ী প্রেমিক, দারা, সুত, ভ্রাত
হেন সে প্রসাদ-ধারা !
চল দেখাইব" বলি চলে আশ
যাই পাছে কুতূহলে,
আসি কিছু পথ হেরি অট্টালিক
শোভিছে গগন-ভালে।
কি দিব তুলনা ? তুলনা তাহার
নাহি এ ধরার মাঝ ;
ভূলোকে অতুল তাজ-অট্টালিকা
সেহ হারি মানে লাজ।
পরীর আলয় স্বপনে দেখিয়া
বুঝি কোন শিল্পকর,
রচিলা সে তাজ, করিয়া সুন্দর
মানবের মনোহর,
শুভ্র-চন্দ্র-করে শিলা ধৌত করি
রাখিয়াছে যেন গাঁথি ;
চুণি পান্না মণি হীরক প্রবাল
তাহাতে সুন্দর পাতি ;
লতায় লতায় শোভে ভিত্তিকায়
কতই হীরার ফুল,
মণি পদ্মরাগ মণি মরকত
সৌন্দর্য্য শোভা অতুল ;

নীল কৃষ্ণ পীত লোহিত বরণ
মাণিকের কিবা ছটা;
মাণিকের লতা মাণিকের পাতা
মাণিকের তরুজটা,
চামেলি, পঙ্কজ কামিনী, বকুল
কত সে কুসুম তায়,
রতনে খচিত রতনে জড়িত
ভিত্তি-অঙ্গে শোভা পায়,
কিবা মনোহর গোলাপের ঝাড়
সুন্দর পদ্মের শ্রেণী,
ক্ষুদিয়া পাষাণে করেছে কোমল
যেন নবনীতে ফেনি,
দেখিলে আলয় পাষাণ বলিয়া
নাহি হয় অনুমান;
ভ্রমে তুলে আঁখি উপজে প্রমাদ
পুষ্পতনু হয় জ্ঞান।
ভিতরে প্রবেশে শিলা-অঙ্গে আভা
আহা কিবা মনোহর;
যেন সে পুর্ণিমা চাঁদের জ্যোৎস্না
হরে তাহে নিরন্তর,
এ হেন সুন্দর অট্টালিকা তার
তুলনাতে সেই ছার।
নিরখি আসিয়া অট্টালিকা সেথা
হেরে হই চমৎকার।
কত কাচখণ্ড স্থানে স্থানে মরি
জ্বলিছে প্রাসাদ-গায়;
যেন মনোহর সহস্র মুকুর
প্রদীপ্ত আছে প্রভায়।
হেরি কত প্রাণী প্রবেশিছে তায়
ম্লান মুখ মৃদুগতি,
চিন্তা-সমাকুল বদন নয়ন
শরীরে নাহি শকতি,
কতই যতনে ধরেছে হৃদয়ে
সুগন্ধি কাষ্ঠের পুট,
মুখে মৃদু রব করিছে নিয়ত
সুমধুর অর্দ্ধস্ফুট;
খুলিয়া খুলিয়া পুট হৈতে তুলি
দ্রব্য করি বিনির্গত,
রাখি বক্ষোপরে ধীরে লয়ে ঘ্রাণ
আদরে যতনে কত;
কখন বা দুঃখে করিছে চুম্বন
সে পুট হৃদয়ে রাখি,
কখন মস্তকে করিছে ধারণ
মনস্তাপে মুদি আঁখি।
এরূপ আলয়ে করিয়া প্রবেশ
ভ্রমে তাহে কতক্ষণ,
শেষে ধীরে ধীরে আসে ভিত্তি-পাশে
ঈষৎ তুলে বদন,
যেমনি নয়ন পড়ে কাচ-অঙ্গে
অমনি মধুর হাস,
বদন নয়ন অধর ওষ্ঠেতে
ক্ষণে হয় পরকাশ;
তখনি বিরূপ হয় পূর্ব্বভাব
ভুলে যত পূর্ব্বকথা;
হাসিতে হাসিতে প্রফুল্ল অন্তরে
গৃহে ফিরে নব প্রথা।
অট্টালিকা-দ্বারে আশা সহচরী
ভ্রান্তি-হাতে দেয় তুলে,
কৌটা নব নব হেরিতে হেরিতে
পূর্ব্বভাব সবে ভুলে।
কত প্রাণী হেন হেরি কাচখণ্ড
ফিরে সে আলয় ছাড়ি,
সহাস্য-বদনে কেশ, বেশ, অঙ্গ
চলে নানারূপে ঝাড়ি।
আশার কুহকে চমকিত মন
বসি সে সোপানপর;
আদেশে তাহার উঠি পুনর্ব্বার
ধীরে হই অগ্রসর।

অষ্টম কল্পনা

ব্রহ্মবন্দনা ও সরস্বতী অর্চ্চনা।

ব্রহ্মাণ্ড-ভুবন সৃজন যাঁহার
প্রাণী বিরচিত যাঁর,
যে জন হইতে জগৎ পালন
যিনি জীব-মূলাধার;
রবি শশধর পবন আকাশ
জ্যোতিষ্ক নক্ষত্রদল,

জীমূত, জলধি পর্ব্বত অরণ্য
হ্রদিনী, ধরিত্রী, জল,
নিনাদ বিদ্যুৎ অনল উত্তাপ
হিম রৌদ্র বাষ্প বাস,
পুষ্প বিহঙ্গম ফল বৃক্ষলতা
লাবণ্য আস্বাদ শ্বাস,
বাক্য স্পর্শ ঘ্রাণ শ্রবণ দর্শন
স্মৃতি চিন্তা সুখকর,
সৃজন যাঁহার প্রেম ভক্তি আশা
পালন পৃথিবীপর ;
জগৎ-ভূষণ মানব-শরীর
মানব-ভূষণ মন,
সৃজিলা যে জন নমি আমি সেই
দেব নিত্য সনাতন।
করেছি প্রবেশ দুর্গম কান্তারে
দুরাশা বামন হয়ে,
ধরিতে শশাঙ্ক ধরাতে থাকিয়া
শিশুর উৎসাহ লয়ে,
দুরন্ত বাসনা আশার কাননে
ভ্রমিব পৃথিবীময় ;
কর কৃপাদান কৃপানিধি প্রভু,
হর ভ্রান্তি, হর ভয়।
পথের সম্বল নাহি কিছু মম
অবলম্ব শুধু আশা,
জ্ঞান-চিন্তাহীন বোধ-বিদ্যাহীন
অঙ্গহীন খর্ব্ব ভাষা।
যশঃ-তৃষাতুর ক্ষিপ্ত অভিলাষ
পীড়িত করে হৃদয়,
সর্ব্বশক্তিময় তব শক্তি বিনা
বাঞ্ছা পূর্ণ কভু নয়।
কর দয়াময় দয়াবিন্দু দান
আমি ভ্রান্ত মূঢ়মতি,
জ্ঞানী পরমেশ আদি মধ্য শেষ
অচিন্ত্য চরণে নতি।
তুমিও গো দয়া কর মা ভারতি
দেও মনোমত ফুল,
সাজাই কানন বাসনা যেরূপ
তুষিতে বান্ধবকুল ;
খোল মা বারেক তোমার উদ্যান
প্রবেশ করিব তায়,
তুলিয়া আনিব গুটিকত ফুল
গাঁথিতে নবমালায় ;
নাহি সে সুবর্ণ রজতের কুঁজি
অদৃষ্টে আমার ঠাঁই,
বিহনে সাহায্য জননি তোমার
কাননে কেমনে যাই।
কত চিত্র মাতঃ! দেখ চিত্ত-পটে
বাসনা অক্ষরে আঁকি,
বাণীর অভাবে না পারি আঁকিতে
অন্তরে লুকায়ে রাখি।
পূর্ণ কর মাতঃ মূঢ়ের বাসনা
রসনাতে দিয়ে বাণী,
বর্ণে যেন পাই শত অংশ তার
যে চিত্র মানসে মানি ;
মানবের হৃদি আঁকি চিত্রপটে
রচিব আশার বন ;
জননি তোমার করুণা বিহনে
কোথা পাব কিবা ধন।
দেও গুটিকত মানস-রঞ্জন
কুসুম তোমার তুলে,
পূরাই বাসনা আশার কানন,
সাজাই তোমার ফুলে।

নবম কল্পনা

বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ—আশার অন্তর্দ্ধান—বিবেকের অনুবর্ত্তী হইয়া কাননের প্রান্ত-ভাগ দর্শন। শোকারণ্য—তাহাতে প্রবেশ ও ভ্রমণ—শোকের মূর্ত্তি দর্শন ও তাহার পরিচয়।

আশার পশ্চাতে প্রাসাদ হইতে
আসিয়া কিঞ্চিৎ দূর,
জিজ্ঞাসি তাহারে কোন্ পথে এবে
ভ্রমিব তাহার পুর?
জিজ্ঞাসি কাননে সকলি কি হেন
সকলি সৌন্দর্য্যময়?
কোন স্থানে কিছু সে কানন-মাঝে
কলঙ্ক অঙ্কিত নয়?

শুনি হাসি আশা অতি সুমধুর
কহিলা আমার কানে,
"পাইবে দেখিতে ভুলিবে যাহাতে
উতলা না হও প্রাণে ,
চল এই পথে" হেনকালে হেরি
জ্যোতির্ম্ময় ঋষি-বেশ,
তেজঃপুঞ্জ ধীর অমল বদন
শ্বেত শ্মশ্রু শ্বেত কেশ ,
প্রাণী এক জন আসি উপনীত
শিরেতে কিরণচ্ছটা,
ছায়া-শূন্য দেহ দেবের সদৃশ
অঙ্গেতে সৌরভঘটা ,
কহিলা আমারে "কুহকে ভুলিয়া
কোথা বৎস কর গতি,
দেখিছ যে অই আশা মায়াবিনী
বড়ই কুটিলমতি ।
ক'রো না প্রত্যয় উহার বচনে
ভুলো না উহার ছলে,
হেন প্রবঞ্চক দেখিতে পাবে না
কদাপি অবনীতলে।
ছিল সত্য আগে অমর-আলয়ে
সদা সত্যপ্রিয় অতি,
মিথ্যা প্রবঞ্চনা না জানিত কভু
সরল সুন্দর গতি ।
বলিত যাহারে যখন যেরূপ
ফলিত বচন তথা,
ত্রিলোক-ভুবনে আছিল সুখ্যাতি
মিথ্যা না হইত কথা।
ছিল বহু দিন সুখে স্বর্গধামে
ক্রমে দৈববিড়ম্বনা—
দানব দুরন্ত স্বর্গ লইল হরি
অমরে করি ছলনা।
ইন্দ্রাদি দেবতা দনুজ-দৌরাত্ম্যে
স্বর্গপুরী পরিহরি,
ধরি ছদ্মবেশ করিলা ভ্রমণ
আসিয়া পৃথিবী'পরি ,
স্বার্থ-পরবশ আশা না আইসে
অমরাবতীতে থাকে,
দানব-রাজত্ব- সময়ে স্বর্গেতে
স্বর্গের দুয়ার রাখে ;

সেই পাপে ইন্দ্র দিল অভিশাপ
গতি হবে ধরাতলে,
মানব-নিবাসে হইবে থাকিতে
চিরদিন ভূমণ্ডলে।
তদবধি দুঃখে ভ্রমে কুহকিনী
ঘুরিয়া পৃথিবীময়,
কহে যত বাণী সকলি নিষ্ফল
সকলি অলীক হয়।
চিরকাল হেন ভ্রমে এ কাননে
ভুলায়ে মানব যত,
নাহিক বিরাম ভ্রমে দিন দিন
শঠতা করি সতত।
নিরখি তোমারে সুকুমার অতি
সরল নির্ম্মল মন,
পড়িলা বিপাকে উহার সংহতি
এখানে করি গমন,
করিয়া গোপন রেখেছে তোমারে
এ কানন গূঢ় স্থল ;
এস সঙ্গে মম আমি চেতাইব
দেখাইব সে সকল ।"
ঋষির বচন শ্রবণে কৌতুকী
আশার উদ্দেশে চাই,
হেরি চারিদিক্ কোন দিকে তারে
নিরখিতে নাহি পাই।
ঋষি কহে "বৎস, পাবে না দেখিতে
এখন তাহারে আর,
আমার নিকটে থাকে না সুস্থির
এমনি প্রকৃতি তার।
দেখিয়া আমারে নিকটে তোমার
অদৃশ্য হইল ছলে,
গেলা ভুলাইতে অন্য কোন জনে
আনিতে কাননস্থলে।"
শুনিয়া সে কথা তখন যেমন
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর ,
নিদ্রালি ঘুচিলে উঠে যেন প্রাণী
পলাইলে পরে চোর।
কথায় প্রত্যয় হইল তাঁহার
অগত্যা পশ্চাতে যাই,
আশাপুরী-প্রান্তে গাঢ়তর এক
অরণ্য দেখিতে পাই।

ঋষি কহে "বৎস ভ্রমে এইখানে
আশাদগ্ধ প্রাণী যারা—
পতি, পুত্র, ভ্রাতা দারা, বন্ধু পিতা
জননী, বান্ধব-হারা !"
ন.ড়িল কৌতুক যাই দ্রুতগতি
বন-দরশন আশে ;
অরণ্য-নিকটে আসিয়া অস্থির
স্তম্ভিত হইনু ত্রাসে।
যথা যবে ঝড় বহে ভয়ঙ্কর
বায়ুমুখে মেঘ ছুটে,
অতি ঘোরতর দূর হ'তে শূন্যে
হু হু শব্দে বেগে উঠে,
কানন হইতে তেমতি উচ্ছ্বাস
উঠিছে গভীর রব,
শুনিয়া সে ধ্বনি কানন-বাহিরে
পরাণী নিস্তব্ধ সব।
ঘন হা হা রব প্রচণ্ড নিশ্বাস
উঠিছে ঝটিকা সম ;
কভু শান্তভাব কভু ভয়ানক
এই সে তাহার ক্রম।
প্রবেশের মুখে সে অরণ্য-পাশে
দেখি প্রাণী এক জন,
অতি ম্লানভাব হাতে ফুলমালা,
দুঃখেতে করে ভ্রমণ ;
পড়িয়াছে কালি বদনমণ্ডলে
গভীর চিন্তার রেখা,
ফেলি অশ্রুধারা চাহি ধরাপানে
সতত ভ্রমিছে একা।
দেখিয়া তাহার কাতর অন্তর
উপনীত হই কাছে,
জিজ্ঞাসি কি হেতু ভ্রমে সেইখানে
কত দিন সেথা আছে।
কহিল সে জন "আশার কাননে
আছি আমি বহুদিন,
ভ্রমি এইরূপে দিবা-বিভাবরী
শরীর করেছি ক্ষীণ ;
পক্ষ ঋতু মাস বৎসর কতই
অতীত হইল হায়,
তবু কার গলে নারিলাম দিতে
এ ছার স্নেহ-মালায় !

কত যে পুরুষ কত যে রমণী
সাধনা করিনু কত —
গ্রহণ করিতে এ কুসুম দাম
কেহ সে নহে সম্মত।
না জানি কি বুঝে পলায় অন্তরে
নিকটে দাঁড়াই যার,
ভুলে যদি কভু দেই কার হাতে
ঠেলি ফেলে এই হার।
আহা! কত প্রাণী হেরি এ কাননে
কতই আনন্দ পায়,
কি কব বিধিরে এ হেন অমৃত
নাহি সে দিল আমায়।
ভাবি কতবার ছিঁড়িব এ দাম
ছিঁড়িতে নাহিক পারি ;
তাই দুঃখে ত্যজি প্রণয়ের ভুমি
এ বনে হয়েছি দ্বারী।"
এত কয়ে যায় দ্রুতবেগে চলি
চক্ষে বিন্দু বিন্দু জল,
শুনিয়া কাতর অন্তরে যেমন
জ্বলিল কূট গরল।
ঋষির সংহতি প্রবেশি অরণ্যে
হেরি এবে চারিদিক্ —
জর্জ্জরিত তরু, লতা, গুল্ম, পাতা
আকীর্ণ রাশি বল্মীক।
ভাঙ্গিয়া পড়িছে এথা তরু শাখা
ওথা উন্মূলিত দারু ;
হেলিয়া কোনটি রয়েছে শূন্যেতে
হৃত পুষ্প ফল চারু ;
কাহার পল্লব ভাঙ্গিয়া দুলিছে
বিকৃত কাহার চূড়া,
বিদ্যুৎ-আহত বিশীর্ণ কোনটি
মাটীতে পড়িছে গুঁড়া ;
যেন বা দুরন্ত অনল-দাহনে
উচ্ছিন্ন করেছে তায়—
সে শোক-কানন শোভা-বিরহিত
দেখিতে তাহারি প্রায় !
নিরখি আশ্চর্য্য প্রাণী সে কাননে
দুই রূপ দুই ভাগে,
ধায় পরস্পর কানন-ভিতরে
পাছে এক, অন্য আগে ;

জীবিত যাহারা তাহারা পশ্চাতে
অগ্রভাগে ছায়া যত,
কানন-ভিতরে করে পরিক্রম
অবিশ্রান্ত অবিরত ;
হা হতোঽস্মি রব, শিব শিব ধ্বনি
সতত জীবিতমুখে,
ছায়া-বৃন্দ পাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ভ্রমিছে মনের দুখে।
কত যে প্রাচীন ভ্রমিছে সেখানে
প্রসারিয়া দুই বাহু ;
বিশীর্ণ শরীর, ব্যাকুল বদন
গ্রাসিয়াছে যেন রাহু।
কত শিশুচ্ছায়া ধায় অগ্রভাগে
নিকটে আসিলে হায়,
অমনি সরিয়া ফিরে ফিরে চাহি
দূরেতে পলায়ে যায়।
কোন বা যুবক বৃদ্ধের আকৃতি
ছায়ার পশ্চাতে ধায়,
ছায়া স্থির রহে যুবা ছুটি আসি
আলিঙ্গন করে তায় ;
কোথা আলিঙ্গন বৃথা সে পরশ
শূন্য বাহু বক্ষঃস্থলে।
যুবা দীর্ঘশ্বাসে ছায়া নিরখিয়া
ভাসে তপ্ত অশ্রুজলে।
কোন জন ধায় ছায়ার পশ্চাতে
বাড়াইয়া দুই হাত ;
বহুদিন পরে যেন পুনরায়
দেখা পায় অকস্মাৎ,
কহে অনুনয় বিনয় করিয়া
"আ(ই)স সখে একবার,
বাহুতে জড়ায়ে তব কণ্ঠদেশ
নিবারি চিত্তের ভার।
বহু দিন সখে ভাবি নিরন্তর
অই সুপ্রসন্ন মুখ,
নামে জপমালা করি করতলে
সংবরি মনের দুখ।
বদন-আকৃতি সকলি তেমতি
সমভাব সেই সব,
তবে কেন সখে কাছে গেলে সর
কেন নাহি মুখে রব ?"

কেহ বা বলিছে ছুটিতে ছুটিতে
কোন এক ছায়া-পাছে—
"আ(ই)স ফিরে ঘরে ভাই প্রাণাধিক
চল জননীর কাছে ;
দিবানিশি হায় করিছে ক্রন্দন
জননী তোমার তরে,
সাজায়ে রেখেছে সকলি তেমতি
জননী তোমার তরে।
সেই ঘর আছে আছে সেই জায়া
ভাই-বন্ধু সেই সব,
সেই দাস-দাসী, সেই পরিজন
গৃহে সেই কলরব ,
কমলের দল সদৃশ তোমার
শিশুরা ফুটিছে এবে ;
আ(ই)স ফিরে ঘরে ক্রোড়ে করি তায়
বদন আঘ্রাণ লবে।"
বলিয়া দুঃখেতে করিয়া ক্রন্দন
পশ্চাতে ধাইছে তার,
ছায়ারূপী প্রাণী না শুনে সে কথা
দূরে যায় পুনর্ব্বার।
আহা সুরূপসী রামা কোন জন
দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলি,
ছুটে ঊর্দ্ধশ্বাসে "নাথ নাথ" বলি
কুন্তল পড়িছে খুলি ,
"দাঁড়াও বারেক ক্ষণকাল নাথ,
জুড়াও তাপিত বুক,
বারেক তুলিয়া দেখাও আমারে
অই শশিসম মুখ ,
ভ্রমি অনিবার এ আঁধার বনে
বরষ বরষ হায়।
সাগর সলিলে ধ্রুবতারা যেন
নাবিক নিরখি যায় ;
উঠিছে তরঙ্গ চারি পাশে তার
তরণী ছুটিছে আগে,
অনিমিষ আঁখি দেখিছে চাহিয়া
আকাশের সেই ভাগে ;
সেইরূপ নাথ জাগি দিবানিশি
সেইরূপে দুঃখে চাই,
তবু এ দুরন্ত অকূল সাগরে
কূল নাহি খুঁজে পাই ;

কবে পুনরায় আবার তেমতি
পাইব হৃদয়ে স্থান।
শুনিব মধুর সুধা সম স্বর
জুড়াবে শরীর প্রাণ।"
এইরূপে সেথা কত শত জন
ছায়া অন্বেষণ করি,
ভ্রমিছে আক্ষেপে রোদন করিয়া
আঁধার কানন ভরি,
ভ্রমে অবিচ্ছেদে, সদা খেদস্বর
শিরে বক্ষে করাঘাত,
ঘন দীর্ঘশ্বাস, অবিরল ধারা
যুগল নয়নে পাত।
তাহাদের মুখ চাহি ক্ষণকাল
দুঃখেতে পূরে হৃদয়,
কহি, "হায়, বিধি নবীন পঙ্কজ
শুকালে এমন হয়!
সৃষ্টির গৌরব প্রকাশিত যায়
এ হেন তরুণী-মুখ,
তাপদগ্ধ হয়ে মানবের মনে
দেয় কি এতই দুখ!
হীরা, মুক্তা, চুণি বিধু পদ্মফুলে
কলঙ্ক দেখিতে পারি;
তরুণীর মুখে দগ্ধ শোকচ্ছায়া
কদাপি দেখিতে নারি।"
এরূপে আক্ষেপ করিয়া তখন
ক্রমে হই অগ্রসর,
ক্রমশঃ বাতাস বেগে অল্প অল্প
আঘাতে বদনপর।
ক্রমে অগ্রসর হই যত আরো
বায়ু গুরুতর তত;
গাছের পল্লব লতা-পাতা ক্রমে
বায়ুভরে অবনত।
ক্রমে বৃদ্ধি ঝড় প্রবল পবন
বুকে মুখে বেগ পড়ে;
অতি কষ্টে ধীরে হই অগ্রসর
স্থির হৈতে নারি ঝড়ে।
যথা অন্তরীক্ষে বায়ু-প্রতিমুখে
বিহঙ্গ যখন ধায়,
আশু হৈলে কিছু প্রবল বাতাসে
দূরে ফেলে পুনরায়;
পক্ষ প্রসারিয়া স্থিরভাবে কভু
বহুক্ষণ শূন্যে রয়,
আশু হ'তে নারে না পারে ফিরিতে
অবিচল পক্ষদ্বয়;
সেইরূপে যাই জিজ্ঞাসি ঋষিরে
"কহ এ কি তপোধন—
কোথা হ'তে হেন এই স্থানে বেগে
এরূপ বহে পবন?
অন্য দিকে হেরি ঝড়ের আকার
কিছু নাহি হয় দৃষ্টি;
বহিছে এখানে প্রচণ্ড বাতাস
এ কি অদভুত সৃষ্টি?"
ঋষি কহে 'বৎস, চল কিছু আগে
স্বচক্ষে দেখিবে সব;
কোথা হ'তে উহা কখন্ কি ভাব
কিরূপে হয় উদ্ভব।"
যাইতে যাইতে দেখি এক স্থানে
প্রচণ্ড ঝটিকা বহে,
সম্মুখে তাহার পশু পক্ষী জীব
তৃণ আদি স্থির নহে,
ধূলিতে ধূলিতে গগন আচ্ছন্ন
ঘনবেগে শিলাপাত,
বৃষ্টিধারা-রূপে বরিষে কঙ্কর,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।
যথা সে তরঙ্গ সাগর হইতে
প্রবেশি নদীর মুখে,
মত্ত-বেগে ধায় তুলারাশি হেন
ফেনস্তূপ লয়ে বুকে;
ছুটে তরীকুল তীর সম তেজে
তীরেতে আছাড়ি পড়ে,
তরঙ্গ-তাড়িত বেগে পুনরায়
নদীগর্ভে ধায় রড়ে;
সেইরূপ এথা কত শত প্রাণী
ঝড়মুখে বেগে ধায়,
ঘন রুদ্ধশ্বাস আকুল কুন্তল
ধরা না পরশে পায়;
কত শত যুবা বৃদ্ধ নর নারী
বিধাবিত বেগে ঝড়ে;
কভু এক স্থানে কভু অন্যদিকে
আছাড়ি আছাড়ি পড়ে।

নিরখি সেখানে কিরণ ঢাকিয়া
আকাশে পড়েছে ছায়া,
বরষায় যথা তপন ঢাকিয়া
প্রকাশে মেঘের কায়া।
অথবা যেমন শূন্যে পঙ্গপাল
উড়িলে আঁধার-জাল,
পড়ে ধরাতলে ছায়া বিছাইয়া
ঢাকিয়া গগন-ভাল ;
তেমতি আকার ছায়া সে প্রদেশে
আঁধারিয়া নভস্থল,
ছুটিয়া ছুটিয়া ঘুরিছে শূন্যেতে
ছন্ন করি সে অঞ্চল।
অস্থির শরীর ছায়ার পরশে
শুষ্ক কণ্ঠ রুদ্ধ স্বর,
চঞ্চল নয়ন তপোধন-পাশে
নিরখি শূন্যের পর,
যেন কালি-মাখা ঘোর গাঢ় মেঘ
শূন্যপথে উড়ে যায়,
ঝড়বেগে গতি তুলিয়া তুলিয়া
ধূম বিনির্গত তায়।
ভ্রমিছে সে মেঘ অন্ধকার করি
প্রসারে আকাশ যুড়ে।
সে মেঘের ছায়া পড়ে যার গায়
উত্তাপে তখনি পুড়ে।
শুকায় রুধির শরীরে আমার
তুণ্ডে নাহি সরে ভাষ।
অশ্রুপূর্ণ আঁখি ঋষির বদন
নিরখি পাইয়া ত্রাস।
ঋষি কহে "বৎস, অই কাল মেঘ
এ আশা-কাননে শিখা,
বৃথা যে এ বন উহার(ই) শরীরে
কালির অক্ষরে লিখা।
পক্ষী নহে উহা ও কালী মূরতি
করাল কালের ছায়া,
প্রাণিগণে দলি ঘুরে নিত্য এথা
এরূপে প্রসারি কায়া।"
বলিতে বলিতে ভুলিয়া আপনি
তপোধন কয় শোকে—
"হায় রে বিধাতঃ এ কালিম ছায়া
ছড়ালি কেন ভূলোকে?
জগতে যা আছে মধুর সুন্দর
গঠিয়া তাহার পর,
গঠিলে বিধাতঃ সকলের শ্রেষ্ঠ
প্রাণিরূপ মনোহর;
বিষমাখা তার কণ্টক আবার
গঠিলে কেন এ কাল?
মর্ত্ত্যে পাঠাইয়া স্বর্গের পুতলী
পথে দিলে কাঁটা-জাল।
সুচিত্র পটেতে কালি মাখাইতে
কেন এত ভালবাস?
জগতের সুখ নিদারুণ বিধি
এরূপে কেন বিনাশ?"
এরূপে বিলাপ করেন সে ঋষি
আতঙ্কে সম্মুখে চাই,
দূরে প্রান্তদেশ গৈরিক-মিশ্রিত
স্তূপ নিরখিতে পাই।
সেই স্তূপ-অঙ্গে অন্ধ গুহা এক
উত্থিত হইয়া তায়,
ঘন ঘন শ্বাস প্রচণ্ড বাতাস
ঝড়ের আকারে ধায়।
অতি কষ্টে দোঁহে সেই গুহাপাশে
আসি হই উপস্থিত,
নিকটে আসিয়া দেখিয়া স্তম্ভিত
ভয়ে চিত্ত চমকিত।
গহ্বর-ভিতরে বসি এক প্রাণী
প্রচণ্ড নিশ্বাস ছাড়ে,
সেই দীর্ঘশ্বাসে জনমি বাতাস
ঝড় সম বেগে বাড়ে।
কালীর বরণ পাষাণ-নির্ম্মিত
যেন সে কঠিন কায়া,
শরীরে বিস্তৃত যেন অন্ধকার
ঘোরতর গাঢ় ছায়া।
মাঝে মাঝে মাঝে কাঁপে সর্ব্ব-অঙ্গ
হুঙ্কারধ্বনি নাসায়,
ছিন্ন-ভিন্ন বেশ রুক্ষ ধূম্র কেশ
মস্তকে বিচ্ছিন্ন হায়!
করে আচ্ছাদন করিয়া বদন
বসি ভাবে হেঁট মাথা,
বসি হেন ভাব যেন সে মূরতি
সেই গুহা-অঙ্গে গাঁথা।

সম্ভাষি আমারে কহে তপোধন
"শোকমূর্ত্তি এই হের,
আশার কাননে ইহা হ'তে ঘটে
বহু বিঘ্ন বহু ফের।"
ঋষিরে জিজ্ঞাসি "কেন, তপোধন
মুখে আচ্ছাদন কর?
না দেখিনু কভু বদন হইতে
উহা ত হয় অন্তর।"
সে কথা শুনিয়া ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস
শোক-মূর্ত্তি দুঃখে বলে,
বলিতে বলিতে করের অঙ্গুলী
তিতিল নয়নজলে,
"এ কথা জান না কে তুমি এখানে
ভ্রমিছ আশা কানন,
শিশু নহ তাহা বুঝিয়াছি স্বরে
হবে কোন যুবাজন।
আমি হতভাগা আছি এই স্থানে
চারি যুগ এই হাল,
বিধাতা আমায় করিলা সৃজন
করিয়া লোক-জঞ্জাল।
মৃত্যু নাই মম যে আসে নিকটে
সেই পায় নানা ক্লেশ,
সেই হেতু এথা থাকি এ নির্জ্জনে
দুঃখে ছাড়িয়াছি দেশ।
না দেখাই কারে এ ছার বদন
তাহার কারণ বলি—
দেখিব যাহারে বিধাতার শাপে
তখনি সে যাবে জ্বলি;
কত অনুনয় করিনু বিধিরে
লইতে এ পাপ-প্রাণ,
এ কাল-কটাক্ষ হইতে আমার
প্রাণীরে করিতে ত্রাণ;
তা শুনিয়া বিধি শুধু এই বর
দিলা সে করুণা করি—
শিশুর বদন হেরিতে কেবল
পাইব নয়ন ভরি,
এ কটাক্ষ-দাহ শিশুরে কেবল
দাহন করিতে নারে,
নতুবা মুহূর্ত্তে দগ্ধ করি তাপে,
অন্য প্রাণী সবাকারে;
কোথা নাহি যাই থাকি একা হেথা
তবু সে বিধি আমায়,
বিড়ম্বনা করে প্রেরিয়া পরাণী
আমারে কত জ্বালায়;
বর্ষে যতবার খুলি দগ্ধ আঁখি,
তখনি যে থাকে কাছে,
তার সম বুঝি আশার কাননে
অভাগা নাহিক আছে।
আসিতে আসিতে দেখিয়াছ পথে
সহস্র সহস্র প্রাণী,
ভ্রমিছে দুঃখেতে, এ কটাক্ষ-দোষে
শুনায়ে কাতর বাণী।
না থাক এখানে যাও অন্য স্থান
বাঁচিতে যদ্যপি চাও,
আমার নিকটে থাকিয়া এখানে
কেন এ সন্তাপ পাও?"
যথা যবে কোন গৃহীর আলয়ে
মৃত্যু উপস্থিত হয়,
রোদন-নিনাদ বিলাপ-শোচনা
বিদীর্ণ করে আলয়;
তখন যেমন বন্ধু কোন জন
বিমর্ষ মলিন বেশ,
কালের ছায়াতে কালিম বদন
বাহিরায় বহির্দ্দেশ,
অন্ধকারময় হেরে চারিদিক
ব্রহ্মাণ্ড মলিন-কায়,
শুষ্ক কণ্ঠ তালু ঘন ঊর্দ্ধশ্বাস
হৃদয় জ্বলে শিখায়,
ধরাতল যেন অধীর হইয়
সতত কাঁপিতে থাকে,
ভয়ে ভয়ে যেন কণ্টক উপরে
ধরাতলে পদ রাখে;
সেইরূপে এবে নিরখিয়া শোক
করি স্থান পরিহার,
যাই ঋষি সহ ঋষি কহে মুখে
বদনে চিন্তার ভার—
"নিরখিলা শোক নিরখিলা তার
অরণ্যে কাল-প্রতিমা,
চল যাই এবে দেখিবে আশার
কোথা সে কানন-সীমা।"

দশম কল্পনা

নৈরাশক্ষেত্র—মধ্যভাগে মরুপ্রদেশ—
তাহাতে চিরপ্রদীপ্ত অনলকুণ্ড—
হতাশের মূর্ত্তি দর্শন ও
নিদ্রাভঙ্গ।

ধীরে ধীরে ঋষি চলে আগে আগে
পশ্চাতে করি গমন,
শোকারণ্য ছাড়ি, অন্তধারে তার
উপনীত দুই জন।
কঠিন মৃত্তিকা নিম্ন উচ্চ ভূমি
ধরা নহে সমতল,
চলিতে চরণ স্থির নাহি রহে,
সে পথ হেন পিচ্ছল।
নাহি ডাকে পাখী তরুর শাখায়
নীরবে বসিয়া রয়,
বিনা বায়ুবেগে নিত্য তরুতলে
ঝরে লতা-পত্রচয়।
ক্রীড়ায় নিবৃত্ত ব্যাধগণ সবে
উজাড় করিয়া বন,
ফিরে গৃহমুখে ত্যজিয়া কানন
আনন্দে করে গমন;
তখন যেমন ছাড়ি নানা দিক্
পুনঃ ফিরে যত পাখী;
ভ্রমে উড়ে উড়ে তরু চারি ধারে
ভয়ে না প্রবেশে শাখী।
নিরখি আসিয়া এথা সেই ভাবে
আছে যত নিকেতন,
চারি ধারে তার ভ্রমে নিরন্তর
হতাশ পরাণিগণ;
সাহস না করে পশিতে ভিতরে
ক্ষুণ্ণ মন, নত শির,
শুষ্ক কণ্ঠদেশ, শুষ্ক রুক্ষ কেশ
নয়নে না ঝরে নীর।
হেরি কত প্রাণী চলে অতি ধীরে
দেহে যেন নাহি বল,
শুষ্ক নীলোৎপল মুখচ্ছবি যেন
করে চাপে বক্ষঃস্থল।
কত যুবা, আহা নত পৃষ্ঠদণ্ড
চলে হেন ধীরে ধীরে,
প্রতি পাদক্ষেপে যেন রেণু গণি
নিরখে মহী-শরীরে।
হেন ধীর গতি তবু কত জন
পড়ে নিত্য ভূমিতলে,
স্খলিত চরণ ধূলিতে লুটায়
পিচ্ছল সেই অঞ্চলে।
পড়ে ক্ষিতি পৃষ্ঠে চলিতে চলিতে
বৃদ্ধ প্রাণী কত জন,
উঠিতে শকতি নাহিক আশ্রয়
আশ্রয়ে ধরে পবন।
কোথাও পরাণী হেরি শত শত
বসিয়া দুর্গম স্থানে,
অনিমেষ আঁখি নীরস বদন
নিত্য হেরে শূন্য পানে,
চলে দিনমণি ভাসিয়া গগনে
চাহিয়া তাহার পথ,
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস বলে "হা বিধাতঃ
ভাল দিলে মনোরথ;
করি বড় সাধ ধরিলাম হৃদে
কৃপণের যেন মণি,
এখন সে আশা হয়েছে গরল
দংশিছে যেমন ফণী।
কেন বিধি হেন আশ্বাসে ভুলায়ে
জ্বালিলে হৃদয়ে শিখা?
জানিতে যদ্যপি অগ্রে এ ললাটে
এ হেন অভাগ্য লিখা!"
এ রূপে বিলাপ করিছে অনেকে
কেহ বা উঠিয়া ধায়,
ভাবে যেন শূন্যে কোন সে আকৃতি
সহসা দেখিতে পায়।
গিয়া দ্রুতপদে করতল যুড়ে
বাহু প্রসারণ করি,
বাতাসে মিলায় ঘুচে সে প্রমাদ
পালটে আশা সংবরি।
ফিরে অধোমুখে বসিয়া আবার
দিনমণি পানে চায়,
দেখে শূন্য মার্গে ধীরে ধীরে সূর্য্য
গগনে ভাসিয়া যায়।
নিরখি সেখানে প্রাণী অন্য কত
মনস্তাপে ধীরে ধীরে,

কণ্ঠ হৈতে খুলি কুসুমের হার
নিরখিছে ফিরে ফিরে ,
করি ছিন্ন ছিন্ন ফেলিছে ভূতলে
পদতলে দৃঢ় চাপি,
নেত্রে অশ্রুবিন্দু ফেলি মুহুর্মুহু
উঠিছে সঘনে কাঁপি ;
পদাঘাতে চূর্ণ খণ্ড খণ্ড হয়ে
সে মালা পড়ে যখন,
উদ্‌যাপন বলি ছাড়িয়া নিশ্বাস
সে প্রাণী করে গমন।
দেখি কত জন বসিয়া নির্জ্জনে
ধীরে চিত্রপট খুলে,
নয়নের নীরে অঙ্কিত চিত্রের
একে একে রেখা তুলে ;
করিয়ে মার্জ্জিত সর্ব্ব অবয়ব
নিরঙ্ক করিয়া পরে,
বিছায়ে বিছায়ে সেই চিত্রপট
দুই করতলে ধরে ;
পরশে হৃদয়ে পরশে মস্তকে
যতনে করে চুম্বন ;
পরে ছিন্ন করি ফেলি ধরাতলে
সন্তাপে করে গমন।
বলে "রে এখন(ও) বিদীর্ণ হলি নে
হায় রে কঠিন হিয়া ?
কি ফল বাঁচিয়া এ হেন মধুর
আশা বিসর্জ্জন দিয়া ?
ভাবিতাম আগে না জানি কতই
কোমল মানব মন,
ছিল যত দিন আশার হিল্লোলে
করিত হৃদে ভ্রমণ।
বুঝেছি এখন লৌহ ধাতুময়
কঠোর নরের হৃদি,
অনন্ত দুঃখের কারণ করিয়া
গঠিলা আমায় বিধি !"
কোন খানে দেখি প্রাণী শত শত
শয়ন করি ভূতলে,
পাষাণের ভার তুলিয়া বিষম
রাখিছে হৃদয়তলে ;
কাঞ্চন-মুকুট মণিময় দণ্ড
হেম-বিমণ্ডিত অসি,
ধূলি-সমাচ্ছন্ন, প্রতি জন পাশে
পড়েছে কতই খসি।
বলিছে "এখন বাঁচিয়া কি ফল
পাইয়া এ হেন ক্লেশ,
এ ছার সংসারে বৃথায় ভ্রমণ
ধরি এ ভিক্ষুক বেশ !
কত যে উৎসাহ কতই বাসনা
ধরিত আগে এ মন।
ভূধর-শরীর ভাবিতাম তুচ্ছ
সামান্য তুচ্ছ গগন !
ভাবিতাম আগে জলধি গোষ্পদ
ইন্দ্রপুরী ক্ষুদ্র অতি ,
পরিণামে হায় হইল এ দশা
এখন কোথায় গতি !"
বলিয়ে এতেক ভগ্ন অসি লয়ে
হৃদয়ে করে প্রহার,
আবার ভূতলে পড়িয়া বক্ষেতে
চাপায় পাষাণভার।
উপরে উপরে শিলাখণ্ড তুলে
কতই চাপিছে বুকে,
করিছে আক্ষেপ কতই কাঁদিয়
দারুণ মনের দুখে।
"কি কঠিন হিয়া"— কহিছে কাঁদিয়া
"শিলা হেন হয় ছার,
না ভাঙ্গে সে বুক পরেছি যেখানে
বাসনা ফণির হার।"
বলিতে বলিতে উঠিয়া আবার
ক্রমে অগ্রভাগে যায়,
বৃক্ষ অন্তরালে গিয়া কিছু দূরে
অরণ্যমাঝে লুকায় ;
বাড়িল কৌতুক কোথা প্রাণিগণ
এরূপে করে গমন,
জানিতে বাসনা ঋষির পশ্চাতে
চলিনু আকুল মন।
পশ্চাতে তাদের চলি কত দূর
ক্রমে আসি উপনীত,
অনন্ত বিস্তার ঘোর মরুভূমি
হেরি হয়ে চমকিত ;
হেরি চারিদিক যেন নিবিড়
ধূমেতে আচ্ছন্ন রয়,

নাহি বৃক্ষলতা পশু-পক্ষী-রব!
বিকলাঙ্গ সমুদয়,
বারিশূন্য মরু ধূ ধূ করে সদা
চলিতে নাহিক পথ,
কঠিন কর্কশ লবণ-মৃত্তিকা
উত্তপ্ত অনলবৎ।
পদতালু জ্বলে যেন তপ্ত বালু
সে তাপ নাহিক জ্ঞান,
দিক্‌হারা হয়ে ভ্রমে সেইখানে
পরাণী আকুল প্রাণ;
বাণীশূন্য মুখ ধূলিপূর্ণ কেশ
শরীরে কালিম-মলা
সে মরুপ্রদেশে ভ্রমে প্রাণিগণ
অন্তরে হয়ে উতলা;
বিশীর্ণ বদন বরণ পাণ্ডুর
নীরবে করে ভ্রমণ;
নিশীথ সময়ে প্রেতযোনি যথা
দগ্ধচিত্ত দগ্ধমন।
হেরে মরুদেশ তৃষিত অন্তরে
চায় সে ধূমল শূন্যে,
নিরখি সে ভাব শরীর কণ্টক
হৃদয় পূরে কারুণ্যে।
আশাভগ্ন হায়, কত নারী নর
কত যুবা বৃদ্ধ প্রাণী,
ভ্রমে এই ভাবে সে মরু-প্রদেশে
বদনে মলিন গ্লানি।
যাই যত দূর ক্রমশঃ ততই
নেহারি ধূম প্রগাঢ়,
ঘনঘটা যেন বিছায়ে আকাশে
তিমিরে ঢাকে আষাঢ়।
ক্রমে অন্ধকার ঘেরে দশ দিক্
প্রবেশি যেন পাতাল,
উঠে নিত্য ধূম ফুটে ক্ষিতিতল
কজ্জল-বর্ণ করাল।
মাঝে মাঝে মাঝে বিকট কিরণ
চমকি চমকি ছুটে,
কাল-কাদম্বিনী কোলেতে যেমন
বিদ্যুৎ গগনে লুটে;
তাতে তীব্র ছটা ধাঁধিয়া নয়ন
মুহূর্ত্তে পুনঃ লুকায়,
গাঢ়তর যেন অন্ধকারজাল
সে মরুপরে ছড়ায়।
সে বিকট জালে আকুল তরাসে
শিহরি চাহি তখন,
রোমাঞ্চিত দেহ কম্পিত হৃদয়
নিস্পন্দ দুই নয়ন;
দেখি স্থানে স্থানে কত শব-দেহ
সেই বারিশূন্য স্থলে,
বিকৃত বদন বিবর্ণ শরীর
লতা-রজ্জু বান্ধা গলে।
পীড়িত হৃদয় কাঁপিতে কাঁপিতে
দ্রুতবেগে করে গতি,
হেরি এইরূপ যাই যত দূর
বাহিয়া উত্তপ্ত পথি।
ক্রমে যত যাই তত উষ্ণ বায়ু
উষ্ণতর শুষ্ক মহী,
উঠে ঘোর তাপ ঘেরি চারিদিক্
শরীর চরণ দহি।
ক্রমে উপনীত বিশাল বিস্তৃত
ভয়ঙ্কর মরুভূমে,
শূন্য গুল্মলতা হু হু করে দিক্
আচ্ছন্ন নিবিড় ধূমে;
হু হু জ্বলে বালি অনন্ত বিস্তৃত
দশ দিকে পরকাশ,
ধূ ধূ করে শূন্য অনন্ত শরীর
দেখিতে পরাণে ত্রাস।
লবণ-বালুকা বিকীর্ণ প্রদেশ
দারুণ উত্তাপ অঙ্গে,
খেলে যেন তাহে অনলের ঢেউ
উত্তপ্ত বালুর সঙ্গে।
মরু-মধ্যভাগে একমাত্র তরু
তাপে জীর্ণ কলেবর;
প্রাণী এক জন তলদেশে তার
দাঁড়াইয়া স্থিরতর,
হাতে রজ্জু ধরি দৃঢ় করি তার
বাঁধিছে কঠিন ফাঁস,
আরোপি শাখাতে পরিছে গলায়
ছাড়িয়া বিকট শ্বাস;
ঝুলে তরুডালে শবদেহ যেন
ঝুলি হেন কতক্ষণ,

কণ্ঠ হ'তে পুনঃ খুলিয়া আবার
রজ্জু করে উন্মোচন।
কখন অস্থির বেগে তরুতল
ত্যজিয়া উন্মাদপ্রায়,
ছুটে মত্তভাবে সে মরুপ্রদেশে
প্রাণী সে কঙ্কালকায়,
চলে দিক্‌শূন্য করি হুহুঙ্কার
ফেন-পুঞ্জ মুখে উঠে,
জ্বলন্ত বালুকা তাপে দগ্ধীভূত
অস্থির চরণে ছুটে,
ছিন্ন করে দেহ নখে বিদারিয়া
দন্তে ছিন্ন করে ত্বচ,
বান্ধিয়া অঙ্গুলে ছিঁড়ে কেশ-জটা
মস্তক করে বিকচ;
রুধিরাক্ত তনু চায় দশদিকে
প্রাণিগণে খেদাইয়া—
আশাভগ্ন প্রাণী যত সে প্রদেশে
সম্মুখে ভ্রমে ছুটিয়া।
জ্বলে মরুমাঝে অনলের কুণ্ড
বিপুল মুখব্যাদান,
ধূমল কালিম বজ্র-ধাতু সম
শিলাখণ্ডে নিরমাণ।
উঠে বহ্নি শিখা দূর শূন্যপথে
জিহ্বা প্রসারণ করি,
ছুটে ছুটে উঠে দূর শূন্যপথে
ভীষণ গর্জ্জন ধরি;
লিহি লিহি করি উঠে বহ্নিজ্বালা
কূপ হ'তে ভীম রঙ্গে,
জিহি লক্ লক্ ছুটিতে ছুটিতে
প্রসারে যেন ভুজঙ্গে,
আনি প্রাণিগণে ধরি একে একে
সেই মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
সে অনল-কুণ্ডে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
নিক্ষেপে বহ্নির পর;
ঋষি কহে "বৎস, হের রে হতাশ
হতাশ-কূপ নেহার;
আশার কাননে পরিণাম এই
নিরূপিত বিধাতার!"
নেহারি আতঙ্কে কম্পিত শরীর
ভয়ে শিরে কাঁপে কেশ—
ধূ ধূ করে দিক্ অনন্ত ব্যাদান
বালুময় মরুদেশ;
জ্বলিছে অনল সে বিষম কুণ্ডে
আশাভগ্ন নারী নর,
দশদিক্ হ'তে হতাশ-তাড়িত
পড়ে তাহে নিরন্তর।
হেরি ক্ষণকাল সে অনল-কুণ্ড
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ,
বলি—"শীঘ্র ঋষি পরিহরি ইহা
চল কোন অন্য স্থান।
যেন সে কোন বা অর্ণবের কূলে
বসি নিরখিলে একা,
অকূল সাগরে নিত্য ঊর্ম্মিকুল
নেত্রপথে যায় দেখা,
হু হু চলে জল অনন্ত জলধি
অনন্ত ঘন উচ্ছ্বাস,
শূন্য অন্তরীক্ষে অগাধ অনন্ত
ব্যোমকায় পরকাশ।
পক্ষী-প্রাণী-শূন্য নিখিল গগন
পক্ষী-প্রাণী-শূন্য সিন্ধু।
জলধি-গর্জ্জন কেবলি নিয়ত
নাহি অন্য স্বর-বিন্দু।
যথা সে অকূল জলধির তীরে
পরাণ আকুল হয়,
বসিলে একাকী শরীর জীবন
বোধ হয় শূন্যময়;
সেইরূপ এথা এ মরুপ্রদেশে
প্রবেশি আকুল দেহ,
হতেছে আমার শুন তপোধন
ইথে পরিত্রাণ দেহ!"
বলিয়া নিরখি হেরি চারিদিক্
ঋষি নাহি দেখি আর!
নিদ্রাভঙ্গে পুনঃ সেই তরুতল
সেই দামোদর-ধার।
তেমতি কিরণ পড়ি দামোদরে
আলো করে দুই কূল,
তেমতি কিরণ তরুর শরীরে
রঞ্জিত করিছে ফুল!
দেখিতে দেখিতে ফিরিনু আবার
প্রবেশি আপন গেহে;
পুনঃ সে ধরার আবর্ত্তে পড়িয়া
মজিনু জটিল স্নেহে।

ছায়াময়ী

[কাব্য]

প্রস্তাবনা

সান্ধ্য-গগনে নিবিড় কালিমা
অরণ্যে খেলিছে নিশি ।
ভীত বদনা পৃথিবী দেখিছে
ঘোর অন্ধকারে মিশি !—
হী হী শবদে অটবী পূরিছে
জাগিছে প্রমথগণ,
অট্ট হাসেতে বিকট ভাবেতে
পূরিছে বিটপী-বন ।
কুট করতালি কবন্ধ তালিছে
ডাকিনী দুলিছে ডালে,
বিল্ব-বিটপে ব্রহ্ম-পিশাচ
হাসিছে বাজায়ে গালে ।
উর্দ্ধচরণে প্রেত নাচিছে
বৃক্ষ হেলিছে ভূঁয়ে,
স্তব্ধ অটবী বিরাট তাণ্ডবে,
কাশ উড়িছে ফুঁয়ে ;
কন্থা বিথারি বিকট শ্মশানে
বসিছে ভৈরবী পাল,
ভীম-মূরতি শ্মশানে হাসিছে
আলেয়া জ্বলিছে ভাল ।
চণ্ড-আরাবে খেলিছে ভৈরব
অস্থি-ভূষণ গলে,
ঠঠ ঠং ঠঠ নর-কপাল
শ্মশানভূমিতে চলে ।
প্রেত । চলে কপাল থথ— থঃ
কার মাথা এটা হি হি হি—হঃ
ধাকিটি ধাকিটি ধিমিয়া ।
২য় প্রেত । রাজা কি বাথাল ছিল কোন কাল
এখন মড়ার মাথার কপাল
শ্মশানে দিয়াছে ফেলিয়া ।
১ম ও ২য় প্রেত । চলে কপাল ধধ—ধঃ
কার মাথা এটা হি হি হি হঃ
ধাকিটি ধাকিটি ধিমিয়া ।
মুখে কটকট শব্দ বিকট
খেলিছে ভৈরবদলে,
দন্ত বিকাশি খিলি খিলি হাসি
অস্থি-ভূষণ গলে ;
খেলিতে খেলিতে চণ্ড দাপটে
প্রমথ চলিল শেষ,
নদীকূলে হেথা মুণ্ড ঝুলায়ে
শ্মশান কবাল-বেশ ।
দগ্ধ-বরণ বিগত-যৌবন
সম্মুখে স্থাপিত শব,
শুভ্র পলিত চিকুর বিরসে
বদনে বিবত রব,
তীব্র নয়নে দেখিছে চাহিয়া
কপালে কুঞ্চিত রেখা,
অর্দ্ধ-জীবনে শ্মশান-গহনে
মানব বসিয়া একা ।
অট্ট হাসিতে প্রমথ হাসিল
ভৈরব ধরিল তালি,
অস্থি কুড়ায়ে নৃমুণ্ড-কপালে
সম্মুখে রাখিল ডালি ।

প্রথম পল্লব

শ্মশানবিহারী ভিখারী তখন :—
"অরে রে প্রমথ প্রেতমূর্ত্তিগণ,
করিস ভ্রমণ কত সে ভুবন,
কত অন্ধকার আলো দরশন,
ত্রিলোক-ভিতরে নিশিতে ঘুরে ,

বল্ কোথা বল্ কোথা পরকাল,
কি প্রথা সেখানে ভোগ কি জঞ্জাল,
জীবদেহ হ'তে কৃতান্ত করাল
জীবাত্মা যখন খেদায় দূরে ?

প'ড়ে থাকে দেহ,—কোথা বা পরাণী,
কলুষে অঙ্কিত জীবনের গ্লানি
করে প্রক্ষালিত,—কি সলিল আনি
থাকে কত কাল, কোথা কি পুরে ?

আছে কি ঔষধ—আছে কি উপায়,
পাপের কলঙ্ক যাতে ঘুচে যায়,
পাপীর পরাণ আবার জীয়ায়,
জীব-চিত্তশিখা কভু কি নিবে ?

কভু কি নিবে রে সে ঘোর অনল,
বারেক হৃদয়ে জলিলে প্রবল ?
ইহপরকালে কি আছে রে বল্,
সে দাহ নিবায়ে জুড়া'তে জীবে ?

ভুলে কি পাতকী ত্যজিলে জীবন,
ইহ-জন্মকথা এ মর্ত্ত্যভুবন ?
স্মৃতি-চিন্তা-ডোর জীবের বন্ধন
মাটীতে পুনঃ কি মিশায়ে যায় ?

অথবা আবার সে সব বন্ধনে
জীবাত্মা দেখে রে স্বপনে স্বপনে,
ফণিরূপে কাল অনন্ত গর্জ্জনে
অনন্ত ভুবনে ঘুরায় তায় ?

না থাকে এবে সে ইন্দ্রিয়-চালনা,
সে মোহ বিকার মায়ার ছলনা,
শরীর-ধারণে, পাপীর বেদনা
কখন কদাচ ভুলা ত যায় ;

ভুলাতে কিছু কি থাকে নাক আর,
কেন বা স্বপন—কেন বা বিকার,
কেবল পরাণে জাগে কি ধিক্কার,
অশরীরি-তাপ নাহি জুড়ায় ?

জুড়ায় কভু কি সে চিতাদাহন ?
কিরূপে জুড়াল—জুড়ায় কখন,
আছে কি সে প্রথা বিধির লিখন
লঘু-গুরু-ভেদ যাতনা-ভেদ ?

অথবা যেমতি দশানন চিতা
জলে চিরকাল—চির-প্রজ্বলিতা,
শিখার গর্জ্জনে সাগর পীড়িতা
বেলায় লুটিয়া করয়ে খেদ ,

অধীর হৃদয়ে অশ্রান্ত তেমতি
ভ্রমে জীবকুল অসীম দুর্গতি
ছাড়িতে ভুলিতে নাহিক শকতি
তিলার্দ্ধ যতনে নিষ্কৃতি নয় ?

এ হ'তে নরক কিবা ভয়ঙ্কর
কোন্ বেদে আছে, জীবদাহকর ;
পাপের কণ্টক বিঁধিলে অন্তরে
নহে কি কখন সে পাপক্ষয় ?

দেহশূন্য তোরা, আমি দগ্ধমতি,
বুঝাইয়া বল্ পাপীর কি গতি,
শিশু পুণ্যমন, নারী পুণ্যমতি
কলুষ পরশে পায় কি পার ?

আছে কি রে পার সে পাপের হ্রদে,
ডুবে যাহে নর পড়িয়া প্রমাদে
বিষাক্ত জীবন ভোগে রে বিষাদে,
আছে কি পশ্চাতে নিষ্কৃতি তার !

যদি সত্য বল, দেখাইতে পার
পরকালে হয় পাতকী উদ্ধার
যখন ত্যজিব এ আলো-আঁধার,
তোদের সঙ্গে সাথুয়া হব।

গহন গহ্বর নগর অটবী
নরক পাতাল যে কোন পদবী
যখন দেখিব— যেখানে দেখাবি
তখনি সেখানে আগুয়ে রব!

হর নিশাচর, লব দেহোপর
নর অস্থি-মালা নৃমুণ্ড-খর্পর,
নরদেহ ধরি হব রে বর্বর,
পিশাচ-পদ্ধতি শিখিব যত।

বল্ কোথা বল্—চল্ লয়ে চল্
দেখিব সে দেশ, পাপীর সম্বল,
দেহত্যাগী জীব লভিয়া মঙ্গল,
কি কাজে কিরূপে কোথায় রত।"

সে কথা শুনিয়া ভৈরব সকল
কেহ বা ধরিল বিকট কবল,
কেহ বা নাচিল—কেহ বা হাসিল.
ভীষণ কটাক্ষে কেহ বা চায়।

বিভগ্ন বিকট পিশাচ-শবদে
কেহ বা নিকটে আসি ধীরপদে
কহিল বচন,—"ত্যজিবে যখন
দেহ-আচ্ছাদন জীব-নিচয়,

কি হবে তাদের কি হবে রে আর—
আমাদের মত ধরিবে আকার,
ভ্রমিবে ভুবন খুঁজি অন্ধকার,
বলিনু তুহারে নিশ্চয় বাণী।"

বলি খিলি খিলি হাসি যায় দূরে,
আসি অন্য প্রেত ভয়ঙ্কর স্বরে
কহিতে লাগিল শ্রুতিদেশ পূরে
শ্মশানবিহারী প্রাণীর কাছে;—

"আমি বলি যায়;—করিস্ প্রত্যয়,
দেহান্তে মানব কিছুই না হয়,
মাটীর শরীর মাটীতেই রয়,
দেহ মন গড়া একই ছাঁচে।

অমরা অদেহী বিভিন্ন-গড়ন
চিরকালি এই মূরতি ধারণ,
তুহারা নহিস্ মোদের মতন।"
বলি নৃত্য করি ঘুরে সেথায়।

সহসা তখন সে বনরাজিতে
বেতাল ভৈরব আসি আচম্বিতে
স্তবধ করিল করের তালিতে,
পিশাচমণ্ডলী নিকটে ধায়।

কহিল তাদের ভূত-দলপতি,
বিকট তুণ্ডেতে খরতর গতি
অমানুষী ভাষা—পৈশাচ-পদ্ধতি;—
"নিকটে উহার না যাও কেহ;

শোক-দুঃখ-তাপে যে নর পীড়িত
মৃত্যুর অঙ্গুলী যার দেহে স্থিত
তাহার নিকটে জগৎ স্তম্ভিত,
না লভ্য কেহ রে তাহার দেহ।

আমি ভৃত্য যাঁর, এ আদেশ তাঁর
ত্রিলোকমণ্ডলে এ কথা প্রচার,
কহিনু তোদের—দেখিস্ ইহার
কদাচ কোথাও অন্যথা নহে।

লঙ্ঘিলে এ বাণী জান ত সকলে
কি শাসনপ্রথা প্রেতের মণ্ডলে?"
বলিয়া অঙ্গুলী হেলাইয়া চলে;
এবে শূন্য বন কেহ না রহে।

দ্বিতীয় পল্লব

একাকী মানব এবে বিজন শ্মশানে
সম্মুখে স্থাপিত শব সুদূর ঝিল্লীর রব
মাঝে মাঝে উঠে খালি বিকট স্বননে।

উঠিতে লাগিল তাহা আকাশে ছড়ায়ে,
একে একে ঝিকি মিকি শুভ্র আলো ধিকি ধিকি
ফুটিল নীলিমা-কোলে ফুটে ফুটে যেন দোলে—
আকাশের নীলিমার কালিমা ঘুচায়ে।

পড়িল সে ধীর আলো পাতায় লতায়,
পড়িল সৈকত তীরে পড়িল নদীর নীরে
পড়িল শ্মশানভূমে রজতচ্ছটায়।

তখন তাপিত সেই নরদেহধারী
চাহিয়া মৃতের পানে ব্যথিত ব্যাকুল প্রাণে
দেখিতে লাগিল ঘন, কভু বা উর্দ্ধ-নয়ন
ভাবিতে লাগিল ঘোর অন্তরে বিচারি,—

সত্য কি পিশাচ-বাক্য—শরীর-বিনাশে
পরাণী বিনাশ পাবে ? পাংশু ক্ষারে মিশে যাবে,
ভাবিতে হবে না কিছু ভাবীর তবাসে ?

ভাবিতে-কি হবে না বে ? পরকাল নাই ?
মাংস অস্থি মেদ শিবা জীবের চৈতন্য-গিরা,
সে গ্রন্থ খুলিলে ফাঁস জীবন—জীবাত্মা নাশ,
ত্রাণ মুক্তি ভক্তি জ্ঞান সকলি বৃথায় ।

এই জন্ম, ইহকাল, এই আদি শেষ ?
মৃত্যু পরশনে গত জীবনেব যন্ত্রণা যত,
সহিতে হয় না পবে দুষ্কৃতির ক্লেশ ?

যা কিছু যাতনা ক্লেশ, চিত্তের উচ্ছ্বাস,
স্রোতের ফেনার মত উঠে ফুটে অবিরত,
শরীরেই জন্ম লয়, দেহান্তে নাহিক রয়,
রুধির মজ্জাস্থি খালি তরঙ্গ বিকাশ ?

যে ভয়ে মানবকুল ভূমণ্ডল যুড়ে
ভাবে নিত্য অবিবত, দেব দেবী সৃজে কত,
কত স্মৃতি, কত বেদ, কত নীতি গড়ে ;

খেলায় কল্পনা-স্রোত যে ভয়ের হেতু
মানব হৃদয়তলে মরু-গিরি বনস্থলে,
হিমস্তূপে দ্বীপকায়, প্রায়শ্চিত্ত লালসায়,
বান্ধিতে কালের নদে মুক্তি-পথ-সেতু ,

সারত্ব নাহিক তায়—কেবলি প্রমাদ ?
সেই ভয় সেই আশা, অনিবার্য্য সে পিপাসা,
সকলি কি মানুষের স্ব-রচিত ফাঁদ ?

শিক্ষা দীক্ষা জনশ্রুতি যেরূপ যাহার.
সেইরূপ চিন্তা জ্ঞান, আশা তৃষ্ণা পরিমাণ,
বাঁধিয়ে আপন পায় শৃঙ্খল নিজে গড়ায়,
মণ্ডূকের মত ভ্রমে কূপে আপনার ?

পাপীর নরক শুধু এই কি জীবন ?
ফলাফল শাস্তি যত, সঙ্গে সঙ্গে হয় গত,
জল-বুদ্বুদের প্রায়, চিহ্ন কি থাকে না তায়,
পরকাল-পরিসীমা ভূপতি-শাসন ?

কিংবা মরণের পরে প্রেতরূপ ধরি
বাঁচিতে হবে ধরায় বাঁচে ওরা যে প্রথায়,
কানন গহন গুহা বীভৎসেতে ভরি ?

কহিল ও প্রেত যথা করিয়া নিশ্চয়,—
হিতাহিত-বোধ-হীন, নিয়ত তমেতে লীন
জঘন্য-ধিক্কৃত-কায়া, জীবন নয়—তমচ্ছায়া
মল-মূত্র-ক্লেদ-ভোগী, নিরাশ নির্দয় ?

এই মৃত কায়া যাব. যে ছিল জীবনে
কান্তি-রূপ-গুণ-সীমা. সারল্যের সুপ্রতিমা
নিরঙ্ক শশীর শোভা যাহার বদনে ;

দয়া মায়া করুণার পুরী যাব দেহ,
শীতলার মণিমালা, বিনয়ের বক্ষোমাল
হিতব্রত-পরিণাম, নিখিল মাধুরীধাম
ছিল যার হৃদিতল বিলেপিত-স্নেহ ;

জগতের একমাত্র ছিল যে বন্ধন,
ভুলিয়া যাহাব স্নেহে ভুলিতাম পাপ-দেহে
ভুলিতাম চিন্তারূপ চিতাব দাহন ,

যার মায়া-বন্ধনীতে বাঁধিয়া পরাণ
হৃদয়ে না দিনু স্থান বিধাতার কি বিধান
জীবনের পাপ তাপ মৃত্যু ভয় মনস্তা
হেরিলে যাহার মুখ তখনি নির্ব্বাণ ,

সেই সুতা মৃত্যুকালে যখন শয়ান
বলিল মিনতি ক'রে— কি হবে এ দেহান্তে
পিতা গো ভাবিও তাহা—কিসে পরিত্রাণ

যার শব বক্ষে ধরি ভ্রমিনু মর্ত্ত্যেতে,
হেরিলাম রামেশ্বর যমুনোত্রি পূত ন
পুষ্কর প্রয়াগ গয়া, বিন্ধ্যাচল হিমাল
ভ্রমিলাম কামরূপ, শ্রীক্ষেত্র তীর্থেতে ,

সেই সুপবিত্র সুতা—নির্ম্মল পরাণী
ভ্রমিবে পিশাচীবেশে তমোময় দেশে দে
স্বর্গের সৌরভ-শোভা হরষ না জানি ।

ভ্রমিছে কি সেই বালা উহাদেরই সনে
ওই ভৈরবীর দলে নর-অস্থি-মালা গলে
ভুলেছে পিতারে তার মনুষ্য-জীবন স
সারল্য শীলতা দয়া নাহিক সে মনে ?

নহে—নহে কদাচন, না জানি প্রত্যয়,
ব্রহ্মা যদি নিজে বলে সে প্রাণী ওরূপে চ
সে আত্মার শেষ এই—অন্ধ নিশিময় ।

প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, বিদ্রূপি উহারা,
পরকাল আছে সত্য আছে পাপে প্রায়শ্চিত্ত
জগৎনিয়ন্তা বিধি অবশ্য করিলা বিধি
যেরূপে উদ্ধার পাবে ভ্রমান্ধ যাহারা।

কে বলিবে—কে জানাবে—দেখাবে আমায়
বিধাতার সেই পথি নরের চরম গতি
পরলোক, মুক্তিপথ, কিরূপ কোথায়।

কে আমারে লয়ে যাবে দেখাতে তনয়া,
সেই পুণ্যরাশি ছায়া ধরেছে কিরূপ কায়া
কি কারণে বিরাজিছে কার তরে কি ভাবিছে
অঙ্কহীনা সে প্রতিমা কোথায় উদয়া।

জ্যোৎস্নাময় গগনের কোল হ'তে তবে
যেখানে রোহিণী তারা প্রভাবতী সেই ধারা
দেবী এক তারা গতি নামি এল ভবে।

নরদেহ-ধারী-কাছে দাঁড়াইল আসি—
পরিধান শ্বেতবাস শ্বেত আভা অঙ্গভাস
শরীরে অমৃতগন্ধ মুখে স্নিগ্ধ মন্দ মন্দ
সুকোমল নিরমল নিরুপম হাসি।

বিনিন্দিত-কাশপুষ্প তনু কমনীয়,
করতলে করতল পদ্মে যেন পদ্মদল
বিনীত-নয়না, চাহি পদ্মযুগে স্বীয়।

নিকটে আসিয়া তার মৃদুল গুঞ্জনে
অমরী কহিল ভাষা জীবিতের দুঃখ-নাশা
তাপিত না হও দেহী ভবতলে কেহ নাহি
কলঙ্কিত নহে যেবা পাপ পরশনে।

প্রবৃত্তির কুছলনে ভুলে নাহি কভু
আপন প্রমাদবশে কিংবা রিপুরাশি-রসে
হেন নর-নারী নাই— হবে নাকো কভু—

পরিপূর্ণ নির্ম্মলতা এ জগতে নাই,
পৃথিবীর নহে তাহা সে বাসনা বৃথা স্পৃহা
মানবমণ্ডলে কেহ, ধরিয়া মানব-দেহ
যদি করে সে বাসনা সে আশা বৃথাই।

যত দিন নরকুলে সকলে না হবে
সেই নির্ম্মলতাময় পরিগত রিপুচয়—
যত দিন কারো চিত্তে স্বেদবিন্দু রবে,

তত দিন একা কেহ এ ধরণীমাঝে,
রিপুময় দেহ ধরি কুবাসনা পরিহরি
নিষ্কলঙ্ক সুধাজলে স্নান করি হৃদিতলে
নারিবে লভিতে জয় পুণ্যময় সাজে।

বিধির নিয়ম ইহা অখণ্ড লিখন—
সমগ্র নরের জাতি, ধরাতে একত্রে সাথী
একত্র উদয়গত, একত্র পতন।

যথা অনন্তের পথে গ্রথিত সুন্দর
গ্রহ শশী তারাকুল অদৃশ্য বন্ধন মূল,
কোন গ্রন্থি যদি তার ছিন্ন শ্লথ একবার
পাতাল ভূতল শূন্য ছিন্ন চরাচর।

কিন্তু যাঁর বিধি ইহা তাঁরি বিধি শুন,
দুষ্কৃতির আছে ক্ষয় সন্তাপ অনন্ত নয়
পরকালে আছে ভোগ মুক্তি আছে পুনঃ।

চল সঙ্গে দেখাইব সে গতি তোমায়.
দেখাব তনয়া তব ধ'রে যার শূন্য শব
ভ্রমিলে পৃথিবীপর ভিক্ষুবেশে নিরন্তর
দেখিবে অদেহ এবে সেই দুহিতায়।

আগে এ শবের কর দাহ-সংস্কার
মৃত্যুস্পর্শ দেহ যাহা রাখিতে নাহিক তাহা
অ-মৃত জীবের বাসে—বিধিবাক্য সার।"

কহিল তখন ক্ষুব্ধ নরদেহধারী;
অমরীর দরশনে স্নিগ্ধ ভীত শুদ্ধ মনে
লোম কণ্টকিত কায়া বদনে অনিচ্ছা-ছায়া
অস্থি-সার শবে বাহু স্নেহেতে প্রসারি—

"কেমনে কহ গো দেবি অনলের তাপে
তাপিব ও কলেবর আশৈশব নিরন্তর
স্নেহে ভিজায়েছি যায় হরষ সন্তাপে।

দিয়াছি অমৃত ভেবে যাহার বদনে
পায়স নবনী ক্ষীর সুশীতল ভক্ষ্য নীর
সুগন্ধ চন্দন চুয়া তাম্বূল কর্পূর গুয়া
সে বদনে বহ্নিজ্বালা ধরিব কেমন।

ভ্রমিয়াছি বহুকাল শ্মশানে শ্মশানে,
দেখেছি নিদয় মন নর নারী কত জন
শ্মশানে করিছে দগ্ধ প্রিয়তম জনে,

দেখেছি পরাণে কেঁদে কত সুতা-সুত
প্রিয়তম পিতা মুখে সহাগ্নি করেছে সুখে
স্বর্গরূপা জননীর মুখাগ্নি করিয়া নীর
আনিয়া ঢেলেছে ভস্মে—শাস্ত্র অনুগত।

এ নির্দ্দয় প্রথা কেন, ওগো স্বর্গসুতে ?
প্রিয়তম ভিন্ন আর সুস্নিগ্ধ নহে সৎকার
এ প্রথা পালিতে প্রাণ দহে গুণযুতে।"

সে বাক্য শ্রবণে মুগ্ধ অমরী তখন
শব-পাশে দাঁড়াইয়া নিজ মুখ অগ্নি দিয়া
রহিল কঙ্কালরাশি সঙ্গে লয়ে মর্ত্ত্যবাসী
উঠিয়া আকাশে উর্দ্ধে করিল গমন।

তৃতীয় পল্লব

চলিল গগনপথে অমর-সুন্দরী
কিরণের রেখা-মত শোভা করি নীলপথ
সুধাগন্ধে বায়ুস্তর পরিপূর্ণ করি।

মুদিত নয়ন, ভীত, কম্পিত শরীর
অঙ্কদেশে দেহধারী এবে শূন্যপথচারী
সুষুপ্ত প্রাণীর প্রায় স্বপনে যেন ঘুমায়
উঠিতে লাগিল ভেদি অনন্ত গভীর।

উতরিল অবশেষে অমরী তখন
গগনের সেই দেশে যেথানে নক্ষত্রবেশে
অনন্ত ভূখণ্ডরাজি করয়ে ভ্রমণ।

প্রবেশে নক্ষত্রে এক সে তারারূপিণী
অঙ্ক হ'তে আপনার রাখিল নিকটে তার
জীবদেহধারী নরে যতনে তাহার পরে
কহিলা মৃদুস্বরে সুমিষ্টভাষিণী—

কহিলা চাহিয়া সুপ্ত মানবের পানে—
"খোল চক্ষু দেহময় এ ভুবন শূন্য নয়,
ভ্রমিতে পারিবে হেথা যথা ধরাস্থানে।"

সবিস্ময়ে দেহধারী দেখিল তখন
চারিদিক্ কুহাময়— মর্ত্ত্যে যথা শৈলচয়
উন্নত বিনত তথা কুয়াসা তেমতি সেথা
নহে সে নক্ষত্র-বপু মণ্ডিত কিরণ।

আশ্বাসিত চমৎকৃত বিনীত-বচনে
জিজ্ঞাসে তখন নর "এ কি পুনঃ ধরাপর
আনিলে আমায় দেবি ঘুমায়ে স্বপনে ?"

অমরী কহিল—'দেহি, এ নহে পৃথিবী,
পৃথিবীর অনুরূপ দৃঢ় কুহেলিকা স্তূপ
অশ্বিনী নক্ষত্র নামে ব্যক্ত যাহা ধরাধামে
এই লোক সে নক্ষত্র—ভুলিও না জীবি।

যত দেখ তারারূপ অনন্ত-শরীরে,
সকলি ইহার প্রায় দৃঢ় স্থির ধাতুকায়
দূর হ'তে দেখা যায়—যথা সে মহীরে—

কিরণের রাশি মত—কিরণমণ্ডল ;
কিন্তু এ নক্ষত্ররাজি, অতরল শূন্যবাজী
মৃণ্ময় ধরার প্রায় দৃঢ়ীভূত সমুদায়
মৃত জীবিতের বাস—প্রাণিময় স্থল।

রচিত খনিজরাজি পৃষ্ঠতলদেশ,
পারদ, রজত, সীস শিলা, স্বর্ণ সুসদৃশ
কত ধাতু মর্ত্ত্যে তার নাহিক উদ্দেশ।

কারো পৃষ্ঠে অবিরল কেবলি তুষার,
কারো অঙ্গে কুহাচয় কেহ বা সলিলময়
কেহ সূক্ষ্মাকাশাবৃত কারো অঙ্গে সদা স্থিত
অনল-উত্তাপ তেজ—করিছে বিহার।

জ্যোতির্বিশারদ গুরু ধরাতে যাহারা,
তাহারাই বহু ক্লেশে দেখে এ নক্ষত্রদেশে
স্বরূপ কিরূপ কার, কোথায় কি ধারা।

ধরাতে নক্ষত্র নামে ডাকে এ সকলে,
আমরা অদেহী প্রাণী অন্য নামে শূন্য জানি
এ সব বর্ত্তুলাকার ভুবনে যত বিস্তর
জীবাত্মার কারাগার অন্তরীক্ষতলে।

তাপ বাষ্প বৃষ্টি ধূম ঝটিকা প্রভৃতি
যেখানে প্রধান যাহা তারি অনুরূপ তাহা
ইহাদের নাম হেথা—যার যে প্রকৃতি।

দেহত্যাগে জীব-আত্মা পরমাত্মা-দেশে,
যাহার যে দুঃখফল ভুঞ্জিবারে সে সকল
যেথানে আদেশ পায় সেই সে মণ্ডলে যায়
পৃষ্ঠতল ভেদ করি অন্তরে প্রবেশে।

যতকাল শেষ নহে জীবন-আস্বাদ
অনুতাপ-শিখানলে   ততকাল সেই স্থলে.
থাকে সে পরাণীপুঞ্জ ভুঞ্জিতে বিষাদ।

সে লালসা নির্ব্বাপিত হয় যেই ক্ষণে
সেইক্ষণে মুক্ত প্রাণী   তেয়াগি শরীরী-গ্লানি
সূর্য্য-আভা অবয়বে   প্রকাশিত পুনঃ সবে
ত্যজয়ে সে লোকগর্ভ নিস্তাপিত মনে।

তাদেবি অঙ্গের শোভা কিরণ-আকারে,
কাঁপি কাঁপি ঝিকি ঝিকি তারা-অঙ্গে ধিকি ধিকি
চমকে মানব-চক্ষে শরীরী আঁধারে।

পাপমুক্ত প্রাণিবৃন্দ বিহরে তখন
ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টন করি   তাপিতের তাপ হরি
হিতব্রতে সদা রত   আপন সামর্থ্য মত
বিধির বাঞ্ছিত কার্য্য করিতে সাধন।

কত হেন মুক্ত জীব মানবমণ্ডলে
ভ্রমে নিত্য নিশাকালে   ঘুচাতে ভ্রান্তির জালে
দেখাতে সরল পথ বিপথী সকলে।

কত প্রাণী ধায় পুনঃ হরষে মগন,
বিধির বাসনা যেথা   গঠিতে নূতন প্রথা
নূতন আকাশ তারা   পৃথিবী নূতন ধারা
নব রবি নব শশী নূতন ভুবন।

যে লোকে এখন তুমি দাঁড়ায়ে মানব,
কুহালোক এই স্থান   কপটী পাপীর প্রাণ
নিহিত ইহার গর্ভে—ক্ষুণ্ণ প্রভা সব।

মিথ্যা ভাষা প্রবঞ্চনা করিয়া ধারণ
যে প্রাণী ধরণীপরে   অন্যেরে ছলনা করে
সকল পাপের মূল   সেই সব জীবকুল
এই লোক-জঠরেতে ভুঞ্জে নিপীড়ন।"

জীবিত জিজ্ঞাসে তাঁয়—"কোথায় সে সব,
না দেখিত কোন দেহ কোথায় না দেখি কেহ
কেবলি কুহেলি-রাশি—নিবিড় নীরব।"

"সঙ্গে এসো এই পথে"—বলি দেবী শেষ
জীবিতের আগে আগে   চলিল সে তলভাগে
সুরঙ্গ দেখায়ে তারে;   আসি এক গুহা-দ্বারে
অন্ধকারে গুহা-পথে করিলা প্রবেশ।

চতুর্থ পল্লব

প্রবেশি গহ্বর-মুখে শুনিল শরীরী
যেন কত প্রাণিরব   একত্র মিশিছে সব
কলরবে সে প্রদেশ পরিপূর্ণ করি।

নিবিড় অরণ্য যথা মারুত-নিস্বনে
পত্র ঝর-ঝর স্বরে,   সর্ব্বদিক্ পূর্ণ করে,
তেমতি অস্ফুট নাদ,   ঘন স্বর সবিষাদ
বহে স্রোত নিরন্তর সে ঘোর ভুবনে।

ধূমবর্ণ বাষ্পরাশি—গাঢ়তর ঘন—
ভ্রমে সে প্রদেশময়,   সর্ব্বত্র প্রসারি বয়
তমাবৃত নিশামুখে যেমতি গগন,

কিংবা যথা হিমঋতু প্রদোষ সময়
গাঢ় কুহেলিকা জাল   ঢাকে মহী তরু ডাল
সরোবর পথ ঘাট   শূন্য গিরি নদী মাঠ
ধূসরিত কুহাধূমে লুকাইয়া রয়;

তেমতি কুহেলীচ্ছন্ন নিবিড় সে দেশ;
গোধূলি-আলোক-মত   ধীর-ভাতি দূরগত
কদাচিৎ স্থানে স্থানে করিছে প্রবেশ।

আলো-অন্ধকারময় বিশাল ভুবন,
জটিল কুটিল গতি   নানা দিকে নানা পথি
চলেছে ফিরিছে ঘুরে,   এই লক্ষ্য কিছু দূরে
প্রবেশি তাহাতে কিন্তু অসাধ্য ভ্রমণ!

অসাধ্য ভ্রমণ যথা কোন সিদ্ধযোগে
বিদেশী ব্রাজক যবে   বুদ্ধি হত স্তব্ধ রবে
কাশী বর্ত্মে নিক্ষেপিত একা নিশিযোগে।

সতত স্খলিত-পদ শরীরী মানব
চলে অমরীর পাছে   ধীরগতি কাছে কাছে,
চলিতে চলিতে ধীরে   হেরে অন্ধকারে ফিরে
কত দিকে কত জীব সংখ্যা অসম্ভব।

হেরে দেহধারী ভয়ে রোমাঞ্চিতকায়—
কবন্ধ সদৃশ সব   বক্রগ্রীবা ক্ষীণরব,
পশ্চাতে হাঁটিয়া চলে পৃষ্ঠভাগে চায়।

না পায় দেখিতে অগ্রে—নেত্র নাসা মুখ
ঘুরান পৃষ্ঠের দিকে কেহ নাহি চলে ঠিকে
ঘূর্ণে বায়ুর মত ঘুরিয়া বেড়ায় পথ,
বাক্য-নিঃসারণে যেন কতই অসুখ।

চলে সবে করে চাপি কঠিন কর্ষণে
কণ্ঠতল মুহুর্মুহু, বেদনা যেন দুঃসহ
নিয়ত ব্যথিছে কণ্ঠ শ্বাস-প্রসারণে!

এত জীব চলে পথে চলিবার স্থান
কষ্টে অতি মিলে নরে; চলিল পথির পরে
জটিল জনতা ঠেলি শতপদ যেন ফেলি
শতপদ বক্ষেঃ চলি করয়ে প্রয়াণ।

দেহের উত্তাপে তাবে জানি জীবকুল,
ভগ্ন ক্ষীণ ক্ষুণ্ণ স্বর, পল্লবে যেন মর্ম্মর
নির্গত নিশ্বাসপথে—ব্যথায় ব্যাকুল,

কহিল—শরীরী প্রাণী স্থূল দেহ তব,
তুমি কেন হেথা নব দুরন্ত এ গুহান্তর
কোথা আদি কোথা অন্ত না পাইবে সে তদন্ত
এ গুহা গহ্বর, নব দুর্গম ভৈবব;

কতকাল(ই) আছি হেথা ভ্রমি এই ভাবে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত তবু পদে পদে ভ্রান্ত
চিনিবারে নারি পথ—তুমি কোথা পাবে?

আলোকে ভ্রমণ সদা অভ্যাস তোমার,
ওহে দেহধারী নর শীঘ্র ত্যজ এ গহ্বর
আত্মাময় দেহ ধরি আমরা ভ্রমণ করি
আমাদেরি নেত্রপথে নিশি এ আঁধার!

নিবারি ফিরিয়া যাও।"—তখন শরীরী
কহিল "হে আত্মাময় তব চক্ষে দৃশ্য নয়
আমি কিন্তু যাব এই অন্ধকার চিরি,

সঙ্গে হের কে আমার।"—বলিয়া সঙ্কেতে
দেখাইল জ্যোতির্ম্ময়ী. নিরখি সবে বিস্ময়ী
শশব্যস্ত আথান্তর বদনে বিস্তারি কর
পলায় পাপাত্মাগণ নিশি যথা প্রাতে;

কিংবা পিপীলিকাশ্রেণী দলিলে চরণে
চৌদিকে যেরূপে ধায় সেইরূপে হেরি তায়
পলাইল পাতকীরা সে কুহা-গহনে।

প্রবেশে গহ্বরমধ্যে অমরী পশ্চাতে
শরীরী পরাণী এবে চলে ধীরে ভেবে ভেবে
কাতর অন্তরে অতি ভয়ে ভয়ে করে গতি
দেখে জ্বলে গুহালোক—দীপ যথা বাতে।

না যাইতে বহুদূর শরীরী হেরিল
বদনে গুণ্ঠনাবৃত আত্মা দেহী শত শত
চলে ধীরে, কভু দ্রুত, কখন শিথিল,

চলে পথে, চলনের গতি চমৎকার—
যষ্টি বাড়াইয়া ধীরে পদ ফেলি দেখে ফিরে
এই চলে একধারে মুহূর্ত্তে অপর পারে
ক্ষণে পূর্ব্ব, ক্ষণে পরে পশ্চিমে আবার।

শরীর-গুণ্ঠনে ছাপ কত রঙে আঁকা,
কি যেন কক্ষের তলে লুকায়ে সতর্কে চলে
খঞ্জ গতি—কক্ষে যেন বিন্ধিছে শলাকা।

আচ্ছাদন অবয়ব ভাষা বর্ণ বেশ
দেখিল যত প্রকার বিভিন্ন সে সবাকার
দেখিয়া ভাবিল দেহী এরা বুঝি শূন্য-গেহী—
এত জাতি এত জীব ভুঞ্জে সেথা ক্লেশ।

নিকটে আসিবামাত্র মিষ্ট আলাপন
মৃদু সম্ভাষণ করি দ্রুতগতি অগ্রসরি
দাঁড়াইল হাস্যমুখে শত শত জন।

এত মধুপূর্ণ বাক্য মুখেতে সদাই—
যেন বা মিত্রতা কত স্নেহ-মায়া পূর্ব্বগত
স্মরি যেন হৃদিতল কতই সুখ-বিহ্বল
তত আপনার আর কেহ যেন নাই।

চাহি অমরীর মুখ মানব তখন—
"হে দিব্যাঙ্গি! কহ এ কি নেত্রে না কখন দেখি
জন-প্রাণী ইহাদের, তবে কি কারণ

এরূপে সম্ভাষে সবে?"—জ্যোতির্ম্ময়ী বলে
"ও কথা শুনো না কানে চেয়ো না ওদের পানে
ওরা জীব নরাধম!" বলিয়া ঘুচাতে ভ্রম
মুখের গুণ্ঠন তুলি দেখায় সকলে;

নরদেহী চমৎকৃত ত্রাসিত অন্তরে,
সবারি ললাটভাগে দেখিল অঙ্কিত দাগে—
'প্রতারক'—লেখা দগ্ধ-শলাকা অক্ষরে।

তখনি জীবাত্মাগণ কাঁপিতে কাঁপিতে
ঊৰ্দ্ধপদে নিম্নশিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরে
করে ঘোর আর্ত্তনাদ না পারে ফেলিতে পাদ
রুদ্ধশ্বাসে উড়ে যেন না পারে থামিতে—

মুখে বলে "হায় হায় ধরায় তখন
কেন বা চাতুরী করি পরের সর্ব্বস্ব হরি
যাপিয়া জীবনকাল—ভুঞ্জি এ যাতন।"

রোষ-কষায়িত-নেত্রে অধর-স্ফুরণে
ঘৃণাভাব বিলেপিত অমরী চলে ত্বরিত
মানব-দেহীরে লয়ে। পশ্চাতে বিস্মিত হয়ে
শরীরী চলিল ধীরে সে কুহা-গহনে।

চলিল—বধির কর্ণ আত্মা-কোলাহলে,
কেহ নাহি শুনে কায়, সম্ভাষে সবে সবায়
বিকলিত কতরূপ অস্ফুট কাকলে।

চলেছে সে আত্মাগণ নিরানন্দ মন,
চলিতে চলিতে হায়, অদ্ভুত ভীম প্রথায়
ছিন্ন গ্রীবা সহ তুণ্ড অন্ধ কাঁধে বসে মুণ্ড
কার মুখে কার জিহ্বা ভীষণ দর্শন!

অন্ত নাই—শান্তি নাই—গতি অবিচ্ছেদ
মাঝে মাঝে ঘোরতর মুখে বেদনার স্বর
নিশাচর প্রেত-প্রায় তম করে ভেদ।

জিজ্ঞাসে অমরী চাহি দেহধারী প্রাণী
কি কারণে আর্ত্তনাদ করে এরা—কি বিষাদ
কি তাপে অন্তর দাহে কেন বা ওরূপে চাহে
বনভ্রষ্ট যূথ যেন হেরে অরণ্যানী?"

কহিলা অমরীমূর্ত্তি—"করিছে ভ্রমণ
এই সব জীব হেথা কত কাল এই প্রথা
এই কথা মনে যবে করয়ে স্মরণ,

যখনি হৃদয়তলে প্রবেশে প্রত্যয়—
না পাবে উদ্দেশ্য স্থান না পাবে পথ-সন্ধান
মায়ারূপে দূরে থাকি হইবে চক্ষের বালি
প্রকাশে তখনি স্বরে নিরাশের ভয়।

দেহধারী তুমি জীব বুঝিবে কিঞ্চিৎ
কি দুঃসহ সে যাতনা, কি নিরাশা সে কল্পনা
বাসনা থাকিতে চিত্তে ফলেতে বঞ্চিত।

মিথ্যুক পাপাত্মা এরা—ধরাতে থাকিয়া
জড়ায়ে অসত্য-জাল কাটিলা জীবনকাল
এবে ভুঞ্জে ফল তার, এখনও চিত্তবিকার;
বিধানে জলে নিত্য এখানে আসিয়া।

চল আগে"—বলি দেবী হয়ে অগ্রসর,
দাঁড়াইলা এক স্থানে, শরীরী উৎসুক প্রাণে
পুনর্ব্বার চারিদিকে চাহিল সত্বর।

দেখিল সম্মুখে এক ভীমাকার বন,
ঘনতর কুয়াসায় আবৃত সে বনকায়
দেখিল জঠরে তার করিছে ভ্রমণ।

কত জীব-দেহচ্ছায়া কত রূপ ধরি,
কদলীপত্রের প্রায়, সতত কম্পিত হায়,
ভীত-দৃষ্টি মন-ক্লেশে হেরে সদা পৃষ্ঠদেশে—
পৃষ্ঠদেশে যমদূত ছোটে দণ্ড ধরি;

সে বনের চতুর্দ্দিকে বিকট নিনাদ
উঠে নিত্য ঘোরোচ্ছ্বাসে আত্মাকুল মহাত্রাসে
করে ঢাকি শ্রুতিতল করে আর্ত্তনাদ।

বিকট বিদ্যুৎছটা মাঝে মাঝে তায়
পড়ে অরণ্যের গায়, আত্মাকুল দগ্ধপ্রায়
হা হতোঽস্মি শব্দ করি বৃক্ষ-বিবরেতে সরি
লতাগুল্ম অন্ধকারে আতঙ্কে লুকায়।

সেখানেও নাহি শ্রান্তি যাতনা সন্ত্রাসে;
বিবর-কোটর-গায় যেখানে লুকাতে যায়
সেইখানে গন্ধকীট উড়ে চারিপাশে,

কর্ণমূল গণ্ডদেশে কটুল ঝঙ্কারে,
ভ্রমে সদা লক্ষ লক্ষ, ছড়ায়ে বিষাক্ত পক্ষ,
উড়ে উড়ে চারিধারে আকুল করে ঝঙ্কারে,
ব্যথিত জীবাত্মাকুল দংশন-প্রহারে!

দেখে নর আত্মা দেহ সে বন-ভিতরে
কত হেন গিরি-কূটে, নদী, গুহা, লতাপুটে
কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপে বিবরে বিবরে।

বিবর ছাড়িতে নারে বিদ্যুতের ভয়ে,
ভিতরে দুর্গন্ধময় কর্ণমূলে কৃমিচয়
ঝঙ্কারে বিষণ্ণ তানে বধির করিয়া কানে
অধীর জীবাত্মাকুল বিবর-আশ্রয়ে।

হেন অন্ধকার দেশ যেন নেত্র-পথে
গুরুতর কোন ভার দৃষ্টি রোধে অনিবার
না সরে, না হয় ভেদ, কভু কোন মতে!

কত আত্মা সে দুঃসহ তিমির-পীড়নে
করি ঘোর আর্ত্তধ্বনি বিদ্যুতাভা শ্রেয় গণি,
বিবর ছাড়িতে চায় ছাড়িতে না পারে তায়,
এবে তমসায় অন্ধ দৃষ্টির বিহনে!

দেহধারী মানবেরে অমরী সম্ভাষে—
"নিরানন্দ এই সব জীববৃন্দ হে মানব,
দেখিছ এখানে যত ভীত হেন ত্রাসে,

কূটজীবী প্রবঞ্চক যতেক দুর্ম্মতি,
ধরাতলে বঞ্চনায় ছলিলা কত প্রথায়
আপন হিতের তরে সতত পরস্ব হয়ে
হের হে সে পাপীদের হেথা কিবা গতি।

হের কি দুর্গতি কিবা বিশীর্ণ মূরতি!
জীবনে দুষ্কৃতি যত আগে ছিল স্মৃতিগত
এবে কীটরূপে শত বধিরিছে শ্রুতি।

না পারে সহিতে পূর্ণ আলোকের ছটা,
কিরণ দেখিলে কাঁপে নিত্য দহে চিত্ত-তাপে
অদেহি-চিত্তের দাহ— দুরন্ত বিষ-প্রবাহ
ছুটিছে অন্তর-তটে করি ঘোর ঘটা।

দেখ দেহী অই স্থান"—বলিয়া আবার
অমরী দেখায়ে তায় সেই দিকে ধীরে ধায়
দেহধারী নিরখিল সঙ্কেতে তাঁহার।

দেখিল মরু-প্রান্তরে জীবাত্মা ছুটিছে
পতঙ্গপালের মত মধ্যস্থলে কূপগত
কত জীবাত্মার রাশি খেদবাণী পরকাশি
কূপগর্ত্তে নিরন্তর অনলে পুড়িছে।

কূপের নিকটে তবে অমরী আসিয়া
দেখাইল মানবেরে, স্তম্ভিত শরীরী হেরে
অনলের হ্রদে জীব চলেছে ভাসিয়া;

ক্ষুদ্রমুখ, কূপগর্ত্ত বিশাল ব্যাদান,
লক্ষ লক্ষ অহি তায় অনল মাখিয়া গায়
লোল জিহ্বা প্রসারিয়া লেহিছে জীবাত্মা-হিয়া
নাচিয়া প্রমথগণ করিছে সন্ধান।

বিকট কার্ম্মুক ধরি তীক্ষ্ণতর শর
কূপগর্ত্তে নিরন্তর আত্মাকুল জরজর—
শরজ্বালা অহিদন্ত-দংশনে কাতর!

যখন অস্থির সবে তীব্র বেদনায়
অন্ধকারে দৃষ্টি করি কূপ পার্শ্বে ধরি ধরি
ঊর্দ্ধেতে উঠিতে যায় তখনি সে সবাকায়
ভূতগণ শর ক্ষেপি গহ্বরে ফেলায়।

ছায়ারূপী কত আত্মা সে প্রান্তরময়
শীর্ণ-ক্লিষ্ট হৃতশ্বাস হৃদয়ে হত বিশ্বাস—
কাহার কথায় কেহ না করে প্রত্যয়।

জননী বিশ্বাসী নয় আপন তনয়ে।
পুত্র না প্রত্যয় যায় পিতা দ্বিধা তনয়া
অবিশ্বাসী পতি-প্রিয়া অবিশ্বাসে দগ্ধ হি
মিত্রে না পরশে মিত্র প্রতারণা-ভয়ে।

আত্মাকুল এই ভাবে ভ্রমে সে কান্তারে,
শ্রান্ত হয়ে কভু ধায়, লভিতে তরু-আশ্রয়-
পল্লব শোভিত তরু কান্তারের ধারে।

তরুতলে আসে যেই, ভুলিয়া মর্ম্মর
হেন বিষাদের স্বর ধরে লতা-পত্র-থ
যেন বা উন্মত্ত বেশ কেহ তরুমূল-দে
কেহ শাখা পত্র ছিঁড়ে অধৈর্য্য কাতর।

তখন সে পত্রদল বৃশ্চিক-আকারে
শূন্য হ'তে নিত্য ঝরে জীব-আত্মা দেহ'প
বিষাক্ত দংশনে দগ্ধ করয়ে সবারে।

পলায় জীবাত্মাবৃন্দ উধাও হইয়া,
বদন বিকৃতাকার নিকটে না আসে আ
ভ্রমে তমোময় পথে অপূরিত মনোরথে
গহ্বরের কুহেলিতে অদৃশ্য থাকিয়া।

অমরী শরীরী চাহি কহিলা—"হে দেহি,
এই দ্রুম বিষগর্ত্ত; শাখা, শিখা, পত্র, প
তীব্র বিষপূর্ণ—গন্ধে নাহি জীয়ে কেহ।

ধরাতে 'উপাস' নামে এ তরু আখ্যাত,
যে যায় ইহার তলে যে পরশে পত্রদ
যে শরীরে পড়ে ছায়া তখনি সে জীর্ণ কা
নির্ঘাত জীবন-মূলে তখনি আঘাত।"

হেরিলা ধরিত্রীবাসী সে গাঢ় কুয়াসা
সব আচ্ছন্ন যায় দুরন্ত প্রভা ছটায়,
কখনও উড়িয়া যায়—দিশি পরকাশা।

তখন গহ্বরগত জীবাত্মা-মণ্ডলী
ভাগে যে দুর্গতি কত দেখিলে হৃদয় হত
ড়ি জড়রাশি প্রায় প্রান্তর অবণ্য ছায়,
নতগ্রীবা ভূজতলে করিয়া কুণ্ডলী।

না পারে দেখাতে মুখ কেহ অন্য কারে,
ভীভূত জীর্ণ কায়া সেই সব জীব-ছায়া
নিশ্চল—নির্ব্বাক্ - যেন ভুজঙ্গ তুষারে।

যমদূত ভয়ঙ্কর আসিয়া তখন
ত্যেক কুণ্ডলীকৃত পাপাত্মারে করি ধৃত
প্রালোকে তুলি মুখ, খুলিয়া দেখায় বুক—
হেরিয়া শরীরী ভয়ে পাণ্ডুর বরণ।

স্বচ্ছ স্ফটিকের প্রায় হৃদয়ের তল,
খা যায় সে কিরণে— লেপিত যেন অঞ্জনে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত ছিদ্র-পূর্ণ ক্ষতস্থল।

আপনি ফুলিছে কভু আপনি ফাটিছে
ই সব ছিদ্রমুখ ছিন্ন-ভিন্ন করি বুক,
ক্তস্রাব মাখি গায় কোটি কৃমি ভ্রমি তায়
ছিদ্রে ছিদ্রে ছুটে ছুটে কলিজা কাটিছে।

কত ভীতিপূর্ণ স্থান হেরিলা শরীরী
কুজ্ঝটিকাময় সে ঘোর পাপি-আলয়
অমরীর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ভয়ে ফিরি।

মিতে লাগিলা দেবী দেখায়ে নরেরে
তলে খ্যাতিমান্ কত মিথ্যুকের প্রাণ—
রিক ছদ্মভাষী বকধর্ম্মী আত্মারাশি—
এখন নিরুদ্ধ সেই গহ্বরের ঘেরে।

দেখাইলা মানবেরে অমরী সেথায়,
বিবরেতে স্থান বসি কোন নরপ্রাণ
কণ্ঠ-কণ্ঠ গতশ্বাস টানিছে জিহ্বায়।

বসিয়া "তৈথস ওঠ" বিকট বদন,
ীট অবিরত উড়িয়া পড়িছে কত
মুখ নাসিকায়, তাড়াইতে সে সবায়
অজস্র অশ্রুর ধারা ঝুরিছে নয়ন!

শূন্য হ'তে অনিবার ক্ষিপ্ত ভস্মরাশি
উত্তপ্ত কঙ্করবৎ রোধি নাসা ওষ্ঠপথ
ব্রহ্মতালু-তল দগ্ধ ক্ষার-ভস্ম গ্রাসি!

করে করতল ঘাতি প্রেতরূপধারী
চারিদিক্ ঘেরি তার, ছাড়ি ঘোর হুহুঙ্কার,
শব্দে বিদারিছে প্রাণ বদ্ধমূল নিরুত্থান
মৌনীভাবে কাঁদে জীব উরসে প্রহারি!

হেরিল অমরীবাক্যে অন্যত্রে চাহিয়া,
বদনে জড়ান কর "এণ্টনি" বিষণ্ণস্বর
"কাইসরের" মৃত তনু সম্মুখে পড়িয়া,

বদনে বিলাপ করে হৃদি বিদারিয়া;
সে প্রাণী কাছে তখনি, আসিয়া শুনিল ধ্বনি
শুনিল এ নহে তাহা "সপ্ত গিরি বোমে" যাহা
কপটী শুনায়েছিল জগৎ মোহিয়া।

অন্য দিকে হেরে ফিরে গহ্বর-ভিতরে
ললাটে গভীর রেখা ঘুরিছে জীবাত্মা একা
ঘোরে যথা অন্ধ বৃষ তৈলচক্র ধ'রে।

ভ্রমে জীব শলাবিদ্ধ নয়নে নেহারি,
পৃষ্ঠরেখা বক্রভাব ওষ্ঠাধরে লালাস্রাব
সম্মুখেতে শিলাতলে রেখাঙ্কিত অশ্রুজলে
ব্যসনের পাশা ঘুঁটি পড়েছে প্রসারি।

শরীরী জিজ্ঞাসে—"কার আত্মা এ পরাণী?"
অমরী কহিলা তায় কটাক্ষ কূট প্রভায়
"ভারত-কলঙ্ক অই কুটিল শকুনি।"

বলিয়া নির্দ্দেশ কৈলা হেলায়ে অঙ্গুলী,
শরীরী ফিরায়ে আঁখি সেই দিকে দৃষ্টি রাখি
হেরে এক কৃষ্ণাসন ক্লেদ-পূর্ণ কুগঠন,
শৈলের অঙ্গেতে গাঁথা—শূন্যে কেতু তুলি।

'এখন আসন শূন্য' অমরী কহিলা,
"কিন্তু ঐ শিলাখণ্ডে বিধির বিহিত দণ্ডে
সত্যরূপী যুধিষ্ঠির সন্তাপ ভুঞ্জিলা,

একমাত্র মিথ্যাবাণী বলিয়া জীবনে—
সেই পাপে এ আলয়ে মনস্তাপে দগ্ধ হয়ে
কুন্তীপুত্র ধর্ম্মধর দ্বাপরে প্রসিদ্ধ নর
সে পাপ খণ্ডিলা আসি এ তাপ-ভুবনে।

তারি চিহ্ন হেতু এই শিলার আসন
চিরন্তন বদ্ধ হেথা অলঙ্ঘ্য নিয়ম প্রথা
জানাইতে শৈল-অঙ্গে কেতু নিদর্শন।

দেখ, দেহি, কত আত্মা সন্ত্রাসিত এবে
কাঁদিছে ওখানে বসি নেত্রমণি গেছে খসি
মুখে শব্দ হাহাকার শ্রবণে কীট-ঝঙ্কার
জীবনে অসত্য খল ছলনায় সেবে।"

পরিহরি সে প্রদেশ চলিলা দক্ষিণে,
অকস্মাৎ কোলাহল যেন চলে স্রোত-জল
চতুর্দ্দিক্ হ'তে সেথা প্রবেশে শ্রবণে।

এত অন্ধতম কুহু সে দুর্গম স্থানে;
কোথা হ'তে কোলাহল কোথা বা আত্মা সকল
কিছু নাহি দৃশ্য হয়, খালি ভীতি-শব্দময়
কলরব ভয়ঙ্কর প্রবেশিছে কানে।

সেখানে পশিতে নর দেখিল সভয়ে
জ্যোতির্ম্ময়ী ক্ষণে ক্ষণে যেন দ্বিধাযুক্ত মনে
ভাবে কোন্ দিকে পথ কুহু অন্ধ হয়ে।

হেন রূপে চলে দোঁহে—শুনে অকস্মাৎ
পশ্চাৎ পারশদ্বয় উচ্চনাদে পূর্ণ হয়
যেন আত্মা কত জন অন্ধকারে অদর্শন
বলিতেছে ঘোরস্বরে বচন নির্ঘাত—

"সাবধান—সাবধান, সম্মুখে গহ্বর
অতল পাতালস্পর্শ অসীম ভীম দুর্দ্ধর্ষ
কে যাও নিরস্ত হও—নহিলে সত্বর

পড়িয়া প্রপাত-মুখে ছুটিবে এখনি
সে অতল তলদেশে কে যাও শরীরি-বেশে
ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও অইখানে স্থির হও
পাদমাত্র নিক্ষেপিলে নিপাত তখনি।"

কপালে ঘর্ম্মের বিন্দু শুষ্ক কলেবর
শরীরী দাঁড়ায়ে সেথা নেহারে অপূর্ব্ব প্রথা
দুরন্ত প্রপাত ছোটে শব্দ ভয়ঙ্কর।

নেহারি পাতালদেশে দেহীর পরাণ
আকুল হইল ভয়ে যেন মৃগীগ্রস্ত হয়ে
হেরে ঘুরে শূন্যদিক্ নেত্র-পাতা অনিমিষ
পড়ে পড়ে যেন স্রোতে হারাইয়া জ্ঞান।

দেখিয়া অমরী নরে ধরিল তখনি,
মুহূর্ত্তে দিলা চেতন শরীরী বিহ্বল ম[illegible]
কহিলা "না থাক হেথা হে দেবনন্দিনি,

অন্য কোথা লয়ে চল—দেখ দেহে চাহি।
অমরী ভাবিয়া দুখ হেরে লোমকূপ[illegible]
কণ্টকে আচ্ছন্ন যেন পুলকিত দেহ [illegible]
কহিলা আশ্বাসি নরে "প্রয়োজন নাহি

প্রবেশি এ দুর্গমেতে—ও গুহা গহিত,
বিধির বিধান-বলে, আত্মা-কুল-অশ্রুজ[illegible]
পরিপূর্ণ চিরকাল—নিত্য উচ্ছ্বাসিত।

বিষম দুঃখের ভাগী বিশ্বাসঘাতক
মর্ত্ত্যলোকে যত জন, মিত্রঘাতী ক্রুর মন
অই পাতালের তলে চল যাই অন্যস্থ[illegible]
নিরখিতে অন্যরূপ পাপের নরক।"

পঞ্চম পল্লব

উঠিলা অমরী এবে অন্য তারা-লোকে
অঙ্ক হ'তে রাখি নরে কহিলা সুমিষ্ট স্বরে
"স্বাতি নামে ধরাতলে বলে যে আলোক,

এই সে নক্ষত্র দেখ।"—নেহারে শরীরী
নিরন্তর বৃষ্টিধারা পারদের ধারাকার
সে ভুবন-শূন্য-তলে যথা শ্রাবণের জলে
স্নাত মহীতলে সদা বায়ু বন গিরি।

পড়ে ধারা ক্ষণকাল নাহিক বিরাম—
পড়ে সে ভুবনময়, জীব-আত্মা দৃশ্য নয়,
হিমানীর মরু যেন নীরদের ধাম।

প্রবেশিল নরে লয়ে অমরী তখন,
অন্তর-ভিতরে তার, হেরে দৃশ্য ভীমাকার
শরীরী কম্পিত দেহ কপালে স্বেদের [illegible]
দেখা দিল বিন্দু বিন্দু—নিশ্চল নয়ন।

দেখিল জ্বলিছে আলো সে লোক-জঠরে
রক্তবর্ণ ঘনচ্ছটা চারিদিকে ভীমঘটা
নিশাকালে জ্বলে যথা বেলাস্তম্ভপরে।

উৎকট লোহিত আভা—জানাতে নাবিকে
কোথা গিরি জলমগ্ন, কোথা সিন্ধু পোতভগ্ন
লুক্কায়িত জলতলে কোথা বা ভাঙ্গিয়া চলে,
চঞ্চল বালুকাচর—বর্ত্ম কোন্ দিকে।

অথবা শৈল-শিখরে যুদ্ধকালে যবে
জ্বালে ঘোর দীপ্ত জ্বালা সৈনিক প্রহরিমালা
কুহাবৃত নিশিকোলে লুকায়ে নীরবে।

সে আভা'র প্রতিভাতি অণুমাত্র ভাব
বুঝিবে দেখেছে যারা, নিশীথের তারাকারা
রক্তবর্ণ কাচপিণ্ড ধরি যাহা পোতদণ্ড
ভাগীরথী-জলে ভাসে জানায়ে প্রভাব,

দেখিতে তেমতি ছটা, অথবা যেরূপ
লৌহ অশ্ব ধায় যবে ত্রিযামায় ঘোর রবে
যামিনী, ধরণী শূন্যে করিয়া বিদ্রূপ,

ধ্বক্ ধ্বক্ জলে আভা কেশব-পুচ্ছেতে
চলে যেন অজগর রক্তচক্ষু ভয়ঙ্কর,
ধস্ ধস্ হ্রেষাহ্রাস বহে নাসিকায় শ্বাস
নানা জাতি নরবৃন্দে উড়ায়ে পৃষ্ঠেতে।

জ্বলে সেইরূপ আলো প্রচণ্ড উৎকট,
প্রভাতেই যেন তার চারিদিক্ অন্ধকার
ঝলসিত-চক্ষু নর ভাবিল সঙ্কট!

কম্পিত শরীরি-দেহ আলোক নিরখি,
সর্ব্বাঙ্গ শরীরময় ভয়েতে তেমতি হয়
ঘুমাইয়া অকস্মাৎ অহি-দেহে দিয়া হাত
অন্ধকার গৃহে যথা জাগিল চমকি।

না যাইতে বহুদূর শুনে ঘোর নাদ
উচ্চস্বরে আত্ম-মুখে—শেল বিন্ধে যেন বুকে—
শুনিলে তেমনি যেন চিত্তে অনাহ্লাদ।

শুনিল উঠিছে স্বর, শ্রবণ বিদারে—
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি জীবে। নিবে নিবে নাহি নিবে
কি দুরন্ত দাহ অরে, দহে দেহ স্তরে স্তরে
কি আছে ব্রহ্মাণ্ডমাঝে এ তাপ নিবারে!

আর্ত্তনাদ শুনি নর আত্মময়ী সনে
চলিল যে দিকে স্বর, হেরিল হয়ে কাতর
আর্ত্তনাদকারী সেই আত্মাদেহিগণে।

দেখিল ললাট বক্ষে "হত"—চিহ্ন লেখা
দগ্ধ লৌহ শূলাধারে। নিরখিল সে সবারে—
নিস্তব্ধ দেহের পর অঙ্গার সদৃশ কর,
অঙ্গ অবয়ব চক্ষে নিরাশার রেখা।

তাদের নিকটে আসি শরীরী পরাণী
কহিল—"হে জীবময়, আমাদের গতি নয়,
হেরিবারে তোমাদের এ দুর্গতি গ্লানি;

সে নিষ্ঠুর কৌতুকের পরবশ নহি;
এসেছি খুঁজিতে তায়, হারায়েছি মর্ত্ত্যে যায়
এসেছি মায়ার ডোরে বদ্ধ হয়ে এই ঘোরে,
আমিও ধরেছি দেহে জীবনের অহি!

জানি জ্বালা, আত্মময়, সন্তাপে কেমন
শরীরীর সাধ্য যাহা কহ এবে শুনি তাহা
বলিতে সে কথা যদি না থাকে বারণ;

কহ কি কারণ সবে বিকৃতের প্রায়?
কি হেতু দেহের পর এরূপে নিবদ্ধ কর?
কারও পৃষ্ঠে,কারও বুকে, কারও কটি, জঙ্ঘা, মুখে
ভ্রমণ শয়ন গতি পশুর প্রথায়?"

বুঝিলা কণ্ঠের স্বরে জীবাত্মা-মণ্ডলী,
নরে দেখি নিরিখিয়া, নেত্রকোণে দগ্ধ হিয়া
অশ্রুধারারূপে যেন উথলিল গলি।

কহিল, "হে দেহধারী, জীবে যত দিন
লিখ জীবনের মূলে তপ্ত শলাকার শূলে
এ দগ্ধ জীবের কথা – কেন হেথা হেন প্রথা
আমাদের আত্মময় জীবন মলিন।

ছিলাম ধরণীধামে আমরা যখন
তোমারি মতন দেহে, দয়া, মায়া, ক্ষমা, স্নেহ,
না দিয়াছি হৃদিতলে আশ্রয় তখন,

স্বার্থ-পদ লালসাতে, লোভের দহনে,
অন্ধ হয়ে জীব-দেহে, দূরে ফেলি দিয়া স্নেহে,
যেথা কৈনু অস্ত্রাঘাত সে অঙ্গে তাহার হাত
নিবদ্ধ এখন, হায়, অচ্ছেদ্য বন্ধনে।

সাধ্য নাই, আশা নাই, খুলিতে—তুলিতে,
বক্র ভঙ্গ বিকলাঙ্গ আশা মোহ শান্তি সাঙ্গ
ছিন্ন দেহে ছন্ন জীবে হতেছে কাঁদিতে।"

বলিয়া উচ্ছ্বাসে সবে ভীষণ চীৎকার।
শুনিয়া শরীরী নব শ্রবণে তুলিল কর
সেরূপ মরম-ভেদী আর্ত্তনাদ আয়ু-চ্ছেদী
ধরাতলে নাহি কিছু তুল্য তুলনার।

অমরী-আদেশে এবে দুঃখিত মানব
চলিল হৃদয় চাপি তেয়াগি সে মহাপাপী
খেদপূর্ণ আত্মাকুল সেখানে যে সব।

ক্ষণেক চলিতে পথে নাসারন্ধ্র পুরি
উঠিল এমনি ঘ্রাণ হেন তীব্র অনুমান
অস্থির শরীরী জীবী; দেখিয়া বুঝিলা দেবী
নিবারিলা সে দুর্গন্ধ সুধাগন্ধ ঝুরি।

কহিলা আশ্বাসি—"দেহী না হও ত্রাসিত,
দেহেতে যা কিছু ক্লেশ যখনি হবে প্রবেশ,
তখনি কহিও তাহা হবে নিবারিত।"

বলি পুনঃ অগ্রসর; পশ্চাতে শরীরী
বাক্‌শূন্য মন্দগতি চলিতে লাগিল পথি;
চতুর্দ্দিকে নিরখিল দেখিতে অতি পিচ্ছিল,
রুধিরাক্ত মৃৎ যেন রয়েছে বিস্তারি।

নিকটে আসিয়া আরও দেখিল মানব
ফুটিছে সে মৃদ্‌বৎ যথা সিদ্ধ অন্ন ক্বথ,
বাষ্পাকারে ধূম তায় উথলি ছুটে বেড়ায়
ফুটে ফুটে উঠে নিত্য – নিয়ত উদ্ভব।

তেমতি দেখিতে যথা পচা গন্ধময়
'সুন্দরী"-অরণ্য কোলে, শুষ্ক খাল বিল খোলে
অপক্ব পঙ্কের রাশি ছড়াইয়া বয়।

পরশনে সে কর্দ্দম মানব-শরীরে
আপাদ মস্তক যুড়ে সর্ব্ব-অঙ্গ যেন পুড়ে,
কাতরে কহিল নর চাহি অমরীরে –

"প্রাণ যায়, প্রভাময়ী, দগ্ধ হয় দেহ।
দেহে না দহন সয় নিশ্বাস নির্গত হয়,
নাহি মারুতের লেশ কণ্ঠে যেন ফাঁসে ক্লেশ,
হৃৎপিণ্ড ফেটে যায়—ভাঙ্গে যেন কেহ।

দাহ-ক্ষত পদতল, শরীর, আনন,
যেন তপ্ত বালু! পিপাসায় শুষ্ক তালু,
ধূলিবৎ জিহ্বারস—না সরে ভাষণ!"

বলিয়া মূর্চ্ছিতবৎ পড়িল মানব।
শীতল বায়ু-সঞ্চারী নিজ শ্বাসে মূর্চ্ছা হরি,
অমরী তুলিলা তায়, ঊর্ণনাভ-জাল প্রায়
নিজ গুণ্ঠনেতে ঢাকি সর্ব্ব-অবয়ব।

নরে চাহি কহে দেবী—"এখন শরীরী
ভ্রমিতে পারিবে হেথা অখিন্ন অমর-প্রথা;
শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, তাপ, সকলি নিবারি।"

আশ্বস্ত শীতলদেহ শরীরী তখন
পুনঃ সে মৃত্তিকা'পরে প্রবেশে সাহসভরে,
অগ্রভাগে দেবী-মূর্ত্তি, উৎফুল্ল নয়নে স্ফূর্ত্তি,
ধীরে ফেলি চারুপদ করেন ভ্রমণ।

বুঝিল মানব এবে সে মৃৎ-পরশে,
পঙ্ক যথা জলসিক্ত রুধিরের ধারা পুক্ত
পিচ্ছল তরল তথা চরণ-ঘরষে,

দেহভারে মৃৎ যেন ঘুরিয়া বেড়ায়।
দেবীরে সহায় করি চলে নর পঙ্কোপরি
লৌহস্রাবে সুদুর্গম ভয়ঙ্কর সে কর্দ্দম
পদে পদে স্খলে পদ স্থির নহে তায়।

বহিছে প্রবাহ এক সে পঙ্কিল দেশে
কালির সরিৎ যেন কালস্রত ঘূর্ণ ঘন
ভীষণ তরঙ্গ তুলি বিভীষণ বেশে!

দুস্তর কান্তার-মাঝে চলেছে সরিৎ,
অন্য জলবিন্দু নাই কোন দিকে—মরু ঠাঁই
নাহি বায়ু তরুচ্ছায়া, বিঘোর বিকট কায়া
চলেছে একাকী সেই নিভৃত সরিৎ।

ছুটেছে কল্লোলরাশি ভয়ঙ্কর রোষে,
চক্রাকারে ঘূর্ণাবর্ত্ত ঘুরিয়া চলেছে নিত্য
নির্ব্বাত শূন্যেতে শব্দবিন্দু নাহি ঘোষে।

এ হেন নিঃশব্দ স্থান—বায়ুশূন্য লোক,
আপন নিশ্বাস-শব্দে দেহধারী নিজে স্তব্ধে
যেন দূর শূন্য কোলে কেহ প্রতিধ্বনি তোলে—
জ্বলিছে ভুবনময় বিকট আলোক!

দেখে জীব-আত্মা কত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটি
পড়িছে সরিৎ-অঙ্গে, ছুটিয়া স্রোতের সঙ্গে
ভাসিছে ডুবিছে নিত্য কভু তীরে উঠি,

পিপাসা-আতুর প্রায় আবার সরিতে
তখনি দিতেছে ঝাঁপ, মুহূর্ত্ত না সহি তাপ
আবার উঠিয়া তীরে লুটিছে পঙ্ক-শরীরে
কখনও তুফানে লুটে ভাসিতে ভাসিতে।

কত আত্মা তীরে নীরে এরূপ বিব্রত
বিস্ময়ে হেরিল নর হেবিল হয়ে কাতর,
অসহ্য যাতনা যবে আয়ু ওষ্ঠাগত।

তখন সে আত্মাগণ করিয়া চীৎকার
ডাকে বিধাতার নাম প্রভাবি হৃদয়ধাম,
লুণ্ঠিত তরঙ্গ বুকে ত্রাহি—ত্রাহি শব্দ মুখে
অবসন্ন হস্ত পদ তরঙ্গে বিস্তার।

এবে অনন্তের কোলে শ্রুতি-বিদারণ
হয় ঘন বজ্রনাদ অন্তরেতে অবসাদ
গভীর আবর্ত্ত-গর্ভে ডুবে আত্মাগণ।

অমরী কহিলা ধীরে চাহিয়া মানবে—
"যত দিন স্পৃহা-লেশ রবে চিত্তে—রবে ক্লেশ
জীবনের পাপাস্বাদ যত কাল অবসাদ
না হইবে চিত্তমূলে, এইভাবে রবে।

এই সব নরাধম"—বলিয়া অমরী
চলিল অনেক দূরে, মানব বিষাদে পূরে
দেখিল সম্মুখে পুনঃ নেত্রপাত করি—

দেখিল শ্রেণীতে বদ্ধ আত্মা অগণন
অর্দ্ধ-মগ্ন হয়ে নীরে বসিয়া নদের তীরে
রুধিরে অঞ্জলি করি পুত্র পৌত্র নাম ধরি
নয়নে বিষাক্ত দৃষ্টি—করিছে তর্পণ!

তুলিছে সে কৃষ্ণোদক অঞ্জলি পূরিয়া
মিশায়ে অশ্রু রুধিরে একে একে ধীরে ধীরে
কাল তরঙ্গের কোলে দিতেছে ফেলিয়া।

দেখি চমকিল দেহী,—দেখিল আবার
সরিৎ-সলিল ঢাকি ছায়ারূপে থাকি থাকি
কত শব নদ অঙ্গে ভাসিছে তরঙ্গসঙ্গে
ক্ষতচিহ্ন কত স্থানে অঙ্গেতে সবার;

ঘেরি আত্মা জনে জনে ঘুরিছে নিকটে,
কাহারো জঘন ধরে কাহারো অঙ্ক উপরে
কাহারো অঞ্জলিপুট বক্ষ কটিতটে।

যথা পুরাণের কথা প্রাচীন লিখন,
কাল-অঙ্গে ভাসি কালী, শবরূপে দেহ ঢালি
ঘোর পচা গন্ধময় ঘেরি হরি হিরন্ময়
ঘুরেছিলা মহাকালে করিয়া বেষ্টন।

সেইরূপে শব হেথা ভাসে কৃষ্ণ নদে,
মুখে রোদনের রব ঘুরে ঘুরে ফিরে সব
দুই কূল পূর্ণ করি আক্ষেপ-নিনাদে।

হেরে সে জীবাত্মাবৃন্দ করি নিরীক্ষণ
প্রতি শবে ক্ষতস্থান প্রতি ক্ষত পরিমাণ
হেরিয়া ধিক্কারে পূরে, ঘৃণা করি ফেলে দূরে,
অকস্মাৎ ছিন্ন-শির—বিকট দর্শন।

দেখি দেহী হতজ্ঞান, অমরী তখন—
পরদ্রব্য-অপহারী মহাপ্রাণী হত্যাকারী
ঘোর পাপী এরা সব জঘন্য জীবন।

জিজ্ঞাসে মানব তাঁরে—"এ নদ-উদয়
কিরূপে কোথায় কহ আমায় সেথানে লহ
বাসনা দেখিতে হায়, এ সরিৎ কি প্রথায়
হেনরূপে হেন স্থানে প্রবাহিত হয়!"

"দেখাব"—বলিয়া দেবী চলিলা সত্বর,
উতরি অনেক পথ মানবের মনোরথ
পূর্ণ কৈলা দেখাইলা সরিৎ নির্ঝর।

দেখিল নদের মূলে দেবীর নির্দ্দেশে—
আত্মারূপী কত জন বসিয়া ক্ষিপ্ত যেমন
হেরিছে হৃদয়তল বক্ষঃ ভেদি অবিরল
বহিছে উত্তপ্ত ধারা সরিৎ উদ্দেশে।

বসিয়াছে আত্মাগণ বিদীর্ণ উরস,
উগারি উগারি ধারা পড়েছে কালির পারা—
ঘনতর নীলময় কটুল বিরস,

বহিছে তেমতি—যথা ঝরে খনিমুখে
কালিবর্ণ জলধার অনর্গল অনিবার
মাখিয়া অঙ্গার ক্লেদ খনি-অঙ্গ করি ভেদ
বেগে প্রবাহিত শেষে ধরণীর বুকে।

কিংবা যথা কালিন্দীর কৃষ্ণ জলরাশি
যমুনোত্রি-নগবুকে বহে বেগে নিম্নমুখে
পড়ে ধরাতল দেহে কল কল ভাষি।

বসেছে জীবাত্মাকুল ভস্মাসনোপরে,
উৎকট বেদনা রেখা ওষ্ঠ গণ্ড নেত্রে লেখা
বিদারিত বক্ষঃস্থল নিরখিছে অবিরল
গণ্ডূষে করিছে পান ধারা-স্রোত ধ'রে,

বিকট বিষাদ-নাদ মুখে মুহুর্মুহুঃ,
শুনিলে তাদের স্বর বোধ হয় যেন ঝড়
বহে ভেদি মর্ম্মতল—শব্দ করি হু হু।

অমানুষী সে নিনাদ শুনিতে তেমতি
যেন জন-শূন্য ক্ষেতে বায়ু পশে কলসেতে
নিশীথে প্রান্তরপরে ত্রাসিত করিয়া নরে
কিংবা মুমূর্ষুর স্বর কুশ্রাব্য যেমতি।

"কে এরা"—জিজ্ঞাসে দেহী,—অমরী উত্তরে—
"অবনীর পাপরূপ দয়াশূন্য যত ভূপ
সেই পাপী এই সব এ তাপ-গহ্বরে।

হের দেখ অইখানে—পারিবে চিনিতে
যত জীব নৃপসাজে তাপিতা ধরণীমাঝে
মাতিয়া ঐশ্বর্য্যমদে ভাসাইল অশ্রুনদে
দৌরাত্ম্য-পীড়িত নরে—স্ব-ইচ্ছা সাধিতে।

হের অই ভস্মরাশি-আসনে যে পাপী—
অই কংস ধরাপতি দয়াশূন্য ছন্নমতি
উৎসন্ন করিল আগে যদুকুলে তাপি।

নিষ্পীড়িত মথুরার বক্ষঃস্থল দলি,
দেবকীর মনোদুখে লিখিয়া ভারত বুকে
আপন কলঙ্ক-রেখা এখন বিরাজে একা
এ ঘোর নরকে বসি—মনস্তাপে জ্বলি।

হের অই সাত শিশু স্কন্ধদেশে পড়ি
কি বলিছে কানে কানে বিষ ঢালি দগ্ধ প্রাণে
নেত্রকাছে যমদূত হেলাইছে ছড়ি,

দেখাইছে শিলাতল—প্রহারি যাহাতে
সদ্যোজাত শিশু দেহ বিনাশিল ত্যজি স্নেহ
হের দেখ লৌহ-পারা জননীর স্তনধারা
শিলাতে আঁকিছে অঙ্ক প্রতি বিন্দুপাতে।

সে জীবে পশ্চাতে ফেলি চলে দুই জন ;
কিছু দূরে গিয়া ফিরে হেরে পরিখার পারে
অগ্রেতে অচল এক ধূসর-বরণ ;

উৎকট আলোকচ্ছটা পড়িয়া তাহায়
মহাভয়ঙ্কর বেশ করেছে ভূধরদেশ
একা সেই গিরিপরে আত্মা এক বীণা-করে
ভাসিছে নেত্রের নীরে বসিয়া সেথায়।

বিস্ময়ে জিজ্ঞাসে দেহী অমরী চাহিয়া—
"কার আত্মা হেরি অই, দগ্ধ বীণা করে লই
এ ভাবে পাপাত্মা লয়ে ওখানে বসিয়া ?"

উত্তরিলা জ্যোতির্ম্ময়ী "অচল-পশ্চাতে
আমরা এখন, নর, তাই ও গিরি-শিখর,
দেখিতে না পাও ভাল, কিছু দ্রুত পদ চাল
চল নিরখিবে সব আরোহি উহাতে।"

পার হয়ে শুষ্ক খাত শিখরের তলে
ক্রমে দোঁহে উপনীত, অমরী সহ জীবিত
উঠিতে লাগিল এবে সে উচ্চ অচলে।

শরীরী ঘর্ম্মাক্ত-দেহ আরোহিতে তায়,
যে ভাগে চরণ সরে সে ভাগ তখনি ঝরে
নাহি পায় স্থান এক দৃঢ়পদে মুহূর্ত্তেক
যেখানে চরণ রাখে ভূধরের গায় ,

নাসা মুখে ঘনশ্বাস চাহে দেবী-পানে।
বুঝিয়া অমরী তায় করে ধরি লয়ে যায়
অচল-শিখরদেশে, পাপাত্মা যেখানে।

অমরী বলিলা নরে, "থাকি থাক দেহ
এই গিরি—শুন নর, উঠিতে ইহার পর
শরীরীর শক্তি নাই, বিষম দুঃখের ঠাঁই
এ গিরি জীবাত্মা বিনা না পরশে কেহ।"

বহু কষ্টে শিখরেতে উতরিলা শেষে ;
তখন জীবিত প্রাণী হেরিল বিস্ময় মানি
চাহিয়া চকিত-নেত্রে গিরি অগ্রদেশে,—

দেখে রাজধানী এক বিশাল বিস্তার,
পরিপূর্ণ ধূমানলে, মাঝে মাঝে শিখা জ্বলে
যত গৃহ হর্ম্ম্য তায় দগ্ধ ইন্ধনের প্রায়—
লক্ষ প্রাণি-কোলাহলে শব্দ হাহাকার,

বীণাদণ্ডধারী আত্মা একদৃষ্টে চাহি,
বিগলিত অশ্রুধারা, হেরিছে উন্মাদ-পারা
সে বহ্নি-তরঙ্গ-ভঙ্গ—ক্ষণে ক্ষান্তি নাহি।

দুর্জ্জয় পবন-বেগে রুদ্ধ শ্বাস-বাত
ক্ষীত নাসারন্ধ্রে ছাড়ে সবেগে ঘন আছাড়ে
গ্ন বীণাদণ্ড-দারু ভাঙ্গিয়া পৃষ্ঠের মেরু
কভু বক্ষঃ ভালদেশে প্রহারে নির্ঘাত।

দারুণ আক্ষেপে তার শিলা দ্রব হয়,
ালিছে "ক্ষণেক ক্ষান্তি, দেহ দেব চিতশান্তি
পারি না—পারি না আর দাহ নাহি সয়।

বুঝি নাই ধরামাঝে—ঐশ্বর্য্য-উন্মাদে—
লাকপতি হ'তে হ'লে কত সাম্য-ধৃতি-বলে
লাকেরে পালিতে হয়, কেন বলে ধর্ম্মময়
লোকপালে ধরাতলে—বুঝেছি বিষাদে।"

দূরে দাঁড়াইল দেহী মানিয়া বিস্ময়,
য়াতুর মৃদুস্বরে দেবীরে জিজ্ঞাসা করে—
"কেবা এই ভুঞ্জে হেন সন্তাপ দুর্জ্জয়?"

জীবিত নরের বাণী শুনি সে শিখরে
চুস্বরে জীব বলে— "কে তুমি রে এ অচলে
ীবিত শরীরধারী? তুমি কি কেহ তাহারি
যাহার পীড়নকারী নৃপ এ ভূধরে?

হও বা না হও শুন—নিদয় পরাণী
মামি 'নীরো' ধরাপতি— রোমের নিপাতগতি
ধরার কলঙ্কপাঁতি—নরকুলগ্লানি!

নিজ রাজধানীকায়া জ্বালিয়া অনলে,
খে বীণাবাদ্য করি বসিয়া শিখরোপরি
হরেছিনু শিখানল প্রভুত্বে পিয়ে গরল
পূরাতে চিত্তের সাধ ধরণীমণ্ডলে।"

বলি, পুনঃ পূর্ব্বভাব আবার ধরিল!
মমরী-ইঙ্গিতে নর তেয়াগি গিরি-শিখর
পদাঙ্ক গুণিয়া তাঁর আবার চলিল;

কত বন গুহা খাত এড়ায়ে ত্বরিত
উপনীত ভুজনায় যেথানে অচল প্রায়
াষাণ-প্রাচীর অঙ্গে, গাঁথা যেন তারি সঙ্গে
আত্মাময় দেহ এক শূন্যে প্রসারিত।

সে প্রাচীর-তলভাগে বহিছে ভীষণ
ক্তের সলিলাকার বেগবতী স্রোতোধার
তীরে পাষাণের পুরী মলিন-বরণ!

অঙ্গুলী হেলায়ে দেবী দেখাইলা নরে
পুরীর পরিখা ভিত্তি বুরুজ গম্বুজ কীর্ত্তি
চাহি পরে উর্দ্ধপানে দেখাইয়া পাপপ্রাণে
বলিলা—"শরীরি, তুমি চিন কি উহারে?

অই পাপী নর-আত্মা বিকট-আকার
কৃষ্ণশ্মশ্রুধারী ছায়া ধরাতে ধরিলা কায়া
নিষ্ঠুর ভূপাল-বেশে, যে নাম উহার

শুনিলে এখনি তুমি ঢাকিবে শ্রবণ;
হৃদয় অন্ধারময়— মানবের হৃদি নয়
বঙ্গের সৌভাগ্য-চোর দৌরাত্ম্য-আঁধারে ঘোর
কেতুরূপে ধরাতলে কৈল বিচরণ।

গর্ভবতী রমণীর জঠর খণ্ডিয়া
দেখিতে জরায়ুপিণ্ড জীবিত জীবের দণ্ড
কবিত অশেষরূপ দুর্ম্মদে ডুবিয়া।

দেখ সে পাপের চিহ্ন এবে আত্মাদেহে
পাষণ্ডের হৃদিতল উগারিছে ক্লেদ মল
হস্ত পদ বক্ষঃ শির পাষাণ-প্রাচীর স্থির
কালের করাল ফণী সাধে অঙ্গ লেহে।

নড়িতে ফিরিতে ভোগ হের কি করাল!
ভয়ঙ্কর শলাকায়— মলা-বিন্দু নাহি তায়
বিদারিত কণ্ঠতল কাঁদিতে নাহিক বল
জীবিত মৃতের ঘৃণা চিহ্ন চিরকাল।

চিন কি উহারে তুমি?" বলি আত্মাময়ী
চাহিল দেহীর মুখে; শরীরী নিশ্বাসি দুখে
বলিল,—"সিরাজুদ্দৌলা অই কি চিন্ময়ি?"

ইঙ্গিতে হেলায়ে শির অমরী চলিল,
চলিল তাহার সনে দেহী নিরানন্দ-মনে
দলি রুধিরাক্ত পঙ্ক হৃদয়ে কত আতঙ্ক
কতই উদ্বেগ বেগে উথলি উঠিল।

দূরেতে দেখিল দেশ জলাশয়ময়;
দূর হ'তে দৃশ্য তথা যেন পচা পত্র-লতা
দুস্তর দুর্গম গর্ত্তে বিছাইয়া রয়।

বঙ্গে যথা ভাদ্র-শেষে-রৌদ্র-তপ্ত জলা
ঘন-পঙ্কে বিনির্গত দুর্গন্ধ বায়ু দূষিত
বরষা ঋতুর ভঙ্গে ছড়ায়ে চৌদিকে রঙ্গে
নগরে নগরে তোলে শমনের খেলা।

সেইরূপ সে দুস্তর দুর্গম যুড়িয়া
কত শুষ্ক জলা বিলে ঘনবর্ণ পঙ্ক-নীলে
ছুটিছে দূষিত বায়ু দুর্গন্ধে পূরিয়া।

স্থানে স্থানে তীব্র-জট তৃণগুল্মপ্রায়
কটুল কুশের রাশি কৰ্দ্দমেতে চলে ভাসি
সূচ্যগ্র কণ্টকময় পচা লতা-পত্রচয়
কোনখানে উৰ্দ্ধশির—কোথা বা লুটায়;

কাছে আসি হেরে নর কাতর অন্তরে,
পচা লতা-পত্র নয়, সকলি জীবাত্মাময়
পত্র-লতা-গুল্মরূপে জলাশয়-পরে।

গড়ায়ে গড়ায়ে চলে ধরি গলে গলে,
কেহ বিমৰ্দ্দিত হয়, কেহ অন্যে বিমৰ্দ্দয়,
ছিন্ন করে পরস্পর বিষম দুৰ্দ্ধমোপর
আত্মারাশি—বালু যেন লুটে সিন্ধুজলে।

"ধরাতে এত কি পাপী?" জিজ্ঞাসে শরীরী
"দয়াশূন্য এত জীবী?" উত্তর করিলা দেবী—
"হের, দেখ অইখানে এই দিকে ফিরি;

নরাধম ভ্রূণঘাতী পিতৃঘাতী নর,
তাদের দুৰ্দ্দশা দেখ. দেখ, দেহি, দেখ শেখ,
স্মরি নিজ নিজ পাপ ভুগিছে কি ঘোর তাপ,"
এত বলি শোভাময়ী হৈলা নিরুত্তর।

দেখে দেহী ভ্রমে কোথা আত্মাগণে টানি
ভীম অন্ধ যমচর গুল্‌ফ ভাগে ধরি কর,
ক্ষুরধার কুশোপরে—পদাঘাত হানি।

কোথাও গহ্বর-গুল্মে জীবাত্মা বেড়ায়
শিশু-প্রাণ বাঁধি গলে কাঁদিতে কাঁদিতে চলে
কোন বা উদ্ধত প্রাণ আপনি তুলি কাতান
ভীমবেগে হানে নিত্য আপন গলায়।

কোনখানে পাতা যেন রজকের পাট,
আত্মাগণে ধরি তায় যমদূতে আছড়ায়;
কেহ রজ্জু বাঁধি কণ্ঠে কয়রে বিনাট।

এইরূপে কতক্ষণ ভুগি দুঃখস্বাদ,
উন্মাদ আকুল হিয়া কৃষ্ণ-নদ-তটে গিয়া
ঝাঁপ দিয়া পড়ে তায় আবর্ত্তে ঘেরি বেড়ায়
মুখে হাহাকার শব্দ—অন্তরে বিষাদ।

একান্ত উৎসুক-চিত্তে নিকটে আসিয়া
দেহী ধীর সম্বোধনে কহে আত্মা কয় জনে
"কে তোমরা কি পাপে এ দুর্গমে পড়িয়া?"

নরের দুঃখিত স্বর বহুকাল পরে
শুনিয়া পরাণিগণ মুগ্ধ হয় কিছুক্ষণ
পরে কাছে ছুটি তার, ঘুচাতে হৃদির ভার
আরম্ভ করিল কেহ আক্ষেপের স্বরে।

অকস্মাৎ সে দুর্গমে দুরন্ত ঝটিকা,
বহিল কোথায় হ'তে জীববৃন্দে পথে পথে,
উড়ায়ে চলিল যথা লুণ্ঠিত গুটিকা,

চলিল উড়ায়ে ঝড় হেন ভীমবেগে
হেরে নর গতিহীন, পাণ্ডুর মুখ মলিন,
শুকাইল কণ্ঠতালু মুখেতে ফেটিল বালু
উঠিল চীৎকার করি—স্বপ্নে যেন জেগে।

শোভাময়ী মৃদুস্বরে আশ্বাসিল তায়,
কহিলা—"এ আত্মা সব এবে করে অনুভব
যে তাপ না ভোগে কভু থাকিয়া ধরায়।

পত্নী-ব্যবসায়ী এরা—হীন অর্থলোভে
বংশের দোহাই দিয়া নারীর সতীত্ব নিয়া
ব্যবসা করিত এরা অগণ্য অক্ষোভে!"

অমরী এতেক বলি নীরব হইল।
কাঁপিতে কাঁপিতে নর যুড়িয়া যুগল কর—
"হে দেবী সদয় হও শীঘ্র স্থানান্তরে লও
দুহিতা আমার কোথা"—দুঃখেতে কহিল।

ষষ্ঠ পল্লব

শরীরি-বদনে ত্রাসিত বচন
শুনিয়া অমরী তায়;—
"পূরাব পূরাব বাসনা তোমার
অন্যথা নাহি কথায়,
দেখিবে নন্দিনী কিরূপে তোমার,
দেহ উন্মোচন করি,
কি গতি লভিলা করে কিবা লীলা
কি পুণ্য-পন্থাণ ধরি।

ভ্রম এ ভুবনে আর কিছুকাল ;
বাসনা হৃদয়ে মম,
দেখাই তোমারে এই সব পুরে
প্রবেশের কিবা ক্রম।
দেখাই তোমারে খেলি ভব-খেলা,
কিরূপে জীবাত্মা শেষে
আসিয়া প্রবেশে কোন্ পথ দিয়া
এ সব আত্মার দেশে।
ধর্ম্মরূপী যম, কিরূপ আসনে,
কি প্রথা বিচারে তাঁর,
কিরূপে নরকে পাঠান পাপীরে
সহিতে পাপের ভার।
দেখিবে নয়নে, নয়নে কখনও
মানব না দেখে যায়—
ব্রহ্মাণ্ড-কেন্দ্রেতে বসি ধর্ম্মরাজ
বিরাজে কি প্রভায়।
কত কি অপূর্ব্ব দেখিবে সেখানে
বিস্ময়ে প্লাবিত হয়ে,
দেখিতে বাসনা থাকে যদি বল,
যাই সেথা তোমা লয়ে।
কিন্তু কহি শুন দুরূহ ভীষণ
গগন-গহন সেই,
পশিবারে পারে সে জন সেখানে
ভীরুতা যাহার নেই।
এ হেন সাহস ধর যদি চিতে
কহ তবে দোঁহে চলি,
এত যে আগ্রহ দেখিতে এ সব
এবে কোথা গেল গলি ?
সে উৎসাহ আশা কোথা বা এখন ?
কোথা বা সে মনোরথ ?
স্বচক্ষে দেখিবে পরকাল-গতি
বিধি-নিরূপিত পথ ?
জীবন থাকিতে পরকাল-ভেদ
যে জন ভেদিতে চায়,
পতঙ্গ-শরীরে খগেন্দ্রের বল
ধরিতে হইবে তায়।"
নীরব অমরী এতেক কহিয়া ;
মানব মনের দুখে
চিন্তি ক্ষণকাল কহিলা তখন
লজ্জা-অবনত মুখে—

"অয়ি জ্যোতির্ম্ময়ি ধরি সে সাহস
এ জড় শরীরে যাহা
পারে ধরিবারে, না কাঁপি অন্তরে,
অসাধ্য নহে গো তাহা।
কিন্তু যাহা দেবি অসাধ্য মানবে
সে সামর্থ্য কোথা পাব ?
পাপীর নিরয়ে পাপাত্মা হইয়া
কেমনে নির্ভয়ে যাব ?
দেখিনু যে সব মনে হ'লে আর
হিয়া দুরু দুরু করে,
শিরাতে শিরাতে প্রচণ্ড আঘাতে
বেগেতে রুধির সরে ;
লোম-হরষণ হেন ভয়ঙ্কর
নারকী আত্মার গতি,
অলঙ্ঘ্য নিয়ম বিধাতার হেন,
চেতনে হেন দুর্গতি—
কলুষের ফাঁসে জীবনে ক্রন্দন,
ক্রন্দন মরিলে পর !
হেরিলে এ গতি হে অমর-বালা,
ত্রাসিত কে নহে নর ?
তথাপি দেখিব দেখিবে যা কিছু,
অভ্যাস নরের বল,
সে বল হৃদয়ে লভেছি কিঞ্চিৎ
ভ্রমিয়া এ সব স্থল,
তুমি গো যখন সহায় আমার,
ক্ষুণ্ণ নহি আমি নর—
মায়ে রক্ষা করে যে শিশু-সন্তানে
থাকে কি তাহার ডর ?"
শুনিয়া অমরী ;—"হে শরীরধারি,
ভ্রান্ত না হইও মনে.
পারিব রক্ষিতে শরীর তোমার
প্রবেশিয়া সে গগনে।
কিন্তু চিত্তে তব বহিবে যে স্রোত
পরাণ ব্যাকুল করি,
অমরী যদিও, সে স্রোত-বারণে
সামর্থ্য নাহিক ধরি।
জানিহ নিশ্চয় মানস দমনে
মানুষেরি অধিকার ;
হৃদয়-রাজ্যেতে, শাসন রাখিতে
সহায় নাহিক তার।

আপনারি তেজে আপনি বিজয়ী,
অজয়ী দুর্ব্বল যেই,
দুর্ব্বল পরাণে শমতা সাধিতে
ক্ষমতা কাহারো নেই।
কি অমর নর, এ প্রথা সবার,
শুন হে শরীরী প্রাণী ;
প্রকাশ এখন কি বাসনা তব
এ কথা নিশ্চয় মানি !"
কহিল মানব, "হে সুধাভাষিণি,
কেন সুধাইছ আর,
যা ঘটে ঘটুক কাঁদুক পরাণী
যাব সে ব্রহ্মাণ্ড-পার।
সামান্য পণেতে তনু খোয়াইয়া—
প্রাণ দিতে পারে নরে,
নর হয়ে আমি এ পণ সাধিতে
নারিব ভয়ের তরে ?
চল, দেবি, চল, কোথা লয়ে যাবে,
সাহসে বেঁধেছি বুক,
দেখি অন্ত তার জীবনের পাপে
জীবাত্মার কত দুখ !"
চলিলা তখন দেহীরে লইয়া
অনন্ত গগন-মাঝে,
অমর সুন্দরী কিরণ প্রসারি
কিরণে যেন বিরাজে !
উঠিতে লাগিল কতই যোজন
গভীর শূন্যেতে পথি,
নীল নীলতর গাঢ় সূক্ষ্ম জড
কত বায়ুস্তর মথি।
খেলে চারিদিকে অধঃ ঊর্দ্ধ পাশে
গড়ায়ে ছড়ায়ে সেথা,
মরুত-সাগরে পবন-হিল্লোল
সাগর-উর্ম্মির প্রথা।
উঠিতে লাগিল যত সূক্ষ্মাকাশে
কক্ষতলে তত নরে,
মৃদুল কর্ষণে অমর-বালিকা
যতনে চাপিয়া ধরে।
দিয়া নিজ শ্বাস-প্রশ্বাসে তাহার
শূন্যেতে চলিল দেবী ;
মাতৃ-ক্রোড়ে যেন চলিল মানব
অপূর্ব্ব আনন্দ সেবি।

দেখিতে দেখিতে উঠে দেহধারী
বিস্ময়ে বিহ্বল প্রাণ,
পথচিহ্ন নাহি অভ্রান্ত গতিতে
গ্রহ তারা ভ্রাম্যমাণ !
কত দিকে গতি করে কত গ্রহ,
কতই তারকা ছোটে,
অনন্ত প্রাঙ্গণে জ্যোতির্ম্মালা যেন
ফুলঝারারূপে ফোটে !
ছোটে পিঠে পিঠে স্তবকে স্তবকে
কেহ ধীরে একা ধায়,
অদূরে অন্তরে বিচিত্র অয়নে
বিশাল অনন্ত-গায়।
কেহ না বাধিছে কাহারো গমন
চলেছে অয়ন কাটি,
পূর্ণ গোলাকার কাচডিম্ব প্রায়
গ্রহ তারা কত কোটি।
ছুটিতে ছুটিতে নিজ নিজ পথে
নিনাদ করিছে সবে,
পরিপূর্ণ করি সে গগনদেশ
মধুর মৃদুল রবে।
সে মৃদু নিক্কণে নিদ্রালু মানব
মুদিল নয়ন-পাতা,
স্বপনে যেন বা উড়িয়া চলিল
শুনিতে শুনিতে গাথা।
অমর-সুন্দরী জ্যোতিঃপিণ্ড-পথ
এড়ায়ে এড়ায়ে ধীরে,
চলিল তেমনি অরণ্যে যেমনি
কিরণের রেখা ফিরে।
ভেদি সে সকল বৃত্ত-মধ্যভাগে
সুরয-জ্যোছনা ছাড়ি,
প্রচণ্ড নির্ব্বাত কিরণ-সাগরে
প্রবেশিয়া দিলা পাড়ি।
তপত-কিরণ গগন-গহনে
অমরী প্রবেশে যেই,
অলপ উথলে ঝলকে ঝলকে
অসহ্য উত্তাপ দেই,
সুপ্ত মানব কপোল কপাল
মৃদুল পরশ করি,
বক্ত্র নয়ন নাসিকা অগ্রেতে
খেলিতে লাগিল সরি;

কর্ণ-কুহরে স্বন স্বন নাদ
ঘাতিতে লাগিল ধীরে,
দূর-ধাবিত ক্ষিপ্র-চালিত
নিনাদ যেমন তীরে।
গ্রীষ্ম ঋতুতে ব্রততী-আবৃত
ছাড়িয়া কুঞ্জের ছায়া,
দগ্ধ মরুতে পড়িলে যেমন
উত্তাপে তাপিত কায়া।
তীক্ষ্ণ কিরণ হিল্লোলে পরশে
নিনাদ শ্রবণে নর,
স্বপ্ন তেয়াগি চমকি জাগিল
কণ্ঠেতে কাতর স্বর।
স্নিগ্ধ-ভাষিণী অমরী তখন
কহিল তাহার কানে,
"ঊর্ণা-বসনে আবর বদন
বেদনা পাবে না প্রাণে।"
শীঘ্র শবীরী অমরী-গুণ্ঠনে
ঢাকিল বদন গ্রীবা,
স্থিরদৃষ্টিতে দেখিল চাহিয়া
অসূর্য্য-প্রভার দিবা।
সান্ধ্য-গগনে ঢলিয়া পশ্চিমে
ডুবিছে যখন রবি,
স্বর্ণবরণ. কিরণ-সাগরে,
অনল যেন বা হবি।
দীপ্ত প্রভাতে তখন যেমন
উড়ে পাবাবত-সারি,
মঞ্চ দুলায়ে উড়ায়ে শূন্যেতে,
করিলে গগনচারী।
সূক্ষ্ম চিকণ ঝকিয়া তেমতি
আকাশ আচ্ছন্ন করি,
দেখিল মানব ঊর্দ্ধচরণে
জীবাত্মা পড়িছে ঝরি;
চক্রগতিতে ঘুরিছে সতত
সে ভীষণ ব্যোমস্তর,
সঙ্গে ঘুরিছে কিরণ-সাগর
অনন্ত অয়ন'পর।
দীপ্তি-জলধি অঙ্গেতে মিশিয়া
কোটি জীবাত্মার কায়া,
লুটিতে লুটিতে উর্ম্মির আঘাতে
উড়ে যেন ধূলি-ছায়া!

শ্রান্ত শিথিল গতিতে অমরী
কিরণ-সাগরে খেলি;
যোজন যোজন গভীর প্রদেশে
পশিল সে সব ঠেলি।
স্থির স্ফটিক সদৃশ আকাশ
পরশি ছাড়িলা শ্বাস;
কক্ষ-গ্রথিত মানব-দেহীরে
রাখিলা তাঁহার পাশ।
পূর্ণ পীযূষ পূরিত বচনে
কহিলা তাহারে চাহি,
ত্রস্ত নিমিখে দেখিল অমরী
নরের বিবেক নাহি।
সর্প-দংশিত পরাণী সদৃশ
মানব পড়িল ঢলি,
নীল-বরণ-মণ্ডিত বদন
কম্পিত কণ্ঠের নলী।
বাক্য বিহ্বল বিস্ময়ে পাগল
স্ফারিত নেত্রের পাতা,
দৃষ্টি-বিহীন নয়ন-যুগল
কপালে যেমন গাঁথা।
সুস্থ করিলা নিমেষ-ভিতরে
স্বরগসুন্দরী নরে।
ত্রস্তবচনে চেতনা লভিয়া
মানব কহিলা পরে—
"হে সুরসুন্দরি, কর গো মার্জ্জনা
দুর্ব্বল মানব-আঁখি,
এ আলো উত্তাপ নারিনু সহিতে
চক্ষুর মণিতে রাখি।
হেরি বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করি
হইনু অন্ধের প্রায়,
এ কি অদ্ভুত ও গো সুরবালা
বিস্ময়ে পরাণ যায়!"
কহিলা অমরী,—"চিন্তা নাহি আর
সুস্থ হও এবে নর,
প্রশান্ত এ দেশ প্রশান্ত যেমন
অহিল্লোল সরোবর।
দেখেছ মরতে ঝটিকা যেমন
সহস্র যোজন ঘেরি,
ঘুরে ঘোর বেগে দেশ ছন্ন করি,
প্রাণিকুল স্তব্ধ হেরি।

মধ্যস্থল তার অচল অটল
পবন প্রশ্বাস-হীন,
সৌর-বিশ্বমাঝে এ কেন্দ্র তেমতি
প্রশান্ত সকল দিন।
মধ্যেতে ইহার সৃজন অবধি
স্থাপিত মহতাসন,
ধর্ম্মরাজ-বেশে শমন তাহাতে
চল পাবে দরশন!"
বলি আগে আগে প্রফুল্লবদনা
শোভাময়ী ধীরে যায়;
ভাবিতে ভাবিতে পাছে চলে নর
স্ফটিক মণিশিলায়।
অখণ্ড ধবল মুকুরসদৃশ
স্ফটিক চৌদিকময়,
তুহিনের রাশি চারিদিকে ভাসি
যেন বা ছড়ায়ে রয়!
দেখায়ে দেখিয়ে অমরী মানব
চলে কুতূহলী হয়ে,
যেতে কিছু দূর অবনী-বিহারী
দেখিল শিহরি ভয়ে—
ভীম দীর্ঘাকার ছায়ার আকৃতি
অশরীরী প্রাণী কত,
ফিরিছে ঘুরিছে তমস্বিনীময়
আরণ্য-তরুর মত।
দেহ অন্ধকার, কপালের তটে
দেউটী যেমন জ্বালা,
ঘুরে যেন ভাটা এক চক্ষু-ছটা
মুখে শব্দ হলা হলা।
দেহধারী নরে হেরি দ্রুতবেগে
চতুর্দ্দিক হ'তে যুটি,
শত শত জন শমন-কিঙ্কর
নিকটে আসিল ছুটি।
কেহ কেহ তার হুহুঙ্কার নাদে
কটিদেশে ধরি নরে,
করিল উদ্যম শূন্যেতে ঘুরায়ে
ফেলিতে প্রভা-সাগরে।
তখনি অমরী নিবারি তাদের
জানাইল মনোরথ,
অমর-বালারে কথনে চিনিয়া
যমদূত ছাড়ে পথ।

ফেলি রুদ্ধশ্বাস চলিল শরীরী
ধর্ম্মের আসন যেথা,
যোজন অন্তরে দাঁড়ায়ে অচল
এ হেন জনতা সেথা।
দেবী কহে "নর, থাক এই স্থানে
কি হেতু সহিবে ক্লেশ?
নিকটে পশিতে, এইখানে থাকি
সফল হবে উদ্দেশ।
এত পরিষ্কার কিরণ এখানে
অসূক্ষ্ম নয়নে তব,
বিনা অবরোধে হেরিতে পাইবে
এত দূর হ'তে সব।"
অমর-সুন্দরী বাক্যেতে শরীরী
নির্দ্দেশে তাঁহায় হেরে
বিচিত্র আসন, জীবাত্মা-সাগর
চারিদিকে যেন ঘেরে
জিনি স্বচ্ছ কাচ, স্ফটিক মাণিক
রচিত অপূর্ব্ব পীঠ
ঝলকে ঝলকে উছলিছে আভা
আকর্ষি নয়ন-দিঠ
ব্রহ্মাণ্ড-কেন্দ্রেতে নিবদ্ধ আসন
আদিকাল হ'তে ধীর
লোকের প্রবাদে যথা কাশীধাম
ত্রিশূল শূন্যেতে স্থির
ইন্দ্রাদি প্রভৃতি ত্রিকোটিদেবতা
তুলিয়া মস্তক'পরে
ধরেছে আসন সহাস্য বদনে
জুড়িয়া যুগল করে
আসন-উপরে মণিময় বেদী,
স্থাপিত উপরে তা[illegible]
অদ্ভুত গঠন মহা তুলাদণ্ড
সর্ব্ব-মানযন্ত্র-সার
ঊর্ণনাভতন্তু সদৃশ সূত্রেতে
লম্বিত তুলার ধা[illegible]
দুই দিকে যেন দুই পূর্ণচাঁদ
দুলিছে হয়ে প্রকট
ক্ষণ নহে স্থির, উঠিছে নামিছে
নিয়ত সে ঘটদ্বয়,
দক্ষিণে পুণ্যের বামেতে পাপের
মান-নিরূপণ হয়।

এক এক পাপী আসন-সমীপে
কাঁপিতে কাঁপিতে আসি,
আপন বদনে আপনি বলিছে
নিজ নিজ পাপরাশি।
পীঠধারী দেব ইন্দ্রাদি যাহারা
বলিছে পুণ্যের ভাগ,
তখনি আপনি নামিছে উঠিছে
চন্দ্রাকার তুলাভাগ।
নদণ্ডপরে স্থির দৃষ্টি করি
প্রস্তরমূরতি হেন,
সি ধর্ম্মরাজ, স্ফটিক-আসনে
নিবদ্ধ রয়েছে যেন।
তলার্দ্ধে যদ্যপি আত্মাময় প্রাণী
পাপ অংশ কোন তার,
য় কি বিস্ময়ে গোপন-মানসে
না করে মুখে প্রচার;
হসা তখনি সে অপূর্ব্ব যন্ত্রে
দুই ধট হয় স্থির,
লে তুলাদণ্ড; অখণ্ড বিধান
হায় রে কিবা বিধির!
চৌদিক্ হইতে ছুটি ঊর্দ্ধশ্বাসে
তখনি শমনদূত,
খে "হলা" ধ্বনি প্রহারে এমনি
পীড়নে অস্থির ভূত।
ানিতে বাসনা ফিরে চাহি নর
বাক্য নিঃসারিতে যায়,
নিজ ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলী চাপিয়া
অমরী নিবারে তায়।
নঃ পূর্ব্ববৎ হেরিল শরীরী
তুলাধট উঠে নামে,
লকে পলকে কত আত্মাময়
প্রাণী ফিরে ডানি বামে।
ত যে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে চারিদিকে
গ্রহ তারা খণ্ড হয়,
। টলে আসন না পশে নিঃস্বন
সে দেশ নিঃশব্দ রয়।
র্মদেব-মুখে, মাঝে মাঝে শুধু
অতি মৃদুতর স্বরে,
শব্দমাত্র দুই, আদেশ জানাতে,
প্রতি আত্মা-মানপরে।

পাপ-পুণ্য-মান এরূপ বিধানে,
সেথা সমাধান হ'লে,
যমদূত যত, পাপিবৃন্দ লয়ে,
পরিখা বাহিয়া চলে।
নরে লয়ে দেবী পরিখার তটে
গিয়া চলি দ্রুতপদ,
কহিল—"হে নর, স্থূল-নেত্রে হের,
এই বৈতরণী নদ;"
দেখিল শরীরী, খেয়া-তরী কত,
কূল-ভাগ যেন ছেয়ে,
প্রতি তরী-পৃষ্ঠে যমদূত এক,
দাঁড়ায়ে তরীর নেয়ে।
অতি ক্ষুদ্র তরী বৃহৎ তরালু,
বৈতরণীতীরে যত,
এ ভব-ভিতরে, তুলনা তাহার,
নাহি কিছু কোনমত।
নিস্তব্ধ চৌদিক, আকাশ প্রাঙ্গণ,
হেন শব্দহীন স্থান,
চকিতে মুহূর্ত্ত দাঁড়ায়ে সেখানে,
উড়ে শরীরীর প্রাণ।
নীরবে আত্মারা, উঠে নৌকাপরে,
নীরবে শমনদূত,
খেয়া দিয়া চলে, বৈতরণী-জলে,
ক্ষেপণী ফেলি অদ্ভুত।
অমরী-ইঙ্গিতে কর্ণধার কেহ,
বৃহৎ তরণী বাহি,
নিকটে আনিয়া, রাখিল দোঁহারে,
বিস্মিত নয়নে চাহি;
মৃদুল নিস্বন পবনে যেমন,
যখন কেতকী-কানে,
বসন্ত-বারতা, গোপনে শুনায়,
তেমতি অস্ফুট তানে—
অমরী বুঝায়ে, শমন-কিঙ্করে,
মানবে লইয়া ধীরে,
তরণীতে উঠি বাহিয়া চলিল,
বৈতরণী-নদী-নীরে।
কত নিশি দিবা, তরী চলে বাহি,
কত গ্রহ কত তারা,
দূর শূন্যপরে; উঠিল ডুবিল,
যেন তমোমণি-ঝারা।

উদ্দেশিত দেশে উতরি নাবিক,
তরাণ্ডু করিল স্থির,
অমরীর বলে, তরণী ছাড়িয়া,
মানব লভিল তীর।
দেখিল সেখানে, পরাণী পুরুষ,
দাঁড়াইয়া মহাকায়,
ধবল কুন্তল, শিরেতে যেমন
ধবল শৃঙ্গের প্রায়।
বিশাল ললাটে, অঙ্কিত তাহার,
সহস্র কুঞ্চিত রেখা,
জীবাত্মা-উর্ম্মির, মধ্যস্থলে যেন,
মৈনাক দাঁড়ায়ে একা।
বামদিকে তার, সুতীক্ষ্ণ কুঠার
মুষ্টিতে রাখিয়া ভর,
হেলিছে কথনো, উরু হ'তে ঝরে
বৈতরণী-নদী-ঝর।
সে মহাপুরুষ, দাঁড়ায়ে এ ভাবে,
দক্ষিণদিকেতে দেখে,
জীবাত্মা ধরিয়া, অনন্তে ছুড়িছে,
ঊর্দ্ধে তুলি একে একে।
যে গ্রহ নক্ষত্রে, যে পাপীর বাস,
সেই দিকে লক্ষ্য করি,
অতুল্য বেগেতে, সে মহাপরাণী,
নিক্ষেপে পরাণী ধরি।
স্থবির বিশীর্ণ, যুবক যুবতী
হায় রে কিশোর কত,
কুৎসিত, সুন্দর, ধনী, মানী, জ্ঞানী,
মহীপাল শত শত,
নিক্ষিপ্ত এরূপে, ব্যোম-গর্ভদেশে,
ঘূর্ণ প্রভাসিন্ধু যায়,
আত্মাবৃন্দ-মুখে, যে ক্রন্দন-ধ্বনি
হাহারব যাতনায় -
পশুর(ও) শ্রবণে, পশিলে সে খেদ,
সুস্থির নাহিক রয়,
সে খেদ শুনিলে প্রাণশূন্য জড়,
পাষাণো বিদীর্ণ হয়।
সুররামা-সঙ্গী, নরের নয়নে,
ঝরিল অজস্র ধারা,
বিস্ময়ে হিমাঙ্গ, গণ্ডদেশে যেন,
নিবদ্ধ মুক্তার ঝারা।

অমরীর(ও) আঁখি বাষ্পধূমে যেন,
হৈল কিছু আভাহীন,
নরে চাহি দেবী মৃদুল নিশ্বাসি
কহিলা বচনে ক্ষীণ—
"হে অচলবাসী কিরণ-সাগরে
বিন্দু বিন্দুবৎ ছায়া,
নিরখিলে যত, সেই রেণুরাজি
এ হেন আত্মারি কায়া।"
"ভেবেছি তা আগে" কহিলা মানব
"কহ গো জননি শুনি;
এ মহাপুরুষ আত্মা কি অমর
কহ কে দাঁড়ায়ে উনি?"
"মূর্ত্তিমান হেথা আদিক্ষণ হ'তে
অনাদি প্রাচীন জ্ঞানী;"
কহিল অমরী "কাল ওঁর নাম"
পীযূষ-পুরিত বাণী।
হেন কালে নর হেরিলা শূন্যেতে
সে মহাপুরুষ-করে,
পরম সুন্দর নর-আত্মা এক
নিক্ষিপ্ত অনন্ত স্তরে,
নেহারি নিমিষে সুর-কন্যা পানে
চাহিলা উৎসুক হয়ে,
বুঝিয়া অমরী ছাড়িলা সে দেশ
চলিলা মানবে লয়ে।

সপ্তম পল্লব

অমরী মানবে লয়ে নামিল তখন;
জগতের কেন্দ্র ছাড়ি শূন্যমাঝে দিয়া পাি
ভিন্নরূপ পাপলোকে করিলা গমন।

আকাশের যেই খণ্ডে অট্টালিকাকার
পঞ্চ নক্ষত্রের মিল শোভি গগনের নী
দশমী তিথিতে যেথা চন্দ্রের বিহার,

পাঁচে একে একে পাঁচ—মিলায়ে কিরণ
নিশীথিনী-শিরোপরে সুচিকণ ঝারা ধ
অনন্ত কোলেতে যাহা দেয় দরশন;

মঘা নামে তারালোক—প্রবেশি তাহায়
নবে নামাইলা দেবী, সুশীতল বায়ু সেবি
সে লোক-বাহিরে দেহী শরীর জুড়ায়।

শীতল হইলে পরে অমরী মানব
প্রবেশিল গর্ত্ততলে, দণ্ড দুই কাল চলে,
গোধূলি আলোকে যেন—বিমর্ষ নীরব।

কিছু পবে হেরে দূরে উন্নত প্রাচীর,
হেরে মনে হয় হেন, লৌহের প্রাকার যেন
নীরব শূন্যের কোলে তুলেছে শরীর,

নিবারিছে কিরণের প্রবেশ সেথায়,
ঘোর প্রহরীর বেশে, বিরাজিছে ঘোর দেশে
কালীর বরণ অঙ্গ কালের মলায়।

দুই দিকে দুই দ্বার—প্রশস্ত ভীষণ
কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর শত শমনের চর
রোধি প্রবেশের দ্বার করিছে ভ্রমণ।

পশিছে তাহাতে যত আত্মাময় প্রাণী
কৃষ্ণবর্ণ লৌহশলা তপ্ততৈলে যেন জ্বালা
অঙ্গে বিঁধি তাহাদের কহে ঘোর বাণী।

জ্যোতির্ম্ময়ী চলে আগে—পিছে পিছে নব,
আসিয়া দ্বারের কাছে প্রবেশের পথ যাচে
কৌতুকে নিকটে ছুটে যত যমচর।

অপূর্ব্ব মধুর বাণী অমরী-বদনে
বণে হয় শীতল, কৃতান্ত-কিঙ্করদল
চমকিত-চিত্তে চাহে দেবীর নয়নে।

স্বর্গ শোভাকর আভা চারু নেত্রতলে
রী স্নিগ্ধ মনোহর নেহারি শমনচর
পথ ছাড়ি দুই ধারে দাঁড়ায়ে সকলে।

ভিতরে প্রবেশি নর নিরখে আকাশে
নিবিড় জলদদল বিন্দুমাত্র নাহি জল
গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া খালি উড়ে উড়ে ভাসে।

নিদাঘে রৌদ্রের তাপে ফাটিলে যেমন
অবনীতে ক্ষেত্রক্রম সেইরূপ নেত্রময়
চারিদিক্ রুক্ষবেশ—নীরস-দর্শন।

হেন রুক্ষ ক্ষেত্রতলে পশিলা দুজনে,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুসারি হেরিলা শাখা প্রসারি
পিপাসাতে ফাটি যেন চাহিছে গগনে।

হেরিলা কতই লতা-ক্ষুপ সে কান্তারে
শুষ্ক শাখা শীর্ণ মাথা বিনা বাতে ঝরে পাতা
আপনা হইতে নিত্য শোণিত উগারে।

দূর হ'তে লক্ষ্য করি তরু সে সকল
বিস্ফারিত ছিলা'পর বসায়ে সুতীক্ষ্ণ স্বর,
ভ্রমে কত তমচারী দলি দলি ক্ষেত্রতলে;

অর্দ্ধ-দেহ নরাকৃতি—কটির উপরে,
পদপুচ্ছ অশ্ব-প্রায় ঝড়ের গতিতে ধায়
লতা গুল্ম ক্ষুপ তরু বিদ্ধ করে শরে।

ক্ষত অঙ্গ সে সকল বিষাদে তখন
মনুষ্য-ক্রন্দন-স্বরে ফুটিয়া নিনাদ করে,
শর সঙ্গে শুষ্ক ত্বক্ ঝরে যতক্ষণ।

স্থানে স্থানে যমদূত প্রান্তর খুঁড়িয়া
বেড়ায় বিকট আঁখি আঁধারে বদন ঢাকি
অঙ্গার সদৃশ করে খনিত্র ধরিয়া।

অমরীর দিকে নর ব্যগ্রচিত্তে চায়,
ধীর সম্বোধনে তাঁয় কহে—"দেবী, কি হেথায়
কারা এরা হেন বেশে কাঁদে এ প্রথায়?

কেন বা কালের চর ওরূপে খনন
করিছে এ সব ক্ষেত্র?" অমরী প্রশান্ত-নেত্র
চাহি মানবের দিকে কহিলা তখন—

"গুপ্ত কামে যাহাদের আকাঙ্ক্ষা-প্রবাহ
বহে হৃদয়ের তটে সংঘটন নাহি ঘটে
এ সব তাদেরি আত্মা—সহে পাপ-দাহ।

মৃত্যুচর হের যত করিছে ভ্রমণ,
ফুটাতে অঙ্কুর বীজে যে যাহার নিজে নিজে
খুঁড়িছে ক্ষেত্রের তল—করহ শ্রবণ—

প্রোথিত এ ক্ষেত্রতলে প্রাণি-আত্মা কত
পোড়ে নিত্য তাপানলে, অলৌকিক বিধি-বলে
অঙ্কুরিত হয় পরে লতা গুল্ম মত।

ক্ষুদ্র কীট পদতলে ভ্রমিলে যেমন
সর্ব্বাঙ্গে লোমাঞ্চ হয় মানবের দেহময়
সহসা তেমতি হয়, শুনে সে বচন;

শরীরী সে স্থান ছাড়ি অন্তরে দাঁড়ায়।
অমরী মধুরতর বাক্যে কহে—"ভ্রান্ত নর,
সর্ব্বঠাঁই এইরূপ, সরিবে কোথায়?"

"যাই হোক অন্য স্থানে চল, দেবি, চল"
মানব কহিলা তায়, দ্রুতপদে দুজনায়
সে ক্ষেত্র ছাড়িয়া পশে অন্য ক্ষেত্রতল।

"এই দিকে হে শরীরি," অমরী কহিলা,
"দেখ চাহি ক্ষণকাল, দুঃখ ভোগে কি বিশাল
পঙ্কিল-পরাণ যত অসতী মহিলা।"

অমরীর বাক্যে নর হেরে অনিমিষে;
দেখিল পল্লবহীন কত শুষ্ক তরু ক্ষীণ
শাখা তুলি শূন্যতলে উঠেছে চৌদিকে।

কহিল—"কোথায় দেবি, না দেখি ত কই
কোন এক আত্মা-চিহ্ন শুষ্ক জীর্ণ তরু ভিন্ন
অন্য কিছু কোন স্থানে বিদিত না হই।"

"নিরখিয়া দেখ নর—হও অগ্রসর,
তবে এর তথ্য পাবে" বলিয়া ত্বরিতভাবে
বৃক্ষ-সন্নিধানে দেবী আইলা সত্বর।

দেখিলা শরীরী সেথা—শ্মশানে যেমন
চিতাধূমে সমাচ্ছন্ন চিতাতাপে দগ্ধবর্ণ
শাল্মলী খর্জ্জুর তাল—তেমতি দর্শন।

শুষ্ক বৃক্ষ স্থানে স্থানে পত্রশূন্য শির,
গৃধ্রকুল শাখাদেশে বসেছে করালবেশে
পক্ষীর পুরীষে বৃক্ষ কদর্য্য-শরীর।

নখে নখে বিদ্ধি শাখা বসি গৃধ্রদল
চিবাইছে ধীরে ধীরে চঞ্চু দিয়া চিরে চিরে
রুদ্ধ শাখা শুষিতেছে ধর্ষি গলতল।

পড়িছে অজস্র বেগে শত শত ধারা—
রুধিরের ধারা হেন কাঁপি কাঁপি বৃক্ষ যেন
বিদীর্ণ সঙ্কীর্ণ ক্লেশে অহঙ্কার-হারা।

তখন সে সব তরু করিয়া ক্রন্দন,
ফাটিছে দ্বিখণ্ড হয়ে হেরিয়া শূন্যেতে [illegible]
বিকল- [illegible]লের ভাব করিছে ধারণ।

তাপিতের ঘোর স্বর বদনে সবার
আত্মাগণ একে একে জীবময় বৃক্ষ [illegible]
বাহিরি প্রকাশে দুঃখ চিত্তে যেবা যা[illegible]

অমরী কহিলা—"নর, গৃধ্র হের যত
এ হেন কদর্য্য-বেশে বসি উচ্চ শাখ[illegible]
পক্ষী নহে ও সকল—পক্ষিরূপগত।

শমনের ভীমচর রাক্ষস উহারা।"
ত্রস্ত হয়ে চাহে নর গৃধ্ররূপী নি[illegible]
সঘনে চীৎকার ছাড়ি উন্মত্ত তাহারা।

পাখার ঝাপটে টানি প্রতি ক্ষণে ক্ষ[illegible]
চঞ্চুতে প্রহার করি ক্ষুরধার [illegible]
বিদীর্ণ বৃক্ষের মাঝে ফেলে আত্মাগা[illegible]

অমনি দ্বিখণ্ড তরু দাঁড়ায়ে আবার
উঠিয়া পূর্ব্বের মত জীববৃন্দ [illegible]
নিদারুণ নিপীড়ন সহে পুনর্ব্বার;

সে সবার মাঝে নর হেরে দুই জন,
অশ্রুদগ্ধ গণ্ডতল জীর্ণ-শীর্ণ [illegible]
ক্ষীণ স্বরে বলিতেছে কাতর বচন-

'হে বিধাতঃ কেন আর—মরণ কো[illegible]
এ পরাণে নাহি কাজ ধরাও গৃ[illegible]
দেও মরিবারে পুন অহো প্রাণ যায়।'

মানব জিজ্ঞাসে—"দেবি, দেহ বেন [illegible]
কপোলে অশ্রুর ধারা নারীবেশে কে উহা
আত্মা হেরে মনে হয় আছিল রূপ[illegible]—

ছিল যবে ধরাতলে; প্রাচীনা [illegible]
পরিচিত কিবা নামে? কে উটি উ[illegible]
সুরূপা নবীনা বালা—মলিনা এখ[illegible]?"

"জিজ্ঞাস নিকটে গিয়া"—বলিয়া [illegible]
তাদের নিকটে যায় ধীরগতি [illegible]
ভাবিয়া চলিল নর গ্রীবা নত করি।

নিকটে আসিছে হেরি শকুনির পাল
পক্ষ সাপটিয়া সবে ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ রবে
তুলিল এমনি ঝড় প্রচণ্ড করাল,

অমরী মানব দোঁহে যেন অকস্মাৎ
পক্ষ-ঝাপটের জোরে পড়ে ঘূর্ণবায়ু ঘোরে ;
সঙ্কট বুঝিয়া দেবী উর্দ্ধে তুলি হাত

বলিলা—"হে ধর্ম্মচর, ক্ষান্ত দাও রোষে.
আমরা পাপাত্মা নহি বিধাতার বিধি বহি
পশেছি এ পাপদেশে—নহে অন্য দোষে।"

ঝঙ্কার পাখার নাদ নীরব তখনি ;
গিয়া দুই আত্মা-পাশে, মানব কম্পিত ত্রাসে
সুধাইল দুই জনে, শ্রবণে সে ধ্বনি,

উচ্ছ্বাসি গভীর শ্বাস প্রাচীনা যে জন
কহিলা—"হে দেহধর, শাপযুক্ত আমি, নর,
দেব-গুরু-ভার্য্যা আমি—পাপেতে এমন ;

কামীর নরক-মাঝে হের হে তারায়।"
বলিয়া যুগল করে বদন ঢাকিলা পরে
ক্ষ-কারাগারে ছোটে শিহরি লজ্জায়।

জীবময় অন্য প্রাণী বলিলা বিষাদে—
"আমি নর, পাপীয়সী অশুচি প্রণয়ে পশি
এ ভোগ ভুগি হে হেথা চির-অনাহ্লাদে,

আমি বিন্ধ্যা ভারতের !" বলিয়া লুটায়
শরাহত মৃগী প্রায়। নরদেহী বেদনায়
অমরী সহিত ফিরে অন্য দিকে যায়।

না চলিতে বহুপথ শিহরে মানব,
দেখিল সম্মুখে তার গলে ভুজঙ্গের হার,
ছুটিছে জীবাত্মা এক নিনাদি ভৈরব।

হৃদিতল খুঁড়ি খুঁড়ি দংশিছে ফণিনী
হৃদিতলে ধারা ঝরে সর্প ধরি ডানি করে
টানিতে টানিতে ফণী ছুটেছে রমণী।

"কে তুমি"—জিজ্ঞাসে নর ভয়ে চমকিত,
'উন্মাদিনী প্রায় হেন অজ্ঞানে ছুটিল কেন?
[illegible] এখানে প্রেরিত?"

স্তম্ভিত নরের বাক্য—দাঁড়ায়ে সম্মুখে
সে জীবাত্মা জড়বৎ নিবারিতে হেরি পথ
কহিতে লাগিল বাণী নিদারুণ দুখে—

"সুধায়ো না হে শরীরি, সে কথা আমায়,
মিশর-রাজ্ঞীরে হায় কে না জানে বসুধায়
কুলটার ঘোর তাপ এখন হেথায় !

চল নিরখিবে কিবা যাতনা দুঃসহ
ভুগি প্রাণে অনুক্ষণ কুলটার কি শাসন
দেখিবে চল হে চক্ষে দুঃখ বিষবহ।"

"কে ইনি"—বলিয়া ক্ষান্ত হইল তখনি ;
চাহি অমরীর মুখে দারুণ মনের দুখে
নতশির অধোমুখে দাঁড়ায় রমণী।

ধীর শান্ত সুশীতল দেবীর বচন
ঝরিল পীযুষ তুল্য সে পীযূষ কি অমূল্য
পঙ্কিল পরাণ যার জানে সেই জন।

"যাও আগে ; হে জীবাত্মা, দেখাও মানবে,"
অমরী বলিলা তায়, "ব্যভিচার-পিপাসায়
কিরূপে নিবারে যম—দেখাও সে সবে।"

নীরবে চলিলা এবে ত্রিবিধ পরাণী—
দেব-আত্মা দেহী নর পাপিনী নরকচর—
আগে চলে সকলের মিশরের রাণী।

এড়া[illegible] সে তারকার কঠোর প্রাঙ্গণ
যেথা অন্য তারাতলে কৃষ্ণবর্ণ বালু জ্বলে
সেই বালুসাগরেতে চলে তিন জন।

দেখে নর ভয়ে কাঁপি—উচ্চ শলাকায়
শত শত প্রাণি-প্রাণ অধঃশিরে লম্বমান
পদাঙ্গুষ্ঠ শলাবিদ্ধ অদ্ভুত প্রথায় !

সে সব আত্মার কাছে করাল-মূরতি
নিষ্ঠুর কালের চর ছড়ে ছড়ে দেহস্তর
ছিঁড়িছে হুঙ্কার ছ[illegible] প্রকাশি শকতি।

ভীষণ শ্বাপদকুল অতি কৃশোদর,
ক্ষুধাতে আতুর যেন ব্যাদান বিস্তারি হেন
গ্রাসে গ্রাস খণ্ড করি টানে নিরন্তর

সে সব আত্মার দেহ। হেরি চাহে নর
অমরীর মুখ-পানে, দয়া-বিচলিত প্রাণে
অমরী ত্বরিত নরে কৈলা স্থানান্তর!

না যাইতে বহুদূরে সে দেশ হইতে
অমরীর শ্রুতি ভ'বে কঠোর কর্কশ স্বরে
নিদারুণ শোকবাণী বহিল বায়ুতে।

কঠোর শুনিতে যথা শোকের কীর্ত্তন
শব-দেহ স্কন্ধে ধরি হরি হরি শব্দ করি
জ্ঞাতিবর্গ গঙ্গাতীরে আগত যখন।

সেইরূপ শোকময় কঠোর নিনাদ,
সহসা দক্ষিণ হ'তে প্রবেশিল শ্রুতিপথে
চমকে মানব-চিত্ত শুনে সে বিষাদ।

চমকি হেরিল নর—নিবখে সম্মুখে
যেন স্তূপাকার বালি অঙ্গেতে মাখিয়া কালি
চলেছে উর্ম্মি-আঘাতে সাগরের বুকে।

নিকটে আসিলে পরে তখন নেহারে
আত্মাময় প্রাণী যত চলেছে বালির মত
দলে দলে কৃষ্ণবর্ণ বালুসিন্ধু-ধারে।

উড়িল দেহীর প্রাণ দেখিল যখন
সে সব আত্মার হাতে ছিন্ন নিজ নখাঘাতে
হৃৎপিণ্ড, শিব-ঘ্রত —বীভৎস দর্শন।

দলে দলে চলে-সবে—শরীরে, কম্পন,
যেন বাতশ্লেষ্ম-জ্বরে; করস্থিত মুণ্ড ধ'রে
চৌদিকে গৃধিনীশ্রেণী করিছে খণ্ডন।

অচেতন প্রায় জীবী নয়ন মুদলি;
অকস্মাৎ ভীমনাদ— স্রোতে যেন ভাঙ্গে বাঁধ
ছুটায়ে বন্যার জল—তেমতি শুনিল!

আতঙ্কে দেখিল দেহী—ঘর্ম্মে সিক্ত ভাল—
ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ তীক্ষ্ণদন্ত, উর্দ্ধকর্ণ
যমদূত বিতাড়িত ছোটে ফেরুপাল।

চকিতে জীবাত্মাবৃন্দ নিরখি পশ্চাতে
ছুটে বেগে উর্দ্ধশ্বাসে, নয়ন না মেলে ত্রাসে
উড়ে যেন ধূলিবৃন্দ ঝটিকা-আঘাতে।

অন্য দিকে প্রাচীরের পৃষ্ঠদ্বার যেথা
বেগে প্রবেশিয়া তায় নির্গত হইতে যা
হেরে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দ্বারদেশে সেথা—

মহা অজগর প্রায় দেহের গঠন,
স্কন্ধদেশে দুই পাখা শল্কলে শরীর ঢা
শত কুণ্ডলেতে পুচ্ছ—রাক্ষস-বদন।

ধাবিত জীবাত্মাগণ সেই দ্বারে আসে
সেই ভীম অজাগর ব্যাদানি মুখ-গহ্বর
পক্ষের ঝাপটে সবে মুহূর্ত্তেকে গ্রাসে,

তীক্ষ্ণ দন্তে পিষি পিষি নিক্ষেপে জঠরে।
আবার বমন করে আবার গরাসে প
কখন(ও) পেষণ করে পূরিয়া উদরে।

এ হেন পীড়ন সহি প্রহরেক কাল
সেই সব পাপি-প্রাণ হতাশেতে হতজ্ঞান
প্রাচীর ভিতরে ছুটে ভেটে ফেরুপাল।

তখন সে মহোরগ রাক্ষস-বদন,
উৎকট চীৎকার করি বলে—"রে সতীব আ
লম্পট কুটনীপাল জঘন্য জীবন—

এ ভোগ তোদেরি যোগ্য; যে বিষ ধরায়
ছড়াইলি দেহ ধরি সেই বিষ প্রাণে
ভবিষ্য-জঠরে ভোগ চির-যাতনায়!

হেরি দেহধারী নর, শুনিয়া গর্জ্জন,
অমরীর দিকে দেখি কহিল—"জননি, এ কি
কোথায় আমারে দেবি আনিলে এখন?

এখানে কি পুণ্যময়ী দুহিতা আমার?
এ কি তার যোগ্য বাস? সে চারু-কু
ঘোটে কি এখানে কভু?—কাছে চল

"হে দেহি তোমারি চিত্ত করিতে উজ্জ্ব
পূরাতে তোমারি আশা এ দুঃখ-নিবাসে আমি
দেখাব কন্যারে তব, সঙ্গে ফিরে চল।

তনয়া দেখিতে হেন ভুবনে ভ্রমণ
করিতে হবে না এবে চল ধরাতে
বিগত-কলুষ-তাপ বিগত-স
আত্মারাম নন্দিনীর পাবে দরশন।"

চিত্ত-বিকাশ

হের ঐ তরুটির কি দশা এখন।

হের ঐ তরুটির কি দশা এখন ;
বিরাজিত বনমাঝে আগে সে কেমন।
ছিল সুরসাল কাণ্ড সুচারু গঠন,
উন্নত শিখরে অভ্র করিত ধারণ,
শাখা শাখী চারি পারে উঠিত কেমন,
বিটপে আতপ-তাপ হইত ধারণ।
পড়িত তাহার তলে ছায়া সুশীতল,
ফুটিত কেমন ফুল কিবা পরিমল।
কতই লতিকা উঠে জড়াইত গায়,
কতই পথিক শ্রান্ত আসিত তলায়।
ঝটিকা-ঝাপটে এবে হারায়ে স্ববল
হেলিয়া পড়েছে আজি পরশে ভূতল।
শুকায়েছে শুকা'তেছে বিটপ-পত্রিকা,
খসিয়া পড়িছে ভূমে আশ্রিত-লতিকা,
শুষ্ক ফল পুষ্প পড়ি ভূমিতে লুটায়,
আশে পাশে বিহঙ্গেরা উড়িয়া বেড়ায়।
নিরাশ্রয় ভগ্ননীড়ে নিকটে না যায়,
পথিক সতৃষ্ণ-নেত্রে তরু-পানে চায়।
ছায়া বিনা কেহ তথা বসিতে না পায়,
নিকটে আসিয়া কেহ ক্ষণ না দাঁড়ায়,
পূর্ব্বকথা ব'লে ব'লে পথে চ'লে যায়।
দেখিয়া তরু রে তোরে প্রাণ কাঁদে মম,
আছিল আমার(ও) আগে সবই তোর সম,
শাখা পাখী ফল পুষ্প সুবেশ সুঘ্রাণ,
করেছি কতই জনে সুচ্ছায়া প্রদান।
হেলিয়া আমার গায় লভিয়া আশ্রয়,
কতই লতিকা লতা ছিল সে সময়,
নিজ পর ভাবি নাই অনন্ত উপায়,
যে এসেছে আশা ক'রে দিয়াছি তাহায়,
এখন আপনি হেলে পড়েছি ধরায়,
স্বগণ আশ্রিত জন কাঁদিয়া বেড়ায়,
কে দেখে আমারে আজ ফিরায়ে নয়ন,
হের ঐ তরুটির কি দশা এখন।

বিভু কি দশা হবে আমার।

বিভু কি দশা হবে আমাব,
একটি কুঠারাঘাত শিরে হানি অকস্মাৎ
ঘুচাইলে ভবের স্বপন—
সব আশা চূর্ণ ক'রে রাখিলে অবনীপরে
চিরদিন করিতে ক্রন্দন॥
আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত, পদ, নেত্র,
অন্ত ধন ছিল না এ ভবে.
সে নেত্র করে হরণ হরিলে স্বর্ব্বস্ব ধন
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে।
চৌদিকে নিরাশা-ঢেউ, রাখিতে নাহিক কে
সদা ভয়ে পরাণ শিহরে,
যখনি আগের কথা, মনে পড়ে পাই ব্যথা
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে।
কোথা পুত্র কন্যা দারা, সকলই হয়েছি হারা
গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান ;
ভাবিতে সে সব কথা, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা
নিরাশাই হেরি মূর্ত্তিমান।
সব ঘুচাইলে বিধি, হ'রে নিয়ে চক্ষু-নিধি
মানবের অধম করিলে ;
বল বিত্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন
ক'রে ভবে বাঁধিয়ে রাখিলে।
জীবনে বাসনা যত, সকলই করিলে হত,
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী ;
না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা-ভাং
চির-অস্তমিত দিনমণি।
ধরা শূন্য স্থল জল, . অরণ্য ভূমি আ
না থাকিবে কিছুর(ই) বিচার,

না রবে নয়নে দৃষ্টি তমোময় সব সৃষ্টি,
দশদিক্ ঘোর অন্ধকার—
বিভু! কি দশা হবে আমার॥
প্রতিদিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে;
আমার রজনী শেষ, হবে না কি। হে ভবেশ।
জানিব না দিবা কারে বলে?
আর না সুধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির-বিন্দু জলে,
শিশির বসন্তকাল, আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোন কালে!
বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের সুখকর,
তাও আর হবে না দর্শন,
থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে, পাব না দেখিতে নেত্রে
দেবতুল্য মানব-বদন।
নিজ কন্যা-পুত্র মুখ, পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না,
অপূর্ব্ব ভবের চিত্র, থাকিবে স্মরণ মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা;
কি নিয়ে থাকিব তবে, তবে কি সাধনা হবে
ভবলীলা ঘুচেছে আমার,
বৃথা এবে এ জীবন, হয় না কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার।
ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার,
জীবনের শেষকালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু! কি দশা হবে আমার!

কি হবে কাঁদিয়া?

কি হবে কাঁদিয়া জগৎ ভরিয়া
সবারি এ দশা কিছু চির নয়,
চিরদিন কারো নাহি রয় স্থির,
চিরকাল কারো সমান না যায়।
পরিবর্ত্তময় সদা এ জগৎ।
নাহি ভেদাভেদ ক্ষুদ্র কি মহৎ;
হ্রাস বৃদ্ধি নাশ যায় যে নিয়ত,
পল অনুপল পৃথিবীময়।
আমি কিবা ছার নগণ্য পামর,
শত শত কত মহাভাগ্যধর,
বিরাট, সম্রাট দেবতুল্য নর,
উন্নতি পতন সবার হয়।
কোথা আজি সেই অযোধ্যার ধাম?
কোথা পূর্ণব্রহ্ম সীতাপতি রাম?
কোথা আজি সেই পাণ্ডবের সখা?
কোথায় মথুরা কোথায় দ্বারকা?
কে পারে লঙ্ঘিতে অদৃষ্ট-শৃঙ্খলে?
ঘটেছে আমার যা ছিল কপালে।
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে?
বৃথা তবে কেন কাঁদিয়া মরি?
এস ভগবান্, কর ধৈর্য্য দান,
কর শান্তিময় অশান্ত পরাণ।
সৌভাগ্য অভাগ্য ভাবিয়া সমান,
নিজ কর্ম্ম যেন সাধিতে পারি॥
সুচির বসন্ত, হাসে না ধরায়,
না চির-হেমন্ত ধরণী কাঁপায়,
উত্তপ্ত নিদাঘ প্রাবৃটে জুড়ায়,
অনিত্য সকলি বিধির ইচ্ছায়,
দুর্দ্দিনের দিন যেই বলীয়ান্,
সহিতে বিধির কঠোর বিধান!
নমে না টলে না নহে ম্রিয়মাণ,
যে পারে তাঁহারি জীবন ধন্য!
এ ভব-সাগর ধ্রুব লক্ষ্য ক'রে
রাখিতে আপনা আবর্ত্তের ঘোরে
না হারায়ে কুল না ডুবে পাথারে,
নাহি রে নাহি রে উপায় অন্য॥
আমা হ'তে আরো কত ভাগ্যধর,
হারায়ে সাম্রাজ্য শৌর্য্য বীর্য্য আর,
পড়িছে ভূতলে অদৃষ্টের ফলে,
ধৈরযে আবার বাঁধিছে হিয়ে।
কি ছার আমি যে হয়ে ভাগ্যহীন,
কাঁদি এত ভাবি দেখিয়া দুর্দ্দিন,
কেন কাঁদি এত কেন বা কাঁদাই,
রাখ আমায় নাথ ধৈরয দিয়ে॥
আপনারই দোষে আপনি হারাই,
বিধাতারে কেন সে দোষে জড়াই,
এ সান্ত্বনা কেন পরাণে না পাই।
নিজ কর্ম্মফল অদৃষ্টে কেবল!

সে পদ সম্পদ সে আদর মান,
কত দিন হলো কোথায় গেছে,
তবু সে মদন দেখে নৃত্য তোর,
সকলি আমার প্রাণে জাগিছে।
সকলই ত গেছে সব ফুরায়েছে,
আর ত ফিরিয়া না পাব তায়,
তবুও এখন(ও) স্মৃতিগত সুখ
ভেবেও তাপিত হৃদয় জুড়ায়।
আয় রে ময়ূর নাচিয়া অমনি
আয় রে আমার নিকটে আয়।

খদ্যোত।

কি শোভা ধরেছে তরু খদ্যোত-মালায়,
শাখাখণ্ড সমুদয়, হয়েছে আলোকময়,
কি চারু সুন্দর শোভা জুড়ায় নয়ন!
নীল আভা পুচ্ছে ঝরে শোভিতেছে তরুপরে,
লক্ষ আলোকের বিন্দু ফুটিছে যেমন।

হেরে মনে হয় হেন, সোনার তরুতে যেন,
লক্ষ হীরাখণ্ড জ্বলে, জড়িত কাঞ্চন!
কখন বা মনে হয় তরুটি যেমন,
আলোকে ডুবিয়া আছে, সর্ব্ব-অঙ্গ ঝকিতেছে,
মনোহর নীলকান্ত কাঞ্চন-কিরণ।
অথবা যেন বা কেহ অসিত বসনে,
বিন্দু বিন্দু স্বর্ণ-ফুলে, চারু কারুকার্য্য তুলে
ঢাকিয়া রাখিছে তরু করি আচ্ছাদন।

কিন্তু পরদিন প্রাতে উদিলে তপন,
কাছে গিয়া হের তায়, কোথায় কাঞ্চন হায়,
দারুময় তরু সেই পূর্ব্বের মতন।
কোথা বা হীরকমালা নয়ন-রঞ্জন,
তরুতলে ডালে গাছে, দেখিবে পড়িয়া আছে,
কেবল জোনাকী পোকা পাতি অগণন।
হায় রে কতই হেন বিচিত্র দর্শন,
মানবের সুখকর, নয়ন-মানস-হর,
করেছেন ভগবান্ ভূতলে সৃজন।
দিবা বিভাবরী-যোগে কতই এমন,
প্রকৃতি-দৃষ্টি মনোলোভা, সৃষ্টি করেছেন শোভা,
মূলহীন সত্ত্বহীন স্বপন যেমন।

আহা বিধাতার এই মায়ার সৃজন,
নহে বঞ্চনার তরে, শুধুই জুড়াতে ন[illegible]
মায়াজালে জড়ালেন নিখিল ভুবন,
না বুঝে কৃতঘ্ন নর বিধির মনন।
নিন্দা করে এ কৌশলে, তাঁহারে নিষ্ঠুর ব[illegible]
বলে তিনি জীবগণে করেন বঞ্চন।

আলোক।

আলোক সৃজন হইল যখন
জগতের প্রাণী উল্লাসিত মন,
অবনী গগন জলধি-জীবন,
করে বিচরণ পুলকিত মনে,
মহাসুখে হেরে প্রকৃতির মুখ,
হেরে পরস্পরে হইয়া উৎসুক।
চমকিত চিত্তে করে দরশন,
লাবণ্য-মণ্ডিত জগৎ বদন,
কিরণ-ভূষিত ভূতল আকাশ,
অতুল সুষমা চন্দ্রমা প্রকাশ।
জগতের জীব আনন্দিত-মন,
প্রাণি-কণ্ঠ-রবে পূরে ত্রিভুবন,
আলোকে উজ্জ্বল লোক সমুদয়,
জয় জয় শব্দ ত্রিভুবনময়।
জগৎ হইল আলোকময়,
ঘুচিল আঁধার জড়তা ভয়,
বিধাতার এই অতুল ভুবন,
হইল তখন আনন্দ কানন,
তরুলতা তৃণ মৃৎ ধাতু জল,
নিজ নিজ রঙ্গে সাজিল সকল;
পতঙ্গ বিহঙ্গ কুরঙ্গ কুঞ্জর,
কিরণ মাখিয়া অতি মনোহর,
রঞ্জিল গগন বিবিধ বরণে,
নানা বন-ফুল ফুটিল কাননে।
আলোকে প্রকাশ হইল তখন,
সুন্দর স্বর্গীয় মানব-বদন,
হেরি সে বদন পশু-পক্ষী যত,
নিজ নিজ শির করিল আনত।
কি আশ্চর্য্য বিধি সৃজন-প্রণালী,
এক জাতি কিন্তু বিভিন্ন সকলি

আলোক পাইয়া মানবমণ্ডলী,
দেখিতে লাগিল হয়ে কুতূহলী,
নব-সৃষ্টিশোভা-সৃজন-কৌশল,
বিধি নিয়মিত শৃঙ্খল সকল,
দিবস রজনী চন্দ্র সূর্য্য গতি,
ষড় ঋতু ধারা নিয়ম-পদ্ধতি,
হেরি সৃষ্টি লীলা স্তম্ভিত হইয়া,
রোমাঞ্চিত-কায়া বিস্ময় মানিয়া।
আলোক-মাহাত্ম্য কেবা নাহি জানে
যে দেখেছে কভু নিশা অবসানে,
প্রাতঃ-সূর্য্যোদয় কিংবা সন্ধ্যাকালে,
পূর্ণ ষোলকলা শশাঙ্ক মণ্ডলে,
যে দেখেছে কভু সরস-বসন্তে,
চারু ফুলদল নানা নব বৃন্তে,
প্রস্ফুটে কমল সরসীর কোলে,
হাসি-মুখে সুখে ধীরে ধীরে দোলে,
নানা বর্ণ রঙ্গে বিচিত্র কায়,
বিহঙ্গ সকল কিরণে খেলায়,
দেখেছে কখন(ও) অন্যথা এখানে,
আলোক-মাহাত্ম্য সেই সে জানে।
আলোক-মহাত্ম্য জানিয়াছে সেই,
চরাচরময় দেখিয়াছে যেই,
লতা, পাতা, তরু নির্ঝরের গায়,
আলোকের গুণে স্বতঃ ব্যক্ত হয়,
বিধি-হস্তলিপি কোথা তার কাছে,
গীতা-উপদেশ জগতে কি আছে,
অমূল্য পদার্থ হেন কিছু আর,
আলোকের সহ তুলনা যাহার?

ফুল।

দেখ কি সুন্দর ফুলটি বাগানে,
ফুটিয়া উদ্যান আলো ক'রে আছে।
লাল রঙ্গে মরি কি শোভা উহার,
অরুণের প্রভা অঙ্গে মাখিয়াছে!
এ সৌন্দর্য্য আর ক'দিন থাকিবে,
জুড়াবে এরূপে নয়ন-মন?
কাল না ফুরাতে পরশু হেলিবে
বোঁটাটি উহার, ফুরাবে যৌবন।
হবে মর্ত্তাশয় ঝরিয়া পড়িবে,
এ শোভা তখন থাকিবে না আর,
ক্রমে পত্রচয় শুকায়ে আপনে,
ভূতলে পড়িবে ঝ'রে ঝর্ ঝর্।
মানুষের(ও) দেহ সৌন্দর্য্য এমনি,
দিন কয় মাত্র তরুণ তরুণী,
যৌবনের কাল ফুরায় যখন,
সে শোভা সৌন্দর্য্য ফুরায় অমনি।
দেখিলে তখন শ্লথ শুষ্ক কায়,
সে যুবা যুবতী চেনা নাহি যায়,
বার্দ্ধক্য যখন পরশে দোঁহের,
দেখিলে তখন হৃদি ব্যথা পায়।
জগতের অঙ্গে নিয়ত নিরখি,
পূর্ণ শোভা আজ প্রকাশিয়া আছে,
কাল আর তার কিছু মাত্র নাই,
কোথা চ'লে যেন কোথায় গিয়াছে।
কেন ভগবান হেন নিষ্ঠুরতা,
জগতের প্রতি এত কি মান?
না থাকিতে দাও কিছুকাল তবে,
যা দেখে পরাণে এতই আরাম?
বিধি কি হে তুমি মনে ভাব লাজ
নিজ নিপুণতা দেখাইতে ভবে?
কিবা জীব-সুখে এত হিংসা তব,
না ভুঞ্জিতে দাও তব বিভবে।
এত কি হে সুখ দিয়াছ জগতে,
এ সুখের আর প্রয়োজন নাই,
দোহাই তোমার তুমি জান ভাল
এ ভব তোমার কি সুখের ঠাঁই।

সরিৎ—সময়।

তর্ তর্ ক'রে চলিছে সলিল
শিলা তরুমূল করিয়া শিথিল,
ধীরে ধীরে মাটী কেটে ছড়ে ছড়ে
কূলে কূলে জলে ধস ভেঙ্গে পড়ে।
লতা-পাতা বেত স্রোতোবেগে কাঁপে;
তরু-লতা ঝোপে তীরে ঝাঁপি ঝাঁপে।
ঝির্ ঝির্ ক'রে মাটী ঝ'রে পড়ে,
তরু লতা স্রোতে সমূলে উপাড়ে।

সর্ সর্ বালি জলতলে সরে,
বাধা পেয়ে শেষে দ্বীপরূপ ধরে।
আম, জাম, শাল, জারুল, তিন্তিড়ী,
তীরে ছায়া করি চলিছে দুধারি।
ফুল তরুদল দুকূলে সুন্দর,
ফুল-গন্ধে বায়ু করে ভর ভর।
জলচর পাখী তীর ছাড়ি ছুটে,
মীন মুখে করি পাতা ঝাড়ি উঠে।
চলে স্রোত-ধারা ভাঙ্গে গড়ে কত,
আপনার বলে খুলে লয় পথ,
বাঁধা বাধা বাঁক কিছু নাহি মানে।
দিবা-নিশি চলে আপনার মনে।
উজীর আমীর কাঙ্গাল না গণে,
চলে দিবানিশি আপনার মনে।
তর্ তর্ ক'রে চলেছে সময়,
পল অনুপল কার(ও) লক্ষ্য নয়,
গতিচিহ্ন খালি ধরা-অঙ্গে লেখা,
কালের প্রবাহ তাই যায় দেখা,
কত ভাঙ্গে গড়ে স্রোতোধারা তার,
ভূমণ্ডলময় সংখ্যা করা ভার।
নব কিসলয় সম শিশুগণ,
প্রফুল্ল-কুসুম সম যুবা জন,
কাল নদী-কূলে তরুলতা মত
বাড়ে দিনে দিনে শোভা ধরি কত।
তরুণ যৌবন পূর্ণ হ'লে পরে,
সরল সুঠাম প্রৌঢ় কান্তি ধরে।
বার্দ্ধক্য জরায় শুকায়ে যখন,
কালগর্ভে পড়ে হয়ে অদর্শন;
অবিচ্ছেদ-গতি বহে কাল-স্রোত,
ধরা-অঙ্গে কত করি ওত-প্রোত।
রেণু রেণু করি পর্ব্বতের চূড়া।
কালে ভগ্ন হয়ে হয়ে যায় গুঁড়া।
বালুকার স্তূপ বেড়ে বেড়ে কালে,
পর্ব্বত আকারে ঠেকে শূন্যভালে।
আজ মরুভূমি কাল জলে ঢাকা,
বিপুল তরঙ্গ চলে আঁকা-বাঁকা।
আজ রাজ্যপাট অট্টালিকাময়,
কাল মহাবন শ্বাপদ-আশ্রয়!
কাল-স্রোত ধারে বক-ক্রৌঞ্চ কত,
নীরে লক্ষ্য করি ভ্রমে অবিরত;
অবসর বুঝে স্রোতে মগ্ন হয়,
ভক্ষ্য মুখে করি বৃক্ষে উড়ে যায়,
পক্ষ ঝাঁপটিয়া পূর্ব্ববেশ ধরে,
উচ্চ ডালে বসি ভক্ষ্য জীর্ণ করে।
চলে কাল-স্রোত নাহি দয়া মায়া,
চলে মুখে নিয়া শিশু-বৃদ্ধ-কায়া।
রাজা দুঃখী ধনী প্রভেদ না গণে,
চলে অবিরত আপনার মনে।
তর তর্ করি কাল-স্রোত যায়,
সরিৎ সময় দুই তুল্য প্রায়।

কল্পনা।

কি দেখিনু আহা আহা,
আর কি দেখিব তাহা,
অপূর্ব্ব সুন্দরী এক শূন্য আলো করি;
চাঁদের মণ্ডল হ'তে,
উঠিছে আকাশ-পথে,
অসীম মাধুরী অঙ্গে পড়িতেছে ঢলি।
ভাবভরা মুখখানি,
আহা মরি কি চাহনি,
কটাক্ষে ভুলায় নর অমর ঋষিরে,
কি ললাট কিবা নাসা,
মন-ভাষা পরকাশা,
ওষ্ঠাধরে হাসি-রেখা নৃত্য করি ফিরে।
বিচিত্র বসন গায়,
ইন্দ্রধনু শোভা পায়,
বিবিধ বরণে ফুটে কিরণে খেলায়,
যেখানে উদয় হয়,
সুগন্ধি মলয় বয়,
অঙ্গের সৌরভে দিক্ আমোদে পূরায়।
কখন শিখর-শিরে,
বসিয়া নির্ঝর তীরে,
মিশায়ে বীণার স্বরে গানে মত্ত হয়,
কভু কোন কুঞ্জবনে,
প্রবেশি প্রমত্ত মনে,
নৃত্য করে নিজ মনে অধীরা হইয়া,
কখন তটিনী-নীরে,
ধৌত করি কলেবরে,
তরঙ্গে মিশিয়া ফিরে সঙ্গীত ধরিয়া।

কভু মরুভূমি-গায়,
ফুলোদ্যান রচি তায়,
শুনিয়া পাখীর গান করয়ে ভ্রমণ ;
কভু কি ভাবিয়া মনে,
একাকী প্রবেশি বনে,
হাসে কাঁদে নিজ মনে উন্মাদ যেমন।
কখন মন্দিরে ধায়,
পূজা করে দেবতায়,
জগৎ-মাতানো গীত প্রেমানন্দে গায়,
কখন নন্দন-বনে,
অপ্সরী অমরী সনে,
খেলা করি কত রঙ্গে তাদের ভুলায়।
কখন অদৃশ্য হয়ে,
ছায়াপথে লুকাইয়ে,
দেখায় কতই ছলা কত রূপ ধরি,
সদাই আনন্দ মন,
সর্ব্বত্র করে গমন,
বেড়ায় ব্রহ্মাণ্ডময় প্রাণি-দুঃখ হরি।

স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
সব(ই) তার লীলাস্থল,
কোথাও গমন তার নিষেধ না মানে,
তিন লোকে আসে যায়,
সর্ব্বত্র আদর পায়,
সে মনোমোহিনী মূর্ত্তি সকলেই জানে।
কভু ছায়াপথ ছাড়ি,
আর(ও) শূন্যে দিয়া পাড়ি,
দেখায় অপূর্ব্ব কত ত্রিলোক মোহিয়া ;
উঠিতে উঠিতে বালা,
দেখাইতে কত ছলা,
কত রূপে কত মতে নাচিয়া গাইয়া।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণী,
হেরিয়া আশ্চর্য্য মানি,
বিস্ফারিত-নেত্রে সবে বামা-পানে চায়,
ধরা উলটিয়া ফেলে,
স্বর্গ আনে ধরাতলে,
অমরাবতীর শোভা ধরাতে দেখায়।
চলে বামা বায়ুপথে,
পূরাইয়া মনোরথে,
যখনি যেখানে সাধ সেখানে উদয় ;

কখন(ও) পাতালপুরী,
আলোক-উজ্জ্বল করি,
ঘোর অন্ধকার হরি করে সূর্য্যোদয়।
মরুতে উদ্যান রচে,
মরে প্রাণী পুনঃ বাঁচে,
উত্তপ্ত কিরণ চাঁদে, ভানু স্নিগ্ধকায়,
চপলা চাপিয়া রাখে,
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমে পলকে,
অমুরূপ কত হেন ভুবনে দেখায়।
কতই বিস্ময়কর,
কার্য্য হেন হেরি তার,
সুচতুর বাজীকর যাদুর সমান,
হেলায় পূরায় সাধ,
সাগরে বাঁধিয়া বাঁধ,
অগাধ জলধি-জলে ভাসায়ে পাষাণ।

পশু-পক্ষী কথা কয়,
"বানরে সঙ্গীত গায়"
গিরি-অঙ্গে পাখা দিয়া আকাশে উড়ায় ;
কখন নাবিকদলে,
ছলিবারে কুতুহলে,
অতল সাগরজলে কমল ফুটায়।
ক্ষণ নিমিষের মাঝে,
মহানগরীর সাজে,
সাজায় কখন বন গহন কাননে,
কখন বা মহারঙ্গে,
ভাঙ্গিয়া ধরণী-অঙ্গে,
সৌধমালা অট্টালিকা মথয়ে চরণে।
কভু মহাশূন্য পরে,
সৌর জগতের ধারে,
দেখায় নূতন সূর্য্য নূতন আকাশ,
নবীন মেঘের মালা,
নবীন বিজলী-খেলা,
নব-কলাধার শশি-কিরণ প্রকাশ।
স্বর্গ শূন্য ধরাপর,
কত হেন কল্পনার,
অলোকসামান্য কাণ্ড দেখিতে দেখিতে,
বিচারি ব্রহ্মাণ্ডময়,
হর্ষ-পুলকিত কায়,
হেরি কত অভ্যোদয় হয় ধরণীতে

যোর কত দূর যাই,
যেন তার অন্ত নাই,
শেষে না দেখিতে পাই কোথা যাই চ'লে;
সুদূর গগন-গায়,
শেষে মিশাইয়া যায়,
চপলা চমকে যেন মেঘের মণ্ডলে।
সহসা চৌদিকে চাই,
তখনি দেখিতে পাই,
সেই আমি সেই ধরা সেই এক স্থল,
যাইনি নিমেষ [illegible],
ছাড়িয়া এ ধরাতল,
তবুও ভ্রমিনু স্বর্গ মর্ত্য রসাতল।
এ হেন প্রভাব যার,
প্রসাদ লভিতে [illegible],
কি দুঃখ এ জগতে [illegible] না পারি,
প্রতিদিন কল্পনা [illegible],
পাই যদি পুনর্বার,
নিরানন্দ [illegible] চিদানন্দ করি।
এ চির [illegible],
মিটিল না অপরাধ,
লয়ো না দুঃখিনী [illegible] দীন-প্রতিকূল,
কমলা ঠেলিয়া পায়,
[illegible]
তব আশা-তরু মম বিনা ফল ফুল।

প্রজাপতি।

কে জানে মহিমাময় মহিমা তোমার,
সামান্য পতঙ্গ এই,
ইহার তুলনা নেই,
কি চিত্র বিচিত্র করা অঙ্গেতে ইহার।
কিসে ফলাইয়ে রং করেছে এমন!
কে জানে জগৎ-মাঝে,
কে পারে তুলির ডাকে,
তুলিতে এমন চিত্র সুন্দর চিকণ।
[illegible] রঙের [illegible] কি রেখাই টেনেছে,
ভিতরে ভিতরে তার,
বিন্দু বিন্দু চমৎকার,
[illegible] ফোঁটা দিয়ে সাজায়ে রেখেছে।
[illegible] পাখা দুলায় যখন,
[illegible]

কার চক্ষু না জুড়ায়,
এ মহীমণ্ডল-মাঝে কে আছে এমন!
কি এ শোভা আকর্ষণ বলিতে না পারি,
ভুলায় শিশুরও মন,
কত আশা আকিঞ্চন;
কতই আনন্দে ছোটে ধরি ধরি করি।
ধরিতে না পারে যদি কি হতাশে চায়,
ধরিতে পারিলে সুখ,
ভুলে সর্ব্ব শ্রম দুঃখ,
মুখেতে কি হাসি ছটা পুলকিত কায়।
দেব-শিল্পকর-কীর্ত্তি বাখানে সবাই,
বল ত বিশাই শুনি,
কি কার্য্য তোমার গুণি,
এর সঙ্গে তুলা দিতে কোথা গেলে পাই
সামান্য পতঙ্গ এই শোভা কারিগুরি,
ক্রমশঃ উন্নত স্তর,
আরো কত শোভাধর,
কি আশ্চর্য্য বিধাতার নৈপুণ্য-চাতুরী।
এত [illegible] কর নর আপন কৌশলে!
ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পাত্রে,
প্রতি রেখা প্রতি ছত্রে,
দেখ শোভা দেখ বিশ্ব কি কৌশলে চলে
কিছুই না পাই ভেবে আদি অন্ত সীমা
সকলি আশ্চর্য্য তব,
অদ্ভুত তোমার ভব,
কে জানে মহিমাময় তোমার মহিমা।

জন্মভূমি।

এই ত আমার জগতে সার,
স্মৃতি সুখকর জনম ঠাঁই
যেখানে আহ্লাদে নবীন আস্বাদে,
শৈশব-জীবন সুখে কাটাই;
যে সুখের দিন আজ(ও) পড়ে মনে,
ভুলিব না যাহা কভু এ জীবনে,
সেখানেই থাকি যেথায় যাই।
হেরেছি কত নগরী নগর,
কত রাজধানী অপূর্ব্ব সুন্দর,
এ শোভা [illegible] কোথায় নাই?

পুষ্ট ঘাটপাট শুভ্র জলাশয়,
স্মৃতি পরিমল-মাখা সমুদয়,
হেন স্থান আর কোথায় আছে ?
জগৎজননী জনক-ভুবন,
গুরুত্ব-গৌরবে দুই অতুলন,
স্বরূপ(ও) নিকৃষ্ট দুয়ের(ই) কাছে ॥

এই সে মণ্ডপ পবিত্র আলয়
(দশভুজা-পূজা কত সেথা হয়)
গীতবাদ্যশালা সম্মুখে তার।
সেই আটচালা নীচেই অঙ্গন,
ইষ্টক-মৃত্তিকা প্রাচীরে বেষ্টন,
যোধনের বিব পরশে যায় ॥

হেরে যেন সব চারিদিকময়,
প্রাণভরা সুখে ভরিল হৃদয়,
আবার যেন বা আসিল ফিরে।
শৈশব কৈশোর সুখের যৌবন,
বাল্য-সখা সখী বৃদ্ধ গুরুজন,
আবার যেমন চৌদিকে ঘিরে ॥

কত পুরাতন কথোপকথন,
হাস্য-পরিহাস সঙ্গীত বাদন,
মানসের চক্ষে দেখিতে পাই।
পুনঃ যেন খেলি সঙ্গীগণে মেলি,
মাঠে ঘাটে ছুটি করে জলকেলি,
কালাকাল তার বিচার নাই ॥

কখন যেন বা ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর,
আতপ-উত্তপ্ত ফিরি নিজপুর,
জননী-নিকটে ছুটিয়া যাই !
কখন(ও) যেন মার কোলে শুয়ে,
জড়সড় হয়ে আঁধারের ভয়ে,
আঁচলে ঢাকিয়া বদন লুকাই ॥

কত দিন(ই) হয় সে মায়ের মুখ,
হেরি নাই চক্ষে—[illegible] চির-দুঃখ,
[illegible] মেহে মুছে সে আনন্দ-ছবি।
কত [illegible] নয়ন,
আন[illegible],
[illegible] যেন উদিল রবি ॥

কত[illegible]
উঠিতে[illegible]

পুনঃ এল সেই নবীন যৌবন
পুনঃ সে [illegible] মলয়-পবন,
কামিনী-কুসুমে পু[illegible]
ইন্দ্রিয় উত্তাপে উন্নতির আশা,
ধন-যশ-লোকে বিজয়-পিপাসা,
আবার যেমন প্রাণে [illegible]

যাহার আদরে বাল্য সুখে যায়,
যৌবন-আরম্ভে হারায়ে যাহায়,
কবিতা-সুধায় আবার [illegible]
কতই আগের সুখ ভালবাসা,
কতই আকাঙ্ক্ষা কত রূপ আশা,
ফুটে উঠে প্রাণে যে দিকে [illegible]

কখন একত্রে কভু একে একে,
অনিমেষ চক্ষু আনন্দ-পুলকে,
হৃদয়-মুকুরে হেরি [illegible]
আগেকার মত যেন হেরি সব,
আগেকারি মত পশু পক্ষি-রব,
আগেকারি মত কবি[illegible]

জুড়াতে পরাণ ইহার সমান,
নাহি কিছু আর, নাহি কোন স্থান,
চির-তৃপ্তিকর [illegible]
মহামহিমাময় হয় যদি স্থান,
দারুণ উত্তাপে জ্বলে যায় প্রাণ,
তবুও সে দেশ [illegible]

তাহার নয়নে তেমন সুন্দর,
মনোহর স্থান পৃথিবী সাগর,
নাহিক ভূতলে কোথাও [illegible]
কে আছে এমন মানব-সমাজে,
হৃদি-তন্ত্রী যার আনন্দে না বাজে,
বহুদিন পরে হেরি [illegible]

মা বলে উল্লাসে প্রফুল্ল অন্তরে,
প্রেমভক্তি-স্নেহ-অনুরাগভরে,
এই জন্মভূমি আমার [illegible]
তুমি বঙ্গমাতা এত হীন-প্রাণা,
এত যে মলিনা এত দীন-হীনা,
তোমার(ও) সন্তান [illegible]

হেরে [illegible] মুখ মনে ভাবে [illegible]
প্রাণের আবেগে [illegible]

হে জগৎপতি এ দাস-মিনতি,
রেখ এই দয়া বঙ্গমাতা প্রতি,
বঙ্গবাসী যেন কখনও কেহ।
যেখানেই থাক্ যেখানেই যাক্,
যতই সম্মান যেখানেই পাক্,
না ভুলে স্বদেশ-ভকতি স্নেহ॥

কি সুখের দিন।

কি সুখের দিন মনে পড়ে আজ,
আনন্দ-নির্ঝর হৃদয়ে বয়,
হ'ল বহুদিন, আজ(ও) ভুলি নাই,
এখনও সে দৃশ্য তেমনি রয়।
শৈশব-সময় বর্ষ বার তের,
বয়ঃক্রম বুঝি হইবে তখন,
জন্মিয়া অবধি এক দিন তরে,
জানি না কখন দুঃখ কেমন।
তখন(ও) পূজার্হ সেই মাতামহ,
সুমেরুর মত উন্নত শরীর,
মাতা পিতা আদি বন্ধু সর্ব্বজন,
সে গিরি আশ্রয়ে আছেন স্থির।
সুখে হাসি খেলি সুখে আসি যাই,
সুখেতে ভাসিয়া করি ভ্রমণ,
সুখে পূর্ণ ধরা শূন্য সুখে ভরা,
সুখের(ই) প্রবাহ ভাবি জীবন।
আদরে লালিত আদরে পালিত,
মাতাম'র আর ছিল না কেহ,
অগত্যা তাঁহার আমাদের(ই) প্রতি
ছিল আশৈশব অধিক স্নেহ।
আশায় নির্ভর করিয়া আহ্লাদে,
জানাইলে তাঁয় মনের সাধ,
কখনও অপূর্ণ থাকিত না তাহা,
পূরাতেন তিনি করি আহ্লাদ।
বৎসরে বৎসরে শারদীয় পূজা,
হইত আলয়ে আনন্দ সহ,
কতই আনন্দ পেয়েছি তখন,
মাসাবধি করি ধরি উৎসাহ।
আসিত প্রত্যহ প্রতিমা দেখিতে,
কত দুঃখী প্রাণী প্রফুল্ল-মুখে,
নব বস্ত্রে সবে নিজে নিজে সাজি,
সাজায়ে বালিকা-বালকে সুখে।
সে আনন্দছবি তাহাদের মুখে,
হেরি কতবার সংশয়ে ভাবি,
কার বেশী শোভা—প্রতিমার কিবা
তাদের প্রফুল্ল মুখের ছবি।
আসে যায় হেন কতই দর্শন,
গ্রাম-পল্লীবাসী কতই আসে;
ভিক্ষুক যাচক গীত-বাদ্য-কর,
অতিথি অভ্যাগত কত কি আশে।

ক্রমে গৃহাগত আত্মীয়-স্বজন,
কলরব-পূর্ণ সতত আলয়,
প্রিয় সম্ভাষণ মধুর আলাপ,
গৃহের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হয়।
সদা হৃষ্টমতি কুটুম্ব-জ্ঞেয়াতি,
আমোদে প্রমোদে রত সদাই,
সর্ব্ব পরিজন আনন্দে মগন,
নিরানন্দ ভাব কাহার(ও) নাই।

সে আনন্দ মাঝে আমি শিশুমতি,
সদা হেসে খেলে সুখে বেড়াই,
ধনী কি দরিদ্র প্রতিবেশী-ঘরে,
আমার প্রবেশ নিষেধ নাই।
সে কালের প্রথা রামায়ণ-গান,
অপরাহ্নে শুনি মোহিত হয়ে,
সমুদ্র লঙ্ঘন পুষ্পকে গমন,—
শুনি স্তব্ধ হয়ে বিস্ময়ে ভয়ে।

নিশিতে আবার শুনি যাত্রা গান,
সমস্ত রজনী জাগিয়া থাকি,
শুনি সে আখ্যান না ভুলি কখন,
হৃদয়-ফলকে লিখিয়া রাখি।
ষাট বর্ষ আয়ু ফুরাইতে যায়,
সে সুখের দিন কতই গিয়াছে,
আজি ত সে দিন ভুলিনি হৃদয়ে,
সে সুখের স্বাদ আজ ত আছে।
জননীর স্তন ক্ষীরের আস্বাদ,
একবার জিহ্বা জুড়ায় যার,
যে জেনেছে বাল-ক্রীড়ার আহ্লাদ;
জগতে কিছু কি চায় সে আর?

ধনবান্।

ধনবান্ জনবান্ ধরণীর ফুল,
বিনা ধনী কে অবনী সাজাত এমন ?
কে পরাত ধরা অঙ্গে এত আভরণ ?
প্রাসাদ-মন্দির-মালা স্বরগে অতুল ?

কাশ্মীর-ভূধর-শিরে যক্ষ-সরোবর,
অচ্ছোদ যাহার নাম কাদম্বরী প্রিয়,
কে সেখানে বিরচিল ক্রীড়াবন স্বীয়,
ধনী যদি না থাকিত ধরণী-ভিতর।

তাজ-অট্টালিকা চ'খে কে দেখিত আজ
যার শোভা দেখিবারে ধরা-প্রান্ত হ'তে-
প্রতিদিন কত লোক আসে এ ভারতে,
অমূল্য প্রাসাদ-বস্তু অবনীর মাঝ।

বিনা ধনী সুখকর শিল্পের প্রবাহ,
থাকিত না ধরাতলে বিদ্যার আহ্লাদ,
জানিত না নরচিত্ত সাহিত্য আস্বাদ,
কি আনন্দকর চিত সুখে অবগাহ।

উজ্জ্বল ধরণী-অঙ্গ ধনীর উদয়ে,
রবিচ্ছটা সম ছটা তাদের প্রকাশে,
এক জন ধনী যদি হয় কোন দেশে,
চিরদীপ্ত সে অঞ্চল তার দীপ্তি লয়ে।

কোন কালে ছিল আরে ভারতমণ্ডলে,
ভবানী অহল্যা বাই মরিলা দু'জন ;
আজ(ও) দেখ তাঁহাদের নামের কিরণ,
জাগায়ে স্বদেশ-খ্যাতি জগতে উজ্জ্বলে।

কত হেন লব নাম প্রতি দেশে দেশে,
ধনবতী ধনবান্ স্বদেশ কল্যাণ
সাধন করিয়া নিত্য লভিয়া সম্মান,
স্বনাম স্বদেশ পূর্ণ করিছে সুযশে।

সাধিতে জগৎ-হিত ধনীর সৃজন,
বিধাতা তাদের হস্তে দিয়াছেন ধন,
জগতের সুমঙ্গল করিয়া মনন,
এ কথা যে বুঝে মর্ত্ত্যে দেবতা সে জন ;

নিত্য স্মরণীয় সেই মহাত্মা ভূতলে ;
কত দুঃখী প্রাণী জ্বালা করে নিবারণ,
জগতের কত হিত করে সে সাধন,
সে কথা ভাবিলে প্রাণ আপনি উথলে।

পরের হিতার্থ ধন না বুঝে যে ধনী,
নিজ স্বার্থ চরিতার্থ সদা বাঞ্ছা করে,
পরহিত ভাবে না যে মুহূর্ত্তের তরে
সে জন দুরাত্মা অতি জগতের গ্লানি।

বিধাতার বর-পুত্র ধনী এ ধরাতে,
দেবতা হইতে পারে ইচ্ছা যদি করে,
ইচ্ছা করে যেতে পারে নরক-ভিতরে
স্বর্গ নরকের দ্বার তাহাদের হাতে।

মহীতে মহীপ-বৃন্দ ধনীর প্রধান,
দৈবঘটনায় আজ মহীপতি তারা,
আবার চক্রের গতি হ'লে অন্যধারা,
পশিয়া ধনি-মণ্ডপে হবে শোভমান।

ধনীরাও সংসারের সুখ-দুঃখ-মূল,
যে ধনী না বুঝে ইহা ভ্রান্ত পথে যায়,
ধরার কণ্টক সেই, যে বুঝে ইহায়,
ফুটে রয় ভবময় শোভায় অতুল।—
ধনবান্ জনবান্ ধরণীর ফুল।

ভালবাসা।

ভালবাসাবাসি এত পৃথিবী-ভিতরে,
সে তৃষ্ণা মিটে না কেন আমার অন্তরে ?
বাল্য হ'তে নিরন্তর খুঁজিয়া বেড়াই,
প্রাণ জুড়াবার সখা তবু নাহি পাই।
কারে ভালবাসা বল, কিবা তার ধারা ?
কি পেয়ে প্রাণের তৃষ্ণা মিটাও তোমরা ?
পিতা ভালবাসে কন্যা পুত্র আপনার,
স্বামী ভালবাসে ভার্য্যা প্রিয়তমা তার।
ভাই ভালবাসে ভা(ই)য়ে সোদরা সোদর,
প্রতিপালকেরা ভালবাসে পোষ্য তার,
আশ্রিতে আশ্রয়দাতা ভাবে আপনার,
প্রণয়িনী প্রণয়ীর হৃদয়ের হার।
এ যে ভালবাসা-ভরা দেখি এ সংসার,
ভালবাসা নয় ইহা স্বার্থের বিকার,
স্নেহ দয়া মায়া আর যাহা কিছু বল,
ভালবাসা কিন্তু তবু নহে এ সকল।
প্রাণে প্রাণে বিনিময় ভালবাসা যেই,
সে ভালবাসা ত হেথা দেখিবারে নেই,

কত জনে হাতে তুলে দিয়েছি তাহায়,
সে ত নাহি প্রাণ তার দিয়েছে আমায়।
আমি চাই এক জীউ একতৃষা মন,
এক চিন্তা এক দৃষ্টি একই শ্রবণ,
এক রাগ অনুরাগ একই মনন,
দুই দুই ঘুচে গিয়ে একত্র মিলন।
অনন্ত মনের গতি,
অনন্ত কল্পনা স্মৃতি,
অনন্ত আকাঙ্ক্ষা আশা,
অনন্ত প্রাণের তৃষা,
এক জ্ঞান এক ধ্যান একই স্বপন,
তার(ই) নাম ভালবাসা দুজনে মিলন।
এক প্রাণ দুই দেহ,
অভেদ শক্রতা স্নেহ,
অভেদ আচার ভক্তি,
দুই দেহ এক(ই) শক্তি,
পাষাণে পরাণ গাঁথা একাত্মা জীবন,
এ ভালবাসারে মোরে দিবে কোন্ জন?
এই ভালবাসা-আশে উন্মত্ত হইয়া,
লজ্জা ভয় লোকনিন্দা সব তেয়াগিয়া
পরাণে পরাণে তার হইতে সমান,
অনেকের হাতে সঁপে দিয়াছি পরাণ;
কত জনে কতবার সোদরে অধিক,
জড়ায়েছি হৃদয়েতে ভাবিয়া প্রেমিক,
বৃশ্চিক-দংশিত হয়ে ফিরিয়াছি শেষে,
কেঁদেছি রজনী দিবা যাতনার ক্লেশে।
কতবার কত জনে কণ্ঠের ভূষণ,
করিয়া রেখেছি বুকে ভাবিয়া রতন,
ছিঁড়িয়া ফেলেছি শেষে বুঝিয়া স্বপন,
করেছি কতই তপ্ত-অশ্রু বিসর্জ্জন;
ভালবাসা বলি যারে পরাণে ধেয়াই,
সে ভালবাসারে হায় কোথা গেলে পাই?
পরাণের বিনিময়ে পরাণ বিকাই,
এ ভালবাসা কি তবে পৃথিবীতে নাই?

অতৃপ্তি।

বিধাতা হে নাহি জানি প্রাণে কেন হেন গ্লানি
মাঝে মাঝে বিরক্তি উদয়।
থাকিতে এ ভবনিধি পরাণে কেন এ ব্যাধি
বল বিধি বল হে আমায়।
আজ নয় নহে কাল এই ভাব চিরকাল
কেন মন হেন তিক্ত হয়,
কিছুই না ধরে মনে অসাধ্য সদাই প্রাণে
কিছুতেই সাধ নাহি রয়।
আমোদ প্রমোদ হাসি সব(ই) যেন যায় ভাসি
কিছুতেই মন নাহি বসে,
নিকটে প্রাণের মিতা শুনায় রসের গীতা
তাহাতেও চিত্ত নাহি রসে।
সুত সুতা স্নেহভরে. চিবুক তুলিয়া ধ[...]
কণ্ঠে ধরি কোলে বসি হাসে,
তাতেও চেতনা নাই সে দিকে না ফিরে চা[...]
যেন কোন অমঙ্গল ত্রাসে।
এ অতৃপ্তি কেন সদা ধন যশ কি প্রেম
কিছুই সন্তোষকর নহে,
নাহিক আকাঙ্ক্ষা আশা নাহিক কোন লাল[...]
প্রাণ যেন সদা শূন্য রহে।
মুখে ব্যঙ্গ পরিহাস হৃদে খেদ বারমা[...]
ফল্গুসম লুকাইয়া চলে;
বাহিরে আলোক-পূর্ণ হৃদয়ে অঙ্গার-[...]
প্রাণে সদা বহ্নি-শিখা জ্বলে।
কেন হেন তিক্ত প্রাণ দিলে মোরে ভগবা[...]
এই সুখ-জগতে তোমার;
নাহি কি কিছুই তায় মম সাধ মিটে যা[...]
কোন হেন সুন্দর সুতার।
ফুলতরু কত জাতি কত বর্ণ কত ভা[...]
আছে এই জগতমণ্ডলে;
ধরা শূন্য শোভাকর কত পশু পক্ষী নর
শৈবাল মৃণাল মীন জলে।
আকাশে চাঁদের শোভা জগতের মনোলোভা
মনোহর তারকা ঝলকে,
যেটি মনে ধরে যার সেটি আদরের তার
চিরকার এই ধারা লোকে।
উদ্যানে কাহার(ও) সাধ কুসুমে কারো আহ্লাদ
কারো সাধ প্রাসাদ-ভবনে,

কেহ বা পক্ষীর গান শুনিয়া জুড়ায় প্রাণ,
কেহ মুগ্ধ সঙ্গীত-শ্রবণে।
কেহ ভুলে চিত্রপটে কেহ বা কবিতাপাঠে
কারো মন সৌন্দর্য্যে মগন,
কেহ সুখী ধনার্জ্জনে কেহ সুখী ধনদানে
কারো সাধ সমৃদ্ধি-সাধন!
কেহ রত বিদ্যাভ্যাসে কেহ বা বেশবিন্যাসে
বিলাস-বাসনা করে কেহ,
ভোগসুখ কেহ চায় কেহ অনাদরে তায়
বনে যায় তেয়াগিয়া গেহ।
হেন রূপে সর্ব্বজন কোন না কোন বন্ধন
হৃদয়ে বেঁধেছে সুখ আশে;
পূর্ণ করি সেই আশা জুড়ায় হৃদি-পিপাসা
অকূল সাগরে নাহি ভাসে।
আমারি হৃদি কেবল ছায়া-শূন্য মরু-স্থল
কোন বাসনায় বদ্ধ নয়;
এত শোভা ধরণীতে, কিছুই না ধরে চিত্তে
শূন্য প্রাণে দেখি সমুদয়।
কি হেতু হে ভগবান দিয়াছ এমন প্রাণ
সুখের সাগরে সবে মজে,
স্থলে জলে ভূমণ্ডলে সুখের লহরী চলে
কি সে সুখ আমি মরি খুঁজে।
সয়েছি অনেক দিন স'ব আর কতদিন
দিনে দিনে ডুবি হে পাথারে,
হর এ প্রাণ হরি এ দুঃখ ঘুচাও হরি
এ যাতনা দিও নাক কারে॥

মৃত্যু।

কে আসিছে অই আঁধার-বরণ,
লৌহদণ্ড করে করিয়া ধারণ।
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ নয়নের ছটা,
দেহের বরণ ঘোর ঘন ঘটা,
চুপে চুপে আসি ছায়ার মতন,
মুমূর্ষু প্রাণীরে করে নিরীক্ষণ।
মৃত্যুশয্যাশায়ি-শিয়রে দাঁড়ায়ে,
নিজ দণ্ড তার শরীরে ঠেকায়ে,
বলে 'ওরে আয় আর দেরী নাই,
আয় সঙ্গে মোর, আমি নিয়ে যাই,
যে দেশে নাহিক সূর্য্য চন্দ্র তারা,
যেখানে দেখিবি অদেহী যাহারা,
কোথা এবে তোর বয়স্য যাহারা,
যাহাদের পেয়ে হয়ে জ্ঞানহারা,
যৌবন-মদিরা পিয়েছিলি রঙ্গে,
কৌতুক, বিলাস, ব্যসন-তরঙ্গে,
ভাবিতিস্ ধরা সরার মতন;
এখন তাদের কাঁদিছে ক'জন?
দেখ্ একবার এই শেষ দেখা,
যাদের চিত্র তোর প্রাণে লেখা,
যাদের পাইয়া মনের মতন,
সাজাইলি তোর ভব-নিকেতন,
পুত্র-পৌত্ররূপ ভবরত্ন-চয়,
কোথা রবে এবে সেই সমুদয়?
দেখে নে রে তোর স্নেহময়ী মায়,
(আর কভু চখে দেখিবি না হায়,)
কাঁদিছে এখন হয়ে দিশেহারা,
ধরায় পড়িছে পাগলিনী-পারা,
সেও যাবে ভুলে কিছু দিন পরে,
কদাচিৎ যদি কভু মনে করে।
অই দেখ্ তোর প্রাণাধিকা নারী,
যারে লয়ে তুই হ'লি রে সংসারী,
তোর মুখ চেয়ে করিছে ক্রন্দন,
নিস্পন্দ নির্ব্বাক্ পাষাণ যেমন,
কিছুকাল পরে সেও রে ভুলিবে,
ফিরে এলে কাছে চিনিতে নারিবে,
দাঁড়ায়ে শিয়রে হারায়ে সংবিৎ,
অই যে তোমার প্রাণের সুহৃৎ,
যারে কাছে পেলে আর সবে ফেলে,
থাকিতে দিবস-রজনী বিরলে,
কত দিন মনে রাখিবে তোমায়,
ভুলিবে যে দিন পাবে অন্য কায়।
এই যে রে তোর গৃহ অট্টালিকা,
মঠ, অশ্বশালা, তোরণ, পরিখা,
এ নাট্যমন্দির হ্রদ পুষ্করিণী,
বিচিত্র চক্রিণী পতাকাশালিনী,
কোথা রবে সব মুদিলে নয়ন,
কে ভোগ করিবে এ সব তখন?
তুই নিজে যাবি ভুলিয়া সকলি—
দারা পুত্র সখা এ ধরামণ্ডলী,
ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য, বিভব,

দয়া মায়া স্নেহ জনকলরব,
একাকী উলঙ্গ সঙ্গে যাবি মোর,
কিছুই সঙ্গেতে যাবে না রে তোর।
এই সব তরে হয়ে চিন্তাকুল,
আজন্ম ঘুরিলি যেন বা বাতুল,
সকলি ফেলিয়া যেতে হ'ল এবে,
কার ধন হায়! এবে কেবা নেবে!
সব(ই) ফেলে গেলি সব বিলাইলি,
পথের সম্বল কিবা সঙ্গে নিলি ?"
আচম্বিতে নাভিশ্বাস দেখা দিল,
মৃত্যু-শয্যাশায়ী নয়ন মুদিল,
ধীরে ধীরে মুখ হইল ব্যাদান,
সেই পথে প্রাণ করিল পয়াণ,
ফুরাইল এক জীবের জীবন,
ভাঙ্গিল ভবের একটি স্বপন,
দিবস রজনী কত হেনরূপ,
শুনিছে মানব শমন-বিদ্রূপ ;
দেখিছে নয়নে কত শত জনে,
ম'রে ফুরাইছে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
তবুও কিবা যে মায়ার বন্ধন,
সে কথা কাহার(ও) থাকে না স্মরণ,
কার সাধ্য বুঝে সংসার-রচনা ?
ধন্ত বিধি! মায়া-স্বজন-কল্পনা।

শিশু-বিয়োগ।

এ কি শুনি, কার কান্না হেন নিদারুণ,
বুঝি বা জননী কোন হয়ে শূন্য কোল,
কান্দিতেছে হেন রূপে করি উতরোল,
দিবানিশি কেঁদে চক্ষু করেছে অরুণ!

কেন হেন ভগবান্ দুর্ব্বল মানবে,
কর দগ্ধ চিরদিন শোকের অনলে,
এ কি খেলা খেলাও হে এ ভবমণ্ডলে,
ভাসাইয়া নর-নারী দুঃখের অর্ণবে।

কি পাপ করিল শিশু এই অল্পকালে,
অনাহারে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপিলে তারে ?
হ'ল না দয়ার পাত্র তোমার বিচারে ?
কেন কর্ম্মভূমে তবে তাহারে পাঠালে ?

না না, কিবা কোন পাপ ছিল না উহার
মাতা পিতা পাতকের(ই) শুধু এই ফল,
কেন তবে দেখাইলে তারে এ ভূতল,
নির্দ্দোষ জীবন কেন করিলে সংহার ?

অথবা সে পূর্ব্বজন্মে ছিল মহাতপা,
তাই তারে না ছুঁইতে ধরণীর ক্লেদ,
সকালে সকালে তারে করিলে উচ্ছেদ,
ভালবাসা জানাইতে করিলে হে কৃপা।

এই যদি ছিল মনে ওহে দয়াময়,
কেন তবে মায়ে তার দিলে গর্ভক্লেশ,
কেন আশা দিয়ে বুকে ছুরি দিলে শেষ,
প্রভু, এ তো করুণার কার্য্য কভু নয়।

একবার মার মুখ চেয়ে দেখ তার,
কি ছিল বা গত নিশি কি হয়েছে এবে,
ডাকিছে তোমায় দেব পূবাতে অভাবে,
সে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডপতি নাহি কি তোমার ?

সে শক্তি না থাকে যদি আপনিই এস,
কোল শোভা কর তার শিশুরূপ ধরি,
তুমি ত সকলি পার ব্রজনাথ হরি,
কেন না এরূপে আসি অভাগীরে তোষ ?

বুঝি না তোমার দেব ভব-লীলা-খেলা,
এরূপে কেন বা জীবে হাসাও কাঁদাও,
কেন মার কেন কাট কি সাধ পূরাও,
আচার-বিচার কি যে কেন বা এ খেলা ?

জানি তুমি আছ সত্য ব্যক্ত চরাচরে,
সত্য তুমি দয়াময় বুঝিতেও পারি,
ভবের রহস্য শুধু বুঝিবারে নারি,
নিষ্ঠুরতা হেরি তায় পরাণ শিহরে।

দয়াল নামটি নাথ বড়ই মধুর,
কলঙ্ক হেরিলে তায় প্রাণে ব্যথা পাই,
তাই জিজ্ঞাসিছি এত ক্ষম হে গোঁসাই,
মনের এ ঘোর ধাঁধা ভেঙ্গে কর চূর।

ব্রজ-বালক।

সুচারু সুন্দর বিনোদ রায়,
কে সাজালে তোমা হেন শোভায়,
নয়ন বঙ্কিম কিবা সুঠাম,
চারু গ্রীবাভঙ্গী ঈষৎ বাম,
ভালে ভুরুযুগ আকর্ণ টান,
অপাঙ্গভঙ্গীতে চমকে প্রাণ,
মোহন মুরতি চিকণ কালা,
রূপের ছটায় জগ উজলা।
মুখে মৃদু হাসি অলকা সাজে,
মধুর মুরলী অধরে বাজে,
শিখিপুচ্ছ চূড়া ঈষৎ বাঁকা,
ললাটে কপালে তিলক আঁকা,
নব-ঘনঘটা দেহের কান্তি,
দেখিলে নয়নে উপজে ভ্রান্তি,
পীতধড়া আঁটা কটিতে তায়,
মেঘেতে যেন বিজলী খেলায়,
বক্ষঃ সুবিশাল কটি সু-ক্ষীণ,
মনোহর বপু উপমা হীন,
ভুজদণ্ডলতা জিনি মৃণাল,
করপদতলচ্ছটা প্রবাল।
বন-ফুল-মালা গলায় সাজে,
চলিতে চরণে নূপুর বাজে,
নটবর-বেশ রসিক-রাজ,
সদাই বিহরে নিকুঞ্জ-মাঝ,
সুগন্ধ সৌন্দর্য্যে সদা বিহ্বল,
সদা রঙ্গ-রসে ক্রীড়াকুশল,
কদম্বের তলে মুরলী মুখে,
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গীতে দাঁড়ায়ে সুখে,
বাঁশরীর রবে শিখী নাচায়,
বাঁশরীর রবে ধেনু চরায়,
যাহার মধুর বাঁশীর গানে,
যমুনার জল চলে উজানে,
ব্রজের রাখালে অতুল রূপ,
দিয়ে সাজায়েছে জগৎ ভূপ,
হেন কালরূপ আর কি আছে?
এখন(ও) নাচিছে নয়ন-কাছে।
প্রেমভক্তি-পথ শিখাতে লোকে,
যার হৃদি পূর্ণ হয় আলোকে,
এ মুরতি যার মনে উদয়,
এ জন কখন মানুষ নয়।

কবিতাসুন্দরী।

অশোকের তলে যেন শশী জলে
হেন রূপবতী নারী,
ভাবিছে একাকী করে গণ্ড রাখি
অপূর্ব্ব শোভা প্রসারি।
সুনিবিড় কেশ ঢাকি পৃষ্ঠদেশ
ছড়ায়ে পড়েছে এলা,
ঘুরিছে ফিরিছে উড়িছে পড়িছে
পবনে করিছে খেলা।
নব তৃণদল আসন কোমল
বসেছে চরণ মেলি,
রাঙ্গা পদতল করে ঝলমল
তরু-দেহে আছে হেলি।
করি-শুণ্ডাকার ক্রমে লঘুতর
উরু জিনি সুকদলী,
নিতম্ব পীবর স্তন মনোহর
অস্ফুট কমল কলি।
ত্রিবলী-অঙ্কিত কণ্ঠ সুশোভিত
পক্কবিম্ব ওষ্ঠাধর,
সিন্দূরে মার্জ্জিত মুকুতার মত
দন্তপাতি শোভাকর।
শ্রবণ কুহর মদনের গড়
বাঁশরী সদৃশ নাসা,
শ্বেতাভ্র বরণ চন্দ্রনিভানন,
খঞ্জন নয়ন-ভাসা।
পুষ্প থরে থর শোভা মনোহর
শাখা এক শিরোপরে,
মন্দ মন্দ দোলে পবন-হিল্লোলে
বৈসে বামা গণ্ড করে।
ডালে ডালে পাখী নানা বর্ণ মাখি
করিছে মধুর গান,
থেকে থেকে থেকে ডালে অঙ্গ ঢেকে
কেহ ধরে উচ্চতান।
মন্দ মন্দ বায় তরু অঙ্গে ধায়
পত্র কাঁপে থর থর;

পবন-হিল্লোলে পল্লবেরা দোলে
শব্দ হয় মর-মর।
কত বনচর তনু মনোহর
আবৃত রঞ্জিত লোমে;
অভয় পরাণে দূরে সন্নিধানে
অবিরত সুখে ভ্রমে।
হরিণী সুন্দরী শিশু কাছে করি
ভ্রমে নৃত্য করি সুখে।
করিণী সুখিনী তুলে মৃণালিনী
দেয় নিজ শিশুমুখে।
গাভী বৎস চরে হাম্বা রব করে
কেহ না দেখিলে কায়;
চরিতে চরিতে চমকিত চিতে
তৃণ-মুখে মৃগ যায়।
ভ্রমে নীল গাই প্রাণে ভয় নাই
অদূরে অথবা দূরে,
বিচরে চমরী লোমশী সুন্দরী
বনমাঝে ঘুরে ঘুরে।
সেথা পরকাশে প্রমত্ত উল্লাসে
কবি-প্রিয় ঋতুচয়,
বসন্ত, বরষা সরস সুষমা
শরৎ সৌন্দর্য্যময়।
নিকটে উদ্যান অতি রম্য স্থান
দেবতা গন্ধর্ব্ব ভুলে,
সুগন্ধামোদিত সদা সুশোভিত
নানা জাতি তরু ফুলে।
ফুলে রেণু-গায় সদা ভ্রমে তায়
মন্দ মন্দ সমীরণ,
আকাশে সৌরভ, মাটীতে সৌরভ
সুগন্ধ বর্ষে যেমন।
গাছে মধু ক্ষরে, লতা-পত্র ঝরে
উড়ে ভৃঙ্গ মধুকর,
সুষমা সুঘ্রাণ ভরিয়া উদ্যান
গন্ধে ভরা সরোবর।
সে সব উদ্যানে মহিমা কে জানে
নিত্য চন্দ্রোদয় হয়:
নিত্য ষোল কলা শশাঙ্ক উজলা
চির-জ্যোৎস্না ফুটে রয়।
ভ্রমে কত সেথা অপ্সর-বনিতা
গীত বাদ্য নৃত্য করি;

কত নিরজনে নির্ঝর-দর্পণে
নিজ নিজ বিম্ব হেরি।
কত বনদেবী ফুলঘ্রাণ সেবি
ভ্রমে সাজি ফুল-সাজে,
নর্ত্তন বাদন রত সর্ব্বক্ষণ
সে দেব-কানন-মাঝে।
নাচিয়া গাহিয়া পুলকে পূরিয়া
এরা সবে মাঝে মাঝে;
প্রেম-ভক্তি ভরে পুলকেতে পূরে
আনন্দে বামারে পূজে।
মিলি রস নয় করে অভিনয়
বামার প্রীতির তরে,
বীর রৌদ্র হাস্য করুণার দৃশ্য
নয়নে তুলিয়া ধরে।
সব রস যেন মূর্ত্তিমান হেন
হৃদয়ে প্রত্যয় হয়;
ক্রোধ ভয় আদি বসে বামা-হৃদি
কভু অশ্রুধারা বয়।
হেন রূপে কেলি নবরস মেলি
ক'রে সমাদরে রাখে,
ক্রীড়া সমাপনে তৃষিত নয়নে
বামারে ঘেরিয়া থাকে।
সে বামারে বেরি বসিয়াছে হেরি
মহাপ্রাণী কত জন;
অনিমেষ নেত্র নাহি পড়ে পত্র
হেরে সে রাঙ্গা চরণ।
কত ঋষি নর মহাজ্যোতির্ধর
বসেছে বামারে ঘেরে,
স্বদেশী বিদেশী কতই যশস্বী
কেবা সংখ্যা তার করে;
সেখানে বসিয়া জ্যোতি ছড়াইয়া
মহাকবি ঋষি ব্যাস;
নব প্রভাকর সম জটাধর
বাল্মীকি সেথা প্রকাশ।
কবি কালিদাস সুধাসম ভাস
বাণী-বরপুত্র যেই;
অমরের ছবি সেক্ষপীর কবি
বিজলী যেন খেলাই।
ধরণী উজলি বুধের মণ্ডলী
বসে সেথা স্তরে স্তরে,

নিজ যত্ন ধ'রে সুধাকণ্ঠস্বরে
সে চরণ পূজা করে।
দেব মনোলোভা হেরি সেই শোভা
কার না বাসনা করে,
এ যশোমালায় পরিতে গলায়
রাখিতে হৃদয় ধ'রে।
অয়ি নিরুপমে মম হৃদি-ধামে
বাসনা আছিল কত,
তব আরাধনা তোমার সাধনা
করিব জীবন-ব্রত।
ভুলে নিজ ভ্রমে বৃথা পরিশ্রমে
জীবন ফুরায়ে এলো,
না লভিনু ধন না সাধিনু পণ
দুকূল ভাসিয়া গেল।
এবে নহে সাধে পড়িয়া বিপদে
আবার তোমারে ডাকি;
হয়ো না নিদয়া কর দাসে দয়া
ভক্ত ব'লে মনে রাখি;
তুমি ক্ষেমঙ্করি নিজে ক্ষমা করি
ভুল না মায়ের মায়া;
ক্ষমি অপরাধ পুরাইও সাধ
দিও দেবি! পদছায়া।

এবে কোথায় চলিলে?

(সার রমেশচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে)

এবে কোথায় চলিলে?
প্রখর সূর্য্যের প্রায়
এত দিন ধরাতলে স্বকার্য্য সাধিলে,
দেশ অন্ধকার করি কোথায় চলিলে?

জগতের হিত-ব্রত
সাধিতে মনের মত
ঈশ্বরের কোন্ রাজ্যে উদয় হইলে?
কোথা ওহে মহাপ্রাণ কোথায় চলিলে?

এখন চলেছ যথা সে দেশ কেমন?
কিবা তার স্থল জল
কি ঋতু সেথা প্রবল
কুসুমের কি সুগন্ধ কেমন কিরণ?

কি পাখী সেখানে গায়
কি বর্ণ রঞ্জিত তায়
প্রকৃতির কিবা শোভা কেমন গঠন?
সে ক্ষিতি মাটীর কিংবা গঠিত কাঞ্চন?

বায়ু বহে কি প্রকার
ফল-বৃক্ষ কি আকার
গগনে আছে কি সেথা চন্দ্র-তারাগণে?
দিবাকর কিবা দ্যুতি
অনলের কি আহুতি
জীবের সুখের গতি কেমন সেখানে?

সেথা কি নির্ঝর খেলে
সেখানে কি শোভা ঢালে
নদ-নদী-শৈলমালা-গিরি কুঞ্জবন?
সে দেশে প্রাণের সখা মিলেছে এখন?
দয়া মায়া কোমলতা সে দেশে কেমন?
খেলা-ঘরে খেলা সারি
সেই দেশ লক্ষ্য করি
বহিতেছে এক প্রান্তে দুর্ব্বহ জীবন;

একাকী যাইতে হয়
থেকে থেকে তাই ভয়
তোমারে সুধাই তাই বল বিবরণ—
যেতে পথ কি প্রকার
আলো কিংবা অন্ধকার
আছে কি কণ্টক কিংবা ভুজঙ্গ-গর্জ্জন?

সুখে কি ক্লেশেতে সেথা হয়েছ উদয়?
পথে পেয়েছিলে তরু?
কিংবা পথ শুধু মরু?
একা যেতে ক্লান্ত হ'লে কি করিতে হয়?
যেতে পথে মেলে ফল?
মেলে কি তৃষ্ণায় জল?
প্রাণী তো চীৎকার ক'রে কাঁদে না সেথায়?

একাকী অজানা পথে
নিঃসহায় যেতে যেতে
অকস্মাৎ প্রাণে যদি পেয়ে উঠে ভয়,
আতঙ্কে শিহরি ডরে
ডাকিলে চীৎকার ক'রে
আসে কি রক্ষক কেহ মহা দয়াময়?

সখা! জীবনের প্রহেলিকা
ভেদি ভব-কুহেলিকা
জীবন-পরিখা-পারে কিছু কি বুঝিলে?
ঘেরিয়া নশ্বর কায়া
কেন এত দয়া মায়া
ফুরায়ে যায় কি তাহা এ দেহ ভাঙ্গিলে?

জড় জীবে কি বন্ধন কে করিল সংঘটন
জীবাত্মা মানব-দেহে কা হ'তে সঞ্চার?
এ গূঢ় রহস্য-কথা প্রকাশ হয় কি সেথা
অথবা সেথাও এই আলো অন্ধকার?

কাল-অঙ্গে চিহ্ন রাখি
মহিমার জ্যোতিঃ মাখি
জ্যোতির্ম্ময় দিব্য ধামে তুমি ত চলিলে,
তোমারে হইয়া হারা ধরাতে রহিল যারা
কি সান্ত্বনা তাহাদের জুড়াতে রাখিলে?
তুমি কোথায় চলিলে?

তোমারে পাইলে কাছে জুড়া'ত পরাণ,
কি মধুর মাদকতা সৌরভের কি স্নিগ্ধতা
সরস আনন্দভরা কি সুধা আঘ্রাণ।
শুনিলে তোমার কথা ভুলিতাম সব ব্যথা
শোক দুঃখ ব্যাধি জ্বালা পাইত নির্ব্বাণ,
কোথা ওহে মহাপ্রাণ করিলে প্রস্থান?

হা মিত্র, মিত্রতা তব করিয়া স্মরণ,
বঙ্গভূমি আজি কত করিছে ক্রন্দন;
কান্দিলে জনমভূমি
দেখিতে পারনি তুমি
আজি দেখ দেশময় উঠেছে রোদন,
রোদনের প্রতীকার
করিতে পার না আর?
হায় সখা সে ক্ষমতা গেল কি এখন?

ঢালি অশ্রু অবিরত
সখা ব'লে ডাকি কত
নিদারুণ বধিরতা যে দেশে এমন,
কোন্ প্রাণে সেথা তুমি করিলে গমন?

কেমনে বা ভোল আজ, আবাল্য প্রণয়
একত্রেতে সব হয়
কোথাও পৃথক্ নয়
বিশ্রামভবন কিংবা বিচার আগার,
কত নিরজনে বাস
কত হাস্য পরিহাস
কত সুখ আলোচনা কত শোক-পরিচয়,

মন-কথা বলাবলি
প্রেমে কত কোলাকুলি
মিষ্টালাপ শিষ্টাচার কত সুখময়;
যৌবনে যশের আশা
একত্র বিজয়-তৃষা
যুগান্তের কথা যত আজি মনে হয়!

তুমি রোগে শয্যাপরে
অন্ধ হয়ে আমি দূরে
দেখিতে নারিনু শুধু যাবার সময়,
আমারে বার্দ্ধক্য-কষ্টে দেখিলে না হায়!

কি আর বলিব সখা চির-সুখী হও।
স্বভাব দেবের ন্যায় আর্য্য দেবতার প্রায়
মলিন মর্ত্ত্যের তরে তুমি সখা নও;
দেবলোক হ'তে এলে দেবলোকে যাও।

সেবিয়ে দেবতাচয় সে রাজ্য দেবত্বময়
দেবমাঝে দেবতার ভালবাসা লও,
দেবলোক হ'তে এলে দেবলোকে যাও।
দেববাসে দেব-পাশে
দেবে দেব ভালবাসে
দেব-ভাবে দেবতারে ভালবাসা দাও,
দেবলোক হ'তে এলে দেবলোকে যাও।

কত সাধ হয় মনে
মিলিয়া তোমার সনে
ভ্রমি চরাচরময় করি নিরীক্ষণ,
জীব-স্তরে পরে পরে
সুখ দুঃখ কিবা ঝরে
জীবের অনন্ত গতি কিসে সমাপন।

ফলিবে না সে আশা, কি বৃথা আকিঞ্চন,
আমার বিশ্বাস এই
প্রণয়ের অন্ত নেই
একবার প্রাণে প্রাণে প্রণয়ে বাঁধিলে;

অনন্ত কালেও আর
পার্থক্য নাহিক তার
দুই স্রোতোধারা যথা একত্র মিলিলে।

ভুল না ভুল না সখা
কখনো স্বপনে দেখা
দিও এই অভাগারে কাতরে ডাকিলে;

ফুরালে কালের খেলা
অকূলে ভাসিয়ে ভেলা
ডেকে নিও নিজ-পাশে ত্রাসিত হইলে।
কোথা ওহে মহাপ্রাণ কোথায় চলিলে?
প্রখর সূর্য্যের প্রায়
উজ্জ্বল করি ধরায়
এতদিন ধরাতলে স্বকার্য্য সাধিলে,
দেশ অন্ধকার করি কোথায় চলিলে?

সম্পূর্ণ।

দশমহাবিদ্যা

গীতিকাব্য

সতীশূন্য কৈলাস।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ছিন্ন হৈল সতীদেহ,*　　শূন্য হৈল শিবগেহ,
বামদেব বিরসবদন।
চাহেন কৈলাসময়,　　দেখেন কৈলাস নয়,
অন্ধকার বিঘোর ভুবন॥
সতীমুখ-বিভাসিত,　　যে আলোক শোভা দিত,
পুলকিত কুসুম-কানন।
পেয়ে যে কিরণমালা　　সুবর্ণ মণি উজলা,
সে আলোক নহে দরশন॥
শুষ্ক কল্পতরু সারি　　শুষ্ক মন্দাকিনী-বারি,
শূন্যকোলে সতীসিংহাসন।
নিস্তব্ধ জগৎ প্রাণ,　　নিরুদ্ধ সৌরভ ঘ্রাণ,
কণ্ঠে বদ্ধ বিহঙ্গকূজন॥
নন্দী শুয়ে রেণুপর,　　কান্দিছে বৃষভবর,
প্রাণশূন্য মৃগেন্দ্র বাহন।
হেরিয়া ত্রিপুরহর　　দূরে রাখি বাঘাম্বর,
বসিলেন মুদি ত্রিনয়ন॥
আনন্দ-আলয় যিনি,　　আজি চিন্তামগ্ন তিনি,
ধ্যানে ধরি সতীদেহ-ছায়া।
ছুড়ে ফেলি হাড়মাল,　　করে দিল ভস্মজাল
বিভূতিবিহীন কৈলা কায়া॥
মুখে "সতী—সতী" স্বর　　বিনির্গত নিরন্তর
দিগম্বর বাহ্যজ্ঞানহীন।
করে জপমালা চলে　　মুখে বববম্ বলে
অন্য শব্দ সকলি মলিন॥
জলমগ্ন ফণিমালা　　মিলাইয়ে জিহ্বাজ্বালা
লুকাইল জটার ভিতর।
নিস্পন্দ পবনস্বন　　নিরানন্দ পুষ্পগ[illegible]
অপ্রস্ফুট ঝরে রেণুপর॥
থামিল গঙ্গার রব　　নির্ব্বাক্ প্রথম স[illegible]
কৈলাস জগৎ অচেতন।
কদাচিৎ "মা" "মা" নাদে　　অসংবিৎ নন্দী কাঁদে[illegible]
বম্ শব্দ সহ সম্মিলন॥
কৈলাস অম্বরময়　　তারা সূর্য্য অমুদ[illegible]
ক্ষণকালে নিবিল সকল।
তমঃচ্ছন্ন দিগাকাশ　　কেবলি করে উল্লা[illegible]
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠের গরল॥
ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ　　স্কন্ধে কভু তুলি হা[illegible]
সতীরে করেন অন্বেষণ।
পরশিতে পুনর্ব্বার　　সুকুমার তনু তাঁ[illegible]
মমতার অভ্যাস যেমন॥
তখন নয়ন ঝরে　　পূর্ব্বকথা মনে স[illegible]
ঝরে যথা নদী-প্রস্রবণ।
বিশ্বনাথ শোকময়　　নিমীলিত নেত্র[illegible]
প্রস্ফুটিয়া করেন ক্রন্দন॥
হারায়ে অর্দ্ধাঙ্গ সতী　　কাঁদেন কৈলাসপ[illegible]
কেবল সতীর কথা মনে।
জগতের জড় জীব　　কাঁদিছেন হেরি শি[illegible]
কাঁদিতে লাগিল তাঁর সনে॥

মহাদেবের বিলাপ।

দীর্ঘ ভঙ্গত্রিপদী।

"রে সতি রে সতি"*　　কাঁদিল পশুপ[illegible]
পাগল শিব প্রমথেশ।

---

* সুদর্শন চক্রে ছিন্ন হইবার পর।

* (—) চিহ্নিত বর্ণ দীর্ঘ এবং অকারান্ত পদে অন্তেস্থিত অ উচ্চারিত হইবে।

যোগ মগন হর তাপস যত দিন
ততদিন না ছিল ক্লেশ।
শবহৃদি আসন শ্মশান বিচরণ,
জগত-নিরূপণ জ্ঞানে।
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর
আশ্রমরতি-নিরবাণে॥
"রে সতি রে সতি" কান্দিল পশুপতি
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে।
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর,
আশ্রমরতি নিরবাণে।
জলনিধি মন্থনে, অমৃত উছলিল,
যত সুর বাঁটিল তাহে।
ভস্ম-ভকত হর, হরষিত অন্তর,
গ্রাসিল গরল প্রবাহে॥
"রে সতি রে সতি" কাঁদিল পশুপতি
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে।
ভিক্ষুক বিষধর হরষিত অন্তর
সংসাররতি নিরবাণে॥
কারণবারিপরে হরি কমলাসন
ঘৃণা করি যে ক্ষণ হেলে।

নির্গুণ ত্রিনয়ন আহ্লাদে সেইক্ষণ,
শব'পরি আসন মেলে॥
প্রীত কমলাপতি রতনবর-পাত্রে,
নব-ভালে প্রীত গিরিশ।
পুষ্পকবাহন বাসব সুরপতি,
বৃষবর বাহন ঈশ॥
"রে সতি অরে সতি," কান্দিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর, তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ।
ভিক্ষুক আছরম ঘুচিল অতঃপর,
তব সহ মেলন শেষ;
জটাধর শঙ্কর, নবমুখ পাগর
পরিশেষ সংসারি-বেশ॥
হরষ সুধাসম, হৃদয় উচাটিত
দম্পতি পরিণয় বাসে।
কত সুখে যাপন, অহরহ বৎসর,
দক্ষ-দুহিতা ছিল পাশে॥
যোগ-ধরমপর গৃহস্থধরমে
নিমগন এখন শম্ভু;

পান-পিয়াসরত, সবহিঁ আগম
চারিবেদ সাগর অম্বু।
"রে সতি অরে সতি কাঁদিল পশুপতি,
পাগল প্রমথেশ শম্ভু॥
কতবিধ খেলন, মূরতি-প্রকটন,
ভুলাইতে শঙ্কর ভোলা,
থাকিবে চিরদিন হৃদিপটে অঙ্কন
সে সব বিলসিত লীলা॥
কৃশা কেশিনীরূপে, রাজিলা যেই দিন,
চারি হাতে বাদন ধরি,
শঙ্খ ডমুরু বীণা নিনাদনে নাচিলে,
ত্রিভুবন চেতন হরি॥
দ্রব হ'ল বাসব, দেবী অমর সব
অদ্রব বিধি হৃষীকেশ।
বিসরিতে নারিব সেই দিন কাহিনী,
সে কাল রবে চিতলেশ।
"রে সতি অরে সতি" কাঁদিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ॥
সেই যোগ-সাধন কি হেতু ঘুচাইলে
ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে।
কি হেতু তেয়াগিলি কেনই সমাপিলি,
সে সাধ এক দিন পরে॥
"রে সতি অরে সতি" কাঁদিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।"
যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ॥

নারদের গান।

ধীরললিত ত্রিপদী।

আনন্দ ধ্বনি করি মুখে বলি হরি হ
নারদ ঋষি রত সুললিত নটনে।
প্রবেশিল হেন কালে, ত্রিতন্ত্রী বাজে তা
বিচেত বিভুগানে ত্রিভুবন-ভ্রমণে॥
"কেবা হেন মতিমান্ কে ধরে সেই জ্ঞা
জানিবে সুগভীর জগদীশ মরমে॥
অনন্ত পরমাণু বিকট বিদ্যুদ্ভ
উদ্ভব কোথা হ'তে কি হইবে চরমে॥
হর হরি ব্রহ্মন্ সচেতন জীব
আদিতে ছিল কিবা জনমিল কারণে?
মানব কিরূপ ধন জড়েই কি বিশে
জড়সনে সঞ্চারে কিবা বিধি মননে?
সুখ কি জীবিতমানে? কিবা অর্থ নির্ব্বাণে
কা হ'তে জনমিল জগতের যাতনা?
অশুভ সৃজন কার? নিরমিল বিধাত
মানস হ'তে কি এ মলিনতা রচনা?
ক্ষিতি অপ তেজঃ নভঃ ভিন্ন কি এ স
পঞ্চ, কি আদিভূত অগণন গণনা?
সেই তত্ত্ব নিরূপণ করিবারে কোন্
সমর্থ দেব ঋষি মানবের ভাবনা?
গাও বীণা হরি-গান দুর্ল্লভ সেই জ্ঞা
নিষ্ফল মানি তারে পরিহর মানসে।
প্রকাশ মনসুখে হরিনাম লিখি
সেই জ্ঞানে জীবলোকে প্রকটিত হরষে।

জগৎ কি সুখধাম মধুর কি বিভুনাম
গাও রে প্রেমভরে মনোহর বদনে।
ঝঙ্কার ঝঙ্কার উল্লাসে বল আর
আহ্লাদ সদা কিবা সাধুজন-জীবনে॥
পরম ধরমপুর আপন ক্রিয়া কর
সংযত নিয়ম করি তাঁহাদেরি নিয়মে।
মোক্ষপ্রদ সার বাণী শুনা রে জাগায়ে প্রাণী
সুস্বরে নাদ করি রঞ্জিয়া পরমে॥
ত্রিগুণে যে গুণময় যা হ'তে এ সমুদয়
উচ্ছ্বাসে ডাক্ বীণা অবিরত তাঁহারে।
দিবানিশি নাহি আন, সপ্তমে তুলি তান
নারদ-মনোমত ধ্বনি বীণা বাজা রে।"

নারদের বীণাবাদন।

ভঙ্গপদী পয়ার।*

আনন্দ-গদগদ নারদ মাতিল।
তন্ত্রী তুলিয়া তার মার্জ্জিত করিল॥
মৃদু মৃদু গুঞ্জন অঙ্গুলি-স্ফুরণে।
সরিৎ প্রবাহিলা সুন্দর বাদনে॥
রুণু রুণু নিক্কণ কোমলে মিলিয়া।
ক্রমে গুরু গর্জ্জন সপ্তমে ছুটিয়া॥
মিশ্রিত নানাসুরে কভু উতরোল।
স্বর-সরিতে যেন খেলিছে হিল্লোল॥
চেতন আজি যেন ঋষিবর হাতে।
বাণী ভাষিল ধ্বনি মধুর ভাষাতে॥
রাগরাগিণী যত জাগ্রত হইল।
রূপ প্রকাশিয়া ত্রিভুবন রাজিল॥
গ্রহ আদি ভাস্কর ছিল যত ভুবনে।
রোধিল নিজ গতি সঙ্গীত শ্রবণে॥
সুরলোক মোহিত মোহন কুহকে।
স্তম্ভিত বীণাপাণি সুরতান পুলকে॥
কৈলাস-তামস বিরহিত নিমিষে।
মধুঋতু ভাতিল মনের হরিষে॥
আনন্দে তরুকুল মঞ্জরী হাসিল।
আনন্দে তরু-ডালে বিহঙ্গ সাজিল॥

শিব-শিবাবাহন বৃষভ কেশরী।
চঞ্চল চিত উঠে হরষেতে শিহরি॥
সে ধ্বনি পশিল শিবহৃদি ভেদিয়া।
জাগিল পশুপতি ঈষৎ চেতিয়া॥
ববম্ শবদ নিনাদি সদানন্দ।
মেলিয়া ত্রিলোচন মৃদু মৃদু মন্দ॥
নিরখিলা নারদে প্রমত্ত বাদনে।
বিহ্বল শঙ্কর ভকতের সাধনে॥
সাদরে তুষি তাঁরে কাছে দিলা স্থান।
ভোর হইল ভোলা শুনে বীণাগান॥

শিবনারদ-সংবাদ।

লতিকাপদী।

চেতন পাইয়া চেতনানন্দ
নারদ-সঙ্গীত শ্রবণে।
ঈষৎ হাসিতে অধর মণ্ডিত
কহেন সুধীর বচনে॥
"অহে ভক্তিমান্ ভ্রান্তি-বিলাসে
শিবের প্রমাদ ঘটনা।
অনাদ্যরূপিণী ভবপ্রসবিনী
সতীরে মানবী ভাবনা!
আমারি এ ভ্রম স্নেহেতে যখন
না জানি তখন ভুবনে;
ভালবাসাময় জগতনিখিলে
যমব্যথা কত জীবনে!
মমতা মায়াতে জগতের লীলা
খেলিছে আপনা আপনি।
মমতা মায়াতে সকলি সুন্দর
পশু পক্ষী নর অবনী॥
জীবনে জীবন এ ডোরবন্ধন
যদি না থাকিত জগতে।
বিভু বিভাকর সকলি আঁধার
হইত অসার মরতে॥
বুঝি তথ্য সার কুহকের হার
নারায়ণ জীব-পালনে।
রচেন কৌশলে সোনার শিকলে
পরাণী বান্ধিতে বন্ধনে॥

---

* হসন্ত চিহ্ন না থাকিলে অকারান্ত পদের অন্তস্থিত অ এবং গুরুবর্ণ যথাযথ উচ্চারিত হইবে।

শুন হে নারদ সে প্রমাদ নাই
তোমার গভীর বাদনে।
চৈতন্যরূপিণী সতীরে আবার
নিরখিতে পাই নয়নে॥
পরমা প্রকৃতি পরমাণুমূল
কারণ-কলাপ-মালিনী।
চেতনা ভাবনা মমতা কামনা
নিখিল অঙ্কুররূপিণী॥
নিরখি আবার লীলাবিলাসিনী
ব্রহ্মাণ্ড জড়ায়ে বপুতে।
ক্রীড়ারঙ্গে রত প্রমত্ত মহিলা
নিবিড় রহস্যমধুতে॥"
বলি বিশ্বনাথ জাহ্নবী-প্রপাত
জটা হ'তে দিলা খুলিয়া।
ববম্-ধ্বনি উঠিল তখন
কৈলাস আকাশ পূরিয়া॥
হেরি মহাদেবে এ হেন প্রকৃতি
নারদ চকিত মানসে।
জিজ্ঞাসিল হরে কি মূরতি ধ'রে,
দক্ষসুতা এবে নিবাসে॥
"হে শিব শঙ্কর মম দুঃখ হর
কৃপাতে কহ গো তনয়ে।
দয়াময়ী শিবা প্রকাশিলা দিবা
উদিয়া কিবা সে আলয়ে॥
জননীর স্নেহ না জানি ভবেশ
না পশি কখন জঠরে।
ব্রহ্মার মানসে জনমে নারদ
জননী কভু না আদরে॥
সে ক্ষোভ আমার ছিল না দেবেশ
দাক্ষায়ণী-স্নেহ-সুধাতে।
জননী পেয়েছি যখনি কেঁদেছি
প্রাণের পিপাসা ক্ষুধাতে॥
কহি ত্রিপুরারি, কোথা গেলে তারি,
দরশন পুনঃ লভিব।
সে রাঙ্গা চরণ মনের মতন,
সাধনে আবার পূজিব॥"
নারদে কাতর হেরি কন হর
"অধীর হইও না ঋষি।
দেখিবে এখনি মহামায়াকায়া-
ছায়া আছে বিশ্বে মিশি॥
বিশ্ব-আবরণ হবে নিবারণ
দেখিবে এখনি নিমিষে।
বিশ্বরূপধরা বিশ্বরূপহরা
খেলেন আপন হরিষে॥
দেখিবে এখনি অন্য মূরতি
আপনার আনন্দে মাতিয়া।
বিদ্যারূপ দশ ভুবন পরশ
করেছে আকাশ জুড়িয়া॥
মহাযোগী যায় দেখিতে না পায়
সে রূপ দেখিবে নয়নে।
এই ভবলীলা যেবা বিরচিলা
দেখিবে সে আদি কারণে॥"

শিবকর্ত্তৃক সৃষ্টি-আচ্ছাদন অপসারিত।

ত্রিপদী পয়ার। *

মহাদেব মহাবেশ ক্ষণকাল ধরিল।
ভীমরূপ ব্যোমকেশ পরকাশ করিল॥
বিদারিত রসাতল পদযুগে ঠেকিল।
ঘোর ঘটা ভীম জটা আকাশেতে উঠিল॥
ছড়াইল জটাজাল দিকে দিকে ছুটিয়া।
দীপ্ত যেন তাম্রশলা ভানুকরে ফুটিয়া॥
হিমময় ধবলের গিরি যেন উঠেছে।
শূন্যপুরী শিরে কবি বিশ্বপরে ধরেছে॥
মৌলিদেশে কলকল তরঙ্গিণী জাহ্নবী।
ঝরিতেছে ঝঝর শতধারা প্রসবি॥
শশিখণ্ড ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলিতেছে কপালে।
ত্রিনয়নে তিন ভানু জ্বলে যেন সকালে॥
ব্রহ্ম-অণ্ড যেন খণ্ড মেরুদণ্ড পড়িয়া।
বিশ্বনাথ উর্দ্ধহাত কৌতুহলে পূরিয়া॥
ওঁকার তিনবার উচ্চারিয়া হরষে।
ব্যোমকেশ বিশ্বতনু ধীরে ধীরে পরশে॥
শ্বাসরোধ করি ভীম শুনিলেন অচিরে।
বিশ্ব অঙ্গ লুকাইল মহাকাল শরীরে॥

---

* প্রত্যেক পংক্তিতে তিন তিন পদ ; প্রথম দুই পদে আট অক্ষরের পর মধ্য যতি এবং শেষ পদে সর্ব্বশেষ পূর্ণ যতি। শেষ পদ কিছু দ্রুত উচ্চারিত

একে একে জগতের আবরণ খসিল।
চন্দ্র-তারা-রশ্মি মেঘ অভ্রসনে ডুবিল॥
গিরি নদ পারাবার ছিল যত ভুবনে।
অনুক্ষণ অদর্শন মহাদেব-শোষণে॥
স্বর্গপুরী রসাতল হিমালয় ছুটিল।
ধারাহারা বসুন্ধরা শিব-অঙ্গে মিশিল॥
ঘুরে ঘুরে শূন্যপথে বিশ্বকায়া ধায় রে।
ঝড় যেন অরণ্যের পল্লবেতে ছায় রে॥
জগতের আবরণ নিবারণ পলকে।
দাঁড়াইলা মহাদেব বিভাসিত পুলকে॥
বিশ্বময় ঘোরতর অন্ধকার ঢাকিল।
শিবভালে প্রজ্বলিত হুতাশন জ্বলিল॥
দাঁড়াইলা মহেশ্বর করপুট পাতিয়া।
ধরিলেন বিশ্বরাজ পরমাণু তুলিয়া॥
গরাসিলা বীজমালা গণ্ডূষেতে শুষিয়া।
দাঁড়াইলা মহেশ্বর হুহুঙ্কার ছাড়িয়া॥
মহাকাশ পরকাশ বিশ্বশূন্য ভবনে।
শূন্যময় ব্যোমগর্ভ নীল অভ্রবরণে॥
অতি স্বচ্ছ পরিষ্কৃত পারদের মণ্ডলী!
ছড়াইয়া আছে যেন দিক্‌চক্র উজলি॥
ভবদেব বিশ্বকায় আবরণ খুলিয়া!
কহিলেন নারদেরে "হের দেখ চাহিয়া॥"
ব্যোমকেশরূপ ত্যজি মহাদেব বসিল।
মহাঋষি চমকিত পুলকেতে পূরিল॥

নারদের মহাকাশ দর্শন।

দ্রুতললিত পয়ার।*

মহাঋষি নারদ পুলকিত হরষে।
অনিমেষ লোচনে নিরখিছে অবশে॥
চক্ররেখাতে ঘুরি সারি সারি সাজিয়া।
দশদিকে শোভিছে দশপুরী হাসিয়া॥
পরতেক মণ্ডলে মহারূপ-ধারিণী।
লীলানিরত সতী স্মরহর-ভামিনী॥
চক্রজঠর-ভাগে নীলবর্ণ আকাশে।
শত শত সুন্দর ব্যোমরথ বিকাশে॥
খেলিছে কতদিকে কতমত ক্রীড়নে।
দামিনীলতা যেন ঘনঘটা-মিলনে॥
চক্রগতিতে রেখা গগনেতে পড়িছে।
বক্র কিরণ ঋজু কিরণেতে কাটিছে॥
পূর্ণ বর্ত্তুলাকার কভু ডিম্বশোভনা।
সুন্দর নানাগতি নানারেখা চালনা॥
রুণু রুণু গুঞ্জন রথগতি স্বননে।
কোটি নক্ষত্র যেন বিহারিছে ভ্রমণে॥
অনন্ত পথে গতি অনন্ত গণনা।
মঞ্জুর মনোহর ব্যোমযান খেলনা॥
নিরখিলা নারদ বিকসিত মানসে।
অন্ত সুরয তারা সে গগন পরশে॥
কিবা আলো উজ্জ্বল সেই দশ ভুবনে।
নরলোকে সে আলো নাহি জানে স্বপনে॥
দিনমণি হেথা যায় সেথা তায় রজনী।
বাজিছে দশপুরী নিন্দিয়া অবনী॥

* প্রত্যেক পংক্তিতে দুই চরণ, প্রত্যেক চরণ দ্রুত পাঠ্য। (—) চিহ্নিত স্থানে দীর্ঘ উচ্চারণ এবং অকারান্ত শব্দের অন্তেস্থিত (অ) উচ্চারিত হইবে।

— —
পরাণী কতই খেলে দশপুরী-ভিতরে।
— —
মধুর কতই ধ্বনি জীবকণ্ঠে বিহরে॥
— —
বায়ুপথে শিঞ্জিত প্রাণিগণ-ভাষাতে।
— —
ভাসিছে তারা শশী মধুকণ্ঠ ধারাতে॥
— —
নারদ ঋষিবর শঙ্করে কহিলা।
— —
"হে শিব, দাসানুজে কৃপা যদি করিলা॥
— —
বাসনা মম দেব কাছে গিয়া নেহারি।
— —
মোহন মায়া ইহ কেবা আছে বিথারি॥"
— —
মৃদু হাসি রঞ্জিল মহাদেব-বদনে।
— —
বিচলিত কৈলাস মৃদু মৃদু চলনে॥
— —
ধীর মৃদুলগতি কৈলাস চলিল
— —
মধ্য গগনভাগে শিবপুরী বসিল॥
— —
দশদিকে সুন্দর দশপুরী রাজিত।
— —
কেন্দ্র নিমজ্জিত কৈলাস স্থাপিত॥
— —
দেখিল ঋষিবর অনিমেষ নয়নে।
— —
মূরতি অপরূপ সেই দশ ভুবনে॥

মহাশূন্যে দশব্রহ্মাণ্ডের স্থান-নির্দ্দেশ।

দীর্ঘ ললিতত্রিপদী।

১

নিরখি নারদ ঋষি কতই আনন্দে রে।
নবীন ভুবন এক প্রভাজালে জড়িত।
রজনীতে তারকায় যেথানে গগন-গা
সিংহের আকার ধরি রাশিচক্রে ফিরিত।
সেই খানে মনোহর, অভিনব শোভাধ
— —
নবীন ভুবন এক—প্রভাজালে জড়িত—
বিশাল জগতজাল সে গগনে ভাসিছে।
— —
কালরূপিণী কালী সে ভুবনে হাসিছে।

২

নিরখে নারদ ঋষি আনন্দে বিভোর রে!
উদয় গগনগায় গুটিকত তারকা
মানবকন্যার রূপে যেথানেতে থাকিত,
সে ভুবন বামদেশে ব্রহ্মাণ্ড নবীন বে
উদয় হয়েছে শূন্যে দিক্‌চক্র শোভিত!—
কন্যারাশি কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে!
— —
তারা রূপিণী বামা সে ভুবন শাসিছে॥

৩

নেহারি নারদ ঋষি কুতূহলে মাতিল।
মনোহর নভপটে আকাশের সেই তটে
আগে যেথা ধনুরূপে তারারাজি আছিল,
সেইথানে মহাঋষি কুতূহলে দেখিল।
—
ভীম ব্রহ্মাণ্ডকায়া এবে সেথা ভাসিছে।
—
ষোড়শী-রূপে বামা সে ভুবন হাসিছে।

৪

পুলকিত মহাঋষি পুনঃ হেরে প্রমাদে!
বারিকুম্ভ কাঁধে করি সেথানে গগনোপরি
তারকারূপিণী যত সখীগণে খেলিত,
সেথানে সে রাশি নাই ঘেরেছে তাহার ঠাঁই—
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এক কিরণেতে ভাসিত।
— —
অপরূপ প্রভাময় বিশ্ব সেথা ফুটেছে।
বামা ভুবনেশ্বরী-রূপ তাহে সেজেছে॥

৫

নেহারি নিকটে তার নারদ উন্মনা রে।
বিচিত্র জগত-কায়া অনন্ত ধরেছে ছায়া
ফুটেছে অনন্ত শোভা কিবা তার তুলনা,
নেহারে স্তিমিত হয়ে, নারদ উন্মনা!—

—

রাশি-চক্রেতে যথা মকর ভাসিত।

—

ভীমা ভৈরবী বিশ্ব সেথানে উদিত।

৬

মহাঋষি নিরখিল উচাটিত পরাণে—
দূর গগনকোলে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড দোলে
মহাকায়া বিথারিয়া সেইমত বিধানে।
মহাঋষি নেহারিল উচাটিত পরাণে!—
মিথুন ডুবিছে শূন্যে সে ভুবন ছায়াতে,
জগৎ ঢুলিছে বেগে ছিন্ন-মস্তা-মায়াতে॥

৭

স্তম্ভিত মহাঋষি মহামায়া-নটনে!
নবথে ভুবন আর ঘোরতর রূপ তার,
তারার কর্কট শোভা ছিল যথা গগনে,
সেথানে সে রাশি নাই মহামায়া-নটনে।—
সেই ঠাঁই এক্ষণে সেই রাশি ডুবেছে।

—

ধূমাবতী-রূপিণী সে ভুবনে বসেছে॥

৮

মহামুনি নিরখিলা সে ভুবন-পারশে,
নেহারিতে মনোহর সে মহা গগন'পর,
সুন্দর শোভাযুক্ত মণ্ডল ঝলসে,
মহামুনি নিরখিলা সে ভুবন-পারশে!—

—

রাশিচক্রেতে বৃষ যেইখানে থাকিত।

—

ভীমা বগলাবিশ্ব এবে সেথা উদিত॥

৯

বিমোহিত অন্তরে মহাঋষি নেহারে,
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডকায়া কাছে তার বিহারে।
কিবা মনোহর বেশ ধরেছে গগনদেশ,
মহাশূন্য বিভাসিত সে ভুবন আকারে।
মহাঋষি নিরখিলা বিমোহিত অন্তরে॥—

—

মাতঙ্গী-ভুবন এবে সে আকাশে ফুটেছে।

—

মীনরাশি মজ্জিত কোন্‌খানে ডুবেছে॥

১০

নারদ নিরখিলা ঘন ঘন নয়নে।

—

মণ্ডিতাকার থির মন্থর গগনে!—

—

নিরখিলা নারদ, কৌতুক গদগদ,

—

রমাপুরী বঞ্জিত সুন্দর বরণে,

—

নারদ নিরখিলা ঘন ঘন নয়নে॥

শ্বেত বারণ চারি বারি কুম্ভে ঢালিছে।

—

কমলাত্মিকাবিশ্ব, মহাশূন্যে শোভিছে॥

—

শিব-নারদ-বার্ত্তা।

ললিত পয়ার।

নারদ।—
নারদ কাতর হেরি আদ্যাশক্তি রঙ্গিমা।
শিবে কন, এ কি দেব, কিবা দেখি মহিমা॥
তত্ত্বচিন্তা করি ফিরি ভবপুরি ভিতরে।
না দেখিনু হেন রূপ কোন ঠাঁই বিহরে॥
এ কি মায়া মহামায়া জড়াইল জগতে।
এ দশ ভুবন-মাঝে লহ দেব ভকতে॥
কুতূহলে বিকলিত পরাণ উতলা।
হেরিব নিকটে গিয়া অনাদ্যা মঙ্গলা॥

শিব।—
শুনি শিব কন ঋষি নিকটে না যাও রে।
কৌতুকে বিলাস বেগে এখানে জুড়াও রে॥
বুঝিতে নিগূঢ় তত্ত্ব শিব ব্যর্থ-বাসনা।
সে রহস্য বুঝিবারে কেন চিত্তে কামনা॥
নারিবে হেরিতে সর্ব্ব হেরিলে যা সেথানে।
মনোব্যথা পাবে বৃথা ও ভুবন-সন্ধানে॥
ভয়ঙ্করী মায়ালীলা অসহ্য সে সহনে।
বিধি বিষ্ণু পরাজিত নাহি সহে কল্পনে॥
সে রহস্য নিরখিতে নিকটে না যাও।
এখানে যা পাও তাহে বাসনা মিটাও॥

নারদ।—

পাব না কি সতীনাথ, সৎস্বরূপা হেরিতে?
ভক্তিমালা পায়ে দিয়ে জগদম্বা পূজিতে?
হে হর শঙ্কর, পূরিল না বাসনা!
নারদের বৃথা জন্ম বৃথা ধর্ম্ম-যাপনা!

শিব।—

হবে না হবে না ঋষি বৃথা তব সাধনা।
ভক্তে কি রে ভক্তাধীন পারে দিতে বেদনা?
ভবেন্দ্র এই স্থানে জানিও রে গেয়ানী।
দিবাসন্ধ্যা এইখানে সদা প্রাণি-মেলানি॥
মহাবিদ্যা দশপুরী না করি প্রবেশ।
জগতের জটিলতা বুঝহ বিশেষ॥

ললিত দীর্ঘ-ত্রিপদী।

নারদ আনন্দ তায় দেখিলা গগন-গায়
আকাশ উজল করি প্রাণিগণ চলেছে।
বসন ভুবন ছাঁদে মানব-নয়ন ধাঁধে
বরণ অঙ্গের আভা জ্যোৎস্না যেন ধরেছে!
আকাশ উজল করি প্রাণিগণ চলেছে॥
পবনে উড়িছে বাস কঠোর মধুর ভাষ
কঠোর মধুর রসে রসনাতে ভরেছে,
হৃদয় দর্পণচ্ছায়া বদনেতে পড়েছে।
আকাশ উজল করি প্রাণিগণ চলেছে॥
নানাবান্ধে বাঁধা চুল যেন বা শিরীষ-ফুল
কিরণে কাহারও কেশ বিথরিয়া পড়েছে।
বিবিধ-বরণ প্রাণী শূন্যপথে চলেছে॥
তার মাঝে অগণন নিরখিলা তপোধন
বিমানেতে প্রাণিগণ বায়ুপথে চলেছে।
হৃদয়-দর্পণচ্ছায়া বদনেতে ফুটেছে॥
প্রতি জনে জনে তার ছাঁদে ছাঁদে গুরুভার
নানাপাশ নানাফাঁসে গলদেশে পরেছে।
বিবিধ শৃঙ্খলহার করপদ বেঁধেছে—
কত প্রাণী হেন রূপে বায়ুপথে চলেছে!

নারদ।—

ঋষি কন মহাদেব এ কি দেখি যোজনা।
কারা এরা কহ হেন সহে এত যাতনা?
এরূপে শৃঙ্খলে বাঁধা, কে ইহারা কহ গো।
ভবনাথ, তব দাসে ভবঘোরে রাখ গো॥

শিব।—

জ্ঞানময় যত জীব সদানন্দ কন।
সকল হইতে দুঃখী এই প্রাণিগণ॥
মাটীর শরীর ধরে দেবের বাসনা।
মিটে না মনের সাধ হৃদয়ের বেদনা॥
আধভাঙ্গা সাধ যত পরাণে জড়ায়।
অসুখে কতই দুঃখে জীবনে খেলায়॥
দেবতুল্য বাসনায় উর্দ্ধদিকে গতি।
পশুতুল্য পিপাসায় সদা দগ্ধমতি॥—
মানবের নাম এরা জীবলোকে ধরে রে,
অসুখী পরাণী যত জগৎ ভিতরে রে॥

নারদ।—

দয়াময় হর তবে সেই সব বন্ধনী।
মানবের পীড়া যায়, সদা দিবা-রজনী॥
হর তবে তাহাদের দেহরূপ পিঞ্জরে।
মন-শিখা বাঁধা যাহে ধরা হেন বিবরে।
ফেল তবে ষড়রিপু-রজ্জুমালা ছিঁড়িয়া।
আশানল লহ, দেব হৃদি হ'তে তুলিয়া॥
হর তবে অন্ধকার জীবনের যামিনী।
হর গো কুহকজাল আলো কর অবনী॥
মানবের চিত্তমাঝে হেমময় মন্দিরে।
স্ফটিকের মূর্ত্তি যত চূর্ণ হয় অচিরে॥
নিবার কালেরে, দেব, ভাঙ্গিতে সে সব
ধরাতে তবে গো সুখী হইবে মানব॥

শিব।—

শিব কন হের ঋষি অই সব ভুবনে।
সেখানে খুলে রে জীব জীব-দেহ-বন্ধনে।
মহাবিদ্যা-দশপুরী হের অই আকাশে।
আদ্যাশক্তিরূপে সতী লীলা যাহে প্রকাশে।

নারদের মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড দর্শন।

ললিত ত্রিপদী।

শিব-বাক্যে ঋষি নারদ তখন
হেরিল অনন্তদেশ!
হেরিলা গগন সে দেশ ভুবন
অপূর্ব্ব নবীন বেশ॥
যুড়ি দশদিক জলে দশপুরী
অদ্ভুত আভা তায়।

অনন্ত উজল সে আলো-ছটাতে
অনল নিবিয়া যায় ॥
দেব-ঋষিবর আদ্যাশক্তি-লীলা
দেখিতে তুলিয়া আঁখি।
পলক না পড়ে স্থির নেত্রতারা
ক্ষণমাত্র শূন্যে দেখি ॥
বিশ্ব অন্ধকার দেখে তপোধন
দৃষ্টিহারা চক্ষুদহে।
দুরন্ত কিরণে কাতর নারদ
অন্ধের যাতনা সহে ॥
বুঝিয়া মহেশ ইঙ্গিতে তখন
ললাট বিস্ফার করি।
সে বিষম তেজ রাখিলেন নিজ
ললাট-লোচনে ধরি ॥
নিস্তেজ যখন সে ঘোর কিরণ
নারদে কহেন হর।
"অই দেখ ঋষি অনাদি ভুবনে
শক্তিলীলা নিরন্তর ॥"
অভয় হৃদয়ে হেরিলা নারদ
শিব-বরে চক্ষু লভি।
দেখিলা শূন্যেতে দুলিছে সঘনে
ভীষণ ব্রহ্মাণ্ডচ্ছবি ॥
তাম্রবর্ণ যথা দিবাকর-কায়া
ডুবিলে রাহুর গ্রাসে।
দেখিতে তেমতি সে ভীম ব্রহ্মাণ্ড
অঙ্গে আভা পরকাশে ॥
রুধিরের ধারা চারি ধারে বহে
বসুধারা যেন ধায়।
সে ঘোর জগৎ জীবে নিরখিলে
হৃদয় শুকায়ে যায় ॥
বহিছে উচ্ছ্বাস, সে জগৎ পূরি
অম্বর বিদার করি।
প্রলয়ের ঝড় বহে যেন দূরে
অরণ্য নিশ্বাস ভরি ॥
কিংবা যেন হয় লক্ষ তুরীনাদ
পূরিয়া শোকের তানে—
তেমনি প্রচণ্ড দারুণ উচ্ছ্বাস
নিনাদে ঋষির কানে ॥
দয়াময় ঋষি নিদারুণ ধ্বনি
শ্রবণে বিষাদ প্রাণে।
মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়ে শিবপদে
জীববৃন্দ-শোক-গানে ॥
চেতন পাইয়া চেতন-আনন্দ
শিববরে পুনর্ব্বার।
নয়নে গলিত দর অশ্রুধারা
হৃদয়ে বেদনাভার ॥
নিরানন্দ-চিত্তে সদানন্দ ঋষি
কহেন কাতর মন।
"হে শিব শঙ্কর জীবে দয়া কর
নিবার ভব-ক্রন্দন ॥
ঋষিদেহ ধরি জীবের ক্রন্দনে
হৃদয়ে বেদনা পাই।
না কাঁদে পরাণী ত্রিলোক-ভিতরে
নাহি কি এমন ঠাঁই ?
তুমি আশুতোষ তব ভক্ত আমি
গূঢ় তত্ত্ব নাহি জানি।
জীব-দুঃখ দেব রোগ কিংবা শোক
নিয়ত কাঁদে পরাণী ॥
নারদের ঠাঁই ত্রিভুবনে তাই
কোন থানে নাহি মিলে।
বেড়াই ঘুরিয়া ত্রৈলোক্য যুড়িয়া
বিভুগান করি নিখিলে ॥
জননী আমার সতী শুভঙ্করী
তুমি দেব পিতা সম।
তবু কি কারণ ঐ দীন পরাণে
এরূপে আঘাতে মম।"
শুনিয়া কাতর দেব-ঋষীশ্বর
মহেশ্বর কন বাণী।—
"শুন তপোধন না কাঁদে পরাণে
নাহিক এমন প্রাণী ॥
কিবা দেব নর ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর
জীবদেহ ধরে যেই।
যমের তাড়না রিপুর যাতনা
হৃদয়ে ধরে হে সেই ॥
জীবের জীবন সে দৃঢ় বন্ধন
দেখিতে বাসনা যার।
হৃদয়-বেদনা সমূহ যাতনা
পরাণে জাগিবে তার ॥

আত্মাশক্তিবলে যে নিয়ম চলে
অনাদি যাহার মূল।
নিরখিবে যদি হের দশরূপ
ভবার্ণবে পাবে কূল ॥"

মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড।

লঘুভঙ্গ পয়ার।

মহা ঋষি নিরখিলা কালিকার জগতী।
মহাশূন্যে ঘুরিতেছে ভয়ঙ্কর মুরতি ॥
দলমল টলমল আপনার ভ্রমণে।
দুলে যেন চক্রনেমি অতি দ্রুত গমনে ॥
হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে নাহি ঘুরে কল্পনা।
ধূমকেতু ভীমগতি নহে তার তুলনা ॥
আপনার বেগে স্থির মেরুদণ্ড উপরি।
স্রোতোরূপে খেলে তাহে বেগধারা লহরী ॥
সচেতন অচেতন যত আছে নিখিলে।
কৃমি কীট প্রাণিকায়া জনমে সে কল্লোলে ॥
বিশ্বরূপ প্রাণী জড় জন্মে যত সেখানে।
ঘোররূপী মহাকালী গ্রাসে মুখব্যাদানে ॥
অঙ্গ হ'তে বেগে পুনঃ বেগধারা বিহারে।
করাল বদনা কালী নৃত্য করে হুঙ্কারে ॥
ঘুরে ঘুরে শূন্যদেশে বিশ্বকায়া ফিরিল।
বিভীষণ চিত্র এক নেত্রপথে ধরিল ॥
অন্তহীন হিমরাশি হিমালয় আকারে।
ধবলের চূড়া যেন ধূ ধূ করে তুষারে ॥
নিরখিলা মহাঋষি বিথারিত নয়নে।
প্রলয়ের ঘোর বহ্নি হিম দহে দহনে ॥
খণ্ড হ'য়ে হিমরাশি চণ্ডমূর্ত্তি ধরিয়া।
ভীমশব্দে পড়িতেছে মহাশূন্যে খসিয়া ॥
ব্রহ্মাণ্ডের লয় যেন কালান্তের নিনাদে।
বিশ্বকেন্দ্রে বিশ্বনাথ পুরি কাঁপে শবদে।
প্রতিধ্বনি ঘনঘোর মহাকাশে ছুটিল।
দশদিকে দশ বিশ্ব ঘন ঘন দুলিল ॥

---

(১) কালী মূর্ত্তি।

দ্রুত ঘনপদীচ্ছন্দ। *

নারদ ঋষিবর কম্পিত থরথর
বিশ্ব বিদারণ হুহুঙ্কার শ্রবণে।
মানস বিচলিত নেত্র বিকশিত
সংযুত শ্রুতিপথ নিরখিলা গগনে ॥
নিরখিল অম্বরে অন্য মুরতি ধরে
চণ্ডিকা মহাপুরী পুনরপি ফিরিল।
পুনরপি দুঃসহ দৃশ্য ভয়াবহ
শক্তি কেলিক্রমে প্রকটিত করিল ॥
দেখিল স্রোতোময় খেলিছে বীচিচয়
শোণিত অর্ণব কলকল ডাকিছে।
শুক্তি শম্বুক শাঁখ মুখ ব্যাদান ফাঁক
রক্তজলধিদেহ হেলি হেলি চলেছে।
পন্নগ সুভীষণ ফণা প্রসারণ
উৎকট গর্জ্জন তরঙ্গে দুলিছে।
কূর্ম্ম কমঠিকূট ঊর্ম্মিতে [illegible]
লোহিত তৃষাতুর সংপুট খুলিছে ॥
শ্বাপদ হৃদি ক্রূর শার্দ্দূল [illegible]
লোলরসনা তিমি সিন্ধুতে ভাসিছে

* (—) এইরূপ চিহ্নিত স্থানে দীর্ঘ উচ্চারণ। পদের অন্তেস্থিত 'অ' স্পষ্ট উচ্চারিত হইবে।

— — — —
উদ্‌ভিজ্জগণ তাহে স্বদেহ অবগাহে
— — —
রক্তপিপাসু হ'য়ে শোণিত শুষিছে॥
— — — —
অচিন্ত্য লীলা সেহ না বুঝে মানব কেহ
— • — —
আদ্যা প্রকৃতিরূপ সে জগতে ফুটিছে।
— — — —
'সংহার সংহার' ভিন্ন নাহি আর
— — —
রক্ষিতে নিজ নিজ এ উহারে গ্রাসিছে॥

ললিত পয়ার।

নারদ। দয়ার্দ্রচিত ঋষি মহাদেবে কহিলা।
এ কি দেব ঈশ্বর, মা আমার মহিলা॥
উৎকট ইহলীলা তাঁহাবে কি সম্ভবে?
সতী কি অশিব শিব, আছিলেন এ ভবে?
জীব-দুঃখ তবে কি গো অনাদ্যারি রচনা?
অদম্য তবে কি দেব পরাণীর যাতনা?
জগৎ-সৃজন-লীলা দুঃখ দিতে প্রাণীরে?
না জানি কি ধর্ম্ম তবে ধর দেবশরীরে।
প্রচণ্ড বিদ্যুত-দ্যুতি কেন দিয়ে পরাণে।
কাঁদাইছ জীবলোক মায়াডোর বন্ধনে?
তত্ত্বাতত্ত্ব নাহি বুঝি তব ভক্ত ঈশ্বর।
না বুঝি তোমায় দেব কি কঠোর অন্তর॥
ভক্তগণে দিয়ে ক্লেশ নিজে কর ভঙ্গিমা।
না জানি জগদ্বন্ধু এ কি তব মহিমা।"
শিব। স্মরহর শঙ্কর কহিলেন নারদে—
সর্ব্বদুঃখ দমনীয় মুক্তি আছে বিপদে॥
জানিবি রে নিরখিবি যবে অন্য ভুবনে।
বিরাজিতা সতী যাহে জীবদুঃখ হরণে॥

ললিত-পয়ার।

হেন কালে সুবিমল মহাঋষি নিরখিল
কালরূপিণী চণ্ডী কালিকার ভুবনে।
বিখণ্ডিত নরদেহ পড়ে পচা শব সহ
রুধিরে মুষলধারা ধরা, যেন শ্রাবণে॥
জনমিছে পুনঃ তায় পশু পক্ষী নরকায়
সংগ্রামে পুনরায় এ উহারে বধিছে।
জীবন-ধারণ হেতু ভবের কলঙ্কেতু
কাহারও নাসিকা নাই কাহারও মুণ্ড ঝুলিছে॥
কেহ নিজ মুণ্ড কাটে জীয়ে পুনঃ রক্ত চাটে
শাকিনীরূপিণী ঘোরা কালিকারে ঘেরিয়া।
অস্থি ঝরিছে অঙ্গে, মাংস ঝরিছে সঙ্গে
কাঁদে জীব উচ্চনাদে তারা নাম ডাকিয়া॥
কালীর সঙ্গিনী রঙ্গে ছুটিছে তাদের সঙ্গে
খিলি খিলি হাসি মুখে কি বিকট ভঙ্গিমা।
মুখে মুণ্ড চিবাইয়া করে করতালি দিয়া
ডাকিনী ধাইছে কত—স্যন্দনী রক্তিমা॥
জগতে যতেক দ্বন্দ্ব চলিছে ডাকিনীবৃন্দ
ললাটে ঘোর ছটা উৎকট ছুটিছে।
রুধির-বদনা বামা ত্রিনয়না ঘোর শ্যামা
বহ্নি-বরুণ-বায়ু সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিছে॥
জড়প্রকৃতির ছলে শবদেহ পদতলে—
নৃমুণ্ডমালিনী ধনী হুহঙ্কারি নাচিছে।
সংহার নিরূপণ বদনেতে বিদারণ
শিশুকর কড়মড়ি চর্ব্বণে গিলিছে॥

লতিকাপদী।

নারদ।—সদানন্দ ঋষি নিরানন্দ-মন
কহেন তখন শঙ্করে।
"দেব আশুতোষ, নিবার এ লীলা,
ব্যথা বড় বাজে অন্তরে॥
এ ঘোর রহস্য পারি না সহিতে,
দেখাও আমারে জননী।
যিনি সতীরূপে সংসার-পালিকা
সর্ব্বজীবদুঃখহারিণী॥
শিব।—না হও নিরাশ, অরে ভক্তিমান্
ভূতেশ কহেন নারদে।
দুঃখেরি কারণ নহে জীবলীলা,
মোচন আছে যে আপদে॥
কণামাত্র তার হেরিলে নয়নে,
আদ্যার আদি জগতে।
পূর্ণ-সুখ ইহ-জগত-ভাণ্ডারে,
দেখিতে পারিবে পশ্চাতে॥

অচ্ছেদ্য বন্ধনে দশপুরী,
ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা।
শোক দুঃখ তাপ সকলি দমন,
এমনি বিধানে যোজনা॥
পর পর পর এ দশ জগতে
জীবের উন্নতি কেবলি।
অনন্ত অসীম কাল আছে আগে,
অনন্ত জীবিতমণ্ডলী॥
নারদ।—শুনিয়া নারদ কহিলা শঙ্করে,
নারিব হেরিতে নয়নে।
প্রচণ্ড প্রতাপে আদ্যাশক্তিলীলা
নিগূঢ় এ সব ভুবনে॥
কহ ক্ষেমঙ্কর, দাসে ক্ষমা করি,
বচনে জুড়ায় পরাণী।
কোন্ বিশ্বমাঝে কিবা রূপ ধরি
ক্রোড়াতে নিরতা ভবানী॥
শিব।—দেব আশুতোষ কহিলা ঋষিরে
"অম্বরে দেখ রে নেহারি।
পরে পরে পরে জগতীমণ্ডল
রয়েছে গগনে বিথারি॥
ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরি শক্তিরূপা
জীবের নিস্তার কারণে।
হের ঋষি অই তারার ভুবন
উজলিছে কিবা গগনে।

(২) তারামূর্ত্তি।

ধীর ঘনপদীচ্ছন্দ।

ভীম লম্বোদরা ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরা;
খর্ব্ব আকৃতি বামা নৃমুণ্ডমালিনী।
জটা-বিভূষণা পিঙ্গল-বরণা
জটাগ্রে উন্নত পন্নগধারিণী॥
খড়্গ কর্ত্তরী করে কপাল উৎপল ধরে
রক্তিম রবিচ্ছবি দৃপ্ত ত্রিনয়নে।
জলন্ত চিতামাঝে পদে দ্বিপদ সাজে
লোলরসনা বামা ঘোর হাসি বদনে॥—
জ্ঞানের অঙ্কুর ধরি জীবহৃদয় ভরি
বিরাজেন শঙ্করী সতী অই ভুবনে॥

(৩) ষোড়শী।

নেহার তাঁর পাশে কি জ্যোতিঃ দেহে ভাসে
শ্বেতবরণা বামা পূর্ণকলা কামিনী।
প্রেম সঞ্চারি হৃদে জীবগণে ডোরে বেঁধে
ঐখানে রাজিছে ষোড়শী-রূপিণী॥

(৪) ভুবনেশ্বরী।

তা জিনি সুন্দর উন্নত শোভাধর
ভুবনেশ্বরী ঋষি, হের তার নিকটে।
পীনস্তনী বামা প্রফুল্ল ত্রিনয়না
প্রভাত-আভা দেহে, ইন্দু-ভাতি কিরীটে॥
অঙ্কুশাভয়বর পাশ-সজ্জিত কর
সর্ব্বমঙ্গলা সতী জীবদুঃখ বিনাশে।
সদা সুহাস্যযুতা এখানে বিরাজিতা—
স্নেহ আগারে ভবে সতী মম বিকাশে॥

(৫) ভৈরবী-মূর্ত্তি।

তার উপর আর নেহার ঋষিবর
কিবা শোভা সুন্দর ভৈরবী-ভুবনে।
মাল্যে সুশোভিত মস্তক বিভূষিত,
রক্ত-লেপিত স্তন, বৃতা রক্ত বসনে॥
জ্ঞান-অভয়-দাত্রী জীব-উদ্ধারকর্ত্রী—
সহস্র মিহির তুল্য শোভা দেহে ধারিণী।
রত্ন-কিরীটময় চন্দ্র উদয় হয়
ভক্তি-বিধায়িনী ভৈরবী-রূপিণী॥

(৬) মাতঙ্গী মূর্ত্তি।

সুচারু মনোহর, হের নিকটে তার
অন্য ভুবন কিবা দোদুল্য গগনে—
বীণা বাজিছে করে বাদন থরে থরে
কুন্তল দলমল সুন্দর বদনে॥
কলহংস শোভা সম শ্বেত মাল্য নিরুপম
শ্যামাঙ্গী শঙ্খের মালা দুই করে পরেছে।
প্রীতি ভবতলে সর্ব্বজীবদুঃখ দলে
মাতঙ্গীর রূপে সতী পদতলে বসেছে॥

(৭) ধূমাবতী।

কাছে তার দলমল যে ভুবন উজ্জ্বল
আরও সুনির্ম্মল জিনি অন্য ভুবনে।—
দীর্ঘা বিরল রদ, শুভ্রবর্ণচ্ছদ
কুটিলনয়না বামা ধূমাবতী ধরণে॥
লম্বিত-পয়োধরা ক্ষুৎপিপাসাতুরা
বিমুক্তকেশী বামা জীব-দুঃখ বিনাশে।
শ্রম ক্লান্তি প্রাণি ক্লেশ ঘুচাইতে রুক্ষ বেশ
বিধবার রূপে নিত্য সতী হেথা বিকাশে।
বিবর্ণা, অতি চঞ্চলা হস্তে স্থাপিত কুলা,
রথধ্বজোপরি কাকচিহ্ন প্রকাশে॥

(৮।৯) বগলা ও ছিন্নমস্তা।

জীব-নিস্তারে সতী ঐ হের চিন্তাবতী
দারিদ্র্যদলনীরূপ বগলার শরীরে।
হের আর ঊর্দ্ধদেশে মদনোন্মত্তার বেশে
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী স্নাত নিজ রুধিরে॥
বিকট উৎকট স্ফূর্ত্তি বিপরীত রতিমূর্ত্তি
জগতের সর্ব্বপাপ নিজ অঙ্গে ধরিয়া॥
আপনার ঘৃণাকর নগ্নবেশ ঘোরতর
বিশ্বময় দেখাইছে নিজরক্ত শুষিয়া॥

(১০) মহালক্ষ্মী।

নেহার তাবপরি শোভে কমলার পুরী
রোগ শোক তাপ হরি, জীবিতের জীবনে॥
কিবা বেশ সুমোহন লীলারসে নিমগন
পরমাপ্রকৃতি সতী সর্ব্বশেষ ভুবনে॥
সুবর্ণ বরণোত্তম কটিতে পিন্ধন ক্ষৌম
স্বর্ণ-ঘটে চারি করী শিরে নীর ঢালিছে।
পদ্মাসনা, করে পদ্ম সতীসর্ব্বসুখসদ্ম
দয়াতে ডুবায়ে ভব জীব দুঃখ হরিছে॥

ললিত-দীর্ঘ ত্রিপদী।

আনন্দে হৃদয় ভরি দেবঋষি বীণা ধরি
তারে তারে মিলাইয়া ঝঙ্কার তুলিলা।
নিবিড় রহস্য-সুধা পানে জুড়াইয়া ক্ষুধা
মধুর সঙ্গীতস্রোতে মহাঋষি ডুবিলা॥
ছুটিল বীণার স্বর ছুটিছে যেন নির্ঝর
হৃদয় প্লাবন করি সুগভীর বাদনে।
প্রকৃতির আদি লীলা ভবে কেবা নিরখিলা
মহাঋষি গাইলেন বিকশিত বচনে॥
"জগৎ অশুভ নয় কালেতে হইবে লয়
জীবদুঃখ সমুদয় ত্রিগুণার ভজনে।
এই কথা বুঝে সার আনন্দে নিনাদ তার
সত্যপথে রাখি মন অনাদ্যের স্মরণে॥
লিখি বুকে মোক্ষ নাম পুরা জীব মনস্কাম
'নিখিল নিস্তার পাবে' শিব কৈল আপনি।
লক্ষ্য করি তারি পথ চল নিত্য মনোরথ
জীবজন্মে ভয় কি রে?—জগদম্বা জননী।
ডাক্ বীণা উচ্চৈঃস্বরে ডাক্ রে আনন্দভরে
নারদ ভুলে না যেন সে তত্ত্ব এ জীবনে।
সকলের মূলাধার সকল মঙ্গল সার
নারদের চিত্ত যেন থাকে সেই চরণে॥
জড় জীবে দেহ মন যা হইতে প্রকটন
অনুক্ষণ সেই রূপ হৃদিমাঝে জাগা রে।
পাই যেন পুনরায় পূজিতে সে রাঙ্গা পায়
জগৎ মধুর করি তারা নাম শুনা রে!"

ভঙ্গপদী পয়ার।

নারদের গানে শিব শঙ্কর মোহিল।
বিদীর্ণ রসাতলে পদতল পশিল॥
ধীরে বিপুল দেহ ক্রমে বাড়ে সঘনে।
ধূর্জ্জটি জটাজূট পুনঃ ছুটে গগনে॥
চণ্ড প্রকৃতি-লীলা মিলাইয়া চকিতে।
অম্বরে বায়ু মেঘে ছড়াইল ত্বরিতে॥
উজ্জ্বল দিনমণি পুনঃ পেয়ে কিরণে।
দেখা দিল সুন্দর জগতের নয়নে॥
পুনঃ সে দ্বাদশরাশি নিজ নিজ আলয়ে।
মনোহর বেগ ধরে জগতের উদয়ে॥
ধীরে মলয়-বায়ু প্রবাহিত স্বপনে।
ধরণী ধরিল শোভা সহাস্য-বদনে॥
কুঞ্জে ফুটিল লতা তরুকুল হরষে।
ছুটিতে লাগিল পুনঃ স্রোতোধারা তরসে।
পতঙ্গ কীট পশু পুনঃ পেয়ে চেতনে।
গুঞ্জিল চিতসুখে প্রকটিত জীবনে॥
মিলাইয়া দশরূপ উমারূপ ধরিল।
হরগৌরীরূপে সতী হিমালয় উদিল॥
হাসিল কৈলাসপুরী উমা হেরি নয়নে।
কেশরী বৃষভ ছুটি লুটাইল চরণে॥
'ববম্ ববম্' ধ্বনি শিব ধরিল।
মহাঋষি পুলকিত শিবশিবা পূজিল॥

সম্পূর্ণ।

কবিতাবলী

ভারত বিষয়ক

ভারত-ভিক্ষা। *

(আরম্ভ)

কি শুনি রে আজ পূরি আর্য্যদেশ
এ আনন্দ ধ্বনি কেন রে হয়?
বৃটিশ-শাসিত ভারত-ভিতরে
কেন সবে আজি বলিছে 'জয়'?
গভীর গরজে ছুটিছে কামান
জিনি বজ্রনাদ, গিরি কম্পমান
বিন্ধ্য-হিমালয়-চূড়াতে নিশান
"রুল বৃটানিয়া" বলি উড়ায়।
শত শত শত উড়িছে পতাকা,
ভুবন-বিখ্যাত চিহ্ন অঙ্গে আঁকা,
নগরে নগরে কোটি অট্টালিকা
শোভিয়া, সুচারু অনন্তকায়।
ভাসিছে আনন্দে ভারত বেড়িয়া
দেব-অট্টালিকা সদৃশ শোভিয়া,
অর্ণব-তরণী কেতনে সাজিয়া
কৃষ্ণা, গোদাবরী, গঙ্গার গায়।
নদীনদকূল কেতনে সজ্জিত,
কোটি কোটি প্রাণী পুলকে পূরিত,
বিবিধ বসন-ভূষণে ভূষিত,
চাতকের ন্যায় তীরে দাঁড়ায়।
কন্যা-অন্তরীপ হ'তে হিমালয়
কেন রে আজি এ আনন্দময়?

(শাখা)

আসিছে ভারতে বৃটন-কুমার,
শুন হে উঠিছে গভীর বাণী;
গগন ভেদিয়া, "জয় ভিক্টোরিয়া
রাজরাজেশ্বরী, ভারতরাণী।"
যেই বৃটানিয়া কটাক্ষে শাসিয়া
অবাধে মথিছে জলধি-জল,
অসুর জিনিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়া
ভ্রমিছে যাহার সেনানীদল;
সে বৃটনবাসী আসি এ ভারতে
কামানে জ্বালিল বজ্রের শিখা,
যার দর্পতেজ ভারত-অঙ্গেতে
অনল-অক্ষরে রয়েছে লিখা,
জিনিল সমর যে ভীম-প্রহরী
ক্ষত্রিয়রক্ষিত ভারত-গড়,
মুদকি, মুলতান করি খান খান,
শিখ-গলে দিল দৃঢ় নিগড়;
হেলায়ে তর্জ্জনী লইলা অযোধ্যা
রাজোয়ারা যার কটাক্ষে কাঁপে,
প্রচণ্ড সিপাহী-বিপ্লবে যে বহ্নি
নিবাইল তীব্র প্রচণ্ড দাপে।
যার ভয়ে মাথা না পারি তুলিতে
হিমগিরি হেঁট বিন্ধ্যের প্রায়,
পড়িয়া যাহার চরণ নখরে
ভারত-ভুবন আজি লুটায়—
সেই বৃটনের রাজকুল-চূড়া
কুমার আসিছে জলধি-পথে,
নিরখিয়া তাঁয় জুড়াইতে আঁখি,
ভারতবাসীরা দাঁড়ায়ে পথে।

(পূর্ণ কোরস্)

বাজা রে আনন্দে গভীর মৃদঙ্গ,
মুরলী মধুর সুস্বর সারঙ্গ,

---

* ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স অফ ওয়েল্স্ কলিকাতায় আগমন করেন। তদুপলক্ষে এই কবিতা লিখিত হয়।

বীণা পাখোয়াজ মৃদু করতাল,
মৃদুল এস্রাজ ললিত রসাল,
বাজা সপ্তস্বরা যন্ত্রী মনোহরা,
ভ্রমর গঞ্জিয়া বাজা রে সেতারা,
বেহাগ খাম্বাজে পূরিয়া তান।

বৃটনকুমার আসিছে হেথায়
সাজ পেশোয়াজে পরীর শোভায়,
ভূতল-রঙ্গিণী মোহিনী যতেক,
কিন্নর নিন্দিয়া শুনাও বারেক—
শুনাও বারেক মধুর সঙ্গীত,
আজি এ ভারতে ভূপতি অতিথ,
তান-লয়-রাগে পূরাও গান।

(আরম্ভ)

চারিদিক যুড়ি বাজিল বাদন,
বাজিল বৃটিশ দামামা কাঁড়া,
অর্দ্ধভূমণ্ডল করি তোলপাড
ভারত-ভূবনে পড়িল সাড়া—

"কোথা নৃপকুল নবাব আমীর,
রাজ দরবারে হও রে হাজির,
করিয়া সেলাম নোয়াইয়া মাথা
ছাড়ি সাঁচ্চা জুতা চুণি পান্না গাঁথা
বিলাতী বুটেতে পদ সাজাও।

"জানু পাতি ভূমে হইয়া হবিষ
পরশি সম্ভ্রমে কুমার বৃটিশ,
বরাভয়প্রদ চারু করতল,
তুলিয়া তুঙ্গেতে হইয়া বিহ্বল
অধর-অগ্রেতে ধীরে ছোঁয়াও।

"ভবে মোক্ষফল রাজ-দরশন,
ভারতে দেবতা বৃটন এখন,
সেই দেবজাত মহিষী-নন্দন
দরশনে পূর্ব্ব-পাপ ঘুচাও।

"কোথা কাশীরাজ কোথা হে সিন্ধিয়া?
কোথা হোলকার রাণী ভোপালিয়া
মানী উদিপুর যোধ মহীপাল?
হিন্দু ত্রিবাঙ্কুর শিখ পাতিয়াল?
মহম্মদ রাজা কোথা হে নিজাম?
কোথা বিকানীর কোথা বা হে জাম্?
ধোলপুর রাণা; জাঠের রাও?

"পর শীঘ্র পর চারু পরিচ্ছদ,
অর্ঘ্যেতে সাজাবে আজি রাজপদ॥
কর দিব্য বেশ হীরা মুকুতায়,
ভারত-নক্ষত্র বাঁধিয়া গলায়
রাজধানী-মুখে ধাবিত হও।

"ঘোটকে চড়িয়া ফের পাছে পাছে
কিরণ ছড়ায়ে থাক কাছে কাছে,
ছায়াপথ যথা নিশাপতি কাছে,
ঘেরি চারিধার শোভা বাড়াও।

"কর রাজভেট নবাব, আমীর,
রাজদরবারে হও হে হাজির—"
বাজিল বৃটিশ দামামা কাড়া,
করি তোলপাড নগর পাহাড,
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া।

(শাখা)

মেদিনী উজাড়ি ছুটিল উল্লাসে
রাজেন্দ্র কেশরী যত,
পারিষদ-বেশে দাঁড়াইতে পাশে,
শিরোগ্রীবা করি নত,
দেখ রে ইঙ্গিতে ছুটিল পাঠান
আফগানস্থান ছাড়ি,
ছুটিল কাশ্মীর ক্ষত্রিয় ভূপতি
হিমালয়ে দিয়া পাড়ি;
দ্রাবিড়, কঙ্কণ ভোট মালোবার,
মহারাষ্ট্র, মহীশূর,
কলিঙ্গ, উৎকল, মিথিলা, মগধ,
অযোধ্যা, হস্তিনাপুর,
বুন্দেলা, ভোপাল, পঞ্চনদস্থল,
কচ্ছ কোঠা, সিন্ধুদেশ,
চাম্বা, কাতিয়ার, ইন্দোর, বিটোর,
অরবিল-গিরিশেষ,
ছাড়ি রাজগণ ছুটিল উল্লাসে,
রাজধানী-দিকে ধায়,
পালে পালে পালে পতঙ্গের মত
নিরখি দীপশোভায়;
ছুটিল অশ্বেতে, রাজপুত্রগণ
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ-বীর।
জলধি—বন্দর, হিমাদ্রি ভূধর
দাপটে হয় অস্থির!

কোথা বা পাণ্ডব কৈলা রাজসূয়
দ্বাপরে হস্তিনা-মাঝে।
রাজসূয় যজ্ঞ দেখ একবার
করিতে করে ইংরাজে!

(পূর্ণ কোরস্)

অপূর্ব্ব সুন্দর মোহন সাজ
সাজে কলিকাতা পরিল আজ ;
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষ-গায়
রঞ্জিত বসন চারু শোভায় ,
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষ-কোলে
তরুণ পল্লব পবনে দোলে ;
ধ্বজা উড়ে চূড়ে বিচিত্রকায়
ঝক্ ঝক্ ঝলে কলস তায় ,
কোটি তারা যেন একত্রে উঠে,
সৌধ-চূড়ে-চূড়ে রয়েছে ফুটে ;
গৃহ, পথ, মাঠ কিরণময়—
নিশিতে যেন বা ভানু উদয়।
উঠিছে আতসবাজী আকাশে—
সব তারা যেন গগনে ভাসে।
ধন্য কলিকাতা কলি রাজধানী।
সুরপুরী আজি পরাজিলে মানি—
হাদে দেখ নিশি লাজে পলায়।

দেখ দেখ দেখ চতুরঙ্গ দলে
বাজীপৃষ্ঠে সাজি, বাণাপুত্র চলে ;
পাছে পাছে কাছে ঘোটকপর
চলে রাজগণ জলে জহর
শির শোভা করি উজলি তাজ,
তবকে তবকে পথির মাঝ,
নগর দর্শনে করে গমন,
ঝমকে ঝমকে বাজে বাদন,
বৃটিশের ভেরী শমন-দমনে,
"রুল বৃটানিয়া, রুল দি ওয়েভস্"
সঙ্গীত তরঙ্গে নিনাদ ধায়।

(আরম্ভ)

উঠ মা উঠ মা ভারত-জননী
মহিষীনন্দন কোলেতে এল ;
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল।

আদরে ধর মা কুমারে সম্ভাষি
আশীর্ব্বাদ বাণী উচ্চারি মুখে,
বহু দিন হারা হয়েছি আপন
তনয়ে না পাও ধরিতে বুকে ;
ত্যজ শয্যা মাতঃ অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে ,
কেঁদো না কেঁদো না আর গো জননী
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।
চিরদুঃখী তুমি চির-পরাধীনা,
পরের পালিতা আশ্রিত সদা,
তুমি মা অভাগী, অনাথা, দুর্ব্বলা,
ভজন-পূজন-যোগ-মুগধা।
মহিষী তোমার যাঁহার আশ্রয়ে
জগতে এখন(ও) আছ মা জিয়ে,
পাঠাইলা তব দুঃখ ঘুচাইতে
আপন তনয়ে বিদায় দিয়ে ,
দেখাও জননী, ধরিলা গো যত
রিপু-পদ চিহ্ন ললাট-ভাগে,
দেখাও চিরিয়া, ক্ষত বক্ষঃস্থল
দিবানিশি সেথা কি শোক জাগে।
উঠ মা উঠ মা ভারত-জননী,
প্রসন্ন-বদনে বারেক ফের,
মহিষীনন্দনে কোলেতে করিয়া
প্রাতে শুক্রতারা উদিল, হের!

(শাখা)

ত্যজি শয্যাতল ডাকি উচ্চৈঃস্বরে
নিবিড় কুন্তল সরায়ে অন্তরে,
গম্ভীর পাণ্ডুর বদনমণ্ডল,
আলোক প্রকাশি, নেত্রে অশ্রুজল,
"কেন রে এখানে আসিছে কুমার?

ভারতের মুখ এবে অন্ধকার।
কি দেখিবে আছে—আছে কি সে দিন?
ভ্রূভঙ্গী করিয়া ছুটিত যে দিন
ভারত-সন্তান নৈঋত ঈশান,
মুখে জয়ধ্বনি তুলিয়া নিশান,
জাগায়ে মেদিনী গাহিত গাথা।

ভারত-কিরণে জগত কিরণ,
ভারত জীবনে জগত জীবন,

আছিল যখন শাস্ত্র-আলোচন,
আছিল যখন যড় দরশন—
ভারতের বেদ ভারতের কথা,
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা,
খুঁজিত সকলে পূজিত সকলে,
ফিনিক, সিরীয়, যুনানী-মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মাণিক যথা।

ছিল যবে পরা কিরীট কুণ্ডল,
ছিল যবে দণ্ড অখণ্ড প্রবল—
আছিল রুধির আর্য্যের শিরায়,
জ্বলন্ত অনল-সদৃশ শিখায়,
জগতে না ছিল এ হেন সাহসী
যাইত চলিয়া এ দেহ পরশি,
ডাকিত যখন 'জননী' বলিয়া
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধ্বনি ছুটিত উঠিয়া,
ছিলাম তখন জগৎ-মাতা!

পাব কি দেখিতে তেমতি আবার,
ক্রোড়েতে বসিয়া হাসিবে আমার,
ডাকিবে কুমার জননী বলিয়া,
ইউরোপ, আমেরিকা উচ্ছ্বাসে পূরিয়া,—
ভারতের ভাগ্যে, অহো বিধাতা?

পূর্ব্ব-সহচরী রোম সে আমার
মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার—
গিরিশেরও দেখি জীবন-সঞ্চার।
আমি কি একাই পড়িয়া রব?

কি হেন পাতক করেছি তোমায়?
বল্ ওরে বিধি বল্ রে আমায়?
চিরকাল এই ভগ্নদণ্ড ধরি,
চিরকাল এই ভগ্নচূড়া পরি,
দাস-মাতা বলি বিখ্যাত হ'ব।

হা রোম,—তুই বড় ভাগ্যবতী!
করিল যখন বর্ব্বরে দুর্গতি,
ছিন্ন কৈল তোর কীর্ত্তিস্তম্ভ যত,
করি ভগ্নশেষ রেণু সমাবৃত
দেউল, মন্দির, রঙ্গ, নাট্যশালা,
গৃহ, হর্ম্ম্য, পথ, সেতু, পয়োনালা,
ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নিল।

মম ভাগ্যদোষে মম জেতৃগণ,
কক্ষ, বক্ষঃ, ভালে পদাঙ্ক স্থাপন
করিয়া আমার, দুর্গ নিকেতন,
রাখিয়া মহীতে—কলঙ্ক-মণ্ডিত,
কাশী, গয়াক্ষেত্র চণ্ডাল ঘৃণিত,
(শরীরে কালিমা—দীনতা প্রতিমা)
ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথিল

হায় পাণিপথ দারুণ প্রান্তর,
কেন ভাগ্য সনে হলি নে অন্তর?
কেন রে, চিতোর তোর সুখ নিশি
পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি
অচিহ্ন না হ'লি—কেন রে রহিলি
জগতে ঘৃণিত ভারত নাম

নিবিছে দেউটি বারাণসী তোর,
কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর,
লেপিয়া শরীরে এখন রয়েছ
পূর্ব্বকথা কি রে সকলি ভুলেছ।
আরে অগ্রবন্, সরযূ পাতকী
রাহু-গ্রাস-চিহ্ন সর্ব্ব-অঙ্গে মাখি,
কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম

নাহি কি সলিল, হে যমুনে গঙ্গে,
তো(মা)দের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে,
কর অপসৃত এ কলঙ্করাশি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি,
ভারত-ভুবন ভাসাও জলে

হে বিপুল সিন্ধু করিয়া গর্জ্জন
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আশ্রয়?
আচ্ছন্ন করিয়া বিন্ধ্য, হিমালয়,
লুকায়ে রাখিতে অতল জলে!

(পূর্ব কোরস্)

কেঁদ না কেঁদ না, আর গো জননি
মহিষীনন্দন কোলেতে এল,
আঁধার রজনী এবার তোমা
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল,
মহিষী তোমার, যাহার আশ্রয়ে
এ শোক সহিয়ে আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তব অশ্রু মুছাইতে
আপন নন্দনে বিদায় দিয়ে,

ত্যজ শয্যা মাতঃ, অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে ;
কেঁদ না—কেঁদ না আর গো জননি
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।

(আরম্ভ)

"এলো কি নিকটে—এলো কি কুমার ?"
বলিল ভারত-জননী আবার,
"কই, কোথা, বৎস, আয় কোলে আয়,
অন্তর জ্বলিছে দারুণ শিখায়—
পরশি বারেক শীতল কর,
ডাক্ একবার, ডাকিস্ যে ভাবে
আপনার মায়ে ঘুচা সে অভাবে—
শতবর্ষে যাহা নহিল পূরণ,
(ভারতের চির-আশা-আকিঞ্চন)
ভুলিয়া বারেক বৃটিশ-গর্জ্জন,
ভারত-সন্তানে ক্রোড়েতে ধর।
কৃষ্ণবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি কর,
নহে তুচ্ছ কীট—এদের অন্তর
দয়া, মায়া, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রণয়,
মান, অভিমান, জ্ঞান শক্তিময়—
এদেরও শরীরে শিরায় শিরায়
বহে রক্তস্রোত,—বাসনা তৃষ্ণায়
ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভে হৃদয় দহে,
এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে,
মধুমাখা গীত শুনাইল ভবে,
শুষ্ক বসুন্ধরা শুনি দেব-গান
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ,
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া,
উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।
এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন,
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে শিখরে জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে
জগত ব্রহ্মাণ্ড নখর-দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজ-সন্তানে,
সমর-হুঙ্কারে কাঁপিত অনল,
নক্ষত্র অর্ণব আকাশমণ্ডল—
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে ;

যখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্জলি,
মম অঙ্কস্থল শোভায় উজলি,
শুনাইল বীর নিগূঢ় বচন,
গাইল যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
জগতের দুঃখে সুকপিলবস্তো
শাক্যসিংহ যবে ত্যজিলা গার্হস্থ্যে,
তখন(ও) তাহারা ঘৃণিত নহে।
তাদেরই রুধিরে জনম এদের,
সে পূর্ব্ব-গৌরব সৌরভের ফের
হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়,
সেই পূর্ব্ব পানে কভু গর্ব্বে চায়—
এ জাতি কখন অবজ্ঞ নহে ;
হে কুমার মনে রেখো এই কথা,
যে ভারতে তুমি ভ্রমিতেছ হেথা,
পবিত্র সে দেশ—পূত-কলেবর
কোটি কোটি প্রাণী ঋষি পুণ্যধর
কোটি কোটি জন শূর বীর নব
কবি কোটি কোটি মধুর অন্তর,
রেণুতে তাহার মিশায়ে রহে ?
শুন হে রাজন্ ! বনের বিহঙ্গে—
পুষিলে তাহারে যতনের সঙ্গে,
পিঞ্জরে থাকিয়া সেই সুখ পায়।
প্রাণের আনন্দে কভু গীত গায়।
বনের মাতঙ্গ যতনে বশ,
কোকিলের স্বরে জগৎ তুষ্ট,
বায়সের রবে কেন বা রুষ্ট ?
কি ধন বল সে কোকিলে দেয়,
কি ধন বল বা বায়সে নেয় ?
একে মিষ্টভাষা—হৃদয় সরল,
অন্যে তীব্র স্বর পরাণে গরল,
ধরা চায় সরল হৃদয়-রস।
আমি বৎস তোর জননীর দাসী,
দাসীর সন্তান এ ভারতবাসী,
ঘুচাও দুঃখের যাতনা তাদের,
ঘুচাও ভয়ের যাতনা মায়ের,
শুনায়ে আশ্বাস মধুর স্বরে।
কি কব কুমার হৃদি-বক্ষ ফাটে
মনের বেদনা মুখে নাহি ফুটে,
দেখ দিবানিশি নয়ন ঝরে !

বৃটিশ-সিংহের বিকট বদন,
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
কি বাণিজ্যকারী অথবা প্রহরী,
জাহাজী গৌরাঙ্গ, কিংবা ভেকধারী,
সম্রাট ভাবিয়া পূজিব সবারে।
এ প্রচণ্ড তেজ নিবার কুমার,
নয়নের জল মুছা রে আমার,
ভারতসন্তানে লয়ে একবার,
ভাই বলে ডাক্ হৃদি জুড়ায়।
দেখ বৎস, দেখ কি উল্লাস আজ,
নিরখি তোমারে এ ভুবনমাঝ,
কোটি কোটি প্রাণী করি ঊর্দ্ধহাত
বলিছে সঘনে আজি সুপ্রভাত—
তপ্ত অশ্রুধারা নয়নে ধায়।
ফিরিবে যখন জননী-নিকটে,
বলো বাছা তাঁরে বলো অকপটে
ভারত-ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণী এককালে
ডাকে তাঁর নাম প্রাতঃ-সন্ধ্যাকালে,
তাদের পরাণ যেন জুড়ায়!"

(শাখা)

বলিয়া ভারত মুছিয়া নয়ন,
তুমি আশীর্ব্বাদে মহিষী-নন্দন
ঢাকিয়া বদন অদৃশ্য হয়।

(পূর্ণ কোরস্)

ভারতে আজি যে বিরাজে কুমার
ভারতে অরুণ উদিল আবার,
বাজিল বৃটিশ-শিঙ্গা ঘনে ঘনে,
"জয় ভিক্টোরিয়া-কুমার জয়"!

ভারত-বিলাপ।

ভানু অস্ত গেল, গোধূলি আইল,
রবি-কর জাল আকাশে উঠিল,
মেঘ হতে মেঘে খেলিতে লাগিল,
গগন শোভিল কিরণজালে;—
কোথা বা সুন্দর ঘন কলেবর
সিন্দূরে লেপিয়া রাখে থরে থর,
কোথা ঝিকি ঝিকি হীরার ঝালর,
যেন বা ঝুলায় গগন-ভালে।

সোনার বরণ মাখিয়া কোথায়
জলধর জলে, নয়ন জুড়ায়,
আবার কোথায় তুলারাশি প্রায়
শোভে রাশি রাশি মেঘের মালা।
হেনকালে একা গিয়ে গঙ্গাতীরে,
হেরি মনোহর সে তট উপরে
রাজধানী এক, নব শোভা ধ'রে
রয়েছে কিরণে হয়ে উজলা।
দ্বিতলা, ত্রিতলা, চৌতলা ভবন
সুন্দর সুন্দর বিচিত্র গঠন
গোধূলি রাগেতে রঞ্জিত কায়।
অদূরে দুর্জ্জয় দুর্গ গড়খাই
প্রকাণ্ড মূরতি, জাগিছে সদাই,
বিপক্ষ পশিবে হেন স্থান নাই;
চরণ প্রক্ষালি জাহ্নবী ধায়।
গড়ের সমীপে আনন্দ উদ্যান,
যতনে রক্ষিত অতি রম্যস্থান,
প্রদোষে প্রত্যহ হয় বাদ্যগান,
নয়ন, শ্রবণ, তনু জুড়ায়।
জাহ্নবী-সলিলে ওদিকে আবার
দেখ জলযান কাতারে কাতার
ভাসে দিবানিশি—গুণবৃক্ষ যার,
শালবৃক্ষ ছাপি ধ্বজা উড়ায়।
অহে বঙ্গবাসী, জান কি তোমরা
অলকা জিনিয়া হেন মনোহরা
কার রাজধানী, কি জাতি ইহারা,—
এ সুখ-সৌভাগ্য ভোগে ধরায়।
নাহি যদি জান এস এইখানে,
চলেছে দেখিবে বিচিত্র বিমানে
রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে—
গরবে মেদিনী ঠেকে না পায়।
অদূরে বাজিছে "রুল ব্রিটানিয়া"
শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া
চলেছে দাপটে ব্রিটনবাসীরা—
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায়?
হায় রে কপাল, ওদেরি মতন,
আমরাও কেন করিতে গমন,
না পারি সতেজে—বলিতে আপন
যে দেশে জনম যে দেশে বাস।

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই,
ফুটিয়া ফুকারি বলিতে না পাই--
এমনি সদাই হৃদয়ে ত্রাস।

কি হবে বিলাপ করিলে এখন,
স্বাধীনতা-ধন গিয়াছে যখন,
মনের মাহাত্ম্য হয়েছে নিধন
তখনি সে সাধ গিয়াছে ঘুচে।

সাজে না এখন অভিলাষ করা
আমাদের কাজ সুধু পায়ে ধরা,
মস্তকে ধরিয়া দাসত্বের ভরা
ছুটিতে হইবে ওদেরি পাছে।

হায়, বসুন্ধরা, তোমার কপালে
এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে
বিদেশীর পদে জীবন গোঁয়ালে
পুরাতে নারিলে মনের আশা।

রূপে অনুপম নিখিল ধরায়,
করিয়া বিধাতা সৃজিলা তোমায়,
দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়--
তোর কি না আজি এ হেন দশা।

হায় রে বিধাতা কেন দিয়াছিলি
হেন অলঙ্কার, কেন না গঠিলি
মরুভূমি ক'রে অরণ্যে রাখিলি,
এ হেন যাতনা হতো না তায়।

তা হ'লে এখানে করিত না গতি
পাঠান, মোগল, পারস্য, দুর্ম্মতি,
হরিতে ভারত-কিরীটের ভাতি,
অভাগা হিন্দুরে দলিতে পায়।

এই যে দেখিছ পুরী মনোহর
শত গুণ আরো শোভিত সুন্দর,
এই ভাগীরথী করে থর থর
যাইত তখন কতই সাধে।

গায়িত তখন কতই সুস্বরে,
এই সব পাখী তরু শোভা ক'রে,
কতই কুসুম-পরিমল ভরে
ফুটিয়া থাকিত কত আহ্লাদে।

আগেকার মত উঠিত তপন,
আগেকার মত চাঁদের কিরণ
ভাসিত গগনে গ্রহ-তারাগণ
ঘুরিত আনন্দে ধরিয়া ধরা।

যখন ভারতে অমৃতের কণা
হতো বরিষণ বাজাইত বীণা
ব্যাস বাল্মীকি বিপুল বাসনা
ভারত-হৃদয়ে আছিল ভরা।

যখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহসে
যাইত সমরে মাতি বীররসে
হিমালয় চূড়া গগন পরশে
গায়িত যখন ভারত নাম।

ভারতবাসীরা প্রতি ঘরে ঘরে
গাইত যখন স্বাধীন অন্তরে
স্বদেশ মহিমা পুলকিত স্বরে
জগতে ভারত অতুল ধাম!

ধন্য ব্রিটানিয়া ধন্য তোর বল
এ হেন ভূভাগ ক'রে করতল,
রাজত্ব করিছ ইঙ্গিতে কেবল--
তোমার তেজের নাহি উপমা।

এখন কিঙ্কর হয়েছি তোমার
মনের বাসনা কি কহিব আর?
এই ভিক্ষা চাই কর গো বিচার
অথর্ব্ব দাসেরে কর গো ক্ষমা।

দেখ চেয়ে দেখ প্রাচীন বয়সে,
তোর পদতলে পড়িয়ে কি বেশে
কাঁদিছে সে ভূমি পূজিত যে দেশে,
কত জনপদ গাহে মহিমা।

আগে ছিল রাণী ধরা-রাজধানী
স্মরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী,
এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুঃখিনী
বলিয়ে দম্ভ করো না গরিমা!

তোমারো ত বুকে কত শত বার
রিপু-পদাঘাত করেছে প্রহার,
কালেতে না জানি কি হবে আবার—
এই কথা সদা করিও ধ্যান!

ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার,
বাজিত গরজে--উথলি আবার
উঠিত ভারত ব্যথিত প্রাণ।

ভারত-সঙ্গীত।

(ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদসাহদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব এবং মোগল সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে ভারতভূমি আচ্ছন্ন করিয়া মহারাষ্ট্র অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন মাধবাচার্য্য নামে এক জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের হীনতায় একান্ত দুঃখিত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং উৎসাহ-প্রবর্দ্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। শিবাজীর সময় হইতে তাঁহার প্রণীত সঙ্গীত মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং অত্যন্ত আদরণীয় হয়। মাধবাচার্য্যের মৃত্যুর পর অন্যান্য গায়কেরা দেশে দেশে সেই গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ভারত-সঙ্গীত লিখিত হইয়াছে।)

"আর ঘুমাইও না দেখ চক্ষু মেলি
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী,
কিবা সুসজ্জিত কিবা কুতূহলী,
বিবিধ-মানব-জাতিরে লয়ে।
মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।

কোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে,
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।

মধ্যস্থলে হেথা আজন্মপূজিতা
চির-বীর্য্যবতী বীর প্রসবিতা,
অনন্তরে বিনা যুনানী-মণ্ডলী,
মহিমা-ছটাতে জগৎ উজলি
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়।

আরব্য, মিসর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত—অন্য কব কি?
চীন, ব্রহ্মদেশ, নবীন জাপান,
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

বাজ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী,
গায়িতে লাগিল জনেক যুবা।

আয়তলোচন উন্নত ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু সন্ন্যাসীর ঠাট
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়নজ্যোতিতে হানিল বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারতভূমি যবনের দাস?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।

অর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা?

ধিক্ হিন্দুকুলে! বীরধর্ম্ম ভুলে
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে
সোনার ভারত করিতে ছার।

হীনবীর্য্য সম হয়ে কৃতাঞ্জলি
মস্তকে ধরিতে বৈরি-পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহাকুতূহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার।

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্তভূমে
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গ মত্ত পূর্ব্ব পিতৃগণ
যখন তাহারা করেছিলা রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাহারা ক'জন ছিল

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসেছিলা তারা জয়ডঙ্কা তুলে,
যমুনা কাবেরী, নর্ম্মদা পুলিনে,

দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্য বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাহারা ক'জন ছিল?
এখন তোরা যে শত কোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়া করিলে পণ।

তবে ভিন্নজাতি শক্রপদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে?
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হতে করিস্ না মন?
অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা, দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক শোভা ক'রে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাগিরি এখন(ও) উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখন(ও) ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন সম
হিন্দু বীরদর্প বুদ্ধি-পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা?
সকলি ত আছে সে সাহস কই?
সে গম্ভীর জ্ঞান নিপুণতা কই?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই?
কোথা রে আজি সে জাতি-মহিমা!

হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি,
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি!—
আর কি ভারত সজীব আছে?

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীরপদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গেছে।"
এই কথা বলি অশ্রুবিন্দু ফেলি,
ক্ষণমাত্র যুবা শৃঙ্গনাদ ভুলি,
পুনর্ব্বার শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি,
গর্জ্জিয়া উঠিল গম্ভীর স্বরে,
"এখন(ও) জাগিয়া উঠ রে সবে,
এখন(ও) সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবি-কর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে।
একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।
জপ তপ আর যোগ আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চ্চনা
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে কর পূজা।
যাও সিন্ধুনীরে ভূধর-শিখরে
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।
তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও
ছিল বটে আগে তপস্যার বলে,
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ।
এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না—হবে না—খোল তরবার,
এ সব দৈত্য নহে তেমন।
অস্ত্র-পরাক্রমে হও বিশারদ
রণ-রঙ্গ-রসে হও রে উন্মাদ—
তবে সে বাঁচিবে ঘুচিবে বিপদ
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।
কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞানবুদ্ধিজ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে প'ড়ে লুটাও।
অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা, দিন দিন ঘোরে,

ঘুরিত যেরূপে দিক শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত
সেই বিন্ধ্যাচল এখন(ও) উন্নত,
সেই জাহ্নবী-বারি এখন(ও) ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল?
বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?"

ভারত কামিনী।

অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার—
এই কি তোদের দয়া—সদাচার?
হয়ে আর্য্যবংশ অবনীর সার—
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে?
এখনও ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া,
জগতের গতি—ভ্রমেতে ডুবিয়া
চরণে দলিয়া মাতা সুতা জায়া,
এখনও রয়েছ উন্মত্ত হয়ে?
বাঁধিয়া রেখেছ বামা রাশি রাশি,
অনাথা করিয়া গলে দিয়া ফাঁসী,
কাড়িয়া লয়েছ কবরী কঙ্কণ,
হার বাজু বালা, দেহের ভূষণ;
অনন্ত দুঃখিনী বিধবা নারী।
দেখ রে নিষ্ঠুর হাতে লয়ে মালা
কুলীন-কুমারী অনূঢ়া অবলা
আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে
অসংখ্য রমণী পাগলিনী-বেশে
কেহ বা করিছে বরমাল্য দান,
মুমূর্ষুর গলে হয়ে ম্রিয়মাণ,
নয়নে মুছিয়া গলিত বারি।
চারিদিকে হেথা ভারত ঘুড়িয়া
সরসীকমল যেন রে ছিঁড়িয়া—
কামিনীমণ্ডলী রেখেছ তুলিয়া
কোমল হৃদয় করেছ হতাশ,
না দেখিতে দাও অবনী আকাশ,
করে কারাবাস জগতে রয়ে।

আরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া সদাচার?
হয়ে আর্য্যবংশ অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে?
এখন(ও) ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি—ভ্রমেতে ডুবিয়া
চরণে দলিছ মাতা, সুতা, জায়া—
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবীমাঝে।
দেখ না কি চেয়ে জগৎ উজ্জ্বল
এই সে ভারত হিমানী অচল,
এই সে গোমুখী যমুনার জল
সিন্ধু গোদাবরী সরযূ সাজে।
জান না কি সেই অযোধ্যা কোশল
এইখানে ছিল কলিঙ্গ পাঞ্চাল
মগধ কনৌজ—সুপবিত্র ধাম
সেই উজ্জয়িনী নিলে যার নাম
ঘুচে মনস্তাপ কলুষ হরে।
এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা,
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী, সুশীলা,
খনা, লীলাবতী প্রাচীনা মহিলা
সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে;
এই আর্য্যভূমে বাঁধিয়া কুন্তল
ধরিয়া কৃপাণ কামিনী সকল,
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে
নিঃশঙ্কহৃদয়ে ছুটিত সমরে
খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া
ধনুর্দণ্ডে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া
সমর-উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে।
কোথা সে এখন অসিভল্লধারী
মহারাষ্ট্র-বামা রাজোয়ারা-নারী
অরাতি-বিক্রমে পরাজিত হ'লে
চিতানলে যারা তনু দিত ঢেলে
পতি পিতা সুত সংহতি লয়ে।
বীরমাতা যারা বীরাঙ্গনা ছিল,
মহিমা-কিরণে জগৎ ভাতিল,
কোথা এবে তারা—কোথা সে কিরণ
আনন্দ-কানন ছিল যে ভুবন
নিবিড় অটবী হয়েছে এবে।
আর কি বাজে সে বীণা সপ্তস্বরা
বিজয়-নিনাদে বসুন্ধরা ভরা

আর কি আছে মনের উল্লাস
জ্ঞানের মর্য্যাদা সাহস-বিভাস
সে সব রমণী কোথা রে এবে ?
সে দিন গিয়াছে পশুর অধম
হয়েছে ভারতে নারীর জনম
নৃশংস আচার নীচ দুরাচার
ভারত-ভিতরে যত কুলাঙ্গার
পিশাচের হেয় হয়েছে সবে।
তবে কেন আজও আছে ঐ গিরি
নাম হিমালয় শৃঙ্গ উচ্চে ধরি ?
তবে কেন আজ(ও) করিছে হুঙ্কার,
ভারত বেষ্টিয়া জলধি দুর্ব্বার ?
কেন তবে আজ(ও) ভারত-ভিতরে,
হিন্দুবংশাবলী শুনে সমাদরে
ব্যাস বাল্মীকি ? বারিধারা ঝরে,
সীতা দময়ন্তী সাবিত্রী রবে ?
গভীর নিনাদে করিয়া ঝঙ্কার
বাজ্ রে বীণা বাজ্ একবার
ভারতবাসীরে শুনায়ে সবে।
দেখ চেয়ে দেখ হেথা একবার
প্রফুল্ল কোমল কুসুম আকার
য়ুনানী মহিলা হয় পারাপার
অকূল জলধি অকুতোভয়ে!
ধায় অশ্বপৃষ্ঠে অশঙ্কিত চিতে,
কানন, কন্দর উন্নত গিরিতে
অপ্সরা-আকৃতি পুরুষসেবিতা
সাহিত্য বিজ্ঞান সঙ্গীতে ভূষিতা
স্বাধীন প্রভাতে পবিত্র হয়ে।
আবার ভারতে ওরূপে আবার
হবে রে অঙ্গনা-মহিমা প্রচার
পেয়ে নিজ মান পরি নিজ বেশ
জ্ঞান দম্ভ তেজে পূরে নিজ দেশ,
বীর-বংশাবলী প্রসূতি হবে ?
এ হেন প্রকাণ্ড মহীখণ্ডমাঝে
নাহি কি রে কোন বীরাত্মা বিরাজে,
এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড,
সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড
স্বজাতি উজ্জ্বল করিয়া ভবে।
চৈতন্য গৌতম নাহি কি রে আর
ভারত-সৌভাগ্য করিতে উদ্ধার ?

ঋষি বিশ্বামিত্র রাঘব পাণ্ডব,
কেন জন্মেছিলা মহাত্মা সে সব,
ভারত যদি না উন্নত হবে ?
ধিক্ হিন্দুজাতি হয়ে আর্য্যবংশ
নরকণ্ঠহার নারী কর ধ্বংস।
ভুলে সদাচার দয়া সদাশয়,
কর আর্য্যভূমি পূতিগন্ধময়,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবীমাঝে।
দেখ না কি চেয়ে জগৎ উজ্জ্বল,
এই সে ভারত হিমানী অচল,
এই সে গোমুখী যমুনার জল,
সিন্ধু, গোদাবরী, সরযূ সাজে ?
জান না কি সেই অযোধ্যা কোশল,
এইখানে ছিল কলিঙ্গ পাঞ্চাল ?
মগধ কনৌজ—সুপবিত্র ধাম,
সেই উজ্জয়িনী—নিলে যার নাম,
ঘুচে মনস্তাপ কলুষ হরে ?
এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা,
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী, সুশীলা,
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা
সাবিত্রী ভারত পবিত্র ক'রে।

অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া, সদাচার,
হয়ে আর্য্যবংশ অবনীর সার,
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ?
এখন(ও) ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া,
জগতের গতি—ভ্রমেতে ডুবিয়া
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখন(ও) রয়েছ—উন্মত্ত হয়ে ?

বিধবা রমণী।

ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে।
না হলে এমন দশা নারী আর কই রে ?
মলিন বসনখানি অঙ্গে আচ্ছাদন,
আহা দেখ অঙ্গে নাই অঙ্গের ভূষণ।
রমণীর চিরসাধ চিকুর-বন্ধন,
হাদে দেখ সে সাধেও বিধি বিড়ম্বন।

আহা কি চাঁচর কেশ পড়েছে এলায়ে!
আহা কি রূপের ছটা গিয়াছে মিলায়ে।
কি নিতম্ব, কিবা উরু, কিবা চক্ষু কিবা ভুরু,
কি যৌবন মরি মরি শোকে দগ্ধ হয় রে।
কুসুম-চন্দনে আর নাহি অভিলাষ,
তাম্বূল-কর্পূরে আর নাহি সে বিলাস,
বদনে সে হাসি নাই নয়নে সে জ্যোতিঃ,
সে আনন্দ নাই আর মরি কি দুর্গতি!
হরিষ বিষাদ এবে তুল্য চিরদিন
বসন্ত শরৎ ঋতু সকলি মলিন!
দিবানিশি এ কি বেশ, বারমাস সেই ক্লেশ,
বিধবার প্রাণে হায় এতই কি সয় রে!
হায় রে নিষ্ঠুর জাতি পাষাণ-হৃদয়,
দেখে শুনে এ যন্ত্রণা তবু অন্ধ হয়;
বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার,
নারী বধ ক'রে তুষ্ট করে দেশাচার,
এই যদি হয় হিন্দুশাস্ত্রের লিখন,
এ দেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ?
পুরুষ দুদিন পরে, আবার বিবাহ করে,
অবলা রমণী ব'লে এতই কি সয় রে!
কেঁদেছি অনেক দিন কাঁদিব না আর;
পূরাইব হৃদয়ের কামনা এবার!—
ঈশ্বর থাকেন যদি, করেন বিচার,
করিবেন দৌরাত্ম্য সমূলে সংহার,
অবিলম্বে হিন্দুধর্ম্ম ছারখার হবে।
হিন্দুকুলে বাতি দিতে কেহ নাহি রবে!
দেখ রে দুর্ম্মতি যত, চিরম্লেচ্ছ-পদানত,
বিধবার শাপে হায় এ দুর্গতি হয় রে।
হায় রে আমার যদি থাকিত সম্পদ,
মিটাতাম চিরদিন মনের যে সাধ;
সোনার প্রতিমা গ'ড়ে বিধবা নারীর
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারতভূমির;
বিদেশের স্ত্রী পুরুষ এ দেশে আসিত,
পতিব্রতা ব'লে তারে নয়নে হেরিত।
লিখিতাম নিম্নদেশে "কি স্বদেশে কি বিদেশে
রমণী এমন আর ধরাতলে নাহি রে!"
সে ধন সম্পদ নাই দরিদ্র কাঙ্গাল,
অনাথা বিধবা-দুঃখ রবে চিরকাল!
আমার অন্তরে গাঁথা যখনই দেখিব,
সুগন্ধ কুসুমে কীট, তখনই কান্দিব,
রাহুগ্রাসে শশধর নক্ষত্র-পতন,
যখন দেখিব, হায় করিব স্মরণ,
বিধবা নারীর মুখ হায় রে বিদরে বুক
ইচ্ছা করে জন্মশোধ দেশত্যাগী হই রে।
ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে॥

ভারতে কালের ভেরী।

[১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে]

(১)

ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার!—
অই শুন ঘোর ঘন ভীমনাদ তার!
ছুটিছে তুমুল রঙ্গে, আকুল অধীর অঙ্গে,
উঠিছে পূরিয়া দিক প্রাণি হাহাকার!
বাজিল অকাল-ভেরী বাজিল আবার!

(২)

চলেছে প্রাণীর কুল হের চারিধার;
চলে যেন পঙ্গপাল করিয়া আঁধার—
স্থবির বালক নারী, হা অন্ন হা অন্ন বারি
বলিতে বলিতে ধায় চক্ষে নীরধার!
ধরাতলে চলে ধীরে কালীর আকার।

(৩)

দেখ রে চলেছে আহা শিশু কত জন,
শীর্ণদেহ চাহি আছে জননী-বদন,
আকুল জননী তার, মুখ চাহি বার বার
অনিবার বারিধারা করে বরিষণ—
ভ্রমে যেন উন্মাদিনী অন্নের কারণ!

(৪)

হের দেখ পথিধারে বসিয়া ওখানে,
পতির চরণে লুটি আকুল পরাণে
বলিছে কামিনী কেহ, "কই নাথ অন্ন দেহ
কালি আর চাহিব না রাখ আজ প্রাণে"—
বলিয়া ত্যজিল প্রাণ চাহি পতিপানে।

(৫)

ছুটিছে যুবতী কন্যা ফেলিয়া পিতায়;
মা বলি ডাকিছে বৃদ্ধ সকলি বৃথায়!
কেবা কন্যা কেবা পিতা, কে জননী কেবা মাতা
অন্নদাতা পিতা মাতা আজি বঙ্গালয়—
হের হেন কত জন আজি এ দশায়!

(৬)

হের কত জন আহা উদর-জালায়—
জননী ফেলিয়া শিশু ছুটিয়া পলায়,
লিয়া যুগল পাণি, শিশু ডাকে মা' মা' বাণী
ক্ষুধায় জননী তার ফিরিয়া না চায়—
একাকী পড়িয়া শিশু পরাণে শুকায়॥

(৭)

চলেছে প্রাণীর কুল এরূপে আকুল,
নৃত্য করে অনশন, মুক্ত করি চুল,
ত্য করে ভেরী-নাদে কঙ্কাল তুলিয়া কাঁদে,
খর্পর ধরিয়া করে করিছে ভ্রমণ—
দেখ বঙ্গবাসী দেখ মূর্ত্তি কি ভীষণ।

(৮)

ছুটিছে নয়নে বহ্নি স্ফুলিঙ্গ সমান,
ফিরিছে উন্মত্ত ভাব উন্মার প্রমাণ;
দ-ঘরষণে শব্দ, ভারতভুবন স্তব্ধ,
করাল বিকট গ্রাস মুখের ব্যাদান,—
আকাশে উঠিছে সঙ্গে কালের নিশান।

(৯)

কতই উৎসবপূর্ণ গৃহস্থ-আলয়,
নন্দিনী-নন্দন রূপ সুখপুষ্পময়,
আজি পূর্ণ কলরবে, অচিরে নীরব হবে,
শকুনি বায়স কিংবা পেচক আশ্রয়—
ধরিবে শ্মশান-বেশ মৃত অস্থিময়।

(১০)

কত সে জনতাপূর্ণ পণ্যবীথি হায়,
এ রাক্ষস অনাচারে হবে মরুপ্রায়।
ভীষণ গহন সাজ, ধরিবে পুরীর মাঝ,
পূরিবে বনের গুল্ম-পাদপ-লতায়।
ভ্রমিবে শার্দ্দূল শিবা আনন্দে সেথায়।

(১১)

আজি হাসিভরা মুখ প্রফুল্ল যে সব,
আজি সুখপূর্ণ বুক আশার পল্লব,
কালি আর নাহি রবে, শবদেহ হবে সবে,
শৃগাল-কুক্কুরে মিলি করিবে উৎসব—
কর্ণমূলে গৃধ্র বসি শুনাইবে রব।

(১২)

কেমনে হে বঙ্গবাসী নিদ্রা যাও সুখে?
ভাবিয়া এ ভাব, চিত্ত ভরে না কি দুখে?
দক্ষ সুত পরিবার, না জানিছে অনাহার,
ভাবিয়ে না চাহ কি হে অভুক্তের মুখে—
স্বজাতি-শোকের শেল বিন্ধে না কি বুকে?

(১৩)

প্রিয়ে বলি গৃহে আসি ধর যবে কর,
হয় না উদয় কি রে হৃদয়-ভিতর,—
কত সতী অনাথিনী, পথে পথে কাঙ্গালিনী,
ভ্রমিছে হতাশ হয়ে ত্যজি শূন্য ঘর,—
নাহি লজ্জা কুলমান, ক্ষুধায় কাতর।

(১৪)

ক্রোড়ে ধরি হের যবে কন্যা-পুত্রগণ,
ভাবিয়া জগৎ-মাঝে অমূল্য রতন—
কভু কি পড়ে না মনে, সেই সব শিশুগণে,
অন্ন বিনে মরে যারা করিয়া রোদন?
তাহারাও এইরূপ নয়ন-রঞ্জন।

(১৫)

হে বঙ্গ-কলকামিনি আর্য্য যত জন
জান যার পতি পুত্র পিতা সে কেমন—
ভাবি দেখ একবার, বদন সে সবাকার,
ঘরে যারা প্রাতঃসন্ধ্যা করে দরশন,
নিরন্ন বিষণ্ণ পতি, জনক, নন্দন।

(১৬)

এক দিন অনশনে দিন যদি যায়।
জান না কি বঙ্গবাসী কি যাতনা তায়।
আজি সেই অনশনে, দারুণ হতাশ মনে,
লক্ষ নরনারী শিশু করে হায় হায়।
তবুও চেতনা কি হে নাহি হয় তায়?

(১৭)

ভাব ওহে বঙ্গবাসী ভাব একবার
কি কাল-রাক্ষস আসি ঘেরিয়াছে দ্বার—
নাশিতে সে দুরাচার, বৃটনের হুহুঙ্কার,
বৃটিশ-কেশরিনাদ শুন একবার,
ঘুমা'ও না বঙ্গবাসী, ঘুমা'ও না আর,
ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার।

চিন্তাকুসুম

মন্ত্রসাধন।

সুধন্য ইংরাজ তোমার মহিমা,
সুধন্য তোমার সুবীর্য্য গরিমা,
স্বজাতি-গৌরব সাহস-ভঙ্গিমা,
অসীম তোমার হৃদয়-বল।
নির্ভীক হৃদয়—অ-নতগ্রীবায়
কর পদাঘাত ধরণী-মাথায়
ও ভুজ-প্রতাপে না পরশ যায়
ধরাতে এ হেন নাহিক স্থল।
জগৎবিজয়ী রোমক-সন্তান
ভূতলে ভ্রমিত তুলে যে নিশান,
তেজোগর্ব্বশিখা যাহে মূর্ত্তিমান
তোমাদের(ই) স্কন্ধে ধরেছ তায়!
নিষ্কম্প নিশ্চল (অচল মুরতি)
সঙ্কল্পদৃঢ়তা, একতার গতি,
অনিবার্য্য বেগ যেন স্রোতস্বতী
উৎসাহ সাহস প্রলম্ফে ধায়।
সে ভুজ-বিক্রম কিবা ভয়ঙ্কর,
সে সাহস-বেগ কতই প্রখর,
একতা-বন্ধন কিবা দৃঢ়তর
তোমরাই আগে শিখালে সবে,
শিখালে স্বদেশে কিবা সে প্রকারে
প্রজাতে নিবারে রাজ-অত্যাচারে,
বিদ্রোহ-অনল জ্বালিয়া হুঙ্কারে
রাজমুণ্ডপাত করিলে যবে—*
শিখালে আবার অভ্রান্ত প্রথায়
অসহ্য পীড়নে উন্মাদের প্রায়
প্রজারা যখন, কিরূপে রাজায়
নিক্ষেপে তখন চরণতলে।
যে দর্পে কাটিলে প্রথম চার্লসে
যে দর্পে তাড়ালে দ্বিতীয় জেম্‌সে †
যে তেজোগর্ব্বেতে আজিও স্বদেশে
রাজত্ব করিছ আপন বলে—
পুত্তলিকামত রাজ-সিংহাসনে
সাজায়ে রেখেছ রাজা এক জনে,
স্বদেশে ঐশ্বর্য্য দেখাতে নয়নে
করিতে উজ্জ্বল আপন মান,
সেই দর্প তেজ নির্ভয় অন্তরে
দেখাইলে আজ জ্বলন্ত অক্ষরে
রাজ-প্রতিনিধি পদপিষ্ট ক'রে
শিখালে ভারতে গূঢ় সন্ধান।
দিলে শিক্ষাদান ভারত-নন্দনে
দিব্যচক্ষু দিয়া—কি মন্ত্রসাধনে
পরাধীন জাতি, পরাধীন জনে
বাসনা সফল করিতে পায়।
শিখিবে ভারত—শিখিবে এ কথা
চিরদিন তরে, না হবে অন্যথা—
এক দিকে কোটি প্রাণি-কাতরতা
শ্বেতাঙ্গ কজন বিপক্ষ তায়,
তবুও কজনে চরণে দলিল
রাজপ্রতিনিধি, রাজমন্ত্রিদল—
স্বজাতি-গৌরব অক্ষুন্ন রাখিল
এমন তাদের অমিত বল।
শেখ রে এখন ভারত-সন্তান,
শ্বেতাঙ্গ-নিকটে তৃণের সমান—
সমগ্র ভারত জাতি-কুলমান,
রাজস্তুতি গান সব বিফল।
যে মন্ত্র-সাধনে সুপটু উহারা,
সেই বীরব্রত—একতার ধারা,
সে সাহস-উৎস— সে উৎসাহ-ধারা,
হৃদয়-কন্দরে গাঁথিয়া রাখো—
তবে অগ্রসর হৈও কভু আর
করিতে এরূপে স্বজাতি উদ্ধার
পণে যদি দাও প্রাণ আপনার—
নতুবা যা আছে তাহাই থাকো।
শুন হে বিপণ—ভারতের লাট
আর নাহি ক'রো এ তাণ্ডব নাট
বিষময় ফল বিষম বিরাট
মনুষ্য-হৃদয় সহিত খেলা।

* ইং ১৬৪৯ সালে ইংলণ্ডের ভূপতি ১ম চার্লসের দৌরাত্ম্যে উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহী প্রজাবর্গ তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাস দেখ।

† ইং ১৬৮৮-৮৯ সালে দ্বিতীয় জেম্‌স কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ইংরাজেরা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল।

অতি হীনবল—ঘোর কৃষ্ণকায়
সে জাতিও যদি আশার দোলায়
তুলে বহুক্ষণ— আশা না জুড়ায়
সে নিরাশাঘাত রোধে না বেলা।
সুধাচ্ছলে তুলে দিলে হলাহল
সম্প্রীতি করিলে সহ নিজ দল
বাড়ালে তাদের শত গুণ বল
"পৃটোরীয় গার্ড" (১) রোমেতে যথা।
ছিল কি অতুল প্রতাপ(ই) তাদের
সে তেজোগরিমা কোথা অসুরের!
পরিণামে তার(ই) কি হইল ফের
ভুলো না রে কেহ সে গূঢ় কথা।
না হৈও নিরাশ—ভারত-সন্তান,
সাহস উৎসাহে সে গর্ব্ব নির্ব্বাণ
করিলে অনার্য্যে—আজও সে বিধান
এ মহামন্ত্রের সাধন-প্রথা।

জয়মঙ্গল গীত

অভিষেক

(অর্দ্ধ কোরস্)

কাছে এস ভাই করি আশীর্ব্বাদ
চিরসুখে হর কাল।
তোমার কল্যাণে ভারত-বিপিনে
উদিল চন্দ্রিকাজাল॥

(পূর্ণ কোরস্)

উজ্জ্বল আজি হে বাঙ্গালীর নাম
উজ্জ্বল ভারত-ভূমি।
বঙ্গের প্রধান বিচার-আসনে
আজি হে প্রধান তুমি॥
কাছে এস ভাই করি আশীর্ব্বাদ
বিপুল ভারত যুড়ে,
জয় জয় জয় ধ্বনি ছড়াইয়া
তব কীর্ত্তি-ধ্বজা উড়ে।

(১) রোমক সম্প্রদায়ের পতনদশায় ইঁহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন! ইঁহারা অতি সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব এবং প্রথমে সম্রাটদিগের দেহ-রক্ষকস্বরূপ ছিলেন।

(অর্দ্ধ কোরস্)

আজি রে এ রবে কে বা ঘরে রবে
আনন্দে বাজিছে ভেরী।
ঋষিতুল্য নর ভারত-ভিতর
এত দিন পর হেরি॥
চল সবে যাই দিয়া করতালি
নিকটে তাঁহারে ঘেরি।
"রিপণের জয় রিপণের জয়"
আনন্দে বাজিছে ভেরী॥
বৃটিশের বেশে ঋষিতুল্য নর
এ দেশে উদয় যবে।
ভারতের লক্ষ্মী ফিরিবে আবার
ভারতে উদয় হবে॥
আনন্দে বাজ্ রে মৃদঙ্গ মুরলী
আনন্দে বাজ্ রে ভেরী।
"রিপণের জয় রমেশের জয়"
সঘনে নিনাদ করি॥

(পূর্ণ কোরস্)

কৈ বরণ-ডালা আনো আনো আনো
ফুলসাজ আজ পরাব।
আগে দিব তুলে রিপণের গলে
পরে প্রিয়জনে সাজাব।

(পূর্ণ কোরস্)

আনো বরণডালা বাটি বাটি বাটি
সুগন্ধ তাহাতে থাকিবে,
গোটা গোটা ফুল ভোর-বেলা তুলি
পরিপাটী কোরে রাখিবে,
অগুরু-চন্দনে ছিটা দিয়া তায়
মাঙ্গল্যবিধানে ধরিবে।
আনো বরণডালা, আনো আনো আনো
ফুল-সাজে আজ সাজাব।
আগে দিব তুলে রমেশের গলে
পরে রিপণেরে পরাব।
আনো বরণডালা আনো আনো আনো
ফুলসাজে আজ সাজাব॥

(সকলে একত্রে)

অন্নদা চন্দর ঈশ্বর সারথি।
ঘেরিল চৌধর দেশী বিলাতী॥

আর্ম্মাণি "গ্রিগরি"   "টুইডেল" সঙ্গে
মিলিল সকলে   কৌতুক রঙ্গে।
আরতি ফেরিয়া   অন্দরে রামা।
হুলুধ্বনি দিল   সুন্দরী বামা॥
অন্নদা চন্দর   ঈশ্বর সারথি।
চৌদিকে ঘেরিল   দেশী বিলাতী॥
দিল সুখে সবে   চন্দন ভালে,
দিল সুখে সবে   দূর্ব্বার দলে
তণ্ডুলে গাঙ্গেয় ঢালি।
হোমভস্মেতে   অভিষেক দিল
ললাটে ছোঁয়ায়ে ডালি॥

(অর্দ্ধ কোরস্)

আওয়ল সখাগণ গাওয়ল পেয়ারে।
ভাগ লছ্‌মী আজু বাঢ়ল জোয়ারে॥
তুয়া সবে মো সবে বেবি বেরি মেলি।
পাঠ পচহুঁ কতি কতনহি খেলি॥
অবহুঁ তুহারে চাহি প্রীত ভগবান্।
হাম সব আশিসে তুয়া ভগবান্।
কলহ কহুজন করজোরি বাণী।
করল সেলাম কহু পরশর পাণি॥
হিন্দী পারসিক আংবেজি ভাষা।
খৎ ভেজল কহু চন্দন মাথা॥
হলাহল ঢাকল দুষমন যেহি।
ক্ষীর উগাল পদরজঃ লেহি॥
ভেটল সখাগণ গাওল পেয়ারে।
ভাগ লছমী আজু বাঢ়ল জোয়ারে॥
সভে দেল সুখে   চন্দন ভালে;
সভে দেল সুখে   কুসুমমালে
তণ্ডুলে গাঙ্গেয় বারি।
হোম ভস্মে   অভিষেক দেল
কপালে ছোঁয়াই ভারি॥
(অর্দ্ধ) তুলিল সঙ্গী   মালতীমাল
(একক)   গন্ধে মোদিল দেহ।
(অর্দ্ধ)   তুলিল মল্লিকা যূথিকা-জাল
(একক)   পরাণি জাগিল স্নেহ॥
(একক) মোদিল দেহ   মালতী-মাল
মোদিল দেহ   মল্লিকাজাল
মোদিল দিশ পুরে!
"রিপণের জয়   রিপণের জয়,"
বংশী বাজিছে দূরে॥

(অর্দ্ধ) তুলিল সঙ্গী   সুগন্ধা শিউলী
(একক)   সোহাগে হৃদয়ে দেল।
(অর্দ্ধ) তুলিল যতনে   রজনীগন্ধা
(একক)   পবনা মাতিয়া গেল॥
(অর্দ্ধ)   আনন্দে তুলিল গুলাব-গুচ্ছ
চিকণ গাঁথনি হারে
"রিপণের জয়   রমেশের জয়,"
বংশী বাজিছে দূরে॥

(পূর্ণ কোরস্)

মোদিল পুরী   সেঁউতি হার
মোদিল পুরী   কামিনী ভার
মোদিল পুরী   গুলাব-গুচ্ছ
চিকণ গাঁথনি হারে।
"রমেশের জয়   রমেশের জয়"
বংশী বাজিছে দূরে॥

(সকলে একত্রে)

বংশী বাজিছে রমেশের জয়
আজ রে হৃদয়ে বড় সুখোদয়—
কাছে আয় ভাই   করি অশীর্ব্বাদ
চিরসুখে হর কাল,
তোমার কল্যাণে   ভারত-বিপিনে
উদিল চন্দ্রিকা-জাল।
উজল আজি হে   বাঙ্গালাব নাম
উজল ভারতভূমি।
বঙ্গের প্রধান   বিচার-আসনে
আজি হে প্রধান তুমি॥
আনন্দে বাজ্‌ রে   মৃদঙ্গ মুরলী
আনন্দে বাজ্‌ রে ভেরী,
জয় জয় জয়   সবে বল মুখে
সঘনে নিনাদ করি।
বাজ্‌ রে আনন্দে   মৃদঙ্গ মুরলী
আনন্দে বাজ্‌ রে ভেরী॥

মদন-পূজা।

কি দিয়ে মদন,   পূজিব তোমায়
অনঙ্গ তুহারি নাম।
বসন্ত-সমীর,   নিশোয়াস তোর,
কুসুম লাবণ্য-ঠাম।

সুবাদ্য-ঝঙ্কার, সঙ্গীত-উচ্ছাস,
বচন তুহার মানি,
হিয়ার মাঝারে, প্রেমের নির্ঝর,
তুহারি পরাণ জানি।
কেমনে মদন, পূজিব তোমারে,
তুহারি ধন্থর ভয়ে,
নয়ন-দিঠিতে, দিঠি জড়াইয়া,
দাঁড়াই অধীর হয়ে।
বলি বলি বলি, শুনি শুনি শুনি,
থমকে চমকে চাই,
জাগি দিবানিশি, তুহারি তরাসে,
জুড়াতে নাহিক পাই!
পূজিব কিরূপে, তোমায় মদন,
তুহার পূজার প্রথা,
কেহ না জানিল, কেহ না শিখিল,
সে গূঢ় রহস্য-কথা।
মুনির ধ্যানে, জ্ঞানীর জ্ঞানে,
তুহার আকার-ভেদ,
সুজন প্রেমিক, আঁখিতে কেবলি,
প্রকাশ তুহার বেদ।
পূজিব তুহারে, তাহারি বিধানে,
না জানি না মানি আন,
একমের বাণী, বদনে উচারি,
তুয়া পদে দিব প্রাণ।
পূজিব তুহারে, বিহানে মধ্যাহ্নে,
পূজিব সাঁজেরই বেলা,
ইন্দ্রিয়-কাননে আঁধার ডুবাতে,
প্রেমের জোছনা খেলা।
পূজিব তুহারে— চরণে বিথারি,
জীবন-জাহ্নবী-জল,
পূজিব তুহারে— মানস-ব্রহ্মাণ্ড,
করিয়া তীরথস্থল।
তুহারি পূজাতে, কুল পদ মান,
অবনী উৎসর্গ দিয়া,
দেখিব আনন্দে, তুয়া ধ্যান ধরি,
হিয়াতে প্রতিমা নিয়া।
সে দেহ গঠনে, মূরতি গঠিব,
সে দুহ নয়নে আঁখি।
তেমতি সুটানে ভুরুযুগে টান,
দেখিব মানসে আঁকি।

বলন চলন, কটি উরুদেশ
সকলি তেমতি ঠাম,
দিব সাজাইয়া, অনঙ্গ তুহারে,
সেই নামে তুয়া নাম।
চাঁদের আলোকে, আরতি করিব,
পরাব বাসনা-ফল,
অনঙ্গ তুহারি, বদন হেরিব,
নিখিলে নাহিক ভুল।
পূজাপাঠবিধি এই সে তুহার,
একহি প্রেমিক জানে,
নাহি কালাকাল, দেশ পরদেশ,
তুয়া বেদ এহি মানে।
কি দিয়া পূজিব, মদন তোমায়—
আর না আনিব মুখে,
শিখিনু শিখাব, তুয়া পূজাবিধি,
কিয়া সুখ কিয়া দুখে।
এ বিধি বিধানে, যে জানে পূজিতে
তুয়া দরশনে তেঁহ,
কঁহু নাহি জানে, কি তাহে প্রভেদ
নিশি, দিবা, বন, গেহ।
চিনেছি এখন মদন তোমায়
অনঙ্গ কেবলি নাম,
বসন্ত-সমীর, তুয়া নিশোয়াস,
কুসুম লাবণ্য ঠাম।
সুবাদ্য-ঝঙ্কার, সঙ্গীত-উচ্ছাস,
বচন তুহারি মানি,
অবহি পূজিব অনঙ্গ তুহারে
তুহু সে পরম প্রাণী।

চিন্তা।

হে চিন্তা উদয় তোর কেন রে?
কি হেতু মানব-মনে,
এসো যাও ক্ষণে ক্ষণে হেন রে?
কোথা হ'তে এসো, বল, ফিরে কোথা যাও?
মানব-হৃদয়ে তুমি কতই খেলাও।

খেলায় দামিনীলতা আকাশে যেমন,
চকিত মেঘের কোলে চিকণ-চরণে দোলে
মানবের হৃদিতলে তুমিও তেমন!

কি খেলা খেলাতে এস কি খেলায়ে যাও
খেলা সাঙ্গ হ'লে পুনঃ কোথায় লুকাও ?
লুকাতে কতই যেন আনন্দে মগন।
বালক বালক সনে খেলে যথা প্রীত মনে
তুমিও মানব-মনে খেলাও তেমন !

এই আছ, এই নেই, ফিরে ক্ষণকাল
ঈষৎ চঞ্চল-ভাবে থাকিয়া আড়াল,
চুপি চুপি দেখা দিয়ে চঞ্চল করিয়া হিয়ে,
আবার লুকাও কোথা তব লীলা-জাল !

দেখাও কতই রঙ্গ লহরী তুলিয়া,
কত বেশে দেখা দাও ভুলায়ে ভুলিয়া।
উধাও গগন-কোলে উঠিয়া কখন।
সঙ্গে করি ল'য়ে চল দেখাও কত উজ্জ্বল
কতই নক্ষত্র-মালা কতই ভুবন।

এই দীপ্ত-প্রভাজালে জড়িত করিয়া
অনন্ত হৃদয়ক্ষেত্রে অনন্তে তুলিয়া,
দেখাও কতই লীলা কতই লহরী।
তপনের সঙ্গে সঙ্গে ভুবন ঘুরিয়া রঙ্গে
কত ভঙ্গিমার ভঙ্গে, হে চিন্তা সুন্দরী।

আবার ধরণীধামে নামায়ে, চপলে
ঘুরায়ে পৃথিবীময় সাগর অচলে
কতরূপ ধরি চিন্তা কর রে ভ্রমণ—
নগর তটিনী বন কান্তার মরু ভুবন
চিত্রিত করিয়া চিত্তে কর রে রঞ্জন !

নিশাকালে পুনরায় উল্লাসে অবশা
নিদ্রাগত ভাববৃন্দে জাগায়ে সহসা
বিরাজ হৃদয়ক্ষেত্রে, ওলো সুরঙ্গিণি
কখনও উজ্জ্বল হাস কখনও বা পরকাশ
ভয়ঙ্করী কালিমায় ঘোর কলঙ্কিনী !

কখনও বা দিবাভাগে জাগ্রতে স্বপনে
সজ্জন পদাঙ্ক-লেখা লিখিয়া কিরণে
আনন্দে নাচায়ে মন, ছুটিয়া বেড়াও।
তখনি মুছিয়া তায় কুপথের দোলনায়
ইন্দ্রিয়-খেলন ল'য়ে আনন্দে খেলাও।

কখনও নৃপতিভাবে বসাও আসনে
কখনও-সুযশোমাল্য সহাস্য বদনে
গ্রীবাতে পরায়ে দাও—পুনঃ কতক্ষণে।
সঙ্গে করি নিরাশায় ধীরে ধীরে পায় পায়
আসিয়া দেখাও ভয় ওলো কুলক্ষণে।

কখনও সহসা আসি হও লো উদয়
লইয়া শাসন-রীতি নানা লীলাময়
কত ভবিষ্যের পট প্রসারিত রয়,
উৎসুক নয়ন-পথে তোল কত মনো[রথে]
জড়িত কতই আশা কত খেদ ভয়।

কার রাজ্য কেন হয় কিসে হয় যায়।
উদয় অস্তের গতি কিরূপে কোথায়,
কতবার কানে কানে শুনাইলে হায়,
হে চিন্তা তরঙ্গবতী, মানবের দুঃখ-গতি
ফেরে না কি ফিরাইলে নূতন প্রথায় ?

কত জ্ঞান ও সুন্দরী, খেলার ভঙ্গিমা—
কত নৃত্য, বাদ্য, গীত, কতই রঙ্গিমা—
ভুলাতে ধর গো তুমি কতই মহিমা।
এই আপনার তরে পরাণে কেমন ক'রে
আবার হৃদয়পরে পরের প্রতিমা।

শুধু কি আমার চিত্তে এরূপে খেলাও
কিংবা সকলেরি মন এমনি ভুলাও
বাঁধি সুক্ষ্মতম ডোরে----হাসাও কাঁদাও ?
বল লীলাময়ী চিন্তে সবারি কি মন-বৃন্তে
এমন ভাবন-ফুল নিয়ত ফুটাও ?

অন্ধকারে আততায়ি লুকায়ে যখন
আপন নিরীক্ষ্য জনে করে দরশন
যখন সে ভীম অস্ত্র করে উত্তোলন,
তখনও কি তার মনে থাক তুমি সেইক্ষণে
শুনাও তাহার কানে তোমার ক্রন্দন ?

কি বল রে, চিন্তা, তুমি তাহার শ্রবণে
নন্দন শুইয়া যার মৃত্যুর শয়নে
হেরে পিতামাতা-মুখ যেন বা স্বপনে
কি বল রে সে পিতায়, সে মায়েরে কি প্রথায়
দেখা দাও বহুরূপী, কি রূপ ধারণে ?

কিরূপে বা দেখা দাও নবীন প্রণয়ী
দম্পতি নিকটে তুমি, যবে মায়াময়ী
সুখের লহরী চলে মৃদুমন্দ বহি।
অথবা নিকটে যবে শিশু আসে হাস্যরবে
হে চিন্তা, তখন তুমি কিবা লীলাময়ী ?

অনন্ত আকাশ প্রায় অনন্ত তুই রে চিন্তা
অকূল কালের মত বহ তুমি অবিরত
আদি কোথা কে জানে রে তো[মার]

অনন্ত আকাশ প্রায় অনন্ত তুই রে চিন্তা ?
জানি না রে কত কাল ধরার সৃজন,
জানি না কতই যুগ মনুষ্যজীবন
চলেছে এ ধরাতলে— কিরূপে কেন বা চলে
জানি কিন্তু চিন্তা তুই করিস্ ভ্রমণ,

এইরূপে চিরকাল মনের মন্দিরে ,
হাসায়ে কাঁদায়ে রাজা কিবা সে বন্দীরে ;
না জানিস্ জাতিভেদ, না মানিস্ বেদাবেদ
কাফের, মোগল, হিন্দু সবে তোর বন্দী রে !

কালাকাল নাহি তোর, স্থানাস্থান জ্ঞান
পৃথিবী, পর্ব্বত, নদ, আকাশ, গীর্ব্বাণ
সকলি আশ্রয় তোর নিশি, সন্ধ্যা, দিবা, ভোর
চপলার মত খেলা প্রদীপ্ত নির্ব্বাণ ।

হে চিন্তা, কৈকেয়ী নিকটে যবে আসি দশরথ
পূর্ণ কৈল সত্যব্রত পূরি মনোরথ,
ছিন্ন করি মায়াদামে অরণ্যে প্রেরিলা রামে
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন ?
কৃষ্ণের মায়ার জালে পাণ্ডব-মহিলা
সভাতে আইলা যবে ভীতা লজ্জাশীলা,
ফেলিলা নেত্রের জল কাঁদায়ে পাণ্ডবদল
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন ।
যখন "কার্থেজ ভস্মে" বসি "মেয়ারস" *
হেরিলা অতল-তলে অস্তগত যশ
রোমক ব্রহ্মাণ্ড লাভ আশা ইচ্ছা তিরোভাব
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন !

যবে "এণ্টয়িনেট" * তুলি রাজত্ব-স্বপন
এক ত্রিজামার কালে দুরন্ত উদ্বেগজালে
যৌবনে পলিত কেশ করিলা ধারণ !

হে চিন্তা, অনন্ত অদ্ভুত তোর লীলার বিভঙ্গ
ক্ষণকাল নহ ক্ষান্ত মুহূর্ত্তেক নহ শ্রান্ত
মানব-হৃদয়-তটে খেলায়ে তরঙ্গ--
বহুরূপী রূপ ধরি করিতেছ রঙ্গ ।

ইউরোপ এবং আসিয়া ।

আবার উঠিছে অই রণবাদ্য ঘোষণা ।
শোন হে ভারতবাসী কি উল্লাস পরকাশি
হিন্দুকুশ † চূড়ে আজি বৃটিশের বাজনা ॥
এ নয় দামামা ডঙ্কা ঝাঁঝরির ঝনঝনা
আতঙ্কে "আসিয়া কাঁপে, বাজিছে সমর দাপে—
নাচায়ে বীরের পদ ঢালিয়া উৎসাহ মদ
বাজিছে 'বৃটিশ ব্যাণ্ডে' বিজয়ের বাজনা ।

উড়িল পাঠান রাজ্য ইংরাজের ফুৎকারে-—
সমভূম ভস্মছার অর্দ্ধেক 'বালাহিদার'
"সুতরগর্দ্দান"—শিরে "হাইলন্দর" বিহারে ।
"সের আলি" "ইয়াকুব" "দোরাণী" আফগান
"খিলিজি" "হেরাটী" দল পদে দলি ছোটে বল—
অশ্বারোহী, পদাতিক "আইরিশ" গুর্খা, শিখ,
পাহাড় পর্ব্বত ছিঁড়ে দৌড়ে তোপখানা ।
ইংরাজ আফগানে খালি নহে এই যোঝনা !
জানিহ ভারতবাসী "ইউরোপ" "আসিয়া" আসি
এ রণ-তরঙ্গে ভাসি কৈল শক্তি তুলনা ।

---

* সল্লা এবং মেয়ারস্ একসময়ে রোমক-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বনিয়ন্তা ছিলেন। উহাদের পরস্পরের প্রতিযোগিতানিবন্ধন মেয়ারস্ রোম হইতে পলাইয়া যান এবং ভস্মীভূত কার্থেজ নগরীর ভস্মরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া আপনার বিলুপ্ত ঐশ্বর্য্য ও কার্থেজের অস্তগত তেজ এবং ঐশ্বর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণকে শান্ত করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রদেশীয় পীটের অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তার প্রেরিত এক জন চর তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত হওয়ায় মেয়ারস তাহাকে এইরূপ উত্তর করেন—তোমার প্রভুকে এইমাত্র বলিও যে, তুমি মেয়ারসকে কার্থেজের ভস্মরাশিতে উপবিষ্ট দেখিয়া আসিয়াছ ।

* অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজবিপ্লবের সময় বিদ্রোহী প্রজারা তখনকার ফরাসীনৃপতি "ষোড়শ লুয়ের" এবং তাঁহার লাবণ্যবতী যুবতী ভার্য্যা "মেরি এণ্টয়িনেটের" শিরশ্ছেদন করে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহারা দুই জনেই কারারুদ্ধ হন। কারাবাসের সময় রাজ্ঞী এণ্টয়িনেট এরূপ উৎকট চিন্তায় দগ্ধ হইয়াছিলেন যে, এক রাত্রের মধ্যেই তাঁহার কেশকলাপ জরাজীর্ণের ন্যায় শুক্লবর্ণ হয়।

† আফগানস্থানের উত্তরসীমাস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী।

তুলনা করিল শক্তি পুনরায় দু'জনে
হের তুরস্কের গায় "প্লেভানা" দুর্গ (১) যেথায়
চকমকি ধরণীতল শিরে বাঁধি যশোজ্জ্বল
লুটাইল "আসমান" (২) রুসিয়ার চরণে।

লুটাইল "জুলুরাজ" (৩) পশুরাজ বিক্রমে।
বুঝিয়া ইংরাজ সনে দুর্জ্জয় সমর-পণে
ঘুচাইল বন্যজাতি 'আফ্রিকার' বিভ্রমে!

লুটে "গোলন্দাজ" পায় এখনও "সভায়"(৪)
"আচিনী" (৫) সমর প্রিয় হারায়ে সর্ব্বস্ব স্বীয়
লুটিয়াছে বার বার ব্রহ্ম, পারশিক আর
চীন, শ্যাম, আরবীয়, ইউরোপের পায়।

পূর্ব্বে যথা হিমালয় অধিবাসী দেবতা
করিল অসুরে জয় ঐশ্বরিক প্রতিভায়
যার তরে আর্য্যজাতি-খ্যাতি আজও জাগ্রত।
সেই ঐশ্বরিক তেজে, এ ধরণীমণ্ডলে
উন্নত উন্নতি-পথে, সদা সিদ্ধ মনোরথে
বিজ্ঞান বিদ্যুতাভাসে দুর্জ্জয় দ্যুতি প্রকাশে,
চলেছে ইউরোপবাসী উপহাসি অচলে!

বেঁধেছে পৃথিবী-অঙ্গ লৌহপাত প্রসারি
পবনে শকটে বাঁধি চলেছে উড়ায়ে আঁধি
ফেলেছে ধরণী-পৃষ্ঠে লতা যেন বিথারি!

শূন্য হ'তে টানি আনি উন্মাদিনী দামিনী
আজ্ঞাবহা করি তায় ঘুরাইছে বসুধায়
খেলাইছে সে লতায় কিবা দিবা-যামিনী।
খুলিতে বাণিজ্যপথ মিলাইছে সাগরে
অন্য সাগরের জল ভেদ করি মহীতল
ভূধর বালুকামাঠ— দূর করি অন্তরে।

নদীর উপরে নদী সশরীরে তুলিয়া
চলেছে দেখায়ে পথ কোথা বা সে ভগীরথ!
উপরে অর্ণবপোত ধারাবাহী বহে স্রোত
জঠরে প্রশস্ত পথ দুই কূল ঘুরিয়া।

কি গড়েছ, হে বিশাই, এ সবের তুলনা।
দেবতার শিল্পী তুমি হের দেখ মর্ত্ত্যভূমি
নির্ভয়ে চলেছে তব স্বর্গে দিতে লাঞ্ছনা।
শোন হে গর্ব্বিত বাণী কি বলিছে বদনে
শূন্য পথে বায়ু স্রোতে
চালাবে মারুত-পোতে
জলে যথা জলযান
শূন্যে তথা ভ্রাম্যমাণ
কর্ণদণ্ড পাল তুলি গগনে গহনে।

না দিবে থাকিতে রোদ ধরাতল আকাশে
না কাটি "পানেমা" চল (১)
সসজ্জ তরণীদল
"অতলন্ত" সিন্ধু (২) হ'তে উর্দ্ধে তুলি বাতাসে
নামায়ে "শান্তসাগরে" পূর্ব্বভাবে ভাসাবে
স্থির করি চপলায়,
নগর-নগরী কায়
ফুটায়ে সূর্য্য-আকারে,
ঘুচায়ে নিশি আঁধারে,
ইচ্ছামত ক্ষণপ্রভা দামিনীরে হাসাবে।

বল হে "আসিয়া খণ্ড" অধিবাসী যাহারা
অর্দ্ধভাগ ধরাতল
তোমাদের বাসস্থল—
কোন্ পথে—কি উদ্দেশে চলেছ হে তোমরা॥
"ইউরোপ" ব্রহ্মাণ্ডজয়ী যে বীর্য্যের ধারণে
শরীরে কিবা অন্তরে
কোন্ অংশ তার ধ'রে
বিরাজিত এ জগতে?
সাধিতে কোন্ ব্রতে?
চ'লেছ কালের সঙ্গে কি চিন্তার মগনে?
অদৃষ্টে নির্ভর করি নামিতেছে পাতালে।
"ইউরোপ" বাঁধিতেছে সিঁড়ি
আকাশ ভূধর ছিঁড়ি—
কেবল উর্দ্ধেতে গতি দিবা সন্ধ্যা সকালে।

---

(১) পূর্ব্বে রুসিয়ার ও তুর্কিদিগের সহিত এই-খানে শেষ যুদ্ধ হয়। (২) তুর্কিসেনাপতি। (৩) দক্ষিণ আফ্রিকার "জুলু" নামক অসভ্য জাতির রাজ-খিতাব। (৪) যবদ্বীপ। (৫) বহুকাল যাবত গোলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্প্রতি পরাজিত হইয়াছে।

(১) উত্তর দক্ষিণ আমেরিকার স[illegible] যোজক।

(২) ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার ম[illegible] মহাসাগর। (৩) আসিয়া এবং উত্তর আমেরি[illegible] মধ্যস্থ মহাসাগর।

তোমাদের দিবা সন্ধ্যা প্রাতঃকাল রজনী
সকলি সমান জ্ঞান।—
আছে কি না আছে প্রাণ,
অন্ধ অথর্ব্বের প্রায়
ডাক খালি বিধাতায়,
বলিলে অদৃষ্টে দোষী তুষ্ট হবে তখনি।
কি দোষ রে বিধাতার—কিবা দোষ প্রাক্তনে,
কি না বল, দিলা বিধি?
করিতে ধরার নিধি
বিধাতার সাধ্য যাহা দিয়াছে এ ভুবনে।

দিয়াছে এতই এরে কখন স্বপনে
"ইউরোপ" না হেরে তায়
বল হে কোথা সেথায়
এমন পর্ব্বত নদ,
এমন দাক, নীরদ,
এত খনি-জাত ধাতু, এত শস্য রতনে?
কোথায় সেখানে হায়, হেন রশ্মি পতনে?
এত জাতি ফুল ফল
এমন নিশি শীতল,
দেখেছে পাশ্চাত্য কোথা হেন শশি-কিরণে?
সকলি দিয়াছে বিধি অভাব যা কেবলি—
আমাদের হৃদিতলে
সে স্রোত নাহিক চলে
আশ্রয় করিয়া যায়
পাশ্চাত্য আগুনে ধায়—
বাঁচিতে—মরিতে হায়, জানি না রে কেবলি।

অই দেখ জানে যারা করিতেছে ঘোষণা—
শোন হে "আসিয়া" বাসী
কি উল্লাস পরকাশি
"হিন্দুকুশ"-চূড়ে বাজে বৃটিশের বাজনা।
এ নয় দামামা ডঙ্কা ঝাঁঝরির ঝননা,
আতঙ্কে মেদিনী কাঁপে—
বাজিছে সমর-দাপে—
নাচায়ে বীরের পদ
ঢালিয়া উৎসাহ-মদ—
বাজিছে "বৃটিশ ব্যাণ্ড" বিজয়ের বাজনা।

যমুনাতটে।

(১)

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কল কল করে ধীরে তরঙ্গিণী-জল।
কুসুম, পল্লব, লতা নিশার তুষারে
শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকির পাঁতি শোভে তরুশাখাপরে
নিবিবিলি ঝিঁ ঝিঁ ডাকে জগত ঘুমায়,—
হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি,
হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভাসি যায়।

(২)

কে আছে এ ভূমণ্ডলে, যখন পরাণ
জীবন-পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশান
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে,
তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথজ্যোতি বিমল আকাশে,
প্রশস্ত নদীর ওই পর্ব্বত-উপরি,
কার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে।
কি সুখ যে হেনকালে, গৃহ ছাড়ি বনে গেলে,
সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হুতাশে।

(৩)

ভাসায়ে অকূল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
হুহু ক'রে দিবানিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি,
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশীথে,
শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।
না জানি মানব-মন, হয় হেন কি কারণ
অনন্ত চিন্তার গামী বিজন ভূমিতে।

(৪)

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী?

কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলে
শমন করিয়া চুরি নিয়াছে যাহায় ?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জ্বলে,
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার ব্যথায় ?
কেন বা উৎসবে মাতি থাকি কভু দিবারাতি
আবার নির্জ্জনে কেন কাঁদি পুনরায় ?

(৫)

বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম আত্মবন্ধুজন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না।
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি হৃদয় পূরিল,
কত ভাঙ্গি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
কত হাসি কত কাঁদি প্রাণ জুড়াইল।
রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ,
বৃন্তভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল।

হতাশের আক্ষেপ।

(১)

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে।
কাঁদাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,
গগনমাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে।
তারে যে পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,
জ্বলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে।
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে !

(২)

অই আশা অইথানে এই স্থানে দুই জনে,
কত আশা মনে মনে কত দিন করেছি !
কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি।
পরে সে হইল কার, এখন কি দশা তার,
আমারি কি দশা এবে কি আশ্বাসে রয়েছি।

(৩)

কৌমার যখন তার বলিত সে বারংবার,
সে আমার আমি তার, অন্য কারো হবো না।
ওরে দুষ্ট দেশাচার কি করিলি অবলার
কার ধন কারে দিলি, আমার সে হলো না।

(৪)

লোক-লজ্জা-মান-ভয়ে, মা বাপ নিদয় হয়ে
আমার হৃদয়-নিধি অন্য কারে সঁপিল।
অভাগার যত আশা জন্মশোধ ঘুচিল।

(৫)

হারাইনু প্রমদায় তৃষিত চাতক-প্রায়,
ধাইতে অমৃত আসে বুকে বজ্র বাজিল—
সুধাপান অভিলাষ অভিলাষ(ই) থাকিল।
চিন্তা হলো প্রাণাধার প্রাণতুল্য প্রতিমার
প্রতিবিম্ব চিত্রপটে চিরাঙ্কিত রহিল,
হায় কি বিচ্ছেদ-বাণ হৃদয়েতে বিঁধিল।

(৬)

হায়, সরমের কথা, আমার স্নেহের লতা,
পতিভাবে অন্যজনে প্রাণনাথ বলিল ;
মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল।

(৭)

তদবধি ধরাসনে, এই স্থানে শূন্যমনে
থাকি প'ড়ে ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা,
কি যে ভাবি দিবানিশি, তাও কিছু জানি না।
সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মান অপমান—
আরে বিধি তারে কি রে জন্মান্তরে পাব না ?

(৮)

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুনঃ দেখা হলো
দেখে বুক বিদারিল, কেন তারে দেখিলাম।
ভাবিতাম আমি দুঃখে প্রেয়সী থাকিত সুখে
সে ভ্রম ঘুচিল, হায়, কেন চক্ষে দেখিলাম।

(৯)

এইরূপে চন্দ্রোদয়, গগন তারকাময়
নীরব মলিনমুখী অই তরুতলে রে ;
একদৃষ্টে মুখপানে, চেয়ে দেখে চন্দ্রানন
অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরে রে,
কেন সে দিনের কথা পুনঃ মনে পড়ে রে ?

(১০)

সে দেখে আমার পানে, আমি দেখি তার পানে
চিত্তহারা দুই জনে বাক্য নাহি সরে রে,
কতক্ষণে অকস্মাৎ "বিধবা হয়েছি নাথ"
ব'লে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়া পড়ে রে !

(১১)

বদন চুম্বন ক'রে রাখিলাম ক্রোড়ে ধ'রে,
শুনিলাম মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বলে রে—
"ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী,
ফিরে জন্মে প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে।"
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!

কালচক্র।

বারেক এখনও কি রে দেখিবি না চাহিয়া—
উন্নত গগন'পরে
ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল ক'রে
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতিঃ ধরিয়া!
মানবে দেখায়ে পথ
চলেছে তড়িতবৎ
প্রভাতিয়া ভবিষ্যৎ ভূমণ্ডল ভাতিয়া।

হেরে সে নক্ষত্র-ভাতি
দেখ রে মানজাতি
ছুটেছে তাদের সনে
আনন্দ-উৎসাহ-মনে
নিজ নিজ উন্নতির জয়পত্র বাঁধিয়া।

চলেছে চাহিয়া দেখ
বোদ্ধা যোদ্ধা এক এক
কাল পরাজয় করি দেবমূর্ত্তি ধরিয়া।

জলধি, পৃথিবী, মেরু,
প্রতাপে হয়েছে ভীরু,
অবাধে পরিছে পাশ পদতলে পড়িয়া।

চলেছে বুধমণ্ডলী
নরে করি কুতূহলী,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা
ছিঁড়িয়া আনিছে তারা
শূন্য হ'তে ধরাতলে জ্ঞান-ডোরে বাঁধিয়া।

আকাশ পাতাল গত
পঞ্চভূত আদি যত
প্রকৃতি ভয়েতে ক্রত দেখাইছে খুলিয়া।

দেবতা অসুরগণ
ক্রমে হয় নিদর্শন
ঈশ্বরের সিংহাসন উঠিতেছে কাঁপিয়া।

সরস্বতী কুতূহলা,
সাহিত্য-দর্শন কলা
স্বহস্তে সহস্রমালা দিতেছেন তুলিয়া,

কমলা অজস্র ধারে
ভাঙ্গিয়া নিজ ভাণ্ডারে
ধনরাশি স্তূপাকারে দিতেছেন ঢালিয়া।

কবিকুল কোলাহলে
মুখে জয়ধ্বনি ব'লে
উন্নতি তরঙ্গ সঙ্গে
ছুটিছে অশেষ রঙ্গে,
স্বজাতি-সাহস কীর্ত্তি উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া।

অই দেখ অগ্রে তার
পরিয়া মহিমা-হার
চলেছে ফরাসীজাতি ধরা স্তব্ধ করিয়া।

অস্থির বাসনাবলে—
স্থাপিত অবনী তলে
সমাজ শৃঙ্খলমালা নবসূত্রে গাঁথিয়া।

চলেছে রে দেখ চেয়ে
শতবাহু প্রসারিয়ে
অর্দ্ধ সসাগরা ধরা অলঙ্কারে ভূষিয়া।

আমেরিকাবাসীগণ
নদ গিরি প্রস্রবণ
জলনিধি, উপকূল লৌহজালে বাঁধিয়া।

অই শোন ঘোরনাদে
পূরাতে মনের সাধে
পুরুষিয়া মল্লবেশে উঠিতেছে গর্জ্জিয়া।

বিনতা-নন্দন সম
ধ'রে নিজ পরাক্রম
দেখ রে আসিছে রুস বসুমতী গ্রাসিয়া!

ইতালি উতলা হয়ে
স্ব-কিরীট শিরে লয়ে
আবার জাগিছে দেখ হুহুঙ্কার ছাড়িয়া।

বিস্তারিয়া তেজোরাশি
দেখ রে বৃটনবাসী
আচ্ছন্ন করেছে ধরা,
মরুদ্বীপ সসাগরা,
যত দূর প্রভাকর-কর আছে ব্যাপিয়া।

প্রকাশি অসীম বল,
শাসিছে জলধিতল,
শিরে কোহিনুর বাঁধা মদগর্ব্বে মাতিয়া।
তবুও বাবেক কি রে দেখিবি না চাহিয়া—

হতভাগ্য হিন্দুজাতি?
শোভে কি নক্ষত্র ভাতি
উন্নত গগনপথে ধরাতল ভাতিয়া?

ছিল সাধ বড মনে
ভারত(ও) ওদেবি সনে
চলিবে উজলি মহী করে কর বাঁধিয়া;

আবার-উজ্জ্বল হবে
নব প্রজ্বলিত ভাবে
ভারত উন্নতি-স্রোতে চলিবে রে ভাসিয়া।

জন্মিবে পুরুষগণ,
বীব যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভাবত নাম ক্ষিতিপৃষ্ঠে আঁকিয়া।

সে আশা হইল দূর,
নীরব ভারতপুর;
এক জন (ও) কাঁদে না রে পূর্ব্বকথা ভাবিয়া।

এ ক্ষিতিমণ্ডলমাঝ,
আর্য্য কি রে নাহি আজ
শুনায় সে রব কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া।

সে সাধ ঘুচেছে হায়!
আয় মা জননী আয়,
লয়ে তোর মৃতকায়
মিটাই মনের সাধ মনে মনে কাঁদিয়া।

উন্মাদিনী।

১

অঙ্গে মাথা ছাই, বলিহাবি যাই,
কে রমণী অই পথে পথে গাই,
চলেছে মধুর কাকলী ক'রে।
কিবা উষাকাল, দিবা দ্বিপ্রহর,
বীণা ধ'রে করে ফিরে ঘরে ঘর,
পরাণে বাঁধিয়া মিলায়ে সুতান,
গায় উচ্চসুরে সুললিত তান,
উতলা করিয়া কামিনী নরে।
অঙ্গে মাথা ছাই বলিহারি যাই,
কে রমণী অই পথে পথে গাই,
চলেছে মধুর কাকলী ক'রে।
নয়নের কোণে চপলা খেলিছে,
নিতম্বেব নীচে চিকুর দুলিছে,
করুণা মাথান বদনের ছাঁদ
যেন অভিনব অবনীর চাঁদ,
কটি, কর, পদে ছড়ান মাধুবী
গেরুয়া বসনে তনুয়া আবরি
চলেছে সুন্দরী ভাবনা-ভরে।
বলি হারি যাই! অঙ্গে মাথা ছাই,
কে রমণী অই পথে পথে গাই,
চলেছে মধুর কাকলী ক'রে।

(২)

অই শুন গায়, প্রাণের জ্বালায় —
"পাব না, পাব না, পাব না কি তায়,
নাহি কি বিশাল ধরণী-ভিতরে,
যেথানে বসিয়া স্নেহের নির্ঝরে,
মিটাই পিপাসা জুড়াই পরাণ,
দেখাই কিরূপ নারীর পরাণ,
প্রণয়ের দান হৃদয় পরে!

যেথানে বহে না কলঙ্কের শ্বাস,
কাঁদাতে প্রণয়ী ঘুচাতে উল্লাস,
বায়ুতে, তরুতে, মাটীতে, আকাশে,
যেথানে মনের সৌরভ প্রকাশে,
ঘরের, পরের, মানের ভাবনা,
লোকের গঞ্জনা, প্রাণের যাতনা,
যেথানে থাকে না সথার তরে!

(৩)

"কিবা সে বসন্ত, শরৎ, নিদাঘ,
নয়নে নয়নে নব অনুরাগ
ওঠে নিতি নিতি ফোটে অভিলাষ,
নিশিতে যেমন কাননে প্রকাশ,
কলিকা-কুসুমে ফুটাতে শশী ॥
দিবা, দণ্ড, পল, প্রভাত, যামিনী
বার, তিথি, মাস, নক্ষত্র, মেদিনী,
থাকে না প্রভেদ, প্রণয়-প্রমাদে
হেরি পরস্পর মনের অবাধে,
জীবনে পরাণে মিশিয়া দুজনে
নেহারি আনন্দে সুখের স্বপনে—
নয়নে নয়ন, গণ্ডে গণ্ডতল,
করে করযুগ, কণ্ঠে কণ্ঠস্থল,
যেন পরিমল পবন-হিল্লোলে,
যেন তরু-লতা তরু-শাখা কোলে,
যেমন বেণুতে বাণীর সুস্বর,
যেমন শশীর কিরণে অম্বর,
তেমনি অভেদ দুজনে মিশিবা,
তনু মন প্রাণ, তনু মনে দিয়া,
ভুলে বাহ্যজ্ঞান ত্যজে নিদ্রা ক্ষুধা,
পান করি সুখে আনন্দের সুধা,
অগাধ প্রেমের সাগরে বসি !

(৪)

"ত্যজে গৃহবাস হয়ে সন্ন্যাসিনী,
ভ্রমি পথে পথে দিবস-যামিনী,
আকাশের দিকে অবনীর পানে,
দেখি অনিমিষে আকুল পরাণে,
জবাসম রবি, শ্বেত সুধাকর,
মৃদু মৃদু আভা তারকা সুন্দর,
তরু, সরোবর, গিরি, বনস্থল,
বিহঙ্গ, পতঙ্গ, নদ, নদী, জল,
যদি কিছু পাই খুঁজিয়া তাহাতে,
স্নেহের অমিয়া হৃদয়ে মাখাতে,
যদি কিছু পাই তাহারই মতন,
হেরিতে নয়নে করিতে শ্রবণ,
দেবতা মানব নারী কি নরে।
সুখে থাকে তারা সুখে থাকে ঘরে,
পতি-পদতল বক্ষঃস্থলে ধ'রে,
বিবাহিতা নারী—সখের খেলনা,
খায় দায় পরে নাহিক ভাবনা,
জানে না, ভাবে না প্রণয় কেমন,
প্রাণের বল্লভ পতি কিবা ধন,
ইহারাই সতী—বিঘত-প্রমাণ
আশা, রুচি, স্নেহ ইহাদের প্রাণ—
নারীর মাহাত্ম্য রমণীর মন
কত যে গভীর ভাবে কত জন,
প্রণয় কি ধন নারীর তরে ?

(৫)

"আমি মরি ঘুরে পৃথিবী-ভিতরে,
প্রাণের মতন প্রাণনাথ তরে,
কই—কই পাই পূরাতে বাসনা ?
পেয়ে নাহি পাই হার কি যাতনা !
আরে মত্ত মন, সে অনিত্য আশা
ত্যজ, ধৈর্য্য ধর মুখে ভালবাসা
ধ'রে গৃহ কর ক'রে পরিণয়
না থাকিবে আর কলঙ্কের ভয়,
পাবি অনায়াসে পতি কোন জন,
পাবি অনায়াসে অন্ন আচ্ছাদন,
তবে মিছে কেন এত বিষাদ ?
জলিতে না হয় পুড়িয়া পুড়িয়া,
পরাণ হৃদয় প্রণয় স্মরিয়া,
সাহারার মরু তপনে যেমন,
কিংবা অগ্নিগিরি-গর্ভে হুতাশন,
জ'লে জ'লে পুড়ে উঠিবে যখন,
হৃদয় পাষাণে রাখিব চাপিয়া,
মরিব না হায় মরমে ফাটিয়া,
তবু ত পুরিবে লোকের সাধ।
সুখে থাকে তারা জানে না কেমন
প্রাণের বল্লভ সখা কিবা ধন,
মনের সুখেতে থাকে রে ঘরে !"
বলিতে বলিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
চলিল সুন্দরী নয়ন মুছিয়া,
গাহিয়া মধুর মৃদুল স্বরে !

(৬)

"কেনই থাকিব কিসের তরে,
তনু বাঁধা দিয়ে গৃহের ভিতরে ?
কারাবন্দী সম চির-হতাশ্বাস,
কেনই ত্যজিব এমন বাতাস,

এমন আকাশ রবির কিরণ,
বিশাল সরণী, রসাল কানন,
প্রাণি-কোলাহল বিহঙ্গের গান,
সাধের প্রমাদ—স্বাধীন পরাণ;
কেনই ত্যজিব? কাহার তরে?
ত্যজিতাম যদি পেতাম তাহায়,
যারে খুঁজে প্রাণ ভুবন বেড়ায়,
যাহার কারণে নারীর স্বভাব
করেছি বর্জ্জন, কলঙ্কের হার
পরেছি হৃদয়ে বাসনা ক'রে।
"কোথা প্রাণেশ্বর, কই সে আমায়
কিসের কলঙ্ক—সুধার আধার—
সুধার মণ্ডলে সুধারই শশাঙ্ক,
এসো প্রাণনাথ—নহে ও কলঙ্ক
তোমা লয়ে সুখে থাকি হে কাছে।
তবুও এলে না?—বুঝেছি বুঝেছি;
এ জীবনে আর পাব না জেনেছি;
যখন ত্যজিব মাটীর শিকল
ভ্রমিব শূন্যেতে হইয়া যুগল,
হরিহররূপে তনু আধ আধ,
তখনি মিটিবে মনের এ সাধ,
রবির মণ্ডলে চাঁদের আলোকে,
কৈলাস-শিখরে শিব-ব্রহ্ম লোকে,
বরুণের বারি, পবনের বায়ু
এই বসুন্ধরা প্রাণী, পরমায়ু,
হেরিব সুখেতে পুলকে ভ্রমিয়া,
আধ আধ তনু একত্র মিশিয়া,
তখনি মিটিবে মনের সাধ!—
তখন পৃথিবী সাধিস্ বাদ,
তুলিস্ কলঙ্ক যতই আছে!"

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী?

(১)

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী?
যৌবনের সুধাময়ী সুধাতরঙ্গিণী?
এই কি সে করতল শিরীষ-কোমল,
ধরিতে হৃদয়ে যাহা হয়েছি পাগল?
এই কি সে প্রাণহারা চোরা প্রিয় আঁখি?
সাধ্য নাহি ছিল যারে ক্ষণে ধ'রে রাখি।
এই কি রে সেই তনু স্বর্ণ জিনি যায়
লাবণ্য ঝরিত অঙ্গে—এই সে আমায়?
পালঙ্ক-উপরে নারী পার্শ্বদেশে বসি তারি
ধীরে কোন প্রৌঢ়জন বলে;
অলকার কেশগুলি ধীরে ধীরে করে তুলি
ঘরে দীপ ধিকি ধিকি জ্বলে।

(২)

সাধের সামগ্রী যত, সকলি হেথায়
এইরূপে কলঙ্কিত কালের মলায়।
সোনার বিগ্রহে যদি পূজ এক দিন,
সেও রে পরশ-দোষে হয় রে মলিন!
হীরকে কাটিয়া কর চিকণ দর্পণ,
তাতেও কালের ছায়া কালেতে পতন!
কত শোভা পদ্মদলে জলে যবে ভাসে,
পরশ বারেক তারে—তারো শোভা হ্রাসে।
সংসারের সুখপদ্ম নারীও শুকায় সদ্য
পুরুষের দরশ পরশে।
বলে আর ফিরে ফিরে নেহারে নেহারে ধীরে
নারী-আস্য নিদ্রার সরসে।

(৩)

প্রবেশি সংসারে যবে—কি সুখের কাল।
প্রকৃতির বুকে যেন সুবর্ণের জাল
যতনে ছড়ান ছিল, জড়ান তাহাতে
কত মোহকর চিত্র নয়ন জুড়াতে।
কিবা নিদ্রা কি স্বপন কিবা সে জাগিয়া,
সকলি নিরখি বুক উঠিত নাচিয়া,
ছুটিয়া বেড়াত প্রাণ আশার খেলায়,
ভাবিয়া মানসে এই তরুণী লতায়,
ভেবেছিনু সমুদয় পৃথিবীর সুখময়
নবতরু রোপেছি আনিয়া।
সে নবীন তরু এই হায় রে আমিও সেই
কোথা গেল সে আশা ভাসিয়া।

(৪)

"কেন নাথ কেন কেন" বলিয়া তখন
উঠিল রমণী সেই ত্যজিয়া শয়ন;
তুলিলা পরিয়া গলে বিগলিত হার
বলে "নাথ হের দেখ এখনও বাহার,
চারা গাছে পাতা ছিল এবে ফুল তায়
ফুটেছে কেমন দেখ পাতায় পাতায়,

কে বলেছে ফুরায়েছে সে সাধের আশা,
সেই তুমি সেই আমি সেই ভালবাসা।
মন দিয়ে খেল নাথ ফিরে হবে বাজি মাত
সেই খেলা আবার খেলিব,
সেই পুঁজি, সেই পণ, সেই প্রাণ, সেই মন,
প্রাণনাথ সকলি সে দিব।"

(৫)

"কি দিবি রে পাগলিনি, পাবি কি কোথায়?
সাধের বাগান ভাঙ্গা চেয়ে দেখ হায়!
ছায়া ক'রে ছিল তাহে যেই দুটি তরু,
বসিতাম তলে যার যবে ভার গুরু,
একটি তাহার হায়, সমূলে ভাঙ্গিয়া
গিয়াছে কোথায় চ'লে সঙ্গিনী ছাড়িয়া।
বল্মীকেতে জরজর নীরস শরীর
সেও হায় গত-প্রায় বজ্রাহত শির!
রোপিনু যে এত সাধে ফুল-তরু কাঁধে কাঁধে
ক'টি তরু আছে বল তার?
ক'টি বল ফুটে আছে দাঁড়াইলে কার কাছে
সেই ঘ্রাণ ছুটে পুনর্ব্বার!

(৬)

পাগলিনি কোথা পাবি সে শোভা আবার?
সে ফুলের মধু, বাস, এখন আবার!"
"কোথা পাব? এস নাথ দর্পণের কাছে,
দেখাই সে শোভা তব, এবে কোথা আছে!
কেন নাথ নাই কি হে?—এই ত সে সব
সেই চারু চাঁদমুখ, প্রাণের বল্লভ,
সেই ত অমিয়মাথা এখন(ও) তোমার,
নয়ন, বচন, হাসি—দর্পণ মায়ার!
সেই বাহুলতা এই অধরে সে তিল এই
তখনও যা ছিল নাথ, এখনও ত সেই,
সেই আমি সেই প্রাণ, হৃদয়েতে সেই গান,
তখন এখন কই প্রভেদ ত নেই।"

(৭)

"প্রভেদ কি নাই,—হায় হায় রে কপটী—
দেখ দেখি একবার নয়ন পালটি।
যৌবনের কুঞ্জবন কত ছিল তায়
সারী, শ্যামা, শুক পিক পাতায় পাতায়।
যতনে ডাকিলে কাছে হরিষে আসিয়া,
হৃদয়ে মাথায়, কোলে পড়িত লুটিয়া,
এখন(ও) কি সেই পাখী আছে কি সে সব?
সেইরূপে কাছে এসে করে কি রে রব?
কত উড়ে গেছে তার উড় উড় কত আর
কত হায় নীরবে বসিয়া,
অসুখে শাখীতে লুটে, ডাকিলে আসে না ছুটে
কাঁদে বসি সঙ্গীত ভুলিয়া।

(৮)

এখন বাজে না আর সে কুহক বাঁশী।
মোহিনী মায়ার মুখে—সকলি রে বাসী
নির্গন্ধ জগতে এবে, নির্গন্ধ হৃদয়,
বসন্তের বাসশূন্য ক্লীব আলয়।
যা ছিল স্নেহের মণি দিয়াছি বিলায়ে,
এখন ভিখারী কাচ না পাই কুড়ায়ে।
ভেঙ্গেছে প্রেয়সি, সেই আশার আরসী!
হাসিয়া, কাঁদি, খেলি বটে তবুও উদাসী।"
"তবুও উদাসী নাথ, কর দেখি দৃষ্টিপাত
বারেক এ শিশুর বদন।"
বলে তুলে আনি সুখে বাখিল স্বামীর বুকে
পুনঃ মায়া-নিগড়ে বন্ধন।

কামিনী-কুসুম।

(১)

কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে?
কোথায় এমন আর
কোমল-কুসুম হার
পরিতে দেখিতে ছুঁইতে আছে এ নিখিল ভূমে?
কোথা হেন শতদল
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে?
বঙ্গনারী-পুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে?

(২)

কি ফুলে তুলনা দিব, বল চূতমুকুলে?
কোথায় এমন স্থল
খুঁজিতে এ ধরাতল
যেখানে এমন মৃদু মৃদু ঝরে রসালে?
যেখানে এমন বাস,
নব রসে পরকাশ,
নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উথলে।
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা মুকুলে?

(৩)

মধুর সৌরভময় ভাব দেখি চামেলি
চালে কি অতুল বাস,
ফুল্লমুখে মৃদু হাস
তরুকোলে তনু বেখে, অলিকুলে আকুলি।
কি জাতি বিদেশীফুল
আছে তার সমতুল,
রাখিতে হৃদয়-মাঝে প'রে চিত্তপুতুলি?
বঙ্গকুলনারী এর তুলনাই কেবলি!

(৪)

কি আছে জগতে বেল-মতিযার তুলনা!
সরল মধুর প্রাণ,
সুধাতে মিশায়ে ঘ্রাণ
ভুলায় মুনির মন নাহি জানে ছলনা,
না জানে বেশ-বিন্যাস,—
প্রস্ফুটিত মুখে হাস
অধরে অমিয়া ধরি হৃদে পূরি বাসনা—
বঙ্গের বিধবা সম কোথা পাব ললনা?

(৫)

কে দেয় বিলাতী 'লিলি' নলিনীতে উপমা?
দেশে যে কুমুদ আছে
আসুক তাহারি কাছে
তখন দেখিবে বুঝে কার কত গরিমা।
বিধুর কিরণ-কোলে
কুমুদ যখন দোলে,
কি মাধুরী মরি তার কে বুঝে সে মহিমা?
কোথায় বিলাতী "লিলি" নলিনীর উপমা?

(৬)

কি ফুলে তুলনা তুলি বল দেখি চাঁপাতে?
প্রগাঢ় সুবাস যার
প্রেমের পুলকাগার,
বঙ্গবাসী রঙ্গরসে মত্ত আছে যাহাতে।
কোথায় ঈরাণী 'গুল,'
এ ফুলের সমতুল?
কোথা ফিকে 'ভায়োলেট' গন্ধ নাহি তাহাতে।
কি ফুল তুলনা দিতে আছে বল চাঁপাতে?

(৭)

কতই কুসুম আরো আছে বঙ্গ-আগারে—
মালতী, কেতকী, জাতি,
যামিনী, কামিনী পাতি,
টগর মল্লিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভে রে,
কে করে গণনা তার—
অশোক, আতস আর,
কত শত ফুলকুল ফোটে নিশি তুষারে—
সুধার লহরী বালা বঙ্গগৃহ-মাঝারে।

(৮)

কিবা সে অপরাজিতা নীলিমার লহরী!
লতায়ে লতায়ে যায়,
ভ্রমরে তুষি সুধায়,
লাজে অবনতমুখী, তনুখানি আবরি,
তাই এত ভালবাসি,
মেঘেতে চপলা হাসি—
কে খোঁজে রে প্রজাপতি, পেলে হেন ভ্রমরী,
মরি কি অপরাজিতা নীলিমার লহরী!

(৯)

এ মাধুরী সুধারস কোথা পাব কুসুমে,
কোথায় এমন আর,
কোমল কুসুম-হার,
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে, আছে এ নিখিল ভূমে
কোথা হেন শতদল
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চাহি মধুমাখা সরমে—
বঙ্গনারী-পুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে?

চাতক পক্ষীর প্রতি।

(১)

কে তুমি রে বল পাখী,
সোনার বরণ মাখি,
গগনে উধাও হয়ে,
মেঘেতে মিশিয়া রয়ে,
এত সুখে মধুমাখা সঙ্গীত শুনাও?

(২)

বিহঙ্গম নহ তুমি;
তুচ্ছ করি মর্ত্যভূমি;
জলন্ত অনল প্রায়,
উঠিয়া মেঘের গায়,
ছুটিয়া অনলপথে সুধাম ছড়াও?

(৩)

অরুণ-উদয়-কালে
সন্ধ্যার কিরণজালে
দূর-গগনেতে উঠি
গাও সুখে ছুটি ছুটি,
সুখের তরঙ্গে যেন ভাসিয়া বেড়াও ?

(৪)

আকাশের তারা সহ
মধ্যাহ্নে লুকায়ে রহ,
কিন্তু শুনি উচ্চৈঃস্বরে
শূন্যেতে সঙ্গীত ঝরে,
আনন্দ-প্রবাহ ঢেলে পৃথিবী জুড়াও।

(৫)

একাকী তোমার স্বরে
জগৎ প্লাবিত করে,
শরতের পূর্ণ-শশী
বিমল আকাশে বসি,
কৌমুদী ঢালিয়া যথা ব্রহ্মাণ্ড ভাসায়,

(৬)

কবি যথা লুকাইয়ে
হৃদয়ে কিরণ লয়ে,
উন্মত্ত হইয়ে গায়,
পৃথিবী মাতিয়ে তায়
আশা, মোহ, মায়া, ভয়, অন্তরে জুড়ায় ।

(৭)

রাজার কুমারী যথা
পেয়ে প্রণয়ের ব্যথা,
গোপনে প্রাসাদ'পরে
বিরহ সান্ত্বনা করে,
মধুর প্রেমের মত মধুর গাথায়।

(৮)

যেমন খদ্যোৎ জ্বলে
বিরল বিপিনতলে,
কুসুম তৃণের মাঝে
আতসী আলোক সাজে,
ভিজিয়া শিশির-নীরে আঁধার নিশায়।

৯

পাতায় নিকুঞ্জ গাথা
গোলাপ অদৃষ্ট যথা
সৌরভে লুকায়ে বয়,
যখন পবন বয়,
সুগন্ধ উথলি উঠি বায়ুরে ক্ষেপায়।

(১০)

সেইরূপ তুমি পাখী,
অদৃশ্য গগনে থাকি
কর সুখে বরিষণ
সুধাস্বর অনুক্ষণ
ভাসাইতে ভূমণ্ডল সুধার ধারায়।

(১১)

কেবা তুমি জানি নাই,
তুলনা কোথায় পাই,
জলধনু চূর্ণ হয়ে,
পড়ে যদি শূন্য ব'য়ে,
তাহাও অপূর্ব্ব, হেন নাহিক দেখায়।

(১২)

যত কিছু ভূমণ্ডলে
সুন্দর মধুর বলে—
নবীন মেঘের জল—
মুক্তা-মাখা তৃণদল—
তোমার মধুর স্বরে পরাজিত হয়।

(১৩)

পাখী কিংবা হও পরী,
বল রে প্রকাশ করি,
কি সুখ চিন্তায় তোর
আনন্দে হয়েছে ভোর ?
এমন আহ্লাদ আহা স্বরে দেখি নাই।

(১৪)

সুধা প্রণয়ের গীত
প্রাণ করে পুলকিত—
তারো সুললিত স্বর,
নহে এত মনোহর,
এত সুধাময় কিছু না হেরি কোথায়।

(১৫)

বিবাহ-উৎসব রব,
বিজয়ার জয়-স্তব—
তোর স্বর তুলনায়
অসার দেখি রে তায়-
মেটে না মনের সাধ পূর্ণ নাহি হয়।

(১৬)

তোর এ আনন্দময়
সুখ-উৎস কোথা রয়,
বন কিংবা মাঠ গিরি
গগন হিল্লোলে হেরি—
কারে ভালবেসে এত সুখ সমুদয়?

(১৭)

তুমিই থাক রে সুখে
জান না ঔদাস্য দুখে
বিরক্তি কাহারে বলে,
জান না রে কোন কালে,
প্রেমের অরুচি ভোগে হলাহল কত।

(১৮)

আমরা এ মর্ত্ত্যবাসী
কভু কাঁদি কভু হাসি,
আগে পাছে দেখে যাই,
যদি কিছু নাহি পাই,
অমনি হতাশ হয়ে ভাবি অবিরত।

(১৯)

যত হাসি প্রাণ ভ'রে,
যাতনা থাকে ভিতরে,
এ দুঃখের ভূমণ্ডলে
শোকে পরিপূর্ণ হ'লে
মধুর সঙ্গীত হয় কতই মধুর।

(২০)

ঘৃণা ভয় অহঙ্কার
দূরে ক'রে পরিহার
পাখী রে তোমার মত
যদি না কাঁদিতে হ'ত
না জানি পেতাম কত আনন্দ প্রচুর।

(২১)

গহনবিহারী পাখী
জগতে নাহি রে দেখি
গীতবাদ্য মধুস্বর
হেন কিছু মনোহর
তুলনা হইতে পারে তোমার যাহায়।

(২২)

যে আনন্দে আছ ভোরে
[illegible]

পাখী তুমি কর দান,
তা হ'লে উন্মত্ত প্রাণ
কবিতা-তরঙ্গে ঢালি দেখাই ধরায়।

প্রলয়। *

(১)

ফিরে কি আসিছে প্রলয়ের কাল
নাশিতে পৃথিবী? ফিরে কি করাল,
বাজিবে বিষাণ ভীষণ নিনাদে?
অনন্ত আকাশে বিপুল প্রমাদে
ফিরে কি উঠিবে দ্বাদশ রবি?

(২)

ভয়ঙ্কর কথা—ব্রহ্মাণ্ড-বিনাশ
করিতে আসিছে প্রচণ্ড হুতাশ—
ভানুর মণ্ডলে তাড়িতের শিখা,
গিরি-চূড়াকৃতি, বায়ুপথে দেখা,
দিয়াছে অদ্ভুত অনলচ্ছবি।
স্থির বায়ু ভেদি তড়িত-কিরণ-
রাশি স্তূপাকার করিছে গমন,
পৃথিবীর দিকে—আকৃতি ভীষণ
দেখিতে অদ্ভুত অনলচ্ছবি।
অনন্ত আকাশে বিপুল প্রমাদে
ফিরে কি উঠিবে দ্বাদশ রবি?

(৩)

আসিছে অনল ব্রহ্মাণ্ড উজলি,
(দেখেছে শূন্যেতে পণ্ডিতমণ্ডলী)
জগত-ব্রহ্মাণ্ড করিবে গ্রাস।
এ কি ভয়ঙ্কর—বিশ্বচরাচর,
সোম, শুক্র, বুধ, মহী, শনৈশ্চর,
বিদ্যুৎ-অনলে হবে বিনাশ।

---

* ১২৮২ সালে সম্পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকালে ইউ-রোপীয় পণ্ডিতেরা দেখিয়াছিলেন যে, সূর্য্যমণ্ডল হইতে এক অদ্ভুত বিদ্যুতাকৃতি জ্যোতীঃশিখা নির্গত হইয়া পৃথিবীর দিকে আসিতেছে, [illegible] অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে এবং যেরূপ বেগে আসিতেছে, তাহাতে অনতিবিলম্বে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করা সম্ভব। সেই উপলক্ষে ইহা বিরচিত হইয়াছে।

আকাশের গ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডলী
অনলে পুড়িয়া পড়িবে সকলি ,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড হবে শূন্যময়,
সমুদ্র, পবন, প্রাণী সমুদয়,—
এমন পৃথিবী হবে বিনাশ।

(৪)

হইবে বিনাশ এমন পৃথিবী ?
অথবা যেমন চন্দ্রমার ছবি,
প্রাণিশূন্য মরু হয়ে চিরকাল,
ভ্রমিবে শূন্যেতে হিমানীর তাল—
মানব বিহঙ্গ কিছু না রবে ?
না রবে জলধি, নদনদীজল,
অগাধ সাগর হবে মরুতল,
শীত, গ্রীষ্ম ঋতু ফুরাবে সকল,
মানব পতঙ্গ কিছু না রবে ?
না রবে মানব—বিপুল মহীতে,
মানবের মুখ না পাব দেখিতে,
পাব না দেখিতে জগতের সার
রূপের প্রতিমা, সুখের আধার
রমণীর মুখ—ভবের ভূষণ
বিধাতার চারু মানস-সৃজন—
চিরদিন তরে বিলীন হবে ?

(৫)

বিহঙ্গের স্বর, তরঙ্গ-নির্ঝর,
কুসুমের আভা ঘ্রাণ মনোহর,
বালকের হাসি, আধ আধ বোল,
ঘনঘটাচ্ছটা জলের কল্লোল,
চাঁদের কিরণ, তড়িতের খেলা,
ভাস্কর উদয় ভূধরের মেলা,
দেখিতে শুনিতে পাব না আর ?
এত যে সাধের এত যে বাসনা
আশা অভিলাষ, কিছুই রবে না,
আনন্দ বিষাদ, ভাবনাকলাপ,
প্রণয়ের সুখ প্রতাপের তাপ,
ধনের মর্য্যাদা, মানের গৌরব,
জ্ঞানের আস্বাদ, প্রেমের সৌরভ,
কিছু কি রবে না রবে না তার ?

(৬)

বিরলে বসিয়া এ মহীমণ্ডলে,
উজানে ভাসিয়া কালের হিল্লোলে,
আর কি পাব না সে ভাবে ভাবিতে,
আর কি পাব না সে সব দেখিতে,
নয়নে কাঁদিয়া স্বপনে ডুবিয়া,
মানসে ভাসিয়া পুলকে পূরিয়া,
যে সবে দেখিতে বাসনা হয়।
শিশু-বাল্যকাল, যৌবন সরল,
(কখন অমৃত কখন গরল,)
কুটিল প্রবীণ মানব জীবন,
লহরী লুকায়ে হবে অদর্শন,
এ জীব প্রবাহ—হবে প্রলয় ?

(৭)

এত যে সহস্র জীবের রতন—
দেবের সদৃশ মহামতিগণ,
যুগে যুগে যুগে পরাণ সঁপিয়া
আকাশ, জলধি, পৃথিবী খুঁজিয়া
জ্ঞান সঞ্চারিল, মানবজাতিতে,
আনন্দ নির্ঝর অজস্র করিতে,
সকলি কি হায় বৃথায় যাবে ?
তবে কি কারণ বৃথা এ সকল,
এ মানবজাতি, এ মহীমণ্ডল,
এমন তপন, তারা, শশধর,
এত সুখ, দুঃখ, রূপ মনোহর
বিধির সৃজন কেন কি ভাবে ?

(৮)

নাহি কি কোন অভিসন্ধি তাঁর,
জীবাত্মা, জীবন, সকলি অসার,
এত যে যাতনা যাতনাই সার—
শুধুই বিধির সাধের খেলা ?
তবে ভস্মসাৎ হোক্ রে এখনি,
দেহ, পরমাযু, আকাশ, অবনী,
আঁধারে ডুবিয়া হোক্ ছারখার,
কিবা এ ব্রহ্মাণ্ড জীবজন্তু আর—
চিরদিন তরে যাক এই বেলা।
এ মানব-জাতি, এ মহীমণ্ডল,
বৃথা এ সকল—সকলি নিষ্ফল—
এই কি বিধির সাধের খেলা !
বিধাতা হে আর করো না সৃজন,
এমন পৃথিবী, এমন জীবন—
কর যদি প্রভু, ধরা পুনর্ব্বার
মানব সৃজন করো না'কো আর,

আর যেন দেব, না হয় ভুগিতে
এই দেহ, মন ধারণ করিতে,
এরূপ মহীতে কখন আর।

আমায় কেন পাগল বলে পাগলে ?

লোকে করে যা আমি করি না,
লোকে ভাবে যা আমি ভাবি না,
পাঁচের মতনই হ'তে পাবি না,
পারিলাম(ও) না এ ভূতলে।
আর যত সবে কত সুখে ধায়,
কত আশা ক'রে কত দিকে চায়,
দুখ-শূলে বাঁধা—তবু সুখময়
ভাবে সকলে।
তারা জানে না—পরবেদনা,
কভু ভাবে না—নিজে যাতনা—
হৃদি তাড়না—সহে বাসনা—
কু-ছলে।
আমি হেরি যত চাহি তত পথ,
হেবি ছায়াময় সব মনোরথ,
যত আশাচ্যুত কিছু মনোমত
নহে ভূতলে।
সবি দুখময় সদা জ্ঞান হয়,
ভব সমুদয় যেন ঢাকা রয়,
ছেঁড়া—জরা আঁচলে।
যত খুঁজি আমি খুঁজি কতবার(ই),
খুঁজি পাই কই কিবা নরনারী
যত পরিবার নাম জানি তার,
ভাবে নিজ নিজ ভোর যেবা যার
আমি যে ভিখারী আশা-ঝুলি সার
আজ—ভূতলে।
ভেবে ভেবে হিয়া হাসে মনে,
ভবে দেখে যত ভব-ক্ষেপা জনে,
পাচে কাঁদে খেলে মিশে ভব-রণে
আমি কাঁদি বনে অচলে।
আমায় কেন পাগল বলে পাগলে ?
কিবা শিশু যুবা—কিবা সদাচারী
হেন নির্ম্মলে ?
নাহি ছায়া-রেখা যার হিয়াপরি,
যারে হৃদিমাঝে পূরে পূজা করি,
হিয়া-মুকুরেতে যারে দিলে ধরি
সদা উজ্জলে !
কোথা পাই হেন ভব-চরাচরে
হিয়া দিলে যারে হিয়া দেয় পরে,
যিনি কোন ছলে।
সখা সখা বলি কত সাধে বলি,
দিছি কতবার(ই) হিয়াতলে দলি,
শূন্য তবু প্রাণ জীর্ণ আশা-কলি
তবু কপালে।

দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

সুধাংশু গগন-বুকে শীতাংশু ঢালিছে সুখে
জগৎ শীতল হয়ে সে আলোকে ভিজিছে,
সুধীর সমীর বয় দুলিছে পল্লবচয়
উদ্যানে রজনীগন্ধা নিশিমুখে ফুটিছে।
দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

স্বভাবের ভাবে ভোর স্বপনে ছুটিছে জোর
পরাণ হৃদয় মম কত স্রোতে ডুবিছে,
অসাড় ইন্দ্রিয়-জ্ঞান, বিশ্বপ্রাণে যুক্ত প্রাণ
মধুর মুরলী গানে যেন শুধু শুনিছে।
দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

সে স্বপ্ন মুরলী-ধ্বনি সহসা ভুলি তখনি
রমণী-কণ্ঠের স্বর কানে যেন পশিল—
"শেষ দেখা এইবার, এবে সে ব্রত উদ্ধার,
এখন বৈরাগ্য-পথে সখি তব চলিল।"
রমণীর ছায়া এক তরুতলে পড়িল।

নয়নে ঝরিল বিন্দু কোথা বা কিরণ ইন্দু
যৌবন-লীলার সিন্ধু স্মৃতিপথে খেলিল,
মনে হ'লে সমুদয় এইরূপে চন্দ্রোদয়
যবে এই তরুতলে আমারে সে বলিল—
দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিল।

বলিল "কপালে লেখা, হবে পুনঃ হবে দেখা,
আজি হ'তে শেষ এই" ব'লে ফিরে চলিল।
ফুরায়েছে যত বর্ষ যত খেদ তত হর্ষ
সে দিন—সে সব(ই) আজ স্মৃতিপথে জ্বলিল ;
দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিল !

… ছবি হৃদয়ে ধ'রে ফিরেছি ভুবন'পরে,
এসেছি বসেছি ঘরে ক'টি তার জাগিছে ?
…শার মোহের ছল, বাহুতে দিয়েছে বল
এবে তার কাছে ক'টি—ক'টি তারা ফুটিছে ?
দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

…দাসে দেখিনু তায়, সে কান্তি কোথা রে হায়,
সে কান্তি কল্পনাপথ আলো ক'রে শোভিছে,
…ই কি সে নিরুপমা, প্রতিমা জিনিয়া রমা
কিংবা এ তরুর(ই) ছায়া—প্রতিবিম্ব ছলিছে।
সে যে এই—দ্বিধা হৃদে কিছুতে না ঘুচিছে।

…চয়ে দেখ যতবার, হিয়া কাঁদে ততবার
সে মুখের সনে যেন কত যুগ(ই) ফিরিছে।
…দাও" বলিবারে তারে, রসনা জুড়াতে নারে,
কি যেন কোথায় থেকে কণ্ঠ আসি রোধিছে।
দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

…ুপ্ত প্রাণীর প্রায় "যাও" শেষ দিনু সায়,
অমনি নয়ন-তটে বারিধারা বহিল,
…ণেক না থাকে আর "এই শেষে"—শেষবার
ব'লে অপাঙ্গের কোণে একবার চাহিল—
ধীরে ধীরে রজনীর ছায়া সনে মিশিল।

…ুরুষ রমণী ছাঁচে, প্রভেদ কি এত আছে ?
এ কি সাধ দু'জনার হৃদিতল মথিছে,
…ক বাঁচে, মরে আর, এ কি লীলা বিধাতার
পাষাণে কুসুম হায় কেন বিধি গাঁথিছে ?
দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

…ব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে, জগতের সুধা পিয়ে,
জেগেছি জগতীতলে—সে কোথায় কাঁদিছে ?
…মি সেই তরুতলে, ভ্রমি সেই ভ্রমচ্ছলে
হিয়া-মাঝে তার ছায়া কতবার বসিছে ?
দূর-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

…ারার গগন-বুকে সুধাংশু উঠিছে সুখে
জগৎ শীতল হয়ে সে আলোকে ভিজিছে,
…ীর সমীর বয়, দুলিছে পল্লবচয়,
উদ্যানে রজনীগন্ধা নিশিমুখে ফুটিছে;
কঠিন পুরুষ-প্রাণ সকলি ত সহিছে!
…র-কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

কাশী-মাহাত্ম্য

গঙ্গা।

কোথায় চলেছ তুমি গঙ্গে ?
শাল পিয়ালা তাল
তমাল তরু রসাল
ব্রততী-বল্লরী জটা
সুলোল-ঝালর-ঘটা
ছায়া করি সুশীতল
ঢেকেছে তোমার জল
চলেছে অচলরাজি নীর-ধারা অঙ্গে,
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?

কল-কল-কল স্বর
ধারা-জলে নিরন্তর
বিশাল বিস্তৃত ধারা
সমতল তৃণ-হারা
ধরণী চলেছে রঙ্গে
দুধারে নিবিড় রঙ্গে
বট বেল নারিকেল
শালি শ্যামা ইক্ষু বেল
অরণ্য নগর হাট
গবাদি রাখাল মাঠ
প্রফুল্ল করেছে কূল নীরধারা সঙ্গে—
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?

মন্দির দেউল মঠ
পাটিকেলে হর্ম্য পট
কূলধারে সারি সারি
ধারাজালে নর-নারী
ঢাকিয়ে সোপানকূল—
ঘাটে ঘাটে ফুটে ফুল ?
কল কল নর-ভাষা
হৃদিকোষ-পরকাশা
হাস্যরব স্তুতি-গানে
তুলেছে তোমার কানে
নগর পল্লীর সুখ বিমল তরঙ্গে
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?

বাণিজ্য বেসাতি পোত
ভাসায়ে চলেছে স্রোত
ভরি ডিঙা ডোঙা ভেলা
বুকে করি করে খেলা
নাচায়ে চলেছে অঙ্গ
ধবল ধীরে তরঙ্গ
ছুলিয়া ছুলিয়া সুখে
নর, নারী গ্রীবা মুখে
ছড়ায়ে চিকুর-জাল ভ্রমিতেছে রঙ্গে,
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?

ফুলদাম ফুলথর,
দ্বীপরাজি হৃদিপর
আকাশ অলকমালা
হৃদয়-মুকুরে ঢালা
অরুণ কিরণ-ভাতি,
শশধর, জ্যোৎস্না-পাঁতি,
বায়ুগন্ধ পরিমল,
পানিবক, মীনদল,
শঙ্খ, শুক্তি কোলে করি কোথা যাও রঙ্গে,
কোথায় চলেছ তুমি বেগবতী গঙ্গে ?

বাঙ্গালায় প্রাণী নাই
প্রাণি-দেহে প্রাণ নাই
অস্থি নাই, শিরা নাই,
মেদ নাই, মজ্জা নাই,
অন্তহীন—চিন্তাহীন
সাধাহ্লাদ-দার্ঢ্যহীন
জীবন সঙ্গীত-হীন নর-নারী বঙ্গে।
সেখানে চলেছ কোথা এ আহ্লাদে গঙ্গে ?

কে বুঝিবে বিষ্ণুপদী
পুণ্যতোয়া তুমি নদী
কেন ছাড়ি নিজ স্থল
নামিলে এ ধরাতল ?
বিস্তারি গভীর জল
কেন কর কল্ কল্ ?
কি পাপে তারিতে এলে,
কি পাপ তারিয়ে গেলে,
কে বুঝিবে দ্রবময়ি, সে মহিমা-রঙ্গে,
কোথায় চলেছ তুমি বিষ্ণুপদী—গঙ্গে ?

ভাগীরথে দিয়ে কুল
উদ্ধারিলে পিতৃকুল
এই কি শিখালে গতি
ভবে এসে ভাগীরথি ?—
দিয়ে তিল তব জলে
ঢালিলে অমৃত ব'লে
দেহাগুন নাহি রয়
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়
পতি পুত্র পিতা মাতা—তিলোদক সঙ্গে,
এই কি শিখালে তুমি, ভবে এসে—গঙ্গে ?

পরহিতব্রত করি,
দ্রব হ'লে দেহ হরি,
বারিরূপে সুমঙ্গলে,
শিখাইলে ধরাতলে
শিখাইছ প্রতিফল—
ত্যাগ-শিক্ষা পুণ্যফল,
দয়া-করুণার রেখা
তোমার শরীরে লেখা,
পরহিত-চিন্তা-ব্রত
তরঙ্গিণী তোমাগত,
তাই পুণ্যময় ধারা
হে গঙ্গে, পাতক হরা !
পতিতপাবনী তোমা সবে বলে রঙ্গে,
কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে গঙ্গে ?

পবিত্র তোমার জল,
পবিত্র ভারততল ;
সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী,
সর্ব্বপাপসংহারিণী,
সর্ব্বশোকতাপহরা,
মুক্তিগতি নীরধারা,
নিস্তারিণী ভাগীরথী
সুখদা মোক্ষদা সতী
"গঙ্গৈব পরমা গতি" উদ্ধার গো বঙ্গে,
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?

উদ্ধার বঙ্গেরে মাতা
শিখাইয়া এই কথা

ত্যজে স্বার্থ আরাধনা
সাধুক নিজ-সাধনা;
ত্যজে ফুল তিল ফল
তুলুক তোমার জল
হৃদয় প্রক্ষণ করি
তোমার বীচিলহরী,
চলুক তোমার গতি—
স্রোতস্বতী—বেগবতী
বঙ্গের চিন্তার ধারা,
ঘুচুক চিত্তের কারা;
উদ্ধার উদ্ধার ওগো জীব দিয়া বঙ্গে,
কোথায় চলেছ তুমি হে পাবনী গঙ্গে?

গঙ্গার মূর্ত্তি।*

শ্বেতবরণা শ্বেতভূষণা
কাহার রচিতা মূরতি অই?
চন্দ্র-বিভাস বদন-মণ্ডলে
করপূরে যেন শশী খেলই?
শান্ত-নয়নে শান্তি উথলে
ওষ্ঠ অধরে হিঙ্গুল-রাগ,
শঙ্খ-লাঞ্ছিত শুভ্র কণ্ঠেতে
ঈষৎ রেখাতে ত্রিবলদাগ,
দক্ষিণ বামেতে ঊর্দ্ধ দ্বিভুজ
স্বর্ণ-কলস কমল তায়,
অধঃ দুই ভুজে দক্ষিণ বামেতে
করতলে ধৃত বর অভয়;
রক্ত-রাজীব চরণ-প্রতিমা
শুভ্র মকরে আসীনা সুখে,
শান্ত-নয়না শান্তবদনা
প্রসাদ-প্রতিমা শরীরে মুখে!—
কে তুমি বরদে বরাভ-ধারিণি?
কোথা হ'তে এলে মরত'পরে?
কে গো বসিয়া ওভাবে ওখানে
কাহারে দিতেছ অভয়-বরে?

আছ কত কাল এ মর-ভবনে
কিরূপে কোথায় পাতকী তার?
জীবন্ত জীবনে যে জ্বালা পরাণে
সে জ্বালা তুমি কি জুড়াতে পার?
পরকালে যদি পাতকী তরাবে
তবে কেন এলে অবনীপরে,
কত পাপি-প্রাণ পাপের জ্বরাতে
ধরাতে তাপিয়া জ্বরিয়া মরে।
মানবের ব্যথা ব্যথে কি ও হৃদি?
তবে কেন এত প্রশান্ত মুখ?
দেবের পরাণে পশে কি কখনও
কলুষে তাপিত মানব দুখ?
বল গো বরদে বল গো সে কথা,
হৃদয়-মণিতে গাঁথিয়া রাখি,
না জানি কখন শমন ডাকিবে
কখন্ উড়িবে পরাণ-পাখী।
সান্ত্বনা বিলাতে দেবের সৃজন
না যদি বলিবে—কিরূপে তবে,
চপল-হৃদয় মানব-মণ্ডলী
পাপের পীড়নে ধরাতে রবে?
কেন নিরুত্তর? হে বরবর্ণিনি,
পীড়িত প্রাণীরে নিদয়া হও?
বল বল যেন মুখের ভঙ্গিমা
তবু কেন মৌন ধরিয়া রও?
অথবা তুমি সে কেবলি পাষাণী
অসাড় অহৃদি মমতা-হীন,
রবি বায়ুমত সদা অচেতন
জান না চেতন প্রাণীর ঋণ।
কিবা সে এখন কালের প্রভাবে
অজীব হয়েছ—অজীব যথা—
সৌন্দর্য্য-ভূষিত শরীরী পরাণী
দেহেতে জড়ালে বিনাশলতা।
মৃত যদি তুমি তবে কেন এত
ও মুখমণ্ডলে লাবণ্য-মাখা—
এখনও যেন সে জীবন-চন্দ্রমা
সর্ব্ব-অবয়বে করেছে রাকা।
নাহি কি তোমার স্মৃতির ধারণায়
নাহি কি তোমার বিনাশগতি?
ভূত-কালচ্ছায়া নাহি কি পরাণে
নাহি কি তোমার ভবিষ্য রাতি?

---

* রামনগরে কাশীরাজভবনে শ্বেত-প্রস্তরে নির্ম্মিত একটি সুন্দর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

হায় রে পাষাণী পারিতাম যদি
দিতে এ পরাণী ও দেহ-মাঝ,
জানিতে তা হ'লে এ ভবমণ্ডলে
কিবা সে পার্থিব মানবরাজ।

কাশী-দৃশ্য।

অই দেখ বারাণসী বিরাজিছে গগনে
বিশাল সলিলরাশি
সম্মুখে চলেছে ভাসি
জাহ্নবী-কোলেতে যেন হাসিতেছে স্বপনে।

শোভিছে সলিলকোলে সারি সারি সাজিয়া,
শত সৌধ চূড়া মালা
কপালে কিরণ ঢালা
স্তম্ভপরে স্তম্ভবর
গবাক্ষ গবাক্ষপর
কাঁধে কাঁধে বাঁধা যেন শৃঙ্গদেশ যুড়িয়া।

উঠেছে সলিল-গর্ভে বারিদর্প নিবারি
কত শিলাময় মঠ,
কত অট্টালিকাপট,
জঙ্ঘা, কটি, স্কন্ধদেশ অর্দ্ধনীরে প্রসারি!

শোভিছে পাষাণময়ী কাশী হের সোপানে—
শিলাবাঁধা স্থলে জলে
সোপানের শ্রেণী চলে,
ঊর্দ্ধদেশে সৌধশ্রেণী
নিম্নে সোপানের বেণী
চলেছে সলিলবুকে সরীসৃপ-বিধানে।

না উঠিতে রবিচ্ছবি প্রাচীতের আকাশে,
কলরবে কলকল
করে জাহ্নবীর জল
দিগন্ত সে কলরব উঠে নিশি বাতাসে।

প্রাণিময় যেন কূল নরদেহে চিত্রিত।
ঘাটে ঘাটে ছত্রতলে,
পথে মাঠে স্থলে, জলে,
কত বেশে নারী নর
আসে যায় নিরন্তর,
কোলাহলে কাশী যেন দিবানিশি জাগ্রত।

ওই দেখ উড়িতেছে "মাধোজীর ধরারা"
শৃঙ্গ ভেদি কাছে তার
অই দেখ উঠে আর
দ্বিচূড়া মস্‌জীদ * অই, আলমগীর পাহারা। †

অই দিল্লীশ্বরচ্ছায়া—তলে এই নগরী,
এই উচ্চ শিলা ঘাট
এই পাহাড়ের পাট,
শতচূড়া অট্টালিকা,
ক্ষুদ্র যেন পিপীলিকা,
অগাধ সলিলে কিংবা ক্ষুদ্র যেন সফরী।

হের হে দক্ষিণে তার আজো বর্ত্তমান,
হিন্দুর উন্নতিচ্ছায়া
মানমন্দিরের কায়া,
মানসিংহ-রাজ-কীর্ত্তি খ্যাত সর্ব্বস্থান।

অঙ্কিত কতই রূপ দেহেতে উহার,
গ্রহাদি-নক্ষত্র-গতি
গণনার সুপদ্ধতি
গ্রহণ-অয়ন-চক্র
পূর্ণ খণ্ড রেখা বক্র,
ভারতের "গ্রীনউইচ" অই আগেকার।

পড়েছে সূর্য্যের আলো সুবর্ণের কলসে,
ঝকিছে দেখ রে তায়
যেন সূর্য্য শত-কায়,
সুবর্ণ-মণ্ডিত চূড়া দেউলের পরশে।

---

* বস্তুতঃ চারিচূড়া, কিন্তু দুইটি অত্যুচ্চ, দূ
লক্ষ্য এবং সহসা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

† দুর্দ্দান্ত মোগল-সম্রাট্ আওরঙ্গজীব কাশী
অনেক হিন্দুমন্দির বিনষ্ট করিয়া তাহার স্থলে ম
জীদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এই কা
প্রধান মস্‌জীদ এখনও দেদীপ্যমান আছে।
স্থানে পূর্ব্বে হিন্দুদিগের এক মন্দির ছিল। ম
জীদের অতি নিকটে এক্ষণে আর এক মন্দি
স্থাপনা হইয়াছে, তাহাকে "মাধোজীর ধরা
বলে। যেখানে এখন মস্‌জীদ, পূর্ব্বে সেখা
মাধোজীর ধরারা ছিল, সেই জন্য কেহ কেহ
মস্‌জীদকেই মাধোজীর ধরারা বলিয়া পরি
দেন।

কাশী-মধ্যস্থলে অই সুবর্ণের দেউটি।
অই বিশ্বেশ্বর-ধাম,
ভারতে জাগ্রত নাম,
হিন্দুর ধর্ম্মের শিখা
অই মন্দিরেতে লেখা,
অনন্ত কালের কোলে জ্বলে অই দেউটি।

চলেছে তাহার তলে বনরাজি-উপরে
অৰ্দ্ধবপু উৰ্দ্ধ ক'রে
যেন বায়ুস্তর ধ'রে
দুর্গা-মন্দিরের* চূড়া বিরাজিছে অম্বরে।

চলেছে তাহার তলে বনরাজি-কালিমা—
শৃঙ্গ কোলে বেণী মত
তরুশ্রেণী সারি যত,
স্বভাবের চিত্রকরা,
স্বভাবের শোভাধরা
হরিত বরণে ঢাকা স্বভাবের প্রতিমা।

উঠেছে অদূরে তার দ্রবময়ী সলিলে
সুপাকার সৌধরাশি,
যেন সলিলেতে ভাসি,
কোলেতে গঙ্গার মূর্ত্তি নিন্দা করে ধবলে।

পুরাণের ব্যাসকাশী ছলে অই ভুবনে,
অই চইতের গড়।+
বুরুজ-গম্বুজ-ধর
সুদৃঢ় প্রস্তরে ঢাকা,
ব্যাসমূর্ত্তি চিত্রে আঁকা
কাশীরাজ-নিকেতন অই "সিংহ" ভবনে!

হে দুর্গে দুর্গতিহরা, কাশীশ্বর-গৃহিণী
ভিখারী শিবের তরে
স্থাপিলে কি মর্ত্ত্যপরে
এ সুন্দর বারাণসী, ওগো শিব-মোহিনি?

বিশাই গঠিল কি না জানি না এ নগরে,
দেখি নাহি ফ্রাসিপুরী,
'পারিস' নবাসুন্দরী,
কিন্তু যা দেখেছি চক্ষে
এ ভুবনে—কারো বক্ষে
এত শোভা দেখি নাই—নিন্দা করে ইহারে!

যাই থাক্‌ তব মনে, হে নগেন্দ্রবালিকে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তব,
একত্র করিলা ভব
কাশীতলে দয়াময়ী দীনদুঃখিপালিকে।

হিমাদ্রি ভূধর হ'তে কুমারিকা ভিতরে
নাহিক এমন প্রাণী,
হেন জাতি নাহি জানি,
কি বাণিজ্য ব্যবসায়
ভক্তি মুক্তি কি বিদ্যায়
আশা ক'রে যে না আসে অন্নপূর্ণা-নগরে।

আমিও ভিখারী এই ভব রাজ্য-ভিতরে,
কে দিবে আমারে ভিক্ষা
পাব কি আমার দীক্ষা
প্রবেশিলে অই পুরে অন্ধদগ্ধ অন্তরে?—
দুধারে বরুণা অসি, অই কাশী বারাণসী,
বিরাজে গঙ্গার কূলে ধ্বজা তুলে অম্বরে।

মণিকর্ণিকা।*

কোনকালে—এই কথা শুনি লোকমুখে—
শিব শিবা তপস্যায় ভ্রমিছেন বনে,
এক দিন শিবা আসি দাঁড়ায়ে সম্মুখে
বলিলেন ধীরে ধীরে মধুর-বচনে—

---

*রামনগর দুর্গামন্দির।

+ কাশীরাজ চইত সিংহ লাট ওয়ারিণ হেষ্টিংসের শাসনকালে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সশস্ত্র অনুচরবর্গপরিবেষ্টিত হইয়া নিজ-ভবন এই গড় পরিত্যাগ করিয়া যান। এই কেল্লা বর্ত্তমান কাশীরাজের নিকেতন।

* কাশীর 'মণিকর্ণিকা' কুণ্ড সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহাতে যে বিবরণ লিখিত হইল, তাহা এক জন পাণ্ডার নিকট শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার নিকট যেরূপ বিবরণ শুনিয়াছিলাম, তাহা অবিকল গ্রহণ করি নাই, স্থূলভাগটিমাত্র গ্রহণ করিয়াছি। পাণ্ডার নিকট যে বিবরণ শুনিয়াছিলাম, তাহা এই:—মহাদেব শিবানীর সহিত তপস্যায় নিরত ছিলেন। এক দিন শিবানী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মানুষ

"বিশ্বেশ্বর, তব পুরী ধরা ধন্য কাশী
মানবের মোক্ষধাম তোমার কথায়,
বল,দেব, কিবা মোক্ষ লভে কাশীবাসী
কাল পূর্ণ করি ভবে মরিলে সেথায়?

দেখেছি জন্মিতে প্রাণী, দেখি নাই কভু
মরিলে কি হয় পরে, কোথায় নিবাস,
অনন্ত কালের কোলে কিবা করে, প্রভু,
মোক্ষপ্রাপ্ত জীব যত—মনে কি উল্লাস?

জীবরূপে কাল-সঙ্গে খেলে কি তাহারা,
খেলে যথা প্রাণিরূপে থাকিয়া ধরায়,
অথবা মুক্তির ফল—ত্যজে দেহ-কায়া
"লীন হয় প্রাণিগণ তোমার প্রভায়?"

শুনিয়া শিবাব বাণী কহিলা ভবেশ
"হে প্রকৃতি, মানবের পরকাল-প্রথা
দুর্ব্বোধ—দুর্জ্ঞেয় অতি অপার—অশেষ।
সে কথা শ্রবণে, শিবে, মনে পাবে ব্যথা,

জপ কর, তপ কর, শঙ্কর-সাধন,
নিত্যব্রত শুদ্ধচিত্তে কর মহামায়া,
দূরগত পরকাল-প্রণালী কেমন,
বাসনা করো না চিতে ধরিতে সে ছায়া;

সুখের অবনীতল দুঃখ যত তায়—
ভাবিলেই দুঃখে সুখ, সুখে দুঃখ হয়।

জগৎ সৃজিত, শিবে সরল প্রথায়
সরল ভাবিলে ভব সর্ব্বসুখময়।

মৃত্যু শোক বলি লোকে দুঃখ করে চিতে,
দেখে না ভাবিয়া তত আহ্লাদের ভাগ—
মানবের মৃত্যু শোক মানবেরি চিতে,
আগে সুখ—দুঃখ পরে জগতে সজাগ।

দিবানিশি কাল-অঙ্গে জড়িত যেমন,
আসে যায় লীলাময় তুলিয়া লহরী
এই দিবা, এই নিশি, আবার তপন,
কে আগে—কে পরে, কেহ না পায় বিচারি।

কে জানে নরের মাঝে সে নিগূঢ় কথা
কিন্তু শিবে, না থাকিলে ধরাতে শর্ব্বরী
দিবার আদর এত হতো না কো সেথা—
সেইরূপ সুখ দুঃখ বুঝহ শঙ্করি!"

শুনিয়া শিবের বাক্য নগেন্দ্রবালিকা
হাসিলা ঈষৎ মৃদু, কহিলা তখন—
"বুঝিলাম বুঝাবে না বিধির সে লিখা,
তপস্যায় থাক, প্রভু, যাই অন্য বন।"

"হয়ো না মলিনমনা নগরাজবালে!
তপস্যা নহিলে শেষ সে গূঢ় বচন
বুঝিবে না ক্ষেমঙ্করি—বুঝাইব কালে,
এখন চল লো, শিবে, আলয়ে আপন—

ধরা-ধন্য কাশীধামে চল গিরিবালা,
স্থাপিয়া পুণ্যের কূপ পূবাও বাসনা,
সুপথে লইতে নবে নাশি চিত্তজ্বালা,
ভবের মঙ্গল-সেতু করহ স্থাপনা,

রত যাতে থাকে জীব নিত্য সদাকাল
ভক্তির সুপথে থাকি ভুলে শোক-তাপ,
ঘুচায়ে মনের মলা মায়াব জঞ্জাল,
পরমার্থ-পথে পশি করে সদালাপ।"

এত বলি শিব-শিবা ছাড়ি তপোরূপ,
উপনীত কাশীক্ষেত্রে চক্রতীর্থ নামে
বিষ্ণুর চক্রে অঙ্কিত হেথা শুদ্ধ কূপ
স্নানে যত লোক যাহে শুদ্ধি মুক্তি জানে।

মরিলে পর কি হয়? শিব উত্তর করিলেন, সে কথা স্ত্রীলোকের শুনিবার যোগ্য নহে, তাদের পক্ষে তপ-জপ-ব্রতাদি বিধেয়। তাহাতে মহাদেবী ক্রুদ্ধ হওয়ায় শিব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কাশীতে আসিয়া, পূর্ব্বে যেখানে চক্রতীর্থ নামে বিষ্ণুর তীর্থ-স্থান ছিল, সেইখানে মণিকর্ণিকা স্থাপন করেন। শিবশিবা দুই জনেই দরিদ্রবেশে মানুষেব রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। শিবানীব কুষ্ঠাশ্রিত পদদ্বয় দর্শনে গঙ্গাপুত্র ও পাণ্ডারা তাঁহাদিগকে প্রথমে কূপে স্নান করিতে দেয় নাই; পরে লক্ষ্মী আসিয়া মহাদেবীর পাদোদক পান করিলে সকলে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে কূপে নামিতে দিল। স্নানের সময় শিবানীর কর্ণ হইতে কর্ণিকাভূষণ এবং শিবের মস্তক হইতে মণি ঐ কূপের সলিলে পতিত হয়, তদবধি চক্রতীর্থের নাম মণিকর্ণিকা হইয়াছে।

গিরিশ গিরিশ-জায়া আসিয়া সেথায়
বসিলেন কূপপার্শ্বে ধরি নররূপ—
শিবের ভিক্ষুকবেশ, শিবানী মায়ায়
ধরিলেন জরা-দেহ যেথা সিদ্ধ কূপ।

কটির উপরিভাগ অতি মনোহর
নাসিকা নয়ন ভুরু সুচারু গঠন—
পরিধানে চীরবাস উবস উপব
চরণ-যুগল কুষ্ঠে কুৎসিত-দর্শন,

ক্ষত-গন্ধে মক্ষিকায় করিছে বিব্রত,
অঙ্গেতে দারিদ্র্য-মলা ঢেকেছে কিরণ,
নিকটে বসিয়া শিব চিন্তায় নিরত
মক্ষিকুল দুই করে করেন তাড়ন।

অতি কষ্টে উঠি ধীরে চলিলা কূপেতে
কুণ্ডের পবিত্র জলে করিবারে স্নান,
সোপানে চরণতল স্থাপন নহিতে
নিবারিলা রক্ষকেরা করি অসম্মান,

"অপবিত্র হবে কুণ্ড না ছোঁবে অপরে
দূষিত হইবে বারি কহিলা সকলে
ঘৃণিত করিয়া কত ঘৃণা তুচ্ছ করে;—
দুঃখে শিবা চাহিলেন শিব-মুখ তুলে,

ভিক্ষুবেশী বিশ্বনাথ বলেন সবায়—
"চক্রতীর্থ শুনি ইহা—এ কুণ্ডের জলে
সকলেরি অধিকার শাস্ত্রের কথায়;
কি দরিদ্র, কিবা রোগী বলিষ্ঠ দুর্ব্বলে।

কেন নিবারিছ এরে? পুণ্য-হন্তারক
যে হয়, তাহার নাই পরকালে গতি,
অসজ্জন সেই জন পরশে পাতক
দুঃখিত পতিত নিত্য সেই পাপমতি;

দরিদ্র এ নারী এবে, রাজার দুহিতা
ছিল আগে হিমালয় যেখানে উদয়
নৃপতি, কৃপণ ধনী সবার সেবিতা
ও চরণ-সরোজিনী সুরের আশ্রয়,

পবিত্র হবে এ কুণ্ড ও অঙ্গপরশে
আর্য্য-মান্য ধীর ধন্য আসিবে সকলে
ভরিবে ভারতস্থল এ কূপের যশে
নামিতে ইহারে দাও এই কুণ্ড-জলে।"

ভিখারীর বাক্যে সবে কৈলা উপহাস,
বাতুল বলিয়া করে কতই লাঞ্ছনা,
ধূলি ভস্ম ছড়াইয়া পূরে জটাপাশ
যষ্টি লয়ে অবশেষে করিল তাড়না।

তখন কাতর স্বরে যাচিলা মহেশ
বিনয় মিনতি করি স্তুতি কৈলা কত,
দরিদ্র ক্রন্দন করে পরচিত্ত-ক্লেশী
উড়াইলা উপহাসে শিবা বলে যত।

বিস্তর কাকুতি স্তুতি বিনয়ের পর
বিরক্ত হইয়া পথ ছাড়ি দিলা শেষে,
শিব-শিবা প্রবেশিল কুণ্ডের গহ্বর,
স্নান করি সুপবিত্র কৈলা কূপদেশে।

উঠিলে কুণ্ডের তীরে আবার তখন
ঘেরে চারিধারে লোভী আকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ,
বলে "স্নানে নাহি ফল পাইবে কখন,
স্নানের দক্ষিণা দান নহে যতক্ষণ।"

"কি দিব দক্ষিণা, কাছে নাহি কপর্দ্দক,"
বলিলা শিবানী চাহি শিবের বদন;
"যা ছিল শ্রবণে 'কর্ণি' তাম্রের ঝালক
কূপের সলিলগর্ভে হয়েছে পতন।"

বলিলা ভিক্ষুকবেশী দেবদেব ঈশ,
"আমারও মাথার মণি পড়েছে সলিলে
খুলিনু যখন স্নানে জটার বঁড়িশ",—
শুনে ব্যঙ্গ করে সর্ব্ব যাচকেরা মিলে।

দেখি বিশ্বনাথ ধরিলেন নিজ বেশ
"রজত-গিরি-সন্নিভ" শরীরের ছটা,
কপালে চন্দ্রমা-ভাতি, গলদেশে শেষ,
শিরে কল্লোলিনী গঙ্গা বিভাসিত জটা।

ধরিলেন বিশ্বরমা মূর্ত্তি আপনার
মস্তকে মুকুটচ্ছটা সুচারু শোভন,
শ্রবণে কুণ্ডল, গলে মণিময় হার,
চারু রশ্মিময় মুখে ভাসে ত্রিনয়ন।

চাহিয়া যাচকবৃন্দে সর্ব্বশিবধাম
কহিলেন সদানন্দ বিরূপাক্ষরূপ—
"আজি হইতে ঘুচে এর চক্রতীর্থ নাম
'মণিকর্ণিকার' নামে খ্যাত হবে কূপ"।

এত বলি প্রবেশিলা মন্দিরাভিতরে
অদৃশ্য করিয়া রূপ ভবেশ ভবানী ;
তদবধি ভক্ত যত পবিত্র অন্তরে,
স্নান করে সেই কুণ্ডে মহাতীর্থ মানি।

বিশ্বেশ্বরের আরতি ।*

[আকারাদি দীর্ঘ স্বরবর্ণের প্রকৃতরূপ উচ্চারণ এবং অকারান্ত পদের শেষ 'অ' উচ্চারণ করা আবশ্যক]

জয় দেব জয় দেব জয় গিরিজাপতি
শিব, গিরিজা-পতি দাসে পালহ নিত্য,
শিব, পালহ দাসে নিত্য জগদীশ কৃপা কর হে। ১
জয় দেব জয় দেব কৈলাস-গিরি-শিখরে
কল্পদ্রুম-বিপিনে শিব, কল্পদ্রুম-বিপিনে
গুঞ্জরে মধুকর-পুঞ্জে কোকিল কূজয়ে
কুঞ্জবন গহনে খেলয়ে হংসাবন ললিত
শিব,হংসাবন ললিত প্রসারি কলাপ কলাপী
নাচয়ে অতি সুখিত ॥২
জয় দেব জয় দেব তব সুললিত দেশে মণিময় আলয়ে
শিব, মণিময় আলয়ে বসিয়া হর নিকটে
গৌরী অতি সুখিতা হেরি ভূষণ-ভূষিত নিজ ঈশে
হেরি ভূষিতা নিজ ঈশে সেবে ব্রহ্মা আদি দেবতা
শিব, চরণ ধরি শিরসে ॥৩
জয় দেব জয় দেব নাচয়ে সুরবনিতা হৃদয়ে
অতি সুখিত
শিব, হৃদয়ে অতি সুখিতা কিন্নর করয়ে গীতি
সপ্তস্বর সহিত থৈ থৈ নাদয়ে মৃদঙ্গ
শিব, নাদয়ে মৃদঙ্গ তাংধিক তাংধিক তাং শবদে,
বীণা বাদয়ে অতি ললিত ক্বণু ক্বণু ক্বণ নিনাদে ॥ ৪
জয় দেব জয় দেব। রুণুঝুণু রুণুঝুণু রুণুঝুণু চরণে
শিব, নূপুর সমুজ্জ্বল ভ্রময়ে মণ্ডলে মণ্ডলে
শিব, মণ্ডলে মণ্ডলে তাং ধিক্ তাং তাং ধিক্তা
চথচথ লুপুচুপু লুপুচু চথচথ তালধ্বনি করতালে
শিব, তালধ্বনি করতালে অঙ্গুলি অঙ্গুষ্ঠ ঘন নাদে॥৫
জয় দেব জয় দেব, নাদয়ে শঙ্খ নিনাদয়ে ঝল্লরী
শিব, নিনাদয়ে ঝল্লরী আরতি করয়ে ব্রহ্মা
বেদধ্বনি পাঠে ধরি হৃদি-কমলে
তব মৃদু চরণ-সরোজ অবলোকয়ে তব রূপ
শিব, অবলোকয়ে তব রূপ নিজ পরমেশ্বর জ্ঞানে ॥৬
জয় দেব জয় দেব কর্পূরদ্যুতি গৌর
ধারণ আনন পঞ্চ শিব, আনন পঞ্চ
বিষ কণ্ঠে গ্রহিত সুন্দর জটাকলাপ
পাবকযুত ভাল, শিব, পাবকযুত ভাল
বাম বিভাগে গিরিজা তব রূপ অতি ললিত ॥৭
জয় দেব জয় দেব ত্রিশূল বজ্র খড়্গ
ধারণ পরশু শিব, ধারণ পরশু
পাশ বরাভয় অঙ্কুশ নাদয়ে ঘন ঘন ঘণ্টা
মস্তকে শোভয়ে গঙ্গা উপনীত সুরতটিনী
শিব, শিরে উপনীত সুরতটিনী উপবীত পন্নগ
রুদ্রাক্ষালঙ্কৃত বক্ষ ॥
জয় দেব জয় দেব মনসিজভস্মবিভূষিত অঙ্গ শিব
ভস্মবিভূষিত অঙ্গ ত্রিতাপনাশন সাযুজ্যপ্রাপণ
ধ্যানে ধারণ করে যে ভকতে
করে যে ভকতে ধারণ শ্রুতিতে
এই তব বৃষভধ্বজ রূপ ॥
ওঁ জয় দেব জয় দেব জয় জয় গঙ্গাধর হে
জয় শিব জয় গিরিজাপতি দাসে পালহ নিত্য
শিব, পালহ দাসে নিত্য জগদীশ কৃপা কর হে ॥১০
শিব শিব শম্ভো ॥

---

* কাশীর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী কোং কর্তৃক বিশ্বেশ্বরের আরতি বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তদবলম্বনে এবং যে সকল ব্রাহ্মণেরা আরতি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের সাহায্যে এই অনুবাদ করিয়াছি। প্রায় অনেক স্থলেই মূলের শব্দগুলি ঠিক ঠিক আছে। তবে বাঙ্গালা ভাষায় পঠন ও ভাবগ্রহণ হইতে পারে, তজ্জন্য যেখানে যেরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে, তাহাই করিয়াছি। হিন্দীভাষাতেও বিশ্বেশ্বরের আরতি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী কোং দ্বারা মুদ্রিত সঙ্কলনের ন্যায় উহা পরিশুদ্ধ নহে। এই সঙ্কলনকার্য্যে কলিকাতা শোভাবাজারের ৺রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা পরলোক-প্রাপ্ত অমৃতলাল মিত্র মহোদয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

বিন্ধ্যগিরি। *

উঠ উঠ গিরিবর—অগস্ত্য ফিরেছে ;
ভারতে ইংরাজরাজ মধ্যাহ্নে সেজেছে ;
সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান-তিমির-নীরে,
ভারত জাগিছে ফিরে,—
তুমি এখনও শুয়ে দেখিছ স্বপন ?
উঠ উঠ গিরিবর, করো না শয়ন।

উড়েছে নব নিশান,
ছুটেছে আলো-তুফান,
পুনঃ তেজে তোল মাথা
পুনঃ বল সেই কথা,
সে কালে জাগায়ে নাম শুনালে যেমন,
উঠ উঠ গিরিবর, করো না শয়ন।

সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান-তিমির-নীরে
ভারত জাগিছে ফিরে,
তুমি কেন বিন্ধ্যাচল থাকিবে অমন,—
নীল-অজগর-কায়া কর উত্তোলন।

সূর্য্যপথ রোধিবারে
উঠেছিলে অহঙ্কারে,
সে শক্তি আছে কি আর ?
ধর দেখি একবার
যে সূর্য্য ভারতাকাশে উদয় এখন !

অর্দ্ধপথে উঠ তার
তবে বুঝি অহঙ্কার !
এ আলো সে আলো নয়,
এ রবি সে রবি নয়, —
এ জ্যোতিঃ ভারতে কভু হয় নি পতন !

এই জ্যোতিঃ ধর গিরি
ভারতে প্রভাত করি,
ধরুক নূতন জ্ঞান,
ধরুক্ নূতন প্রাণ
নূতন স্বপনে সবে দেখুক স্বপন।—
নীল অজগরকায়া কর উত্তোলন।

উঠ উঠ গিরিবর অগস্ত্য ফিরেছে,
উড়েছে নব নিশান,
ছুটেছে আলো-তুফান
নবরবিচ্ছবি দেখ গগন ধরেছে।

কে বলেছে এই ভাবে
ভারতের দিন যাবে ?
'নিশির প্রভাত নাই
যে বলে সে জানে নাই,
ভারতের ভাবী বেদ পড়ে নি কখন,—

জানে না সে জগতের
কিবা গতি, কিবা ফের ,
ফের এ ভারতবাসী
জ্ঞানের তরঙ্গে ভাসি
হাসিবে অপূর্ব্ব হাসি লভিয়া জীবন—

চলিবে নূতন পথে
সাধিবে নূতন ব্রতে,
ফিরাতে নারিবে তায়
এ তরঙ্গ নাহি যায়
একবার হৃদিতটে খেলিলে কিরণ—

যাবে আগে—যাবে সদা
অন্যথা নহিবে কথা,
চিরদিন এই রীতি,
জীবনের এই নীতি,
জাগিলে নাহিক নিদ্রা চির-জাগরণ !

দিয়াছে সে রশ্মিতেজ
ভারতে আসি ইংরেজ ;

---

* এইরূপ প্রাচীন প্রবাদ আছে, বিন্ধ্যপর্ব্বত [illegible]দ্ধত হইয়া এককালে এত উচ্চ হইয়াছিল যে, [illegible]াদির গতিরোধ আশঙ্কায় দেবতাদিগকে তাহার [illegible] অগস্ত্য ঋষির শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। [illegible]াতে অগস্ত্য বিন্ধ্যের নিকটে উপস্থিত হইলেন। [illegible] দর্শনে বিন্ধ্য তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য [illegible]ত হইলে ঋষি কহিলেন,—যাবৎ আমি দক্ষিণ- [illegible] হইতে না আসি, তাবৎ তুমি এই ভাবে [illegible]।" তিনি আর ফিরিলেন না, এবং গুরুর [illegible]ট প্রতিশ্রুত হইয়াছিল বলিয়া বিন্ধ্য তদবধি [illegible] প্রণত অবস্থাতেই আছে। অগস্ত্যযাত্রা বলিয়া [illegible] কথা প্রচলিত আছে, তাহাও এ প্রবাদ-মূলক।

ধ'রে তাপ পথ ছায়া
আবার তোল রে কায়া,
আবার শিখরে শৃঙ্গ কর রে ধারণ—
উঠ উঠ গিরিবর কোরো না শয়ন।

এই সে জীবনারম্ভ
উদয়ের মূলস্তম্ভ—
কত না জ্বলিতে হবে
কত বা ভাবিতে হবে
সে জ্বালা—সে বেগ—কেবা জানিবে এখন!

ভুলিতে হবে আপন,
ভুলিতে হবে স্বপন,
জাগাতে হবে জীবন
তবে সে পারিবে;

ছুটিতে ওদের সঙ্গে,
লিখিতে কালের অঙ্গে,
খেলাইতে এ তরঙ্গে
তবে সে পারিবে;

জ্ঞানের শকতি লভে,
জগতে বুঝিতে হবে
তবে সে আপন পাবে,
সঙ্কল্প সাধিবে।

জেনো সত্য জেনো কথা
ইংরাজ-শিক্ষিত প্রথা
ভারত উদ্ধার-পথ,
ত্যজ অন্য মনোরথ—
ভুলে যাও আগেকার পুরান কথন।

না থাকিলে এ ইংরাজ
ভারত অরণ্য আজ,
কে দেখাত, কে শিখাত,
কেবা পথে লয়ে যে'ত—
যে পথ অনেক দিন করেছ বর্জ্জন!

মুখে বল জয় জয়,
ধর ধ্বজা শিলাময়,
ছিঁড়ে ফেল পূর্ব্ববেদ
ভোলো সে প্রাচীন ভেদ—
অই—ভারতের গতি রেখো রে স্মরণ—

হে ভারতব্যাপী গিরি, রেখো রে স্মরণ,
ভবিষ্যৎ পারাবার
পার হ'তে অন্য আর
ভারতে নাহি ভেলা,
ভারত জীবন খেলা
একত্র ওদেরি সঙ্গে—উদ্ধার, পতন!

বল হে গুরুর জয়,
তোল মাথা বিন্ধ্যালয়,
ভোল সে পুরান কথা
ধর নব গুরু-প্রথা—
নীল অজগরকায়া কর উত্তোলন,
উঠ উঠ গিরিবর করো না শয়ন।

কুম্ভজন্মা যে অগস্ত্য *
সে কি তোমা কৈলা স্তম্ভ
অই ভাবে থাকিবারে,
বলিলা কি সে তোমারে
চির-তরে থাকিবারে? ত্যজ সে বচন!

আমি তোমা দিনু বর
পুনঃ উঠ গিরিবর,
ভারত-সন্তান নাম
জানুক এ ধরাধাম
মৃত ভারতের নাম জানিত যেমন!

উঠ উঠ বিন্ধ্যগিরি অগস্ত্য ফিরেছে,
ভারতে ইংরাজ-রাজ মধ্যাহ্নে সেজেছে,—
সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান-তিমির-নীরে,
ভারত জাগিছে ফিরে;
উড়েছে নব নিশান,
উঠিছে আলো-তুফান,
তুমি কেন বিন্ধ্যাচল থাকিবে অমন?
নীল অজগরকায়া কর উত্তোলন!

জাগাতে তোমারে হের অগস্ত্য ফিরেছে,
ভারতে ইংরাজ-রাজ মধ্যাহ্নে সেজেছে।

---

* প্রবাদআছে, অগস্ত্য কুম্ভ হইতে উৎপন্ন হ

গঙ্গার উৎপত্তি।

(১)

হরিনামামৃত পানে বিমোহিত
সদা আনন্দিত নারদ ঋষি,
গায়িতে গায়িতে অমরাবতীতে
আইল একদা উজলি দিশি।

(২)

হরষ অন্তরে মহা সমাদরে
স্বপন সংহতি অমরপতি।
করি গাত্রোত্থান করিয়া সম্মান
সাদর সম্ভাষে তোষে অতিথি।

(৩)

পাদ্য অর্ঘ দিয়া মুনিরে পূজিয়া
চন্দ্রাগ্নি প্রভৃতি অমরগণ ;
করিয়া মিনতি কহে "ঋষি-পতি,
কহ কৃপা করি, করি শ্রবণ,—

(৪)

কিরূপে উৎপত্তি হলো ভাগীরথী
গাও তপোধন প্রাচীন কথা,
দেবের উকতি তোমার ভারতী
অমৃত-লহরী-সদৃশ গাথা।"

(৫)

গুণি-বিশারদ, মুনি সে নারদ
ললিত পঞ্চমে মিলায়ে তান,
আনন্দে ডুবিয়া নয়ন মুদিয়া
তুম্ব বাজাইয়া ধরিল গান।

(৬)

"হিমাদ্রি অচল দেবলীলাস্থল
যোগীন্দ্রবাঞ্ছিত পবিত্র স্থান ;
অমর কিন্নর যাহার উপর
নিসর্গ নিরখি জুড়ায় প্রাণ।

(৭)

যাহার শিখরে সদা শোভা করে
অসীম অনন্ত তুষাররাশি ,
যাহার কটিতে ছুটিতে ছুটিতে
জলদ-কদম্ব জুড়ায় আসি !

(৮)

যেখানে উন্নত মহীরুহ যত
প্রণত উন্নত শিখর কায় ;
সহস্র বৎসর অজর অমর
অনাদি ঈশ্বর-মহিমা গায়।

(৯)

সেই হিমগিরি শিখর-উপরি
অঙ্গিরাদি যত মহর্ষিগণ
আসিত প্রত্যহ ভকতির সহ
ভজিতে ব্রহ্মাণ্ড-আদিকারণ।

(১০)

হেরিত উপরে নীলকান্তি ধরে
শূন্য ধূ ধূ করে ছড়ায়ে কায়,
হেরিত অযুত অযুত অদ্ভুত
নক্ষত্র ফুটিয়া ছুটিছে তায়।

(১১)

মণ্ডলে মণ্ডলে শনি-চক্র চলে
ঘুরিয়া ঘেরিয়া আকাশময়,
হেরিত চন্দ্রমা অতুল উপমা
অতুল উপমা ভানু উদয়।

(১২)

চারিদিকে স্থিত দিগন্ত-বিস্তৃত
হেরিত উল্লাসে তুষাররাশি ;
বিস্ময়ে প্লাবিত বিস্ময়ে ভাবিত
অনাদি পুরুষে আনন্দে ভাসি।"

(১৩)

বলিতে বলিতে আনন্দ-বারিতে
দেবর্ষি হইল রোমাঞ্চ-কায়,
ঘন ঘন স্বর গভীর প্রখর
তানপুরা-ধ্বনি বাজিল তায়।

(১৪)

গায়িল নারদ ভাবে গদগদ
"এমন ভজন নাহি রে আর,
ভূধর-শিখরে ডাকিয়া ঈশ্বরে
গায়িতে অনন্ত মহিমা তাঁর।

(১৫)

ইহার সমান ভজনের স্থান
কি আছে মন্দির জগত-মাঝে ;
জলদ-গর্জ্জন তরঙ্গ-পতন
ত্রিলোক চমকি যেখানে বাজে।

(১৬)

কিবা সে কৈলাস বৈকুণ্ঠ-নিবাস
অলকা আমরা নাহিক চাই,

জয় নারায়ণ বলিয়া যেমন
ভুবনে ভুবনে ভ্রমিতে পাই।"

(১৭)

নারদের বাণী শুনি অভিমানী
অমর-মণ্ডলী বিমর্ষ হয় ;
আবার আহ্লাদে গভীর নিনাদে
সঙ্গীত-তরঙ্গ বেগেতে বয়।

(১৮)

ঋষি কয়জন সন্ধ্যা সমাপন
করি এক দিন বসিলা ধ্যানে ;
দেবী বসুন্ধরা মলিন কাতরা
কহিতে লাগিল আসি সেখানে।

(১৯)

"নাথ ঋষিগণ সমূলে নিধন
মানব-সংসার হলো এবার,
হলো ছারখার ভুবন আমার
অনাবৃষ্টি তাপ সহে না আর।"

(২০)

শুনে ঋষিগণ করি দৃঢ়পণ
যোগে দিল মন একান্ত-চিতে,
কঠোর সাধনা ব্রহ্ম-আরাধন,
করিতে লাগিলা মানব-হিতে !

(২১)

মানব-মঙ্গলে ঋষিরা সকলে
কাতরে ডাকিছে করুণাময়,
মানবে রাখিতে নারায়ণ চিতে
হইল অসীম করুণোদয়।

(২২)

দেখিতে দেখিতে হলো আচম্বিতে
গগনমণ্ডল তিমিরময়,
মিহির নক্ষত্র তিমিরে একত্র
অনল বিদ্যুৎ অবশ্য হয়।

(২৩)

ব্রহ্মাণ্ড ভিতর নাহি কোন স্বর
অবনী অম্বর শুম্ভিতপ্রায় ;
নিবিড় আঁধার জলধিহুঙ্কার
বায়ু বজ্রনাদ নাহি শুনায়।

(২৪)

নাহি করে গতি গ্রহদলপতি
অবনীমণ্ডল নাহিক ছুটে,
নদনদী-জল হইল অচল
নির্ঝর না ঝরে ভূধর ফুটে।

(২৫)

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে
গগনে হইল কিরণোদয়,
ঝলকে ঝলকে অপূর্ব্ব আলোকে
পূরিল চকিতে ভুবনত্রয়।

(২৬)

শূন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায় ;
ব্রহ্ম সনাতন অতুল-চরণ
সলিলনির্ঝর বহিছে তায়।

(২৭)

বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে সারি সারি
ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী।
দাঁড়ায়ে অম্বরে কমণ্ডলু করে
আনন্দে ধরিছে কমল ফেণী।

(২৮)

হায় কি অপার আনন্দ আমার
ব্রহ্মসনাতন চরণ হ'তে,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলে জাহ্নবী উথলে
পড়িছে দেখিনু বিমান-পথে।

(২৯)

গভীর গর্জ্জনে দেখিনু গগনে
ব্রহ্মকমণ্ডলু হ'তে আবার
জলযন্ত্র ধায় রজতের কায়
মহাবেগে বায়ু করি বিদায়।

(৩০)

ভীম কোলাহলে নগেন্দ্র অচলে
সেই বারিরাশি পড়িল আসি,
ভূধরশিখর সাজিয়া সুন্দর
মুকুটে ধরিল সলিলরাশি।

(৩১)

রজত-বরণ স্তম্ভের গঠন
অনন্ত গগন ধরেছে শিরে,
হিমানী-আবৃত হিমাদ্রি পর্ব্বত
চরণে পড়িয়া রয়েছে ধীরে।

(৩২)

চারিদিকে তার রাশি স্তূপাকার
ছুটিয়া ছুটিছে ধবল ফণা,

ঢাকি গিরিচূড়া　　হিমানীর গুঁড়া
সদৃশ খসিছে সলিল-কণা !
(৩৩)
ভীষণ আকার　　ধরিয়া আবার
তরঙ্গ ধাইছে অচল-কায় ;
নীলিম গিরিতে　　হিমানীরাশিতে
ঘুরিয়া ফিরিয়া মিশায়ে যায়।
(৩৪)
হইল চঞ্চল　　হিমাদ্রি অচল
বেগেতে বহিল সহস্রধারা,
পাহাড়ে পাহাড়ে　　তরঙ্গ আছাড়ে
ত্রিলোক কাঁপিল আতঙ্কে সাড়া !
(৩৫)
ছুটিল পর্ব্বতে　　গোমুখী পর্ব্বতে
তরঙ্গ সহস্র একত্র হয়ে,
গভীর ডাকিয়া　　আকাশ ভাঙ্গিয়া
পড়িতে লাগিল পাষাণ লয়ে।
(৩৬)
পালকের মত　　ছিঁড়িয়া পর্ব্বত
কুঁদিয়া চলিল ভাঙ্গিয়া বাঁধ ;
পৃথিবী কাঁপিল　　তরঙ্গ ছুটিল
ডাকিয়া অসংখ্য কেশবিনাদ।
(৩৭)
বেগে বক্রকায়　　স্রোতস্তম্ভ ধায়
যোজন অন্তরে পড়িছে নীচে ;
নক্ষত্রের প্রায়　　ঘেরিয়া তাহার
শ্বেত ফেনরাশি পড়িছে পিছে।
(৩৮)
তরঙ্গ-নির্গত　　বারিকণা যত
হিমানী চূর্ণিত আকার ধরে ;
ধূমরাশি প্রায়　　ঢাকিয়া তাহায়
জলধনু-শোভা বিচিত্র করে।
(৩৯)
শত শত ক্রোশ　　জলের নির্ঘোষ
দিবস-রজনী করিছে ধ্বনি ,
অধীর হইয়া　　প্রতিধ্বনি দিয়া
পাষাণ খসিয়া পড়ে অমনি।
(৪০)
ছাড়ি হরিদ্বার　　শেষেতে আবার
ছড়ায়ে পড়িল বিমল ধারা,
শ্বেত সুশীতল　　স্রোতস্বতী-জল
বহিল তরঙ্গ পাবার পারা।
(৪১)
অবনীমণ্ডলে　　সে পবিত্র জলে
হইল সকলে আনন্দে ভোর,
"জয় সনাতনী　　পতিতপাবনী"
ঘন ঘন ধ্বনি উঠিল ঘোর।

অন্নদার শিবপূজা।

গীতি।

(আরম্ভ)

(১)

দাও করতালি　　"জয় জয়" বলি
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ ;
অই যে প্রাচীতে　　হাসিতে হাসিতে
উদয় অরুণ উষার সহ।
বল সবে "জয়"　　ত্রিভুবনময়,
অন্নদা আসিছে পূজিতে হরে ;
মর্ত্ত্যে শিবধাম　　মোক্ষতীর্থ নাম
কাশী বারাণসী অবনীপরে।

(শাখা)

(২)

নামে সখী জয়া আকাশ হইতে
হাতে হেম-থালা ভৃঙ্গার জল ,
মকরন্দ-মাখা কুসুমের থর,
আনন্দে বরিষে দেবের দল ,
প্রসূন-নিশ্বাসে পূরিল আকাশ,
সুবাদ্য-নিক্কণ বিমানপথে ,
ত্যজিয়া কৈলাস কৈলাস-কামিনী
উরিলা সুন্দর পুষ্পক-রথে।

(পূর্ণ কোরস)

(৩)

দাও করতালি　　"জয় জয়" বলি
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ ;
হাসিতে হাসিতে　　অই যে প্রাচীতে
উদিল অরুণ, উষার সহ।

(আরম্ভ)

(১)

অই যে মন্দিরে মৃদুল গম্ভীরে
আনন্দে প্রবেশে আনন্দময়ী,
কোথা কাশীবাসী শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসী
খঞ্জনী ঝাঁঝরী বাঁশরী কই ?
বাজা রে উল্লাসে নিক্কণ উচ্ছ্বাসে
ত্রৈলোক্য-ভুবন মোহিত কর,
"হর হর হর" বল নিরন্তর
"বম্ বম্ বম্" মধুর স্বর।
বাজা রে উল্লাসে ভকতি উচ্ছ্বাসে
মন্দিরে প্রবেশে আনন্দময়ী।
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসী কোথা কাশীবাসী
খঞ্জনী ঝাঁঝরী বাঁশরী কই ?

(শাখা)

(২)

প্রবেশে মন্দিরে জগত-জননী
গললগ্নবাস যুড়িয়া কর ;
প্রণত হইয়া মুদিত নয়নে
চরণে অর্পিলা প্রসূন-থর।
আনন্দ-শরীরে "স্বয়ম্ভু" বলিয়া
ডাকিল আনন্দে জগতমাতা,
দেব সিদ্ধ নর ত্রিলোকপুরীতে
উঠিল উচ্ছ্বাস আনন্দ-গাথা।

(পূর্ণ কোরস্)

(৩)

জয় জয় জয় অনাদি ঈশ্বর
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্ম পরাৎপর,
জয় মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মাণ্ড-ধারী ;
জয় সর্ব্বরূপ জয় গুণময়,
জয় দীননাথ জয় দয়াময়,
জয় জয় দেব পাতকহারী ;
শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ,
পিনাকনিনাদী অনাদি মহেশ,
যোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তারকারী।

(আরম্ভ)

(১)

নাচিয়া নাচিয়া "স্বয়ম্ভু" বলিয়া
দেবদল-দলে গগনতল ;
জয় শম্ভু শুনি করে সিন্ধুমণি ;
উথলে গভীর অতল জল ;
স্বয়ম্ভু সঙ্গীতে আনন্দ-ধ্বনিতে
জীমূত মন্দ্রয়ে গগনপরে,
উচ্ছ্বাসে পবন পর্ব্বত কানন
স্বয়ম্ভুকীর্ত্তন আনন্দস্বরে।
"জয় জয় জয় ত্রিভুবনময়
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্মাণ্ডধারী,
শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ
যোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তারকারী।"
বলিয়া নাচিয়া স্বয়ম্ভু ডাকিয়া
দেবদল-দলে গগনতল ;
জয় শম্ভু শুনি গায় সিন্ধুমণি
উথলে গভীর অতল-জল।

(শাখা)

(২)

"অহে বিশ্বনাথ পূরাও বাসনা"
বলিয়া অন্নদা অঞ্জলিকরে ;
সৃজিলা যে দিন জগত-ব্রহ্মাণ্ড
দেখিতে সে দিন বাসনা করে,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সকলি সুন্দর,
দেব যক্ষ নর আনন্দে ভরা ;
পীড়া ব্যাধি শোক যাতনা কেমন
জানিত না কেহ মরণ জরা ;
অপূর্ব্ব মাধুরী জীবন প্রকাশ
জীবের বদনে অপার সুখ,
নব চারু মৃদু লাবণ্য-লেপিত
মধুর সুন্দর প্রকৃতি-মুখ।

(পূর্ণ কোরস্)

(৩)

"দেখাও আবার বাসনা আমার
তেমতি তরুণ অরুণ কায়,
সেই মনোহর চারু সুধাকর
ফুটিছে নবীন গগন-গায়,
ছুটিছে পবন ফুটিছে কানন
তেমতি নবীন হিল্লোল বাসে,
তেমতি করিয়া উল্লাসে ভরিয়া
প্রাণিবৃন্দ সহ জগৎ হাসে ;

তেমতি করিয়া ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া
পশুপক্ষী সুখে ছুটিয়া ধায়,
তেমতি করিয়া প্রমোদে মাতিয়া
সকলে তোমার মহিমা গায়।

(আরম্ভ)

(১)

জয় জয় জয় অনাদি ব্রহ্মন্
জয় বিশ্বনাথ সত্য সনাতন,
জয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডধারী ;
শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ,
পিনাকনিনাদী অনাদি মহেশ,
যোগী চিন্ময় নিস্তারকারী।

(শাখা)

(২)

"অহে বিশ্বনাথ তব বিশ্বধামে
কত দিন আর শমনেব নামে
শমনের দূত দেখাবে ভয় ;
কত দিন ভবে হা হা রব
নরকুল আদি পশুপক্ষী সব,
কাঁদিয়ে জীবন করিবে ক্ষয় ;
অন্ধ খঞ্জ প্রাণী আর কত দিন
জগতের শোভা করিবে মলিন—
জীবন থাকিতে জীবিত নয় !
দরিদ্র কাঙ্গাল কত দিন আর
জঠর-অনলে করে হাহাকার,
করিবে জগৎ কলঙ্কময় ?
কবে বিশ্বনাথ ভবে সর্ব্বজন
আবার তোমার মহিমা কীর্ত্তন
করিবে আনন্দে বলিবে জয় ?

(পূর্ণ কোরস)

(৩)

জয় জয় জয় ত্রিপুর-ঈশ্বর
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্মপরাৎপর
জয় বিশ্বরূপ-ব্রহ্মাণ্ডধারী ;
জয় মৃত্যুঞ্জয় জয় গুণময়
জয় দীননাথ জয় দয়াময়
জয় জয় জয় পাতকহারী।

(আরম্ভ)

(১)

বিমল তরঙ্গে আয় মা গঙ্গে
কাশীধামে আসি উদয় হও ;
কলকল-নাদে এ শুভ সংবাদে
জগৎ-সংসারে আনন্দে কও—
জগৎ-জননী আজি গো আপনি
জগতের দুঃখ বলিছে শিবে
পূরিবে বাসনা আর কি ভাবনা
রোগ শোক তাপ ঘুচিবে জীবে ;
গিয়া ঘাটে ঘাটে বল নাটে নাটে
কাশীমাঝে আজি এ শুভ বাণী ;
আবার শুন না 'পুরাও বাসনা'
গাইছে ওই যে ভবের রাণী।

(শাখা)

(২)

"পুরাও বাসনা ওহে বিশ্বনাথ
জীবের যাতনা ঘুচাও দূরে
তেমতি করিয়া সৃজিলে যে দিন,
দেখাও আবার জগৎ পুরে ;
তেমতি পবনে ছুটিছে কাননে
তেমতি নবীন হিল্লোল-বাসে,
তেমতি করিয়া উল্লাসে ভরিয়া
প্রাণিবৃন্দ সহ জগৎ হাসে।

(পূর্ণ কোরস্)

(৩)

আনন্দ-ধ্বনিতে অন্নদা-বাণীতে
গায়িতে গায়িতে জাহ্নবী ধায়,
আর কি ভাবনা পূরিবে বাসনা
জগত-জননী আপনি গায়।
"জয় শম্ভু" ব'লে দাও করতালি,
লও রে অঙ্গুলী পূরিয়া পানি,
ত্রিভুবনময় সবে বলে জয়
"শঙ্কর হর" মধুর বাণী।

রহস্য-বিষয়

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে।

(বঙ্গরমণীর উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে)

(১)

কে বলে রে—বাঙ্গালীর জীবন অসার ?
সৌরভে আমোদ দেখ আজ কিবা তার।
বাঙ্গালীর হৃদয়ের যতনের ধন,
তার মাঝে দেখ অই দুইটি রতন,
রজনী করিতে ভোর উজলি গগন,
আশার আকাশে উঠি জ্বলিছে কেমন !
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে !
ভাসিল আনন্দ-ভেলা কালের জুয়ারে !

(২)

কি ফুল ফুটিল আজি বঙ্গের মরুতে
ফোটে কি রে হেন ফুল কোন সে তরুতে ?
কোন্ নদী, কোন্ হ্রদ, পাহাড় উপরে
ফুটন্ত কুসুম হেন আনন্দ বিতরে ?
রে যামিনী তারা-হারা কিবা আভরণ
আছে বল তার বুকে দেখিতে এমন ?
এত দিনে বুঝিলাম সে নহে স্বপন,
ভারত-বিপিনে বীজ হয়েছে বপন।
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে !
ভাসিল আনন্দ-ভেলা কালের জুয়ারে !

(৩)

এত দিনে জাগিল রে জীবনে বিশ্বাস,
ঘুচিল হৃদয় হ'তে কালের হতাশ।
বাঙ্গালীর কামিনীর হৃদয়-কমলে
পাশ্চাত্য সাহিত্য-রূপ দিনমণি জ্বলে।
সমপাঠে সহযোগী কুরঙ্গ-নয়নী,
ছুটেছে যুবক সঙ্গে যুবতী রমণী।
পরেছে উপাধি-হার সুনীল বসন
সেজেছে অঙ্গেতে কিবা চারু দরশন !
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে !
ভাসিল আনন্দ-ভেলা কালের জুয়ারে !

(৪)

কবে রে দেখিব বল এ বিপিন মাঝে,
আর(ও) হেন কুরঙ্গিনী এ মোহন সাজে ?
সে দিন হবে কি ফিরে এ দেশে আবার,
নারী হবে পুরুষের জীবন-আধার ?
গৃহরূপ কমলের কমলা-আকারে,
ছড়াইবে সুখরাশি চাহিয়া সবারে।
হবে কি সে দিন ফিরে যবে এ বাঙ্গালী
অলকা পাইবে হাতে অভাগা বাঙ্গালী !—
কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে,
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে !

(৫)

হরিণ-নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
শুন ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা,
তোমাদের অগ্রপাঠী আমি এক জন,
অই বেশ ও উপাধি করেছি ধারণ।
যে ধিক্কারে লিখিয়াছি "বাঙ্গালীর মেয়ে"
তারি মত সুখ আজি তোমা দোঁহে পেয়ে।
বেঁচে থাক সুখে থাক চিরসুখে আর।
কে বলে রে বাঙ্গালীর জীবন অসার ?
কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে ?
ভাসিল আনন্দ-ভেলা কালের জুয়ারে !
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।

সাবাস হুজুগ আজব সহরে।

ছেলাম, টেম্পল্ চাচা, আচ্ছা মজা নিলে।
ভোজং দিয়ে ভোটীং খুলে মিউনিসিপাল বিলে।
ফ্যাকট বলি, সহর যুড়ে ভারী আড়ম্বর।
অ্যাক্‌ট জারি হবে নূতন পয়লা সেপ্টেম্বর॥
বলি হারি সুবেদারী সুসভ্য কেতায়।
ভেল্‌কিবাজি ইংরেজের হদ্দ মজা হায়॥
ফুরায় আগষ্ট নিশি একত্রিশা বাসরে।
সহরে পড়িল চব্ব, পর্ব্ব ঘরে ঘরে॥
শয্যা ছাড়ি রাতারাতি না হইতে ভোর।
বাসাড়ে বাসিন্দা বেওয়া, বেশ্যা করে সোর॥
প্রাতঃকালে জারি হবে নূতন আইন।
ফ্রেম বাঁধা "ফ্রান্‌চাইসে" নেটিব স্বাধীন॥
কেরাণী, কারিন্দা ক্লার্ক, মুচ্ছুদী দেওয়ান।
মোল্লা, মুদি, মিউনিসিপাল বেঞ্চে পাবে স্থান।
সহর খোঁড়া কলের কাঠী নেটিব প্রজার হাতে
দেখ্‌বো জারী বাহাদুরী কল্য দিবা প্রাতে॥

দর্প ক'রে দুপুর রেতে "ক্যাণ্ডিডেট" যত।
ব্যস্ত হ'য়ে বস্তা খুলে, সজ্জা করে কত॥
বনেদী বাবুর বাড়ী টোটাবাত্তি জ্বলে।
গ্যাস লাইটে ফাইন আলো আধুনী মহলে॥
উকীল এটর্ণী মুদি পোদ্দারের ঘরে।
রেড়ির তেলে আলো জ্বলে,
পিরান্ পোষাক পরে॥
খোষ পোষাকে সজ্জা করি বাহাল তবিয়ৎ।
স্বর্ণ চাঁপা স্মরণ করেন, সভ্য তরিবৎ॥
দুর্গা, কালী, শিব নাম শিকেয় তুলে রাখি।
সিদ্ধ হ'ন ফুলকুমারী, কিরণময়ী ডাকি॥
বিল্বপত্র বিনিময়ে "বটন" হোলে আঁটা।
শ্রীমতীর কুন্তলের বাসী ফুলের বোঁটা॥
হৃদ্দ জপ পদ্মমুখে গন্ধ শুঁকি সুখে।
মন্দ যান্ "মৌনী শিয়াল" হ'তে, ছাতি ঠুকে॥
কোন বা বাবুজী, বালা-সহিত বাগানে।
চক্ষু রাঙ্গা, ওঠেন ঝেড়ে ভোরের কামানে॥
চোগা, ঘড়ী, টুপি, টাঁকিয়া চাপকান্!
গড়াগড়ি পায়ে ধরি, নাছোড় বিবিজান॥
ছাঁদন-দড়ী বাহুলতা, ছেদন কঠিন।
বাবুজী ভয়েতে ভেকো বদন মলিন॥
দুঃখ দেখে মায়াবিনী বাঁধন দিল খুলে।
টপ্পা গেয়ে তোরিয়ান উঠিলেন ফুলে॥
রুমালে মুছিয়া মুখ ঝাড়িয়া চাপকান্।
"দেহি পদ পল্লব"—বলিয়া প্রস্থান॥
কোথাও কর্কশ কথা বিষম ব্যাপার।
কর্ত্তাটি বলেন, "ক্ষেপি, তলব রাজার॥
প্রত্যুষে হাজির যদি না হইতে পারি।
সর্ব্বনাশ হবে, ক্ষেপি, পর্ব্ব আজি ভারি॥
দয়াল দাদা 'বয়াল' চ'ড়ে যাচ্ছে কোরে জাঁক।
কম্বকৃতি ওক্ত গেলো, তক্ত যাবে ফাঁক॥"
বলে, আঁচল খুলে এক দাপটে
পগার হলো পার।
বোষজা খুড়ী অবাক ভেবে ভোটের ব্যাপার॥
পীতবস্ত্র, রামগোবিন্দ নব্য ভোটর যত।
"ফানচাইসের" ফ জানে না হয় বুদ্ধিহত॥
সারারাত্রি ব'সে জাগে ভোটের রগড়ে।
হয় তরিবৎ পায় মশার কামড়ে॥
হগের হুকুম শক্ত, সময় যদি বয়।
গালুকে করিবে লাল, সদা প্রাণে ভয়।

পরিবার পুত্র কন্যা হাহাকার করে।
সাবাস হুজুক আজ আজব সহরে।
সবাই তুফান ভাবে ভয়ে হবু থুবু—
কবি বলে, "সাধন" বিনে সভ্যতা কি কভু?

* * * *

"ভোটীং হলে" মিটীং এবার যোটে কত লোক।
কেহ গোরা, কেহ দুধে, কেহ কৃষ্ণ জোঁক॥
বাঁকা টেরি, হাতে ছড়ি একমেটে গড়ন।
কামিজ আঁটা নধরবাবু নাগর কোন জন॥
কেহ বা দোমেটে গাঁদা, কেহ ঘেঁটুরাজ।
মাথাছাঁটা মেহদি কেহ, কেহ শিমুল ভাজ॥
গাড়ী গাড়ী নামে বাবু বণিক কেরাণী।
কাঁড়ি কাঁড়ি ক্যাণ্ডিডেট ফ্রেণ্ডের কোম্পানী॥
কেহ চড়ে জুড়ি ফেটীন কেহ আফিস যানে।
কেরাঞ্চি কাহারো ভাগে কারো বা ঠনঠনে॥
কেহ বা আড়ানি তোলা "ব্লাকবুটের" ছাল।
কারো শিরে "প্যারাসল্" বিবিয়ানা চাল॥
'এল্‌বো' ঠেলে 'হলে' ঢোকে সেথো লয়ে সাৎ।
ইংরেজী ধরণে গতি সাবাস্ ক্যাবাৎ॥
'মার্চ্চ' করে পিছে পিছে, 'ভোটর' টায়ারা।
আগে আগে যষ্টিধারী ফুলিস্ পাহারা॥
কেঁদে বলে হুঁসিয়ার ভোটর-সে কোনো।
ছেড়ে দেও দণ্ডবিধি কাণ্ড কি তা শোনো।
ঘরে আছে পাঁচটি ছেলে একা রোজগারী।
আমার ওপর বিনি দোষে
'পত্তব' কেন জারি?'
'ফরেণ চীজ' চাই না বাবা ছেড়ে দেও যাই।
ঘরের খেয়ে, বনের মোষ কি হেতু তাড়াই॥
তার সঙ্গে অন্য কেহ বলে কিন্তু হয়ে।
যমের ঘরে আমাদের কেন যাও ল'য়ে॥
আমীর উজীর ওরা, কেহ বা মনিব।
ওদের সাথে পারব কিসে আমরা গরিব॥
ভোটের লড়াই এমন ধারা আগে জানে কেটা।
তা হ'লে কি ধরা দিয়ে ভুগি এত লেটা?
কান্নাকাটি ঝটাপটী, কত করে সোর!
'হগের' পুণ্যে কত পিণ্ডি পুলিসের জোর॥
'ব্যাটন' গুঁতোর চোটে তোলে ভোটের কলে।
মর্ম্ম 'হীটে' চর্ম্ম ফাটে, ভাসে ঘর্ম্ম-জলে॥
বার খাড়া দুই দল "হলের" দুধারে।
মধ্যস্থলে মধ্যবর্ত্তী 'সাইন' হাঁকারে॥

'ইলেক্টর' ক্যাণ্ডিডেট হবে জোঁকাজোঁকি।
পল্লীবাস ফ্রেণ্ডদের গাত্র শুঁকাশুঁকি॥
কোথায় ঈশ্বর গুপ্ত তুমি এ সময়।
চতুর রসিকরাজ চির-রসময়॥
দেখিলে না চর্ম্মচক্ষে হেন চমৎকার।
বঙ্গের গোগৃহ-রঙ্গ ব্যাঙ্গের বাজার॥
কিছুকাল যদি আর থাকিতে হে বেঁচে।
'লিবার্টির' জন্ম দেখে কমল নিতে কেঁচে॥
সাক্ষাতে কতই বঙ্গে নবা তন্ত্র সঙ।
তসর, গবদ, গজে ঢাল্‌তে কত রঙ॥
বল্‌তে কেমন পাকাগোঁপে
কলপ শোভা পায়।
বলিহারি জরির টুপি বুড়োর মাথায়॥
ঝুঁটীদার মোড়াসার আহা কিবা ঘটা।
বায়াত্তুরে শিরে তাজ, কুরুক্ষেত্রছটা॥
ঘুণধরা বনেদি বুড়ো শিরে ত্যাড়া টুপি।
লেস-বসানো বেলাক্ ক্যাপে ঝোলে শিল্কখুপী॥
অপরূপ শোভা, আহা বাবরি ছাটা চুলে।
শ্মশানশায়ী কান্ত হেরি কান্তা যাবে ভুলে॥
সামলার স্থকার্ণিস মোড়াসার ফের।
মোগলাই ধুমুচির মাথাধরা ঘের॥
ব্ল্যাক হ্যাট, 'ফেল্ট' টুপী, বোম্বায়ে লণ্ঠন।
লাইনবাঁধা সারি সারি 'জানই' কেমন॥
বাঙ্গালী বাবুর সাজ আমার চখে বালি।
নকলে মজবুৎ বঙ্গ আসলে কাঙ্গালী॥

* * * *

ফৰ্দ্দ হাতে মধ্যস্থলে মধ্যস্থ দাঁড়ায়।
মেম্বর বাছনি ছলে ব্যাটন হেলায়॥
ভোটার ধরে "আস্ক" করে তুমি কারে চাও?
কোন জন বলে, সাহেব ঐটি আমায় দাও॥
কেঁড়ে কেতাব উড়ে কীর্ত্তি বগলে যাহার।
এলেমভরা, "ডি এল" যারা পছন্দ আমার,
"রাইট" বলে "ব্যাটন" তুলে বাছন্দার চায়।
"ইলেকটর" অন্য জনে ইঙ্গিতে শুধায়॥
সে জন বলে পরিপক্ক খাসা কালোজাম।
"নিগারকুলে" কালাচাঁদ ঐটি লেব হাম॥
এক তুরূপে টেক্কা মেরে
"ব্যোম" ক'রে বসেছে।
"অবল" থেকে "অনারেবল"
আর কে অমন আছে?

হেসে পুনঃ "অফিসার" "ব্যাটন" ধরে তুলে।
বৈষ্ণব ভোটর বলে মনের কথা খুলে॥
আমি লবো রাজা অই মুরলী রসিক।
রসভরা মুখখানি, হাসি ফিক্ ফিক্॥
মাথা ঘুরে পড়ে হেরে নয়নের ঠার।
অমন সুন্দর ছেলে কোথা পাব আর?
বলিছে ভোটর কেন অই যে ও সেরে।
ছাঁটা গোঁপ কাঁচা পাকা ঘটা ক'রে ফেরে॥
দোহারা চেহারা খাসা, চোগা বুটিদার।
টাকার আণ্ডিল উটি 'ফণ্ডের' ভাঁড়ার॥
দানাদার দাতা তবু 'পর্স' নহে "লুস"।
ঈশপের উপন্যাসে অই সে "গোল্ড গূস্"॥
গিনি কাটা খাঁটি সোনা আছে "টুক বিং"।
দেখে শুনে নিতে হলো, "দ্যাট ইজ দি থিং"॥
কেহ বলে, আমি চাই অই সুব্রাহ্মণ।
পাকা দাড়ী,—সাদা চুল ঋষিটি যেমন॥
বিদ্যের জাহাজ বুড়ো, বৃদ্ধের নবীন।
খ্রীষ্টানের মুখপাত, চোখানো সঙ্গিন্॥
আমার পছন্দ অই খৃষ্ট ভেকধারী।
সাপোর্টে দিলাম ভোট, জিতি আর হারি॥
"হোর্"া দিয়ে হেনকালে, ঢোকে দেখি "হল"।
ভঙ্গীতে বুঝিনু তারা উকীলের দল॥
চমকে চমকে ভাঙ্গে "টীণ্ট" হ'তে নামি।
"এনট্রান্স" আটক ক'রে দাঁড়াই গিয়ে আমি॥
সকলের আগে এক মর্দ্দ দিল সাড়া।
দিগ্‌গজ ছ হাত যেন তালের কাঁড়ি খাড়া॥
আদ্‌পাকা চুলেতে তেড়ি, বুরুসে বাগানো।
"পারফিউমে" ভরা কেশ রুমালে ছড়ানো॥
সখের প্রাণ, সাদাসিদে, বল্‌ছে যেন হাসি।
"দেলদারিতে" খ্যাতি আমার আর সকল বাসি।
"সেকেন" ক'রে ছাড়ি তারে অন্য কথা নাই।
হীরে বাঁধা হৃদয়খানা ঐটি আমি চাই॥
এবার টিকিট হেরে হাসি নাহি ধরে।
লেখা তাতে গোটা গোটা ছাপার অক্ষরে॥
গণিত গায়ক, গাড়ী "চটকে মস্থর"।
হিন্দুস্থানি হেকমত হদ্দ বাহাদুর॥
বারো মাসে তের পর্ব্ব বাই খেমটা নাচ।
"হেল্‌থ" জান চিরকাল ঢালাই করা ছাঁচ॥
রাষ্ট্র যুড়ে "কাষ্ট" খ্যাতি, ডঙ্কা মারা নাম।
সর্ব্বঘটে অধিষ্ঠান বর্ণচোরা আম॥

দুই "পাস" একেবারে শূন্যেতে উত্থান ॥
এইবার রক্ষা কর মুস্কিল আসান ॥
দুই বাঙ্গালে এক সঙ্গে "হলে" যেতে চায়।
কারে রাখি কারে ছাড়ি পড়ি ঘোর দায়।
এক বাহাদুর 'হল্কে' ভারী বক্ষ ফাঁপা পেট।
হাল্কা দেহ কঞ্চিকাটী অন্য ক্যাণ্ডিডেট ॥
ছিপ্‌ছিপে বাঙ্গাল বাবু রাগেতে ফোঁপায়।
মুদো পেটা ভুঁদো দাদা মজবুৎ কথায় ॥
রাকাড়ে বাকাড়ে ওঠে কোন্দলের ঝড়।
হাঁকাহাঁকি চেঁচাচেঁচি বেহদ্দ বেগড় ॥
বিধকুটে বাঙালে গোঁসা বড়ই বালাই।
আহেলী বেলাতি বোল আন্‌কোরা ঢাকাই ॥
গরম গরম আচ্ছা বকম ইংরাজী ফোড়ন।
ভাস্‌ছে তাতে সাধু ভাষা মিষ্ট বিলক্ষণ।
ভোটিং গেল ভ্যাস্তা হয়ে 'ফ্রেন্‌সিপ কুল।'
কবি বলে দুজনাই "ডাউন রাইট ফুল" ॥
'অনর' বজায় কর্ত্তে হ'লে, ঘুসি সাফাই চাই।
'ভল্‌গার' ব্যবস্থা কেন কথার লড়াই ?
আলিপুর জুড়ি যুড়ি গাড়িতে ছয়লাপ।
চোপদার, চাপরাশি, ভৃত্য, কটিকসা ছাপ ॥
পেগম্বর জমিদার, খোস্ক রদি রাজা।
সিল্ক সাটিন, গরদ, চেলি চাপকানেতে ভাঁজা ॥
গলবস্ত্র সেক্রেটারী সাহেবানে ঘেরে।
'পাইমেণ্ট' পাস পাইতে দ্বারে দ্বারে ফেরে ॥
কেহ বলে খোদাবন্দ দুই লক্ষ আয়।
কেহ বলে 'ভারত-তারা' আমার গলায় ॥
কেহ বলে আমার 'ফনে' ব্যাঙ্ক খাড়া আছে।
কেহ বলে 'ফ্যামিন ফনে' অনেক টাকা গেছে ॥
"মা বাপ' সাহেব তুমি রক্ষা কর মান।
নৈলে ঘরে ফিরে গেলে বোচা হবে কান ॥
অতি বৃদ্ধ পিতামহের খেলাৎ তুলে কেহ।
বলে সাহেব সবার আগে আমায় পাস দেহ ॥
কেহ বলে কৃষ্ণদাস আমার প্রতিবাসী।
খোদাবন্দ ফেল কল্লে পাড়া শুদ্ধ হাসি ॥
মৌলভী বলেন আমি মুসলমানের চাঁই।
হুজুর যেন ইয়াদ থাকে, বান্দার দোহাই ॥
নবাব বলেন আমি নমুদ্দ উজীর।
হকিয়তে আমার হক্ ভিদ্ বি হাজির ॥
ফেসাদ করে, কত সেধে মাথা কুটে কেঁদে।
একে একে ফেরেন সবে জয়পত্র বেঁধে ॥

বাঙালায় বন্দনীয় যত অবতার।
বলিহারি বঙ্গবাসী তারিপ তোমার ॥

* * *

নগর ভিতরে হেথা নাগরীর হাট।
নবীন তরঙ্গে তুলে করে কত নাট ॥
বাছনি 'ভোটিং হলে' নাচনি পাড়ায়।
ব্যঙ্গভরা বামাস্বরে শ্রবণ জুড়ায় ॥
বিবিয়ানা তেড়িকাটা তরুণ তরুণী।
তেফেরা সাড়ীতে বেড়া গাজের উড়ানি ॥
'রুজ' মাখা মুখখানি পাখা নিয়ে হাতে।
গরবে গজেন্দ্রগতি ঘুরিছেন ছাতে ॥
উদ্দেশে কাহারে বলে ভাল বুকের পাটা।
মিউনিসিপেল কমিশনার হবে আবার সেটা ॥
মেগের হাতে বাঁড়া কুলি
পেগের বড়াই খালি।
বাগিচা বাগান বোট নাই একটি মালী ॥
সে আবার হ'তে চায় ভোটের মেম্বার।
পোড়া কপাল কালামুখ, ধিক্ ধিক্ ছার ॥
বাড়ীর নিকট ছাতে সাড়ী কালাপেড়ে।
আঁচলে চাবির থোবা ঝোলে গলা বেড়ে ॥
বসিয়া জনেক বামা 'উলেন' বিনায়।
সিঁথিতে সিন্দুর-ছটা চাঁদের শোভায় ॥
শুনে কথা মরালের মত মাথা তুলে।
বলে হায় হাসি পায় যম আছে ভুলে ॥
কড়িতে কি জোটে মান বড়িতে খিচুড়ি।
গুড়েতে কি খাজা হয় এক আঙ্গুলে তুড়ি ॥
আঙটী ঘড়ীর চেন বানবে কি সাজে ?
আমার ভাতার হ'লে পালাতাম লাজে।
হরপের এক অক্ষর যার-পেটে নাই।
সে হবে মেম্বর ? তার মেগের মুখে ছাই ॥
কোন গবাক্ষের কাছে রমণী আহ্লাদে।
লক্ষ্য করি অন্য জনে কথা কহে ছাঁদে ॥
কিপ্‌টে ভাতার কেয়াকাটা কুমড়া বলিদান।
মুখমিষ্টি মধুপর্ক সকলি সমান ॥
সে বলে তলানি জানি পুরুষ বড় দাতা।
লম্বা কোঁচা পরের কাছে ঘরে ছেঁড়া কাঁথা ॥
বল্লে—পাল্‌টা গেয়ে আল্‌তা মাখা
পা দুখানি তুলে।
আয়না ফেলে জানলা দিয়ে চল্লো খোলা চুলে ॥

কবি কহে ফিমেল বাছাই হয় যদি কখন।
বাছুনির বাহাদুরী দেখাব তখন॥
পোলিং শেষে হাজরে ডাকা পরক ভারী দড়।
বাছাই করা মেম্বরেরা কাউন্সেলে জড়॥
কাগজ হাতে হগ বাবাজী হাকিম ধরণ।
একে একে ডাকেন সবে তাড়া উচ্চারণ॥
নবাব নমুদ আলী খানসামা গোলাম।
রায় রাজেন্দ্র শ্রীরাম যুগী? উত্তর—সেলাম॥
কুমার ভেকেন্দ্র কৃষ্ট কানাই নাজির।
সাহেবজাদা সেকেন্দর? উত্তর—হাজির॥
নাপিত নদেরচাঁদ পদ্ম বাহাদুর,
ছিদাম মালী শ্রীধর মুচি?—হাজির হুজুর॥
রামভদ্র চেতলজী নবি বরকন্দাজ।
অনারেবল শিষ্টদাস?—'গরিব নমাজ॥'
প্যাগম্বর 'সি এস আই' পরেশ তৈনৎ।
শ্রীরাম মন্ডপি 'হায়'?—"সাহেব দণ্ডবৎ॥"
মৌলভী তাল্লিম মিয়া, ইন্দ্রের পিয়ারী।
ঘড়েল সাবুই বাগ?—হাজির হুজুরালী॥
ডিপুটী নফর বক্স সৈয়দ নবিস্তে
যো হুকুম শির প্যাঁচা?—আপ কি ওয়াস্তে।
হল্লা দিয়ে ছুটলো পাছে তারুই মাছের ঝোল।
হাকরে ডেকে সাহেব গেল যাত্রাভঙ্গ গোল॥
কোলাকুলি গলাগলি 'সেকেনের' ধুম!
মিউনিসিপেল মক্স দেখে আক্কেল গুড়ুম॥

হায় কি হলো?

(১)

হায় কি হলো?—কলম ছুতে হাসি এলো মুখে।
ভেবেছিলুম মনের কথা লিখবো ছাতি ঠুকে।
এলো হাসি—হাসিই তবে ঢেউ খেলিয়া চ'লে।
ছটাকখানিক রসের কথা—"হায় কি হলো ব'লে!

(২)

হায় কি হলো দেশের দশা রিপণ রাজার ভুরে?
সাদাকালো সমান হবে—সবার মুণ্ডু ঘুরে॥
আসল কথা রইল কোথা কেউ না সেটা খোঁজে।
কথার লড়াই কথার বড়াই—হওয়ার সঙ্গে যোঝে॥
সফেদ-কালা মিশ খাবে না—সমান হওয়া পরে।
নাচের পুতুল হয় কি মানুষ তুল্লে উঁচু ক'রে।

(৩)

হায় কি হলো—পেটের কথা বেরিয়ে গেল কত।
ইস্তক সে লাট টমসন্—বেরাল ইন্দুর যত—
"রাষ্ট্র ক'রে ব'লে দিলে গুপ্ত প্রেমের কথা"॥
উচ্চপায়া, নেটিভদিগের সেটা কথার কথা॥
ধর্ম্মভীতু এদেশীয় তাদের ভিতর ছিল!
স্পষ্ট কথা ব'লে দিয়ে—"পুরস্কারী" দিল॥

(৪)

হায় কি হলো—কত লোকের ভ্রমটা গেল ঘুচে।
বিলেত-ফেরা এ দেশীতে প্রভেদ নাইক ছুচে॥
যতই বলুন, যতই শিখুন, তাদের চলন-চাল—
ইংরাজেরা ভোলে না তায়—হায় রে কলিকাল!

(৫)

হায় কি হলো—কপাল পোড়া উমেদারের পেসা
পড়লো চাপা জাতার তলে—সাহেব বড় গোঁসা।
অন্ন গেলো বাঙালীরই. আর কি হলো তায়।
এ পোড়া ছাই "ইলবার্ট বিল" কেন হায় হায়।

(৬)

হায় কি হলো—দেশের দশা বিলাতে গেলে রমা।
তিন দিন না যেতে যেতে খ্রীষ্ট ভজে, ও মা।
পুরুষ পাছে মেয়ে আগে সুফল তাতে ফলবে না।
চাই এ দেশে, আর কিছুদিন এ "দিশী জানানা"॥

(৭)

হায় কি হলো—কথার দোষে
সুরেন গেলো জেলে।
ইংলিসম্যানে "কনটেম্পট" ও "সিডিসন" ও চলে॥
আহেল্ বেলাত নরিস্ সাহেব ধর্ম্ম অবতার।
দেশের ছেলে ক্ষেপিয়ে দিয়ে ক'ল্লে একাকার
ফিনকি ছুটে ভারত জুড়ে আগুন গেল লেগে।
হায় কি হলো ছেলেগুলো পুলিস দিলে দেগে

(৮)

হায় কি হলো?—বঙ্গদেশের কপাল গেলো ফি
গুলী পুরে গোরা ফউজ দাঁড়িয়ে বারাকপুরে।
আস্‌ছে সুরেন ঘরে ফিরে এই কথা সাদা।
এতেই এতো আড়ম্বরি? ইংরেজ কি গাধা?

(৯)

বোঝে যারা "হায় কি হলো"
তাদের কাছেই
"ন্যাসানেল ফনের" ব্যাপারটা নয় কি চলাচলি

পরের অধীন দাসের জাতি

"নেসেন" আবার তারা।

তাদের আবার "এজিটেসন্"—নরুন উঁচু করা॥

(১০)

হায় কি হলো - দলাদলি বাধলো ঘরে ঘরে।
পার্টি খেলা ঢেউ তুলেছে ভারত রাজ্য'পরে॥
সবাই "লীডর"—কর্ত্তা স্বয়ং—আপনি বাহাদুর।
কতই দিকে তুলচে কতো কতই তরো সুর।

(১১)

হায় কি হলো---আকাল এলো আবার ধ্বজা তুলে।
রাজার পুণ্যে প্রজার কুশল– লেখাই আছে মূলে!
হায় কি হলো তাদের আবার—অন্ন যাদের ঘরে?
জমীদারের গলা টিপে স্বত্ব চুরি করে।
"টেনেন্সিবিল" নামে আইন হচ্চে তৈয়ার করা।
গয়া গঙ্গা গদাধর ভূস্বামী প্রজারা!

(১২)

হায় কি হলো—'বঙ্গদর্শন' বঙ্কিম দেছে ছেড়ে,
হায় কি হলো—দেশটা গেছে "সাপ্তাহিকে" জুড়ে!
হায় কি হলো—ভূদেব গেল ছেড়ে গুরুগিরী।
হায় কি হলো--হেম,নবীনের,নাইকো জারিজুরি!

(১৩)

সবার চেয়ে হায় কি হলো—ওই যে হাসি পায়,
"হেষ্টি-পিগট" মিষ্টি কথা—"মিষ্টিরি" তলায়!
কি কাণ্ডটা ছি ছি ছি ছি "ন"জ্জার কথা বড়!
পাদরী হ'য়ে উদয় দলে—রগড় এত দড়?

(১৪)

হায় কি হলো আধখানা মাঠ জুবার্ট নেচে ঘেরে।
বিষয়টা কি, বুঝতে নারি কাণ্ডখানা হেরে।
আদ্দেক বাড়ী সহরমাঝে হ'চ্চে মেরামৎ,—
শুনতে ভালো "একজিবিসন"- একজনার কিসমৎ।
দেশের শিল্পী কারিগুরি শিখবে বিলাতীরা—
অন্নাভাবে দুদিন বাদে মরবে এদেশীরা?
হাসবো কত—"একজিবিসন" দেশের ভাল করে?
খেতে অন্ন নাইক যাদের—এ কি তাদের তরে?

(১৫)

হায় কি হলো দাঁড়াই কোথা?—ইংরেজে ইংরেজে,
তুমুল কাণ্ড বেধে গেছে—সবাই মল্লসাজে!
বলচে যত "কলোনিরা" আমরা হিস্তে চাই,
'অষ্ট্রেলিয়া' ভাগ বসাবে অন্য কথা নাই।

এ দেশী ইংরাজ যত বাধছে সবাই দল,
রাখবে ভারত নিজের হাতে—দেখিয়ে বাহুবল!
"ইংলিশম্যানের" ফরেল সাহেব কচ্চে—"কম্যাণ্ডারী"
পেছন থেকে পাইওনিয়ার হাকচে হাওলদারি।
বাপ রে বাপ কি চেহারা "ভলণ্টিয়ারগণ,"
দাঁড়িয়ে গেছে সঙ্গিন হাতে– কাঁপ্‌চে কলাবন?
আর কি থাকে বাণীর রাজা!—নীলকর, চা-কর,
সাঙ্গিন খাবা দিচ্ছে সাড়া—উঁচিয়ে হাতিয়ার।
ছেড়ে দিবে ছররা-ভরা—পাখী মারা "গন্—"
উড়ে যাবে দুলাখ সেপাই—আর্ম্মি--"সেলব"-গণ!
তাই ত বলি "হায় কি হলো"—রাজা আলমগিরি!
একেই বলে দেশোন্নতি—সাবাস বলিহারি।
বুঝ্‌বে যদি "হায় কি হলো"—পয়সা ক'টি দিও,
যত্ন ক'রে 'বঙ্গদর্শন' কাগজখানি নিও।

"নেভার—নেভার"।

(১)

গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিসম্যান.
ডাক ছাড়ে ব্রান্‌সন্ কেশুয়িক-মিলার—
"নেটিবের কাছে খাড়া নেভার্—নেভার্!"
"নেভার" সে অপমান—, হতমান বিবিজান
নেটিবে পাবে সন্ধান, আমাদের "জান না"?
বিবিজান! দেহে প্রাণ কখনও তা হবে না॥
হিপ্ হিপ্, হিপ্ হুরে, হ্যাট কোট বুট পরে,
সরা ভাবে জগতেরে—তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে?—নেভার্ নেভার্!
"নেভার"—সে অপমান হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জান না"?
দেহে প্রাণ বিবিজান। কখনো তা হবে না॥

(২)

কাঁপিল মেদিনীতল, ধরা যায় রসাতল,
অস্ত্রে ফেলি উর্দ্ধশ্বাসে "ভলেন্টিয়ার" ছুটিছে,
কাগজ কলম ধ'রে কামিনীরা উঠেছে।
হুরে হিপ্ হুরে হো শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার।"

(৩)

বিলাতী বৃষের রব কামিনী ক্ষেপিল সব,
বল্লভের কাছে গিয়া কানে দিল পাক্,
পুচ্ছ তুলে নৃত্য করে অতুল আনন্দভরে
ডাকিল বৃটিশ-বৃষ গাঁক্ গাঁক্ ডাক॥

হুরে হিপ্ হুরে হো, শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ
বৃটন স্বাধীন সদা—"ফ্রীডম্ এভার।"
"নেভার"—সে অপমান, হতমান বিবিজান্
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জানানা?"
দেহে প্রাণ, বিবিজান, কথনো তা হবে না॥

(৪)

আয় রে ফিরিঙ্গি ভাই সিন্ধুপারে চ'লে যাই
সেথানে "লিবার্টি হল" আমাদের সভা।
পাত্র মিত্র যত জন সকলেই গবা!—
বুঝাইব খাঁটি হাল্ আছিলাম এতকাল
হিন্দুদেশে ভালবেসে হিন্দুর সন্তানে,
সিংহ যেন মৃগ কোলে স্বর্গের উদ্যানে!!
লাথি কিল পটাপট জুতো চড় চটাচট
"লিভার" পীলে ফটাফট আপনি যেতো ফেটে।
আমরাই করুণায় মলম মাথায়ে গায়
রাখিতাম কোলে ক'রে হিন্দুর সন্তানে
সিংহ যেন মৃগ রাখে স্বর্গের বাগানে!
হুরে হিপ্ হুরে হো শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্ এভার"।

(৫)

হুঁসিয়ার ইলবার্ট দেখ হে রিপণ লাট—
সাহেব-রক্ষণী সভা সংগঠিত হয়েছে।
ছুপোঁচ তেপোঁচ মিলে, লক্ষ টাকা দেছে তুলে,
চামড়া কাটা কতগুলা "এস্কিবিয়স্" যুটেছে।—
হিপ্ হিপ্ হিপ্, হুরে- হ্যাট কোট বুট পরে,
তাদের বিচার করে এ জগতে কেটা?
আয় রে ফিরিঙ্গি ভাই, সবরাঙা ডাকে সবাই—
সিন্ধুপারে দেখে আসি ইংরাজের সভা।
পালে ঢুকে মিশে যাব, আজ্রু পিজ্রু নাহি রব
সিংহদলে স্থান পাব বেছে নেবে কেবা।
হুরে হিপ্ হুরে হো, শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
এ দিশী "বৃটন" মোয়া গোরাদের ব্যাটা!

(৬)

"জয় জয় বৃটনের" জগৎ পেয়েছে টের—
ভারত উদ্ধার হবে আমাদের "মিসনে।"
সে বাসনা যত কাল, পূর্ণ নহে তত কাল
আমরা থাকিব হেথা কি করিবে রিপণে?
ভারত উদ্ধার হবে, আমাদেরই "মিসনে"!
হিপ্ হিপ্—হিপ্ হুরে, হ্যাট কোট বুট প'রে
বেড়াব শীকার ধ'রে যেথা পাব ভুবনে—
কি করিবে আমাদের "টেরেটর" রিপণে।
শত্রু যদি করে গোল, ধরিব বৃষভ বোল,
উচ্চতানে শুনাইব নিছক খেঁউড়।
সাবাস ইংরেজ জাতি সাবাস বুকের ছাতি,
লাঙ্গুল বেঁধেছে ভাল সভ্যতা নেজুড়।
হুরে হিপ হুরে হো শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার"
হুরে হিপ্ হিপ্—হুরে, হ্যাট কোট বুট প'রে
সারা ভাবে জগতের তাদের বিচার,
নেটিবের কাছে হবে?—"নেভার—নেভার"

(৭)

কলরবে কুতূহলি নেটিবের দল।
জনবুলে দেখাইল শিং ভাঙ্গা কল॥
দেখাইল বাড়ী গাড়ী জুড়ী বাছাবাছা।
"ম্যাঙ্গো ফিশ" মনোহর আনন্দের খাঁচা॥
ছড়া ছড়া পরিপক তাজা মর্ত্তমান।
দেখিলে ইংরাজ যাহে সদ্য মুগ্ধপ্রাণ॥
দেখাইল রত্নগর্ভা বাঙ্গালার সুধা!
মাদ্রাজ বোম্বাই দেশ চক্ষুমনোলোভা॥
রত্নমঞ্চ "রেসিডেন্সি" দেখাইল কত,
জ্বলিছে ভারত জুড়ে মাণিক পর্ব্বত!
চলেছে তাহার তলে এ দেশী রাজারা,
পৃষ্ঠপরে শ্বেতকায় রাণীর প্রজারা!!
হুরে হিপ্—হুরে হো, শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার॥"

(৮)

হঠাৎ পড়িল ডাক সামাল সামাল।
বলি শোন্ ওরে ভাই ইংরাজ ছাবাল।
এ রাজত্ব ছেড়ে আর কোথা যাবি বল্?
চিরশিক্ষা বৃটনের পৃথিবীর লুট—
ভারত ছাড়িয়া যাবো—টুট টুট টুট!!
ধূপছায়া ভায়ারা, সবে শোন তবে বলি,
আরমেনিয়া যাও হে কেহ—কেহ চুণাগলি॥
স্পষ্ট কথা বলা ভাল বিঘ্ন বড় ভারি,
"মিলক্ কাউ" ইণ্ডিয়ারে ছেড়ে যেতে নারি।
সবাই মিলে "আ্যা হেম" বলে পকেট পানে চায়,
উচ্চতানে ধীরে ধীরে হাম্বা সুরে গায়—

ঘুরে ঘুরে দেশে দেশে শরীর হ'ল কালি।
সাতশো টাকা মাইনে হলো ছন্দ—ঠাকুরাণী॥
মন্দ বড় তবু এতে চোকরাঙানি কত—
ঘুঁটের ঢিপি ভাবে দিদি দেখিলে পর্ব্বত॥
হতাম যদ্যপি কোন উকিলের মাগ!
বাড়িত আমার আজ কত অনুরাগ॥"
সে রমণী বলে 'বোন্ এপিট ওপিট।
একি ছাঁচে ঢালা দুই সমান টিকিট॥
যে টাকাটি মাসে মাসে করে উপার্জ্জন।
চৌদ্দ ভূতে প'ড়ে করে অর্দ্ধেক ভোজন॥
কপালে প্রত্যহ ঝাঁটা এজলাসে এজলাসে।
দিন তেরটি লাগি খেয়ে ঘরে ফিরে আসে॥
বেশ্যার বেহদ্দ পেশা কথা বেচে খায়।
পদের আবার মান সম্ভ্রম কোথায়॥
আমি উকীলের মাগ কথা শোন্ বোন্।
মুখুয্যের সঙ্গে আর করো না ওজন॥"
"বটে বোন্ বটে বটে মানি তোর কথা।"
বলে ধীরে ধীরে এক নারী আসে সেথা॥
"আমার কর্ত্তাটি দেখ সরকারী উকীল।
মুখুয্যের 'সিনিয়র' উকীল সিবিল॥
বয়েসও হয়েছে কিছু বুদ্ধিও পেকেছে।
ছোট বড় কর্ম্ম কাজ অনেক করেছে॥
পাকা হিন্দু, প্রতিদিন দুর্গা নাম করে।
তবুও বাণীর ছেলে ঢুকলো না লো ঘরে॥"
ডাক্তারের নারী কহে "ভারী ত মর্দ্দানি।
নাড়ী টিপে জারি কত ঘরেতে শাসানি॥
পারেন কেবল পাড়ায় পাড়ায় পিটিতে ধঙ্গল।
মরণ কালে শরণ "চিরব" পার্টিজ সম্বল॥
মরেন ঘুরে পথে পথে রোদে ধুঁকে ধুঁকে।—
ঘরে শুতে এলে এবার খেঙ্গরা দিব বুকে॥"
কেরাণীর নারী যত পাঁদারে ফোঁপায়।
মাষ্টারের "মিস্ট্রেসেরা" গোসা ঘরে যায়॥
কবির ফিরিতে ঘরে হৈল বড় দায়।
অনেক ভাবিয়া শেষে প্রবেশে সেথায়॥
কান্তা আসি হাস্যমুখে বলে কই দেখি!
কি পাইলে কাব্য লিখে সোনা কিংবা মেকি॥
বড় জ্বালাতন কর জেগে সারা রাতি।
কালি ফেলে কাগজ ছিঁড়ে পুড়িয়ে মোমের বাতি॥
শয়নে সোয়াস্তি নাই বিরাম নিদ্রায়।
সাত রাকাড়ে সাড়া নাই রাত্রি ব'য়ে যায়॥
দেও দেখি গুণমণি কি পেলে শিরোপা।
বুলুবিবন, চাকি চাকতি, কিংবা জরির খোপা॥
কবি কহে পায় কিবা কি দেখাবে ধনী।—
না বলিতে বাঙ্গা ঠোঁট ফুলায়ে তখনি॥
ধাক্কা দিয়ে গরবিণী গরগরিয়ে যায়!
ফাঁফরে পড়িয়া কবি ফ্যাল্ ফ্যাল্ চায়॥

দেশালাইয়ের স্তব।

নমামি বিলাতী অগ্নি দেশালাই-রূপী,
দেহখানি চাঁচা ছোলা শিরে বাঁধা টুপী।
যেমন ডেপুটী বাবু একহারা চেহারা,
মাথায় শালের বেড় বাগে দেহভরা।
নমামি গন্ধকগন্ধ মুণ্ডটি গোলালো,
সর্ব্বজাতিপ্রিয় দেব গৃহ কর আলো।
শান্ত সভ্য অতি ধীর—চাপে যতক্ষণ,
শাপে উঠে চ'টে লাল—গৌরাঙ্গ যেমন।
নমামি সর্ব্বগ্রগামী দাক অবতার,
চৌর্য্য-বিঘ্ন-বিনাশন কটুস্ব টীকার।
নিদ্রিতের গুপ্তচর পাচিকার প্রাণ,
লম্বাদাড়ি কাবুলীর শিরে যার স্থান।
নমামি খদ্যোৎশিখা নয়নরঞ্জন,
লালেতে নীলের আভা দিব্যদরশন।
পোয়াতির প্রিয়সখা বালকের অরি,
বিরাজ হে কাষ্ঠদেব কত রূপ ধরি!
প্রণমামি জ্বালামুখ শুভ্র দেশালাই,
সাহেব গোলাম তব কি কব বাদশাই!
সোনা টিন রূপা তামা গায়ে বাঁধা দিতে,
লাটের পকেটে ওঠো লেডীর ঝাঁপিতে!
নমামি সহজদাহ্য বরষাদমন,
আঁচড়ে কিরণ ধর সখের জ্বলন।
আধা জলে বিনা ফুয়ে বিনা চ'খে জ্বল,
দিয়াকাটী তোর গুণে মাগীরা পাগল।
নমামি কলির কীর্ত্তি কাষ্ঠের চকমকি,
তোমার চমকে বিশ্বকর্ম্মা গেছে ঠকি।
বিল, খাল, বন, জল, যেখানেই যাই,
শিরে ভাটা সদা শলা দেখি সেই ঠাঁই।
নমামি নমামি দেব পাইন-নন্দন,
তোমার প্রসাদে হয় সাগরে রন্ধন!

সভ্য জগতের তুমি সোহাগের বাতি,
চুরুট-ভক্তের মোক্ষ পদার্থ বিলাতী।
নমামি ফর্ফরশব্দ নাসিকা পীড়ন,
ধনীর নিকটে তুচ্ছ কাঙ্গালের ধন।
সন্ধ্যার সোনার কাটী জোছনার ছবি,
ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ ব্রাইয়ণ্টের রবি!
নমামি কিরণদণ্ড কোপন-স্বভাব,
রাজগৃহে চালাঘরে সমান প্রভাব।
সিন্ধুজলে, পথে, মাঠে, গাড়ী, ঘোড়া, রেলে,
সকলে তোমায় পূজে সূর্য্য শশী ফেলে।
ভিখারী কুটীরে সুখী, ভীরুতে সাহসী,
তব বলে খোঁড়া খাড়া বুড়িরা ষোড়শী।
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি সাহস-তারণ,
দীনবন্ধু তব গুণ কে করে কীর্ত্তন?
প্রণমামি খর্ব্বদেহ অন্ধকারহারি!
নমামি অশেষ রূপ অবনী-বিহারি!
নমামি মোমের ডাটি "ফস্ফরে"তে মলা,
উনবিংশ শতাব্দীর অনলের শলা।
তব গুণে, গুপ্ত তাপ, তৃপ্ত জগজ্জন,
প্রণমামি দেশালাই দেবের ইন্ধন।

বাঙ্গালীর মেয়ে

কে যায়, কে যায়, অই উঁকি ঝুঁকি চেয়ে?
হাতে বালা পায়ে মল, কাঁকালেতে গোট,
তাম্বুলে তামাক্ রস—বাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট;
কপালে টিপের ফোঁটা—খোঁপা বাঁধা চুল,
কেশেতে রসনা ভরা—গালে ভরা গুল,
বলিহারি কিবা সাটি দুকূলে বাহার,
কালাপেড়ে শান্তিপুরে কল্মে চুড়িদার,
অহঙ্কারে ফেটে পড়ে চলে যেন ধেয়ে—
হায় হায় ওই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে—
মুখের সাপটে দড়—বিপদে অজ্ঞান,
কোঁদলে ঝড়ের আগে কথার তুফান,
বেহদ্দ সুখের সাধ—পা ছড়ায়ে বসা,
আঁচলের খুঁটটি ভুলে অঙ্গমলা ঘষা!
নমস্কার তাঁর পায়—পাড়ায় বেড়ানী,
পেটটিভরা কুজড়ো কথা, পরনিন্দাগ্লানি।
কথায় আকাশে তোলে হাতে দেয় চাঁদ,
যার খায়, যার পরে, তারি নিন্দাবাদ,
বসনা কলের গাড়ী চলে রাত্রি দিন,
ঘাড়েতে পড়েন যার—বিপদ সঙ্গীন,
খেয়ে যান, নিয়ে যান, আর যান চেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে—
ধারাপাতে মূর্ত্তিমান, চারুপাত পড়া,
পেটের ভিতরে গজে দাস্থরায়ের ছড়া।
চিত্রিকাজে চিত্রগুপ্ত—পিঁড়িতে আলপনা।
হদ্দ বাহাদুরী—"ছবি" বিচিত্র কাবখানা,
অঙ্কশাস্ত্রে বররুচি গ্যালিলো নিউটান,
গণ্ডা কড়ি গুন্তে হ'লে জানের বাড়ী যান,
পাত্তাড়ে পড়োর মত অক্ষরের ছাঁদ,
কলাপাতে না এগুতে গ্রন্থ লেখা সাধ;
ক্ষীরপুলি, পায়েস, পীঠা মিষ্টান্নের সীমা,
বলিহারি বঙ্গনারী তোমার মহিমা।
জলো দুধে পুষ্টদেহ তেলে জলে নেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে—
সুমুখে দুধের কড়া—কাটীতে ঘোটন,
খোলা চুলে চুলো জেলে ধোঁয়াতে ক্রন্দন।
তপ্তভাতে ভরা হাঁড়ী, বেড়ী ধরে তোলা,
মদ্‌গুর মৎস্যের ঝোলে ধ'নে বাটা গোলা,
খাঁড়া বড়ী, শাক্ পাতালে বিলক্ষণ টান,
কালিয়ে কাবাব রেঁধে দেমাকে অজ্ঞান!
শাঁখেতে পাড়িতে ফুক চূড়ান্ত নিপুণ,
হুলুধ্বনি কোলাহলে চতুর্ম্মুখ খুন।
রান্নাঘরে হাওয়া খাওয়া গাড়ী মুদে যাওয়া,
দেশশুদ্ধ লোকের মাঝে গঙ্গাঘাটে নাওয়া।
বাসরঘরে ঝুমুর কবি চোখের মাথা খেয়ে,
প্রভাত হ'লে পিসশাশুড়ী ঘোমটা মুখে চেয়ে

সাবাস্ সাবাস্ তোরে বাঙ্গালীর মেয়ে—
ব্রতকথা উপকথা সেঁজুতি পালন,
কালীঘাটে যেতে পেলে স্বর্গে আরোহণ!
মেয়ে ছেলের বিয়ে পর্ব্বে গাজনের গোল,
যাত্রা সঙে নিদ্রাত্যাগ—ছেলে ভরা কোল,

ভূত পেয়েতে দিনে ভয়, অন্ধকারে কাঠ,
শক্তরোগে রোজা ডাকা, স্বস্ত্যয়ন পাঠ,
তীর্থস্থানে পা পড়িলে আহ্লাদে পুতুল,
হাটবাজারে লজ্জাহীন ঘরে কুঁড়িফুল!
গুঁড়িকাষ্ঠ নুড়িশিলা ভক্তিপথে নেয়ে!
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।
রসের মরাল যেন জলটুক্ ছেড়ে—
দুধটুকু টেনে স্নান আগে গিয়ে তেড়ে,
চিনের পুতুলে সাধ, বাকস টিনে পেটা।
র‍্যাফেল বাঁধা ছবিগুলা ঘরে দোরে আঁটা,
খেলায় দিগগজ কৈঁয়ে, চোরের সর্দ্দার,
লুকোচুরি যমের বাড়ী—স্পষ্ট করে ঠার।
আয়েস খালি খোঁপা বাঁধা, নয় বিননো ঝারা
হদ্দ হলো কচি ছেলে টেনে এনে মারা।
কার্পেটে কাবচুপি কাজ, কাক নব্য চাল,
ঘরকন্নায় জলাঞ্জলি ভাত রাঁধিতে ডাল!

নিজে ঘাটে, অন্যে দোষে মুখসাপটে দড়,
হুজুতে হারিলে কেঁদে পাড়া করে জড়,
বাঙ্গালী মেয়ের গুণ কে ফুরাবে গেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে—
মৃদু মৃদু হাসি টুক অধরে রঞ্জন,
সাবাস্ সাবাস্ নাক চোকের গড়ন,
কালো চুলে কিবা ঘটা চোখে কাল তারা,
দেখে নাই যারা কভু, দেখে যাক্ তারা।
ভাসা ভাসা খাসা চোখ তুলি দিয়ে আঁকা,
তা উপরি কিবা সরু ভুরুযুগ বাঁকা।
থমকে থমকে ধীর গতি কি সুন্দর,
হাসি হাসি মুখখানি কিবা মনোহর!
আহা আহা লজ্জা যেন গায় ফুটে আছে,
কোথা লজ্জাবতী তুই এ লতার কাছে?
চক্ষু যদি থাকে কারো তবে দেখ চেয়ে—
হায় হায় ওই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।

অ-পূর্ব্ব প্রকাশিত কবিতা

পদ্মফুল

যতবার হেরি তোরে কেন ভুলি বল,
ওরে শতদল পদ্ম?
কি আছে ও শ্বেত বর্ণে
কি আছে ও নীলপর্ণে,
যখন নিরখি—আমি তখনি শীতল।
যতবার হেরি তোরে কেন ভুলি বল
ওরে প্রস্ফুটিত পদ্ম?

যখন সূর্য্যের রশ্মি মাখিয়া শরীরে,
হাসিটি ছড়ায়ে মুখে
ভাসো নীল বারি বুকে
টল টল তনুখানি কতই সুখী রে—
হেরিলে তখন কেন আমিও হাসিবে
ওরে মোহকর পদ্ম?

আমারও অধরে হাসি অমনি মধুর
ফোটে রে আপনি আসি,
তোমারি হাসির হাসি
পরকাশে হৃদিতলে—আহা কি মধুর!
কেন, বা না হেরে তোরে হৃদয় বিধুর
ওরে সব শোভা পদ্ম?

আবার যখন' আহা, শিশিরের জলে
ভিজিয়া মনের খেদে,
গোট করি কেঁদে কেঁদে,

দলগুলি মোদ, ফুল গুণ্ঠনের তলে—
তখন হেরিলে কেন মম হৃদি গলে
ওরে রে মুদিত পদ্ম।

দেখিলে তখন তোরে আমিও হৃদয়ে
পাই রে কতই ব্যথা
মনে পড়ে কত কথা
ফুটিত হৃদয়ে যাহা জীবন উদয়ে—
খেলাত চঞ্চল মনে উন্মাদিত হয়ে।
ওরে আচ্ছাদিত পদ্ম?

কি যে কোমলতা তোর থরে থরে থরে
পত্রদলে, শতদল,
হৃদি তোর কি কোমল,
সেই জানে কোমলতা হৃদে যার ঝরে।
আমি ভিন্ন কেহ আর জানে কি অপরে
হে কমলবাসী পদ্ম?

ফোটে ত রে এত ফুল তড়াগের কোলে
শুভ্র নীল লাল আভা,
কাহার শরীর প্রভা
কই ত আমার মনে ওরূপে না খোলে
এত সুখে চিত্ত কই দেখি না ত দোলে
রে চিত্ত-মাদক পদ্ম?

দেখ্‌ছি ত পুষ্প তোরে আগেতে কতই
সকালে খেলেছি যবে,
সখারা মিলিয়ে সবে,
তৃণময় হৃদতীরে বিহ্বলিত হই—
তখন এ গাঢ়ভাবে ডুবিনি ত কই
ওরে ভাবময় পদ্ম?

এত যে লুকানো তোতে আগে ত জানিনে।
যৌবনেতে সুখোদয়,
হায় রে সকলে কয়—
প্রৌঢ়-সুখ কাছে আমি সে সুখ মানি নে!
পরিণত সুখ বিনা সুখ কি জানি নে
ওরে মনোহর পদ্ম?

যে বাস তোমাতে, হায় সে বাস কি আর,
আছে অন্য কোন ফুলে?
অমন বাতাস দুলে

ছোটে কি সুরভিগন্ধ যুই মল্লিকার?
তোরি বাসে কেন হৃদি মুগ্ধ রে আমার
রে কুন্দলাঞ্ছন পদ্ম!

গোলাপ, কেতকী, চাঁপা, কামিনীর থরে,
এতকি শোভে রে বন?
এত কি মোহে রে মন?
হেরি যবে তোরে স্বল্প হ্রদের লহরে
কি যেন খেলে রে রঙ্গে হৃদয়-নির্ঝরে
রে সরোবরঞ্জন পদ্ম?

কথাটি ত নাহি মুখে—জান না ত বাণী
তবু ওরে শতদল,
কেমনে প্রকাশে, বল্
যে কথা হৃদয়ে তোর—কেমনে বা জানি
ওরে গুপ্ত ভাষী পদ্ম?

কেহ কি দেখে না আর এ তোর সরল
মাধুরী-প্রতিমাখানি?
কেহ কি শোনে না বাণী
তোর কমল-মুখে? —আমিই পাগল?
আমিই একাকী মত্ত পিয়ে ও গরল
ওরে উন্মাদক পদ্ম?

কেন বল এইরূপে ফুরি নিরন্তর
যেখানে তোমার দল
ফুটিয়া সাজায় জল,
না দেখিলে কেন হয় এরূপ অন্তর—
কেন দেখি শূন্য মহী যেন বা গহ্বর
বল হৃদিগ্রাহী পদ্ম?

ঘুরি ত কতই স্থানে—কত দেখি হায়,
রাজগৃহ, বন্ধু-গেহ,
পাইত কতই স্নেহ,
তবু কেন বল্, চিত্ত তোরি দিকে ধায়—
বল রে নিকটে তোর ধায় কি আশায়
ওরে চিত্তচোর পদ্ম?

ধন, মান, বিভবের সৌরভ-শোভায়
এত ত মোহে না হৃদি
থাকে না ত প্রাণে বিঁধি
এমন সুরভি শোভা সংসার-লীলায়।
ভ্রমেছি ত এতকাল খেলায়ে সেথায়
ক্রীড়াকুশল পদ্ম?

কতবার করি মনে ভুলিব রে তোরে,
ধরিব সংসারি সাজ
ভাজিয়া হৃদয় ভাজ
অন্য সাধ হৃদে ধরি ঘুরি মর্ত্ত্য-ঘোরে--
ভুলে যাই শুক্রবর্ণ—ভুলে যাই তোরে
হায় মোহকায় পদ্ম!

না পশিতে চিত্ততলে সে কল্পনা-মূল
শুকায় সে সাধ-লতা
ভুলি রে সে সব কথা,
ভুলিতে না পারি কিন্তু একমাত্র ভুল--
কি মাধুরী-ডোর তোর হায় রে, অতুল
ওরে মধুময় পদ্ম!

সত্য কি রে তোরি দেহে এত শোভা বাস?
কিংবা সে আমারি মন
প্রমোদে হয় মগন,
ভাবে আপনার প্রভা তো'তে পরকাশ--
চেতন ভাবিয়া তোরে শোনে নিজ ভাষ
ওরে জড়দেহ পদ্ম!

যাই হোক, যে বিধানে আমার হৃদয়
বিশুদ্ধ মাধুর্য্য তোর,
হ'লে জীবনের ভোর,
তবুও স্বপনে তুই হবি রে উদয়--
ভুলিব না তবু তোরে, রে সুষমাময়
সুগন্ধ-নিবাস পদ্ম!

ভাবি শুধু কেন বিধি কারলা এমন---
এত শোভা বাস যার
পঙ্কেতে জনম তার,
পঙ্কজ বলিয়া তারে ডাকে সাধুজন।
জানি না বিধির হায়, রহস্য কেমন
ওরে শুদ্ধচেতা পদ্ম!

হায়, বিধি, এ মনও কি তেমতি বিধানে,
বাঁধিলা এ দেহ-পুটে?
কলুষ পঙ্কেতে ফুটে,
তাই এত ক্ষিপ্ত মন, ডোবে ভাসে বানে?
বুঝেছি রে শতদল অচ্ছেদ্য-বন্ধনে।

তাই তুই আমি বাঁধা,
এক সঙ্গে হাসা কাঁদা,
তাই ওরে পদ্মফুল,—এ মিল দুজনে।
ভুলিব না তোরে পদ্ম,
ভুলিব না—ভুলিব না—জীবনে মরণে।

দেব-নিদ্রা।

(১)

কোন মহামতি মানব-সন্তান,
বুঝিতে বিধির শাসন, বিধান,
অধীর হইলা বাসনানলে, -
অবনী ত্যজিয়া অমর আলয়ে
প্রবেশি দেখিবে দেবতানিচয়ে --
দেব পুরন্দর, রবি, হুতাশন,
বায়ু, হরি, হর, মরালবাহন,
দেখিবে ভাসিছে কারণ-জলে।

(২)

দেখিবে কারণ-সলিলে ভাসিয়া
চলেছে কিরূপে নাচিয়া নাচিয়া
পরমাণু-রেণু সময় বয়ে।
দেখিবে কিরূপে বায়ুর সঞ্চার,
দেহের প্রকৃতি, কালের আকার,
জ্যোতিঃ অন্ধকার, জগৎস্বরূপ,
নিয়তি-শৃঙ্খল দেখিবে কিরূপ—
ভাবিতে লাগিলা অধীর হয়ে।

(৩)

"আয় রে মানব" সহসা অমনি
পূরি শূন্যদেশ হলো দৈবধ্বনি—
বাজিল দুন্দুভি, নাদিল অশনি,
খুলিল অমর-আলয়-দ্বার,
ছুটিল আলোক ত্রিলোক পূরিয়া
অপূর্ব্ব সৌরভ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া
উচ্ছ্বাসে বহিল,—শ্রবণ ভরিল,
মধুর অমর সঙ্গীতভার।

(৪)

মানব-নন্দন অমরভবনে
প্রবেশি তখন পুলকিত-মনে,
দেখিল নিরখি অমরালয়,
গগনমণ্ডলে অজস্র কেবলি,
মধুর নিনাদে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী

দেখিল ছুটিছে,—আশে পাশে তার,
পরীকন্যাগণ করিয়া ঝঙ্কার
সাধিছে বাদন মাধুরীময়।

(৫)

তপনমণ্ডল গগনপ্রাঙ্গণে,
কিরণ-সমুদ্র যেন বা শোভনে,
শিখার তরঙ্গ ছুটিছে তায়।
দেখিল আনন্দে সে কিরণ উঠি,
অনন্ত অনন্ত যোজনেতে ছুটি
করিছে ভ্রমণ— পড়িছে ভাতিয়া
কিরণের রজ্জু যেন বা গাঁথিয়া,
সহস্র সহস্র গ্রহের প্রায়!

(৬)

আদিত্য বেড়িয়া চলেছে ঘুরিয়া,
বিধুর মণ্ডল দেখিল আসিয়া,
দেখিল তাহাতে সুধার হ্রদ;
সে হ্রদ-সুধাতে পিপাসা মিটাতে,
প্রণয়-বিধুর, হৃদয়-ব্যথাতে,
অসংখ্য গন্ধর্ব্ব, দানবমণ্ডলী,
কূলেতে বসিয়া অতি কুতূহলী,
আনন্দে ভুঞ্জিছে মধুর মদ!

(৭)

সুখে নিদ্রা যায় দেবতা সকলে,
গিরি, উপবন, কানন, কমলে,
ত্রিদশ-মণ্ডলে সৌরভ বয়;—
অমর নীরব, নাহি কলরব,
শূন্যেতে কেবলি মধুর সুরব।
সঙ্গীত ঝরিছে, ত্রিদিব পূরিছে,—
"শান্তি শান্তি শান্তি" শবদ হয়।

(৮)

দেব অট্টালিকা চন্দ্রাতপতলে,
দেব আখণ্ডল পারিজাত গলে,
অতুল মহিমা বদনে ভাতি;
অপূর্ব্ব শয়নে সুখে নিদ্রা যায়,
পদতলে ইন্দ্র মাতঙ্গ ঘুমায়,
চৌদিকে ঘেরিয়া দামিনী খেলায়,
পুষ্কর প্রভৃতি মেঘেতে ভাতি।

(৯)

মহা তেজস্কর প্রচণ্ড ভাস্কর,
ঘুমায় অম্বরে খুলিয়া সুন্দর
সহস্র কিরণ কিরীট-ভূষা!
অণু হ'তে ঝরে অপূর্ব্ব সুষমা,
জলধর-তনু জিনিয়া উপমা,
নিকটে স্যন্দন, অরুণ উষা।

(১০)

খুলে মৃগচিহ্ন, অতুলিত শোভা,
অমল সুন্দর তনু মনোলোভা,
শশাঙ্ক ঘুমায় কিরণজালে।
সে তনু দেখিতে কিন্নর-কুমার
কত শত দল, অপূর্ব্ব আকার,
রয়েছে দাঁড়ায়ে বিস্ময়ে পূরিয়া—
সুধার সুগন্ধে আনন্দে মাতিয়া,
উড়িছে চকোর অযুত পালে।

(১১)

শশিতনুচ্ছটা পড়িছে উথলি,
দেব-ক্রীড়াবন নন্দন উজলি,
মেঘ, মন্দাকিনী, তরু-চূড়ায়;
কুসুম-আকৃতি অপ্সরা, কিন্নরী,
কর, বক্ষ, ক্রোড়ে বাদ্যযন্ত্র ধরি,
শুয়ে সারি সারি লতা-পুষ্পপরে,
বিমল চন্দ্রমা-কিরণে বিহরে—
পারিজাত-ফুলে শচী ঘুমায়।

(১২)

ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,—
মাধব-কুমার সভয়ে চকিত,
শুনিল গম্ভীর জীমূতনাদ।
দেখিল আতঙ্কে নয়ন ফিরায়ে
গগনপ্রান্তে একত্র জড়ায়ে,
খেলিছে অসংখ্য বিজলী-ছাদ।

(১৩)

আধোদেশে তার, অনন্ত বিস্তার
কারণ-জলধি পরি বীচিহার,
উথলিছে রঙ্গে প্রসারি ধারা,
গহ্বরে গহ্বরে উপকূল-ধারে
প্রচণ্ড হুঙ্কারে মারুত প্রহারে
ভাঙ্গিতে যেন বা বন্ধন-কারা।

(১৪)

উপকূল ধাবে অনল কুণ্ডেতে,
শিখর প্রমাণ শিখার শুণ্ডেতে,
অনল উঠিছে গগনভালে,
যেন ঐরাবত ছুটিয়া পবনে,
ঘোর আকর্ষণে গম্ভীর গর্জ্জনে,
জলস্তম্ভ ধরি শুণ্ডেতে উগারি,
ফেলিছে তুলিছে জলদজালে॥

(১৫)

কারণ-সাগরে পরমাণু-করে
অনাদিপুরুষ বসি ধ্যানভরে
ছাড়িছে নিশ্বাস—জন্মিয়া তায়,
অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া
অসীম অনন্ত আকাশে উঠিয়া
ছুটিছে অনল-স্ফুলিঙ্গ-প্রায়।

(১৬)

কত সূর্য্য তারা কত বসুমতী,
স্বর্গ মর্ত্ত্য কত অস্ফুট-মূরতি
ভাসিয়া চলেছে কারণ-জলে—
কত বসুন্ধরা রবি শশী তারা
জগতব্রহ্মাণ্ড হয়ে রূপহারা
খসিয়া পড়িছে সলিলে ডুবিছে
কারণ-বারিধি-অতল তলে ।

(১৭)

সে বারিধি হ'তে চলেছে ছুটিয়া
দেখিল মানব পুলকে পূরিয়া,
কালের তরঙ্গ বিপুলকায় ,
বহিছে দ্বিধারে বিবিধ প্রকারে
এক ধারাপরে মানব-আকারে
কতই পরাণী ভাসিয়া যায় ।

(১৮)

অমল কমলে ভাসিছে সকলে
ধনুর্দ্ধারী কেহ, কার করতলে
লেখনী পুস্তক বিস্তৃত রয় ,
ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত
জগতে শুধুই ইহারা জাগ্রত
মাভৈঃ মাভৈঃ—গভীর উচ্ছ্বাসে,
স্বজাতি ডাকিয়া চলেছে উল্লাসে—
অকালে তরঙ্গ করিয়া জয় !

(১৯)

সে নরমণ্ডলে মানব কুমার,
স্বজাতি হেরিল কত আপনার,
পুলকে পূরিল মোহিত হয়ে—
বাজিল দুন্দুভি সহসা অমনি,
সুদূর-গগনে হলো দৈববাণী,—
"দেখ রে মানব এ দিকে চেয়ে ।"

(২০)

দেখিল চমকি অঙ্গ ধারা-তীরে,
গভীর চিন্তায় পদ ফেলি ধীরে,
চলেছে ধরিয়া প্রবাহ-ধারা,
প্রাণী কয়জন পুলকিত-চিত,
"মাভৈ" নিনাদ শুনিয়া স্তম্ভিত,
দেবচ্ছটা যেন বদনে ভরা ।

(২১)

পশ্চাতে তাঁদের করি জয়ধ্বনি,
চলেছে কতই মানব পরাণী
ভেরী-শঙ্খনাদে করি ঘোর ধ্বনি
সাগর হুঙ্কারে উথলে গীত ,
উথলে সঙ্গীত-নিনাদ গভীর—
"হোক না কেন সে মাটীর শরীর,
মানবের জাতি কখনও লীন,
হবে না সমূলে ক্ষিতি যত দিন—
তবে রে পরাণী, কেন ভাবিত ?"
ডাকিছে আবার আনন্দ আরাবে—
"সমর-বিজয়ী প্রাণী যারা সবে,
গাও রে উল্লাসে অমর-গীত।"—

(২২)

"দেব-অংশে জন্ম, পর দেব-মালা,
কর মর্ত্ত্যভূমি জগতে উজলা,
দনুজারি-তেজে অবনী-অঙ্কেতে,
কর সিংহনাদ বিজয়-শঙ্খেতে,
জাগুক জগতে মানব-নাম ;
জাগুক ত্রিদিবে দেবতামণ্ডলী,
দানব গন্ধর্ব্ব হয়ে কুতূহলী,
দেখুক চাহিয়া ভবিষ্য খুলিয়া,
ত্রিলোক উজ্জ্বল মানব-ধাম।

(২৩)

সে গীতের সহ ঘন ঘোর স্বরে,
বাজে শৃঙ্গনাদ, শুনিল অন্তরে,
দেখিল চাহিয়া নরকুমার—

শত শত দলে পরাণী সকলে
করি সিংহনাদ মহাগর্ব্বে চলে,
বলে উচ্চৈঃস্বরে ধরণীমণ্ডলে—
"একতার সম কি আছে আর ?"

(২৪)

"একতার গুণে বিজিত অমরে,
কত কাল দৈত্য যুঝিলা সমরে।
দৈত্যকুলে নাশ করি, মুণ্ডমালা
পরে মহাকালী দনুজারি-বালা,
নির্দৈত্য করিয়া অমর-বাস !
একতা সাধিতে এ নর-ভবনে,
কত মহাজন প্রাণ দিয়া রণে,
গেল স্বর্গে চলি দিয়া নরবলি।
অবনী-দানবে করিয়া নাশ।"

(২৫)

"এ মর্ত্ত্যপুরীতে সেই ধন্য জাতি,
একতার জ্যোতিঃ বদনেতে ভাতি,
তেজোগর্ব্ব ধরি থাকে নিজ বাসে,
হেরে পুত্র দারা প্রাণের হরষে,
হাসিতে কাঁদিতে করে না ভয় ;
করে না কখন পাদ্য অর্ঘ্য দান,
পর-পদতলে হয়ে ম্রিয়মাণ,
কৃতাঞ্জলি-করে ভীকতার স্বরে,
বলে না কখন ঘাতকের জয়।"

(২৬)

"একতাই মর্ত্ত্যে মানব-সম্বল,
একতা বিহনে পরেরি সকল,
দারা পুত্র গৃহ যা আছে তোর,
সে ধন বিহনে আলয়-বিপিনে,
জীবন-আস্বাদ পাবিনে পাবিনে—
দিবস-শর্ব্বরী সকলি ঘোর।"

(২৭)

হরষিত-তনু কদম্বের প্রায়
মানব-নন্দন দেখে পুনরায়,
সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় আকৃতি ;
প্রাণী কয় জন প্রফুল্লনয়ন,
প্রকৃতি-প্রতিমা করিয়া ধারণ,
করিয়া ধারণ বায়ু, জলধারা,
শনি, শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি, তারা,
রাহু, রবি, কেতু, শশীর পরিধি,
অথবা পৃথিবী, অতল জল,—
গায়িছে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন-গীতি !

(২৮)

"তেজঃপিণ্ডবৎ ধূম-বাষ্পময়,
ছিল এ ধরণী ধাতু-শস্পালয়,
ক্রমেতে মৃণ্ময়,মীন-কূর্ম্মবাস,
তৃণ, তরু, মৃগ, মনুর আবাস,—
সাজিল ধরণী অপূর্ব্ব-কায়।
চল চল যাই পৃথিবীর সনে
দিবাকর-পাশে দেখিব গগনে,
এই শশধর, আরো কত ক্ষিতি,
চাবি চন্দ্র-শোভা ঘোরে বৃহস্পতি,
জ্যোতিঃ-উপবীত প'রে মনোহর,
ল'য়ে সপ্ত শশী ভ্রমে শনৈশ্চর ;
ভ্রমে কেতুমালা পবনে বেড়িয়া,
অনন্ত গগনে পরিধি আঁকিয়া,—
তারকা-কুসুম ছড়ান তায়।'

(২৯)

"কিবার বেগেতে পবনের গতি,
তরল বায়ুতে শবদ-শকতি
বাখিব স্থাপিয়ে দেখিব খুলিয়া,
রবির কিরণ-গঠন প্রথা ;
আনিব নাবায়ে ভীষণ অশনি
পৃথিবী উপরে—বাসব-শিঞ্জিনী,
বাঁধিব সুন্দর দামিনী-লতা
চল চল যাই পৃথিবীর সনে,
দিবাকর-পাশে দেখিব গগনে,
তারকা-কুসুম ছড়ান তায় !'
গায়িতে গায়িতে চলেছে সকলে
এই মহাগীত, ভীম কোলাহলে—
নিয়তি-শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া পায়
(অসম্পূর্ণ)

সুহৃৎ-সমাগম।

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
বাজ্ দেখি বীণা আনন্দের সঙ্গে,
ভাসা দেখি হৃদে সুখের তরঙ্গে,
নাচায়ে তাহাতে আশার ফুল

শুনিয়া প্রাচীন "অর্ফিয়স" গান
পাইল চেতন অচল পাষাণ,
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
বহিল উল্লাসে রসায়ে কূল।

তুই কি নারিবি চেতন পরাণে,
সুহৃৎ-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত ঈষৎ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল ?

"কোথা বাল্য-সখা"—বলি একবার
ডাক্ দেখি সুখে মিলাইয়া তার,
"এস হে শৈশব-সুহৃৎ আবার
আশার কাননে খেলাতে যাই।"

গাও বীণা গাও "নবীন জীবনে
খেলিতে আনন্দে যাহাদের সনে,
হাসিলে, কাঁদিলে, ভেটিলে স্বপনে,
আজ কি তাদের স্মরণ নাই ?

"স্মরণে কি নাই সে সৌরভময়,
শৈশবের প্রিয় পাদপনিচয়,
তড়াগ, প্রাঙ্গণ, সেতু, শিক্ষালয়,
জড়া'লে যাহাতে শৈশবমায়া।

"ভুলিলে কি সেই উৎসাহ-লহরী,
ভাসাতে যাহাতে জীবনের তরী,
তরঙ্গ তুফান হেয় জ্ঞান করি,
উড়াতে নিশান বিচিত্র-কায়া ?

"পড়ে না কি মনে কত দিন, হায়,
'মা' 'মা' ব'লে প্রবেশি আলয়,
কত সুখে খেতে সখায় সখায়
জননী তুলিয়া দিতেন যাহা,

"সেইরূপে পুনঃ করিয়া উৎসব
জীবন-মধ্যাহ্নে সেই সখা সব
লভি এক দিন—যে সুখ দুর্লভ
সংসার-তুফানে ডুবেছে আহা !

"নবীন প্রবীণ এস সবে মেলি
পরাণে জড়াই পরাণ-পুতলী,
যে ভাবে শৈশবে যৌবনেতে কেলি
করেছি প্রাণের কপাট খুলে।

"লঘু আশা হায়, লঘু তৃষা লয়ে,
শিশুকালে যদি উনমত্ত হয়ে,
বাঁধিতে পেরেছ হৃদয়ে হৃদয়ে
স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ সকলি ভুলে,

"তবে কি এখন নারিবে মিলিতে ?
গাঢ় চিন্তা, আশা, যখন হৃদিতে
তুলেছে তরঙ্গ পবন-গতিতে—
বাসনা-ঝটিকা বহিছে যবে ?

"করিলে যে আগে এত সে কল্পনা,
ধরিলে যে হৃদে এতই বাসনা,
শুধু কি সে সব প্রলাপ-জল্পনা—
ছিন্ন তৃণবৎ বিফল হবে ?

"চেয়ে দেখ সখে রয়েছে তেমতি
পাঠগৃহ, মাঠ, সরোবর, পথি,
তেমতি সুন্দর সুঠাম মূরতি
সেই স্তম্ভশ্রেণী হাসিছে হায় !

"আমরাও তবে না হাসিব কেন ?
হাসিতাম সুখে আগে সে যেমন
অইখানে যবে করেছি ভ্রমণ
ভানু, বৃষ্টিধারা ধরি মাথায়।

"অই গৃহ, মাঠ, পথ, সরোবর,
অহে কত দিন হের কত বার,
ভেবেছ কি কভু কত রত্ন তার
করাল কৃতান্ত করিল চুরি ?

"কোথা সে আজি রে ক্ষণজন্মা ধীর
অতুল্য 'দ্বারিক' বঙ্গের মিহির।
কোথা 'অনুকূল' মলয়-সমীর।
'দীনবন্ধু' বঙ্গ-সাহিত্য-সুরী ?

"শ্রীমধুসূদন কোথায় এখন !
তার তরে আর কে করে ক্রন্দন
সহপাঠী তাঁর ? এবে অদর্শন
বঙ্গের প্রদীপ্ত প্রভাত-তারা !

"কিছু দিনে আর আমরাও সবে,
ক্রমে ক্রমে লীন হইব এ ভবে,
নাম, গন্ধ, শোভা কিছুই না রবে—
কালেতে হইব সকলি হারা।

"বাঁচি যত দিন, এস একবার
সংবৎসরে সুখে মিলি হে আবার,
সহাস্য-বদনে হৃদয়ের দ্বার
খুলিয়া দেখাই দেখি আনন্দে।

"আর কত কাল বাঁচিব তা বল—
বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র জীবনসম্বল
কবে যে ফুরাবে—ছাড়িয়া সকল,
ভুলিতে হইবে এ মকরন্দে।

'এ শোকের ছায়া হায় রে যখন—
পড়ে নাই ঢাকি হৃদয়-দর্পণ,
সুখপূর্ণ মহী, সুখপূর্ণ মন—
সকলি সুন্দর মাধুরীময়।

"সবে সখ্যভাব—না ছিল বিচার
কিবা সে কাঙ্গাল, রাজপুত্র আর,
একই আসন পঠন সবার—
সদাই হৃদয় আনন্দময়।

"সেই সুখময় সুহৃদের মেলা,
পেয়েছ আবার কর সবে খেলা,
সুখের সাগরে ভাসাইয়া ভেলা
খেলাইতে যথা শৈশবকালে।"

বাজ্ বীণা আজ মিলে সব তার,
করিয়া মৃদুল মৃদুল ঝঙ্কার,
প্রণয়-কুসুম ফুটা রে সবার,—
বাজ্ রে মধুর জলদ-তালে।

বসন্ত পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
জাগ্ বীণা জাগ্ আনন্দের সঙ্গে,
খেলাইয়া হৃদে সুখের তরঙ্গে,
নাচায়ে তাহাতে আশার ফুল।

শুনিয়া প্রাচীন 'অর্ফিয়স' গান
উঠিল চেতিয়া অচল পাষাণ,
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
ছুটিল উল্লাসে রসায়ে কূল।

তুই কি নারিবি চেতন-পরাণে,
সুহৃৎ-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত অলপ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল?

দুর্গোৎসব।

(১)

সাজা বঙ্গে আজি রঙ্গে নানা জাতি ফুলে;
তুলে আন্ চাঁপা ফুল রতির শ্রবণ দুল
জবাফুল রক্তিম শিমুলে;
কুমুদ তড়াগ-শোভা আন্ তুলে মনোলোভা
মনোলোভা মল্লিকা-মুকুলে;
রসময়ী চিরসুখী নিশিগন্ধা মধুমুখী
অরবিন্দ অপূর্ব্ব পারুলে,
সুতনু অপরাজিতা কৃষ্ণচূড়া আনন্দিতা
আন্ রসবতী কেয়া-ফুলে;
নানা ফুলে সাজা অঙ্গ আজি প্রস্ফুটিত বঙ্গ
শারদ পার্ব্বণে দুঃখ ভুলে।
আয় কুলবধূ যত মুকুতা কহ্লার মত
চামেলী গোলাপ বান্ধি চুলে;
পর সাটী নীলাম্বরী, বুটী বেল, ত্রিলহরী—*
দিগম্বরী† চিত্র করা ফুলে;
সুচিক্কণ বারাণসী কটিতে বান্ধিয়া কসি
রাঙ্গা কর অধর তাম্বূলে;
রুচি মুখে সুধা হাসি অবিরল পরকাশি
বিকাশিনী যৌবন-মুকুলে,
শরতে চাঁদের সঙ্গে রঙ্গে আলো কর রঙ্গে
ভাবুকের মন যাহে ভুলে।—
সাজা বঙ্গে আজি রঙ্গে নানা জাতি ফুলে॥

(২)

আজি কি সুখের দিন শারদ পার্ব্বণ,
এসো গো প্রাচীন যারা, লয়ে কড়ি ফুল-ঝারা,
কৌটা ঝাঁপী চিরুণী দর্পণ;
সীঁথিতে সিন্দূর ভাজ ধর আরতির সাজ
পর খুলে পাটের বসন,
দধি দুগ্ধ মনোহরা ছানা চিনি থালা-ভরা
তিল-লাড়ু সুধা আস্বাদন,
ঘুচুক চক্ষের পাপ ঘুচাও দুঃখীর তাপ
খই লাড়ু কর বিতরণ,
দাও সুখে হাতে তুলে চির-দুঃখ যাক্ ভুলে
পুরাতন অজীর্ণ বসন।

---

* তেপেড়ে। † ক্রেপ।

রাঁধ অন্ন পালি পালি পাতে দাও ঢালি ঢালি
পরিপাটী মধুর রন্ধন।
"দেও অন্ন দেও এনে পেট পূরে খাই মেনে"
আহা শোন বলে দুঃখী জন,
দরিদ্রের মনোরথ পূরাতে সহজ পথ
হেন আর পাবে কদাচন,
দেও অন্ন দেও ঢালি এ সুখ রবে না কালি
দশভুজা ত্যজিলে ভবন।—
শরতে সুখের কাল আশ্বিন কেমন।

(৩)

হাস রে শরত-চাঁদ কিরণ বিস্তারি।
পথে, মাঠে কি বাহার চেয়ে দেখ একবার
পদব্রজে পথিকের সারি।
ওই গৃহ দেখা যায় বলিতে বলিতে ধায়
আশার কুহকে বলিহারি।
আশায় মানস তটে হাসির তরঙ্গ ছুটে
বঙ্গে আজি রঙ্গ দেখি ভারী,
হাসা রে বিনোদ শশী বিনোদ গগনে বসি
প্রাচীন কিশোর যুবা ধনাঢ্য ভিখারী,
বিপুল বঙ্গের মাঝে সুর-বিমোহন সাজে
পাতিয়াছ ভাল যাদুকরী।
জলে জলে চলে তরী তরঙ্গ বিদার করি
মনসুখে দেখি আঁখি ভরি,
পুষ্প যেন জলময় আলোমাখা তরীচয়
ভেসে যাই নদী-নদোপরি,
করে খেলা দলে দলে তাকই তেচেম্বা জলে
পড়ে দাঁড় ঝপ ঝপ করি,
ধীরে তরী আগুয়ান উচ্চে হয় সারিগান
শ্রুতিমূলে সুধাবৃষ্টি করি,
আনন্দে বিহ্বল মন ভাসে জলে কত জন
বঙ্গে আজি কি সুখ-লহরী।
হাস রে শরত চাঁদ কিরণ বিস্তারি।

(৪)

হাস রে আকাশে বসি কুমুদরঞ্জন।
জ্বাল ধূপ জ্বাল ধূনা শঙ্খ-ঘণ্টা-রব তুনা
কর বঙ্গবাসী যত জন।
পড় মন্ত্র দ্বিজগণ জবা বিল্ব অগণন
বৃষ্টি কর মাখাবে চন্দন,
দাও জল দূর্ব্বাদল পঞ্চগব্য সিন্ধুজল
স্বাহা স্বাহা বল অনুক্ষণ,
ঢাল চরু, ঢাল সুরা অঞ্জলি অঞ্জলি পূরা
কর হোমে হব্য বরিষণ,—
স্মর দুঃখ-নিবারিণী আর্য্যকুল নিস্তারিণী
বন্দে বামা উদা এখন।
নৌবতে মধুর বোল, কাড়া রড় কড় বোল
শাণায়ের মধুর নিক্কণ,
মৃদঙ্গ গম্ভীর তাল করতাল সু রসাল
বেণুযন্ত্র ললিতবাদন,
সারঙ্গ মৃদুল-স্বরা ঘোর রব তানপুরা
এসরাজ মধুর-গঞ্জন,
বেহালা সুপরিপাটী জল-তরঙ্গের বাটি
বীণাতন্ত্রী কোকিলগঞ্জন,
আজি রঙ্গে বাজা বঙ্গে গভীর দামামা সঙ্গে
আজি সে সুখের দিন শারদ-পার্ব্বণ।

প্রিয় বয়স্যের মৃত্যু।

জীবনের বন্ধু মম আর এক জন
কাল-রূপ মহাসিন্ধু-সলিলে ডুবিল
এত কাল ছিলে সখে ভূতল-রতন,—
এখন এ ভবে তব কি চিহ্ন রহিল।

হায়! না দেখিব আর সে প্রিয় মূরতি।
সে ভোলা পাগল মন আপনা বিস্মৃতি,
সে পাণ্ডিত্য একাগ্রতা সে প্রগাঢ় স্মৃতি,
অনন্ত কালের মত হয়েছে নিভৃত।

প্রকৃতি, সখা হে তব কি মধুর (ই) ছিল,
যখনি হেরিত হিয়া হরষে ভাসিত,
জানিতে না জীবনের প্রথা কি জটিল,
অবিরত জ্ঞানসুধা-পানে বিমোহিত।

লভিলে কতই রত্ন বিদ্যার ভাণ্ডারে।
সে জ্ঞান-পিপাসা হায়, আছে কা'জনার?
আজীবন পর্য্যটন বাণীর বিহারে,
ভক্ত চূড়ামণি সখা ছিলে শারদার।

হৃদয়ে বড়ই ব্যথা রহিল আমার—
দু'জনে হলো না দেখা শেষের সে দিন,
ছড়াইতে তব নেত্রে নিবিড় আঁধার,
যে দিন শমন করে এ বিশ্ব মালিন।

আঁধার এ ভব-রাজ্য তোমার নয়নে,
চিরদিন তরে রবি শশী লুকাইল ;
ভবের কি কিছু তবে ভেবেছিলে মনে ?
অথবা সে তমোজাল মানস (ও) ঢাকিল ?

কে পারে ছাড়িতে এই প্রফুল্ল অবনী—
সুন্দর রবির করে এ মহী মণ্ডিত ?
মুমূর্ষু পরাণী নরে কে আছে এমনি,
পরাণে না হয় যার বাসনা উত্থিত ?

কোন্ প্রিয়জন-বক্ষে শিরস রাখিতে,
পরাণের দাহ যত জুড়াবার তরে ?
কোন্ প্রিয়-জন হস্তে অশ্রু মুছাইতে,—
উছলে নয়নে যাহা গত মনে করে ?

মোহময় এ ধরায় মৃত্যুর (ও) শয্যায়
পারে কি ভুলিতে মোহ মানবের মন ?
বিন্দুমাত্র শ্বাস(ও) যবে বহে নাসিকায়
তখনও এ দেহে রহে মায়ার স্ফুরণ।

হৃদয়কন্দরে, সখে, কি ভাবিলে হায়,
অনন্ত নিদ্রায় যবে নয়ন মুদিলে ?
প্রিয়জন কার(ও) পানে কোন্ বা সখায়
কটাক্ষ ক'রে কি অশ্রু-কণা ফেলেছিলে ?

মনে কি পড়িল সখা সে দিনের কথা,
বিদ্যার সমরক্ষেত্রে যৌবন প্রথম,
বুঝেছি কজনে যবে—সহপাঠি প্রথা ?
লভিতে বিজয়-কেতু কত বা উদ্যম ?

মনে কি পড়িয়াছিল পূর্ব্বের সে সব ?
দরিদ্র-বাসনা যত হৃদি হ'তে লীন ?
আশার আশ্বাসপূর্ণ বাঁশরীর রব।
সুদূরে মধুর কিবা আকাঙ্ক্ষার বীণ ?

মনে কি পড়িল, হায়, সংসার-সোপানে
উঠিতে কতই ক্লেশ—হরিষে বিষাদ ;
হাসি কান্না সে কালের বসিয়ে নির্জ্জনে
রহস্য-কৌতুক কত অমৃত আস্বাদ !

দরবিগলিত অশ্রু নয়নে আমার
সেই সব ভাব আজি হৃদয়ে উঠিছে ,
বিভাবরী-কোলে যেন শত তারকার
মৃদু রশ্মি ধীরে ধীরে আঁধারে ছুটিছে !

কোথায় গিয়াছ ভাই কিছুই জানি না,
অজ্ঞাত সে দেশ—নরে জানে না কেহই,
প্রবেশিয়া কেহ তায় কভু ত ফেরে না,
প্রবেশ করিছে পান্থ অজস্র কতই ?

যেখানে থাক, সখে, থাক যেই ভাবে
তমের আঁধার কিবা দিবার কিরণে,
আমাদের চিত্তমাঝে নিত্য বিরাজিবে
আছিলে ধরণীপরে যেরূপ ধরণে।

সাঙ্গ না হইল হায় জীবনের ব্রত
ডুবিল দেহের তরী ফুরাল সকলি।
ভাসিতে সাগর-নীরে তরঙ্গ তাড়িত,
সমপাঠী এবে দুটি রহিনু কেবলি ?

অন্ধ জগৎসখা—ধরণী-ভূষণ
মানব যাহারা তারা দুর্লক্ষ্য মহীর।
যশের কিরণ করে মুকুটে ধারণ,
চক্রী, চাটুকার, ভণ্ড কত অবনীর।

অন্ধ এ জগৎ তোমা চিনিবে কি ? হায়,
চিনি ত আমরা—ছিলে ভবের ভূষণ।
আমরা সখা হে, সবে পূজিব তোমায়,
হৃদয়-মন্দিরে করি প্রতিমা স্থাপন।

প্রাণের বিগ্রহ হেন রাখিব যতনে,
জ্বালি স্মৃতিরূপ দীপ করিব অর্চ্চন,
প্রণয়ের ভক্তিসহ বিহ্বলিত মনে
দিব অর্ঘ্য প্রেম-পুষ্প সজল নয়ন।—
মধুর পবিত্র ভাব বন্ধুর স্মরণ।

ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজা

(প্রয়োগ)

(১) ক

সুদূর-পশ্চিমে—ছাড়িয়া গান্ধার,
ছাড়িয়া পারস্য, আরব-কান্তার—
সাগর, ভূধর, নদী-নদ-ধার,
দেখি কি আনন্দে বসেছে ঘেরে ;

(ক) প্রধান বিষয় সম্বন্ধে প্রধান গায়কের উক্তি

বীণাযন্ত্র করে বাণী-পুত্রগণ
ছাড়িছে সঙ্গীত জড়ায়ে শ্রবণ,
পূরিছে অবনী পূরিছে গগন—
মধুর মধুর মধুর স্বরে।

(শাখা) খ

অরে তন্ত্রী তুই—বীণার অধম,
তুইও বাজিতে কর রে উদ্যম,
বাঁশরী যেমন রাখাল-অধরে।
বাজ রে নীরব ভারত ভিতরে—
বাজ রে আনন্দস্ফুরিত স্বরে।

(পূর্ণ কোরস্) গ

প্রভাতে অরুণ-উদয় যবে,
তখনি সুকণ্ঠ বিহগ সবে,
রঞ্জিত গগনে বিভাস হেরে,
আসিয়া শিখর পল্লব ঘেরে,
গাহিয়া ভাস্কর-বিমান-আগে,
সুস্বর লহরী ছড়ায়ে রাগে;
গোধূলি-আকাশে তমসা-রেখা
পড়িলে তাদের না যায় দেখা।—
প্রভাত অরুণ-উদয় যবে,
তখনি বিহঙ্গ ডাকে রে সবে,
তখনি কানন পূরে সুরবে।

(২)

(প্রয়োগ)

কবি-বঙ্গভূমি এই না সে দেশ?
ঋষিবাক্যরূপ লহরী অশেষ
বহিছে যেখানে—সেখানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয়?
যেখানে সরসী-কমলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
যেখানে শরৎ চাঁদের চাঁদিনী
গগনললাট ভাসায়ে বয়?

(শাখা)

তবে মিছে ভয় ত্যজ রে সংশয়,
গাও রে আনন্দে, পূরায়ে আশয়—
যেরূপে মায়ের কমল-আসনে
দিয়া শতদল রাতুলচরণে,
অমর পূজিলা নন্দন-বনে।

(পূর্ণ কোরস্)

কেন রে সাজাবি কুসুম-হার?
ভারতে সারদা নাহিক আর।
অযোধ্যা নীরব বাজে না সে বীণ,
বাজে না সে বাঁশী—নীরব উজ্জীন,
নাহি সে বসন্ত সুরভি-ঘ্রাণ,
গোকুলে নাহি সে কোকিল-গান,
গৌড়-নিকুঞ্জে সুগন্ধ উঠে না,
নীল অচলে মলয় ছুটে না,
নাহি পিক এক ভারত-বনে,
গিয়াছে সকল বাণীর সনে—
কেন রে সাজিবি কুসুম বনে?

(৩)

(প্রয়োগ)

শ্বেত শতদল তেমতি সুন্দর
রাখ থরে থরে মৃণাল-উপর,
আরক্ত কমল, নীল পদ্মথর,
মিশাও তাহাতে চাতুরী ক'রে,
কারুকার্য্য করি রাখ মঞ্চতলে,
কেতকী-কুসুম পারিজাতদলে,
ঝালর করিতে ঝুলাও অঞ্চলে
রসাল মঞ্জরী গাঁথি লহরে।

(শাখা)

ঘেরি চারিধার মাধবীলতায়,
চামেলী গোলাপ বাঁধ তার গায়,
কস্তুরী-চন্দনে করিয়া মিলন
মাতুক সুগন্ধে সুর-ভবন।

(পূর্ণ কোরস্)

রচিল আসন অমরগণে;—
কন্দর্প আইল ষড়ঋতু সনে;
আপনি সুমন্দ মলয় বায়,
সুগন্ধ বহিয়া হরষে ধায়,

(খ) গায়ক-সংশ্লিষ্ট দুই কিংবা তিন জনের উক্তি।

(গ) অন্তর হইতে অন্য কয়েক জন শুনিতে শুনিতে যেন আমাদিগের মনের ভাব প্রকাশ করিতেছে, এইরূপ অনুভব করিতে হইবে।

ত্যজিয়া কৈলাস-ভূধর শৃঙ্গ,
মহেশ আইলা দেখিতে রঙ্গ,
শ্রীপতি আইলা কমলা সনে ;
অমর-আলয়ে প্রফুল্ল-মনে,
দেবেন্দ্র-ভবনে আনন্দকায়
দেবর্ষি কিন্নর গন্ধর্ব্ব ধায়,—
শচী সহ ইন্দ্র সুখে দাঁড়ায়।

(৪)

(প্রয়োগ)

শোভিল সুন্দর কুসুম-আসন,
মনের আহ্লাদে বিধাতা তখন,
ত্যজি ব্রহ্মলোক করিলা গমন,
ধ্যানেতে বসিলা আসন-পাশে ,
যথা পূর্ব্বদিকে —অরুণ উদয়,
ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে করে দিক্ শিখাময়,
ক্রমে চতুর্ম্মুখ সেইরূপ হয়—
দেহেতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশে।

(শাখা)

দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটে
ব্রহ্মার ললাট হ'তে জ্যোতিঃ ছুটে,
অপরূপ এক সুসুন্দর বীণা,
অমরী উঠিল হাতে করি বীণা—
মুখে নিত্যসুখে বেদ-ঘোষণা।

(পূর্ণ কোরস্)

ফিরে কি আবার সে দিন হবে ?
মুনিমতভেদ ঘুচিবে যবে।
শুনে বেদগান বাণীর সুরে
হবে জয়ধ্বনি অমরপুরে ?—
নামে রে যখন তপন রথ
মলিন গগনে কে রোধে পথ ?
খসিলে গগনে – তারকা হায়,
পুনঃ কি উঠি স আকাশে ধায়,
উজানে কখনো ছুটে কি জল ?
ফিরে কি যৌবন করিলে বল ?
বিহনে সামর্থ্য আশা বিফল।

(৫)

বেদমাতা বাণী আসন-উপরে,
মনের হরিষে পূজিলা অমরে ;
উল্লাসে মহেশ উন্মত্ত অন্তরে,
পঞ্চমুখে বেদ করিলা গান ;
আপনি বিধাতা হইলা বিহ্বল,
আনন্দে তুলিয়া শ্বেত শতদল,
দিলা শ্বেতভুজে দেবতা সকল,
হইলা হেরিয়া মোহিত প্রাণ।

(শাখা)

দেব জয়ধ্বনি উঠিল অমনি,
বেদের সঙ্গীত মিশিয়া তখনি
বীণাধ্বনি-সহ প্রবাহ বহিল—
ভারত আনন্দে কতই শুনিল,
কত সুখতরী ভাসায়ে দিল।

(পূর্ণ কোরস্)

কে বলিল পুনঃ পাবে না তায় ?
হারান মাণিক পাওয়া যায় কি না যায় ?
হায়, যায়, আসে মায়ার ভবে,
রাহুগ্রহ-ছায়া ক'দিন রবে ?
এ জগত-মাঝে করো না ভয়,
সাহস যাহার তাহারি জয় ,
দেখো না দেখো না দেখো না পাছে,
আগে দেখ চেয়ে কত দূর আছে ,
অই দেখ দূরে ভারতী-মন্দিরে
উড়িছে নিশান ভারত-তিমিরে—
আর কি উহারে পাব না ফিরে ?

(৬)

(প্রয়োগ)

ক্রমে যত কাল বহিতে লাগিল,
সারদা পূজিতে মানব ছুটিল
কবি-নামে খ্যাত ধরাতে হইল
মধুর-হৃদয় মানবগণ,
আইল প্রথমে আর্য্যকুল-রবি,
জগত-বিখ্যাত শ্রীবাল্মীকি কবি—
দিলেন সারদা করুণার ছবি
হাতে তুলে তাঁর, প্রফুল্ল মন।

(শাখা)

সে ছবি হেরিয়া আর কত জন
আসিল পূজিতে মায়ের চরণ,
আসিল হোমর যুনানী-নিবাসী,
সঙ্গে দ্বৈপায়ন - নিরখিল আসি
অপূর্ব্ব কোদণ্ড, কৃপাণরাশি।

(পূর্ণ কোরস্)

বাজায়ে আনন্দে সমর-তূরী,
যাও কবিদ্বয় অবনী-পুরী
শুনায়ে মধুর অমর-ভাষ,
ঘুচাও মানব মনের ত্রাস ;
দেখাও মানবে ভুবনত্রয়
ভ্রমিয়া আনন্দে—করো না ভয়।
না যায় কেবল কৃতান্ত-ধামে—
যোহানা মিল্‌টন ডানটি নামে,
আসিবে পশ্চাতে শূর দুই জন,
সে পুরী খুলিয়া দেখাবে তখন ,
দেখাবে তাহার অনলময়
অসীম বিস্তার অনন্ত ভয়—
হেরিবে আতঙ্কে ভুবনত্রয়।

(৭)

(প্রয়োগ)

পরে অদ্‌ভুত প্রাণী দুই জন
আইল পূজিতে সারদাচরণ—
ক্ষিতি, ব্যোম, তেজঃ, সমুদ্র, পবন,
সকলি তাদের কথায় বশ।
ডাকিয়া সারদা আনন্দে দুজনে,
বসাইলা নিজ কুসুম-আসনে ;
অমূল্য বীণাটি দিলা এক জনে,
দিলা অন্য জনে নবধা রস।

(শাখা)

যাদুকর-বেশে চমকি ভুবন
নিজ নিজ দেশে ফিরিলা দুজন ,
এক জন তার সে বীণার স্বরে,
মেঘে কবি দূত প্রিয়া-মন হরে,
এক জন বসি এভনের তীরে
অমৃত বিতরে অমর-নয়ে।

(পূর্ণ কোরস্)

বিজন মরুতে সাজায়ে হেন
এ ফুলমালিকা গাঁথিলে কেন ?
আর কি আছে সে সুরভি ঘ্রাণ,
আর কি আছে সে কোকিল-গান ?
আর কি এখন সুগন্ধময়
গউড় নিকুঞ্জে মলয় বয় ?
মুকুন্দ, ভারত, প্রসাদে শেষ ,
শুকায়ে গিয়াছে সুধার লেশ ,
আজি রে এ দেশ গহন বন,
গহন কাননে কেন বা এ ধন
রাখিলে ভুলাতে কাহার মন ?

(প্রয়োগ)

কেন বা রাখিব, এই না সে দেশ ?
কবি-রঙ্গভূমি—লহরী অশেষ
বহিছে যেখানে—যেখানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয় ?
যেখানে সরসী-কমলে নলিনী
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
যেখানে শরৎ চাঁদের চাঁদিনী,
গগন-ললাট ভাসায়ে রয় ?

বিবিধ কবিতা

(টেনিসনের অনুকরণ)

নববর্ষ।

ঐ বাজে হোরা প্রভাত নিশিতে
বিগত বৎসর তায়,
নবীনে হেরিয়া ফিরে চেয়ে চেয়ে
অতীতে মিশিতে যায়।
ভরা মধু-ঋতু তরু-'শাখা'পরে
শোভে কচি পাতা-থর,—
ঐ বাজে হোরা পুরাতনে সরা
নবীনে আদরে ধর।
ঐ বাজে হোরা দিয়ে অশ্রুধারা
প্রাচীনে বিদায় দেও,
বাজে সুখ-হোরা আনি আত্মঝারা
নূতনে ডাকিয়ে নেও;
গত-আয়ু প্রায় গত বর্ষ যায়
যাক্—দেও গত হ'তে,
হৃদয়-মন্দিরে অসত্য নিবারি
শিখহ পূজিতে সতে।
ঐ বাজে হোরা ঘুচাইতে ফিরে
মানস যাহাতে জরে,
অবনী-ভিতরে নিরখিতে ফিরে
হৃদিপুষ্প যাহে ঝরে!
হোরা বাজে ঘন ধনাঢ্য নির্ধন
কলহ করহ দূর,
ধরণীর শেল দৌরাত্ম্য আচার
ভাঙ্গিয়ে করহ চুর।
বাজে সুখ-হোরা, অসুখের ভরা
ডুবা রে অতীত নীরে—
মৃতকল্প—হত, সুরাগত যত
কু-ব্রতে মানব ফিরে,
পুরাগত যত কটু মতামত
কু-আচার আদি পালে—
আনি অভিনব ঘুচাবে সে সব
ডুবায়ে অতীত কালে;
ধর সাধুতর সু-আচার আরো
জটিল কুবিধি হর;
পুরাতনে সরা ঐ বাজে হোরা
নবীনে আদরে ধর।
ঐ বাজে হোরা কচিন্তা-পসরা
ভাসে রে কালের জলে,
অনাটন-তাপ, কলুষকলাপ,
ত্যজ অলীকতা ছলে;
সুখে বাজে হোরা ধরা হ'তে সরা
এ মম দুঃখের গীতি,
পূর্ণ মধুময় নবীন গায়ক
ডাকিয়ে কর অতিথি।
হোরা বাজে খর, পদ-দর্প হর,
কুলস্পর্দ্ধা কর ছেদ,
সত্যে গেঁথে ডোর, সত্যেরে পালিতে
শিখহ নবীন বেদ।
ধরণীর বিষ হর হিংসা বিষ,
পর-দুঃখে কর খেদ;
ঐ বাজে হোরা, পুরাতনে সরা
ঘুচা রে অবনী-ক্লেদ।
বাজে সুখ-হোরা, কালে ঢেলে দেও
কদর্য্য রোগের কায়া,
ক্ষুদ্র ধনতৃষা ধরামাঝে নাশি
কৃপণে শিখাও হায়া।
সহস্র বৎসর উৎকট বিগ্রহ
উত্তাপে ধরণী জরা,
সহস্র বৎসর শান্তির সলিলে
শীতল হউক ধরা।
ঐ বাজে হোরা হৃদি বীর্য্য-ধরা
অভয় পরাণী যেবা,

স্বভাবে উদার দয়ার শরীর
কর রে তাদেরি সেবা।
পৃথিবী আঁধার ঘুচায়ে আবার
জ্বলুক তরুণ ভাতি,
নরকুল তায় সুধর্ম্ম প্রভায়
পোহাক বিঘোর রাতি!
প্রভাত-নিশিতে, ঐ বাজে হোরা
বিগত বৎসর তায়,
নবীনে হেরিয়া ফিরে চেয়ে চেয়ে
অতীতে মিশিতে যায়!
ভরা মধু ঋতু, তরুশাখাপরে
শোভে কচি পাতা-থর;—
পুরাতনে সরা ঐ বাজে হোরা
নবীনে আদরে ধর।
দেখা দিও কাছে যবে ধীরে ধীরে
জীবনের আলো জ্বলে,
যবে শিরে শিরে ধীরে ধীরে ফিরে
সভয়ে শোণিত চলে;
যবে স্নায়ু-নলী দপ দপ জ্বলি
শলা যেন ফুটে গায়,
যবে হৃদিতল শিথিল দুর্ব্বল,
শরীর বিকল প্রায়।
দেখা দিও কাছে যবে যাতনায়
ভূতময় দেহ পেয়ে,
আলস্য-খুঁটিতে কুঠার আঘাতি
আশ্বাস-আঁধারে শোষে;
যবে ইহকাল উন্মত্ত করাল
চৌদিকে উড়ায় ধূলি,
জীবায়ু হতাশে রাক্ষসের পাশে
জ্বালায় যখন চুলি।
দেখা দিও কাছে জীবনের আলো
যবে ধীরে ধীরে জ্বলে,
যবে শিরে শিরে ধীরে ধীরে ফিরে
সভয়ে শোণিত চলে।
যবে স্নায়ু-নলী দপ দপ জ্বলি
শলা যেন ফুটে গায়,
যবে হৃদিতল শিথিল দুর্ব্বল,
শরীর বিকল প্রায়।
ছোট ছোট যত পরাণের শোক
কথায় প্রকাশ হয়,
শত শত ক্ষুদ্র ভালবাসাব্রতে
যে শোক গাঁথিয়া রয়।
গৃহীর আলয়ে দাস-দাসী যত
যে শোক তাদেরই মত,
প্রভু মরে যেই কথায় নিবারে
মনের উদ্বেগ যত।
মৃত জনে হেরে কেঁদে কেঁদে বলে
ঘুচাতে মনের ভাব,
পাব না কোথাও খুঁজিলে আবার
এ হেন চাকুরী আর!
লঘুতর যত শোকের লহরী
আমারো হৃদয়ে ধায়,
তাদেরি মতন প্রবোধ-বচনে
তেমনি সান্ত্বনা পায়।
কিন্তু গুরুভার শোক-বারিধারা
বহে যাহা হৃদিতলে,
নির্ঝরের মুখে তুষারের মত
না ঝরে না পড়ে গ'লে।
গৃহস্থ মরিলে গৃহীর আবাসে
পুত্র-কন্যা তাঁর যথা—
শয্যাপানে চেয়ে অসাড় ইন্দ্রিয়
অসাড় পরাণ তথা—
না পারে ফেলিতে না পারে তুলিতে
শ্বাসবায়ু নাসামূলে,
প্রেতযোনি প্রায় আসে যায় যেন
অশব্দে চরণ ফেলে।
প্রকাশ্য আলাপ না করে কথায়
শূন্য গৃহপানে চায়,
মনে মনে ভাবে কি দয়া কি স্নেহ,
ফুরায়ে গেছেন হায়।
বলিতে বলিতে প্রাণের বেদনা
পাপের আশঙ্কা হয়,
কথাসৃষ্টি যথা আধখানি খোলা
আধখানি ঢাকা রয়!
তবুও—তবুও সুছাঁদ ভাষায়
উতলা পরাণ মন,
করে শান্তি লাভ, যথা সুস্থ ভাব,
মাদকে দেহ-বেদন!
এ মম অন্তর শোকে জরজর
তাই সে কথায় ঢাকি,

শীতে খরতর যথা বাঁচে নর
হীন বস্ত্র গায়ে বাধি।
কিন্তু যে বৃহৎ শোকের প্রমাদ
পরাণে উথলি ধায়,
লিখি খালি তার ছায়ার আকৃতি
ভাষাতে ধরে না তায়।

শিশুর হাসি।

কি মধু-মাখানো, বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে?
স্বর্গেতে আছে কি ফুল
মর্ত্ত্যে যার নাহি তুল,
তারি মধু দিয়ে, কি হে, করিলে সৃজন?
সৃজিলে কি নিজ সুখে?
কি'বা, বিধি, নরদুঃখে
মনে ক'রে—ও হাসিটি করেছ অমন?

জানি না তুমিই কি না আপনি ভুলিলে,
সৃজনের কালে, বিধি।
গড়েছ ত এত নিধি,
উহার মতন, বল, কি আর গড়িলে?
নবনীর সব ছাঁকা,
সুন্দর শরৎ-রাকা,
তরুণ প্রভাত কি হে কোমল অমন?

কারে গড়েছিলে আগে,
কারে বেশী অনুরাগে
সৃজন করিলে, বিধি, সৃজিলে যখন?
ফুলের লাবণ্য, বাস
অথবা শিশুর হাস
কারে, বিধি, আগে ধ্যানে করিলে ধারণ?

ছিল কি হে নরজাতি সৃজনের আগে,
এ কল্পনা তব মনে?
অথবা শশি-কিরণে
গড়িলে যখন—এরে গড় সেই রাগে?

দেখায়েছিলে কি উটি সৃজিলে যখন,
অমৃত-পিপাসু দেবে,
কি বলিল তারা সবে
দেখিল যখন অই হাসিটি মোহন?

অমৃত কি ওহে বিধি, ভাল ওর চেয়ে?
তবে কেন ছাড়ে তারা
সুধা-অন্ধ দেবতারা—
অমৃত অধিক মধু ও হাসিটি পেয়ে?

কি'বা চেয়েছিল তারা তুমিই না দিলে;
দিয়াছ এতই, হায়
চিরসুখী দেবতায়,
দুঃখী মানবের তবে ওটুকু রাখিলে?

দেখিলে শিশুর হাসি জীবিত যে জন,
কে না ভাসে, কে না চায়
আবার দেখিতে তায়?
একমাত্র আছে ওই অখিল মোহন—

জাতি-বেশ-বর্ণভেদ, ধর্ম্মভেদ নাই,
শিশুর হাসির কাছে,
সবি প'ড়ে থাকে পাছে,
যেখানে যখন দেখি তখনি জুড়াই!

নাহি পর আপনার, নাহি দুঃখ সুখ,
দেখিলে তখনি মন
মাধুরীতে নিমগন,
কি যেন উথলি উঠে পূর্ণ করে বুক।

আয় আয় আয়, শিশু, অধরে ফুটায়ে
অই স্বরগের ঊষা,
অই অমরের ভূষা
তুলিয়া হৃদয়ে—দে রে মানবে ভুলায়ে।

হে বিধি, নিয়াছ সব, করেছ উদাসী
এক হৃদয়ের আলো,
উহারে ক'রো না কালো,
অতুলনা দীপ ওটি—নিও না ও হাসি!

চাহি না শীতল বায়ু মুকুল অমিয়,
চন্দ্রকর বারি-কোলে
নাচিয়া নাচিয়া দোলে,
তাও নাহি চাই, বিধি,—ও হাসিটি দিও।

ভাস রে চাঁদের কর—হাস রে প্রভাত,
ডাক্ পাখী প্রিয় সুরে,
দোল্ পাতা ঝুরে ঝুরে,
পিঠে করি প্রভাকর-কিরণ-প্রপাত,

উঠুক মানব-কণ্ঠে ললিত সঙ্গীত,
বাজুক 'অর্গান' বাঁশী,
তরল তালের রাশি,
ছুটুক নর্ত্তকী পায় করিয়া মোহিত ,—
কিছুই কিছুই নয়
ও হাসির তুলনায়,
জগতে কিছুই নাই উহার মতন।
কি মধু-মাখানো বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে ?

রেল-গাড়ী।

এসো কে বেড়াতে যাবে —শীঘ্র কর সাজ।
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ।
শীঘ্র উঠ—ত্বরা করি,
বাক্স, ব্যাগ, তল্পি ধরি ;
এখনি বাজিবে বাঁশী
ঠং—ঠং—ঠং কাঁসী
বাজিবে ইস্পাত বোলে,
ছাড়িবে নিশান-দোলে,
শীঘ্র উঠ—পড়ে থাক ঘড়ী, ছড়ি, তাজ ;—
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ।
অই শুন টিকিটের ঘরে কিবা গোল।
মানুষের গাদি যেন—ঠেকাঠেকি কোল।
টকস টকস্ নাদে
বাবুরা টিকিট ছাঁদে,
হাঁপায়ে হাঁপায়ে ছোটে,
সাড়ী, ধুতি, হ্যাট-কোটে
ঠেকাঠেকি—ছুটে যায়,
কেহ কারে না সুধায়,
গ্যালো গ্যালো মুখে বোল ,
আয়, নে রে খোল তোল্ ,
হের চলে কানাকানি
কিবা লাট, রাজা, রাণী।
ওই ফুকারিল বাঁশী,
ঠং—ঠং -শেষ কাঁসী,
গাড়ীতে পড়িল চাবি— আর নাহি গোল,
দুলিল সবুজ-রঙা পতাকার দোল।

চলিল পুষ্পকরথ ফুকারে ফুকারে,
এখন নিশ্বাস ছাড়ি দেখ হে দুধারে,
হরিত-বরণ মাঠ,
ধান্য, নীল, ইক্ষু, পাট,
আকাশ ঢেকেছে যেথা
দিগন্তে বিস্তৃত সেথা।
দেখ হে দু'ধারে চেয়ে
পশ্চাতে চলেছে ধেয়ে,
সারি সারি নারিকেল,
তাল, বট, আম, বেল,
জাঙ্গাল, পগাড়, বাঁধ,
বেড়, বাড়ী, নানা ছাঁদ,
সৌদামিনী-বাঁধা-হার,
ছুটেছে তামার তার,
উড়িয়া চলেছে রথ
বেগেতে কাঁপিছে পথ —
পক্ষী মৃগ দূরে পড়ি মানিতেছে লাজ—
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ।
চলুক চলুক রথ—যে যার ভাবনা
ভাবো ব'সে নিরুদ্বেগে ছুটায়ে কল্পনা ,
স্বভাবের প্রিয় যারা
হের গিরি বারিধারা,
নিবিড় ভূধর-গায়
হের খেলা কুয়াসায়,
নিশিতে নক্ষত্র-পাঁতি
হের চন্দ্রমার ভাতি,
দেখ হে অনন্ত দৃশ্য ছড়ান মাথায়—
দেখ দিগন্তের কোলে কি শোভা খেলায়।
হের হের তীর্থ-মনে চলেছে যাহারা,
পথের দুধারে তীর্থ—শীঘ্র নামো তারা,
গেল চ'লে—গেল রথ,
অই বৈদ্যনাথ-পথ,
গুছাতে সবে না দেরী,
কাজ নাই সঙ্গী হেরি,
দেখিতে দেখিতে যাবে
সীতাকুণ্ড আগে পাবে,
কিছু দূর আগে তার
বাঁকিপুর—গয়াদ্বার,
দণ্ড কত থাক যান,
পাবে কাশীতীর্থ-স্থান,

প্রয়াগ অযোধ্যা ছাড়ি পাবে অগ্রবন—
মথুরা তাহার পরে হের বৃন্দাবন!
মানব-জনম হায় সার্থক হে আজ—
সাবাস্ বাষ্পীয় রথ—সাবাস্ ইংরাজ।
আরো দূরে যাবে যারা
শীঘ্র রথে উঠ তারা,
হরিদ্বার, গঙ্গাঝবি,
পুষ্কর, দ্বারকা পুরী,
নর্ম্মদা, কাবেরীনদ,
কৃষ্ণা-গোদাবরী-পদ
ইলোরা বৌদ্ধ-গহ্বর,
সেতুবন্ধ রামেশ্বর,
ভ্রমিবে নক্ষত্রগতি,
পর্ব্বত-শৃঙ্গেতে পথি,
হেরিবে বিমানে চড়ি—ত্রেতায় যেমন,
সীতারামে ইন্দ্ররথে সিন্ধু-দরশন।
এসো হে কে যাবে চল ভারত-ভ্রমণে,
দুয়ারে পুষ্পক রথ ছাড়িছে নিস্বনে।
আর কেন বঙ্গবাসী
পায়ে বেঁধে রাখ ফাঁসী,—
বাঙ্গালীর যে দুর্নাম,
ঘুচায়ে সাধ হে কাম,
আর যেন স্ত্রৈণ ব'লে
বাঙ্গালীরে নাহি বলে,
এবে পরিষ্কার পথ,
যাও যথা মনোরথ,
বোম্বাই কিংবা কলিঙ্গ,
শিলং, দুর্জ্জয়লিঙ্গ,
শিমলা পাহাড়-পাট,
কাশ্মীর মারহাট্টা ঘাট,
যেখানে ক'রে গমন,
সাধিতে পার হে পণ,
পুষ্পকবিমানে চ'ড়ে সেইখানে যাও,
বাঙ্গালীর লজ্জাকর দুর্নাম ঘুচাও।
ভারত-ভ্রমণে চলো শীঘ্র কর সাজ,
দুয়ারে পুষ্পকরথ বেঁধেছে ইংরাজ।
ধন্য রে বিমান ধন্য!
ধন্য হে ইংরাজ ধন্য।
কলে জিনিয়াছ কাল,
অঙ্গারে জ্বালায়ে জ্বাল,
বহ্নিরে বেঁধেছ রথে,
পবনের মনোরথে
তুচ্ছ করি, কর খেলা
কি নিশি মধ্যাহ্ন-বেলা,
বেঁধেছ ভারত-অঙ্গ—
লৌহজালে করি রঙ্গ,
অসুর-অসাধ্য কাজ সাধিছ জগতে।
জড়ে প্রাণ দিতে পার দেবের দর্পেতে,
পার না কি বাঁচাইতে নির্জ্জীব ভারতে?

"রিপণ-উৎসব" ভারতের নিদ্রাভঙ্গ।

ভাঙ্গিল কি তবে— এত দিন পরে
ভাঙ্গিল কি ঘুম ভারত-মাতা?
জরাজীর্ণ শীর্ণ শরীরে তোমার
ফিরে কি জীবন দিল বিধাতা?
উঠ—উঠ মাতঃ ডাকিছে তোমায়
তোমার সন্তান যে যেথা আজ।
কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুবজন
কি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ।
ডাকিছে তোমায় মহারাষ্ট্রবাসী
ডাকিছে পারসী পঞ্জাবী শিখ,
ডাকিছে তোমায় বীরপুত্রগণ
রাজোয়ারাময় যত নির্ভীক।
তোমার নন্দন মহম্মদীগণ—
বাহুবলে যার ধরণী টলে,
ডাকিছে তোমারে সবে একস্বরে
জাগো মা ভারত—জাগো মা ব'লে।
একা বঙ্গ নয় হিমালয় হ'তে
কুমারীর প্রান্ত যেখানে শেষ,
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান—
জাগাতে তোমায় জেগেছে দেশ।
"আর ঘুমা'ও না" ব'লে কত দিন
কেঁদেছি—কেঁদেছে কত সে আর,
আজি জন্মভূমি জীবন সার্থক
তোমার কণ্ঠে এ মিলন-হার।
কতবার মাতঃ উদাসীর মত
দেখেছি তোমায় ভুবনময়।

স্থাবর জঙ্গম কত দিকে কত
অরণ্য যেমন ছড়ায়ে রয়।
দেখেছি তোমার গিরি-উপত্যকা
শস্যক্ষেত্র, ভূমি, নগর, দেশ,
ছায়ামাত্র তার প্রাণিবৃন্দ যত
কালের কালিতে ক'লিম-বেশ।
জীবনের বিন্দু না হেরি কোথায়
সব শূন্যময়—সকলি খালি,
চারিদিকে যত নরাস্থি-কঙ্কাল
চারিদিকে ধূ ধূ করিছে বালি।
উঠ গো জননি দেখো চক্ষু মেলি
সেই অস্থিগুলি নড়িছে ধীরে,
মৃদুল হিল্লোলে দেখো কি নিশ্বাস
সে শব-পঞ্জরে বহিছে ফিরে।
একমাত্র শ্বাস— মিলিত ভারত
নাসিকারন্ধ্রেতে ছাড়িল যেই,
কি মহা উৎসব বহিল উচ্ছ্বাসে
ভারতে যাহার তুলনা নেই।
"আর ঘুমা'ও না" ডাকি মা আবার
ভাবী আশাফল ভাবিয়া দেখো,
"রিপণ উৎসব" সোনার অক্ষরে
হৃদয়ের মাঝে লিখিয়া রেখো।
শূন্যতল হ'তে নেমেছে পবন
বহিছে তোমার ভুবনময়,
নব পল্লবিত করিতে তোমারে
ফুটাতে জীবন মঞ্জরীচয়।
এ ধীর হিল্লোলে যে বায়ু উঠিছে
কার সাধ্য আর নিবারে তারে,
অগ্রসর গতি কেবা রোধে তারে
কেবা আর তারে বাঁধিতে পারে?
নব শিখাময় নব প্রভারাশি
ভারত ভস্মেতে মিশিছে ফের,
যে অস্থি-কোলেতে কাঁদিল ভারত
সজীব হবে সে শিখাতে এর
জীবনদায়িনী এ দহন শিখা
ভারত অন্তরে ধরেছে ধীরে,
নারায়ণ-মুখে হয়েছে উদ্ভব—
ভারতের বুকে থাকিবে স্থিরে।
জ্বলিবে আরো এ যাবে কত কাল,
জ্ঞানের আলোক—বিদ্যুৎছটা,
দমে না দমনে, দমিলে দ্বিগুণ
ধরে খরতর তেজের ঘটা।
ভুলো না ভারত "রিপণ-উৎসব"
ছিঁড়ো না যে ডোরে মিলেছ আজ,
এক বাণী ধর ভারত-সন্তান
যেথানে যে থাকো—পরো যে সাজ।
মনে ক'রো সবে নিভৃতে—উৎসবে
"রিপণ-বিদায়" নহে এ খালি,
সম আশা ভয় ভারত-অন্তরে
এ মিলন তার প্রকাশ্য ডালি।
নহে আকস্মিক দৈব সুঘটনা
বহুদিন হ'তে অঙ্কুর এর,
জড়ায়ে জড়ায়ে ভারত-অন্তরে
শিকড়ে শিকড়ে বেঁধেছে ফের।
আজি প্রস্ফুটিত হয়ে দিছে দেখা
তরুমূল যেন পল্লবময়,
ধরণীর গর্ভে ধীরে ধীরে বেড়ে
ফলে ফুলে শেষে সাজিয়া রয়।
ভারতের আশা ভারত-প্রত্যাশা—
জীবন-উন্নতি ইহারই সার।
সুবারি-সেচক সে সব লতায়
"রিপণ" কেবল লক্ষ্য রে তার।
হবে অগ্রসর সেই আশাপথে
তিলেক তাহাতে নাহিক সংশয়,
দিয়াছে দেখায়ে যে পথ উহার
হবে পরিসর এর নিশ্চয়।
দিয়াছে যখন দেখায়ে সে আলো
দিয়াছে যখন দেখায়ে পথ,
আজি আর কালি তাহাতে পশিব
সাবধানে পূরাবো স্ব-মনোরথ।
আজি আর কালি পাবো রে সকলি—
আর এ ভারত নিদ্রিত নয়,
সম তৃষ্ণাতুর সব পুত্র তার
এক(ই) পথ-পানে চাহিয়া রয়।
এক (ই) পথপানে চাহে মহারাষ্ট্র
চাহে সে পারসী—পাঞ্জাবী—শিখ,
চাহে ভারতের বীরপুত্রগণ—
রাজোয়ারাময় যত নির্ভীক।
ভারতনন্দন মহম্মদীগণ—
তাহারাও আজি জাগে মা ব'লে;

সেই পথপানে একদৃষ্টে চাহে
সাধনা সাধিতে সে পথে চলে।
উঠ উঠ মাতঃ ডাকিছে তোমায়
তোমার সন্তান যে যথা আজ,
কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুবাদল
কি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ।
একা বঙ্গ নয় হিমালয় হ'তে
কুমারীর প্রান্ত যেথানে শেষ,
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান
জাগাতে তোমারে জেগেছে দেশ।
উঠ উঠ মাতঃ ছাড়ো নিদ্রা ঘোর
পূরিয়া নিশ্বাস ফেল গো মাতঃ,
দেখি কি না হয় অরুণ-উদয় —
তরুণ ছটাতে প্রভাত প্রাতঃ।

মদন-পারিজাত।

(একাদশ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদেশে আবেলার্ড নামক এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তর্কশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইয়া প্রভূত যশস্বী হন। অন্যান্য শিষ্যের ন্যায় ইলাইজা নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত-বংশীয় কন্যা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন। এই কামিনী অত্যন্ত রূপবতী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। ক্রমে গুরু-শিষ্যের ভাবান্তর হইয়া উভয়ের প্রতি উভয়ের আসক্তি জন্মে এবং সেই কলঙ্ক দেশমধ্যে প্রচারিত হয়। তাহাতে ইলাইজার পিতৃব্য অসহ্য রোষপরতন্ত্র হইয়া ইলাইজাকে একটি কন্‌ভেণ্টে আবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং আবেলার্ডকে ক্ষতদেহ করিয়া অবমানিত করেন। রোমান কাথলিকদিগের মধ্যে সংসারবিরাগী ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী স্ত্রী কি পুরুষগণ যে আশ্রমে বাস করেন, তাহার নাম কন্‌ভেণ্ট। ইলাইজা সেই আশ্রমে অবরুদ্ধ হইয়া বহুকষ্টে দিনপাত করিত এবং আবেলার্ডও প্রাগুক্তরূপে অবমানিত হইবার পর, সংসারবিরাগী হইয়া অন্য এক আশ্রমে প্রস্থান করেন। ইঁহাদিগের পরস্পরের প্রণয়ঘটিত উপাখ্যান ইউরোপীয় নানা ভাষায় লিখিত আছে। আলেকজন্দর পোপ নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-কবি এই উপাখ্যান অবলম্বনে একটি কবিতা লেখেন, তদ্দৃষ্টে "মদন-পারিজাত" নাম দিয়া নিম্নোক্ত কবিতা লিখিত হইয়াছে।)

ত্যজিয়ে সংসারধর্ম্ম তপস্বিনী হয়েছি,
মায়ামোহে আশাতৃষ্ণা বিসর্জ্জন দিয়েছি।
পরিয়ে বঙ্কল সাজ কমণ্ডলু করে,
ধরেছি কঠোর ব্রত কানন ভিতরে।
দিবাসন্ধ্যা পূজা ধ্যান দেব-আরাধনা,
কবি, তবু মনে কেন হয় সে ভাবনা?
যার জন্যে দেশত্যাগী, কেন পুনরায়
অশান্ত হৃদয় হেন তারি দিকে ধায়?
কেন রে উন্মাদ মন কেন দিলি তুলে,
যে বাসনা এত দিন আছিলাম ভুলে?
জ্বালাতে নির্ব্বাণ-বহ্নি কেন দিলি দেখা
অরে সুধাময় লিপি, দয়িতের লেখা!
আয় তোরে বুকে রাখি বহুদিন পরে
পেয়েছি নাথের লেখা অমৃত অক্ষরে।
এ জগতে ভালবাসা ভুলিবার নয়,
মদনের পারিজাত ব্রহ্মাণ্ড ঘোষয়।
ক্ষমা কর যোগী ঋষি জিতেন্দ্রিয় জন,
ক্ষমা কর সতী-সাধ্বী তপস্বিনীগণ।
অয়ি শান্ত সুপবিত্র আশ্রমমণ্ডল,
তরু, বারি, লতা পত্র যথায় নির্ম্মল,
নিষ্পাপ নিষ্কাম চিন্তা যথায় নিয়ত,
পরমার্থ-ধ্যানে মুগ্ধ আনন্দে জাগত,
ক্ষমা কর এ দাসীরে কলুষ চিন্তায়
কলুষিত করিলাম তোমা সবাকায়।
আসিলাম যবে হেথা ক'রে মহাব্রত,
ভাবিলাম, হব শীঘ্র তোমাদেরি মত;
ধবল শিলার সম স্বেদ ক্লেদহীন,
ধবল শিলার সম মমতাবিহীন।
কই হলো? অসাধ্য সে পবিত্র কামনা!
জীবিত থাকিতে নাথ যাবে না বাসনা!
অর্দ্ধেক দিয়েছি প্রাণ ঈশ্বর সেবিতে,
অর্দ্ধেক রেখেছি হায়! নাথেরে পূজিতে
অনাহারে জাগরণে হলো দেহক্ষয়,
তবু দেখ স্বভাবের গতিরোধ নয়।
কাটালাম এত কাল সন্তাপে সন্তাপে,
সে নাম দেখিবামাত্র তবু চিত্ত কাঁপে।
কাঁপিতে কাঁপিতে নাথ! খুলি এ লিখন,
প্রতি ছত্রে করিতেছি অশ্রু বিসর্জ্জন।
যেখানে তোমার নাম দেখি প্রাণেশ্বর,
সেইখানে কেঁদে উঠে আমার অন্তর!

কতই আনন্দ আর কতই বিষাদ,
আছে ও মধুর নামে কে জানে আস্বাদ ?
কতবার ধীরে ধীরে করি উচ্চারণ,
কতবার ফিরে ফিরে করি নিরীক্ষণ।
ফেলি কত দীর্ঘশ্বাস সে সব স্মরিয়ে,
আছি হেথা একাকিনী যে সব ত্যজিয়ে।
যেখানে আমার নাম দেখিবারে পাই,
সেইখানে প্রাণনাথ আতঙ্কে ডরাই।
পাছে কোন অমঙ্গল সঙ্গে থাকে তার,
অমঙ্গল হেতু নাথ, আমি হে তোমার!
না পারি পড়িতে আর, সহে না হৃদয়;
শোকের সমুদ্র হেরি চতুর্দ্দিকময়।
অদৃষ্টে কি এই ছিল, সেই ভালবাসা,
এইরূপে হলো শেষে শেষ এই দশা।
সে যশঃ-পিপাসা আর সে হেন প্রণয়
পত্রের কুটীরে হলো এইরূপে লয়!
যত পার হেন লিপি লিখ, তবে নাথ,
করিব তোমার সঙ্গে শোক-অশ্রুপাত,
মিশাইব দীর্ঘশ্বাস তোমার নিশ্বাসে,
কাঁদিব তোমার সঙ্গে চিত্তের উল্লাসে,
ঘুচাইতে এ যন্ত্রণা সাধ্য নাই কার(ও),
তাই নিবেদন করি, লিখ যত পার।
অনাথা দুঃখীর দুঃখ করিতে সান্ত্বনা,
হয়েছে লিপির সৃষ্টি বিধির বাসনা।
বুঝি কোন নির্ব্বাসিত পুরুষ প্রেমিক,
অথবা রমণী কোন প্রেমের পথিক,
ঘুচাতে বিচ্ছেদজ্বালা আরাধন ক'রে,
শিখেছিল এ কৌশল বিধাতার বরে।
প্রাণ ভোরে অন্তরের কথা প্রকাশিতে
এমন উপায় আর নাই এ মহীতে।
নাসা, কণ্ঠ, চক্ষু কিংবা ওষ্ঠে যাহা নয়,
লিপির অক্ষরে ব্যক্ত হয় সমুদয়।
খুলে দেয় একেবারে প্রাণের কপাট,
ধরে না লজ্জার ধার থাকে না ঝঞ্ঝাট।
উদয়-ভূধর হ'তে অস্তাচলে যায়,
প্রণয়ী জনের কথা গোপনে জানায়।
জান ত হে প্রিয়তম! প্রথমে কেমন
সখাভাবে কত ভক্তি করেছি যতন।
জানি নাই, কখন সে প্রেমের সঞ্চার—
ভাবিতাম যেন কোন দেবের কুমার,
ঈশ্বর আপনি যেন স্বহস্তে করিয়া
নির্ম্মাণ করিলা তোমা নিজ-রশ্মি দিয়া;
সুধাংশুর অংশু যেন ক'রে একত্রিত
সহাস্য নয়নে তব করিলা স্থাপিত।
নেত্রে নেত্র মিলাইয়া স্থিরদৃষ্টি হয়ে
দেখিয়াছি কতবার পবিত্র হৃদয়ে।
গাহিতে যখন তুমি অমর শুনিত,
কি মধুর গাথালাপ বদনে ক্ষরিত।
সে সুস্বরে কার মনে না হয় প্রত্যয়—
প্রেমেতে নাহিক পাপ ভাবিনু নিশ্চয়।
ভক্তি ছিঁড়ে পড়িলাম ইন্দ্রিয়কুহকে
ভজিনু নাগর-ভাবে প্রাণের পুলকে।
দেবপুত্র ভাবিতাম, তা হ'তে অধিক
প্রিয়তম হ'লে নাথ হইয়ে প্রেমিক।
তোমা হেন কান্ত যদি মর্ত্ত্যভূমে পাই
ঋষি হয়ে স্বর্গসুখ ভুঞ্জিতে না চাই।
যে ভাবে অধিক সুখ সে যাক সেখানে।
আমি যেন তোমা লয়ে থাকি এ ভুবনে।
অয়ি নাথ! কত দিন, আছে ত স্মরণ,
বলেছিলে পতিভাবে করিতে বরণ,
তখনি দিয়াছি শাপ হোক বজ্রাঘাত,
পরিণয়-সংস্কার যাক্ রে নিপাত!
হাতে সূতা বেঁধে কভু প্রেমে বাঁধা যায়,
বন্ধন দেখিলে প্রেম তখনি পলায়।
স্বাধীন মকরকেতু স্বাধীন প্রণয়,
না বুঝে অবোধ লোক চাহে পরিণয়।
পরিণয়ে ধন হয়, নাম হয় যশ,
প্রণয় নহেক ধন বিভবের বশ।
ভূমণ্ডল-পতি যদি চরণে আমার
ধ'রে দেয় ভূমণ্ডল, সিংহাসন তার,
তুচ্ছ ক'রে দূরে ফেলি মনে যদি ধরে
ভিখারীর দাসী হয়ে থাকি তার ঘরে।
যে রমণী সে সৌভাগ্য ভুঞ্জে চিরকাল,
কত ভাগ্যবতী সেই হায় রে কপাল?
কিবা সুখময় সেই সুখের সময়,
সুখের সাগর যেন উচ্ছ্বসিত হয়।
পরাণে পরাণ বাঁধা প্রণয়ের ভরে,
পরিপূর্ণ পরিতোষ প্রেমীর অন্তরে।
আশার থাকে না ক্ষোভ, ভাষার যোজনা,
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা প্রকাশে আপনা।

সেই সুখ—সুখ যদি থাকে মহীতলে—
পারিজাত মদনের ছিল কোন কালে।
সে সুখের দিন এবে কোথায় গিয়াছে,
কোথা পারিজাত কোথা মদন রয়েছে!
কি হ'লো কি হ'লো হায়, এ কি সর্ব্বনাশ,
নাথের দুর্দ্দশা এত, ক'রে নগ্নবাস,
কে করিল অস্ত্রাঘাত? কোথায় তখন
ছিল দাসী পারিজাত অভাগী দুর্জ্জন?
সেই দণ্ডে প্রাণনাথ, তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধ'রে
নিবারণ করিতাম পাষণ্ড বর্ব্বরে।
দুজনে করেছি পাপ দুজনে সহিব,
লজ্জা করে, প্রাণনাথ, কি আর বলিব।
অশ্রু-বিসর্জ্জনে এবে মিটাই সে সাধ,
দগ্ধ বিধি ঘটাইলি ঘোর পরমাদ!
আনিল আমায় হেথা যে বিষম দিনে,
বসাইল ধরাতলে পবিত্র অজিনে,
পরাইল বৃক্ষছাল দণ্ড দিল হাতে,
ভাব কি সে দিন আমি ভুলেছিনু নাথে?
প্রাণেশ্বর চারিদিকে ঋষিগণ যত
করে মন্ত্র উচ্চারণ, আমি ভাবি কত
তোমার বদন-ইন্দু তোমার লোচন,
মনে মনে করি তব গুণের কীর্ত্তন;
নয়নের কোণে মাত্র দেবী-পানে চাই
মনে শুধু কিসে পুনঃ ফিরে কাছে যাই।
যৌবন রূপের ঘটা তখনো অতুল,
হেরে চমৎকৃত হলো যত ঋষিকুল
সংশয় বিস্ময়ে ভাবে এ হেন বয়সে
রমণী ইচ্ছায় কভু আশ্রমে কি আসে?
সত্য ভেবেছিল তারা মিথ্যা কথা নয়—
যুবতীর যোগধর্ম্ম মিথ্যা সমুদয়!
যাই হোক নাই হবে গতি-মুক্তি মম,
বারেক নিকটে এস অহে প্রিয়তম!
সেইরূপে নয়নের বিষাক্ত অমৃত
করি পান মনসাধে হবে বিমোহিত,
অধরে অধর দিয়ে হয়ে অচেতন
মূর্চ্ছাভাবে বক্ষঃস্থলে দেখিব স্বপন।
না না না, দুরন্ত আশা হও রে অন্তর!
এস নাথ, ধর্ম্ম-পথে লও হে সত্বর,
পুণ্যধামে পুণ্যজন যে আনন্দ পায়,
শিখাও এ অভাগীরে স্নিগ্ধ কর কায়।
আহা এই শুদ্ধ শান্ত আশ্রম-ভিতরে
কতই পুণ্যাত্মা জীব আনন্দে বিহরে;
তরু লতা আদি হেথা, সকলি নির্ম্মল,
সকলেই ভক্তিরসে সদাই বিহ্বল।
পর্ব্বত-শিখরগুলি সুন্দর কেমন
উঠিয়াছে চারি ধারে মেঘের বরণ;
শাল তাল তমালের তরু সারি সারি
শুনাইছে মৃদুস্বর দিবস-শর্ব্বরী;
সূর্য্যকরে দীপ্ত হবে স্রোতঃকুল যত
শিখরে শিখরে আহা ভ্রমে অবিরত,
করে কুল-কুল ধ্বনি গিরিপ্রস্রবণ,
গুহার ভিতরে আহা মধুর শ্রবণ।
সান্ধ্য-সমীরণে এই হ্রদের উপরে
তরঙ্গ খেলায় যবে কিবা শোভা ধরে!
হেন স্নিগ্ধ তপোবন-ভিতরে আমার
ঘুচিল না এ জনমে ইন্দ্রিয়-বিকার।
হে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পতি করুণা-নিদান,
করুণা-কটাক্ষপাতে কর পরিত্রাণ।
দাও দেব দেখাইয়ে মুক্তির আলয়,
ভক্তিভাবে লইলাম তোমার আশ্রয়।

কুলীন-মহিলা-বিলাপ। *

"এই না ইংলণ্ডেশ্বরী, রাজত্ব তোমার?
ক্রীতদাস তবে যেন হয় মা উদ্ধার।
সে ভূমি পরশমাত্র—সরল অন্তরে
ছিঁড়িয়া শৃঙ্খলমালা স্বাধীনতা ধরে।
তবে যেন রাজ্যেশ্বরি বাৎসল্য তোমার
সমান সবার তবে অকূল অপার।
ভিন্নভাব নাহি যেন কন্যা-সুত প্রতি,
নাহি যেন তব রাজ্যে নারীর দুর্গতি।
শুনেছি মা বৃটনের শ্বেতাঙ্গী মহিলা
পুরুষের সঙ্গে রঙ্গে সদা করে লীলা।
সন্তান ধরেছ গর্ভে তুমি মা আপনি,
আমাদের প্রতি কেন নিদয়া জননি?

* শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কুলীন-দিগের বহুবিবাহ নিবারণ জন্য যে আইন বিধিবদ্ধ করাইবার উদ্যোগ করেন, এই কবিতা সেই উপলক্ষে লিখিত হয়।

কেন বল আমাদের দুর্গতি এমন ?
এখনো মা ঘুচিল না অশ্রুবিসর্জ্জন।"

আয় আয় সহচরি, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন,
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর ?

আয় আয় সহচরি ধরি গে বৃটনেশ্বরী
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
"সাত শত বর্ষ, মাতঃ, পৃথিবী-ভিতরে
এইরূপে অহরহঃ অশ্রুধারা ঝরে
মাতা-মাতামহী-চক্ষে জন্ম জন্মকাল,
আমাদেরো সে দুর্দ্দশা হায় রে কপাল !
কত রাজা হলো গেল, কত ইন্দ্রপাত,
নক্ষত্র খসিল কত ভূধর-নিপাত,
হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান ম্লেচ্ছ অধিকার
শাস্ত্র ধর্ম্ম মতামত কতই প্রকার
উঠিল ভারতভূমে হইল পতন,
আমাদের দুঃখ আর হ'ল না মোচন !
সেই সে দিনান্তে দুটি পরান্ন আহার
নিশিতে কাঁদিয়া স্বপ্ন দেখি অনিবার।"

আয় আয় সহচরি ধরি গে বৃটনেশ্বরী
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা বিমুখ জনক ভ্রাতা
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর ?
আয় আয় সহচরি, ধরি গে বৃটনেশ্বরী
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন,
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?

"ডেকেছি মা বিধাতারে কত শতবার,
পূজেছি কতই দেব, সংখ্যা নাহি তার,
তবু গো ঘুচিল না হৃদয়ের শূল,
অমরাবতীতে বুঝি নাহি দেবকুল !
বারেক বৃটনেশ্বরী আয় মা দেখাই
প্রাণের ভিতরে দাহ কিবা সে সদাই ;

কাজ নাই দেখায়ে মা তুমি রাজ্যেশ্বরী,
হৃদয়ে বাজিবে তব ব্যথা ভয়ঙ্করী।
ছিল ভাল বিধি যদি বিধবা করিত,
কাঁদিতে হতো না, পতি থাকিতে জীবিত,
পতি, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, ঠেলিয়াছে পায়,
ঠেলো না মা রাজমাতা দুঃখী অনাথায়।"

আয় আয় সহচরি, ধরি গে বৃটনেশ্বরী
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন,
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি, পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর ?

"কি জানাব জননি গো হৃদয়ের ব্যথা—
দাসীর(ও) এ হেন ভাগ্য না হয় সর্ব্বথা।
কি ষোড়শী বালা, কিবা প্রবীণা রমণী,
প্রতিদিন কাঁদিছে মা দিন দণ্ড গণি।
কেহ কাঁদে অন্নাভাবে আপনার তরে,
কারো চক্ষে বারিধারা শিশু কোলে ক'রে,
কত পাপ-স্রোত মাতা প্রবাহিত হয়,
ভাবিতে রোমাঞ্চ দেহ, বিদরে হৃদয়,
হা নৃশংস অভিমান, কৌলীন্য-আশ্রিত।
হা নৃশংস দেশাচার রাক্ষস-পালিত।
আমাদের যা হবার হয়েছে জননি—
কর রক্ষা এই ভিক্ষা, এ সব নন্দিনী।"

আয় আয় সহচরি, ধরি গে বৃটনেশ্বরী.
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন,—
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর।
আয় আয় সহচরি, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন—
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?

পরশ-মণি

(১)

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?
আছে যে অবনীতলে, পরশমাণিক জলে
বিধাতা-নির্ম্মিত চারু মানব-নয়ন।

পরশমণির সনে, লৌহ-অঙ্গ পরশনে
সে লৌহ কাঞ্চন হয় প্রবাদ-বচন—
এ মণি পরশে যায় মাণিক ঝলসে তায়,
বরিষে কিরণধারা নিখিল ভুবন।
কবির কল্পিত নিধি, মানবে দিয়াছে বিধি,
ইহারি পরশগুণে মানব-বদন
দেবতুল্য রূপ ধরি আছে ধরা আলো করি,
মাটীর অঙ্গেতে মাখা সোনার কিরণ।

(২)

পরশ-মাণিক যদি অলীক হইত,
কোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভানুর কর,
কোথা বা নক্ষত্র শোভা গগনে ফুটিত।
কে রাখিত চিত্র ক'রে চাঁদের জ্যোৎস্না ধ'রে
তরঙ্গে মেঘের অঙ্গে সুখেতে মাখায়ে ?
কেবা এই সুশীতল বিমল গঙ্গার জল
ভারত ভূষণ করি রাখিত ছড়ায়ে ?
কে দেখা'ত তরুকুল নানা রঙ্গে নানা ফুল
মরাল হরিণ মৃগে পৃথিবী শোভিয়া ?
ইন্দ্রধনু আলো তুলে সাজায়ে বিহঙ্গকুলে
কে রাখিত শিখিপুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া ?

(৩)

দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি -
স্বর্গের উপমাস্থল হয়েছে এ মহীতল
সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী।
কি আছে ধরণী-অঙ্গে, নয়ন-মণির সঙ্গে
না হয় মানব-চিত্তে আনন্দদায়িনী,
নদীজলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে
চরেতে বালুকা ফুটে তৃণেতে হিমানী,
পক্ষিপাখা উড়ে যায় পিপীলি-শ্রেণীতে ধায়
কন্দরে তুষার পরে ঝিনুকে চিক্কণী।
তাতেও আনন্দ হয় অরণ্য কজ্ঝটিময়
জলন্ত বিদ্যুৎলতা তমিস্রা রজনী।

(৪)

ইহাই পরশমণি পৃথিবী-ভিতরে
ইহারি পরশবলে সখায় সখার গলে
পরায় প্রেমের হার প্রফুল্ল অন্তরে,
শিখায়ে প্রেমের বেদ ঘুচায় মনের ভেদ
প্রণয় আহ্নিক করে সুখের সাগরে।
ধন্য এই ধরাতল, প্রেম ভোগবতী-জল
পবিত্র করেছে যারে খুলিয়া নির্ঝরে,
যুগল নক্ষত্র দুটি যে স্থানে বেড়ায় ছুটি,
সখারূপে মনসুখে পৃথিবী-উপরে।
কোন্ পুণ্যে হেন নিধি মানবে পায় রে বিধি—
গেল চ'লে চিরদিন অই আশা ধ'রে !

(৫)

অপূর্ব্ব মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন।
স্নেহরূপ কত ফল ফুটায় মণি অতুল,
ইহার পরশে ধরা আনন্দ-কানন
জননী-বদন-ইন্দু মরি কি করুণা-সিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
শত শশি-রশ্মি-মাখা চারু ইন্দীবর আঁকা
পুত্রের অধর ওষ্ঠ নলিন আনন ,
সোদরের সুকোমল স্বসা-মুখ নিরমল
পবিত্র প্রণয়পাত্র হীরক কাঞ্চন—
এই মণি পরশনে, হয় সুখ দরশনে,
মানব-জনম সার সফল জীবন।—
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?

জীবন-মরীচিকা।

জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে !
হয়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে।
প্রভাতে অরুণোদয় প্রফুল্ল যেমন হয়,
মনোহরা বসুন্ধরা কুহেলিকা আঁধারে।
বারিদ ভূধর দেশ, ধরিয়ে অপূর্ব্ব বেশ,
বিতরে বিচিত্র শোভা ছায়াবাজী আকারে।
কুসুমিত তরুচয়, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়ে রয়,
ঘ্রাণে মুগ্ধ সমীরণ মুহুমুহু সঞ্চারে।
কলায়ে বিহঙ্গদল, প্রেমানন্দে অনর্গল,
মধুময় কলনাদ করে কত প্রকারে।
সেইরূপ বাল্যকালে, মন মুগ্ধ মায়াজালে,
কত লুব্ধ আশা আসি, করে স্নিগ্ধ আত্মারে।
"পৃথিবী ললামভূত নিত্য সুখে পরিপ্লুত"
হয় নিত্য এই গীত পঞ্চভূত-মাঝারে !

ব্রহ্মাণ্ড সৌরভময় মঞ্জু কুঞ্জ মনে হয়
মনে হয় সমুদয় সুধাময় সংসারে।
মধ্যাহ্নে তাহার পর প্রচণ্ড রবির কর,
যেমন সে মনোহর মধুরতা সংহারে।
না থাকে কুহেলি অন্ধ না থাকে কুসুম-গন্ধ,
না ডাকে বিহঙ্গকুল সমীরণ ঝঙ্কারে।
সেইরূপ ক্রমে যত শৈশব যৌবন গত
মনোমত সাধ তত ভাঙ্গে চিত্ত-বিকারে।
সুবর্ণ মেঘের মালা লয়ে সৌদামিনী ডালা,
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহরে।
ছিন্ন তুষারের ন্যায় বালা-বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু-প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে।
জীবনেতে পরিণত এইরূপে হয় কত,
মর্ত্ত্যবাসি-মনোরথ, হা দগ্ধ বিধাত রে।
ধর্ম্মনিষ্ঠাপরায়ণ, সুচারু পবিত্র মন,
বিমল স্বভাব সেই যুবা এবে কোথা রে।
অসত্য কলুষলেশ, বিধিলে শ্রবণদেশ,
কলঙ্কিত ভাবিত যে আপনার আত্মারে।
বামাশক্তি বামাচার, শুনিলে শত ধিক্কার
জ্বলিত অন্তরে যার সে তপস্বী কোথা রে?
কোথা সে দয়ার্দ্র-চিত্ত সঙ্কল্প যাহার নিত্য
পরদুঃখ-বিমোচন এ দুরন্ত সংসারে?
অত্যাচার উৎপীড়ন করিবারে সংযমন,
না করিত যেই জন ভেদাভেদ কাহারে।
না মানিত অনুরোধ না জানিত তোষামোদ,
সে তপস্বী মহোদয়-বাঞ্ছা এবে কোথা রে।
কত যুবা যৌবনেতে চড়ি আশা-বিমানেতে,
ভাবে ছড়াইবে ভবে যশঃপ্রভা-আভা রে।
তুলিবে কীর্ত্তির মঠ, স্থাপিবে মঙ্গলঘট
প্রণত ধরণীতল দিবে নিত্য পূজা রে।
কেহ বা জগতে ধন্য বীরবৃন্দে অগ্রগণ্য
হয়ে চাহে চরণেতে বাঁধিবারে ধরা রে।
স্বদেশহিতৈষী কেহ, ভাবিয়ে অসীম স্নেহ,
কত করে প্রাণ দিতে স্বজাতির উদ্ধারে।
করি চিত্তে অভিলাষ হয়ে সারদার দাস,
পিয়ে সুখে চিরদিন অমরতা-সুধা রে।
কালের করাল স্রোতে, ভাসে যবে জীবনেতে
এই সব আশালুব্ধ প্রাণী থাকে কোথা রে।

কিশোর গাণ্ডীবধারী জামদগ্ন্য দৈন্যহারী,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালিদাস কত ডোবে পাথারে।
কতই যুবতী বালা, গাঁথে মনোমত মালা
সাজাইতে মনোমত প্রিয়তম সখারে।
হৃদয় মার্জ্জিত ক'রে, আহা কত প্রেমভরে,
প্রিয়মূর্ত্তি-চিত্র ক'রে রাখে চিত্ত-আগারে।
নববিবাহিত কত, পেয়ে পতি মনোমত,
ভাবে জগতের সুখ ভরিয়া ভাণ্ডারে।
এই সব অবলার কিছু দিন পরে আর
দেখ, মর্ম্মভেদী শেল দেয় কত ব্যথা রে।
দেখ গে কেহ বা তার, হয়েছে পতিরসার,
শুষ্ক হয়ে মাল্যদাম শূন্যে আছে গাঁথা রে।
মনোমত নহে পতি মরমে মরমে সতী,
উদযাপন করিয়াছে পতি-সুখ আশা রে।
কৃতান্তের আশীর্ব্বাদে দিবা-নিশি কেহ কাঁদে
বিষম বৈধব্য-দশা-নিগড়েতে বাঁধা রে।
দারুণ অপত্যতাপে, দেখ হে কেহ বিলাপে
অন্নাভাবে জননীর কোথা বক্ষঃ বিদরে।
আগে যদি জানিতাম, পৃথিবী এমন ধাম,
তা হ'লে কি পড়িতাম আনায়ের মাঝারে।
কোথা গেল সে প্রণয় বাল্যকালে মধুময়,
যে সখ্যতা-পাশে মন বাঁধা ছিল সদা রে।
সমপাঠী কেলিচর অভেদাত্মা হরিহর,
এবে তাহাদের সঙ্গে কতবার দেখা রে।
পতঙ্গপালের মত কর্ম্মক্ষেত্রে অবিরত,
স্বকার্য্যসাধনে রত কেবা ভাবে কাহারে।
আহা পুনঃ কত জন, করিয়াছে পলায়ন,
মর্ত্ত্যভূমি পরিহরি শমনের প্রহারে।
গগন-নক্ষত্রবৎ তাহারাই অকস্মাৎ
প্রকাশে কচিৎ কভু মৃদুরশ্মি মাথা রে।
আগে ছিল কত সাধ, হেরিতে পূর্ণিমা-চাঁদ,
হেরিতে নক্ষত্র শোভা নীলনভঃ-মাঝারে।
দিন দিন কতবার জাগ্রত নিদ্রিতাকার,
স্বপ্নে স্বপ্নে ভ্রমিতাম নদ হ্রদ-কান্তারে।
বসন্ত বরষাকালে পিকরব, মেঘজালে,
হেরিতে দামিনীলতা, কি আনন্দ আহা রে।
সে সাধ তরঙ্গকুল, এবে কোথা লুকাইল,
কে ঘুচালে জীবনের হেন রম্য ধাঁধা রে।
বিশুদ্ধ পবিত্র মন, স্বর্গবাসী সিংহাসন,
পঙ্কিল করিল কে রে দগ্ধচিতা অঙ্গারে?

অশোক-তরু

(১)

কে তোমারে তরুবর, ক'রে এত মনোহর,
রাখিত এ ধরাতলে ধরা ধন্য ক'রে ?
এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী-ভিতরে ?
দেখ দেখ কি সুন্দর, পুষ্পগুচ্ছ থরে থর
বিরাজে শাখার পর সদা হাস্যভরে—
সিন্দূরের ঝারা হেন বিটপী উপরে।
মরি কিবা মনোলোভা ছড়ায়ে রয়েছে শোভা
আভা যেন উথলিয়া পড়িছে অম্বরে।—
কে আনিল হেন তরু পৃথিবী-ভিতরে ?

(২)

বল বল তরুবর, তুমি যে এত সুন্দর
অন্তরও তোমার কি হে ইহারি মতন ?
কিংবা শুধু নেত্র-শোভা মানব যেমন ?
আমি দুঃখী তরুবর, তথাপি মম অন্তর
না জানি মনের সুখ, সন্তোষ কেমন,
তরুবর, তুমি বুঝি না হবে তেমন ?
অরে তরু খুলে বল, শুনে হই সুশীতল
ধরণীতে সদানন্দ আছে এক জন—
না হয় সন্তাপে যারে করিতে ক্রন্দন।

(৩)

জানিতাম তরুবর যদি হে তব অন্তর
দেখাতাম একবার পৃথিবী তোমায়—
মানবের মনশ্চিত্রে কি আছে কোথায়।
কত মরু, বালুস্তূপ, কত কাঁটা কত কূপ,
ধূ ধূ করে নিরবধি অন্ধ ঝটিকায়—
সরসী নির্ঝর নদী কিছু নাহি তায়।
তা হ'লে বুঝিতে তুমি, কেন ত্যজি বাসভূমি,
নিত্য আসি কাঁদি বসি তোমার তলায়,
ত্যজে নর ধরি কেন তোমার গলায়।

(৪)

তুমি তরু নিরন্তর আনন্দে অবনীপর,
বিরাজ বন্ধুর মাঝে স্বজন-সোহাগে,
তরুবর, কেহ নাহি তোমারে বিরাগে।
ধরণী করান পান, সুরস সুধা সমান
দিবানিশি বারমাস সম অনুরাগে—
পবন তোমার তরে যামিনীতে জাগে।
স্রোতোধারা পরি পায়, কুলু কুলু করি ধায়,
আপনি বরষা নীরে ঢালে শিরোভাগে,
তরু রে বসন্ত তোরে স্নেহ করে আগে।

(৫)

কলকণ্ঠ মধুমাসে, তোমারি নিকটে আসে
শুনাতে আনন্দে ব'সে কুহু কুহু রব ;
তরুবর তোমার কি সুখের বিভব।
তলদেশে মখমল, তৃণ করে ঢল ঢল,
পতঙ্গ তাহাতে সুখে কেলি করে সব,
কতই সুখেতে তরু শুন ঝিল্লীরব।
আসি সুখে পাঁতি পাঁতি, ছড়ায়ে বিমল ভাতি,
খদ্যোৎ যখন তব সাজায় পল্লব—
কি আনন্দ তরু তোর হয় অনুভব।

(৬)

তরু রে আমার মন, তাপদগ্ধ অনুক্ষণ,
কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধারা ;
আমি তরু জগতের স্নেহসুখহারা।
জায়া, বন্ধু, পরিবার, সকলি আছে আমার,
তবু এ সংসার যেন বিষতুল্য কারা ;
মনে ভাল কেহ মোরে বাসে না তাহারা।
এ দোষ কাহারো নয়, আমিই কলঙ্কময়,
আমার অন্তর হায়, কলঙ্কেতে ভরা—
আমি, তরু, বড় পাপী, তাই ঠেলে তারা।

(৭)

বড় দুঃখী তরু আমি, জানেন অন্তরযামী,
তোমার তলায় আসি ভাসি অশ্রুনীরে,
দেখিয়া জীবের সুখ ভবের মন্দিরে।
এই ভিন্ন সুখ নাই, তরু তাই ভিক্ষা চাই,
পাই যেন এইরূপে কাঁদিতে গম্ভীরে,
যত দিন নাহি যাই বৈতরণী-তীরে।
এক ভিক্ষা আছে আর, অন্য যদি কেহ অ
আমার মতন দুঃখী আসে এই স্থানে,
তরু, তারে দয়া ক'রে তুমিও পরাণে।

নানা বিষয়

লজ্জাবতী লতা।

(১)

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না উটি লজ্জাবতী লতা।
একান্ত সঙ্কোচ ক'রে, এক ধারে আছে স'রে
ছুঁয়ো না উহার দেহ, রাখ মোর কথা,
তরুলতা যত আর, চেয়ে দেখ চারি ধার,
ঘেরে আছে অহঙ্কারে—উটি আছে কোথা?
আহা, ওইখানে থাক, দিও নাক ব্যথা।
ছুঁইলে নখের কোণে, বিষম বাজিবে প্রাণে,
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না উটি লজ্জাবতী লতা।

(২)

লজ্জাবতী লতা উটি অতি মনোহর।
যদিও সুন্দর শোভা, নহে তত মনোলোভা,
তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর।
যায় না কাহারও পাশে, মান-মর্য্যাদার আশে,
থাকে কাঙ্গালীর বেশে একা নিরন্তর—
লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর।
নিশ্বাস লাগিলে গায়, অমনি শুকায়ে যায়,
না জানি কতই ওর কোমল অন্তর!
এ হেন লতার হায়, কে জানে আদর?

(৩)

হায় এই ভূমণ্ডলে কত শত জন,
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে, অবনীমণ্ডল লুটে,
শুনায় কতই রূপ যশের কীর্ত্তন।
কিন্তু হেন ম্রিয়মাণ, সদা সঙ্কুচিত প্রাণ,
রমণী পুরুষগণে কে করে যতন?
স্বভাব মৃদুল ধীর, প্রকৃতিটি সুগম্ভীর,
বিরলে মধুরভাষী মানসরঞ্জন,
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ?
সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে,
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন।
ছুঁয়ো না উহার দেহ করি নিবারণ,
লজ্জাবতী লতা উটি মানস-রঞ্জন।

জীবন-সঙ্গীত।*

বলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার,
ব'লে জীব করো না ক্রন্দন,
মানব-জনম সার, এমন পাবে না আর,
বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে মন;
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
অহে জীব কর আকিঞ্চন।
করো না সুখের আশ, পরো না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়,
সংসারে সংসারী সাজ, করো নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির,
সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন শৈবালের নীর।
সংসার-সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে,
ভয়ে ভীত হই(ও) না মানব;
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান্, যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্ল্লভ।
মনোহর মূর্ত্তি হেরে, ওহে জীব অন্ধকারে,
ভবিষ্যতে ক'রো না নির্ভর,
অতীত সুখের দিনে, পুনঃ আর ডেকে এনে,
চিন্তা ক'রে হইও না কাতর।
সাধিতে আপন ব্রত, স্বীয় কার্য্যে হও রত,
একমনে ডাক ভগবান্,
সঙ্কল্প সাধন হবে, ধরাতলে কীর্ত্তি রবে,
সময়ের সার বর্ত্তমান।
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,

---

* লংফেলো-রচিত "সাম অফ লাইফ"এর অনুকরণ।

সেই পথ লক্ষ্য ক'রে, স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধ'রে,
আমরাও হব বরণীয়।
সময়-সাগর-তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে,
আমরাও হব হে অমর;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে, অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
ক'রো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার-সমরাঙ্গন-মাঝে,
সঙ্কল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

পদ্মের মৃণাল।

(১)

পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে,
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে—
কখন ডুবায় কায়, কভু ভাসে পুনরায়,
হেলে দুলে আশেপাশে তরঙ্গের কোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
শ্বেত আভা স্বচ্ছ পাতা, পদ্ম শতদলে গাঁথা
উলটি পালটি বেগে স্রোতে ফেলে তোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
একদৃষ্টে কতক্ষণ, কৌতুকে অবশ মন
দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কল্লোলে—
পদ্মের মৃণাল এক তরঙ্গের কোলে।

(২)

সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি,
পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি,
অদৃষ্টের নিবন্ধন, ভাবিয়া ব্যাকুল মন,
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি?
রাজা রাজমহিলালা বলবীর্য্য স্রোতঃশিলা
সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি?
অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি!
অদৃষ্ট বিরোধী যার, নাহিক নিস্তার তার,
কিবা পশু পক্ষী আর মানবমণ্ডলী?
লতা পশু কীট সম মানবেরো পরাক্রম
জ্ঞান, বুদ্ধি যত্ন-বলে বাঁধা কি সকলি?
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি?

(৩)

কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল,
শাসন করিত যারা অবনীমণ্ডল?
বলবীর্য্য-পরাক্রমে ভবে অবলীলাক্রমে
ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্জ্বল—
কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল?
বাঁধিয়ে পাষাণস্তূপ অবনীতে অপরূপ
দেখাইল মানবের কি কৌশল বল—
প্রাচীন মিসরবাসী—কোথা সে সকল?
পড়িয়া রয়েছে স্তূপ, অবনীতে অপরূপ
কোথা তারা, এবে কারা হয়েছে প্রবল,
শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল?

(৪)

জগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি,
জ্বালিল উন্নতিদীপ অরুণের ভাতি,
অতুল অবনীতলে, এখনও মহিমা জ্বলে,
কে আছে সে নব বংশ কুলে দিতে বাতি?
এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি?
ম্যারাথন্ থার্ম্মপলি, হয়েছে শ্মশানস্থলী,
গিরীশ আঁধারে আজ পোহাইছে রাতি,—
এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি?
যার পদচিহ্ন ধ'রে অন্য জাতি দম্ভ করে,
আকাশ পয়োধিনীরে ছড়াইত ভাতি—
জগতের অলঙ্কার কোথায় সে জাতি?

(৫)

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যার কোথায় সে রোম?
কাঁপিত যাহার তেজে মহী সিন্ধু ব্যোম?
ধরণীর সীমা যার, ছিল রাজ্য অধিকার,
সহস্র বৎসরাবধি একাদি নিয়ম—
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম!
সাহস ঐশ্বর্য্য যার ত্রিভুবন চমৎকার-
সে জাতি কোথায় আজি কোথা সে বিক্রম,
এমনি অব্যর্থ কি রে কালের নিয়ম?
কি চিহ্ন আছে রে তার? রাজপথ দুর্গে যা'
পৃথিবী বন্ধন ছিল কোথায় সে রোম?—
নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম?

(৬)

আরবের পারস্যের কি দশা এখন?
সে তেজ নাহিক আর নাহি সে তর্জ্জন!

সৌভাগ্য কিরণজালে উহারাই কোনকালে,
করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন।
আরবের পারস্যের কি দশা এখন।
পশ্চিমে হিস্পানীশেষ পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দদেশ
কাফের যবনবৃন্দে করিল দমন,
উল্কাসম অকস্মাৎ হইল পতন।
দীন ব'লে মহীতলে, যে কাণ্ড করিলা বলে,
সে দিনের কথা এবে হয়েছে স্বপন।
আরবের উপন্যাস অদ্ভুত যেমন।

(৭)

আজি এ ভারতে হায়, কেন হাহাধ্বনি
কলঙ্ক লিখিতে কার কাঁদিছে লেখনী ?
তরঙ্গে তরঙ্গে নত পদ্মমৃণালের মত
পড়িয়া পরের পায় লুটায় ধরণী।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকারধ্বনি ?
জগতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল,
সে দেশে নিবিড় আজ আঁধার রজনী –
পূর্ণগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি।
ঋদ্ধি বীর্য্য বাহুবলে সুধন্য জগতীতলে,
ছিল যারা আজি তারা অসার তেমনি।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকারধ্বনি।

(৮)

কোথা বা সে ইন্দ্রালয় কোথা সে কৈলাস,
কোথা সে উন্নতি আশা কোথা সে উল্লাস ?
দম্ভে বসুন্ধরাপরে বেড়াইত তেজভরে
আজি তারা ভয়ে ভীত হয়েছে হতাশ—
কোথা বা সে ইন্দ্রালয় কোথা সে কৈলাস ?
কত যত্নে কত যুগে বনবাসে কষ্ট ভুগে,
কালজয়ী হলো ব'লে করিত বিশ্বাস—
হায় রে সে ঋষিদের কোথা অভিলাষ ?
সে শাস্ত্র সে দরশন, সে বেদ কোথা এখন ?
প'ড়ে আছে ইন্দ্রালয় ভাবিয়া হতাশ—
কোথা বা সে হিমালয় কোথা সে কৈলাস ?

(৯)

নিয়তির গতিরোধ হবে না কি আর ?
উঠিবে না কেহ কি রে উজলি আবার ?
মিসর পারস্য ভাতি গিরীক রোমীয় জাতি
ভারত থাকিবে কি রে চির-অন্ধকার ?
জাপান জিলণ্ডে নিশি পোহাবে এবার ?
যত্ন আশা পরিশ্রমে, খাণ্ডয়া নিয়তি ক্রমে
উঠিয়া প্রবল হ'তে পারে না কি আর,
অই মৃণালের মত সহিবে প্রহার ?
না জানি কি আছে ভালে তাই গো মা এ কাঙ্গালে
মিশাইছে অশ্রুধারা ভস্মেতে তোমার,
ভারত কিরণময় হবে কি আবার ?

(১০)

তোর তরে কাঁদি আয় ফরাসী-জননি,
কোমলকুসুম-আভা প্রফুল্ল-বদনী।
এত দিনে বুঝি সতি, ফিরিল কালের গতি
হ'লে বুঝি দশাহীন ভারত যেমনি।
সভ্যজাতি-মাঝে তুমি সভ্যতার খনি।
হলো যবে মহীতলে রোম দগ্ধ কালানলে,
তুমিই উজ্জ্বল ক'রে আছিলে ধরণী,
বীরমাতা প্রভাময়ী সুচিরযৌবনী।
ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার ছিলে কতই যে প্রসবিলে,
শিল্প নীতি নৃত্যগীত চর্চিত অবনী—
তোর তরে কাঁদি আয় ফরাসী জননি।
বুঝি বা পড়িলে এবে কালের হিল্লোলে,
পদ্মের মৃণাল যথা তরঙ্গের কোলে।

স্বর্গারোহণ।*

(১)

"খোল খোল দ্বার খোল দ্রুতগতি
হিরন্ময় জ্যোতিঃ যার"
বলিল কৃতান্ত, ডাকি অনুচরে
মুখেতে প্রীতির ভার।
"সংবরি সংসার, লীলা আপনার,
শ্রীমধুসূদন আসে,
সম্ভাষি আদরে, লও রে তাহারে,
বাণী-পুত্রগণ-পাশে।
কবি-কুঞ্জধাম, পবিত্র কানন,
অমর-ভবনে যাহা,
নিরজন স্থান সদা মধুময়
দেখাও উহারে তাহা ;—

* মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে।

যাও দ্রুতগতি যাও যাও সবে
স্থখে বংশীধ্বনি কর,
কুসুমে গাঁথিয়া সুন্দর মালিকা
মস্তক-উপরি ধর;
ভুঞ্জি বহু দুঃখ সংসার-কারাতে
শ্রীমধু দুঃখেতে আসে,
ত্বরা কবি যাও যশোগীত গাও,
লও কবিকুঞ্জবাসে।"

(২)

খুলিল ত্বরিতে উত্তর-তোরণ
সঙ্গীত ঝঙ্কারে ধায়,
দিগঙ্গনাগণ দেবদূত সঙ্গে
রঙ্গে যশোগীত গায়।
"এস এস স্থখে বাণী-বরপুত্র
বঙ্গের উজ্জ্বল মণি,
স্বভাবের শিশু সুধাতে পালিত
কল্পনা-হীরার খনি,
বাল্মীকি হোমর সুমন্ত্রে দীক্ষিত
মধুর সুতন্ত্রীধারী,
অকাল-কোকিল মরুতল-তরু
অ-নীর দেশের বারি,
এস ভাগ্যবান্ কবিকুঞ্জ-ধামে
চিরসুখে কাল হর,
চিরজীবী হয়ে চির-আকাঙ্ক্ষিত,
জয়মাল্য শিরে পর।"
বলিতে বলিতে ঘেরিয়া সকলে
মণ্ডলী করিয়া আসি,
দিগঙ্গনাদল কুসুমের দামে,
শীর্ষ সাজাইল হাসি।

(৩)

সখীগণ চলে কবি-কুঞ্জবনে
কলকণ্ঠ ঝরে স্বরে,
কুসুম-বাসিত সুমন্দ মলয়
সুগন্ধ বিতরে দূরে।
ঘন-কুহুধ্বনি ভ্রমর-ঝঙ্কার
শ্যামার সুন্দর তান,
বেণু-বীণা-শ্রুত অস্ফুট কাকলী
পুলকিত করে প্রাণ।
ভুলে মর্ত্তাশোক মধুমত্ত কবি
মধু সে আস্বাদ পায়,
অতুল আনন্দে নয়ন বিস্ফারি
কবি-কুঞ্জপানে চায়।
চারিপাশে বামা কলকণ্ঠ স্বরে
মধুর কীর্ত্তন করে,
আকাশে পবনে ঘ্রাণে সুবাসিত
মধুর সঙ্গীত ঝরে।
যবে উতরিলা কবি-কুঞ্জ ধামে
শরীরে রোমাঞ্চ ধরি,
"কবি ধন্য তুমি শ্রীমধুসূদন"
ধ্বনিল কানন ভরি।

(৪)

সদা মধুময় কবিকুঞ্জ সেই
সুমিষ্ট সকলি তায়,
স্বভাবের গুণে সকলি সুন্দর
ক্ষণে রূপভেদ পায়,—
এই ইন্দ্রধনু তনু মনোহর
গগন উজ্জ্বল করে,
ঝলকে ঝলকে ক্ষণপরে এই
বিজলী সুহাস্য ধরে।
সতত সুন্দর শরতের শশী
সুনীল অম্বরে ভাসে,
সতত সুন্দর কুসুমের রাশি
তরু-কোলে কোলে হাসে।
স্বভাবের গুণে, কুসুমের নীর
ক্ষীর সম শোভা পায়,
নদী নদ বারি অমৃত সঞ্চারি,
প্রবাহ ঢালিয়া যায়;
মধুময় যত নিরখি জগতে,
সকলি সেখানে ফলে,
আতপ অনল, অশোক বাসনা,
গিরি তরু বায়ু জলে।

(৫)

লীলা সাঙ্গ করি হ'লে অবস'
অহে বঙ্গকুল-রবি,
যত দিন ভবে থাকিব বাঁচিয়'
ভাবিব তোমার ছবি;—
আকর্ণ-পূরিত সেই নেত্রদ্ব'
সুহৃৎরঞ্জন ভাণ,
মধুচক্র সহ মধুর ভাণ্ড'
সবল কোমল প্রাণ;

আনন্দ-লহরী ভাষার নির্ঝর
শোভিত আশার ফুলে,
উৎসাহ-ভাসিত বদন-মণ্ডল
পঙ্কজ-বান্ধব কুলে ;
বীর অবয়ব, বীরভাষা-প্রিয়,
গউড়-সন্ততি-সার,
প্রিয়ংবদা সখা প্রণয়ের তরু
কামিনী-কণ্ঠের হার ;
সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ,
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি ;
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার
শ্রীমধুসূদন কবি।

(৬)

গেলে চলি মধু কাঁদায়ে অকালে
পাইয়া বহুল ক্লেশ,
ক্ষিপ্তগ্রহপ্রায় ধরাতে আসিয়া
জ্বলিয়া হইলা শেষ ;
ছিলে উদাসীন, গেলে উদাসীন,
জয়মাল্য শিরে পরি,
অনাথ দুটিরে কার কাছে বল
গেলে সমর্পণ করি ;
ভেবেছিলা জানি তুমি গত যবে
গউড়-বাসীরা সবে,
অনাথপালক, তোমার বালক
অঙ্কেতে তুলিয়া লবে ;
হবে কি সে দিন এ গৌড়-মাঝে
পূরিবে তোমার আশা ?
বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাণ্ডারে,
উজ্জ্বল করিয়া ভাষা !
হায় মা ভারতী চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে।
যে জন সেবিবে ও পদযুগল
সেই সে দরিদ্র হবে।

বিদ্যাসাগর।

(রচয়িতা কর্তৃক পরিবর্ত্তিত

(১)

ফুরাল বঙ্গের লীলা-মাহাত্ম্য সকলি—
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী।
হারালে মা বঙ্গভূমি, পুত্ররত্নে আজ,
বিশীর্ণ বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ!
কি মহা পরাণ ল'য়ে জন্মেছিল ধীর,
কিবা বিদ্যা—বুদ্ধি-প্রভা—করুণা গভীর।
বিদ্যার সাগর খ্যাতি—আরো মনোহর
বিশাল উদারচিত্ত দয়ার সাগর।—
তেমন সন্তান মা গো কে আর তোমার ?

(২)

কাঁদিছে হের গো তাঁরে করিয়া স্মরণ,
দরিদ্র কাঙ্গাল দুঃখী কত শত জন ;—
কেবা অন্ন দিবে আর—কে ঘুচাবে দুখ,
দরিদ্র দুঃখীরে হেরে কে চাহিবে মুখ!
কত রাজা রাণী আছে এ রাজ্য-ভিতর,
কাঙ্গালে করিবে আর কেবা সে আদর।
মানব-দেহেতে সেই দয়া মূর্ত্তিমান্,
সার্থক তাঁহারই জন্ম যশঃ কীর্ত্তিমান্—
প্রাতে নিত্য স্মরণীয় যাঁর গুণগান!

(৩)

আপনার বেশ-ভূষা সামান্য আকার,
দেখিলে পরের দুঃখ নেত্রে জলধার!
সমাজ-পীড়িত জনে করিতে মোচন
জীবন উৎসর্গ নিজ করিল যে জন,
সমাজ-পীড়িত জনে করিতে উদ্ধার ;
আপনি সহিলা নিন্দা কত তিরস্কার ;
ঋণে বদ্ধ অবশেষে তবু দৃঢ় পণ,
সঙ্কল্প-সাধন কিংবা শরীর-পতন—
এ হেন সুপুরুষ-সিংহ জন্মে মা ক'জন ?

(৪)

অদ্বিতীয় বাঙ্গালা-ভাষার শিক্ষা-গুরু—
বর্ণমালা হ'তে বঙ্গ-সাহিত্যের তরু
স্বহস্ত-অর্জ্জিত যাঁর, যাঁর প্রতিভায়
উজ্জ্বল বাঙ্গালা ভাষা প্রখর প্রভায়!
বালক বৃদ্ধের মুখে নাম ঘরে ঘরে,
জীবন্ত সুচির কীর্ত্তি রবে যার পরে।

উপাধি উল্লেখ যার নাম পরিচয়,
ধন্য বঙ্গমাতা গর্ভে ধর এ তনয়!—
করচিহ্ন কার এত কালবক্ষোময়?

(৫)

স্বাধীন স্বতন্ত্র চিত্ত কাহার তেমন?
দর্প নির্ভীকতা বীর্য্য—যে কিছু লক্ষণ
তেজীয়ান্ পুরুষের সবই ছিল তাঁয়।
তৃণজ্ঞান পদমান অবজ্ঞা যেথায়—
শ্বেতাঙ্গ-প্রসাদ(ও) গর্ব্বে ঠেলিত হেলায়!
হেন পুত্র হায় মাতঃ, হারালে কোথায়?
হারালে কোথায় পুত্র হেন পুণ্যতম,
আত্মা যাঁর সত্য আর সাধুতা-আশ্রম—
হৃদয় যাঁহার দয়া—সাগরের সম।

(৬)

প্রচণ্ড উত্তাপ-দগ্ধ ভারত-গগন
সকলি অসাড় স্তব্ধ নিস্পন্দ যেমন,
দুর্জ্জয় কলির দর্পে— ধন উপার্জ্জন।
আর পদ-অন্বেষণ, শুধুই এখন
কার্য্য ভু-ভারতমাঝে—তবুও যে আজ
তাহার ভিতরে দীপ্ত করিছে সমাজ,
মহাপ্রাণ—তুই এক—বিদ্যুৎ যেমন
চকিতে চমকি দিক্ করায় দর্শন,—
হে বিধাতঃ সে কি ওহে ভাবী সুলক্ষণ?

(৭)

এ হেন অদিনে জন্মি অতি দুঃখিকুলে,
আপনার কীর্ত্তিধ্বজা নিজ হস্তে তুলে,
পবিত্র করিয়া তায় জগৎ-পূজায়,
স্থাপিলে শিখর-পরে সমাজ-চূড়ায়,
অসামান্য দ্বিজবর!—তব দেব-দেহ
মরণেও বঙ্গবাসী ভুলিবে না কেহ।
অমর তোমার সেই খর্ব্ব দেহ-ঠাট,
সেই দয়াপূর্ণ নেত্র—বিশাল ললাট!
বঙ্গের হৃদয়ে নিত্য করুণার পট!
দরিদ্র-সন্তান হ'য়ে জিনিলে সম্রাট্।

কোন একটি পাখীর প্রতি।

(১)

ডাক্ রে আবার পাখী ডাক্ রে মধুর।
শুনিয়ে জুড়াক প্রাণ, তোর সুললিত গান,
অমৃতের ধারা সম পড়িছে প্রচুর।
আবার ডাক রে পাখী ডাক্ রে মধুর।
বলিয়ে বদন তুলে, বসিয়ে রসাল-মূলে
দেখিনু উপরে চেয়ে আশায় আতুর!
ডাক্ রে আবার ডাক্ সুমধুর সুর।

(২)

কোথায় লুকায়েছিলি নিবিড় পাতায়,
চকিত চঞ্চল আঁখি না পাই দেখিতে পাখী,
আবার শুনিতে পাই সঙ্গীত শুনায়।
মনের আনন্দে ব'সে তরুর শাখায়।
কে তোরে শিখালে বল এ সঙ্গীত নিরমল?
আমার মনের কথা জানিলি কোথায়?
ডাক্ রে আবার ডাক্ পরাণ জুড়ায়!

(৩)

অমনি কোমল স্বরে সেও রে ডাকিত,
কখন আদর ক'রে কভু অভিমানভরে,
অমনি ঝঙ্কার ক'রে লুকায়ে থাকিত,
কি জানিবি পাখী তুই কত সে জানিত!
নব অনুরাগে যবে ডাকিত প্রাণবল্লভে
কেড়ে নিত মন প্রাণ পাগল করিত;
কি জানিবি পাখী তুই কত সে জানিত!

(৪)

ধিক্ মোরে, ভাবি তারে আবার এখন!
ভুলিয়ে সে নব রাগ ভুলে গিয়ে প্রেমরাগ,
আমারে ফকীর ক'রে আছে সে যখন,
ধিক্ মোরে ভাবি তায়ে আবার এখন!
ভুলিব ভুলিব করি তবু কি ভুলিতে পারি
না জানি নারীর প্রেম মধুর কেমন;
তবে কেন সে আমারে ভাবে না এখন?

(৫)

ডাক্ রে বিহগ তুই ডাক্ রে চতুর,
ত্যজে শুধু সেই নাম, পূরা তোর মনস্কাম
শিখেছিস্ আর যত বোল সুমধুর,
ডাক্ রে আবার ডাক্ মনোহর সুর!
না শুনে আমার কথা, ত্যজে কুসুমিত লতা
উড়িল গগন-পথে বিহগ চতুর;
কে আর শুনাবে মোরে সে নাম মধুর?

প্রিয়তমার প্রতি।

(১)

প্রেয়সি রে, অধীনেরে জনমে কি ত্যজিলে ?
কত আশা ভালবাসা সকলি কি ভুলিলে ?
অই দেখ নবঘন, গগনে আসিয়ে পুনঃ
মৃদু মৃদু গরজন গুরু গুরু ডাকিছে,
দেখ পুনঃ চাঁদ আঁকা, ময়ূর খুলিয়ে পাখা,
কদম্বের ডালে ডালে কুতূহলে নাচিছে।
পুনঃ সেই ধরাতল, পেয়ে জল সুশীতল,
স্নেহ ক'রে তৃণদল বুকে ক'রে রাখিছে,
হের প্রিয়ে পুনরায়, পেয়ে প্রিয় বরষায়,
যমুনা-জাহ্নবী-কায়া উথলিয়া উঠিছে।
চাতক তাপিত-প্রাণ, পুলকে করিয়া গান,
দেখ রে জলদ-কাছে পুনরায় ছুটিছে।
প্রেয়সি রে সুখোদয়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডময়
কেবলি মনের দুঃখে এ পরাণ কাঁদিছে।

(২)

অই পুনঃ জলধরে বারিধারা ঝরিল।
লতায় কুসুমদলে, পাতায় সরসী-জলে,
নবীন তৃণের কোলে নেচে নেচে পড়িল।
শ্যামল সুন্দর ধরা, শোভা দিল মনোহরা,
শীতল সৌরভ-ভরা বাসে বায়ু ভরিল।
মরাল আনন্দ-মনে, ছুটিল কমল-বনে,
চঞ্চল মৃণাল দল ধীরে ধীরে দুলিল,
বক হংস জলচর, ধৌত করি কলেবর
কেলি-হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল।
দামিনী মেঘের কোলে বিলাসে বদন খোলে
ঝলকে ঝলকে রূপ আলো ক'রে উঠিল।
এ শোভা দেখাব কারে, দেখায়ে সন্তোষ যারে,
হায় সেই প্রিয়তমা অভাগারে ত্যজিল।

(৩)

ত্যজিবে কি প্রাণসখি ত্যজিতে কি পারিবে ?
কেমনে সে স্নেহলতা এ জনমে ছিঁড়িবে ?
সে যে স্নেহ সুধাময় ঘেরিয়াছে সমুদয়
প্রকৃতি পরাণ-মন কিসে তাহা ভুলিবে ?
আবার শরৎ এলে, তেমতি কিরণ ঢেলে,
হিমাংশু গগনে কি রে আর নাহি উঠিবে ?
বসন্তের আগমনে, সেরূপ সন্ধ্যার সনে,
আর কি দক্ষিণ হ'তে বায়ু নাহি বহিবে ?
আর কি রজনীভাগে, সেইরূপ অনুরাগে
কামিনী রজনীগন্ধা বেল নাহি ফুটিবে ?
প্রাণেশ্বরি! পুনর্ব্বার, নিশীথে নিস্তব্ধ আর
ধরাতল সেইরূপে নাহি কি রে থাকিবে ?
জীবজন্তু কেহ কবে কখন কি কোন রবে,
ভুলে অভাগার নাম কণ্ঠেতে না আনিবে ?
প্রেয়সি রে সুধাময় স্নেহ ভুলিবার নয়,
কাঁদালি কাঁদালি শুধু পরিণামে জানিবে।

(৪)

অই দেখ প্রিয়তমে বারিধারা ঝরিল।
শরতে সুন্দর মহী সুধা মাখি বসিল।
হরিৎ শস্যের কোলে দেখ রে মঞ্জরী দোলে
তনুচ্ছটা তাহে কিবা শোভা দিয়ে পড়েছে।
বহিলে মৃদুল বায়, ঢালিয়া ঢালিয়া তায়,
তটিনী তরঙ্গ-লীলা অবনীতে খেলিছে।
গোঠে গাভী বৃষ সনে, চরিছে আনন্দ-মনে
হরষিত তরুলতা ফলে ফুলে সেজেছে;
সরোবরে সরোরুহ, কুমুদ কহ্লার সহ
শরতে সুন্দর হ'য়ে শোভা দিয়ে ফুটেছে।
আচম্বিতে দরশন, ঘন ঘন গরজন,
উড়িয়ে অম্বরে মেঘ ডেকে ডেকে চলেছে।
প্রেয়সি রে মনোহরা এমন সুখের ধরা,
বিহনে তোমার আজি অন্ধকার হয়েছে।

(৫)

আহা কি সুন্দর বেশ সন্ধ্যা অই আইল।
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি ভানুর কিরণ তুলি
পশ্চিম-গগনে আসি ধীরে ধীরে ছাইল।
অস্তগিরি আলো করি, বিচিত্র বরণ ধরি
বিমল আকাশে ছটা উথলিয়া পড়িল!
গোধূলি-কিরণ-মাখা গৃহচূড়া তরুশাখা
প্রেয়সি রে মনোহর মাধুরীতে পূরিল।
কাদম্বিনী ধীরি ধীরি হয়, গজ, তরু, গিরি
আঁকিয়ে সুন্দর করি ছড়াইতে লাগিল।
দেখ প্রিয়ে সূর্য্য-আভা গঙ্গাজলে কিবা শোভা
সুবর্ণের পাতা যেন ছড়াইয়া পড়িল।
কৃষক মঞ্চের পরে, উঠিল আনন্দ-ভরে,
চঞ্চুপুটে শস্য ধ'রে নভশ্চর ফিরিল।
এ সুখ-সন্ধ্যায় প্রিয়ে, সাধে জলাঞ্জলি দিয়ে,
শূন্য-মনে নিরাসনে এ অভাগা রহিল।

(৬)

আজি এ পূর্ণিমা-নিশি প্রিয়ে কারে দেখাবে,
কার সনে প্রিয়ভাষে দেহমন জুড়াবে ?
এখনি যে সুধাকর, পূর্ণবিম্ব মনোহর,
পূর্ব্বদিকে পরকাশি সুধারাশি ছড়াবে !
এখনি যে নীলাম্বরে, শ্বেতবর্ণ থরে থরে,
আসিয়া মেঘের মালা সুধাকরে সাজাবে !
তরু গিরি মহীতল, শিশির আকাশ জল
চাঁদের কৌমুদীমাখা কারে আজি দেখাবে,
প্রেয়সি অঙ্গুলি তুলি কুসুম-কলিকাগুলি,
শিশিরে ফুটিছে দেখ কারে আজি সুধাবে—
"অই দেখ চক্রবাক, ডাকে অমঙ্গল ডাক"
ব'লে সুধাইবে কারে কে বাসনা পূরাবে ?
তনু মন সমর্পণ, করেছিল যেই জন,
তারে কাঁদাইলে, হায়, প্রণয় কি জুড়াবে ?

কুহুস্বর।

অই কুহরিল পিক ললিত উচ্ছ্বাসে।
হিমঋতু অবসান, আকুল পাখীর প্রাণ
হৃদয়ের বেগ তার হৃদি-তটে রয় না।—
হায় বঙ্গ-হৃদি কেন অইরূপে বয় না ?

কি কুহু ডাকিল পাখী বলিতে না পারি !
প্রকৃতি কুন্তল মাজি, নব কিশলয়ে সাজি,
হাসির তরঙ্গ তোলে, অধরেতে ধরে না !—
অমনি হাসিতে বঙ্গবাসী কেন হাসে না ?

শুনিতে সে মধুময় কোকিল-কাকলী,
অচেতন মলয়-বায় সেও রে ছুটিল হায় !
ছুটিল কুসুম-রেণু, সেও ধৈর্য্য মানে না।
অমনি আবেগ-স্রোত বঙ্গে কেন ছোটে না ?

তুমিও কি সরোবর অই কুহুস্বরে
চলেছ লহরী তুলে, মুঞ্জরিত তরুমূলে,
উতলা প্রাণের কথা জানাতে তাহায় ?—
বঙ্গের নাহি কি আশা জানাতে কাহায় ?—

কল কল কল স্বরে তুমি, প্রবাহিণি,
ছুটেছ সাগর-পাশে, মাতিয়া কি অই ভাষে,
বলো না লো কি আশ্বাসে ? বলো সে কাহিনী,
শুনায়ে অচল বঙ্গে কর চিরঋণী।

জড়ে চেতনের ভাষা বুঝিয়া চেতিল—
কি বলিছে কুহুস্বরে কে বুঝায়ে দিবে মোরে,
ধরণী চঞ্চল করে কি কথা এমন ?—
বনের পাখীর স্বরে চকিত ভুবন

নাহি কি এ বঙ্গে হেন কোন প্রা[illegible]
সঞ্চারি আশায় লতা, শুনায় অম[illegible]
অমনি নিগূঢ়ভাবে ?—নাহি কি [illegible]
হৃদয়-ক্ষেপানো কথা কাহার(ও) [illegible]

হাসি কান্না কি উল্লাস নাহি কি [illegible]
কাহার (ও) হৃদয়মাঝে, অমনি ধ্বনিতে বা[illegible]
বঙ্গের অন্তর ভেদি উচ্ছ্বাস তুলিয়া ?
হাসে, কাঁদে, ভাসে বঙ্গ উৎসাহে ডুবিয়

কে আছে হে কবিকুলে গভীর-হৃদয় [illegible]
গাও একবার শুনি, জীবন সার্থক [illegible]
অমনি মধুর স্বরে গভীর উচ্ছ্বাস,
ঘুচায়ে এ গউড়ের প্রাণের হুতাশ !

উচ্চতানে বঙ্গপ্রাণে মিশাইয়া প্রাণ,
প্রাচীন যুবক জনে, লও হে আশার বা[illegible]
উন্মত্ত করিয়া গানে কুহক দেখাও ;—
প্রভাতের জ্যোতি বঙ্গ-নিশিতে মিশাও।

বধির বঙ্গের শ্রুতি শুনাও বিদারি,—
পরস্পরে রাখি ভর পাষাণে পাষাণ [illegible]
কিরূপে "মিশর-স্তম্ভ" মিলনের জোরে
বিরাজে অনন্ত-কোলে বিনা অস্ত্র ডোরে

ভূধর করিছে চূর্ণ সিন্ধুর সলিল !
বল হে কিসের বলে, সে সলিল [illegible] চলে,
দিন দিন পলে পলে—না হয় শিথিল !
জলে জলকণা বাঁধে কি গভীর মিল !

কার হৃদে বঙ্গে হেন তরঙ্গ খেলায় ?
দেখাও হৃদয় খুলে, গউড় যাউক [illegible]লে,
সে তরঙ্গ-স্রোত মিলে ভাসুক তেমনি[illegible]
শুনে ও কোকিলধ্বনি প্রকৃতি যেমনি[illegible]

না যদি ভাসাতে পার উৎসাহে [illegible]
হাসাও হে বঙ্গে তবে, নিগূঢ় [illegible]
বঙ্গ-হৃদয়ের শিলা করি উন্মোচন !—
হাসিলে পাসরে ব্যথা গোলামের [illegible]

যে রসে হাসাতে পার হাসাও উচ্চেতে ;
যেন সে হাসিব সনে, হাসে সব ফুল্লাননে
হাসে যথা কুহুস্বরে মগী পাগলিনী—
কে জানো হে বঙ্গ-কবি, গাও সে কাহিনী।

যে হাসি-মধুতে নাই বাসির আঘ্রাণ,
সৌরভে পরাণ ভরি, ছোটে জীবনের তরী
যে হাসি-তরঙ্গে ভাসি কালের পাথারে।—
ভাসিত যে হাসি "রোম" "হরেসেয়" তারে।

যে হাসিতে প্রভাকর উজলি গগন,
প্রাবৃটের কাল ঘন করে প্রিয়দরশন
করে চারু গুল্ম তরু গহ্বর কানন—
তেমতি হাসিতে ফুল্ল কর বঙ্গ-জন।

না যদি হাসাতে পার সে গভীর বেগে,
গাহিয়া করুণ রবে, পরাণে কাঁদাও সবে
বঙ্গবালার বৃদ্ধ যুবা শিখুক কাঁদিতে—
হৃদি ভ'রে জীবনের উচ্ছ্বাস তুলিতে।

ভেবো না হে বঙ্গনারি নিবারি তোমায়
পাতিতে সে চারুফাঁদ—নেত্র-কোণে অর্দ্ধ-ছাঁদ
অন্য অর্দ্ধ ওষ্ঠাধরে মধুর মেলানি !
সে হাসির অমিয়তা ভেবো না না জানি।

ভেবো না তরুণ যুবা কিবা হে প্রাচীন,
নিবারি তোমায় তাহা নিত্য তুমি হাস যাহা
সে হাসি হাসিয়া তব পরাণ জুড়াও,
যুবতী প্রবীণা কিবা কিশোরে ভুলাও।

ভেব না জানি না আমি কিবা সে মধুর
শিশু, অধরতলে হাসিব অমিয়া ছলে
ঢালে যাহা ধরাতলে জীবন জীয়াতে !
ঢেলেছি সে সুধারাশি তাপিত হিয়াতে।

ভেবো না জানি না বঙ্গ কাঁদে নিরন্তর।
আপন আপন তরে ক্ষুদ্র শোক-তাপভরে
ঘরে ঘরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কত নীর-হার !
বঙ্গেতে আছে হে জানি শোকের সঞ্চার।

না চাহি সে কান্না হাসি সে উৎসব-রোলে,
মাদকতা নাহি তার বসুধায় না ঢলায়
হৃদয়-পাথার তার উথলিত হয় না !
দেবথাতে বিনা গ্রীষ্মে স্নিগ্ধ নীর বয় না।

অসার নিঃস্রোত এই বঙ্গের হৃদয় !
হাসিতে কাঁদিতে প্রাণে গভীরতা নাহি জানে
না জানে উৎসাহবাণে প্রাণের প্রলয়।
জগৎ-ভাসানো বেগ বঙ্গেতে কোথায় ?

বহে যদি সে তরঙ্গ কাহারও হৃদয়ে,
গাও হে তবে সে গীত শুনায়ে কর জীবিত,
নিঃস্রোত বঙ্গের হৃদি স্রোতেতে ডুবাও—
রহস্য রোদন কিংবা উৎসাহে ভাসাও।

এস ভ্রাতঃ কবিকুলে আছ কোন্ জন !
শুন হে গম্ভীর স্বর কি ঝরিছে মনোহর
কোকিলের কুহুরবে !—অমনি কীর্ত্তন
না শিখিবে যত দিন ছেড়ো না বাদন।

হে কামিনীকুল, মৃত বঙ্গের পীযূষ !
কর পণ শিখাবারে পতি-পুত্র তনয়ারে
সফল করিতে এই কবির স্বপন—
রেখো মনে দ্রৌপদীর বেণী-বাঁধা পণ।

তুলো না ও কুহুস্বর ভুলো না আমায় !
হৃদয়ে গাঁথিয়া মালা দিলাম বৈশাখী ডালা
বাসি ব'লে অনাঘ্রাত ফেলো না ইহায়।—
হায় রে নবীন দাম বঙ্গেতে কোথায় !

হে বঙ্গদর্শন-প্রিয় ভামিনী যতেক !
কারে সম্বোধিব আর লইতে এ উপহার
বাঁকা চাঁদ আঁকা যার হৃদয়-রাকায়
সমর্পিব তারই করে স্মরিয়া সবায়—
ভুলো না ও কুহুস্বর—ভুলো না আমায় !

কমল-বিলাসী।

আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর
মধুর স্বপন-লহরী !
নবীন প্রদেশে নবীন গগন,
মধুর মধুর শীতল পবন,
সরসে সরসে নীরদ-বরণ,
সলিল ভ্রমিছে বিহরি।

কত সরোজিনী সরোবরপরে,
পরিমলময় সদা নৃত্য করে,
ফুটে ফুটে জলে শত থরে থরে,
অপূর্ব্ব সুবাস বিতরি।

সরোবর-তীরে ঘ্রাণেতে বিহ্বল,
ভ্রমে কত প্রাণী হেরে সে কমল,
পরাণ শরীর সুবাসে শীতল
বাজায়ে বাজায়ে বাঁশরী।

ভ্রমে কত সুখে কত সে আনন্দ,
যেন মাতোয়ারা লভিয়া সুগন্ধ,
সরোবরে পশি পিয়ে মকরন্দ—
চিন্তা শোক তাপ পাসরি।

ভাঙ্গে পদ্মকলি ভাঙ্গে পদ্মনাল,
ঢালে পদ্মমধু পূর্ণ করি গাল;
ভখয়ে সুরস নবীন মৃণাল
কতই যতনে আহরি।

আনন্দে বিঘোর মধুমত্ত মন
ত্যজে বারি পুনঃ উঠে কতক্ষণ
তীরে বসি ধীরে সেবে সমীরণ—
হৃদয়ে সুখের লহরী।

পুনঃ গিয়া জলে তোলে পদ্মদল,
কোরক বিকচ নলিনী অমল;
মকরন্দ ল'য়ে ঢালে অবিরল
পূরিয়া পূরিয়া গাগরী।

পুনঃ উঠে তীরে মৃদু মন্দ বায়,
ধীরে ধীরে সব তরুতলে যায়
নিকুঞ্জ ছাড়িয়ে তখন সেথায়
প্রবেশে কতই সুন্দরী।

মধুমাখা হাসি বদনে বিকাশ,
পদ্মমধু বাসে পরাণ উল্লাস,
পদ্মমধু পিয়ে মিটায়ে পিয়াস—
কুবলয়ে বান্ধে কবরী।

বিছায়ে কোমল কমল-পাতায়,
সুশীতল শয্যা ভূতলে সাজায়,
চারু মনোহর উপধান তায়
গ্রথিত নলিনী-মঞ্জরী।

তরুতলে তলে হেন মনোহর
কমলের শয্যা কোমল সুন্দর;
দুগ্ধফেননিভ সুচারু অম্বর
যেন রে মেদিনী-পরি।

এরূপে পাতিয়া কুসুম-শয়ন,
হাসিয়া হাসিয়া বিলাসিনীগণ,
হৃদয়বল্লভ পারশে তখন
ছড়ায় বিলাস-লহরী।

কেহ বা খুলিয়া গ্রীবার ভূষণ,
হেমময় মালা জড়িত রতন,
পরায়ে প্রিয়েরে করিয়া যতন,
খেলায় নয়ন-শফরী।

অলকার চুল কেহ বা খুলিয়া
জড়ায়ে জড়ায়ে বিননি গাঁথিয়া,
বঁধুরে বাঁধয়ে সোহাগে গলিয়া,
অধরে হাসির মাধুরী;

কেহ বা আপন নয়ন-অঞ্জন
তুলিয়া বিলাসে করে বিলেপন
প্রিয়-আঁখিপরে—সলজ্জ বদন,
চঞ্চল বসনে সংবরি;

কোন বা ললনা ছলিয়া চাতরে,
রাঙ্গা পদ তুলি প্রিয়হৃদিপরে,
অলক্তলাঞ্ছনে দেহে চিহ্ন করে,
জানাতে প্রেমের চাকরী!

এরূপে বসিয়া যতেক ললনা
হাব ভাব হাসি প্রকাশে ছলনা,
কেহ বা শিয়রে কোন বা অঙ্গনা,
চরণ-পারশে প্রহরী।

বসিয়া এ ভাবে যতেক সুন্দরী
মধুর ললিত মধুর বাঁশরী
সুরেতে বাঁধিয়া আলাপ আ[illegible]
পূরিছে পল্ল[illegible]রী।

সে সুরতরঙ্গ মিলিয়া তখন
উঠিল সঙ্গীত পূরিয়া কানন-
শ্যামা কলকণ্ঠ শারী অগণন
"বউ কথা কও"[illegible]

উঠিল ডাকিয়া পূরি চারিদিক
জগৎ সংসার করিল অলীক,
বেণু-বীণা-রব হ'তে সমধিক
মধুর গীতের [illegible]

বাঁশীতে বাজিছে—"কিবা সে সংসার"
কোকিলা ভাষিছে—"সে সব মিছার"
"শ্রম আশা ভ্রম—সকলি অসার"
প্রতিধ্বনি উঠে কুহরি ;—

"কি হবে জীবনে প্রেমের আমোদে,
পরাণ যদি না মাতে ।
রসের বাগান— সখের মেদিনী—
নারীফুল ফুটে তাতে !

যে জন মথিবে এ সুখ-জলধি
সেই সে পীযূষ পায়,
সখের বাগান— সুখের মেদিনী
রসের বেসাতি তায় ।

"হায় সে পীযূষ ! কিবা তার সম
ভাব রে ভাবুক মনে !
হায়, ধন, মান, যশ—প্রাণের নিগড়,
কণ্টক আশার বনে ।

এ যে সুখের ধরণী ! ভাবনা হতাশ
ইহাতে নাহিক সাজে,
হেথা প্রাণের সারঙ্গ, প্রমোদে মাজিলে
তবে সে আনন্দে বাজে ।

শুধু রসিক যে জন রসের ধরার
সেই সে হরষ পায়,
ডুবে নারীসুধাকূপে, লভে প্রেমসুধা,
দ্বিজ এই গীত গায় ।"

বিহগ, বিটপী, বাঁশরী, বীণাতে,
এই গীত শুধু বরিষে প্রপাতে ;
প্রকৃতি বা যেন মাতিল তাহাতে
বিন্যাসি বেশের চাতুরী ।

চারু কিশলয় হইল বিকাশ ;
তরুরাজি-কোলে মৃদু মৃদু শ্বাস
কুসুম-চুম্বিত মলয়-বাতাস
লতিকা উঠিল শিহরি ;

তুলিয়া কলাপ মদন-বিধুর
নাচিতে লাগিল উন্মত্ত ময়ূর ;
নবীন জলদ নিনাদি মধুর
গগন রাখিল আবরি ।

গাঢ়তর আরো বাজিল বাদন,
গাঢ়তর আরো গীত বরিষণ,
গাঢ়তর বেশ আরো সে ভুবন—
আঁধারিল যেন শর্ব্বরী ।

যত তরু ছিল পড়িল লুটিয়া,
বিটপে বিটপে লতা বিনাইয়া,
করিল মণ্ডপ, কুসুমে ডুবিয়া
ধীরে নাদে মৃদু মর্ম্মরি ।

মণ্ডপে মণ্ডপে যুগল যুগল,
সুতন্দ্রা অলসে শরীর নিচল,
পড়িল পরাণী—অসাড় সকল—
রহিল চেতনা সংবরি ।

একাকী তখন ভ্রমিনু সে দেশ ;
চারিদিকে খালি হেরি চারু বেশ
কমল-সরসী, কোমল প্রদেশ
রাজিছে ভূতল-উপরি !

পাতিয়া নলিনী যত প্রাণিগণ
সরোবরতীরে সুখে নিমগন,
কেবল নিরখি, যতই ভ্রমণ
করি সে অপূর্ব্ব নগরী ।

ষড়ঋতু ধীরে ক্রমে আসে যায়—
প্রাবৃটের কোলে নিদাঘ জুড়ায়,
প্রাবৃট আবার শরতে লুকায়,
হাসিল শারদ শর্ব্বরী ।

শিশিরের কোলে হিম-ঋতু আসে,
নিশি-অশ্রুজলে তরুদল ভাসে,
তখন(ও) উন্মত্ত অচেত বিলাসে
যতেক নাগর নাগরী ।

যত দিন ক্ষুধা জঠরে না জ্বলে
সেইভাবে তারা পড়িয়া ভূতলে
অচেতন-চিতে থাকয়ে বিহ্বলে
জগত-সংসার পাসরি ।

বসন্ত ফিরিয়া আইলে আবার,
জাগিয়া করয়ে মৃণাল আহার,
কমল-পীযূষ পিয়ে পুনর্ব্বার
গড়য়ে চেতনা সংবরি ।

কত যে আনন্দে প্রকৃতি খেলায়
ঋতুতে ঋতুতে ঘটনাচ্ছলায়।—
নাহি জানে তারা—দিবস নিশায়
স্বভাবের কত চাতুরী।

নাহি জানে কিবা ঘোরতর সুখ!
ঘোরতর যবে প্রকৃতির মুখ
ঘনঘটাজালে—পতন উন্মুখ
বিজলী বেড়ায় বিচরি।

না বুঝিতে পারে কি তেজ তখন।
গগনের কোলে যবে প্রভঞ্জন
চলে দম্ভ করি ছাড়িয়া গর্জ্জন—
নাচায়ে প্রকৃতি সুন্দরী।

তখন হৃদয়ে সে ভাব গভীর
করে আন্দোলন, অধীর শরীর,—
না জানে তাহারা, না ভাবে মহীর
কত সে ঐশ্বর্য্য-লহরী।

যে ভাব পরশে প্রাণে পুষ্প ফুটে
থাকে চিরকাল প্রাণিচিত্তপুটে
নিত্য পরিমল নিত্য যাহে উঠে
জগতে সঞ্চারি মাধুরী ;—

যে ভাব পরশে মানবের মন,
বেড়ায় জগৎ করি বিদারণ,
করে তেজোজালে পৃথিবী দাহন,
মৃত্যুর মূরতি বিস্মরি ;—

না পরশে কভু তাদের পরাণ,
জীবন কাটায় করি মধুপান,
নারীগত মান— নারীগত প্রাণ—
নারী-পায় ধরা চাকরী।

এইরূপে হেরি সে চারু অঞ্চল ;
গেল কত কাল ভ্রমেতে কেবল,
শেষে যেন প্রাণ হইল বিকল
ভাবিয়া সে ঘোর শর্ব্বরী।

ভাবিয়া হৃদয়ে উদয় ধিক্কার
নরজাতি বুঝি নাহি হেন আর?
ধূ ধূ করে শূন্যে পুরাবৃত্ত যার—
হেরে উঠে প্রাণ শিহরি।

কালচিত্রপটে যদি ফিরে চায়,
গুরুদত্ত ধন কি দেখিতে পায়?
কিবা সে সঙ্কেত আছে রে কোথায়
ভ্রমিতে সংসার-ভিখারী

পিতৃকুলগত কোন্ মহাভাগে
দিয়েছে সুমন্ত্র শুনে অনুরাগে
পুনঃ জীয়ে প্রাণ, পুনঃ ছুটে আগে
ভবিষ্য তরঙ্গে উত্তরি?

নরজাতি যত হেব ধরামাঝে
সকলেব চিহ্ন কালবক্ষে সাজে
নিরখিলে তায় হৃদি-তন্ত্রী বাজে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় পাসরি।

এ ছার জাতির কি আছে তেমন,
কালেব কপালে সঙ্কেত লিখন?
অপূর্ব্ব কিবা সে নূতন কেতন
উড়িছে ভবিষ্য-উপরি

ভাবিতে ভাবিতে কত দূর(ই) যাই
পুরী-প্রান্তভাগ নিরখিতে পাই—
তেমতি সরস কোমল সে ঠাঁই,
সজ্জিত পল্লববল্লরী।

প্রাণিগণ সেথা করিয়া বিলাস,
তেমতি আকৃতি প্রকৃতি আভাস,
সেই নিদ্রা ঘোর তরুতলে বাস,
সেইরূপে নারী প্রহরী।

সেখানে রমণী আরো সুচতুরা,
জানে কত আরো ছলা মধুরা,
সদা মনে ভয় পাছে সে বঁধুরা
ছাড়িয়া পলায় পাগরা।

কাছে কাছে আছে সোনার পিঞ্জর,
সুবর্ণ-শিকলি শতেক লহর,
যদি কেহ উঠে শুনে অন্য স্বর
বিলাস-প্রমোদ পাসরি,

তখনি তাহারে বাঁধিয়া শৃঙ্খলে,
অমনি পিঞ্জরে পূরে কত ছলে,
কত কাঁদে প্রাণ ভাসে চক্ষু জলে,
তবু নাহি ছাড়ে সুন্দরী

দেখ কাঁপে প্রাণ ভেবে সে প্রথায়,
ভাবি কেন হায় প্রবেশি কোথায়,
কিরূপে বাঁচিব করি কি উপায়,
কিরূপে ছাড়ি সে নগরী।

হেন কালে দেখি বিস্ফারি নয়ন,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ সেই প্রাণিগণ,
আমারি স্বদেশী—নহে সে স্বপন!—
খেলিছে বঙ্গের উপরি!—
আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর
অপূর্ব্ব স্বপন-লহরী!

সংসার

সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায়?
সংসার অসার এই সংসারে কিছুই নেই
সংসার বিষের তরু দুঃখফলময়!
কেহ বলে এই সার এই ছাড়া নাই আর
এই কয় অক্ষরেই জগত জুড়ায়!
সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায়?

সংসার সকলি ভুল সংসার পাপের মূল
সংসার ত্যজিলে জীব মুক্তিপদ পায়;
...নি কোন শাস্ত্রমুখে, কোন বা শাস্ত্রের বুকে,
সংসার, প্রণব লেখা সোনার পাতায়!
সংসার তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায়?

ধাতার যত লীলা, তোরই কোলে ছড়াইলা
তুই না থাকিলে সৃষ্টি জড়পিণ্ডময়।
...বিনা এ আকাশ শূন্য খালি পরকাশ
এ সূর্য্য নক্ষত্র চাঁদ প্রাণশূন্য হয়!
...সার, তোরে রে বল্ ভাবি কি প্রথায়?

...নে রে তোর ঘটা সেখানেই দেখি ছটা
এই মাঠ এই বন এই মরু-গায়!
...রে নগরতলে, তোরই সে তুফান চলে
নর-কঙ্কালের কায়া কত ভাসে তায়.
...সার, তোরে রে বল্ ভাবি কি প্রথায়?

তোরই ষড় রস-জলে ধরণী ভাসিয়া চলে
তোরই ফলে ফলময় আকাশ ভূতল।
তুই রে মোহন বাঁশী তুই রে প্রকৃতি-হাসি
তুই রে একাই এই জীবন-সম্বল!
কি ভাবে সংসার তোরে সুধাই রে বল?

তুই নরকের পথ তুই পুনঃ স্বর্গপথ
ইহ-পরলোকে তুই নিত্যের স্বরূপ,
সদসৎ যত আর তড়িচ্ছটা কল্পনার,
তুই রে সুধার হ্রদ তুই বিষকূপ।
সংসার, তোরে রে আমি ভাবিব কিরূপ?

ত্যজিয়ে সংসার তোরে কি নিয়ে এ ভবঘোরে
হাসিবে কাঁদিবে প্রাণী হেরিবে কি আর?
হাসি কান্না নাহি যায় কি লাভ হেরিয়ে তায়
সংসার বিহনে ব্রহ্মরূপই নিরাকার!
জীব-জগতের চক্ষু তুই রে সংসার।

আমারে চরণতলে মথিস যতই বলে
যতই গরল তুই করিস্ উদ্গার,
সংসার, তোরই ও মুখে চাহিয়া থাকিব সুখে
তোমা ছাড়ি এ জগতে কি দেখিব আর?
তুই এ ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে সত্যের সাকার।

সংসার তোরই ও মুখে, হেরিব আবার সুখে
হেরিব যেরূপ ভাবি আশাপথ চাই।
"আমি যার সে আমার" এই বাক্য যবে সার
হবে এই ভবতলে সবার সবাই।
সংসার হোতেই আমি ব্রহ্মরূপ পাই।

ইন্দ্রের সুধাপান

(১)

এক দিন দেবদেব পুরন্দর
বামে শচীসতী নন্দন-ভিতর
বলিল গন্ধর্ব্বসখারে ডাকি;—
যাও চিত্ররথ, সুধাভাণ্ড ভরি
আন ত্বরা করি পীযূষ-লহরী
আনহ বাদিত্রবাদকে ডাকি;
আনি বাদিত্র সুধাতরঙ্গে
যত দেবগণ বসিল রঙ্গে
অমর মাতিল সুরেশ সঙ্গে।

(২)

সুবর্ণ-মঞ্চেতে সুর আখণ্ডল
চারিদিকে যত অমরের দল
বিজলীর মত করে ঝলমল
শোভে পারিজাত-হার গ্রীবাতে,
বামে দৈত্যবালা রূপে করে আলো,
কোথা সে চঞ্চল তড়িৎ উজ্জল ?
কোথা বা উমার রূপ নিরমল ?
পলকে পারে জগতে ভুলাতে।
আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর,
যার কোলে হেন নারী মনোহর,
কত সুখ তার হয় রে।
বীর বিনা আহা রমণী-রতন
বীর বই আর রমণী-রতন
কারে আর শোভা পায় রে ?

(চিতেন)

আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর
গায়িল যতেক কিন্নরী কিন্নর
কত সুখ তার হয় রে।
বীর বিনা আহা রমণী-রতন
বীর বই আর রমণী রতন
বীর বিনা আর রমণী-রতন
কারে আর শোভা পায় রে ?

(৩)

এলো চিত্ররথ মনোরথ গতি
স্বর্ণপাত্রে সুধা, সঙ্গে বিদ্যারথী
উঠিল সু-রব "জয় শচীপতি"
অমরমণ্ডলী মাঝেতে,
দেব পুরন্দর দেবদল সহ
সুধা সোমরস পিয়ে মুহুমুহ,
গন্ধে আমোদিত মারুত-প্রবাহ
গগন কাঁপিল বেগেতে -
বায়ু মাতোয়ারা রবি শশী তারা,
অরুণ বরুণ দিক্‌পাল যারা
সবে মাতোয়ারা সুধাপানেতে।
হলো ভয়ঙ্কর কাঁপে চরাচর,
আকাশ পাতাল মহী মহীধর,
জলধি হুঙ্কারে বেগেতে।

(চিতেন)

বায়ু মাতোয়ারা রবি শশী তারা,
অরুণ বরুণ দিক্‌পাল যারা
সবে মাতোয়ারা সুধাপানেতে।

(৪)

বসিয়ে উন্নত আসন-উপরে
গুণী বিশ্বাবসু বীণা নিল করে
মেঘের গরজে গভীর ঝঙ্কারে
মোহিত করিল অমরগণে।
দেবাসুর-রণ গায়িতে লাগিল,
কিরূপে অসুরে অমরে নাশিল,
কিরূপে বাসব দেবরাজ হলো,
শুনাইল বীণা বাজায়ে বনে।
"পুলোম-দুহিতা তোমারি গৃহীত
অহে দেবরাজ তুমিই দেবতা,
রণে পরাজয় করি বাহুবলে
এ অমরপুরী নিলে করতলে,
সমুদ্র মথিয়া অমৃত লভিলে-
অহে দেব তব অসাধ্য [illegible]তা!"
হলো প্রতিধ্বনি—"পুলোম-[illegible]হিতা,
অহে দেবরাজ তোমারি গৃহী[illegible]
ঘন ঘন ঘোর সুগভীর স্বরে
কাননে, বিপিনে, নদী, সরোবরে,
উঠিল নিনাদি যতেক দেবতা।
ভাবে গদগদ মুদিয়া নয়ন,
উঠিয়া গরজি গরজি সঘন
ছাড়িল হুঙ্কার দনুজঘাতা।

(চিতেন)

হলো প্রতিধ্বনি, "পুলোম-দুহিতা,
অহে দেবরাজ তোমারি গৃহীতা"
ঘন ঘন ঘোর সুগভীর স্বরে
কাননে, বিপিনে, নদী, সরো[illegible]
উঠিল নিনাদি যতেক [illegible]

(৫)

অতি সুললিত মৃদু মধুস্বরে,
আবার গায়ক বীণা নিল ক[illegible]
সাজাইল সুরল[illegible]।
দেখ দেখ চেয়ে নাগরের বেশে,
চোখ ঢুলু ঢুলু আসে হেসে হেসে,

আড়ে আড়ে কথা, নাহি অভিমান,
সদা আশুতোষ খুলে দেয় প্রাণ,
ওরে সুধা তোর নাই তুলনা।
সদা সেবে যারা সোমরস সুধা,
ক্ষোভ, লোভ, শোক, থাকে নাক ক্ষুধা,
রণজয়ী যেই সুধাপায়ী সেই,
শূর বিনে সুধাস্বাদ জানে না!

(চিতেন)

"সুধার প্রেমেতে বাজ্ রে বীণা,
বল্ সুধা বই ধন চাহি না,
অমন মধুর নাই পিপাসা!
সুধা কিবা ধন সুধা সে কেমন,
সাধক বিনে কি জানিবে চাষা?"

(৬)

দৈত্য-অরিদল দম্ভে কোলাহল,
করে আস্ফালন করি কত বল,
মত্ত মধুপানে দিতিসুতগণে,
কিরূপে কোথায় করেছে হত!
তখন আবার বীণা-বাদ্যকর
বীণা নিল করে, সকরুণ স্বর,
অমর-দর্প করিল চূর,
আরক্ত লোচন ঘন গরজন,
ক্রমে ক্রমে সব হ'লো অদর্শন,
স্তব্ধ হইল অমরপুর!
সকরুণ স্বরে বীণা করে ধ'রে
গাইল, "যখন প্রলয় হবে,
যখন ঈশান হর হর বোলে
বাজাবে বিষাণ ঘন ঘোর রোলে,
জলে জলময় হবে ত্রিভুবন,
না রবে তপন-শশীর কিরণ,
জগত-মণ্ডল কারণ-বারিতে,
ছিঁড়িয়া পড়িবে ত্রিলোক সহিতে,
তখন কোথা এ বিভব রবে?
এই সুরপুরী এ সব সুন্দরী,
এ বিপুল ভোগ কোথায় যাবে!"
অতি ক্ষুণ্ণ-মন যত দেবগণ,
ঘন ঘন শ্বাস করে বিসর্জ্জন,
ভাবিয়ে অধীর প্রলয় যবে,
এই সুরপুরী এ সব সুন্দরী,
এ বিপুল ভোগ কোথায় রবে!

(চিতেন)

এ বিপুল ভোগ কোথায় রবে,
বলিয়া কিন্নর গাইল সবে,
জগত-মণ্ডল কারণ-বারিতে
ছিঁড়িয়া পড়িবে ত্রিলোক সহিতে,
তখন কোথা এ বিভব রবে!

(৭)

গুণী বিশ্বাবসু সঙ্গীতের পতি,
বীণা-যন্ত্রে পুনঃ মধুর ভারতী,
গায়িতে লাগিল প্রেমের গাথা,
বিলাপ ঘুচিল প্রেম উপজিল,
রসে ডগমগ তনু শিহরিল,
এক(ই) সূত্রে প্রেম করুণা গাঁথা!
মৃদুল মৃদুল তাজ রে তাজ*
মৃদুল মৃদুল নও রে নও,
বাজিতে লাগিল মধুর বোলে,
শ্রবণে শীতল যতেক শ্রোতা।
"সংগ্রামে কি সুখ সকলি অসুখ
দিন-রাত নাই প্রাণ ধুক্ ধুক্,
মান-মর্য্যাদা কথার কথা।
ঘোড়া-দড়বড়ি, অসি-ঝন্‌ঝনি,
কাটাকাটি, গোল, তীর-স্বন্‌স্বনি,
কানে লাগে তালা করে ঝালাপালা,
দেহ হয় আলা সমর-স্রোতে;
গতি অবিরাম নাহিক বিরাম,
সমরে কি সুখ নারি বুঝিতে!
চিরদিন আর দনুজ সংহার
ক'রে কত ভার সহিবে দেব;
বামে শচীপতি, হের সুরপতি,
কর সুখভোগ রাখ বুকেতে!"
বাখানিল যত কিন্নর-কিন্নরী,
বাখানিল যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
বাখানিল দেবগণ পুলকে।
রতিপতি-জয় হলো সুরপুরে,
ললিত মধুর বীণার সুস্বরে;
সঙ্গীতের জয় হলো ত্রিলোকে।

---

* দেবতারাই সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সুতরাং লক্ষ্ণৌই সুর দেবতাদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকা সম্ভব।

স্বরে জরজর দেহ থর থর,
হেরে ঘন ঘন দেব পুরন্দর,
হৃদয়ে বামারে রাখিতে চায় ;
নিমেষে হেরিছে নিমেষে ফিরিছে,
নিমেষে নিশ্বাস বহিছে তায়।
শেষে পরাজিত অচেতন চিত,
শচী-বক্ষঃস্থলে ঘুমায়ে রয়।

(চিতেন)

গায়িল কিন্নর,—"স্বরে জরজর,
দেব পুরন্দর হলো পরাজয়,
নিমেষে হেরিছে নিমেষে ফিরিছে,
নিমেষে নিশ্বাস বহিছে তায়।
শেষে পরাজিত অচেতন-চিত
শচী-বক্ষঃস্থলে ঘুমায়ে রয়।"

(৮)

"বাজ্ রে বীণা বাজ্ রে আবার,
ঘন ঘোর রবে বাজ্ এইবার,
আরো উচ্চতর গভীর স্বরে,
যাক্ দূরে যাক্ কামের কুহক ;
মেঘের ডাকে ডাক্ রে পূরে।

"অহে সুররাজ ছি ছি এ কি লাজ,
দেখ দেখ অই দনুজ-সমাজ,
রণসাজ ক'রে আসিছে ফিরে,
শিরে ফণী বাঁধা করে উল্কাপাত,
কর সুরনাথ দনুজ-নিপাত,
দেখ চরাচর কাঁপিছে ডরে।
জলদ-নিনাদে করে হুহুঙ্কার,
এ অমরপুরী করে ছারখার ;
পূরণ আহুতি করিতে এবে।
কর দন্ত চূর, বজ্র ধর, শূর,
রাখ হে ব্রহ্মাণ্ড, বাঁচাও দেবে!"
শুনে বজ্রধর বেগে বজ্র ধরে,
কড় কড় ধ্বনি গরজে অম্বরে,
ভয়ে হিমগিরি টলিল ;
তখন উল্লাসে, বিদ্যাধরী হেসে,
বীণাযন্ত্র পাশে রাখিল।

(চিতেন)

বেগে বজ্রধর গায়িল কিন্নর,
"কড় কড় নাদে গরজে অম্বর,
ভয়ে হিমগিরি টলিল।
তখন উল্লাসে বিদ্যাধরী হেসে
বীণাযন্ত্র পাশে রাখিল।"

গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ।